উপক্রমণিকা।

—*—

হেমচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার সময় বোধ হয় এখনও হয় নাই। সম্ভবতঃ আমাদিগের অপেক্ষা অধিক-ভাগ্যবান্ কোন ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে, উপকরণাদির সংগ্রহ করিয়া এই মহাকবির সজীব আলেখ্য বঙ্গদেশবাসীকে উপহার দিবেন। এখন কবি জীবিত না থাকিলেও কবির অনেক বন্ধু ও আত্মীয় ব্যক্তি এখনও আছেন, এখন তাঁহাদিগের নিকট তত্ত্বসংগ্রহ করিতে পারা যায়; সুতরাং ভাবী জীবনচরিত-লেখকের উপকরণ-সংগ্রহের ইহাই প্রশস্ত সময়।

এই প্রবন্ধে আমরা কবির পরিচয় সংক্ষেপে দিয়া কবির কতকগুলি গুণের পরিচয় দিব।

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী গুলিটা নামক গ্রামে মাতুলালয়ে কবিবর হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। উত্তরপাড়ার ৺কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার পিতা। হেমচন্দ্রই ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। হেমচন্দ্র ভবানীপুরে বিবাহ করেন ও খিদিরপুরে আসিয়া বাস করেন। হিন্দুকলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা হয়। তিনি জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন, শেষে নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হন।

হেমচন্দ্র কয়েক মাসের জন্য মুন্সেফ হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের বলবতী স্পৃহায় তাঁহার সে কার্য্যে অনুরাগ জন্মিল না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন। পূজ্যপাদ বাবু অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবসর-গ্রহণান্তে তিনিই হাইকোর্টের প্রধান গবর্ণমেণ্ট প্লীডার হইয়া পরম সম্মান ও গৌরবের সহিত সেই কার্য্য করিতেছিলেন। শেষে নেত্ররোগেই তাঁহার দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল।

হেমচন্দ্রের মত উদারচরিত ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। তাঁহার সুসময়ে তিনি ভৃত্যদিগের প্রতিও স্বজনের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আপনি যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য যে পরিমাণে খাইতেন, তাঁহার ভৃত্যেরাও তাহাই সেই পরিমাণে খাইতে পাইত। পত্নীর উন্মাদ রোগের জন্য এবং কোন আত্মীয়ের একটী মোকদ্দমায় প্রাণ-মান রক্ষার্থ তাঁহার যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা শুনিলে, বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় সহসা রোগসঞ্চারে উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইলে, যেরূপ অর্থাভাব ঘটে, দৈব দুর্ব্বিপাকে বঙ্গীয় কবিকুল-শিরোমণিরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিল। এ সকল কথা, বলিতে ও ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সুতরাং সংক্ষেপেই কবির দুরবস্থা বর্ণিত হইল।

জীবদ্দশার শেষভাগে মিলটনের ন্যায় তিনিও অন্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ কবি তাঁহার ন্যায় দারিদ্র্যে কষ্টপ্রাপ্ত হন নাই। শেষ জীবনে সহৃদয় কতিপয় ব্যক্তির

অর্থ-সাহায্য ও ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহদত্ত মাসিক বৃত্তি ভিন্ন তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের গত্যন্তর ছিল না।

“আর্য্য-সাহিত্য সমিতি” নামধারী কতিপয় হৃদয়হীন ব্যক্তি গ্রন্থাবলীর প্রচারে অর্থ-সংগ্রহ করে এবং কবিকে বঞ্চিত করিয়া ও আদালতে আপনাদিগকে যোত্রহীন বলিয়া নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ইতঃপূর্ব্বে কবি কখনও গ্রন্থের আয় স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই। শেষে এই আয়ের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

এ বিষয়ে হিতবাদীতে বর্ত্তমান সংস্করণের প্রচারককে এই রূপ লিখিতে হইয়াছিল;—

১৩০৬ সালে কবিবর হেম বাবু তাঁহার গ্রন্থ-স্বত্ব ব্যক্তি বিশেষকে পাঁচ শত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন এবং তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এই সংবাদ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন আমাকে জানাইলেন, তখন আমি হেম বাবুকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া অন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ প্রদান করি। ইহার ফলে ক্রমে আমার সহিত এই চুক্তি হয় যে, আমি সাধারণের নিকট হইতে অন্যান দুই হাজার টাকা তাঁহাকে পুস্তক বিক্রয় করিয়াই তুলিয়া দিব, অধিক তুলিতে পারি ভালই, নচেৎ দুই হাজার টাকার দায়ী আমি থাকিব। গ্রন্থ-স্বত্ব হেম বাবুরই থাকিবে, তবে আমি যখন যত ইচ্ছা গ্রন্থ ছাপিয়া বিক্রয় করিতে পারিব। এই অধিকার ভিন্ন আমার নিজের আর কোন অধিকার থাকিবে না। হেম বাবু নিজেও যত ইচ্ছা পুস্তক ছাপিতে, বা অন্যকে ছাপিবার অধিকার দিতে পারিবেন, তবে প্রথম দেড় বৎসরের মধ্যে তিনি স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী ভিন্ন আর কিছু ছাপিবেন না, বা ছাপিবার অধিকার অন্যকে দিবেন না। ইত্যাদি মর্ম্মে স্বর্গীয় কবির সহিত আমার চুক্তি হয়। যে দুই সহস্র মুদ্রার দায়িত্ব আমি লইয়াছিলাম, পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে সেই প্রতিশ্রুত মুদ্রা প্রদান করি, ও শেষে ইহার কত অধিক দিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা হেম বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ অবগত ছিলেন। ইহাই গ্রন্থাবলী বিতরণের প্রকৃত ইতিবৃত্ত।

দরিদ্র অবস্থাতেও কবির হৃদয় উন্নত ছিল। “ভিখারী হইয়াও তিনি গ্রন্থের উপস্বত্ব বিষয়ক হিসাব দেখিতে চাহেন নাই, এক দিনও দেখেন নাই। এবিষয়ে হিতবাদীতে লিখিত হইয়াছে—

“হিসাব পরীক্ষার জন্য আমরা হেম বাবুকে বার বার বিরক্ত করিয়াছিলাম। প্রথম অনুরোধের উত্তরে তিনি দেখিতে অস্বীকার করিলে, আমি তাঁহাকে হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য লোক পাঠাইতে বলি, এবং তাঁহাকে শেষ টাকার ভগ্নাংশ পূর্ণ করিয়া আরও এক হাজার টাকা দিব বলি। তাহাতে তিনি ১৩০৭ সালের ২৫ শে আসাঢ় আমাদিগকে এক খানি পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

আর আপনি এক জন লোক পাঠাইয়া [illegible] হিসাব পত্র দেখিবার কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনার কথার আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে আপনি বলিয়া গিয়াছেন যে, এবারতে আমাকে আর এক হাজার টাকা দিতে পারিবেন, এই কথাই আমার যথেষ্ট। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ও আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি ইহাই প্রার্থনা করি।

এই টাকাও আমি তাঁহাকে গিয়া দিয়া আসি। এবিষয়ে যদিও তিনি “যাহা প্রাপ্য”

তাঁহা পাইয়াছেন স্বীকার করেন তথাপি আমার মনের তৃপ্তি হয় নাই। আমি ইহার বহু পরেও হিসাব পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিনয় সহকারে অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি ১৩০৯ সালের ১৪ই বৈশাখ আমাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান—

"এ হতভাগ্য দীনহীন অন্ধের আপনি বিস্তর উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি ও থাকিব। অন্তর্যামী ভগবানই জানেন যে, আপনার প্রতি আমার মনের ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, তবে কেন যে আমার প্রতি আপনার চিত্ত মালিন্য ঘটিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সেই জন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখিত আছি। যদি কখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সকল কথা নিবেদন করিব এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিব। জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রকারে আপনার মঙ্গল করুন ইহাই এ দীনহীন অন্ধের প্রার্থনা। এই প্রার্থনা করা ভিন্ন আমার আর কিছু করিবার সাধ্য নাই।

আপনার অনুগত ও আশ্রিত
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

ইহার পরে এ সম্বন্ধে আর পীড়াপীড়ি করা অসাধ্য বলিয়া আমি হিসাবের কথা মুখে আনি নাই।

হেম বাবু নিজ গুণে প্রতিপত্রেই বিনয় প্রকাশ করিতেন, এ অধমের সহিত টেক্‌ষ্টবুক কমিটির কথা, গবর্ণমেন্টের বৃত্তির কথা ও অন্যান্য অনেক কথার আলোচনা করিতেন, আমার অকিঞ্চিৎকর পরামর্শ নিজগুণে গ্রহণ করিতেন। নিম্নলিখিত পত্রে এ বিষয়ের আভাস পাইবেন—

"একটী বার দয়া করিয়া এ দীনহীনের বাটীতে যদি পদার্পণ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। আপনার সময়ের একবিন্দুও যে কত মূল্যবান, তাহা আমি জানি কিন্তু কি করিব, ভগবান্ আমাকে একেবারে মৃত-প্রায় করিয়া রাখিয়াছেন, আপনি দয়া না করিলে আমার কিছুই করিবার সাধ্য নাই। করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, দয়া করিয়া ৫ মিনিটের জন্য একটীবার দেখা দিবেন। একটী বিষয়ে আপনার উপদেশ লওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে সে উপদেশ পাইতে পারিব না, সেই জন্যই এরূপ আগ্রহের সহিত আপনাকে একটু কষ্ট স্বীকার করিবার জন্য অনুনয় করিতেছি। আমি বড় হতভাগ্য! নিজ মাহাত্ম্যে এই কথা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি দয়া করিবেন। আমি আপনার একান্ত অনুগত এবং দয়ার পাত্র। কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা মার্জ্জনা করিবেন। অধিক আর কি লিখিব ইতি—

আপনার বশংবদ
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

আর একখানি পত্রে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আমার শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, এই জন্যই ইহা লিখিয়া আপনাকে বিরক্ত করিলাম। কবে আসিতে পারিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া জানাইলে যারপর নাই সুখী হইব। মরিবার পূর্ব্বে যতবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়, ততই আমার পক্ষে সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয়। অধিক আর কি লিখিব।

আপনার আশ্রিত।
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

এত স্নেহ, এত বিনয়, এত সৌজন্য, আমি এ জন্মে ভুলিতে পারিব না। এরূপ বহুসংখ্যক পত্র আমার নিকটে আছে—জনসমাজে সেগুলির প্রচার করা আমার অনভিপ্রেত। যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহাও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তিনি জীবিত থাকিলে এজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম।

কবির অন্যতম বন্ধু স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে দুঃখ প্রকাশক কবিতাই তাঁহার জীবনের শেষ রচনা।

বঙ্গীয় ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া, বায়ুরোগগ্রস্তা, পুত্র কন্যা বিয়োগবিধুরা পত্নীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, কবি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মধ্যম পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র ও হতভাগিনী বিধবা শ্রীমতী কামিনী দেবী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কবির মৃত্যুকালে তাঁহার পাঁচ

পৌত্র এবং বিধবা পুত্রবধূ; ও দৌহিত্রাদি বর্ত্তমান ছিলেন।

যদি কখনও হেমচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত উপযুক্ত ভাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে আমরা লেখককে জ্ঞাতব্য অনেক কথা জানাইতে পারি। এসংক্ষিপ্ত বিবরণে সে সকল কথার উল্লেখ শোভা পাইবে না।

—*—

কবিত্বে আত্ম-বিস্মৃতি।

একটু" অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, কবির কষ্ট অপর সাধারণের প্রাণের কষ্টের সমতুল্য হইলেও কবির অনুভবশক্তি প্রখরা বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে অন্য অপেক্ষা অনেক গুণে গুরুতর আঘাত লাগে। যাঁহার ভাবিবার শক্তি আছে, অনুভব করিবার হৃদয় আছে, যিনি পরের বেদনা কল্পনাবলে আপনার মত অনুভব করিতে পারেন—তিনি যখন আপন কষ্টের বিষয়ে চিন্তা করেন, তখন তাঁহার উদ্বেল-হৃদয়ে যে কি ভাবতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত হয়, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা নিতান্তই অসম্ভব।

হেমচন্দ্রের হৃদয় আশৈশব পরের জন্য কাঁদিয়াছে। কাঁদিয়াই তাঁহার জন্ম গেল। দেশের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন—এখনও তাঁহার সে রোদনের অবসান হয় নাই। তাঁহার মুখে—

আর কি সে দিন্ হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে,
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
কবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ,
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত॥
যবে দেব-অবতংস, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ,
যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর,
অযোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত!

শুনিয়া অনেককে অতীতের স্মরণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। হেমচন্দ্রের উদার হৃদয় শুদ্ধ স্বদেশের জন্য নহে, বিদেশের জন্যও কাঁদিতে বিরত হয় নাই। রোমের জন্য, আরবের জন্য, পারস্যের জন্যও কবির হৃদয় বিচলিত হইয়াছে। ফরাসী ভূমির দুঃখে—তিনি বলিয়াছেন—

"তোরো তরে কাঁদি আর ফরাসী জননী,
কোমল কুসুম-আভা প্রফুল্লবদনী।
এত দিনে বুঝি সতি, ফিরিল কালের গতি,
হলে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি।
সভ্যজাতি—মাঝে তুমি সভ্যতার খনি।
হলো যবে মহীতলে, রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল করে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচির যৌবনী।
ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে,
শিল্প, নীতি, নৃত্যগীত, চকিত অবনী;
তোরো তরে কাঁদি আর ফরাসী—জননী।"

পরের জন্য পদে পদেই কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে—কিন্তু নিজের দুঃখে, নিজের কষ্টে, তাঁহার বিষাদ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে নাই। তিনি বলিয়াছেন—

কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া
সবারি এ দশা কিছু চির নয়,
চির দিন কারো নাহি রয় স্থির,
চিরকাল কারো সমান না যায়।
কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট শৃঙ্খলে,
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?
এস ভগবান্ কর ধৈর্য্য দান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি॥

নেত্রহীন ও সঙ্গে সঙ্গে যোত্রহীন হইয়া কবি যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না। তাঁহার বিষাদে পাষাণও গলিয়া যায়, তিনি বিচলিত না হইলে মানবপ্রকৃতিই যে অন্যরূপ হইত। অন্ধ অবস্থায় তিনি লিখিয়াছেন—

বিভু কি দশা হবে আমার।
একটী কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন—
সব আশা চূর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী' পরে,
চির দিন করিতে ক্রন্দন ॥
আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে ॥
চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে,
যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে ॥
কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান,
ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান্ ॥
সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন, পরপ্রতিপাল্য দীন,
ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে।
জীবনে বাসনা যত, সকলই করিলে হত
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার,
চির অস্তমিত দিনমণি ॥
ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার ॥
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি
দশদিক্ ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার ॥
প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে,
আমারি রজনী শেষ, হবে না কি? হে ভবেশ,
জানিব না দিবা কারে বলে ॥
আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাত শিশিরবিন্দু জ্বলে,
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে ॥
বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসারক্ষেত্রে, পাবনা দেখিতে নেত্রে,
দেব তুল্য মানব বদন।
নিজ পুত্র কন্যা মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
কি নিয়ে থাকিব ভবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হ'বে আমার।

চক্ষু হারাইয়া, চিন্তাভরে অবসন্ন হইয়া কবিকে বলিতে হইতেছে—

সহেছি অনেক দিন, স'ব আর কত দিন,
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে।
হরে এ প্রাণ হরি, এ দুঃখ ঘুচাও, হরি,
এ যাতনা দিওনা'ক কারে ॥

তথাপি—তিনি কল্পনার লীলায় আত্ম-বিসর্জ্জন করেন—প্রকৃতির তরঙ্গে শোকতাপ বিস্মৃত হন—কৌমুদীর কোমল স্পর্শে আত্ম-হারা হন। এ অবস্থাতেও তিনি গাইয়াছেন—

"কোথা যেন যাই চ'লে
স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,
সংসারের সুখ দুঃখ নাহি থাকে স্মরণে ॥"

আবার স্থানান্তরে স্বভাব-সিদ্ধ ধৈর্য্য সহকারে বলিতেছেন—

সকল (ই) ত গেছে সব ফুরায়েছে।
আর ত ফিরিয়া পাব না তায়,
তবুও এখন (ও) স্মৃতিগত সুখ,
ভেবেও তাপিত হৃদি জুড়ায়।

কবি আপনার সহিত বনবিটপীর যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এখনও প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়।

হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন;
বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন!
ছিল সুরসাল কাণ্ড, সুচারু গঠন,
উন্নত শিখরে অভ্র করিত ধারণ,
শাখা শাখী চারি ধারে উঠিত কেমন,
বিটপে আতপতাপ হইত বারণ।
পড়িত তাহার তলে ছায়া সুশীতল,
ফুটিত কেমন ফুল কিবা পরিমল।
কতই লতিকা উঠে জড়াইত গায়,
কতই পথিক শ্রান্ত ঘুমাত তলায়।
ঝটিকা ঝাপটে এবে হারায়ে স্ব-বল,
হেলিয়া পড়েছে আজি পরশি ভূতল।
শুকায়েছে শুকাতেছে বিটপ পত্রিকা,
খসিয়া পড়েছে ভূমে আশ্রিত লতিকা।
শুষ্ক ফল পুষ্প পড়ি ভূমিতে লুটায়।
আসে পাশে বিহঙ্গেরা উড়িয়া বেড়ায়,
নিরাশ্রয় ভগ্ননীড় নিকটে না যায়।
পথিক সতৃষ্ণ নেত্রে তরু পানে চায়,
ছায়া বিনা কেহ সেথা বসিতে না পায়,
নিকটে আসিয়া কেহ ক্ষণ না দাঁড়ায়,
পূর্ব্ব কথা ব'লে ব'লে পথে চলে যায়।
দেখিয়া তরুরে তোরে প্রাণ কাঁদে মম,
আছিল আমার(ও) আগে সবই তোর সম,
শাখা শাখী ফল পুষ্প সুবেশ সুঘ্রাণ,
করেছি কতই জনে সুচ্ছায়া প্রদান।
হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়,
নিজ পর ভাবি নাই অনন্য উপায়,
যে, এসেছে আশা করে দিয়াছি তাহায়,
এখন পনি হেলে পড়েছি ধরায়।
স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন।

এই কবিতায় মর্ম্মভেদী স্বরে যদি আমাদিগের হৃদয় বিচলিত না হয়, তাহা হইলে আর কিসে হইবে? কবি পদে পদে আত্মবিস্মৃত হন বলিয়া কি কবির স্বদেশবাসীরা তাঁহার কষ্টের কথা বিস্মৃত হইবে?

হেমচন্দ্রের প্রতিভা।

হেম বাবুর কবিত্বে বৈচিত্র্যের যত সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়, বোধ হয়, আমাদিগের আর কোন কবির রচনাতেই সেরূপ দেখা যায় না। উন্নত চরিত্রাঙ্কনে এবং কল্পনার উচ্চতায় ও ভাবের গভীরতায় হেম বাবুর যেরূপ অতুল ক্ষমতা, প্রেমিক হৃদয়ের প্রতিকৃতি-প্রকাশে তাঁহার যে প্রকার অসাধারণ নৈপুণ্য, পরিহাস-রসিকতাতেও তাঁহার পারদর্শিতা সেইরূপ অদ্বিতীয়। ফলতঃ হেম বাবুর সর্ব্বব্যাপিনী প্রতিভা তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান, সহৃদয় ভাবুক মাত্রেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ যেরূপ প্রগাঢ়, ধর্ম্মভাবও তদনুরূপ মর্ম্মস্পর্শী। যে হস্তে তিনি সরলতার প্রতিকৃতি ইন্দুবালার অপূর্ব্ব কোমলতা চিত্রিত করিয়াছেন, সেই হস্তেই তিনি মহামেঘ-বরণা নৃমুণ্ডমালিনী কালী মূর্ত্তিতে মহাদেবীর সংহারময়ী মূর্ত্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন। যে হস্তে তিনি শচীর অপূর্ব্ব তেজোময়ী প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া ভাবুক মণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন, সেই হস্তে তিনি বাজিমাতের তীব্র শ্লেষ সংগঠিত করিয়া আমাদিগের অশেষ প্রকার দোষে কঠোর

ভ্রূকটাক্ষপাতে ত্রুটি করেন নাই। এরূপ সর্ব্বতো-মুখী কবিপ্রতিভা, আমাদিগের দেশ বলিয়া নহে, সমগ্র জগতেই বিরল। হেমচন্দ্রের প্রতিভা সকল দিকেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

হেমচন্দ্রের প্রতিভা কোন্ দিকে দেখিব? নয়ন ভরিয়া ক্রমাগত দেখিয়াও ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না! কোন্ দিকে চাহিব? একবার ইন্দুবালার দিকে চাহিয়া দেখ, এমন সরলতা-মাখা এমন উদার স্বভাব কোথায় দেখিয়াছ? বীরজায়ার কোমলতামাখা কথা একবার শ্রবণ কর।

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে ক'জন ভাবে সে ক'জন
বীরপত্নী কিসে হয়!
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি দুরূপণ!
যশঃ তৃষ্ণা হায় মিটে নাকি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে
সমরেরে দাহ সহি।"

একদিকে এই কোমলতার চিত্র, অপর-দিকে ঐন্দ্রিলার গর্ব্ব, একত্র ধরিয়া দেখিলে কবিপ্রতিভার কি বৈচিত্র্য পরিস্ফুট বোধ হয়! শচীকে যখন রতি, দৈত্যের অনুগ্রহে কারামুক্তির কথা জানাইতে আসিল, তখন কারাক্লিষ্টা শোকসন্তপ্তা শচীর মনে কি ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা যতবার পাঠ করা যায়, ততবারই হেমচন্দ্রের অসাধারণ চিত্রনৈপুণ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতে হয়। মুক্তিদানের প্রস্তাব শ্রবণে শচীর অবস্থা একবার প্রত্যক্ষ করুন ;—

ঝটিকার আগে যথা গম্ভীর আকাশ,
পুলোম-ঋষির কন্যা—পুরন্দর-জায়া
তেমতি গম্ভীর ভাব! ভাবিতে লাগিলা
অনঙ্গমহিলাবাক্যে চিন্তিত অন্তর!
কতক্ষণ পরে—"না রতি" কহিলা ধীরে
"মায়াবী অসুর ছলে ছলিল তোমায়।
না বুঝিলে কামবধূ কালভুজঙ্গিনী
ঐন্দ্রিলার কূটখেলা! ছাড়িবে আমায়?
হে অনঙ্গ-সহচরি! এ কথা কিরূপে
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে? যার তরে, চর
ধরামাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়া
আমায় আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি,
দৈত্যপতি ছাড়িবে শচীরে! কহ শুনি,
কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে? সত্য যদি
ভাবিলে তা, বল বা কি রূপে—সুসংবাদ
ভাবিলে ইহায়? রতি, শুভ সমাচার
শুনাতে আমায় যদি শুনাইতে আজ ;
তাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায় স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ। কিংবা পুত্র মম
জয়ন্ত, জননীক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে! হে অনঙ্গরমে!
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার, বলিবে যেখানে?
মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ,
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে?
না রতি, কহ গে দৈত্যে—চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা,
পতিহস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম!

ইহা পাঠ করিলে চিত্রের সৌন্দর্য্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কল্পনার মহত্ত্বে বিচলিত না হইয়া কে থাকিতে পারে? এই "টপ্পা পাঁচালী"—পরিপ্লাবিত দেশে—এমন দৃশ্য হেমচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। রঙ্গলাল স্রোত ফিরাইতে গিয়াছিলেন, মাইকেল স্রোত ফিরাইয়াছিলেন, কিন্তু

হেমচন্দ্র ভিন্ন এরূপ উচ্চ চিত্রের পূর্ণ বিকাশ আর কাহারও কাব্যে দৃষ্ট হয় না। কবি প্রতিভা বঙ্গীয় পাঠককে উচ্চ আদর্শে বিমোহিত করিতে যেরূপ অগ্রসর, তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিতেও ইহা তেমনই সমর্থ—হেমচন্দ্রের ছত্রে ছত্রে ইহা পরিলক্ষিত হইবে। মনের উচ্চতা ও হৃদয়ের পরিধি, এই সকল চিত্রেই অভিব্যক্ত আছে।

—*—

হেমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ।

কবিবর হেমচন্দ্র বঙ্গের সাহিত্যে যে অলৌকিক শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন ও করিতেছেন, জাতীয় চরিত্র গঠনে যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, যে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভে আপনাকে যশস্বী ও আপনার ভাষাকে জগৎ পূজিতা করিয়াছেন, আজি সেই সকল কথা মনে হইলে আর হেমচন্দ্রের কষ্টের কথা স্মরণ করিলে, পাষাণের হৃদয়ও গলিয়া যায়। যিনি যৌবনের প্রাক্কালে স্বদেশপ্রণয়ে বিহ্বল হইয়া "ভারত-সঙ্গীত" গাইয়াছিলেন, উৎসাহ-বশে, আগ্রহ-সহকারে বলিয়াছিলেন,—

"সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত
সেই বিন্ধ্যাচল এখনও উন্নত
সে জাহ্নবী বারি এখনও প্লাবিত
কেন সে মহত্ত্ব না হবে উজ্জ্বল ?

সে হেমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ কখনও নিস্তেজ হয় নাই। রাজরাজেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্ যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখনও ভারতভিক্ষার ছত্রে ছত্রে কবিবর স্বদেশানুরাগের স্রোত বহাইয়াছেন। বলিয়াছেন —

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখাগীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদ-গান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,"
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।
"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি যে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগত ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ সন্তানে ;
সমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে ;
"যখন জৈমিনি, গর্গ, পাতঞ্জলি,
মন অন্বেষণ শোভায় উজ্জলি,
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন দ্বৈপায়ন,
জগতের দুঃখে শাক্যসিংহ
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিল গার্হস্থ্য,
তখন(ও) তাহারা ঘৃণিত নহে ;
"তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের লেশ,
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু ফিরে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে ;
"হে কুমার মনে রেখো এই কথা—
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা
পবিত্র সে দেশ—পূতঃকলেবর—
কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কোটি কোটি জ্ঞানী, ঋষি পুণ্যধর,
কবি কোটি কোটি মধুর-অন্তর,

রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে

শুধু সে সময়ে নহে, শেষেও তাঁহার স্বদেশানুরাগের প্রবাহ সমভাবে বহিয়াছে। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক সকল প্রকার কষ্ট ও চিন্তায় ক্লিষ্ট

হইয়া অন্ধ অবস্থাতেও কবি স্বদেশানুরাগ পরিহার করেন নাই। এই অন্ধ অবস্থাতেও বলিতেছেন—

"হে জগৎপতি দাসের মিনতি
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ
যেখানেই থাক্ যেখানেই যা'ক্
যতই সম্মান যেখানেই পা'ক
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।"

এমন স্বদেশানুরাগে যে কবির হৃদয় উদ্দীপ্ত, আমরা সে কবির স্বদেশবাসী হইয়া তাঁহার সদ্‌গুণের কি সম্মান করিলাম? তাঁহার ঋণের কি শোধ দিলাম? এ সকল কথা আমাদিগের ভাবিবার, আমাদিগের চিন্তা করিবার বিষয় নহে কি? কবির-প্রাণে এখনও তেজ আছে, এখনও শান্তি আছে, অই অন্ধজীবনে, এই কষ্টের সময় নিজের প্রাণে সান্ত্বনা দিতে তিনি নিজেই সমর্থ। তিনি নিজেই বলিতেছেন —

"আমি কিবা ছার নগণ্য পামর,
কত শত শত মহাভাগ্যধর,
বিরাট সম্রাট্, দেবতুল্য নর,
উন্নতি পতন সবারি হয়।

ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে জগদীশ্বরের নাম গান করিতে করিতে কবি বলিতেছেন —

ডাকি হে শ্রীহরি শ্রীচরণে ধরি
মোহ অন্ধকার দাও দূর করি
দেহ শান্তি প্রাণে এই ভিক্ষা করি
অভাগার শেষ আশা মিটাও!"

কবির কর্ত্তব্য কবি করিতেছেন ও করিয়াছেন, কিন্তু কবির প্রতি তাঁহার স্বদেশবাসীর কি কোন কর্ত্তব্য নাই?

বিলাতের পরলোকগত রাজ-কবি টেনিসনের দুই একটী সামান্য কবিতার এক এক ছত্রের অনেক মূল্য শুনিয়া আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতাম। কৌতূহলপরবশ হইয়া সেই কবিতা পাঠ করিতাম। তখন বুঝিতে পারি নাই, কোন্ অলৌকিক গুণে এক এক ছত্রের তাদৃশ অসাধারণ মূল্য হইয়াছে। এক্ষণে বুঝিতেছি, কবিতার অলৌকিকত্বে ঐ মূল্য হয় নাই, দেশের লোকের কবির প্রতি এত আদর, এত অনুরাগ যে, তাঁহার লেখনী-নিঃসৃত সামান্য কবিতা পাঠ করিবার জন্য সকলেই আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করে; সেই জন্য কবিতার ঐরূপ মূল্য হয়। যে দেশ কবির সম্মান করিতে জানে, সে দেশের গুণগ্রাহিতা আছে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

আমাদিগের দেশে ইহার বিপরীতই পরিলক্ষিত হয়। আমাদিগের কবি ও অগ্রণী-গণ আমাদিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দেন, আপন আপন অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগে আমাদিগের প্রাণে দেশহিতৈষিতার সঞ্চার করেন, নানা প্রকারে নিজ গুণে আমাদিগের গৌরব-বর্দ্ধন করেন; আর আমরা এমনই গুণগ্রাহী যে, তাঁহাদিগের সম্মান করা পরের কথা, তাঁহাদিগের অভাবমোচনে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, সমবেদনা প্রকাশ করিতেও আমরা পরাঙ্মুখ। আমরা যেমন অন্তঃসার-শূন্য, আমাদিগের সমবেদনা প্রকাশও সেই-রূপ মৌখিক, সেইরূপ অসার। নহিলে, হেমবাবুর মত কবির এদেশে কখনই অর্থা-ভাব ঘটিত না।

হেমচন্দ্র যদি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কখনই এ দুরবস্থা হইত না। তাঁহার গ্রন্থাবলী থাকিতে তিনি কখনই অভাবের মুখ দেখিতেন না, তাঁহাকে বার্দ্ধক্যে অন্ধ অবস্থায়, পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন ধারণ করিতে হইত না। কিন্তু আমাদিগকে ধিক্, আমরা

আমাদিগের অমূল্য রত্নের আদর বুঝিলাম না। আমাদিগের গুণগ্রাহিতায় ধিক্, কারণ এমন কবিকেও আমরা অভাবের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। অধিকন্তু আমাদিগের দেশহিতৈষিতায় ধিক্, কারণ হেমচন্দ্রের মত আশৈশব স্বদেশানুরাগীর মর্ম্ম আমরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না।

—*—

হেমচন্দ্রের রচনা।

হেম বাবুর গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত ভাবে সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে তাঁহার কয়েকখানি কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা এই স্থলে আবশ্যক বোধ করিতেছি।

চিন্তা-তরঙ্গিণী। এ খানি বাল্য-রচনা, ইহাতে দোষ-গুণের বাহুল্য নাই। বর্ণনীয় বিষয়ের উপাদান ভাগ এই—একজন ধনবানের পুত্র বিষয়াদির রক্ষার্থে মিথ্যা কথনাদি পাপে প্রবৃত্ত হইতে গুরুজন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন। সেইজন্য তাঁহার মনে অনুশোচনা জন্মে ও আত্মহত্যা দ্বারা তিনি সকল চিন্তার শেষ করেন। এ গ্রন্থ হেম বাবুর উপযুক্ত না হইলেও একেবারে নিন্দনীয় হয় নাই। পূর্ব্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাতেও ইহার সন্নিবেশ দেখিয়াছি।

বীরবাহু। এ খানিও বাল্যরচনা, কিন্তু ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ়, ইহাতে ভাবসন্নিবেশেরও উৎকর্ষ আছে। উপাখ্যানটি কাল্পনিক হইলেও ইতিহাসমূলক বলিয়া ভ্রম জন্মে। দোষাদি সত্ত্বেও অনেক পরিণত-বয়স্ক কবি এরূপ কাব্যরচনায় আপনাকে যশস্বী বোধ করিতে পারিতেন।

বৃত্রসংহার—হেম বাবুর প্রধান গ্রন্থ। ইহা বঙ্গভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য। ইহার দোষগুণ সমালোচনা করিলে সেই প্রবন্ধ এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বাবু ইহার যে সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা অনেকেই পাঠ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহার গুণ সম্বন্ধে আর্য্যদর্শনের উক্তি এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

হেমচন্দ্রের বর্ণনা তাঁহার কবিতার প্রধান গুণ। তাঁহার কল্পনা যেমন উচ্চ ও গভীর, তাঁহার বর্ণনা তেমনি ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতে ও গভীরতর হইতে থাকে। তাঁহার বর্ণনায় ওজস্বিতা ও জীবিতভাব অনুভূত হয়। তাঁহার চিত্র সকল বর্ণে উজ্জ্বলিত দেখায়। তিনি ভাব সকলকে একে একে, দলে দলে প্রবাহের মত আনিয়া ফেলেন। স্থির হইয়া দেখিতে পারি না, মনে সকলভাবের অঙ্কপাত হয় না। কিন্তু সমুদায় বর্ণনায় মনে একটী উচ্চভাবের উদ্রেক হয়। মন প্রশস্ত হয় না কিন্তু অন্তস্তর প্রদেশ হইতে উথলিয়া উঠে। একদা উচ্চে উঠিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। স্বর্গের দিকে নয়ন উন্মীলিত হয়। কবির বর্ণনার প্রভাব মনে উদিত হইতে থাকে।

হেমবাবু বঙ্গভাষায় কতিপয় উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন। এই কবিতাবলিতে তাঁহার বর্ণনা ও কল্পনা-শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেমবাবুর কল্পনাশক্তি সুন্দর কাব্যদৃশ্য সকল রচনা করে এবং তদীয় বর্ণনাশক্তি সেই দৃশ্য নিশ্চয় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করে। বৃত্রসংহার কাব্যেও এই গুণ প্রধানতঃ লক্ষিত হয়। ইহাতেও দৃষ্ট হয় যে তাঁহার কল্পনায় গাম্ভীর্য্য আছে, তাঁহার বর্ণনায় ওজস্বিতা

বিদ্যমান আছে। হেমবাবুর কল্পনার প্রকৃতি এই যে, সে কল্পনা কখন লঘু বিষয় গ্রহণ করে না। তাঁহার কল্পনা দেবী সামান্য ও তুচ্ছবিষয় সমুদায় পরিহার করিতে চাহে। ভারতের দুরবস্থায় তাঁহার কল্পনাদেবী যেন শোকাতুরা হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার কল্পনায় বাল-সুলভ চপলতা নাই, যৌবন-সুলভ লঘুতা নাই এবং স্ত্রীসুলভ আমোদ-প্রিয়তা নাই। তাহা নৃত্য করে না, গীত গাহেনা, হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে না। তাহাতে যুবতীর যৌবনসুলভ দোষের কিছুই নাই। কিন্তু তাহাতে যুবতীর রূপ ও নবীনত্ব আছে। সে কল্পনা যেন যৌবন বয়সেই সন্ন্যাসিনী, পতিহারা শোকাতুরা উন্মাদিনী, দেবসেবায় নিরত, পূজা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ। সে কল্পনা কুসুম-দামে নিজের বেণীবন্ধ করে না, কিন্তু সেই কুসুমহার চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া ইন্দ্রাণীর গলে সমর্পণ পূর্ব্বক সুখিনী হয়েন, অথবা পরম ভক্তির সহিত শিবপদে পূজোপহার দেন। জীবলোকের ঐশ্বর্য্য তিনি দেবলোকে আনিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করেন। সে কল্পনার হৃদয়ভাব যেন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি—উষ্ণ, অথচ তেজোবিরহিত। অমরাবতী-বিরহিতা ইন্দ্রাণীর যে হৃদয়ভাব, তাহারও সেই হৃদয়ভাব। এজন্য তদবস্থ শচীদেবীর হৃদয়ভাব তাঁহার কবিতায় সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছে। সে কল্পনা যদি কখন তদ্বর্ণিত চপলার ন্যায় চপলা নারীর প্রকৃতি ধারণ করে, তবে শোকাতুরা ইন্দ্রাণীর সেবায় বিরতা হইবে। স্বর্গে গিয়া যদি সুখিনী হয়, তবু একটি লালসার জন্য ঐন্দ্রিলার ন্যায় বিষণ্ণা হইবে।

তাঁহার কল্পনায় চমৎকার চিত্র সকল দেখিলে, বাস্তবিক তাঁহার কবিত্বশক্তির সমূহ প্রশংসা করিতে হয়। রণজনিত শ্রমে ক্লান্ত জয়ন্ত নিশীথে বনমধ্যে নিদ্রিত আছে এবং চন্দ্রবিভাও তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্ষণিক নিদ্রা যাইতেছে, ইন্দ্রাণী আসিয়া যখন সেই দৃশ্যের শোভা সম্ভোগ করিতে-ছেন, সেই একটি সুন্দর ও গভীর দৃশ্য। দানবরমণী ঐন্দ্রিলা যখন নন্দন-কাননে বসিয়া আছেন, আর চারিদিকে সুরসুন্দরী-গণ তদীয় বিলাস রচনায় নিরত আছে, সেই একটি চমৎকার দৃশ্য। চপলা যখন মদনের সহিত রহস্য করিতেছে, সেই একটী পরম রমণীয় দৃশ্য। ভীষণ যখন চপলার রূপে বিমোহিত হইয়া গেল, সেই একটি চিত্রকরের দৃশ্য। তৎপরে ভীষণ মায়াকাননে ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য যখন বিগলিতহৃদয় হইয়া গেলেন, সেই ভাব বর্ণনা দ্বারা কবি কেমন চমৎকার কৌশলে সমস্ত দেবকন্যা অপেক্ষাও ইন্দ্রাণীর রূপের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইন্দ্র যখন কুমেরু গিরি ছাড়িয়া কৈলাসাভিমুখে উঠিতে লাগিলেন, নিম্নে ধরাতল কেমন দেখাইতে লাগিল, সেও একটি সুমহৎ দৃশ্যকল্পনা। বাস্তবিক এই সমস্ত দৃশ্যই তাঁহার কাব্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই প্রকার কতিপয় পুষ্প তাঁহার রণশোণিত-রঞ্জিত ভয়ানক শ্মশানভূমির রচনামধ্যে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে।

সুন্দর ছবি চিত্র করাতে যে প্রকার গুণ-পণা আছে, সেই ছবিকে সুন্দরভাবে সংস্থাপন করায় ততোধিক গুণপণার আবশ্যক। অনেকে সুন্দরচিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা সংস্থাপন করিতে জানেন না, সুন্দরদৃশ্যকে সুন্দর ভাবে না রাখিলে তাঁহার শোভাবৃদ্ধি হয় না। সুন্দর দৃশ্য রচনায় যে

প্রকার কবিত্বের আবশ্যক করে, তাঁহাকে সুন্দর ভাবে সংস্থাপন জন্যও ততোধিক কবিত্বের আবশ্যক করে। আমাদিগের কবি এক স্থলে এই প্রকার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কবি প্রথম দুই সর্গে যে দুই দৃশ্য চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার। শুধু দৃশ্যদ্বয় চমৎকার নহে, সুন্দর সংস্থাপন জন্য তাঁহাদিগের শোভা অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। এই দৃশ্যদ্বয় পরস্পরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। চিত্রকর ও কবিতে প্রভেদ এই, চিত্রকর দৃশ্যের যথাযথ প্রতিকৃতি দেখান, কবি শুধু তাহাই দেখাইয়া ক্ষান্ত হয়েন না। তিনি চিত্রকে অর্থপূর্ণ করেন। কবির চিত্র দেখিলে শুধু আমরা দৃশ্যের শোভা উপলব্ধি করি না, সেই চিত্র আমাদিগের হৃদয়ের সহিত কথা কহিতে থাকে, তাহাতে আমাদিগের হৃদয়ে নানা ভাবোৎপাদন করে। চিত্রকর ঘটনা চিত্র করেন, কবি ঘটনার গতি ও বেগ হৃদয়ে উচ্ছলিত করিয়া দেন। আমরা বৃত্রসংহারের প্রথম দুই সর্গে চিত্রিত দৃশ্য দেখিয়া এইরূপ চমৎকার কবিত্বের উপলব্ধি করিয়াছি। একদিকে দেবগণ দ্বিগুণ প্রভাবে সমুত্থিত হইতেছেন, অন্যদিকে দৈত্যরাণীর ভোগেচ্ছা ও সুখলালসা বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যখন দৈত্যরাণীর ভোগবাসনা হৃদয়ঙ্গম করিলাম, অমনি তৎসঙ্গে দেবগণের পুনরুত্থান-চেষ্টাও মনে মনে করিয়া অন্তরেই যেন দৈত্যরাণীর ভোগবাসনার পরিণাম দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, তাঁহার দুরাশা ফলবতী হইবার পূর্ব্বেই তাহাতে অশনিপাত হইবে। কিন্তু হায়! কবি এই দুই দৃশ্যের অর্থ অন্যভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দুই দৃশ্যের সংস্থাপনে তিনি যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কল্পনায় তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন। তদ্রূপ রুদ্রপীড় যে নৈমিষ-যাত্রায় কৃতকার্য্য হইল, তাহা কাব্য-কল্পনায় অনুভূত হয় নাই।

নাটকে আমরা সচরাচর যে হৃদয়ভাব পরিব্যক্ত দেখি, কাব্যে সে ভাবের উন্মেষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাটকে ঘটনা দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সংঘটন করিতে হয়। এইরূপ ঘটিলে তাঁহাদিগের হৃদয়ভাব যেরূপে ব্যথিত, উদ্বোধিত, প্রণোদিত এবং পরিণত হয়, তাহাই নাটকে প্রকাশিত হয়। এজন্য নাটকের হৃদয়ভাব সদ্যঃসম্ভূত। সে হৃদয়ভাবের নবীনত্ব আছে। নবীনত্ব হেতু তাহার প্রাবল্য আছে। প্রাবল্যজনিত তাহার গভীরতা জন্মে। মানবীয় হৃদয়ভাবের যতদূর প্রাবল্য সম্ভবিতে পারে, নাটকে তাহা প্রকটিত হয়। নাটকীয় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ঝঞ্ঝাবাত বহিতে থাকে, যেন সমুদ্র উথলিয়া উঠে। সে হৃদয় একদা গগনের উচ্চশিখায় উত্থিত হয়, একদা পাতালের গভীরতায় নিমগ্ন হয়। বন্যার তরঙ্গের ন্যায় সে ভাব সহসা হৃদয়ে উদ্বেল হয়। ভাবের প্রতিঘাতে হৃদয়ে যেন ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয়। কিন্তু কাব্যের হৃদয়ভাবের এরূপ প্রকৃতি নহে। কাব্যকল্পিত ব্যক্তিগণ হয়তো একাকী ঘটনার স্রোতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। একাকী নির্জ্জনে ভাবুকের মত হয়তো বসিয়া আছে। একাকী কোন স্থানে উপনীত হইয়া দেখে, মায়াবিনী স্মৃতিদেবী সে স্থানকে পরম রমণীয় শোভায় শোভিত করিয়াছে। তাহাদিগের হৃদয়ভাব সাক্ষাৎ নহে। তাহাতে সদ্যোজাত হৃদয়ভাবের নবীনত্ব ও প্রাবল্য নাই। সে হৃদয়ভাবের প্রাবল্য, কালব্যবধানে কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছে। অন্যান্য ভাবের সহিত তাহা

সম্মিলিত হইয়াছে। কুহকিনী স্মৃতি সে হৃদয়ভাবকে কতই ইন্দ্রজালে পরিবেষ্টিত করিয়াছে। এ হৃদয়ভাবের প্রাবল্য নাই সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে কেমন একপ্রকার মৃদুতা ও মাধুর্য্য আছে, যাহা নাটকীয় হৃদয়ভাবের প্রাবল্যে কখন অনুভূত হইবে না। যিনি সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া সাগরসমুত্থিত প্রবল অনিলপ্রবাহ সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি কি বুঝিতে পারিবেন নাটকীয় হৃদয়ভাব কি? যখন সেই সাগরানিল নানা প্রান্তর, অরণ্যানী ও প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া-সৌরভের আমোদে নৃত্য করিতে করিতে তোমার কক্ষবাতায়নে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইয়া তোমাকে প্রফুল্লিত করিবে, তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে, কবির হৃদয়ভাব কি। যখন কবি লিখিলেন :—

"..................বহে
মন্দ সমীরণ, নন্দন-কানন হতে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।"

যখন কবি লিখিলেন :—

"সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহু অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিল বদনশশী"

তখন যেন তিনি স্বকীয় হৃদয়ভাবের অন্য চিত্র প্রদান করিলেন।

আমরা এইরূপ হৃদয়ভাব সমালোচিত গ্রন্থের এক স্থানে সুন্দরভাবে প্রকটিত দেখিয়াছি। ইন্দ্রাণী যখন চপলার সহিত হৃদয়কবাট উন্মুক্ত করিয়া খেদোক্তি করিতে করিতে সুরপুরীর সুখসম্ভোগ বর্ণনা করিতেছেন, তখন ইন্দ্রাণীর হৃদয়ভাব কেমন রমণীয়! স্বর্গ হইতে প্রতাড়িত হইলে যখন তাঁহার হৃদয় প্রথম ব্যথিত হইয়াছিল, এই শোকবর্ণনায় সে হৃদয়ভাবের প্রাবল্য নাই। সে শোক এখন কিছু মন্দীভূত হইয়াছে। কালের দূরত্ব হেতু সে ভাবের এখন স্থৈর্য্য জন্মিয়াছে। স্মৃতি আসিয়া অন্যবিধ ভাবের সহিত তাহা বিমিশ্রিত করিয়াছে। আশা আসিয়া সে ভাবে বর্ণবিনিয়োগ দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছে। ইন্দ্রাণীর এপ্রকার হৃদয়ভাব আমরা যখন হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম, তখন আমাদিগেরও মনে ধীরে ধীরে তাহার সহানুভূতি জন্মিতে লাগিল। আমাদিগেরও তখন বোধ হইতে লাগিল যেন—

নন্দন কানন হতে, মন্দ সমীরণ,
সুরভি আনন্দে নাচি মৃদু ধীরে ধীরে,
সুস্বনে সবার কাণে কহিছে বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।

ছায়াময়ী—এই পুস্তকের সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

পদ্যকাব্য,—পল্লবনামক সপ্ত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহার স্থূল বিবরণ এই যে, কোন ব্যক্তি প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া কন্যার শব ক্রোড়ে করিয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করে। অনন্তর একদিন সন্ধ্যা সময়ে নদীকূলবর্ত্তি এক শ্মশানে শব স্থাপন পূর্ব্বক তৎসন্নিধানে বসিয়া শ্মশানস্থ ভূত প্রেত পিশাচদিগের ক্রীড়া কৌতুকাদি দর্শনে;—শরীরের ধ্বংসেই জীবাত্মার ধ্বংস হয় না কি? আমার সেই প্রিয়তমা কন্যা কি এই পিশাচীদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? কি কি করিতেছে?—ইত্যাদি বিবিধরূপ চিন্তা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। সেই চিন্তার সমকালেই জ্যোৎস্নাময় গগনদেশ হইতে এক দেবী তাহার সন্নিধানে আসিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক উর্দ্ধদেশে চলিয়া গেলেন এবং নক্ষত্র লোকে উপস্থিত হইয়া তাহাদের

অভ্যন্তরভাগে পাপকারী জীবাত্মাদিগের নানাবিধ নরকযাতনা প্রদর্শন করাইলেন এবং বিশ্বকেন্দ্রস্থ ধর্ম্মরাজের বিচারপ্রণালী দেখাইবার পর তাহাকে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্য ভূমিতে আনিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমিই তোমার সেই কন্যা—এক্ষণে অশরীরিণী হইয়াছি।

গ্রন্থকারের কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি যেরূপ উচ্চ, তাহা বৃত্রসংহারকাব্যের সমালোচনায় বলা হইয়াছে, এ কাব্যেও তাহার স্থল প্রচুরতরই আছে। তিনি কাব্যে যে সকল নরক ও যমের ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত? সত্য কি অসত্য? তাহা বলিবার যো নাই; কারণ উহার প্রমাণসংগ্রহার্থ ইচ্ছা করিয়া এখন তথায় যাইতে, বোধ হয়, কেহই প্রস্তুত হইবে না!—ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে পরকালাদি বিষয়ের যেরূপ প্রশ্ন সকল উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে আশা জন্মিয়াছিল—যে, সে সকল প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হইবে। কিন্তু তাহা কিছুই হয় নাই। ছায়াময়ী শেষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অস্পষ্ট বাক্যমাত্র। মেঘনাদবধ কাব্যে মায়াদেবী রামচন্দ্রকে নরকযন্ত্রণা ও স্বর্গসুখ দুইই দেখাইয়াছেন, কিন্তু ছায়াময়ীর পিতার অদৃষ্টে নরকদর্শন ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই। পরকালে স্বর্গ নরক দুই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার। যিনি পাঠকদিগকে একটীর বিভীষিকা দেখাইলেন, অপরটীর প্রলোভন তাঁহার দেখান কর্ত্তব্য ছিল। আর এক কথা, গ্রন্থকার নরকবাসীদিগের মধ্যে টৈটস্ ওট্স্, নীরো, কংস, সিরাজ-উদ্দৌলা, ক্লিওপেটরা প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে অশুচি প্রণয়ে আসক্তা বলিয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাকেও নরকে ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্নদামঙ্গল পাঠ করিয়া বিদ্যাকে অসতী বলিয়া বোধ হয় কাহারও প্রতীতি জন্মে না, ভারতের বিদ্যা অসতী হইলে কালিদাসের শকুন্তলাও অসতী হইয়া পড়েন।”

হেম বাবুর গ্রন্থাদির ঈদৃশ সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে প্রকৃত গুণদোষের উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা আভাসমাত্র দিয়া উপক্রমণিকার উপসংহার করিলাম।

কাব্যবিশারদোপনামক-

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

সূচী পত্র।

চিন্তাতরঙ্গিণী।

(১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।)

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল।
রাঙা রবি-ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান।
লোহিত বরণ ভানু অস্তাচলে যান॥
বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা।
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা॥
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন।
শীতল শরীর সেবি মলয় পবন॥
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা একদিন॥
ললাটের আয়তন, সুচারু বরণ।
লোচনের আভা তার মুখের কিরণ॥
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
সুরপুরবাসী বলি মনে ভ্রম হয়
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে।
পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিছে কাতরে॥
এক দৃষ্টে এক দিকে রহি কতক্ষণ।
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন॥
"দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার।
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার॥
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হতেছে এত, দহনে তাহার॥
চারিদিকে এই সব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥
এই যে অলক্তময় ভানুর মণ্ডল।
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল॥
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকরছটা।
সোণার পাতায় যেন সিঁদূরের ঘটা॥
এই শ্যাম দূর্ব্বাদল এই নদীজল।
মণ্ডিত লোহিত রবি-কিরণে সকল॥
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়॥
মনের আনন্দে ঐ পাখী করে গান।
জানায় জগত জনে রবি অস্ত যান॥
উর্দ্ধপুচ্ছ গাভী ঐ পাইয়া গোধূলি।
ধাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি॥
কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন।
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত মন॥
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল॥
ত্যজি গৃহ-কারাগার এনু নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায়॥
চিন্তা বিষে মন যার জরে এক বার।
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার॥
এ ছার"—এমন কালে, প্রিয়সখা তার।
আসি, পাশে দাঁড়াইয়া, করে নমস্কার॥
"একাকী এখনো হেথা কিসের কারণ"।
বলিয়া সুধায় তায়, সেই বন্ধু জন॥
"এস এস এস ভাই, প্রাণের কমল!
দেখ বুকে হাত দিয়ে হলো কি শীতল।

ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার॥
সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরক-কুণ্ড কূপের সমান॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার॥
নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত॥
পরিপ্লুত বসুন্ধরা, এই সব পাপে।
স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে॥
প্রতিকার কিসে তার বল দেখি ভাই।
এই দেখ নদীজলে ঝাঁপ দিতে যাই॥"

এই কথা বলি তারে আলিঙ্গন করি।
যেতে চায় নরসখা, সখা রাখে ধরি॥
"ছিছি ভাই পাগলের মত কত বল।
কাপুরুষ কথা কেন মুখে এ সকল॥
এ কথা শুনিলে তব পিতা কি ভাবিবে।
এ কথা শুনিলে 'জগতারা' কি বলিবে॥
সে যে এ জগত তারা রমণীর মণি।
তোমা বই জানে না হে, সরলা কামিনী॥
মনে কর সেই নিশি এই নদীজলে।
ভাসে তরি, তা'র পরি ঘুমায় সকলে॥
প্রেমমত্ত তটিনী করে শশী আলিঙ্গন।
তারকা-মালায় ঘেরা বিমল গগন॥
ধূ ধূ করে চারি দিক্ হু হু করে প্রাণ।
আর পারে নাবিকেরা করে সারি গান॥
ভূতল আকাশ আর তরঙ্গিণী জল।
তরু, বায়ু, তারারাজি, চাঁদের মণ্ডল॥
চক্ষে দেখা যায় আর কাণে শুনা যায়।
বোধ হয় প্রেম-সুধা মাখা সমুদায়॥

তুমি কাছে শুয়ে, জল নাচি নাচি চলে।
অশ্রুজলে ভিজি রামা এইরূপে বলে॥

"আমি নারী অভাগিনী, পতিকোলে বিরহিণী
না জানি করেছি কত পাপ।
সে ঠেলে চরণে করে, ত্যজিলাম তার তরে,
জননী ভগিনী ভাই বাপ॥
কথা যার মধুময়, মন যার প্রেমালয়,
সে কেন আমারে করে হেলা।
দেখেও কি সে দেখে না, ভেবেও কি সে ভাবে না
অদ্ভুত পুরুষের খেলা॥
কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান,
শস্ত্র, শাস্ত্র, সংগ্রাম, ভ্রমণ।
রাজনীতি, রাজদ্বার, ব্যবসা, কৃষি, বিচার,
দ্যূতক্রীড়া, রমণীরঞ্জন॥
পুরুষের এই সব, পুরুষ নারী-বিভব,
সবে নিধি অমূল্য রতন।
সেই ধ্যান সেই ধন, সেই প্রাণ সেই মন,
তবু তায় করে অযতন॥
যা হোক জীবন ছার, রাখিব না আমি আর,
নদীজলে হইব মগন।"
এত বলি উঠে গিয়া, তরি পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া,
একে একে খোলে আভরণ॥
সাক্ষী করে চন্দ্র তারা, গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা,
দর দর বিগলিত হয়।
"অভাগী পরাণে মরে, বলো সবে প্রাণেশ্বরে,
এ যাতনা আর নাহি সয়॥"
এত বলি তোমা পানে, পূর্ণ দৃষ্টি রামা হানে,
শ্বাস ত্যজি ঝাঁপ দিতে যায়।
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, তোমার দোহাই দিয়ে,
কত করে নিবারিনু তায়॥

এখনো নয়নে বারি ঝরে বুঝি তার।
এই সে কাঁদিতে ছিল নিকটে আমার॥

দুই কর করে ধরি সজল নয়নে।
বলে মোরে ধীরে ধীরে করুণ বচনে ॥
"সুধাইও, ওহে ভাই, তোমার সখারে।
কি কারণ অযতন করেন আমারে ॥
দাসী প্রতি প্রতিকূল এত কেন হন।
বারেক তুলিয়া মুখ কথা নাহি কন ॥
কোন্ অপরাধে আমি আছি অপরাধী।
অহরহ ভাবি তাই, দিবানিশি কাঁদি ॥
বল তিনি কোন দোষ দেখেন আমার।
কি করিলে পরিতোষ হইবে তাঁহার ॥"
ভেবে দেখ, তারে তুমি কত দুখ দাও।
ভাল করে সাজা, বুঝি এবে দিতে চাও ॥
সহায়-বিহীনা, ভাই, রমণী অবলা।
সংসার-সাগর মাঝে স্বামী মাত্র ভেলা ॥
একে ত নারীর জাতি পরের অধীনা।
তাহাতে অভাগা দেশে দাসী মত কেনা ॥
পৃথিবী ভিতরে জানে পরিবার জন।
রন্ধনশালার সীমাভিতরে ভ্রমণ।
সে যদি পতির প্রেমে হইল বিমুখ।
এর চেয়ে তার তরে আর কি অসুখ ॥
বল দেশাচার দোষে পরের নন্দিনী।
কি কারণ অকারণ দুখের ভাগিনী ॥
সত্য বটে, তোমা দোঁহে বিস্তর প্রভেদ।
সত্য, তার মনে মাখা অজ্ঞানের ক্লেদ ॥
তুমি বই সেই ক্লেদ বল কে মুছাবে।
অজ্ঞান আঁধার ঘোর আর কে ঘুচাবে ॥
বিদ্যাহীনা সেই জনা জানে না সকল।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কিসের কি ফল ॥
পতি পুত্র গুরুজনে কিরূপ আচার।
কি করিলে সুস্থ থাকে দেহ আপনার ॥
তুমি যদি অবহেল অন্য কোন্ জন।
এই সব শিখাইবে করিয়া যতন ॥
প্রকৃতির অট্টালিকা কে দেখাবে তায়।
কে কাণ্ডারী হবে তার জীবনের নায় ॥"

"অহে সখে, কি বলিবে, বুঝি হে সকল।
বুঝাইতে নারি ভাই মনেরে কেবল ॥
কেমনে এমন দেহ ধারণ করিব।
কেমনে সংসার পাপে ডুবিয়া রহিব ॥
আমার আমার করি সকলে পাগল।
হায় রে আপন পর জানে না কমল ॥
মনের মতন লোক মেলে নারে ভাই।
বল বল সাধু জন কোথা গেলে পাই ॥
ধর্ম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা।
কে না মিথ্যা বলে, কে না করে প্রতারণা ॥
ইচ্ছা করে একেবারে পৃথিবী যুড়িয়া।
নূতন মানব জাতি আনি হে গড়িয়া ॥
কেন ভগবান্ হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ পাথারে পরে কেন ডুবাইল ॥
মাটির শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা।
আলো আঁধারিয়া করি কেন দেন ধাঁধা ॥
মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর।
বিভু পাশে গিয়ে যোড় করি দুই কর ॥
সুধাই এ নরলোক সৃজন কারণ।
আর আর লোক সব করি দরশন ॥
সঠিক বলেছি তোমা না করি গোপন।
এত দিন কোন কালে ফুরাইত রণ।
সুধু সেই অভাগিনী তোমা কয় জন।
পরকালভয়, ভাবি, পিতার কারণ ॥"
বলিতে বলিতে দোঁহে কথায় ভুলিয়া।
নদী হতে কত দূরে আইল চলিয়া ॥
রমণীর রূপ ধরে ভূতল গগন।
পরিয়া শারদ শশী রজত ভূষণ ॥
আলো পেয়ে কাক ডাকে দিবস ভাবিয়া।
রজনীরমণ হাসে রহস্য দেখিয়া ॥
বিমল গগনে হাসে চাঁদের মণ্ডল।
নীল জলে যেন শ্বেত কমলের দল ॥
চারি দিকে প্রকৃতির শোভা অগণন।
মহিমা হেরিয়া হয় ভকতি জনন ॥

যোড় করে দুই জনে মুদিল নয়ন।
অমনি গ্রামের মাঝে বাজিল বাজন॥
তাক্ত হয়ে নরসখা কমলে সুধায়।
এখন কিসের তরে বাজনা বাজায়॥
কমল বলিল, "আজি সপ্তমী রজনী"।
অধীর হইয়া নর কহিছে তখনি॥
"দুর্ব্বল মানব মন সেই সে কারণ।
পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥
সাকার স্বরূপে তাই নিরাকারে ভাবে।
মাটী পূজা করি ভবে মোক্ষপদ পাবে॥
একবার এরা যদি প্রকৃতি মন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধুরে॥
শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল॥
কি ছার অমরপুর, তাঁর পুর কাছে।
কোথায় দেবের বৃন্দ তাঁর কাছে আছে॥
কি প্রতিমা দশভুজা করেছে গঠন।
সে কি তাঁর রূপ যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
কথায় সৃজন যাঁর, কথায় প্রলয়।
দশভুজা নারীরূপ তাঁরে কি সাজায়॥
কিবা জবা বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে॥
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ ধুনা কস্তুরি নিদান॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্মনাম।
মুক্তিপদ জানি সেই পরব্রহ্মধাম॥"
এত বলি ধীরে ধীরে তুলিয়া বয়ান।
কুতুহলে দোঁহে মিলে করে বিভুগান॥

আনন্দে মিলাও তান, গাও রে বিভুর গান,
জয় জগদীশ বল মন।
ত্যজ রে অনিত্য খেলা, ত্যজ রে পাপের মেলা,
ভজ রে তাঁহার শ্রীচরণ॥
মহিমার ধ্বজা লয়ে, বিমানে বিরাজ হয়ে,
চারিদিকে তারাগণ ধায়।
সাজিয়া মোহন সাজে, বসিয়া ভবের মাঝে,
শশধর তাঁর গুণ গায়॥
দিবস হইলে পরে, প্রচণ্ড রবির করে,
প্রকাশে তাঁহার মহাবল।
স্থাবর জঙ্গম জল, ব্যোম বায়ু মহীতল,
তাঁর গুণ গাইছে কেবল॥
ভজ রে তাঁহার নাম, খোঁজ রে তাঁহার ধাম,
সেই জন ভবের ভাণ্ডারী।
সেই প্রভু ভয়ঙ্কর, যমে যাঁরে করে ডর,
সেই জন ভবের কাণ্ডারী॥
করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ,
দয়াময় দয়া করো মরে।
ঠেল না চরণে করে, দেখা যেন পাই পরে,
এই নিবেদন পাপী করে॥

গান করি সমাপন, প্রিয়সখা দুই জন,
কিছু পরে ঘরে দেখা দিল।
সখাকর করে ধরি, কমল বিনয় করি,
এই কথা তখন বলিল॥
"বৃথা চিন্তা কর দূর, রণ মাঝে হও শূর,
কি কারণ এত ভয় পাও।
বিপদে যে ভয় পায়, লোকে দেখি হাসে তায়,
পুরুষের প্রতাপ দেখাও॥
এখন বিদায় চাই, ঘোর নিশি ঘরে যাই,
দেখো ভাই থাকে যেন মনে॥
অরুণ না দেখা যায়, পাখী না কাকলি গায়,
হেন কালে মিলিব দু'জনে"॥

ভোরে উঠি, গুটি গুটি, চলিল কমল।
নব নব পাতা সব, করে দল মল॥

দুই চারি, তারা ধরি, প্রহরীর বেশ।
ধিকি ধিকি, ঝিকি, মিকি, করে নিশি শেষ॥
পায় পায়, সখা যায়, নরসখা বাসে।
মনোহরা, জগতারা, দেখে পতিপাশে॥
পাখা হাতে, প্রাণনাথে করিছে সেবন।
সারা নিশি, কাছে বসি, অলস নয়ন॥
সে বরণ, সে বদন, সে নয়ন চুল।
সে বলন, সে চরণ, বরণ হিঙ্গুল॥
দিন দিন, বিমলিন শুকাইয়া যায়।
জাগরণে, বরাননে বিরস দেখায়॥
তবু তার, রূপ-ভার, হেরিলে নয়ন।
কভু আর, ভোলা ভার, জনম মতন॥
পায় পায়, কাছে যায়, কমল সুধীর।
অপরূপ, দেখে রূপ, দোঁহে হয়ে স্থির॥
নিরমল, যেন জল, করে পরিষ্কার।
সেইরূপ, অপরূপ, হয় রূপ তার॥
মুখভাতি, স্থিরজ্যোতি, ক্রমশ উজ্জ্বল।
প্রসারিত, সঙ্কুচিত, ললাটের স্থল॥
ওষ্ঠাধর, থর্ থর্, কাঁপে ঘনে ঘন।
যেন কোন, সুস্বপন, করে দরশন॥
থেকে থেকে, একে একে, প্রফুল্ল সকল।
নাসা কর্ণ, গণ্ডবর্ণ, হয় সমুজ্জ্বল॥
অপরূপ, সেইরূপ, হেরি পতিব্রতা।
ভাবে দেব, কোন দেব সনে কন কথা॥
দণ্ড দুই, কাল বই, নরসখা জাগে।
দেখে সতী, একমতি, বসে শিরোভাগে॥
হৃষ্টমতি, দ্রুতগতি, প্রিয়া-কর ধরে।
চমকিত, পুলকিত, কয় দ্রুতস্বরে॥

মরি কি দেখিনু, কোন খানে ছিনু,
এখন কোথায় রই।
কোথা নিরমল, সেই সুধাজল,
সে মোহন পুরী কই॥
কোথা মনোলোভা, দশদিক্ শোভা,
অতুলিত আভা কই।
এ আলো সে নয়, এ বাতাস নয়,
এ যে পাখী ডাকে অই॥
সেরূপ সুন্দর, পুরী মনোহর,
নাহি ভূমণ্ডল মাঝে।
বিশ্ব বিনোদন, বিমল কিরণ,
তাপহীন শোভা সাজে॥
ভানু মহাবল, চন্দ্রমা শীতল,
দূরে নিরুজ্জ্বল রয়।
ঘোর ঘটা আল, শোভিতেছে ভাল,
তাহে পুরীশোভা হয়॥
গীত সুমধুর, পুরা অই পুর,
তাদৃশ নাহিক আর।
কস্তুরি জিনিয়া, ভবন পুরিয়া,
বহে গন্ধ চমৎকার॥
"জরা মৃত্যু নাই, সর্ব্বশুভ ঠাঁই,
চির আনন্দিত লোক।
নাহি অনাচার, বৈরি নাহি কার,
নাহি জানে কেহ শোক॥
মোহন মূরতি, অই পুরীপতি
আসীন বেদির পরে।
ঝলমল করে, বেদি আভা ধরে
নিন্দি রবিকোটি-করে॥
মোহিত অন্তরে, আনন্দের ভরে,
যোড় করি উভ হাত।
সাধু যত জন, গাহন বাজন,
আর করে প্রণিপাত॥
প্রেম-রোমাঞ্চিত, দেহ সুকম্পিত,
গাহিল ভকত জন।
সঙ্গীত শুনিল, ভকতি পূরিল,
পামর মানব মন॥
কি দেখিনু আহা, পুন কি রে তাহা,
কভু দেখিবারে পাব।

এ পাপে না রব, এ তাপ না সব,
ত্বরায় সেখানে যাব ॥
নিরমল ঠাঁই, তাহে পাপ নাই,
সে যে সাধুজন-ধাম।
অই শুনা যায়, অই গীত গায়,
ডাকে মহাপ্রভু-নাম ॥
যেন কেহ মোরে, 'লয়ে যাব তোরে'
বলিছে কাণের কাছে।
তার সনে যাব, সুখধাম পাব,
আর কি তেমন আছে ?
বলিতে বলিতে, কথা না থামিতে,
সম্বিত হারায় তেঁহ।
কমল কামিনী, ত্বরা বারি আনি,
সুশীতল করে দেহ ॥

চেতন পাইয়া যুবা কাঁপিতে লাগিল।
আঁখিজলে যুবতীর বদন ভাসিল ॥
তখন কমল একা বিপাকে পড়িয়া।
কহিতে লাগিল তারে সান্ত্বনা করিয়া ॥
"সুবোধ হইয়া কেন অবোধ হইলে।
কি দেখি এতেক, সতি, আতঙ্ক ভাবিলে ?
সামান্য হয়েছে জ্বর, কত দিন রবে।
তার তরে এত বল ভাবিলে কি হবে ॥
আশু যাতে রোগ যায় করহ উপায়।
আমি সদা কাছে রব ভয় কিবা তায় ॥"
শুনিয়া সুন্দরী বারিধারা নিবারিল।
একমনে স্বামিসেবা করিতে লাগিল ॥
ভালয় ভালয় রোগী নিরোগী হইল।
দুর্ব্বল শরীর তবু সবল নহিল ॥
ভগ্নদেহে ভগ্নমনে বাড়িল হুতাশ।
পতি লাগি পতিব্রতা হইল হতাশ ॥
নিরজনে এক দিন ডাকিয়া কমলে।
ছল্ ছল্ নেত্রে জল জগতারা বলে ॥
"কপালে কি আছে মোর বুঝিতে না পারি।
কেহ আর নাই মোর আমি একা নারী ॥
দেখি দিন দিন তিনি শুকাইয়া যান।
উদাসীন ভাব সদা অলস নয়ান ॥
হয় হল, নয় নেই, খেতে নাহি চান।
যখন তখন দেখি বিরস বয়ান ॥
দুই চারি কথা কন সদাই নীরব।
বল কিছু স্থির হয়ে শুনিবেন সব ॥
বুঝেছি অভাগী আমি বিধাতা বিমুখ।
কত সুখ আশে আগে নাচিত, হে বুক ॥
কত দিন কত মত ভেবেছি হে ভাই।
এবে বুঝি হল ভোর, আর আশা নাই ॥
এমন কি মহাপাপ করেছি হে আমি।
কে দিল আমারে শাপ, তাই হেন স্বামী ॥
উপকথা ছেলেবেলা শুনেছিনু ভাই।
ক্রমাগত দিবানিশি মনে পড়ে তাই ॥
অপরূপ পাখী পেয়ে নারী এক জন।
সোণার খাঁচায় থুয়ে করিত যতন ॥
তারি সেবা আট পর সদত করিত।
পড়াত, খাওয়াত, হাতে তুলিত পাড়িত ॥
এক দিন ফাঁকি দিয়া পাখী উড়ি যায়।
কেও কোথা তারে আর খুঁজিয়া না পায় ॥
অন্য রোগ নহে, এ যে চিন্তা রোগ কাল।
কি হবে বল হে, সখে, বিষম জঞ্জাল ॥
একবার তাঁরে তুমি বল ভাল করে।
অই দেখ আসিছেন, ঘাড় হেঁট করে ॥"

"কেমন আছ হে আজি ? নিরুত্তর কেন ?
অতিশয় ম্লান ভাব দেখি কেন হেন ?"
"আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল।
কি হবে থাকিয়া হেথা, প্রাণের কমল ॥
দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু।
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু ॥
জনমদাতার ধার শোধিতে নারিনু।
দিন দিন মহাপাপে ডুবিতে লাগিনু ॥

মনের বাসনা কই পূরাতে পারিনু।
মানবমণ্ডলী কই পবিত্র করিনু॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেচিলাম কই।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা, নাশিলাম কই॥
কই আপনার মন নিরমল হল।
কই ধর্ম্মপথে মন স্থির হয় বল॥
হায় এ বয়সে, কত পাপ করিলাম।
কত ছলিলাম, কত মিথ্যা বলিলাম॥
তাহে দিন দিন ক্ষীণ হয় বুদ্ধি বল।
পৃথিবীর ভার দিন বাড়াই কেবল॥
পিতৃ-গলগণ্ড হয়ে কত কাল রব?
অনুতাপ-শিখা আর কতকাল সব?
আহা কি সুখেতে কাল শিশুরা কাটায়।
অই দেখ নাচি নাচি কয় জনা ধায়॥
মনের সাধেতে খেলা কর এই বেলা।
এখনি হইবে সন্ধ্যা ভাসাইবে ভেলা॥
দিন কত থাক আর জানিবে তখন।
আনন্দের ধাম এই পৃথিবী কেমন॥
অই বেলা কত খেলা আমিও খেলেছি।
অই বেলা কত আশা আমিও করেছি॥
এখন বুঝেছি সার, অসার সংসার।
দণ্ড দুই আলো, পরে ঘোর অন্ধকার॥
ভবের এ নাটশালা ছায়াবাজি প্রায়।
দিন দুই ধূম ধাম পরেতে ফুরায়।
মধুময় শিশু কাল কত দিন রয়।
যৌবন সৌরভ দিন চারি বই নয়॥
বিষয়ী লোকের মান, আজি আর কালি।
প্রবল পবনে যেন উড়ে মরুবালি॥
বীরের বীরত্বগুণ প্রথম প্রথম।
বিস্তারিত দশ দিকে চাঁপাগন্ধ সম॥
কিন্তু যেন মধ্যাহ্নের প্রখর মিহির।
বৈকালে লুকায় আড়ে মেঘ সুগভীর॥
বিঘোর আঁধারময় এ ভব ভিতরে।
যাহা দেখ তাহা মুহূর্ত্তের তরে॥

অমানিশা, তাহে মেঘ, কালীর বরণ।
তার মাঝে যেন সৌদামিনী দরশন॥
আঁধার নিশিতে যেন তারার পতন।
জলবিম্ব ক্ষণে যেন জলেতে মগন॥
শরতের মেঘ যেন ঘন ঘন ডাকে।
বৃথা আড়ম্বর, উড়ে যায় ফাঁকে ফাঁকে॥
সাগরচরেতে যেন বালির নির্ম্মাণ।
একটী তরঙ্গ পরে না থাকে নিশান॥"
"সে কি ভাই, হেন ভাব, কেন হে তোমার।
ভগ্ন আশা কি কারণ হলো আর বার॥
কি ছার পাপের ঢেউ দেখি, ভয় কর।
পায়ে করি ঠেলে দেও, নিজ বীর্য্য ধর॥
সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল।
বৃথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল॥
সেইরূপ সাধু জন সংসার-ভিতরে।
বদ্ধমূল স্থিরভাব আপনার ভরে॥
কিছু কাল কষ্ট পায় ধার্ম্মিক সুজন।
অনন্ত কালের তারা সুখের ভাজন॥
কে তোমারে বলিল হে অকর্ম্মণ্য তুমি।
তোমা মত লোক আছে তাই আছে ভূমি॥
সাধু মহাজন গুণে আছে ধরাতল।
নহিলে সে কোন্ কালে যেত রসাতল॥
'কি করিব আর আমি, সদা বল ভাই।
দেখ দেখি মনে ভেবে কিছু কর নাই॥
এত জনে নীতি শিক্ষা কে করিল দান।
পাপ হতে এত জনে কে করিল ত্রাণ॥"
"সত্য বটে, যা বলিলে বুঝিনু, কমল।
আজি আর থাক, কালি বলিহ সকল॥
নিদ্রা ইচ্ছা আজি কিছু হতেছে সকালে।
যত পার বলো, সখে, কাল প্রাতঃকালে॥

কমল চলিয়া যায়, নরসখা কয়।
আর দেরি করা মোর পরামর্শ নয়॥

প্রাণের কমল শুনি, সকালে কি করে।
কি করি, থাকিতে আর নাহি পারি ভবে॥
যাই দেখি এক বার বাহিরে বাতাসে।
দেখে আসি কমল ফিরিয়া নাকি আসে॥
এত বলি অবিলম্বে বাহিরে আসিল।
নিরখি গগনশোভা কহিতে লাগিল॥
"থাক থাক, শশধর, বিরাজ আকাশে।
তুমি না থাকিলে, কেবা, তিমিরে বিনাশে॥
মাসে মাসে তুমি ত হে কত দেশে যাও।
ভাল মন্দ কত লোক দেখিবারে পাও॥
অপটু আমার মত দেখেছ কি কারে।
আর আর লোক সব বলে কিবা তারে॥
অহে ও, তারার বৃন্দ আকাশের বাতি।
লক্ষ লক্ষ যোজনেতে প্রকাশিছ ভাতি॥
কোথায় অভাগা হেন দেখেছ কি আর।
দেখে থাক বল তবে কিবা নাম তার॥
ধরাতল তোর বুকে আর কত জন।
মোর মত কাপুরুষ করে জাগরণ॥
কোথা যাও শশধর রহ এক পল।
বারেক মনের সাধে হেরিব ভূতল॥"
বলিতে বলিতে শশী পশ্চিমে ডুবিল।
শ্বাস ত্যজি নরসখা গেহেতে পশিল॥
ঘোর নিদ্রা অভিভূত দেখিল সকলে।
আপন মন্দিরে তবে ধীরে ধীরে চলে॥
দেখে চেয়ে খাটে শুয়ে সোণার পুতলি।
ম্লানভাব, যেন তবু হানিছে বিজলী॥
জাগরণে অচৈতন্য নিদ্রা যায় সতী।
একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহে তার পতি॥
মুদিতনয়না মুখ হেরে বার বার।
কভু যায়, কভু আসে, কভু পাশে তার॥
কভু পুতুলের মত স্থিরতর রয়।
অবশেষে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কয়॥
"বিদায় জনম-শোধ দাও প্রণয়িনি!
রাখিতে না পারি আর এ পাপ পরাণী
এই বেলা সকালে সকালে ভঙ্গ দিব।
পলাব ভবের ব্যূহে আর না রহিব॥
অভেদ পাষাণে মোর মন বাঁধা প্রিয়ে।
আগে চলে যাই আমি তোমারে ফেলিয়ে॥
আমা বই জাননা রে তুমি রে অবলা।
ভেবেছ উন্মাদ পতি হায় রে সরলা!
ক্ষমা কর প্রেমময়ি! আমি অভাজন।
কপালে থাকে ত হবে পরেতে মিলন॥"
এত বলি ঘন ঘন করি দরশন।
নিঃশব্দ চরণে যুবা করিলা গমন॥
চকিত নয়নে সদা চারি দিকে চায়।
সদা ভয়, জাগি পাছে কেহ টের পায়॥
পায় পায় উপনীত নিরূপিত ঘরে।
ধবড়্ ধবড়্ পড়ে বুক ঘরের দুয়ারে॥
সাহসে করিয়া ভর প্রবেশিল তায়।
সাংঘাতিক রজ্জু ঝোলে দেখিবারে পায়॥
আপাদ মস্তক দেখি অমনি শিহরে।
পরকাল-ভয় তবে আক্রমণ করে॥
"পলাব, কি রব, কি জানি কি হবে পরে।
নতুবা, এ ভবে আর রহিব কি করে॥
অথবা, ভাসিয়া ভাসিয়া, মিলিবে কূল।
যদি মাঝে ডুবে যাই তবে ত প্রতুল॥
কূল হতে সলিলেতে নামিয়াছি সবে।
এখনি কোমর জল পরে কি বা হবে॥
এখনো ওঠে নি ঝড়, হয় নি তুফান।
না জানি তখন তবে হবে কত [illegible]॥
সে পথে যে কাঁটা নাই জানিব কেমনে।
তাই বলে এ নরকে পচিব কেমনে॥
হায় কি বা ছার কীট আমি হীন নর।
কোটি কোটি জীব আছে বিশ্বের ভিতর॥
অথবা অন্তর্যামী জানেন সকল।
তবে ত ভুগিতে হবে সমুচিত ফল॥
কিন্তু তিনি দয়াময় পাতকি-তারণ।
অবশ্য অবোধে হবে দণ্ড নিবারণ॥

দয়া না করিলে তিনি কেবা রক্ষা পাবে।
আমূল মানব জাতি নরকেতে যাবে॥
অবশ্য সদয় তিনি কাতর দেখিলে।
অবশ্য নিস্তার পাব তাপ নিবেদিলে॥"
এত বলি, ধীরে ধীরে ফাঁস জড়াইল।
হাতে তুলি কত বার ভয়ে ছাড়ি দিল॥
কতবার জগতারা মনেতে পড়িল।
কতবার বৃদ্ধ পিতা স্মরণ হইল॥
অবশেষে প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করি।
চক্ষু মুদি দৃঢ় করি রজ্জু হস্তে ধরি॥
"ক্ষমা কর কৃপাসিন্ধু পাতকীর সখা।"
বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যজে নরসখা॥
ভ্রান্ত হয়ে, অহে নর, কুমার্গে পশিলে।
কেমন করাল পরকাল না বুঝিলে॥
যাতনা এড়াব বলে পয়ান করিলে।
হায় কি হইবে সেই আশা না পূরিলে॥
তায় ভগবান্ ভোলা প্রতি ক্ষমাবান্।
না বুঝিলে জ্ঞানতত্ত্ব নিগূঢ় সন্ধান॥
কোটি কোটি পাপী, তথা, কৃতাঞ্জলি করে।
"ক্ষমা কর ক্ষমা কর" ডাকিছে কাতরে॥
নিকটে যাইবা মাত্র না হবে নিস্তার।
আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত, পরেতে উদ্ধার॥
এর চেয়ে সে যাতনা বেশি যদি হয়।
তবে ত বিফল তব আশা সমুদয়॥
পর দিন মহা গোল করে পরিজন।
জগতারা উল্কাতারা ভূতলে পতন॥
কমল আসিয়া দেখি ভাসে আঁখি জলে।
অধীর হইয়া ধীর কাঁদি কাঁদি বলে॥

কমল কাঁদিয়া কয়, ধূলায় পড়িয়া রয়,
হেমময় প্রতিমার মত।
সঘনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ,
কপালে প্রহার চিহ্ন কত॥
এক পল স্থির নয়, কভু আঁখি মুদি রয়,
কভু দুই হাত বাড়াইয়া।
সহাস বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়,
মনে করে রাখিব ধরিয়া॥
"এস হে প্রাণের সখা, একবার দাও দেখা,
এরে তুমি ছাড়িলে কেমনে।
ছাড়িলে কেমন করে, সহচর কমলেরে,
কি ভাবিয়া ভঙ্গ দিলে রণে॥
কেন ফেরে পড়িলাম, কালি তোমা ছাড়িলাম,
কেন ভুলিলাম তব ছলে।
যত আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল,
একা রাখি আগে গেলে চলে॥
কমলে বাসিতে ভাল, কাছে রাখি চিরকাল,
মনকথা বলিতে খুলিয়া।
মধুর কবিতা ধার, হরিলাম কত বার,
একাসনে দুজনে বসিয়া॥
কতবার একাসনে, দোঁহে মিলি সঙ্গোপনে,
পূজিলাম জগতের পতি।
এবে কেন একা রাখি, পলাইলে দিয়া ফাঁকি,
কে তোমারে দিল হেন মতি॥
এ পাপ করিলে কেন, কুমতি হইল হেন,
বৃদ্ধ পিতা কেন হে কাঁদালে।
পতিপ্রাণা সতী নারী, পরাণে মারিলে তারি,
বন্ধু জনে শোকেতে ভাসালে॥"

না ফুরাতে কথা, সুবর্ণের লতা,
ধীরে আঁখি পাতা মুদিল।
রাজার ভবন, বিজন কানন,
পিতা পুত্র বধূ মরিল॥
যত পরিজন, অতি ক্ষুণ্ণ মন,
স্বামি-শূন্য গৃহ ত্যজিল।
বন্ধুজনগণে, নিরানন্দ মনে,
হাহা রবে দিক্ [illegible]র॥

ছাড়িয়া নিশ্বাস, তাজি রিপুবাস,
প্রতিবেশি-গণে চেতিল।
দিন দুই ধরি, আহা আহা করি,
পুন দেহযাগে পশিল॥

হাসি কান্না ভরা, এই বসুন্ধরা
বিশ্ববিরচক রচিল।
সত্য নাম তাঁর, অনিত্য সংসার,
রচয়িতা সার ভাবিল॥

সম্পূর্ণ।

বীরবাহু কাব্য।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রণীত।

"Italia! Oh Italia! thou who hast
The fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past,
On thy sweet brow is sorrow plough'd by shame,
And annals graved in characters of flame.
Oh God! that thou wert in thy nakedness,
Less lovely or more powerful, and could'st claim
Thy right, and drive the robbers back, who press
To shed thy blood, and drink the tears of thy distress."

BYRON

কলিকাতা,

১০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে
শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা
মুদ্রিত।

আর কি সে দিন্ হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে, ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ, ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত ॥
যবে দেব-অবতংস, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ, যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর, অযোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত ॥

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় তিন বৎসর হইল, আমি "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য গ্রন্থ স্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাসে আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি; কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিত-চিত্তে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ,—বিশেষতঃ কবিতা গ্রন্থ প্রচার করা দুঃসাহসের কর্ম্ম; কপালগুণে হয় ত যশের, নয়ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়; কিন্তু মনুষ্যের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোলুপ যে, জানিয়া শুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ একজন।

উপাখ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুল-তিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটী রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

খিদিরপুর।
১২৭১ সাল ৩১ এ বৈশাখ।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরবাহু কাব্য।

যামিনী পোহায়ে যায়, ভূষা পরি উষা ধায়,
আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথ সজ্জা করিছে।
অরুণে করিয়া সঙ্গে, অলক্ত লেপিয়া অঙ্গে,
দুই ধারে রাঙা রাঙা ঘন গুলি থুইছে॥
সুধাকরে কোলে করি, শ্বেত সাটী দিয়া ঘীরি,
মধুমাখা মুখ তার ভাল ক'রে ঢাকিছে।
চন্দ্রের খেলনা গুলি, তারাপুঞ্জ গুণি গুণি,
অঞ্চলের শেষভাগে একে একে বাঁধিছে॥
তুষিতে দিবার রাজা, ভাল ভাল মুক্তা মাজা,
শ্যাম ধরাতল বুকে সারি সারি গাঁথিছে।
রঞ্জিতে তাঁহারি মন, প্রমোদিত পুষ্পবন,
তরু পরে থরে থরে ফুলমালা বাঁধিছে॥
বিহগ গায়ক তায়, দিবাকর গুণগায়,
তার সনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে।
'জয় দিবাকর' বলি, উদ্ধমুখে পুটাঞ্জলি,
পূর্ব্বাননে দ্বিজগণ স্তবধ্বনি করিছে॥
হেন গ্রীষ্ম প্রাতঃকালে, কান্যকুব্জ মহীপালে,
কনোজের যুবরাজ আসি পদে নমিল।
যদি অনুমতি পাই, গ্রীষ্ম-উপবনে যাই,
এই কথা বীরবাহু সসম্ভ্রমে কহিল॥
শুনি আলিঙ্গন দিয়ে, স্নেহে শিরোঘ্রাণ নিয়ে,
রণবীর মহারাজ আশীর্ব্বাদ করিল।
পিতার আদেশ পেয়ে, ত্বরায় আসিয়া ধেয়ে,
হেমলতা সন্নিধানে উপনীত হইল॥

"এস প্রিয়ে দুইজনে, গিয়ে গ্রীষ্ম উপবনে,
মিথুন দম্পতি সম বনে বনে ভ্রমিব।
মালতীর মালা পরি, পদ্মপাতে ছত্র করি,
দোঁহে মেলি ফুলকুল-পরিমল লুটিব॥
স্রোতকুলে দোঁহে মেলি, করিব সলিল-কেলি,
বাহুতে বাহুতে বাঁধি স্রোতোধারা ধরিব।
রাজহংস পিছে পিছে, যাব বারি সিঁচে সিঁচে,
পদ্মবন মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব॥
মৃণাল আনিয়া তুলে, বসিয়া তরুর মূলে,
হরিণী শাবকে কোলে ধরি দোঁহে খাওয়াব।
সারসে আনিয়া ধরে, রক্তজবা মালা করে,
দুই জনে সযতনে গলদেশে পরাব॥
এক দিকে কেতকিনী, এক দিকে কমলিনী,
দুই ধারে রাশি করি ভ্রমরারে খেপাব।
তোমার অঞ্চল দিয়ে, কোকিলারে লুকাইয়ে
ব্যাকুল করিয়া পিকে ডালে ডালে ডাকাব॥
গত গ্রীষ্মে কত খেলা, করিয়া কেটেছে বেলা,
সে সব স্মরণ প্রিয়ে হয় কি হে মনেতে।
চল গিয়ে পুনরায়, বিহরিব দু'জনায়,
বিষম গ্রীষ্মের তাপ জুড়াইব বনেতে"॥
শুনিয়া স্বামীর কথা, হরষিতা হেমলতা,
প্রীতিভরে পতিকর করতলে চাপিয়া।
বলে "এ কি নররায়, সে কি কভু ভুলা যায়,
এ জগতে এই প্রাণ এদেহেতে ধরিয়া॥

সে সব হইলে মনে, ভুলি স্বর্ণসিংহাসনে,
তিলেক থাকিতে হেথা চিতে মোর লয়না।
উপবন বিলাসিনী, সেই সব সীমন্তিনী,
সহ বিহরিতে বনে আর দেরি সয়না ॥
পাসরিয়া সমুদায়, মন সেই বনে ধায়,
ভাবি সেই ভাবে আছি তরুতলে বসিয়া।
হেনকালে বনবালা, বনফুলে গাঁথি মালা,
হাসি হাসি গলদেশে দেয় যেন আসিয়া ॥
সেই ভাবে কয় জনে, বসিয়া কুসুমাসনে,
কামিনীতরুর ডালে পুষ্পদোলা দোলায়ে।
কেশে ফুল সাজাইয়ে, করে করতালি দিয়ে,
ধীরে ধীরে দোলে পদে রুণুবোল বাজায়ে ॥
কভু ফুলধনু করে, প্রতি জনে জনে ধরে,
চাপিয়া হরিণী পরে বনমাঝে বিহরে।
কভু মোরে রাখি মাঝে, সাজ করি নানা সাজে
নাচি নাচি কয়জনে চারিদিকে বিচরে ॥
চল নাথ সেই স্থানে, বিলম্ব সহেনা প্রাণে,
গিয়া বনকন্যাগণে আলিঙ্গনে তুষিব।
তুষিতে তোমার মন, নানাবিধ আয়োজন,
নানাভাবে নানারসে নানা খেলা খেলিব ॥"
শুনি প্রেয়সীর ভাষ, বীরবাহু মনোল্লাস,
স্নেহভরে প্রমদারে আলিঙ্গন করিল।
পরে ডাকি অনুচর, আদেশিলা বীরবর,
দাস দাসী আদি সবে আয়োজনে মাতিল ॥
নগরে উঠিল গোল, নিনাদে বাদ্যের বোল,
দুর্গে দুর্গে ধনুর্ঘোষে নভোভেদ করিল।
স্বর্ণদণ্ড শিরোপরে, রক্ত নীল বর্ণ ধরে,
থরে থরে ঘরে ঘরে পতাকায় ছাইল ॥
চলিল নৃপতি-সুত, গজ বাজী যূথে যূথ,
বাদ্যোদ্যম কোলাহলে ত্রিভুবন পূরিয়া।
গর্জ্জনে মেদিনী টলে, টঙ্কারিল হেন বলে,
ভীষণ কোদণ্ড-ছিলা রণ রণ করিয়া ॥
পুরোভাগে যুবরাজ, শিরে পরি বীরসাজ,
এইরূপ প্রথা সেইকালে তথা আছিল।
শাণিত লৌহের তাজ, শাণিত লৌহের সাজ,
বাহু উরু শিরোবক্ষঃ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিল ॥
সুদীর্ঘ সবলকায়, সিংহগ্রীবা লাজ পায়,
আজানুলম্বিত বাহু রিপুবর্গ-দলন।
মুখভাতি রবি দেখা, ললাটে অভয় লেখা,
গভীর বুদ্ধির চিহ্ন-ধরা দুই নয়ন ॥
বামে নারী হেমলতা, যেন তড়িতের লতা,
ইন্দ্র ভয়ে আসি পাশে অনুগতা হইল।
চারিদিকে কোলাহল, লয়ে নিজ দলবল
কনোজ রাজার পুত্র উপবনে চলিল।

গমনে পবন, রথ বাজিগণ,
পলকে যোজন পথ এড়ায়।
ধরণী বিমানে, চলে কোন থানে,
কে জানে কখন কোথায় ধায় ॥
ক্ষেত মাঠ মরু, গিরি বারি তরু,
স্রোতোধারা মত বহিয়া যায়।
প্রহর ভিতরে, নানা শোভা ধরে,
গ্রীষ্ম-উপবন প্রকাশ পায় ॥
বিশাল তমাল, প্রসারিয়া ডাল,
জানাইছে নাম বিপিন মাঝে।
তার সঙ্গে সঙ্গে, উঠি নানা রঙ্গে,
তাল নারিকেল গুবাক সাজে ॥
কোনভাগে তার, সুন্দর আকার,
শিহরে কদম্ব দাড়িম্ব পাশে।
অশোকে দেখিয়া, রহস্য করিয়া,
কোথা বা বেহায়া শিমূল হাসে ॥
মুকুলে পূরিত, শাখা অবনত,
কোথা রহে চূত গরবে ভরা।
কোথা তরুরাজ, বটের বিরাজ,
দেহেতে প্রাচীন পল্লবপরা ॥
কোথা মুখ তুলে, তেজে বুক খুলে,
সূর্য্যামুখী চায় ভানুর করে।

কোথা সুশোভন, কামিনীর বন,
খুলে দেয় মন সৌরভ ভরে ॥
কোথা বা সেফালি, রসে দেহ ঢালি,
আবেশে ধরণী উরসে পড়ে।
কোথা বা গোলাপ, করিতে আলাপ
প্রফুল্ল মল্লিকা-শাখীতে চড়ে ॥
কোথা কেতকিনী যেন পাগলিনী,
আলু থালু বেশে পড়িয়া রয়।
অবকাশ পেয়ে, ধীরে ধীরে ধেয়ে,
সেই খানে আসি সমীর বয় ॥
ক্রমে সন্নিধান, উত্তরিল যান,
হরিষে দুজনে প্রবেশে বনে।
যত তরুদল, মহা কুতুহল,
কুসুম বরিষে হরিষ মনে ॥
যত পাখিগণ, করিয়া স্মরণ
নৃপসুতা কত বাসেন ভাল।
কুলায় ত্যজিয়া, বাহিরে আসিয়া,
কাকলি করিয়া ঢাকিল ডাল ॥
সারস সারসী, দোঁহারে পরশি,
পশ্চাতে চলিল মরালসনে।
তৃণ পরিহরি, অঙ্গভঙ্গী করি,
হরিণী ধাইল হরিষ মনে ॥
এইরূপে যত, যত অনুগত,
সবে ক্রমাগত যুটিল আসি।
এমন সময়ে, ফুল-ডালি লয়ে,
বনবালা-দল আসিল হাসি ॥
সখী সম্বোধনে, প্রতি জনে জনে,
আলিঙ্গন দানে তুষি সবায়।
কুশল বারতা, শুধি হেমলতা,
নিকুঞ্জ ভিতরে সকলে যায় ॥

হেরিয়া বসন্ত শোভা বসুন্ধরা মাঝে।
ঋতুমহোৎসবে সুখে রামাগণ সাজে ॥
রাজবালা বনবালা সখী কয় জন।
সবে কৈল সমরূপ বসন ভূষণ ॥
তেয়াগি নেতের বাস রতনের দাম।
অরণ্য কুসুমে বেশ কৈল অভিরাম ॥
নবীন বল্কল পরি লাজ সম্বরিয়া।
ধরিল বিচিত্র বেশ কুসুম পরিয়া ॥
মুক্তামালা বিনিময়ে বনমালা দলে।
সযতনে কণ্ঠহার করিলেন গলে ॥
কর্ণবালা করবালা করি তিরোহিত।
শ্রুতিমূলে ঝুমকা ফুল হৈল বিরাজিত ॥
কপালের সিঁথি শোভা আভা লুকাইল।
কৃষ্ণচূড়া কেশমূলে আসি দেখা দিল ॥
নিতম্বে মেখলা যুড়ে লোহিত গোলাপ ॥
নাভিপদ্ম সনে আসি করিল আলাপ ॥
চরণে নূপুরধ্বনি আর না বাজিল।
রক্তজবা অরুণের আভা প্রকাশিল ॥
এইরূপে বল্কবাস পুষ্প আভরণ।
করে বীণা বাঁশি আদি করিয়া ধারণ ॥
চলিল যথায় চূত কাতর হৃদয়।
মাধবী তুলিতে কোলে অধোমুখে রয় ॥
নিকটে আসিয়া বীণা বাঁশী বাজাইয়া।
মাধবীলতায় চুয়া চন্দন ঢালিয়া ॥
মুকুলিত চূতশাখা নোয়াইয়া করে।
চূত মাধবীতে বিয়া দিল সমাদরে ॥
এইরূপে কত খেলা খেলিতে লাগিল।
পশুপক্ষী আদি সবে হরিষে ভাসিল ॥
হীনবল প্রভাকর প্রদোষ হইল।
বিপিন ভ্রমিয়া নৃপ কন্যা ফিরিল।
তৃণাসনে বসি সবে বসিয়া তখন।
ভোজন করিয়া, ক্ষুধা করি নিবারণ ॥
পুনরায় বনলীলা আরম্ভ করিল।
রাজপুত্র এইবার সংহতি চলিল ॥
হ্রদতটে নারীগণ আসিয়া তখন।
বলে চল বারি'পরে করিগে ভ্রমণ ॥
বলি পদ্মফুলে গাঁথা ভেলার উপরে।

রাজবালা বনবালা উঠে পরে পরে ॥
ধারে ধারে সারি সারি বসিল ক'জন।
অবশেষে বীরবাহু কৈল আরোহণ ॥
কাণ্ডারীর বেশে হাতে কেরুয়া ধরিয়া।
নীলজলে পদ্মভেলা চলিল বাহিয়া।
ধীর সমীরণে বারি হিল্লোল বহিছে।
ভেলা পাশে আসি ধীরে কল্লোল করিছে ॥
বারি বায়ু হিল্লোলেতে পুলকিত কায়।
বাঁশী স্বরে রামাগণ সারিগান গায় ॥
তাহে সে হ্রদের শোভা অমর-লষিত।
চারিদিকে ছয় ঘাট স্ফটিক রচিত ॥
শ্বেত পাষাণেতে তার বান্ধা চারি ধার।
ধবল অচলে যেন জলদ সঞ্চার ॥
পশ্চিম কূলেতে শোভে বন দারু-দাম।
বিশাল তমাল শাল দেখিতে সুঠাম ॥
পূর্ব্বকূলে সুরসাল ফল তরুচয়।
দাড়িম্ব শ্রীফল আম্র স্বাদু সমুদয় ॥
দক্ষিণে কুসুমবনে ফুলের সৌরভ।
জানাইছে জীবলোকে কানন-বৈভব ॥
উত্তরেতে অট্টালিকা বিচিত্রগঠন।
দ্বারে প্রসারিয়া বাহু করে আরোহণ ॥
সরোবর মধ্যভাগে অতি মনোহর।
ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ এক রহে বারি'পর ॥
নবদূর্ব্বা-পরিপূর্ণ শ্যামলবরণ।
নির্ম্মলগগনে যেন মেঘের স্তজন ॥
তাহাতে নির্ঝর বারি নিয়ত নির্গত।
যেন বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে অবিরত ॥
নৃপসুত বিনোদিনী সহ ভাসে জলে।
হেরি ভানু ত্বরা করি নিজধামে চলে ॥
বিশাল শালের আড়ে লুকাইল রবি।
ক্রমে পূবে দেখা দিল শশধর ছবি ॥
হেরিয়া কুমুদী জলে ঈষৎ হাসিল।
তমালের ডালে ডালে কোকিলা ডাকিল।
বারি' পরে সন্ধ্যাকালে বসন্ত সমীরে।
রসিল শরীর মন নেহারি শশীরে।
বিনোদ শয়নে তনু জুড়াবার তরে।
বীরবাহু পদ্মভেলা ফিরালেন ঘরে ॥
হেনকালে যোগিনীর বেশে একজন।
ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন ॥

মৃগচর্ম্ম পরিধান, মুখে শিব গুণগান,
করতলে ত্রিশূলের ফলা।
গলিত জটিলকেশ, মহাযোগিনীর বেশ,
রুদ্রাক্ষের মালাময় গলা ॥
শেষ যৌবনের ভরে, দেহ ঢল ঢল করে,
অস্তমান ভানুর তুলনা।
এক ধ্যানে এক মনে, বহু তীর্থদরশনে,
পরিহরি বিষয়-বাসনা ॥
চকিত নয়নতারা, যেন মৃগী মৃগহারা,
চেতনা হারায়ে পথে চলে।
আগমন করি ধীরে, আসিয়া হ্রদের তীরে,
চরণ ক্ষালন কৈল জলে ॥
পাষাণ সোপানোপরি, বসি শ্রম দূর করি,
অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলা।
বিস্ময়-প্লাবিত মনে, বিলাসিনীগণ সনে,
যোগিনীরে কুমার পূজিলা।
সভয়ে বিনয়বাণী, যুড়িয়া যুগল পাণি,
বীরবাহু অভয় মাগিল।
কেন কৈলা উপহাস, কি দোষ [illegible]বিত দাস,
এই কথা বলি সুধাইল ॥
শুনি রামা, ঘোর রবে, কহে তবে শুন সবে,
"এ ভবে নাহিক সুখলেশ।
সকলি কালের খেলা, মিছামিছি যায় বেলা,
দেখিতে থাকে না কিছু শেষ ॥
যা কিছু দেখিবে আজি, সকলি সে ভোজবাজি,
কাল আর পাবেনা সে সবে।
আজি ধরাপতি যেই, কাল দীনহীন সেই,
এই ভাবে যায় দিন ভবে ॥

কত যে ভূপতিসুতা, কত রূপ গুণযুতা,
বিপাকে পড়িয়া ভোগে কত।
যোগিনীর বেশে আজি, এই দেখ আছি সাজি,
পথে মাঠে ভ্রমি অবিরত॥
প্রখর ভানুর করে, স্বেদজল নাহি ঝরে,
শীতে দেহ কণ্টকিত নয়।
নগর অটবী মরু, কিবা কাঁটা লতা তরু,
এবে মোরে সকলি ত সয়॥
শয়নের ক্লেশ নাই, তরুতলে নিদ্রা যাই,
একাকিনী বিঘোরে যামিনী।
ক্ষীর নবনীত সব, ভুলিয়াছি দেশ ঘর,
ভুলিয়াছি জনকজননী॥"
বলিতে বলিতে ক্রোধে, কণ্ঠদেশে শ্বাস রোধে,
বহ্নিকণা নয়নে জ্বলিল।
ফুলিতে লাগিল জটা, করেতে ত্রিশূল ছটা,
ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল॥
তখন ভৈরবস্বরে, ভৈরবী নিনাদ করে,
"শোন্ রে পাপিষ্ঠ মুসলমান।
বালো বিনাশিয়া পতি, মোর কৈলি এই গতি,
মম বাক্য না হইবে আন॥
টুটিবে সম্পদ বল, রাজ্য যাবে রসাতল,
বাতি দিতে বংশ নাহি রবে।
ব্রতে যদি ফল হয়, দেবে যদি পূজা লয়,
ইহার অন্যথা নাহি হবে॥"
বলি রোষে কম্পমান, যেন শ্যামা মূর্ত্তিমান,
ঘোর রবে হুঙ্কার ছাড়িল।
শুনি সেই গরজন, জ্ঞানহীন নারীগণ,
দেখি রামা নীরব হইল॥

ক্ষণেক নীরব থাকি, কোপানল চাপি রাখি,
যোগিনীর বাক্-স্রোত পুনঃ বেগে বহিল।
আপনার পরিচয়, পূর্ব্বাপর সমুদয়,
অগ্নিকণা সম রামা বরিষণ করিল॥

"দ্বারকানগরী কাছে, সর্পনামে পুরী আছে,
তার অধীশ্বর রাজা সর্পেশ্বর আছিল।
নির্ম্মল ক্ষত্রিয়বংশ, তাহে তেঁহ অবতংস,
কুক্ষণে তাঁহার ঘরে মম জন্ম হইল॥
কুক্ষণে সর্পেশপতি, মম মনোমত পতি,
আনিবারে স্বয়ংবরা উপক্রম করিল।
কুক্ষণে আমার মন, করি তাঁরে বিলোকন,
অম্বারের ভূপতির প্রেমডোরে পড়িল॥
স্বয়ংবরা হয়ে দোঁহে, যাইতে পতির গেহে,
পথিমাঝে দুষ্ট যবনের হাতে পড়িয়া।
তুমুল সংগ্রাম করি, পতি যান স্বর্গপুরী,
হেরি চিতহারা হয়ে পড়িলাম ঢলিয়া॥
জ্ঞান পেয়ে পুনরায়, রুধির শুকায়ে যায়,
যবনের গৃহমাঝে পড়ে আছি দেখিনু!
হেরে হয়ে নিরুপায়, পড়িলাম দস্যুপায়,
নানা মতে নানা ছলে নরাধমে তুষিনু॥
সে দিন কৌশল করি, সেই স্থানে কাল হরি,
পরদিন লুকাইয়া ভিখারিণী হইনু।
পরে পরদেশে গিয়া, গেরুয়া বসন নিয়া,
এইরূপ যোগিনীর যোগবেশ ধরিনু॥
তদবধি দেশে দেশে, ফিরিতেছি এই বেশে,
বারাণসী বৃন্দাবন হরিদ্বার ভ্রমিনু।
মান-সরোবরহ্রদ, জ্বালামুখী পঞ্চনদ,
কৈলাস পর্ব্বতোপরি অবশেষে উঠিনু॥
হেরিলাম রূপভেতে, শিবশিবা আনন্দেতে,
পাষাণ-আকৃতি ধরি বিরাজিত রয়েছে।
সুখের কৈলাসধাম, কেবলি রয়েছে নাম,
দেবের বিভব যত সমূলেতে ঘুচেছে॥
জগতে পবিত্র স্থান, গিয়াছে তাহারো মান,
সে পুরীও ম্লেচ্ছপদ অপবিত্র করেছে।
যেখানে পিনাকধারী, পিনাকে সন্ধান ধরি,
অমরের রিপুকুল অকাতরে বধেছে॥
সেইখানে যবনেতে, আরোহিয়া হিমপথে,
অভয় হৃদয়ে পার্ব্বতীয় অজা বধিছে।

আজি সেই শূন্যময়, কৈলাস নীরব রয়,
দু এক ময়ূর শুধু মাঝে মাঝে জাগিছে ॥
কতবার রুদ্রনাম, গালবাদ্যে ডাকিলাম,
প্রাণিমাত্র তবু তথা নয়নে না দেখিনু।
তখন উদ্দেশ ধরি, শিবমূর্ত্তি পূজা করি,
দর্শন আশয়ে নামি বারাণসী চলিনু ॥
গিয়া আনন্দের ভরে, হেরিব অনাদীশ্বরে,
ভাবি পূর্ণা অন্নপুরে উপনীত হইনু।
দেখি বুদ্ধি হই হারা, চন্দ্রে কলঙ্কের পারা,
প্রাচীন দেউল-ভিতে দরগা গাঁথা দেখিনু।
প্রাণভয়ে বিশ্বেশ্বর, দেখিলাম স্থানান্তর,
অন্য পুরী নির্ম্মাইয়া গুপ্তভাবে জাগিছে।
নাহি সে সোণার কাশী, পাষাণের বারাণসী,
পাষণ্ড প্লাবিত হয়ে পাপস্রোতে ভাসিছে ॥
অন্তরে হতাশ হয়ে, কাশীতে বিদায় লয়ে,
চলিলাম কুরুক্ষেত্রে কত আশা করিয়া।
আসি কুরু-রণস্থলে, আর না চরণ চলে,
বসিনু প্রভাসতীরে মনোদুঃখে ভাসিয়া ॥
পাপিষ্ঠ যবন নাশ, করিতে অন্তরে আশ,
পাণ্ডুপুত্র নাম ধরি কতই যে কাঁদিনু।
সব হৈল অকারণ, না আইল কোন জন,
ডুবেছে ভারত-ভাগ্য তবে সত্য জানিনু ॥
তখন বুঝিনু সার, ভূভারতে কেহ আর,
ক্ষত্রিকুল মহাধর্ম্ম নাহি কিছু লভেছে।
জানিলাম বীরবংশ, কুরুক্ষেত্রে হয়ে ধ্বংস,
বীরনাম জন্মশোধ ভূমণ্ডলে ঘুচেছে ॥
আজি বুঝিলাম মর্ম্ম, কেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম,
ভারত ভিতরে আর দরশন হয় না।
কেন বা যবন-দল, ধরে এত বাহুবল,
কেন হিন্দুমহিলার কুলমান রয় না ॥
ভারতে কনোজ ধাম, প্রাসিদ্ধ পবিত্র নাম,
তুমি সেই কনোজের বংশধর হইয়া।
এই ভাবে অকারণে, বৃথা কাল বনে বনে,
অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়া ॥
আসিতেছে কত দূরে, রণবেশে তূণপূরে,
পাঠান দুরন্তদল মনে তা ত ভাবনা।
কহিলাম সমাচার, দেখো যেন পুনর্ব্বার,
অই কামিনীরে দুঃখী মোর মত করো না ॥”

শুনি যোগিনীর কথা রোমাঞ্চিত কায়।
বিদায় লইয়া বীর কনোজেতে যায় ॥
অনলশিখরে যেন ধাতুর প্রবাহ।
শমনভবনে যেন দাহন-কটাহ ॥
ভাবনা অনলে হৃদি তাপিল তেমনি।
বনিতা বিপিন হ্রদ ভুলিল তখনি ॥
জ্বলিল চিন্তার শিখা হৃদয় ভিতরে।
ভূত ভবিষ্যৎ ভাব জাগিল অন্তরে ॥
যে ভারতে দেবগণ মানব লীলায়।
সুরপুরী পরিহরি করিত আলয় ॥
যে ভারতে মহাবল দনুজের দল।
সুর-শরাঘাত জ্বালা করিত শীতল ॥
যে ভারতে সৌরকুল মহাবীরগণ।
রাক্ষস দানবে রণে করিত দমন ॥
দিলীপ সগর রঘু দশরথ বীর।
যে ভারতে রিপুদলে করিত অস্থির ॥
যে ভারতে বীরবৃন্দ সমর কৌশল।
দেখিতে বিমানে দেব বসিত সকল ॥
সে ভারতে আমা হেন কাপুরুষদল।
আজি জনমিয়া ধরা করে রসাতল ॥
এইরূপ বিষময় চিন্তায় মগন।
বাহ্যজ্ঞান বীরবাহু হারায়ে তখন ॥
বিচিত্র স্বপনে দেখে গগন ভিতরে।
বিপরীত নানা ছবি শূন্য আলো করে
একধারে নারী এক রহে তরুতলে।
তাঁরে হেরি রাক্ষসেরা অধোমুখে চলে ॥
অন্য পাশে একজন যবন ভূপতি।
শত হিন্দুনারী ধরি করয়ে দুর্গতি ॥
একপাশে আখণ্ডল সহ নিত্রগণ।

গাণ্ডীব নিনাদে দূরে করে পলায়ন ॥
আর পাশে ডানি হাতে তরবারি ধরি।
কোরাণ ধরিয়া বামে রহে এক পরি ॥
তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয়-তনয়।
করপুটে পদতলে হেঁটমুখে রয় ॥
একধারে যযাতির পুত্র কয় জন।
ছদ্মবেশে দূরদেশে রহে সংগোপন ॥
স্থানান্তরে ম্লেচ্ছদূত করিয়া গর্জ্জন।
হিন্দুরে সৎকার কার্য্যে করে নিবারণ ॥
দেখিয়া দুর্জ্জয় কোপ জ্বলিয়া উঠিল।

ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল ॥
অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া।
থাকিয়া থাকিয়া বীর উঠিল কাঁপিয়া ॥
যেন গগনের দর্প, বায়ুর নিঃস্বন।
শুনি ধরা ক্রোধভরে করয়ে কম্পন ॥
কিংবা যেন ঘোর মেঘ সাগরগর্জ্জনে।
জানায় আপন দর্প ডাকিয়া সঘনে ॥
সেইভাবে বীরবাহু হুহুঙ্কার ধ্বনি।
করি দেখা দিল আসি যথা নরমণি ॥
হেনকালে মহাবেগে দূত একজন।
ভূপতি সমীপে আসি করে নিবেদন ॥
"মহারাজ, সর্ব্বনাশ বৈরিপক্ষ এল।

কর রক্ষা নৈলে রাজ্য রসাতলে গেল ॥
দুরন্ত পাঠান সৈন্য চতুরঙ্গদলে।
কালান্ত কালের দূত সাজি এল বলে ॥
সিন্ধুরাজ্য শেষভাগে কাবুলের দেশ।
তাহার নৃপতি নাম সুল্‌তান বক্তেশ ॥
তাঁর সেনাপতি নাম আলিমহম্মদ।
খেদাইয়া দিল্লীরাজে নিল রাজপদ ॥
লুটিল মথুরাপুরী কুল্লী কলিঞ্জর।
কান্যকুব্জ লুটিবারে আসে অতঃপর ॥
এখনো সময় আছে রিপু আছে দূরে।
অবিলম্বে ম্লেচ্ছসেনা দেখা দিবে পুরে ॥"
শুনি নরপতি মনে বিপদ গণিল।

বুদ্ধিহারা মন্ত্রিগণ মন্ত্রণা ভুলিল ॥
ক্রোধেতে কম্পিত দেহ যুবরাজ কয়।
"একি কাজ মহারাজ ক্ষত্রি হয়ে ভয় ॥
জনম সফল তাঁর ধন্য বীর সেই।
বিক্রমে বৈরীর মুণ্ড খণ্ড করে যেই ॥
কিবা হবে মাংসপিণ্ড এদেহ ধরিয়া।
বৈরি যদি যশঃনিধি লইল হরিয়া ॥
অশীতি বরষ-প্রাণে জীয়ে কি হইবে।
যুগে যুগে মহীতলে সুকীর্ত্তি ঘুষিবে ॥
যবনে করিব জয় রণে মহাশয়।

সাহসে করুন ভর নাহিক সংশয় ॥
মহাবল রিপুদল সত্য বটে মানি।
কালের কুটিলগতি তাও ভাল জানি ॥
কিন্তু পুরাতন কথা গাঁথা আছে মনে।
একা বীর কত বৈরী বিনাশিল রণে ॥
একা ইন্দ্র দৈত্যবংশ করিল দলন।
একা রঘু বসুন্ধরা করিল শাসন।
একা দশানন করে ত্রিভুবন জয়।
একা রামবাণে দশানন-কুল ক্ষয় ॥
একা কুরু ভূমণ্ডলে একছত্র কৈল।
একা পার্থ লক্ষ্য ভেদি পাঞ্চালী হরিল ॥
বীর্য্য যার, ধরা তার বিবিধ নির্ণয়।
কালে হয় কালে বৃদ্ধি কালে পায় ক্ষয় ॥
দুর্জ্জয় পাঠান বড় দুরন্ত হইল।
অটল সৌভাগ্য বলি অন্তরে ভাবিল ॥
হস্তিনা মথুরা কুল্লী আদি কলিঞ্জর।
লুটিয়া কনোজ লোভে আসে অতঃপর ॥
'কেন রে করিস্ দম্ভ রবে না এ দিন।
দ্বিপ্রহরে মেঘে সূর্য্য কখন্ মলিন ?
কখন প্রবল নদ শুকাইয়া যায় ?
কভু উচ্চগিরিচূড়া ভূতলে লুটায় ?
শতগিরি অবলম্ব ভূমিকম্পে কভু,
শতমূল বটবৃক্ষ ছিন্নমূল কভু ?
জলবিন্দু পাষাণে কখন করে ভেদ ?

মহা পরাক্রান্ত রাজা কখন উচ্ছেদ ?
পবিত্র কনোজপুরী ক্ষত্রিয়ের বাস।
তাহারে লুটিবি বলি করিলি রে আশ ?
তবে ত পুরুষ আমি বীরবাহু নাম,
তবে ত প্রসিদ্ধ পুরী কনোজেতে ধাম,
তবে মম রণবীর ঔরসে জনম,
তবে ধরি বাহুবল বীর্য্য পরাক্রম ॥'
মহারাজ শ্রীচরণে এই নিবেদন।
পরিজন সকলেরে করুন পালন ॥
রণক্ষেত্রে গিয়া শত্রু করিব নিধন।
সত্য সত্য এই সত্য করিলাম পণ॥"
হেরি বীরবাহু দর্প প্রফুল্ল সকলে।
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে বীর রণবেশে চলে ॥
সেনাপতি পদে বীর হইল বরণ।
শুনি "জয় যুবরাজ" নাদে সেনাগণ ॥
নাহিক ভয়ের লেশ, করিয়া সমর বেশ
রাজসুত হেমলতা ঘরে গিয়া ভেটিল।
"প্রেয়সি বিদায় চাই, সমর জিনিতে যাই,"
বলি বীরবর প্রমদার কর ধরিল ॥

পতি রণমাঝে যান, আকুল রমণী-প্রাণ,
কতই বিষম ভাব উথলিল হৃদয়ে।
শুকাইল তনুলতা, শোকভরে অবনতা,
শশধর লীন যেন হয় রাহু উদয়ে ॥
ধরিয়া পতির হাত, "কি কব হৃদয়নাথ,
কঠিন ক্ষত্রিয়কুলে নারী জন্ম ধরেছি।
মায়া মোহ পরিণয়, উদযাপন সমুদয়,
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের লাগি জন্মশোধ করেছি ॥
যবনে নাশিতে যাবে, জগতে সুযশ পাবে,
এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে।
মন বোঝেনা ত তবু, প্রাণ কেঁদে উঠে কভু,
কভু তব সনে যেতে বলিতেছে আমারে ॥
গত নিশি দুঃস্বপন, করিয়াছি দরশন,
তাই প্রাণনাথ প্রাণ আকুলিত হয়েছে।
তাই নাথ এতক্ষণ, না করিয়া আলিঙ্গন,
অবশ হইয়া মম বাহুযুগ রয়েছে ॥
গত নিশি শেষযাম, অলক্ষণ দেখিলাম,
ভাবিলে শোণিতবিন্দু দেহে আর রয় না।
তোমারে হৃদয়ে লয়ে, জলনিধি পার হয়ে,
পলাতে বাসনা যেন কেহ দেখা পায় না॥
দেখিনু ময়ূরী হেরে, ময়ূর যেমনি ফেরে,
অমনি নিদয় ব্যাধ খর শর মারিল।
ফুটাইতে ফুল কলি, যেই দেখা দিল অলি,
অমনি প্রলয়বায়ু হুহুকরে বহিল ॥
যেই 'বারি বারি' ক'রে, চাতকী কাতরস্বরে,
উঠিল গগনোপরে অমনি সে মরিল।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, হয়ে শিরে অকস্মাৎ,
সেই পাখী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল ॥
বিশাল তরুর পাশে, তরুলতা ধেয়ে আসে,
হেনকালে কাঠুরিয়া সেই তরু কাটিল।
কমলিনী বারিপরে, যেই খোলে রবিকরে,
অমনি সে কাল মেঘ আসি ভানু ঢাকিল ॥
আরো কত অলক্ষণ, দেখিলাম অগণন,
না জানি কপালে বিধি কিবা লিপি লিখেছে।
বুঝি লীলা সমাপন, ব্রত হলো উদযাপন,
মোর প্রতি কোন দেব বুঝি কোপ করেছে॥
যা হবার হবে তাই, আজ্ঞা দেহ সঙ্গে যাই,
তব অনুগামী হয়ে রিপুকুলে নাশিব
অথবা তোমার সনে, মরিয়া সুখে রণে,
দুই জনে একেবারে সুরলোকে পশিব ॥"
শুনি খেদে মহাবীর, ভাবিয়া করিয়া স্থির,
অবশেষে অঙ্গুলির অঙ্গুরীয় খুলিয়া।
"কি জানি কি হবে রণে, দেখো প্রিয়ে রেখো মনে"
পরাইল প্রমদারে এই কথা বলিয়া ॥
সময় বহিয়া যায়, দিনের সংক্ষেপ তায়,
নিরুপায়ে যুবরাজ রণমুখে চলিল।
কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায়, যেই দিকে স্বামী যায়,
হেমলতা এক দৃষ্টে সেইদিকে রহিল ॥

সেনা লয়ে বীরবাহু হয়ে অগ্রসর।
নেপালের পথে আসি রহিল সত্বর॥
পরদিন অপরাহ্ণে রিপু দেখা দিল।
সম্মুখীন সমুদায় মেদিনী ঢাকিল॥
অর্দ্ধ-চন্দ্র-শোভা নীল পতাকা উড়িল।
যোজন ব্যাপিয়া শত্রু শিবিরে ছাইল॥
ক্রমে দিবা অবসান সূর্য্য লুকাইল।
আঁধার বিছায়ে নিশি আকাশে বসিল॥
অমর আলয়ে সিন্ধা সন্ধ্যা দিল ঘরে।
অমনি তারার আলো ধিকি ধিকি করে॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা ঈষৎ হাসিল।
জ্যোৎস্না-আলো পেয়ে দশ দিক্ প্রকাশিল॥
বীরবাহু বৈরীপক্ষ করিতে বীক্ষণ।
হিমগিরি শৃঙ্গোপরি কৈল আরোহণ॥
প্রকাণ্ড-প্রকৃতি দেখে যবনের সেনা।
শিরেতে ধবল বাস যেন ভাসে ফেনা॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, করে শরাসন।
পৃষ্ঠে তূণ কটিতটে কৃপাণ বন্ধন॥
হেরি মনে মনে বীর ভাবিতে লাগিল।
ভারতের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল॥
কেশরী-নিনাদ-স্বরে গর্জ্জিয়া তখন।
বলে কোথা কার্ত্তবীর্য্য রহিলে এখন॥
কোথায় গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব-প্রধান।
কোথা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ মতিমান॥
কোথা অভিমানী মহারাজা দুর্য্যোধন।
বারেক কটাক্ষে হের হস্তিনা ভবন॥
সেই পুরী আজি জয় কৈল মুসলমান।
তবে রে যবন তোর নিকট মরণ।
স্ববংশে আমার শরে হইবি নিধন॥"

পূর্ব্বদিকে প্রভাকর, বাজিল দুন্দুভিস্বর,
রণ রণ মহাশব্দে ধনুর্ঘোষ নাদিল।
ভাঙ্গিল আকাশ খণ্ড, রণভূমি লণ্ডভণ্ড,
তাল তাল সবরাশি প্রভারাশি ঢাকিল॥
সমকক্ষ দুই বল, হুঙ্কারে সেনার দল,
হিন্দু-ম্লেচ্ছ-রণ-রব একঠাঁই মিলিল।
ম্লেচ্ছ "মহম্মদ" ডাকে, "হর হর" হিন্দু হাঁকে,
মহাক্রোধে দুই দল সমরেতে মাতিল॥
ভাসায়ে দুকূল যেন, নদী ছুটে ধায় হেন,
বীরগণ মহাদম্ভে বেগে আসি মিলিল।
ঘোটকে ঘোটক সঙ্গে, বারণে বারণে রঙ্গে,
পদাতি ধানুকী ঢালী যেবা যারে ঝাঁকিল॥
যোজন বিস্তার বন, অনলে করে দাহন,
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড ধরণীতে লুটে রে।
অথবা নিদাঘ কালে, ঢাকিয়া আঁধার জালে,
বায়ু পথে ঘন ঘোর যেন রণ করে রে।
অথবা জলধি জল, ঝটিকা করিলে বল,
হুহুঙ্কার নাদ ছাড়ি তীরেতে আছাড়ে রে॥
রণভূমি টল টল, হেন তেজে যোঝে বল,
সমকক্ষ দুই পক্ষ কেহ কারে নারে রে॥
বেলা অপরাহ্ণ হয়, তবু রণ ভঙ্গ নয়,
মরি বাঁচি পণ করি মহাযুদ্ধ করে রে।
হেনকালে বৈরীপক্ষ, করিয়া করিয়া লক্ষ্য,
বীরবাহু বক্ষ দেশ বাণে বিদ্ধ করে রে॥
সেনাপতি মূর্চ্ছা যায়, সেনাগণ ভয় পায়,
আরো পরাক্রমে রিপু একেবারে ঝাঁপে রে।
সহিতে না পারি রণ, ভঙ্গ দিল সৈন্যগণ,
জয় মহম্মদ বলি রিপুদল হাঁকে রে॥

গর্জ্জিল পাঠানসৈন্য সমর জিনিয়া।
যেন বিষধর গর্জ্জে দংশন করিয়া॥
মদগর্ব্বে মাতোয়াল পাঠান চলিল।
রাজধানী সন্নিধানে আসি উতরিল॥
সমাচার পেয়ে রণবীর সাজে রণে॥
যুঝিতে প্রাচীন রাজা চলে প্রাণপণে॥
অবশিষ্ট দল বল সংহতি করিয়া।
কান্যকুব্জ প্রান্তভাগে রহেন আসিয়া॥
ক্রমশ পাঠান সৈন্য আসিয়া যুটিল।

হিন্দু ম্লেচ্ছ বীরগণ যুঝিতে লাগিল ॥
অসংখ্য পাঠান সেনা অন্তরে উল্লাস।
হিন্দু-সৈন্য ভগ্নশেষ অন্তরে হতাশ ॥
তবু রণে যমদূত সমান যুঝিল।
বিপক্ষ সেনার দল বিস্তর বধিল ॥
সহিতে না পারি শেষে বিমুখ হইল।
নগর প্রাচীর মধ্যে গিয়া লুকাইল ॥
পাঠান মাতিয়া আরো প্রাচীর ঘেরিল।
ধরিতে কনোজরাজে সন্ধান করিল ॥
হেথা কান্যকুব্জপতি জ্বালি চিতানল।
নিবাইল শোক তাপ সকল জঞ্জাল ॥
বীরভার্য্যা বীরকন্যা হেমলতা নারী।
চলে ত্যজিবারে দেহ লয়ে সহচরী ॥

শুনি নগরের লোক চলিল সকলে।
আবালবনিতা বৃদ্ধা পড়িল অনলে ॥
স্মরিয়া পিতার পদ স্মরি প্রাণনাথে।
ঝাঁপ দেয়, হেনকালে কেহ ধরে হাতে ॥
ফিরে দেখে বিনোদিনী দুরন্ত পাঠান।
হেরিয়া পড়িল ভূমে হারাইয়া জ্ঞান ॥
আনন্দে পাঠান সৈন্য জয়ধ্বনি দিল।
সুলতানে তুষিতে সঙ্গে করিয়া চলিল ॥
জ্ঞান পেয়ে রাজসুতা মরমে মরিল।
মানভয়ে বিনোদিনী কাঁপিতে লাগিল ॥
রাহুর তরাসে যেন আকাশের শশী।
নিষাদের ভয়ে যেন মৃগী বনে পশি ॥
দুঃশাসন করে যেন দ্রুপদকুমারী।
জনকদুহিতা যেন রথে রাঘবারি ॥
সেই ভাবে কাতরে রোদন করে ধনী।
তাহে উচাটিত মন ভাবি গুণমণি ॥
প্রাণনাথ কার সাথে কোন পথে রয়।
সেই কথা হেমলতা মনে সদা হয়।
তাপে তনু জর জর ঝর ঝর আঁখি।
ব্যাধের জালেতে যেন কাননের পাখী ॥
শরীর বেড়িয়া ফণী উঠিলে বুকেতে।
যেন শীর্ণ দেহ হয় মনের দুঃখেতে ॥
ভয়েতে মুদিত আঁখি মলিন বদন।
কাঁপে ওষ্ঠাধর, গণ্ড পাণ্ডুর বরণ ॥
সেইরূপ অবয়ব ধূলায় ধূসর।
দিল্লীরাজ পুরে সতী কাঁদে উচ্চস্বর ॥
"কোথা মাতা, কোথা পিতা, কোথা প্রাণনাথ।
হেমলতা শিরে হেতা হয় বজ্রাঘাত ॥
কাল ভুজঙ্গেতে তারে করে গো দংশন।
সতীত্ব হরিতে চায় দুরাত্মা যবন ॥
কেন নাথ অভাগীরে ফেলি চলি গেলা।
এ জনম মত ফুরাইল খেলাদেলা ॥
মা বলা ফুরালো মাগো জনম মতন।
এই বার হারালে মা "অঞ্চলের ধন" ॥

হয়ে রাজকুলবধূ রাজকুলবালা।
পেয়ে বীরবর পতি এত হলো জ্বালা ॥
হায় বিধি, এত যদি ছিল তোর মনে।
কেন রে জনম দিলি ভূপতি ভবনে ॥
কেন কাঙালিনী-কন্যা না করিলি মোরে।
যদি ছিল এত সাধ ফেলিবারে ফেরে ॥
যদি রাজকুলে মোরে করিলি সৃজন।
উচ্চ আশা দিয়ে বিড়ম্বিলি কি কারণ ॥
কেন জরা কুষ্ঠরোগী না করিলি মোরে।
হেন পোড়া রূপ দিতে কে বলিল তোরে ॥
কেন ধীর বীরপতি দিলি অনুপম।
কেন মজাইলি শেষে বিপাকে বিষম ॥
একান্ত করিয়া অন্ধ না গঠিলি কেন।
তবে কি সহিতে হত যন্ত্রণা এমন ॥
অনায়াসে নরাধম তোরে ভজিতাম।
দাসীভাবে অনুগতা হয়ে সেবিতাম ॥
ভুলিতাম মাতা পিতা পতি পরিজন।
হায় পুনঃ না দেখিব সে সব বদন।
না শুনিব জননীর আদরের বাণী।
হায় বুঝি এতক্ষণে ছেড়েছে পরাণী।
কোথায় প্রাণের নাথ কাঁদে হেমলতা।

করুণা করিয়া আসি কহ দু'টি কথা॥
অমৃত পূরিত ভাষা করাও শ্রবণ।
বারেক হেরিব তব হিমাংশু বদন॥
বারেক হৃদয়ে থুয়ে সে কর কমল।
একবার নাথ বলে ডাকিব কেবল॥

এত বলি ধীরে ধীরে তিতিয়া নয়ন নীরে,
পতিপ্রাণা সতী, বিষ অধরেতে তুলিল।
অরে নরাধম অরি, তোর ক্রোধ হেয় করি,
এই দেখ তোরি ঘরে তোরি বন্দী মরিল॥
পান করে হলাহল, আর কি করিবি বল,
কেমনে পামর আর দুরাকাঙ্ক্ষা সাধিবি।
যে রক্ত মাংসের তরে, অবলা আনিলি ঘরে,
এবে তার শবাকার দেখি ডরে পলাবি॥
চক্ষু কর্ণ নাসা আর, সর্ব্বাঙ্গ হইবে ছার,
খান কত সাদা সাদা হাড় শুধু দেখিবি।
সেই নেত্র নীলোৎপল, সে অধর বিম্বফল,
সেই নাসা সেই কর্ণ সে বদন বিমল।
সেই পীন পয়োধর, সেই নিতম্বের ভর,
সেই মৃদু বাহুলতা করতল কোমল॥
জিনিয়া নবনী সর, সেই যে মাংসের থর,
সেই চারু রূপছটা শশধর গঞ্জনা।
সেই কেশ সেই বেশ, কিছুই না রবে শেষ,
গুটিকত কীটাধুরে করাইবে পারণা॥
তবে কেন বৃথা ছায়া, লাগিয়া করিস মায়া,
দিন কত জন্য এত বাড়াবাড়ি ভাল না।
তোরো ত হইবে নাশ, যেতে হবে যম পাশ,
হেন দিন চিরদিন কভু কারো সয় না॥

ভাবিয়া ভাবিয়া, গরল লইয়া,
ভূতলে বসিয়া, উদাস মনে।
উদরে দেখিয়া, গুমিয়া গুমিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, বিরসাননে,
বলে শিলাময়, যত গেহচয়,
করি অনুনয়, ছাড়িয়া দাও।
ছেড়ে দেহ দ্বার, ঘোর অন্ধকার,
হয়ে অগ্রসর, অরণ্যে যাও॥
শৃঙ্গী নখী সনে, একা রব বনে,
তবু এ সদনে, রব না আর।
বিকট সাপিনী, করিয়ে সঙ্গিনী,
রব একাকিনী, কি ভয় তার॥
গো মেষ চরাব, মাঠে মাঠে যাব,
ভিক্ষা মাগি খাব, ভ্রমিব বনে।
এ যমপুরীতে, পরাণ ধরিতে,
নারিব থাকিতে, রাখিব ধনে॥
অহে শশধর, ভাবিয়া কাতর,
বলহে সত্বর, কোথায় যাই।
অরণ্যে ভূতলে, কিম্বা বহ্নি জলে,
দেহ যুক্তি বলে, কোথা পলাই॥
অহে লিপিকর, দিয়ে বংশধর,
শেষে বিষধর, অঙ্কে সঁপিলে।
অতি দুরাচার, ধর্ম্ম নাহি যার,
হাতে দিয়ে তার, প্রাণে বধিলে?
কোথা দশ মাসে, গিয়া মনোল্লাসে,
বসি পতিপাশে, চাঁদে দেখাব॥
কোথা দিবানিশি, একাসনে বসি,
লয়ে সুতশশী, দোঁহে খেলাব॥
কোথা অন্ন দিয়ে, বুকে করে নিয়ে,
পতিকোলে থুয়ে, হৃদি জুড়াব।
করি অতিবাদ, তাহে সাধে বাদ,
হয়ে সেই সাধ, কিসে পূরাব॥
অরে প্রজাপতি! তোরে করি নতি,
আর এ দুর্গতি, মোরে দিস নে।
উন্মাদিনী ক'রে, নেরে জ্ঞান হরে
আর এত ক'রে, জ্বালাইসনে॥

এত বলি চিতহারা, খসা চাঁদখানি পারা,
হয়ে হেমলতা ভূমে পড়ে।
হেনকালে সৌদামিনী-স্বরূপা কোন কামিনী,
ক্রোড়ে করে আসি উভরড়ে॥
যেন কোন রাহী জন, পথিমাঝে দরশন,
করি মণি সযতনে লয়।
ঝেড়ে ফেলি ধূলিগুলি, বাসে বাঁধি রাখে তুলি,
যায় যায় পুনঃ নিরখয়॥
সেইরূপে সেই নারী, মুছায় নয়ন বারি,
অনিমিষে মুখ পানে চায়।
নাহি নড়ে নাহি চড়ে, নেত্রে না পলক পড়ে,
একভাবে বসে রহে ঠায়॥
সেই নারী কোন্ জন, কেন তথা কি কারণ,
কি জন্য সে এত শোকময়।
ভাবে বুঝি সেই ধনী, হবে চুরিকরা মণি,
ইথে কিছু নাহিক সংশয়॥
না হলে দুখের দুখী, এত সে মলিনমুখী,
হবে কি কারণ তার তরে।
ঠেকে শিক্ষা করে যেই, সার-গ্রহ করে সেই,
তাদৃশ না পারে অন্য পরে॥
কিবা শোভা দিল তায়, বাক্যে নাহি বলা যায়,
কোকনদে শ্বেতপদ্ম যেন।
অথবা চপলা-ছাঁদ ঘেরিয়া গগন চাঁদ
অচলা হইয়া রহে যেন॥
দুটি ফুল কাছে কাছে, একটি তার শুখায়েছে,
একটি উর্দ্ধ একটি অধোভাগে।
ছায়া পড়ি দুটি কালো, তার মাঝে কিছু আলো
পড়িয়াছে একটি অগ্রভাগে॥
সেইরূপে দুই জন, এর কোলে অন্য জন,
কতক্ষণ সমভাবে যায়।
মেঘচাপা চাঁদ যেন, ধীরে ধীরে ফুটে হেন,
হেমলতা সেই ভাবে চায়॥
দেখে চক্ষে বহে বারি, অচেনা জনেক নারী,
কোলে করি অনিমেষে রয়।
চিনিতে না পারি তারে, চেয়ে দেখে বারে বারে
মন বুঝি সেই নারী কয়॥

সখি নাহি ভয়, আমি ভিন্ন নয়,
তব ভগ্নীসমা জেনো আমারে।
পিতা রাজ্যেশ্বর, দিল্লী-মহীধর,
আমি ভাগ্যফলে ভজি ইহারে॥
রণে করি জয়, মোরে ধরি লয়,
এই দুরাশয় মোরে ছলিল।
ধর্ম্ম করি নষ্ট, করি জাতিভ্রষ্ট,
শেষে দাসীভাবে ঘরে রাখিল॥
শুনি আর বার, রাজ্য করি ছার,
কোন রাজকন্যা পুনঃ হরিল।
মনে ব্যথা পেয়ে, তাই এনু ধেয়ে,
ভাবি কার ভাগ্য পুনঃ ভাঙিল॥
পরে দেখি মুখ, বিদরিল বুক,
পূর্ব্বকথা যত মনে পড়িল।
তাহে চমৎকার, তব ব্যবহার
দেখি কুতুহল আরো বাড়িল॥
তুমি যতক্ষণ, সেই দুষ্ট জন,
কাছে করযোড় করি কাঁদিলে।
কত দিব্য দিলে, কত বুঝাইলে,
শেষে আজি ক্ষম বলি যাচিলে॥
আমি ততক্ষণ, হয়ে অদর্শন
গৃহমাঝে থাকি সব দেখেছি
পরে যোগ পেয়ে, আসিয়াছি ধেয়ে,
অন্তরালে থাকি সব শুনেছি॥
শেষে কোলে করি, এই আছি ধরি,
আজি হতে সখি তব হয়েছি।
আমি ভাগ্যবতী, কারে বলে সতী,
অদ্যাবধি তাহা ভাল জেনেছি॥

বিজন অরণ্যে যেন স্বজন মিলিল॥
বালুকাবিকীর্ণ ভূমে সরসী-যুটিল

তাদৃশ প্রসন্নমতি তেয়াগি ভূতল।
উঠে বৈসে হেমলতা দেহে পেয়ে বল॥
যুড়িয়া যুগলপাণি সজল নয়নে।
হেমলতা কয় কথা কাতর বচনে॥
"দয়াময়ি, তব কাছে এই ভিক্ষা চাই।
কি উপায়ে তার কাছে রক্ষা পাই॥"
শুনি দিল্লী-মহীপাল-তনয়া কহিল।
অশ্রুনীরে দু'নয়ন ভাসিতে লাগিল॥
বলে "সখি, কুলমান গিয়াছে সকল।
ভজিয়া যবন-রাজে পীয়েছি গরল॥
আজি সেই তাপ, সখি, শীতল করিব।
দিয়াছি আমার ধর্ম্ম, তোমার রাখিব॥
মম বাক্যে অনাদর বুঝি বা না হবে।
চুরি-করা ধন বলি বুঝি বাক্য রবে॥
যাই দেখি একবার ম্লেচ্ছরাজ পাশে।
বুঝিব আমায় ভালবাসে কি না বাসে॥
এত বলি দিল্লীপতি-দুহিতা চলিল।
আসি ম্লেচ্ছ মহীপতি কাছে দেখা দিল।

দূরেতে আসিছে হেরি, আর না সহিল দেরি,
শশব্যস্ত পাতসাহ পথিমাঝে ভেটিল।
"একি ভাগ্য আজি মোর, নিজে ধরা দিল চোর,"
বলি রসবতী-হাত রসভাবে ধরিল॥
"যেবা চোর সাধু যেই, মনে মনে জানে সেই
কেন মিছে নারী ভাবি কর মোর ছলনা।
একি শুনি অপরূপ ওহে চতুরের ভূপ,
পেয়েছ নবীনা নারী মোরে নাকি চাহ না!
সে যা হৌক বল দেখি, উন্মত্ত হয়েছ হে কি,
হেন মতি কি কারণ ভুলিতে কি পার না?
এত সেবাদাসী রয়, তবু তাহে নাহি হয়,
কেন পরনারী তরে কর এত বাসনা?
কেন পিতা মাতা সনে পীড়া দাও প্রিয়জনে
কেন এত সতীনারী-মনে দেও বেদনা?
কেন দাও এত তাপ, কেন কর এত পাপ,
নারীবধ কত পাপ মনে কি তা জান না?
হেমলতা নামে যারে, রাখিয়াছ কারাগারে,
বিষপানে মরে সেই মনেতে কি ভাব না।
একে অতি সতী নারী, তাহে গর্ভ-ভরে ভারী
তবু সে রমণী তরে কিছু দয়া হয় না?
যা পেয়েছ রাখ তাই, অতি লোভে কাজ নাই
দিল্লী-রাজ পাটে বসে কুমন্ত্রণা ভেব না।
আমার বচন ধর, তাহারে মোচন কর,
অতিশয় কোন কর্ম্ম কোনকালে ভাল না॥"

সুপ্ত ব্যাঘ্র যেন আমিষের গন্ধ পেলে।
কালসর্প শিরে যেন পদাঘাত মেলে॥
পতঙ্গ যেমন শোভা করি দরশন।
ভোলা কথা মনে হলে উন্মত্ত যেমন॥
শুনিয়া পাঠান রাজ চমকি তেমতি।
আকুল নয়নে চায় কামাতুর মতি॥
বলে "কোথা আন তারে দেখিবারে চাই।
পেয়েছি নবীনা নারী ছাড়ি দিব নাই॥
মরুক বাঁচুক আর যা ইচ্ছা করুক।
পেয়েছি সুধার ভাণ্ড নিবারিব ভুক॥
জানে না সুলতান আমি বিজয়ী জগতে।
তিলার্দ্ধ রাখিনে স্থান এই ভুভারতে॥
আমি তারে কত ক'রে আপনি সাধিনু।
অবশেষে হাতে ধরা স্বীকার করিনু॥
মম বাক্যে অবহেলা করে সেই জন।
দেখিব কেমনে তারে রাখে কোন্ জন॥"
অনেক সাধিয়া শেষে সান্ত্বনা করিল।
তথাপি আসক্তি কোপ ঘুচাতে নারিল॥
বিস্তর কাঁদিয়া, করি বিস্তর সাধনা।
অবশেষে এই মাত্র পূরিল কামনা॥
যে অবধি হেমলতা প্রসব না হবে।
সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোদ্যানে রবে॥

এ দিকেতে বীরবর, মহা অরণ্য ভিতর,
চেতনা পাইয়া চক্ষু চান।
অতি ভীম দরশন, বিজন গহনবন,
চারিদিকে দেখিবারে পান॥
শোণিতে লেপিত বাস, নয়নের জ্যোতিঃ হ্রাস,
শরাঘাতে দেহ অবসাদ।
হৃদয়ে বাণের ফলা, ভাঙিয়া পড়েছে শলা,
তবু বীর ভাবে না বিষাদ॥
নাহিক ত্রাসের লেশ, ধরিয়া শরের শেষ,
টান দিয়া তুলিয়া ফেলিল।
কোথায় বিপক্ষ দল, কোথা আপনার বল,
কেন তথা, ভাবিতে লাগিল॥
হেনকালে দেখে চেয়ে, নিজ অশ্ব আসে ধেয়ে,
সংগ্রামের সাজ পরিধান।
শরীরে শোণিত ঘর্ম্ম, হেরিয়া বুঝিলা মর্ম্ম,
এই মোরে কৈল পরিত্রাণ॥
রণভূমি পরিহরি, আমারে পৃষ্ঠেতে করি,
অশ্ববর আসিয়াছে বনে।
এই কথা বীরবর, স্থির করি তার পর,
ভাবিতে লাগিলা মনে মনে॥
কোন্ পক্ষে হইল জয়, কোন্ পক্ষে পরাজয়,
সমাচার কিছুই না পাই।
বলি অশ্বে করি ভর, চলিলেন বীরবর,
দেখেন সংগ্রামে কেহ নাই॥
তখন কাতর মন, যেন দ্রুত সমীরণ,
চলিলেন ধাইয়া নগরে।
দেখে যত গৃহদ্বার, হইয়াছে ছারখার,
অগ্নিকুণ্ড জ্বলে ধূধূ স্বরে॥
অসহ্য শোকের ভার, সহিতে না পারি আর,
বীরবর কহিল কুপিয়া।
"ভাল আশা করিলাম, ভাল দেখা পাইলাম,
বড় সাধ মিটিল আসিয়া॥
করিয়া বিপক্ষ নাশ, আসিব প্রেয়সী পাশ,
পূরাব পিতার মনস্কাম।
ঘুচিল সে অভিলাষ, লাভে হৈল বনবাস,
লাভে হতে ভার্য্যা হারালাম॥
এই কি ঘটিল শেষে, প্রবেশিয়া এই দেশে,
মম পত্নী যবনে হরিল।
করিতে হেলায়ে শুণ্ড, উপাড়িয়া তরুকাণ্ড,
দশনেতে লতিকা ধরিল॥
অরে নিদারুণ চোর! সে জন কি করে তোর,
সে যে নারী অবলা ললনা।
সে যে অতি নিরমল, কোমল কমলদল,
তারে কেন দিলি রে বেদনা॥
দিল্লী জয় করে তোর, এত কি বাড়িল জোর,
মোর প্রিয়া করিলি হরণ।
তবে ক্ষত্রিসুত হই, সত্য সত্য সত্য কই,
এবে তোর নিকট মরণ॥
অস্থি মাংস যত দিন, দেহে রবে ততদিন,
তোর মন্দ করিব সাধন।
প্রমোদার বিমোচন, যবন কুল নিধন,
অদ্যাবধি এই মম পণ॥
কিবা জলে কিবা স্থলে, কিবা বলে কি কৌশলে,
দুই ব্রত সঙ্কল্প আমার।
আজি কিম্বা পরদিন, কিম্বা অন্য কোন দিন,
পরিচয় পাবি রে তাহার॥
স্বদেশ করিলি জয়, তাহে আর থাকা নয়,
তাহে প্রিয়া বদ্ধ তোর ঘরে।
এই দেখ অদ্যাবধি, ভ্রমিব গিয়া জলধি,
দেশত্যাগী হব তোর তরে॥
অল্পদিনে পাবি টের, কোন কর্ম্মে কিবা ফের,
জানিবি রে পুরুষ কেমন।
থাক্ নিয়ে ধরাতল, আছে রে বারিধি জল,
তাহে তরি করিব চালন॥
লক্ষ তরি ভাসাইব, ম্লেচ্ছদেশ মজাইব,
বাণিজ্য করিব ছারখার।
তোর সিংহাসন পাত, ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ,
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার॥"

খেদ করি বীরবর উঠিলা তরণী।
কলিঙ্গরাজের রাজ্যে চলিলা তখনি॥
শ্বশুরের সৈন্য লয়ে পুন যাব রণে।
কলিঙ্গ উদ্দেশে চলিলেন এই মনে॥
গঙ্গানীরে তরিখানি ভাসিয়া ভাসিয়া।
গঙ্গাসাগরের জলে পড়িল আসিয়া॥
মোচা খোলা খানি যেন ভাসে সেই তরি।
তাহে চাপি বীরবাহু নত শির করি॥
ভগ্নফণা ফণী যেন ভগ্নচূড়া শিলা।
অধোশির হয়ে বীর তেমতি রহিলা॥
কতক্ষণ লুকাইয়া হৃদয়ের ভার।
প্রকাশি কাতরে শেষে কহেন কুমার॥
এই কি কপালে ছিল জগন্মান্যা ভূমি!
আমি হৈনু দেশত্যাগী বন্দী রৈলে তুমি!
রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
নত নদ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার॥
উচ্চ হিমগিরিচূড়া হিমানী মণ্ডিত।
গর্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত॥
অরুণের রথরোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শিরে নোয়াইছে বিধি॥
গামুখী-বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবা রাতি কলনাদে করিতেছে কেলি॥
যার অংশে জন্ম সেই রামনারায়ণ।
তোমারে জননী ভাবে করিলা পালন॥
তোমার সেবায় পঞ্চপাণ্ডু ছিল রত।
পূজিল তোমায় রাজা বিক্রম আদিত॥
অমর বাল্মীকি ঋষি সুমধুর স্বরে।
গাথিয়াছে তব যশ ত্রিভুবন ভরে॥
বেদব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া।
প্রচারিলা তব নাম জগৎ জুড়িয়া॥
সরস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস।
তব যশ রঘুবংশে করিলা প্রকাশ॥
ভবভূতি তব নাম অনাশ্য অক্ষরে।
গাঁথিয়া থুইয়া গেছে মানব অন্তরে॥

এবে সেই দেশমান্যা ভারত বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥
ঘুচিল মনের সাধ জনম মতন।
ভাঙিল নিদ্রার ঘোর ভাঙিল স্বপন॥
যবনে করিয়া ছিন্ন তোমার মোচন।
কত দিনে মনে মনে করিতাম পণ॥
পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব।
পুনর্ব্বার অলঙ্কারে তোমারে তুষিব॥
পুনঃ নির্ম্মাইব পুরী যত হৈল গত।
গঙ্গা যমুনার তীরে ছিল যত যত॥
বিজয় দুন্দুভি পুনঃ হরিষে বাজাব।
ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব॥
হায়! আশা ফুরাইল জনম মতন।
অদৃষ্টে আছিল শেষে জলধি ভ্রমণ॥
মনোহর নবদূর্ব্বা কোমল আসনে।
বসি আর না দেখিব শোভিত গগনে॥
তরলতরঙ্গা কলনাদিনীর তীরে।
আর না জুড়াব চক্ষু ভ্রমিব না ফিরে।
নবীন পল্লবছায়া তলেতে বসিয়া।
আর না শুনিব গান হরিষে ভাসিয়া॥
বিদায় জন্মভূমি জনম মতন।
বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ॥
বিদায় জননী তাত পুরবাসী জন।
বিদায় জনম শোধ প্রাণের রতন॥
জীবিত আছ কি প্রিয়ে ভাব কি আমারে।
কোন্ ভাবে কার কাছে রেখেছে তোমারে॥
ধিক্ ক্ষত্রকুলে ধিক্ ধিক্ মম নাম।
পতি হয়ে নারী রক্ষা কার্য্য নারিলাম॥
একে শত্রু তাহে ম্লেচ্ছ তাহে প্রাণপ্রিয়া।
কেমনে ধরিব কায়া জানিয়া শুনিয়া॥
হে বরুণ, কেন মোরে পাতালে না লহ।
জীবিত রাখিয়া কেন দলন করহ॥
কোথায় লুকালে বজ্র অহে সুরপতি।
নরাধম শিরে হানি বিনাশ দুর্গতি॥

দ্রব হ' রে মাংসপিণ্ড, চূর্ণ হ' রে হাড়।
অথবা সর্ব্বাঙ্গ দেহ হয়ে যা পাহাড় ॥"
বলিতে বলিতে বীর ঢলিয়া পড়িল।
যেন বজ্রাঘাতে দীর্ঘ তরু বিদারিল ॥
একাকী জলধি জলে তরিতে শুইয়া।
তরঙ্গ বেগেতে তরি চলিল ভাসিয়া ॥
সমস্ত রজনী জলে ভাসিয়া ভাসিয়া।
অরুণ উদয়ে কূলে লাগিল আসিয়া ॥

কূলে উঠি বীরবর পান সমাচার।
সেই ত কলিঙ্গদেশ কলিঙ্গরাজার ॥
সমাচার পেয়ে তবে চলিলেন বীর।
যেন রাহুগত ভানু ক্রোধেতে অধীর ॥
গিয়া শ্বশুরের পদে করি নমস্কার।
নিবেদিলা পূর্ব্বাপর যত সমাচার ॥
শুনি ক্রোধে কম্পমান কলিঙ্গভূপাল।
জ্বলিয়া উঠিলা যেন কালান্তের কাল ॥
তখনি অমাত্যগণে একত্র করিয়া।
সমরে সাজহ বলি কহেন রুষিয়া ॥
সংগ্রামে সাজিল সেনা দেখিতে বিকট।
সাজিল বারণ বাজী সংগ্রাম-শকট ॥
হেরিয়া প্রফুল্ল মনে ভূপতিনন্দন।
শ্বশুরের পাদযুগ করিয়া বন্দন ॥
কহেন আমারে পান দেহ মহীপতি।
বিনাশিব রিপুদল ঘুচাব অখ্যাতি ॥
সসৈন্যে ঘেরিব দিল্লীরাজে দিল্লীপুরে।
মম বলে রিপুদর্প পলাইবে দূরে ॥
নিরুদ্বেগে মহারাজ থাকুন আলয়ে।
করুন আশীষ রিপু যাবে যমালয়ে ॥"
এত বলি বীরবাহু বন্দিয়া রাজায়।
শিবিরে আসিয়া পরে বার দিল রায় ॥
রাজপুত্রে নেহারিয়া আনন্দিত মনে।
মহা কোলাহলে হুঙ্কারিল সৈন্যগণে ॥

ভূপতি দিলেন পান, বীরবাহু রণে যান,
কলিঙ্গ রাজার সৈন্য চতুরঙ্গে চলিল।
গিয়া সাগরের তীর, একত্রেতে যত বীর,
সহস্র তরণী পৃষ্ঠে সকলেতে উঠিল ॥
কিবা শোভা দিল তায়, যেন জলে ভাসি যায়,
সুশোভিত একখানি দারুময় নগরী।
মহা ব্যাকুলিত মন, সুচঞ্চল দুনয়ন,
উঠিলেন বীরবর শ্রেষ্ঠ তরি উপরি ॥
গঙ্গাসাগরের দিকে, চলিল উত্তর মুখে,
উৎকল প্রভৃতি দেশ বাম ভাগে রহিল।
এইরূপে দিন কত, নিরুৎপাতে হয় গত,
একদিন অকস্মাৎ বিঘ্নপাত হইল ॥
বায়ুকোণে দিল দেখা, কালিম জলদ রেখা
ঢাকিল রবির কর, নভোদেশ ব্যাপিল।
গর্জ্জিল জলদজাল, যেন প্রলয়ের কাল
সহস্র কেশরি-নাদে জলদল নাদিল ॥
মাতিল তরঙ্গকুল, ছল ছল কূল কূল
ডাক ছাড়ি লম্ফ দিয়া শূন্যমার্গে উঠিল।
প্রলয় পবন হাঁকে, স্তব্ধ বসুমতী কাঁপে
তরু লতা, গুল্ম লয়ে দিগন্তরে ছুটিল ॥
বজ্রের চিচ্চিড় ধ্বনি, বাতাসের হন্ হনি
সমুদ্র মেঘের নাদে ত্রিভুবন চমকে।
প্লাবন করিতে সৃষ্টি, উল্কাপাত শিলাবৃষ্টি
অবিচ্ছেদে মুষলের ধারা বর্ষে ঝমকে ॥
দশদিক অন্ধকার, শূন্য জল একাকা
হুই হুই রব মাত্র শুনা যায় [illegible]।
চমকে চিকুর রেখা, তাহে [illegible]ঝে যায় দেখ
জলধিতরঙ্গ রঙ্গ চমকিত নয়নে ॥
পর্ব্বত করিয়া তুচ্ছ, উথলে হিল্লোল উচ্চ
হুলুস্থুলু চারিকূল ব্রহ্মাণ্ডিম্ব ফুটিছে।
দনুজ সহস্র জন, করি ভীম গরজ
আকাশ মণ্ডল যেন হাতে হাতে লুফিছে ॥
অথবা অনন্ত যেন, প্রসারি সহস্র ফ
তারা সূর্য্য গ্রহগণে ধরি ধরি গিলিছে।

কিম্বা যেন দেব দৈত্য, অমৃত লভিতে মত্ত,
পুনর্ব্বার বরুণের রাজ্য ছার করিছে ॥
দেব কীর্ত্তি ভয়ঙ্কর, পৃথিবী সহে না ভর,
কি করিবে তার মাঝে মানুষের সামর্থ্য।
যত তরি দল বল, সব গেল রসাতল,
দৈববল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনর্থ ॥

ভাগ্যবলে বীরবর, তরিকাষ্ঠে করি ভর,
ক্ষিপ্ত বরুণের করে পরিত্রাণ পাইল।
কোমরে বন্ধন অসি, পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ রাশি,
অকুল বারিধি জলে ভাসি ভাসি চলিল ॥
অকুল অগাধ জল, তিলেক নাহিক স্থল,
তাহে পুনঃ বহুবিধ জলচর খেলিছে।
দেখি ভাবি নিরুপায়, কি করে কোথায় যায়,
বীরবাহু মনে মনে অই কথা তুলিছে ॥
হেনকালে দেখে দূরে, বেলা ধূধূ ধূধূ করে,
হেরিয়া কুণ্ঠিত মনে সেই মুখে চলিল।
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি, ক্রমশ নিকটে আসি,
চক্ষু মেলি মনোহর দ্বীপ এক হেরিল ॥
নন্দন-কানন-সম, উপবন মনোরম,
তাহে শোভা করে হেরি তীরে গিয়া উঠিল।
যেন অমরের পতি, হারায়ে অমরাবতী,
ঘৃণা লজ্জা ভরে অধোমুখে বনে চলিল ॥
লতা পুষ্প ফল শোভা, যাহে মুনি-মনোলোভা,
না পারে সে বনশোভা শোকানল নাশিতে।
শিশু যদি শোক পায়, ভুলালে সে শোক যায়,
জ্ঞানিচিত্তশোকানল নাহি ঘুচে বাঁচিতে ॥
যেই জন শিশু কালে, মা বলে জননী কোলে,
ছুটোছুটি ক'রে আসি স্তন্য পান করেছে।
যেই জন নিশাভাগে, নারীসনে অনুরাগে,
নিরমল পূর্ণমাসী শশধরে হেরেছে ॥
পীড়াতুর শয্যাগত, প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত,
হয়ে যেবা প্রিয়জন, প্রিয়ভাষা শুনেছে।
গৃহবাসে কিবা সুখ, প্রবাসেতে কি অসুখ,
বনবাসে কি যাতনা সেই জন বুঝেছে ॥
সেই যন্ত্রণার ভার, বহে বীর অনিবার,
তাহে অতি ব্যাকুলিত হারা পত্নী ভাবিয়ে।
বীর্য্য বিন্দু আছে যার, সেই জন বুঝে সার,
আছে বা না আছে শোক, ঐ শোক জিনিয়ে ॥
তাহে মহাবীর্য্যবান, ক্ষত্রকুলে অধিষ্ঠান,
তাহে রাজবংশধর বয়োগর্ব্বে গর্ব্বিত।
তাহে রণে পরাজিত, প্রণয়িনী অপহৃত,
এমন সন্তাপ কিসে হবে বল স্থগিত ॥
হীনবীর্য্য হলে পরে, বুঝি বা সে শোকভরে,
উন্মাদ হইত কিম্বা আত্মহত্যা সাধিত।
মহা তেজ-ধারী বীর, তাই আছিলেন স্থির,
শাল তরু রহে যেন হয়ে বজ্র দণ্ডিত ॥
গম্ভীর প্রকৃতি যার, বাহে স্বল্প শোক তার,
কিন্তু হৃদে নিরবধি চিন্তা ফণি দংশিছে।
মেঘের সৃজন যেন, নহে চক্ষে দরশন,
কিন্তু বাষ্প নিরবধি শূন্য ভেদি উঠিছে ॥
বীরবাহু শোকভার, বাহিরেতে নারি আর,
অন্তঃশীলা ভাবে শেষে উথলিতে লাগিল।
নয়নের জ্যোতিঃহারা, ধরিয়ে উদাসী ধারা,
জলশূন্য কাননেতে ধীরে ধীরে চলিল ॥
যে পথে দেখিতে পায়, সেই পথে চলে যায়,
সুপথ কুপথ কিছু নাহি করে গণনা।
শীতল তরুর তলে, শীতল তড়াগজলে,
কভু বসে, কভু ভাসে, সমভাবে রয় না ॥
নাহি সংখ্যা কতবার, ভ্রমিল নৃপকুমার,
দ্বীপখণ্ড চতুর্ভাগ সমুদায় ঘেরিয়া।
সে কি তাঁর বাসস্থান, যাঁর দর্পে কম্পমান,
ছিল মহা মহা বীর ভূ-ভারত ব্যাপিয়া ॥
অই ভাবে পর্য্যটন, ইতস্ততঃ কতক্ষণ,
করি বীর তরুতলে অধোমুখে বসিল।
হেনকালে দিবাকর, লুকায়ে প্রখর কর,
দূরেতে সাগরগর্ভে ধীরে ধীরে পশিল ॥

ক'দিনের কষ্টভোগে আচ্ছন্ন শরীর।
ভাবিতে ভাবিতে ঢ'লে পড়িলেন বীর॥
হেনকালে অকস্মাৎ সঙ্গীতের ধ্বনি।
শুনা গেল বামাস্বরে, মধুর গাঁথনি॥
একেবারে চারিদিক পূরিয়া উঠিল।
নিদ্রা ভাঙ্গি রাজপুত্র শ্রবণে মোহিল॥
আড়ষ্ট হইয়া রায় কায়মনচিতে।
মোহিনী সঙ্গীত স্বর লাগিলা শুনিতে॥
দেবী উপদেবী কিবা অপ্সরী কিন্নরী।
কে গাহিল এ মধুর সংগীত লহরী॥
কিছুই বুঝিতে নারি ব্যাকুল অন্তর।
কি শুনিল রাজপুত্র।ভাবিয়া কাতর॥
অনতি বিলম্বে হেরে নারী ছয় জনা।
ধবল বসন পরা কনকবরণা॥
করে বীণা সুমধুর হৃদে মতিমালা।
তার পাশে দুই বেণী করিছে উজলা॥
গণ্ড গ্রীবা নেত্রশোভা শ্রুতি দন্তপাতি।
ওষ্ঠাধর পয়োধর নাসানন-ভাতি॥
মনোলোভা শোভা কিবা বাহু কটিদেশ।
মৃদুগতি স্খলনি তরুণ বয়েস॥
আরক্ত অরুণপদ শ্যাম ধরাতলে।
যেন ভাসে কোকনদ নীলহ্রদ জলে॥
চপল নয়নে চেয়ে দেখেন রাজন।
মানবী বেশেতে এরা এল কোন জন॥
ওদিকে মানবরূপ হেরিয়া সে বনে।
রমণী ক'জনে দেখে চকিত নয়নে॥
এ চাহে উহার মুখ না সরে ভারতী।
দাঁড়াইয়া রহে যেন পাষাণ মূরতি॥
নৃপতি-তনয় তবে বিনয় বচনে।
কহিলেন মৃদুভাষে প্রিয় আলাপনে॥
"কেবা বট দেখা দিলে এমন সময়।
কিবা জাতি কিবা নাম কোথা বা আলয়॥
মানব সন্তান আমি বিধাতা বিমুখ।
বিপাকে পড়িয়া তাই পাই বহু দুখ॥
মায়াবিনী-বেশে কেবা দিলে দরশন।
ঘুচাও মনের ধাঁধা কহিয়া বচন॥"
বলিতে বলিতে কথা শশী দেখা দিল।
বীণা বাজাইয়া বামা সবে লুকাইল॥
অপূর্ব্ব রমণীকার্য্য দেখিয়া শুনিয়া।
যামিনী পোহান ভূপ ভাবিয়া ভাবিয়া॥
ঘুচিল নিশির ঘোর অরুণ উঠিল।
তীরে আসি পূর্ব্বমুখে চাহিয়া রহিল॥

দেখিতে উষার খেলা, নৃপসুত ভোর বেলা,
ভ্রমিতে লাগিল বনে বনে।
পশু পক্ষী আদি মেলি, সকলেতে করে কেলি
দেখি হরষিত হন মনে॥
পরিমল ভরে ভারী, সে ভার সহিতে নারি,
পুষ্পদল পত্র পরে হেলি।
অধরে ঈষৎ হাস, খুলিয়ে বুকের বাস,
সমীরণ সহ করে কেলি॥
পাখীতে ধরিছে তান, শুনি উথলিছে প্রাণ,
পবন মাতিয়া ফিরে ঘুরে।
হেন কালে রাজসুত, মহা কুতুহলযুত,
নারীগণে দেখিলেন দূরে॥
ধীরেতে নিকটে গিয়ে, তরুপাশে দাঁড়াইয়ে,
কৌতুকে দেখেন মহামতি।
সেফালি বকুলকুল, আদি নানা জাতি ফুল,
শোভে উভে কদম্ব সংহতি।
তৃণ শৈবালের দল, ঢাকিয়াছে ধরাতল,
লতিকা বেষ্টিত চারি পাশ।
কণ্ঠায় ফুলের মালা, বাহুতে ফুলের বালা,
হৃদি পরে ফুলময় বাস॥
সকলি ফুলের সৃষ্টি, সদা হয় ফুলবৃষ্টি,
চারি দিক ফুলে ঢাকা রয়।
কদম্ব তরুর মূলে, সাজায়ে কমলকুলে,
ফুলবেদী পরে বসি রয়!

অঞ্জলি অঞ্জলি করি, ফুল রাখে শিরোপরি,
কভু হৃদে করয়ে স্থাপন।
নয়নেতে অশ্রু ঝরে, স্নেহেতে আদর করে,
কত ভাবে করিছে যতন ॥
ছয় জনে মুখে মুখে, বসি রহে মনোদুখে,
সদা হয় পুষ্প বরিষণ।
মিলায়ে বীণার তান, খেদ-স্বরে করে গান,
শুনিয়া দ্বিভেদ হয় মন ॥
নারী কীর্ত্তি মনোহর, নিরখিয়া বীরবর,
নিকটে গেলেন যুবরায়।
করপুটে বেদী পাশে, দাঁড়ায়ে বিনীতভাবে,
মৃদুস্বরে চান পরিচয় ॥
নিরখিয়া চমকিয়া, গানেতে বিশ্রাম দিয়া,
নারীগণ উঠে যেতে চায়।
অনেক মিনতি করি, বুঝায়ে অনেক করি,
নারীগণে বসাইলা রায় ॥
অনুরোধ-ডোরে বাঁধা, দ্বিমনা লাগিল ধাঁধা,
রমণীমণ্ডলী পড়ে গোলে।
কিছু পরে কোন জন, 'শুন তবে দিয়া মন,'
ব'লে আরম্ভিলা মধু বোলে ॥

"বরুণ-তনয়া, পাতালে ধাম।
ভগিনী ক'জনা শুনহ নাম ॥
'মুকুতাবিলাসী,' 'রতনকান্তি।'
'তরঙ্গবাহিনী,' 'নয়নভ্রান্তি ॥'
'প্রবালমালিনী,' ক'জনা এই।
'নলিনীনয়না' ভণিছে সেই ॥
সাগরে সাগরে ভ্রমণ করি।
মাণিক মুকুতা দেখিলে ধরি ॥
এই উপবনে আসিয়া বসি।
শ্রম নাশি, পুনঃ সাগরে পশি ॥
আগে ছিনু সবে শত সোদরা।
গিয়াছে সকলি আছি আমরা ॥
শাপেতে পড়িয়া গিয়াছে তারা।
আঁখিতারা মোরা হয়েছি হারা ॥
হলো বহুদিন প্রভাত কালে।
সকলে পশিনু জলধি-জলে ॥
সারাদিন জলে ধরিনু মণি।
ভানু অস্ত যান আসে রজনী ॥
দেখিয়া তপন মূরতি শোভা।
আমরা ক'জনে হইনু লোভা ॥
ধরিব বলিয়া ধাইনু পাছে।
যত দূরে যাই না পাই কাছে ॥
ক্রমশ নামিছে দেখিতে পাই।
না পারি ধরিতে কতই যাই ॥
প'ড়ে অই ফেরে পোহায় রাতি।
পাতাল পুরেতে না জ্বলে বাতি ॥
আমাদেরি কাছে আছিল মণি।
আঁধারে সকলে যাপে রজনী ॥
পরদিন প্রাতে সরোষ মন।
পিতৃশাপে যবে হলো নিধন ॥
ক্রোধেতে কহেন, "আমারে হেলা।
আর না সলিলে করিবি খেলা ॥
যে রবির তরে ভুলিলি বাপে।
নিয়ত দহিবি তাহারি তাপে!
পুষ্পবেশে রবি ধরণী পরে।
নিয়ত পুড়িবি প্রখর করে ॥"
কত সে সাধিনু ধরিয়া পায়।
করুণা উদয় না হলো তায় ॥
কুমারী আছিনু মোরা ক'জন।
তাই সে জীবনে আছি এখন ॥
তাই উষা-কালে আসি এখানে।
ফুল-কেলি সবে করি যতনে ॥
দ্বিতীয় প্রহর সময়ে তাই।
তরুমূলে আসি জলে ভিজাই ॥
তাই সে প্রদোষে পশিয়া বনে।
হৃদে থুয়ে ফুল কাঁদি ক'জনে ॥

প্রহর বাড়িছে আসি এখন।"
বলি লুকাইল নারী ক জন ॥

নৃপতি-নন্দন, ব্যাকুলিত মন,
চলিল সমুদ্রতটে।
অতি কুলক্ষণ, ভীম দরশন,
অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে ॥
নারী ছয় জন, করিয়া বেষ্টন,
করে গরজন ফণী।
জিহ্বা লক্ লক্, শিরে ধ্বক্ ধ্বক্,
জ্বলিছে রতন-মণি ॥
কুণ্ডল করিয়া, পুচ্ছ প্রসারিয়া,
দুই দিকে দুই নাগে।
সতেজে দাঁড়ায়ে, ফণা প্রসারিয়ে,
দুলিছে ফুলিছে রাগে ॥
চপলা যেমন, খেলিছে তেমন,
সুতীক্ষ্ণ রসনা পাতা।
বহে ঘন ঘন, নাসিকা-পবন,
ডাকিছে যেমন জাঁতা ॥
বিষময় বায়ু, শোষিতেছে আয়ু,
পতিতা ফণার তলে।
নারী কয় জনা, মুদিতনয়না,
ভাসিছে জলধি জলে ॥
ক্ষণেক অতীত, যদ্যপি হইত,
একেবারে যেতো প্রাণ।
নৃপতি-নন্দন, লয়ে শরাসন,
গুণেতে আঁটিল বাণ ॥
দিয়া ডানি আঁখি, নিরখি নিরখি,
সতেজে নিক্ষেপে তীর।
তিলার্দ্ধ ভিতরে, ফণা ভেদ করে,
অহিযুগে মারে বীর ॥
ত্যজিয়া তখন, অসি শরাসন,
ঝাঁপ দিয়া পড়ে নীরে।
অহি দেহ ধরি, আনে করে করি,
টানিয়া তুলিল তীরে ॥
পরে অসি খান, লয়ে খান খান,
করিয়া কুণ্ডল কাটে।
অচেতন তনু, নৃপ-অঙ্গজনু,
খুলে নিল পাটে পাটে ॥
খুলে ধীরি ধীরি, রাখে সারি সারি,
ক'খানি রজত-দেহ।
দেখে সেই কায়া, প্রাণে ধরে মায়া,
না কান্দি না রহে কেহ ॥
আঁখি ছল্ ছল্, তুলে আনি জল,
ঢালে শিরে বীরবর।
সলিলে সিঞ্চিত, পুষ্প সুবাসিত,
রাখিল চেতনাকর ॥
ঘোর হলাহল, ঘেরে কণ্ঠস্থল,
রহিল সে দিনভোর।
ঘুচিল জ্বলন, জাগিল চেতন,
হইল যখন ভোর ॥
চেতন পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া,
নারী কয় জনে কয়।
তুমি মহাশয়, অতি দয়াময়,
মনুষ্য বুঝি বা নয় ॥
না হলে কেমনে, সঁপিলে জীবনে,
স্বদেহ অকুতোভয়ে।
করুণা করিলে, প্রাণদান দিলে,
বিনা স্বার্থপর হয়ে।
অহে নরবর, বল অতঃপর
কেমনে তুষিব মন।
কিবা উপকার, করিব তোমার
দিবা কিবা ধন জন ॥

শুনি বীরবর কন, দিবে কিবা ধন জ
জগতের সুখ-নীরে সন্তরণ করেছি।

পিয়েছি সম্পদ-রস,
শিরেতে ধরেছি যশ,
হ-রসে স্নান করি সুখে কাল হরেছি ॥
মিটেছে সম্ভোগ সাধ,
অপযশ অপবাদ,
ব-বিড়ম্বনা-পাশে এবে বাঁধা পড়েছি।
থেকে বীর্য্য বাহুবল,
ভাগ্য দোষে অসম্বল,
য় শৈল-শৃঙ্গচাপা সিংহ মত রয়েছি ॥
প্রতি উপকারে মন,
যদি কৈলে রামাগণ,
ধাচ্ছেদ করি তবে চিন্তাভার নাশহ।
কোন্ দিকে কোন্ পুর,
কান্যকুব্জ কতদূর,
দিনের পথ হবে সবিশেষ বলহ ॥
যদি জান, বল আর,
হেমলতা নাম তার,
ই নারী কোন্ ভাবে কার কাছে রয়েছে
কি করে সে রাত্রিদিবা,
প্রাণে বাঁচি আছে কিবা,
াক-তাপানলে পুড়ে তনুত্যাগ করেছে ॥
সে নারী আমার প্রিয়া,
তারে হরে লয়ে গিয়া,
ভাবে দুষ্ট রিপু সংগোপনে রেখেছে।
যদি তারে কোন জন,
করে থাক দরশন,
তবে প্রেয়সীর কিবা দশা হয়েছে ॥
অশ্রুপাতে দুই আঁখি,
গেছে কিম্বা আছে বাকি,
া প্রিয়া একেবারে অভাগারে ভুলেছে,
অস্থি মাংস ঠাঁই ঠাঁই,
এখনো কি হয় নাই,
নো কি ম্লেচ্ছবংশ ধরা মাঝে রয়েছে ;
দুরন্ত দস্যুর কাজ,
করিয়ে পাঠানরাজ,
এখনো কি যমহস্তে পরিত্রাণ পেয়েছে ?
মা গো ওমা জন্মভূমি !
আরো কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবন দল,
বল আর কত কাল,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ॥
কতই ঘুমাবে মা গো,
জাগো গো মা জাগো জাগো,
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যা পুত্র সকলে।
ধূলায় ধূসর কায়,
ভূমে গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর, ডাকি গো মা, মা বলে ॥
কাহার জননী হয়ে,
কারে আছ কোলে লয়ে,
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।
কারে দুগ্ধ কর দান,
ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ ॥
মোরে দিলে বনবাস,
প্রিয়া আছে কার পাশ,
হায় কত পীড়া পাও হে সুধাংশু বদনে !
কোথা বসো কোথা যাও,
কিবা পর কিবা খাও,
হায় পুনঃ কতদিনে জুড়াইব নয়নে ॥

বিস্মিত রমণীদল দেখিয়া শুনিয়া।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহে সুস্থির হইয়া ॥
কামিনী লাগিয়া তব কামনা পূরাব।
হেমলতা অন্বেষণে পৃথিবী বেড়াব ॥
বিরল তটিনী-তট, হ্রদ, সরোবর।
অরণ্য, নিকুঞ্জ, মাঠ, মরু, মহীধর ॥

প্রাতঃ, সন্ধ্যা, নিশা, উষা, মধ্যাহ্ন সময়।
ভ্রমিব, খুঁজিব তাঁরে জানিহ নিশ্চয়॥
নিরুদ্বেগে বীরবর থাক এই বনে।
ত্বরায় আসিব ফিরে, ভাবিহ না মনে॥
চলিলাম বীর তব নারী অন্বেষণে।
মঙ্গল বারতা আনি জুড়াব শ্রবণে॥
হেরিব কেমন তিনি যাঁর স্বামী তুমি॥
বুঝি বা তেমন আর ধরে নাকো ভূমি॥
কেন ভাব যুবরাজ যুবতী লাগিয়া।
কামনা পূরাব তব কামিনী আনিয়া॥
বলিয়া চলিয়া গেল কুমারীর দল।
নৃপতি-নন্দন গেলা যথা বনস্থল॥
একা বীরবর রহিলেন সেই বনে।
পূর্ব্ব কথা সমুদয় উথলিল মনে॥

মানসে মগন, নৃপতি-নন্দন,
হেরিল জনম স্থল।
নদ, হ্রদ, গিরি, ধীরি ধীরি ধীরি,
দেখা দিল দলে দল॥
যে শিখরে বনে, মৃগয়া কারণে,
অনুচর সনে গেলা।
যে তটিনী কূলে, যে তরুর মূলে,
বসিয়া কাটিলা বেলা॥
যে তড়াগ জলে, বয়স্যের দলে,
লয়ে করেছিলা কেলি।
যত স্নেহাস্পদ, প্রিয় প্রেমাস্পদ,
উঠিলা একত্র মেলি!
রণবীর তাত, রাণী চন্দ্রা মাত,
বধূকোলে দেখা দিলা।
ভগ্নী পরিজন, প্রিয় সখীগণ,
স্মৃতিপথে আরোহিলা॥
প্রেম অশ্রুধারা, তিতি নেত্র তারা,
গণ্ডদেশ বহি পড়ে।
তাপিত হৃদয়, নৃপতি-তনয়
কাঁদে যত মনে পড়ে॥
পিতা নরপাল, কেন এ জঞ্জাল,
আমি এ কাঙ্গাল বেশে॥
ভ্রমিয়া বেড়াই, যথা তথা ঠাঁই,
পড়িয়া থাকি বিদেশে॥
এ কি চমৎকার, কোথা গৃহদ্বার,
কোথা আমি বনবাসী।
সে নিকুঞ্জবনে, প্রমোদ কাননে,
বৃথা মুঞ্জে পুষ্পরাশি!
বৃথা গুঞ্জে অলি, পিক কলকলি,
বৃথা মন্দানিল বয়।
বৃথা শিখিদ্বয়, প্রদোষ সময়,
বকুল তলায় রয়॥
বৃথা বারি' পরে, কুমুদ বিহরে,
ইঙ্গিতে নেহারে শশী।
বৃথা ধরাতল, হন সুশীতল,
নীহারের রসে রসি॥
বৃথা কেতকিনী, হয়ে পাগলিনী,
মাতায় বিপিনবাসী।
তরু আলিঙ্গিতা, বৃথা তরুলতা,
ঢলিয়া পড়য়ে হাসি॥
কোথা সে আমার, এইসব যার,
পুনঃ কি সে জনে পাব?
এ অমা ঘুচিবে, সে শশী উঠিবে,
পুনঃ কি সে সুধা খাব॥

বলিয়া কাঁপিয়া তাপিত হৃদয়ে, শিখর উপরে
উঠিল।
জগত যুড়িয়া এমন সময়ে, নিবিড় আঁধারে
ঢাকিল॥
ক্রমশ সরিয়া সাগর ভিতরে, মলিন তপন
ডুবিল।

দেখিতে দেখিতে গগন মাঝেতে, রজনীভূষণ
ভাসিল।
লেকিত দেহে বীর-চূড়ামণি, বিষম চিন্তায়
পড়িল।
াবিতে ভাবিতে সকলি ভুলিয়া, অপূর্ব্বস্বপন
দেখিল॥
ন ভূমণ্ডল অনল-শিখায়, চলাচল সহ
দহিছে।
নপঞ্চাশৎ পবন যেমন, তাহার সহিত
বহিছে॥
শদিক্‌পাল নিজগণ সঙ্গে, উৰ্দ্ধমুখে সবে
ছুটিছে॥
খচর ভূচর জলচর আদি হতাশ অন্তরে
হাঁকিছে॥
ণুময় ধরা, বারি বায়ু রেণু, রেণু রেণু হয়ে
উড়িছে।
রাচর পূরে হাহাকার ধ্বনি শুধু পুনঃ পুনঃ
উঠিছে॥
সই সর্ব্বভুক্ শিখা প্রান্তদেশে, এলায়িত কেশে
দাঁড়ায়ে।
বীনা কামিনী যেন পাগলিনী, রহে ভুজযুগ
জড়ায়ে॥
অশ্রুপূর্ণ আঁখি সেই পাগলিনী, শিশু এক করে
ধরিয়া।
'ধর বংশধরে, পুত্র কোলে কর' বলি যেন দিল
ফেলিয়া॥
বলি বহ্নিগর্ভে প্রবেশিল রামা, বীরেন্দ্র বিপদ
গণিল।
তাজি দীর্ঘশ্বাস 'হায় রে অদৃষ্ট' বলিয়া ঢলিয়া
পড়িল॥

প্রসারিত করপদ অধোভাগে শির।
শিখর হইতে নীচে পড়ি গেলা বীর॥
অভ্রভেদী গিরিচূড়া দৃষ্টি-অগোচর।
নিম্নদেশে ভীমনাদে গর্জ্জিছে সাগর॥
কেশাগ্র পশিলে সেই অগাধ জীবনে।
বসুন্ধরা বীর-শূন্য হতো সেই ক্ষণে॥
কিন্তু ভাগ্যবলে সেই দণ্ডে সেই স্থানে।
অকস্মাৎ দেখা দিল নারী ছয় জনে॥
দেখিল সুন্দর রূপ নর এক জন।
পবন বেগেতে শূন্যে হতেছে পতন॥
হেরিয়া সদয় মনে কয় জনে মেলি।
ক্রোড় পাতি বসিয়া রহিলা উরু ফেলি॥
নিমেষ ভিতরে সেই নারী উরুদেশে।
অচেতন দেহখানি প্রবেশিল এসে॥
নিসাড় শরীর সেই মুদিত নয়ন।
বদন নেহারি চমকিত রামাগণ॥
নয়নে নয়নে বাঁধা রহে পরস্পর।
গণ্ডবহি অশ্রুবারি বহে নিরন্তর॥
পশ্চাতে চিনিতে পারি করে হায় হায়!
বলে মরি, একি হেরি, মরি একি দায়!
কমল-লাঞ্ছন করে কমল তুলিয়া।
নীরস কমল আস্তে নীরেতে সেঁচিয়া।
কমল-আসন হতে তুলি ছ'টি পাতা।
তাহাতে সংলগ্ন কৈলা ছ'টি বাহুলতা॥
যেন মহার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু পাশে।
ছয় লক্ষ্মী মৃদুমন্দ বাজন বিন্যাসে॥
দণ্ড দুই গত পরে জাগিল চেতন।
উন্মীলিত নেত্রে বীর করে নিরীক্ষণ॥
স্বপন দর্শন প্রায় দেখে সারি সারি।
বিমল গগনে ভাসে সুধাংশু লহরী!
কখন ভাবেন ছয় অচলা চপলা।
একত্রেতে বসি যেন করিতেছে খেলা॥
কভু ভাবে যেন বিধি বিরলে বসিয়া।
নিজ মনোরমা রামা সৃজন করিয়া॥
না হইয়া তৃপ্ত মন দেন বিসর্জ্জন।
পুনর্ব্বার নবনারী করেন সৃজন॥

বিচিত্র ভাবিয়া শেষে উঠিয়া বসিল।
দেখিয়া মোহিনীগণ প্রফুল্ল হইল ॥
জ্ঞানের অঙ্কুর হেরি মিলাইয়া তান।
বীণাযন্ত্র করে ধরি আরম্ভিলা গান ॥
এমনি মধুর স্রোত তাহাতে বহিল।
শুনি বীণাপাণি দেবী অন্তরে মোহিল ॥
মনোল্লাসে বাগীশ্বরী ত্যজিয়া স্বরূপ।
আবির্ভূতা হইলেন ধরি বাক্য রূপ ॥
কবিকণ্ঠে তাই দেবী করেন নিবাস।
বাগীশ্বরী নাম তাই ভুবনে প্রকাশ ॥
অমর-মোহন সেই শুনি বীণাবাণী।
বীরবাহু পুনর্ব্বার লভিলা পরাণী ॥

সহাস বদনে, কমল-আসনে,
নৃপতি-নন্দনে বসায়ে।
মৃদু মন্দ হাসি, অধরে প্রকাশি,
পিকবর ভাষ শুনায়ে ॥
মধু মধু স্বরে, গলে গলে ধরে,
বলে নৃপবরে "ভেব না।
পেয়েছি তোমার, আশার আধার,
ঘুচাব এবার যাতনা ॥
শুন হে স্বরূপ, হেরিলাম ভূপ,
অপরূপ রূপ কামিনী।
ভাগীরথী তীরে, যামিনী গভীরে,
দাঁড়ায়ে মন্দিরে মোহিনী ॥
রূপে রাজরাণী, বেশে কাঙালিনী,
গোময়ে দামিনী যেমনি।
আকুল লোচনা, বিশীর্ণা বিমনা,
বিয়োগ-বাসনা-কারিণী ॥
অতি মনোহর, শিশু শশধর,
হৃদয় উপর রাখিয়া।
চপল নয়না, পলাতে বাসনা,
দেখিছে ললনা চাহিয়া ॥
হেরে হয় মনে, যেন বা মদনে,
হৃদয়ে যতনে ধরিয়া।
যমে দিতে ফাঁকি, নিরখি নিরখি,
ধাইছে চমকি ছুটিয়া।
বলে "ওহে নাথ, দাও হে সাক্ষাৎ,
লহ তব সাথ আমারে।
এ যাতনা ভার, সহেনাকো আর,
দিনু সমাচার তোমারে ॥
ওহে সুধারাশি, করুণা প্রকাশি,
মম তাপ নাশি যাও হে।
আছেন যেখানে, আমার কারণে,
তুমি সেই খানে ধাও হে ॥
তাঁর অনুগতা, দাসী হেমলতা,
হয়েছে অনাথা বলিও।
বাঁধি কারাগারে, নির্ব্বান্ধব পুরে,
রিপু রাখে তাঁরে কহিও ॥
তব বংশধরে, হৃদয়েতে ধরে,
তব নাম ক'রে কাঁদিছে।
অহে নিশাপতি, মম এ দুর্গতি,
সদা দিবা রাতি জ্বলিছে ॥
তাঁহারে ভাবিয়ে, আশাপথ চেয়ে,
মনেরে বুঝায়ে রেখেছি।
বাসনা পুরাব, তনয়ে দেখাব,
পরাণ জুড়াব ভেবেছি ॥
শুন হে পবন, তুমি হে ভ্রমণ,
কর হে ভুবন ব্যাপিয়া।
যথা মম পতি, তথা কর গতি,
মম এ দুর্গতি ভাবিয়া ॥
শূন্যোপরে আর, বাস অন্য যার,
মিনতি সবার চরণে।
করুণা করিয়া, সমাচার দিয়া,
সঙ্গে আন গিয়া সে জনে ॥"
এই কথা মুখে, সদা মনোদুখে,
ধীরে অধোমুখে কাঁদিছে।

নীলোৎপলদল, নয়নকমল,
উথলিয়া জল বহিছে ॥
এই দেখ রায়, হেরিনু যাহায়,
কাজ কি কথায় শুনিয়ে।
অপরূপ রূপ, দেখে সেইরূপ,
আনিলাম ভূপ আঁকিয়ে ॥”
এই কথা বলে, কুমারী সকলে,
কোলে দিল ফেলে তুলিয়ে ॥
নিরখি কুমার, চুম্বি বারংবার,
হৃদয় উপর ধরিল।
যেন ফাঁকি দিয়ে, যমে পরাজিয়ে,
কারে লুকাইয়ে রাখিল ॥
দণ্ড দুই পরে, চিত্র হৃদে ধ'রে,
কুমারীগণেরে বলিল।
“চল সেই স্থানে, জুড়াইব প্রাণে,
দেখিব কেমনে বাঁচিল ॥”

অপরূপ রূপ ছটা, প্রসারি প্রচুর ঘটা,
নব রসে নৃপতি-নন্দনে সুখে ভুলায়ে।
পূরাইতে মনোরথে, চলিলা জলধি পথে,
অঞ্চলে বাদাম তুলি বায়ুভরে দুলায়ে ॥
তাড়িতের আভা সম শোভা ধরি অনুপম,
উত্তরিল তড়িতের বেগে গঙ্গাপুলিনে।
সৃষ্টি সৃজিতের শোভা, নানাবিধ মনোলোভা,
দেখে নব নব ভাব প্রমুদিত নয়নে ॥
নূতন পুরুষ নারী নূতন ভূষণ তারি,
নূতন বসন ঘর গিরিগুহা কানন।
তাহে নব দারুদাম, তাহে পুষ্প অবিরাম,
তাহে ফল সুরসাল অপরূপ ঘটন ॥
নব নদী নব নদ, নব দীঘ নব হ্রদ,
নব পাখী ডালে বসি নব তান উগারে।
গগনে নূতন তারা, নূতন নূতন ধারা,
দেখে দশদিকময় নাহি পায় বিচারে ॥

নব ভাবে দ্রবীভূত, হয়ে হিন্দু রাজসুত,
ম্লেচ্ছ অধিকারে আসি দিল্লীপুরী লভিল।
গঙ্গার উত্তর তীরে, পরশি গঙ্গার নীরে,
দিল্লীশ্বর-অট্টালিকা শোভা করে দেখিল ॥
সুবর্ণ-রচিত কেতু, যেন সুবর্ণের কেতু,
তদুপরি সারি সারি শশিকলা প্রতিমা।
তার অধোভাগে যত, মণি-মুক্তা মরকত,
দুলিয়া ছাদের ধারে প্রকাশিছে গরিমা ॥
সেই প্রাসাদের ধারে, দাঁড়াইয়া এক দ্বারে,
সমুখের সুবর্ণের আবরণ খুলিয়া।
কঙ্কালবিগত প্রাণা, দাঁড়াইয়া এক জনা,
বিমর্ষ বিমনা ভাবে বাহুপরে হেলিয়া ॥
অধোদিকে দরশন, অনিমেষ দুনয়ন,
নিরবধি অশ্রুবারি দর দর দরিছে।
রাহুগত শশধরে, যেন বিলোকন ক'রে,
বিমুদিত ইন্দীবর জলাশয়ে ডুবিছে ॥
বামকক্ষে সুপ্রকাশ, কুমার সদৃশাভাস,
সুকুমার মনোহর শিশু কোলে খেলিছে।
ধরিয়া জননী গলে, আধ বোলে মা মা বলে,
মার মুখে মুখ দিয়ে করতালি তালিছে ॥
হেরিয়া তনয় দারা, প্রেমেতে বহিল ধারা,
পুলকিত দেহে লোম কণ্টকিত হইল।
উজলে বিশাল আঁখি, উতলা পরাণ পাখী,
আলিঙ্গন অভিলাষে বাহুযুগ খুলিল ॥
আনন্দে প্রফুল্লকায়, দাঁড়াইলা যুবরায়,
সাগর তনয়াগণে একে একে নমিল।
এখন বিদায় চাই, স্মরি যেন দেখা পাই,
এই নিবেদন ঐ শ্রীচরণে রহিল ॥
‘তথাস্তু’ বলিয়া তবে, বর দিলা নারী সবে,
পরে রাজতনয়েরে পদ্মাসনে বসায়ে।
প্রবাল মুকুন্দ চুণি, গুণে গাঁথি গুণি গুণি,
সবে হাতে হাতে ধরি দিল শিরে পরায়ে ॥
দেবকন্যা ‘বর লও, পূর্ণমনস্কাম হও,
অরি দমি দারা সুতে উদ্ধারিয়া আনহ।

স্বরাজ্যে গমন করি, বসুন্ধরা যশে ভরি,
ক্ষত্রিয় কুলের নাম অকলঙ্ক করহ ॥’
পুনঃ প্রণমিল রায়, সাগরদুহিতা পায়,
নৃপতিনন্দন গুণ বীণা তানে ধরিয়া।
সেই সুমধুর স্বর, সমীরণে করি ভর,
হেমলতা শ্রুতিমূলে প্রবেশিল আসিয়া ॥
শুনি চমকিয়া ধনী, দেখে চেয়ে নরমণি,
উৰ্দ্ধমুখে নদীতটে সেই দিকে নেহারে।
হেরি রোমাঞ্চিত কায়, তরুণী শিহরি তায়,
পাষাণ প্রতিমা সমা রহে বাহ্য আকারে ॥
কুমার উপায় ভাবে, কিসে দারা সুতে পাবে,
ক্ষণেক ভাবিয়া শেষে রাজপথে চলিল।
হেথা রামা সচেতন, না হেরিয়া প্রাণধন,
বিস্ময়ে বিরস ভাবে নিরাসনে বসিল ॥

জীবন সঙ্কট স্থলে, একা বীরবাহু চলে,
অনুবল নাহি অন্যজন।
হৃদয়ে নাহিক ত্রাস, বীরমদে মনোল্লাস,
দিল সিংহদ্বারে দরশন ॥
দেবতার বেশ ধরা, দেবমাল্য শিরে পরা,
দেখে ভ্রমে দাঁড়াইল দ্বারী।
“পাতসাহে দরশন, করিবারে আগমন,
এই ভেট ভেজ রে আমারি ॥”
নকীব ফুকারি ধায়, সুলতান সমীপে যায়,
করপুটে সমাচার কহে।
“মলুক আলমগীর, পরিরূপা একবীর
সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া রহে ॥
রাজ-পরিচ্ছদ তাঁর, মণিমালা চমৎকার,
কিরীট সদৃশ শোভে শিরে।
কটিতটে তুলাম্বিত, অসি খড়্গ সুশাণিত,
পৃষ্ঠদেশে সজ্জিত তূণীরে ॥
ভাবে বুঝি অনুমান, রাজকুলে অধিষ্ঠান,
পড়িয়াছে কোন বা বিপাকে।
আপনারে দরশন, করিবারে আগমন,
নিবেদিতে কহিল আমাকে ॥”
শুনি পাতসাহ কন, কর তাঁরে আনয়ন,
বুঝিব সে ফেরে বা কি ফেরে।
সুলতান-আদেশ পায়, নকীব ফিরিয়া যায়,
বীরবরে আনে সঙ্গে করে ॥
মহাতেজা মহাবীর, নেহারিয়া আলমগীর,
বসিবারে ইঙ্গিত করিল।
বুঝি অনুচরগণ, আনি স্বর্ণ সিংহাসন,
বীরবাহু পশ্চাতে রাখিল ॥
না পরশি সে আসন, ক্রোধ করি সম্বরণ,
ব্যঙ্গভাবে দর্প করি কন।
“শুন ম্লেচ্ছ অধিরাজ, আসনে নাহিক কাজ,
এই মত করিয়াছি পণ ॥
রণে জয় যতক্ষণ, না করিব উপার্জ্জন,
ততক্ষণ আসন না লব।
এই দৃঢ় ব্রত ধরি, দিগন্ত ভ্রমণ করি,
জিনিয়াছি রাজপুত্র সব ॥
তুমি ম্লেচ্ছ মহীপাল, ক্ষত্রিবংশ মহাকাল,
পৃথিবী পূরিয়া তব যশ।
যেই বীরবাহু ডরে, কাঁপিত অসুর নরে,
তাঁরে রণে করিয়াছি বশ ॥
ধরিয়াছ তাঁর নারী, তার নাকি রূপ ভারি,
পরস্পর এই কথা জানি।
আলমগীর তব পাশে, আসিয়াছি রণ আশে,
আপনারে ধন্য করে মানি ॥
সেই নিরুপমা নারী, রণে জিনে [illegible]বে তারি,
হারি যদি নিজ নারী দিব।
কক্ষযুদ্ধে মম পণ, সমতুল্য সহ রণ,
অন্যজনে কভু না ভেটিব ॥
যদি থাকে মান ভয়, যগুপি সাহস হয়,
আশু রণে ভেটহ আমারে।
নতুবা আনিয়া তায়, মম পদে দেহ রায়,
অপযশ ঘুষিবে সংসারে ॥

। ত চুরি করা ধন, জান ত চোরা রাজন,
চোরা ধন বাট্‌পাড়ে লয়।
কাশিব বাহুবল, পাঠাইব রসাতল,
অধর্ম্মের ধন নাহি রয়॥
ন হে যবনপতি, যদি চাহ দিব্যগতি,
বীর আলিঙ্গনে তোষ মোরে।
ত্য সত্য সত্য কই, যদি ক্ষত্রিসুত হই,
এই খড়্গে নিপাতিব তোরে॥
দি কাপুরুষ হও, আমার শরণ লও,
রাজকন্যা কর পরিহার।
ত্যজ রাজসিংহাসন, ত্যজ অসি শরাসন,
লোকালয়ে থাকিও না আর॥"
লি কৈলা নিষ্কাষণ, স্বর্গাদীপ্তি দরশন,
শাণিত কৃপাণ করতলে।
যেন দেব পুরন্দর, ঐরাবতে করি ভর,
অশনি নিক্ষেপে ধরাতলে॥
ক্ষান্ত হৈল ভীমনাদ, শত্রুগণে পরমাদ,
ভাবে কে আইল ছদ্মবেশে।
সমরে দৈবের বশ, বিনা রণে অপযশ,
বিস্তর চিন্তিয়া কহে শেষে॥
অন্তর কম্পিত ডরে, বাহে আস্ফালন করে,
বলে "রে বর্ব্বর শোন্ বাণী।
মুহূর্ত্তে কাটিয়া মুণ্ড, করিতে পারি রে খণ্ড,
কেবল লোকের লাজ মানি॥
কেবা পিতা কোথা বাস, জাতিবৃত্তি অপ্রকাশ,
রাখি রণ মাগিলি আসিয়া।
তোরে রে করিলে নাশ, না হইবে ধর্ম্ম হ্রাস,
বরং পুণ্য পাপী বিনাশিয়া॥
কিন্তু রণে দিলে ক্ষান্ত, কুযশ হবে একান্ত,
বিপক্ষ হাসিবে সর্ব্বক্ষণ।
স্বজাতি গৌরব যাবে, হিন্দুকুল শোভা পাবে,
আস্পর্দ্ধা করিবে দুষ্টজন॥
অতএব তোর সনে, ভেটিব রে কক্ষ রণে,
যেবা হ'স ছদ্মবেশধারী।
সমুচিত ফল পাবি, শমন ভবনে যাবি,
তথা পাবি মনোমত নারী॥"
বলি ভঙ্গ দিল বীর, উজির আদেশে তাঁর,
রাজপুত্রে দিল বাসস্থান।
বহু দেশ দেশান্তর, ঘুষিল এ সমাচার,
জানিল সমূহ রাজস্থান॥
নানা রূপ-গুণ-যুত, হিন্দু-ম্লেচ্ছ-রাজসুত,
দিল্লীধামে আসি দেখা দিল।
লোকে পূর্ণ রাজধানী, দিবানিশি বাদ্যধ্বনি,
কোলাহলে নগর পূরিল॥

ক্রোশ যুড়ি রণভূমি হইল নির্ম্মাণ।
চারিদিকে উচ্চ মঞ্চ বসিবার স্থান॥
স্তবকে স্তবকে রহে মঞ্চের বিধান।
পৃথক্ পৃথক্ ভাগে হিন্দু মুসলমান॥
লৌহ ধাতুময় মঞ্চ স্বর্ণে মণ্ডিত।
রতন ঝালর তাহে করে চমকিত॥
রক্ত-চন্দ্রাতপ- ছটা মস্তক উপরে।
তাহে মণি মরকত ঝলমল করে॥
অমূল্য বসন দেহে শ্রবণে কুণ্ডল।
হিন্দু ম্লেচ্ছ রাজগণ মণ্ডলে মণ্ডল॥
মস্তকে মুকুটশ্রেণী তারকার মালা।
কটি দেশে কটিবন্ধে কৃপাণ উজ্বালা॥
ত্রিকোটি দেবতা যেন লঙ্কেশ সভায়।
স্ববাহনে সজ্জীভূত হয়ে শোভা পায়॥
রণভূমি শিরোভাগে বিচিত্র কাণ্ডার।
তাহার ভিতরে রহে রমণী ভাণ্ডার॥
দেবেন্দ্র ভবনে যেন দেব-বিলাসিনী।
সেইরূপ শোভা পায় যত বিনোদিনী॥
কাণ্ডারের বহির্ভাগে রণভূমি-স্থলে।
স্বতন্ত্র সোণার মঞ্চ ধবক্ ধবক্ জ্বলে॥
ম্লানমুখী নারী এক তাহার উপরে।
করেতে কপোল রাখি ভাবিছে কাতরে।
যেন সুধাহীন শশী খসে ভূমিতলে।

যেন সীতা রাবণের রথে কাঁদি চলে ॥
এই ভাবে বহুবিধ জন সমাবেশে।
দুই দিকে দুন্দুভির ধ্বনি হয় শেষ ॥
সাজরে সাজরে স্বরে বাজে ভেরীতুরী।
অমনি প্রহরিদল দাঁড়াইল ভূরি।
উত্তর দক্ষিণে শেষে প্রচণ্ড কিরণ।
দুই সূর্য্য সম দোঁহে দিল দরশন ॥
শিরোদেশে শিরস্ত্রাণ করে করবাল।
বামে বর্ম্ম পৃষ্ঠে তূণ ভল্ল সুবিশাল ॥
সিংহের গর্জ্জনে দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ।
কেশরী কুঞ্জরে যেন ঘোর বিসংবাদ ॥
শুনি চমকিয়া লোকে সবিস্ময়ে চায়।
ভয়ে হেমলতা-তনু শুকাইয়া যায় ॥
না পড়ে চক্ষের পাতা ঘন বহে শ্বাস।
কি হবে কপালে ভাবি মনে গণে ত্রাস ॥
হেনকালে হুহুঙ্কারে করি আস্ফালন।
সমরে মাতিল দোঁহে ভীম দরশন ॥

রণতরঙ্গে, বিহরে রঙ্গে,
ঘন ঘোর রব করে রে,
করিছে ঝম্প, ধরণীকম্প,
করাল কৃপাণ ধরে রে।
যেন কৃতান্ত করিতে অন্ত,
শূলপাণি শূল ধরে রে।
যেন চামুণ্ডা, ঘুরায়ে খাণ্ডা,
রক্তবীজাসুরে মারে রে ॥
কাঁপয়ে বর্ম্ম, ঠকিছে চর্ম্ম,
অসি স্বন স্বন্ ফেরে রে।
করিয়া লক্ষ্য, অরাতি বক্ষ,
দোঁহে দোঁহারে ঘেরে রে ॥
ভীম দাপটে, অস্ত্র সাপটে,
অসি ঝন ঝন্ করে রে।
খড়্গ ধমকে, বহ্নি চমকে,
ভূমি টলমল টলে রে ॥
কোপে কম্পিত, অসি উত্থিত,
করি বীরবাহু ঝাঁপে রে।
যবন মুণ্ড, করিয়া খণ্ড,
ভূমিতলে আনি পাড়ে রে ॥
পরমানন্দে, ভূপালবৃন্দে,
সাধু সাধু সাধু বলে রে।
কাঁপায়ে সিন্ধু, হরিষে হিন্দু,
জয়বাদ্য করি চলে রে ॥

কাটিয়া যবনমুণ্ড ডাকি উচ্চৈঃস্বরে ॥
যবন ভূপালবৃন্দে সম্বোধন করে ;
কহিলেন বীরবাহু মহাবীর দাপে।
কেশরী গর্জ্জনে যেন মহারণ্য কাঁপে ॥
"অরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাপিষ্ঠ বর্ব্বর।
পূরাব যবন-রক্তে শমন-খর্পর ॥
সাক্ষাতে হেরিলি কার কত বাহুবল।
এবে রে যবন রাজা গেল রসাতল ॥
করতল দিল্লীপুরী করেছি রে আজি।
আরো দেখাইব শীঘ্র অসি ভল্ল বাজি ॥
আমি রে ক্ষত্রিয়-পুত্র নহি রে যবন।
পালিব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রাখি নিজ পণ ॥
প্রিয়ার উদ্ধার ম্লেচ্ছ রাজা ভস্মসাৎ।
অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত ॥
এই যে করেছি সত্য কভু না ছাড়িব।
সদলে সম্মুখরণে পুনশ্চ সাজিব ॥
যত দিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ।
তত দিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ ॥
না ভেটিব হেমলতা না হেরিব সুতে।
ম্লেচ্ছ নাম যত দিন জাগিবে ভারতে ॥"
বলি রুধিরাক্ত অসি ফিরায়ে শিরেতে।
হিন্দু নরপালগণে কহেন ক্রোধেতে ॥
"ধিক্ ক্ষত্রিকুলে ধিক্ হিন্দুরাজগণ।
একেবারে বীর্য্যবলে দিলে বিসর্জ্জন ?

জগৎ বিখ্যাত কুলে জন্মিয়া ভারতে,
সমর্পিলে রাজ্যদেশ বিপক্ষ করেতে ?
নারিলে বিধর্ম্মিগণে রণে পরাজিতে,
বৃথায় মানব জন্ম লাগিলে হরিতে ॥
থাকে যদি বীর্য্যবল সাজ হে সমরে।
হের দুষ্ট ম্লেচ্ছ দল আস্ফালন করে ॥
পূর্ব্বকালে মহীতলে ক্ষত্রিয় মণ্ডল।
প্রচণ্ড প্রতাপে রিপু কৈল করতল ॥
সেই চন্দ্রসূর্য্যবংশ অবতংস হয়ে।
শান্তভাবে যাপ কাল বৈরিদণ্ড লয়ে ॥
কেন তবে কুরুক্ষেত্রে কর তীর্থ স্নান।
কেন তবে নিজধর্ম্মে কর অভিমান ?
কেন পর অসি চর্ম্ম বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ।
তূণ, ধনু, বীরধটি কেন পরিধান ?
যদি এ জগতে যশ চাহ চিরকাল।
যদি চাহ এড়াইতে বিপক্ষ জঞ্জাল ॥
যদি স্বকণ্টকে চাহ ভুঞ্জিবারে রাজ।
এস হে সমরে সাজি রিপুঞ্জয়-সাজ ॥
এস রাখি রাজ্যদেশ শাসি ধরাতল।
দেখ চেয়ে রণবেশে বিপক্ষের দল ॥"

হত ম্লেচ্ছ মহীপাল, কুপিল যবন দল,
নাশিবারে বিপক্ষেরে ক্রোধভরে চলিল।
দেখি হিন্দুরাজগণ, হয়ে ক্রোধান্বিত মন,
মহাক্রোধে রিপুদলে সমরেতে ভেটিল ॥
জ্বলিল সমরানল, কাঁপিল ধরণীতল,
একেবারে শতশূর সমরেতে মাতিল।
সিংহনাদ ধনুর্ঘোষে, বাসুকী টলিল ত্রাসে,
অসি ভল্ল বাণ খড়্গে নভোদেশ ঢাকিল ॥
ভয়ঙ্কর দরশন, ধায় অস্ত্র অগণন,
ভীষণ শ্মশন-সজ্জা রণভূমি সাজিল।
কাটা মুণ্ড কাটা কর, কাটা পদ, কাটা ধড়,
গভীর শোণিতস্রোতে শত শত ভাসিল ॥
কেহ করে হাহাকার, কেহ বলে মার মার,
ভীমশব্দ কোলাহল স্বর্গ মর্ত্ত পূরিল।
হুয়ারবে ডাকে শিবা, বায়সের ঊর্দ্ধ গ্রীবা,
ভয়ঙ্কর রণভূমি ঘোররূপে ঘেরিল ॥
রুধিরে বহিল ফেনা, মাতিল শমন সেনা,
ঊর্দ্ধভাগে বিকট গৃধিনীদল উড়িল।
বাজিল তুমুল রণ, দুই পক্ষ বীরগণ,
মরি বাঁচি পণ করি যুঝিবারে লাগিল ॥
হারিল যবন দল, হিন্দুপক্ষে কোলাহল,
বিজয় হুঙ্কার নাদে চরাচর পূরিল।
রণে রিপু পরাজয়, করি হিন্দু রাজচয়,
বীরবাহু সঙ্গে আসি আলিঙ্গন করিল ॥
সর্ব্ব জনে সন্তোষিয়ে, নিজ পরিচয় দিয়ে,
অতঃপর বীরবর আদি অন্ত কহিল ॥
তখন ভূপতিগণ, মহা আনন্দিত মন,
দিল্লীরাজ সিংহাসনে অভিষেক করিল ॥
যথা বিধি উপহারে, সন্তোষিয়া সবাকারে,
সমূহ ভূপালে ভেট নানাবিধ ভেটিল।
বিদায় লইয়া রায়, মহিষী নিকটে যায়,
বিরস বিধুরা বামা নিরাসনে হেরিল ॥
কাঁদিয়া সে বিনোদিনী, ধরণী লুটায়ে ধনী,
প্রাণেশ্বর পদতলে করযুড়ি নমিল।
সাদর সম্ভাষ করি, হৃদয়ে হৃদয় ধরি,
পুলকিত দেহে বীর প্রমদারে তুলিল।

কাঁদিয়া তখন, হেমলতা কন,
প্রেমে গদ গদ বাণী।
"আজি সুপ্রভাত, অহে প্রাণনাথ,
পুনঃ দেহে এল প্রাণী ॥

অসুখ শর্ব্বরী, তিরোহিত করি,
সুখ-প্রভাকর চায়।
হৃদয় ভিতরে, পরাণে কি করে,
বুঝিতে নারি হে রায়॥
এ ষোড়শ মাস, ছিল অপ্রকাশ,
আজি হেরি দিনমণি।
অই দেখ চেয়ে, সরোবর ছেয়ে,
বিকসিত কমলিনী॥
আজি অকস্মাৎ, অই শুনি নাথ,
কোকিল ঝঙ্কার করে।
আজি ধরাতলে, নিরখি সকলে,
অপরূপ শোভা ধরে॥
গত কল্য প্রাতে, যাহার সাক্ষাতে,
পেয়েছি অপার শোক।
আজি সেই জন, করি দরশন,
পেতেছি পরমলোক।
যেই চন্দ্রানন, করি বিলোকন,
দিবস রজনী গেলো।
আজি সেই ধন, করি পরশন,
আরো সুখবোধ হলো॥
করি প্রণিপাত, এই বর নাথ,
জীবন সফল কর।
দুখের তনয়, সুখের সময়,
হৃদয় মাঝারে ধর॥
আমি অভাগিনী, আজন্ম দুঃখিনী,
জানিনাকো তোমা বই।
তোমারি আশায়, এমন দশায়,
অবান্ধবপুরে রই॥
কৌমারী দশায়, সখী ক'জনায়,
শিখিলাম শিশুপাঠ।
প্রথম যৌবনে, সহচরী সনে,
শিখিলাম গীত নাট।
যৌবন মাঝারে, প্রণয়ে তোমারে,
সেবেছি ধরম পালি।
পরে পরবাসে, মনের হুতাশে,
সাজায়েছি, ফুলডালি।
তোমারি কারণে, যবন ভবনে,
সহিত যবন-বালা॥
তরুমূলে জল, উষা সন্ধ্যাকাল,
দিয়াছি গেঁথেছি মালা॥
সুল্তান আগারে ফুল যোগাবারে,
আছিল আমার ভার।
তোমারি কারণ, নৃপতি-নন্দন,
সহিয়াছি দাসী-ভার॥
আহা কতবার সুচিকণ হার,
গাঁথিয়ে সুন্দর করি।
বকুলের তলে, বসি ধরাতলে,
কেঁদেছি হৃদয়ে ধরি॥
সকলি সফল, আজি মহাবল,
মিটেছে মনের সাধ।
এখন বাসনা, পূরাব কামনা,
ঘুচাব কুলের বাদ॥
রাজার দুহিতা, রাজার বনিতা,
জনম ক্ষত্রিয়কুলে।
অশুচি যবন, করি পরশন,
ধরিয়া আনিল চুলে॥
আমার গরিমা, তোমার মহিমা,
টুটিল আমারি তরে।
সে কলঙ্ক রাশি, সমূলে বিনাশি,
যশ রাখি ক্ষিতি ভরে।
তোমার মহিষী, তোমার প্রেয়সী,
যেই নারী হতে চায়।
অনুমাত্র দাগ, অহে, মহাভাগ,
নাহি যেন থাকে তায়॥
অনলে প্রবেশ, করিব প্রাণেশ,
ঘুচাব বেদনা তব।
মানের গৌরব, কুলের সৌরভ,
প্রাণ দিয়ে কিনি লব॥

নারী হেমলতা, সতী পতিব্রতা,
ঘুষিবে ভুবনত্রয়।
ভূপতি মণ্ডলে, নিয়ত সকলে,
বলিবে তোমার জয়॥

এত বলি নন্দনের চন্দ্রানন চেয়ে।
অশ্রুধারা পড়ে হেমলতা গণ্ড বেয়ে॥
প্রমদার সাহঙ্কার ভারতী শুনিয়া।
প্রমাদ গণিল বীর বিষাদ ভাবিয়া॥
কখন বাখানে মনে প্রেয়সীহৃদয়।
কখন অন্তরে হয় করুণা উদয়॥
কভু খেদে পূর্ব্ব কথা করিয়া স্মরণ।
প্রমদারে আলিঙ্গিয়ে করেন রোদন॥
নানা মত বাক্যে বীর সান্ত্বনা করিল।
তথাপি প্রেয়সীপণ অন্যথা নহিল॥
মোহাবেশে মহীপতি নীরব রহিলা।
পতিরে প্রণমি বামা কাতরে চলিলা॥
প্রবেশি মহিলাপুরে সখি সম্বোধনে।
তুষি দিল্লীরাজকন্যা প্রেম আলিঙ্গনে॥
"এত দিন দুই জনে ছিলাম স্বজনি॥
অদ্যাবধি একাকিনী পোহাবে রজনী॥
আজি আর প্রিয়সখি অভাগিনী তরে।
যাপিতে হবে না নিশি কাতর অন্তরে॥
বিদায় জনম শোধ দেহ আলিঙ্গন।
আজি সখি পাপদেহ করিব পতন॥
অকলঙ্ক কুলে কালি রাখিব না আর।
ঘুচাইব বল্লভের কুযশের ভার॥
চিতার দহনে দেহ অশুচি শুধিব।
ভূমণ্ডলে ক্ষত্রিকুল খ্যাতি প্রকাশিব॥
প্রিয় সখি এক মাত্র করি নিবেদন।
মার সম স্নেহে শিশু করিহ পালন॥"
বলিতে বলিতে আঁখি করে ছল্ ছল্।
অনর্গল রাজকন্যা চক্ষে বহে জল॥

স্বজনী-প্রতিজ্ঞা শুনি, অন্তরে বিষাদ গণি,
দিল্লীশ্বর-কন্যা কাঁদি সখী করে ধরিল।
"এমন বিষম পণ, স্বজনি রে কি কারণ।
কে তোমারে হেন কথা বল দেখি বলিল॥
প্রাণপতি আজি তোর, সংহার করিয়া চোর,
মিটাইতে মনসাধ তোর পাশে আসিল।
বুঝিবারে তাঁর মন, তাই কি করিলি পণ,
এত কষ্টে তাঁর ভাগ্যে এই ফল ফলিল॥
ছিছি সখি একি কথা, দিওনা রে এত ব্যথা,
নিদয় হইয়া সই সবাকারে ভুলো না।
অই দেখ মা মা ব'লে, শিশু তোর আসে চ'লে
উহারে জনম শোধ পরিহার করো না॥
সখি রাজস্থানময়, সবে তোমা সতী কয়,
পরিচয় দিতে আর হ'বে না'ক তোমারে।
যে ভাবে রিপুর ঘরে, আছিলে পরাণ ধরে,
সেই কথা চিরদিন ঘুষিবে এ সংসারে॥
স্বজনি বিনয় করি, এই দেখ্ হাতে ধরি,
এ বিষম পণে আর মনে স্থান দিও না।
ক্ষত্রিকুল চূড়ামণি তাঁরে শোক দিয়া ধনি,
ভারতের লোকে আর বিপাকেতে ফেল না।
তুমি কৈলে তনুত্যাগ, রাজপুত্র মহাভাগ,
সংসারে বিরাগ করি রাজ্যপদ ত্যজিবে।
পুনঃ হিন্দু রাজগণে, ম্লেচ্ছ পরাজিবে রণে,
পুনর্ব্বার এই রাজ্য করতল করিবে॥
তাই বলি ত্যজ পণ, রাজকার্য্যে দেহ মন,
পতিসহ দিল্লীরাজ্য সিংহাসনে বসিয়া।
প্রজার পালন কর, রিপু-অহঙ্কার হর,
রাখ ধরাতলে নাম ম্লেচ্ছদল শাসিয়া॥"
এইরূপে নানামত, সান্ত্বনা করিয়া কত,
ঘুচাইল হেমলতা- প্রাণনাশ-বাসনা।
দিল্লীরাজকন্যা সনে, হরিষ বিষাদ মনে,
পতি পাশে ধীরে ধীরে চলিলেন ললনা॥
বীরবাহু হর্ষমন, প্রমদারে আলিঙ্গন,
করি রাজপুত্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিলা।

সকলের অনুমতি, পাইয়া সানন্দ মতি,
হেমলতা সনে দিল্লী সিংহাসনে বসিলা ॥
লোকেতে আনন্দময়, নগরে উৎসব হয়,
বীরবাহু রাজপদে অভিষেক হইল।
হেমলতা বাম পাশে রতিরূপ পরকাশে,
জয় জয় কোলাহলে চারিদিক পূরিল ॥

সম্পূর্ণ।

আশাকানন।

সাঙ্গরূপক কাব্য।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা

মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

—*—

আশাকানন একখানি সাঙ্গ-রূপক কাব্য। মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষী-ভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাহার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা, ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যতঃ সাদৃশ্যসূচক বিষয়ের বিবৃতি; কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্য বোধক। এই ইংরাজি শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, এরূপ কোনও শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত নাই, এবং কোনও বিচক্ষণ পণ্ডিতের নিকট অবগত হইয়াছি যে, সংস্কৃত ভাষাতেও ইহার অবিকল প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তবে আলঙ্কারিকেরা যাহাকে 'অপ্রস্তুত প্রসংশা' বলিয়া উল্লেখ করেন, যৌগিকার্থে তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে; কিন্তু সাঙ্গ-রূপক শব্দ সম্যক্ অর্থ-বোধক হওয়াতে তাহাই ব্যবহার করা হইল।

আশাকানন।

—»॰«—

প্রথম কল্পনা।

আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাঁহার
সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ। ভিন্ন ভিন্ন
দিক হইতে কর্ম্মক্ষেত্রাভিমুখে
প্রাণি-সংপ্রবাহ।

ঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ
ক্ষীর সম স্বাদু নীর ;
ক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়
সুশোভিত উভ তীর ;
বিন্ধ্যগিরি শিরে জনমি যে নদ
দেশ দেশান্তরে চলে ;
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে ;
পবিত্র করিলা যে নদের কূল
সুকবি কঙ্কণ কবি
ফুটায়ে কবিতা কুসুম মধুর
বাণীর প্রসাদ লভি ;
যে নদ নিকটে রসবিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
করেছে গউড়বাসী।
সেই দামোদর তীরে এক দিন
অরুণ-উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্যমার্গে ধরণী শরীরে
কিরণ পড়িছে ফুটি ;
দশ দিক ভাতি পড়িছে কিরণ
আকাশ মেঘের গায়,
হরিদ্রা লোহিত বরণ বিবিধ
গগনে চারু শোভায় ;
গগন ললাটে চূর্ণ-কায় মেঘ
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,
কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে।
পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর জলে
আলো করি দুই কূল ;
পড়ে তরু-শিরে তৃণ লতা দলে
রঞ্জিয়া প্রভাতী ফুল।
হেরি চারু শোভা ভ্রমি তীরে তীরে
পরশি মৃদু পবন,
সংসার যাতনে হৃদয় পীড়িত
চিন্তায় আকুল মন ;
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে
শেষে শ্রান্তি-অভিভূত,
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষতলে
ক্রমে তন্দ্রা আবির্ভূত ;
ক্রমে নিদ্রাঘোরে অবসন্ন তনু
পরাণী আচ্ছন্ন হয়,
স্বপন-প্রমাদে সংসার ভাবনা
পাশরিনু সমুদয় ;

ভাবি যেন নব নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই,
আসি কত দূর ছাড়ি কত দেশ
কানন দেখিতে পাই;
অতি মনোহর কানন রুচির
যেন সে গগন কোলে
কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চল
পবনে হেলিয়া দোলে,
বরণ হরিত বিটপে ভূষিত
সরল সুন্দর দেহ,
বৃক্ষ সারি সারি সাজায়ে তাহাতে
রোপিলা যেন বা কেহ।
শোভে বন মাঝে বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায়;
মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে
দুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি কমল কুমুদ
কত সে তড়াগে ভাসে;
কত জলচর করি কলধ্বনি
নিয়ত খেলে উল্লাসে;
ভ্রমে রাজহংস সুখে কণ্ঠ তুলি,
মৃণাল উপাড়ি খায়;
রৌদ্র সহ মেঘ তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায়;
তড়াগ সলিলে প্রতিবিম্ব ফেলি
কত তরু পরকাশে;
হেলিয়া হেলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাসে;
দুলিয়া দুলিয়া বায়ুর হিল্লোলে
তটেতে সলিল চলে;
উড়িয়া উড়িয়া সুখে মধুকর
বেড়ায় কমল দলে;
শ্যামা দেয় শীস্ বন হৃষ্ট করি
ভ্রমে সে ললিত তান;
প্রতিধ্বনি তার পূরি চারিদিক
আনন্দে ছড়ায় গান;
ঝরে সুমধুর কোকিল ঝঙ্কার
সকল কাননময়,
মধুবৃষ্টি যেন ঘন কুহুরবে
শ্রুতি বিমোহিত হয়।
তড়াগের তীরে হেরি এক প্রাণী
বসিয়া সুদিব্য কায়া,
করেতে মুকুর হাসিতে হাসিতে
হেরিছে আপন ছায়া!
মনোহর বেশ নিরখি সে প্রাণী
ক্ষণেক নহে সুস্থির,
নেহারি মুকুর নিমেষে নিমেষে
আনন্দে যেন অধীর;
অপরূপ সেই মুকুরের শোভা
কত প্রতিবিম্ব তায়
পড়িছে ফুটিয়া হেরিছে সে প্রাণী
হইয়া বিহ্বল-প্রায়।
জিজ্ঞাসি তাহারে আসিয়া নিকটে
কিবা নাম কোথা ধাম,
বসিয়া এখানে কি হেতু সেরূপে
করি কিবা মনস্কাম।
হাসিয়া তখন কহিলা সে প্রাণী
"আমারে না জান তুমি
আশা মম নাম স্বরগে নিবাস,
এবে সে নিবাস ভূমি,
মানবের দুঃখে অমরের পতি
পাঠাইলা ভূমণ্ডলে;
দেবরাজ দয়া করিয়া মানবে
আমায় আসিতে বলে;
থাকি চিরকাল সুখে স্বর্গপুরে
ধরাতে কিরূপে আসি,
মরতে কেমনে স্বর্গের বিরহ
সহিব তাঁহে জিজ্ঞাসি;

শুনি শচীপতি করি আশীর্ব্বাদ
হাতে দিলা এ দর্পণ,
কহিলা 'দেখিবে ইথে যবে মুখ
পাবে সুখ ততক্ষণ ;
যে পরাণী ইথে দেখিবে বদন
পাইবে অতুল সুখ,
যাও ধরাতলে তাপিলে হৃদয়
দর্পণে দেখিও মুখ ;
তদবধি আমি আছি ভূমণ্ডলে
পুরী সৃজি এই স্থানে ;
মানবের দুঃখ নিবারি জগতে
জুড়াই তাপিত প্রাণে ;
যখন হৃদয়ে স্বর্গের সৌন্দর্য্য
দেখিতে বাসনা হয়,
নিরখি দর্পণ, তুমি সে বাসনা,
শীতল করি হৃদয়।
হেরি চিন্তা-রেখা ললাটে তোমার,
হবে বা তাপিত জন,
ভুলিবে যাতনা ভাবনা সকলি
এ পুরী কর ভ্রমণ।"
ছাড়িয়া নিশ্বাস কহিনু আশায়
"কিবা এ নবীন স্থান,
দেখাবে আমারে, দেখেছি অনেক,
নহে এ তরুণ প্রাণ ;"
আশা কহে "তবু কভু ত সে পুরী
কর নাই পরিক্রম,
চল সঙ্গে মম, দেখ একবার,
ঘুচুক চিত্তের ভ্রম।
জানি যে কারণে তাপে চিত্ত তব
যে বাসনা ধর মনে—
পুরাব বাসনা সকল তোমার,
প্রবেশ আমার বনে ;
দেখাব সেখানে কত কি অদ্ভুত,
কত কিবা অপরূপ,
দেখে নাই যাহা নয়নে কখন
স্বপনে কোন সে ভূপ ;
থাকিবে কাননে স্বরগে যেমন,
কাঁদিতে হবে না আর ;
শোক চিন্তা তাপ ভুলিবে সকল,
ঘুচিবে প্রাণের ভার।
বচনে আশার পাইয়া আশ্বাস
পশ্চাতে তাহার সনে ;
যাই দ্রুতগতি হৈয়ে কুতূহলী
প্রবেশিতে সে কাননে।
আসি কিছু দূর দাঁড়াইলা আশা
হাসিয়া মধুর হাসি,
পরশি তর্জ্জনি মম আঁখি দ্বয়ে
কহিলা মৃদুল-ভাষী ;—
হের বৎস হের সম্মুখে তোমার
আমার কাননস্থল,
কাননের দ্বারে হের মনোহর
ধারা কিবা নিরমল।
নিরখি সম্মুখে আশার কানন
প্রক্ষালিত ধারা-জলে ;
স্বচ্ছ কাচ যেন সলিল তাহাতে
উছলি উছলি চলে ;
কখন উথলি উঠিছে আপনি,
কখন হইছে হ্রাস,
মণি-পদ্ম কত, মণির উৎপল,
ধারা-অঙ্গে সুপ্রকাশ ;
খেলে ধারা নীরে তরী মনোহর
হীরকে রচিত কায়,
প্রাণী জনে জনে একে একে একে
কত যে উঠিছে তায় ;
বিনা কর্ণ দণ্ড ভ্রমে সে তরণী
খেয়া-দিয়া ধারা-নীরে ;
উঠে ক্রমে তাহে প্রাণী যত জন
পরপারে রাখে ধীরে।

উঠে তরী 'পরে প্রাণী হেন কত
যুবা বৃদ্ধ নারী নর,
মনোরথ-গতি খেলার তরণী
ধারা-নীরে নিরন্তর।
গগনে যেমন দামিনী ছটায়
কাদম্বিনী শোভা পায়,
প্রাণী সে সবার বদন তেমতি
প্রদীপ্ত সুখ-প্রভায়।
চিত-হারা হৈয়ে হেরি কতক্ষণ
প্রাণী হেন লক্ষ লক্ষ
দশ দিক্ হৈতে আসে সেই স্থানে
তরণী করিয়া লক্ষ্য।
আশা কহে হাসি চাহি মুখ পানে
"কি হের সম্বিৎ-হারা
আমার কাননে প্রবেশে যে প্রাণী
তাহারই এমনি ধারা—
হের কিবা সুখ ভাতিছে বদনে
নাচিছে হৃদয় কত ;
বাসনা পীযুষ পানে মত্ত মন
চলে মাতোয়ারা মত ;
নন্দনে যেমন নিমেষে নূতন
নবীন কুসুম ফুটে
নিমেষে তেমতি ইহাদের চিতে
নবীন আনন্দ উঠে ;
দেখেছ কি কভু কখন কোথাও
তরী হেন চমৎকার,
পরশে পরাণে বিনাশে বিরাগ,
ঘুচায় প্রাণের ভার ;
উঠ তরী' পরে, বুঝিবে তখন
এ কাননে কত সুখ ;
নন্দন সদৃশ রচেছি কানন
ঘুচাতে প্রাণীর দুখ।"
এত কৈয়ে আশা ধরিয়া আমারে
তুলিলা তরণী'পর ;
অমনি সে ধারা— সলিল উথলি
চলে দ্রুত থর থর ;
দেখিতে দেখিতে পূরিয়া দুকূল
ছল ছল চলে জল ;
দেখিতে দেখিতে সলিল ঢাকিয়া
ফুটিল কত উৎপল ;
চলিল তরণী গতি মনোহর,
মধুর মুরলীধ্বনি
বাজিতে লাগিল সহসা চৌদিকে
তরীতে সদা আপনি ;
ভুলিলাম যেন এ বিশ্ব ভুবন
করতলে স্বর্গ পাই।
চারিদিকে যেন মণিময় পুষ্প
নিরখি যেখানে চাই।
শুনি যেন কেহ কহে শ্রুতিমূলে
"দেখ রে নয়ন মেলি,
কলঙ্ক-বিহীন মানব-মণ্ডলী
ধরাতে করিছে কেলি ;
স্বর্গ তুল্য এবে হয়েছে পৃথিবী,
স্বর্গের মাধুরীময়,
দ্বেষ, হিংসা, পাপ বর্জ্জিত পরাণী,
নির্ম্মল শুচি হৃদয় !"
হেরি যেন মর্ত্ত্যে তেমতি তরুণ
তেমতি নবীন ভাব
ধরেছে মানব যে দি[illegible] বিধির
হৃদি পদ্মে আবির্ভাব
নাহি যেন আর সেই মর্ত্ত্যপুরী,
যেখানে দারিদ্র্য-শিখা,
ভস্ম করে নরে, হুতাশ- অঙ্গারে,
অনলে যথা মক্ষিকা ;
হৃদয়-মন্দিরে যেন অভিনব
কিরণ প্রকাশ পায়,
চুরি করা ধন, ফিরে যেন কাল,
কোলে আনে পুনরায় ;

কত যে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী
উঠিল তখন মম,
ভাবিলে সে সব, এখনও অন্তরে
সহসা উপজে ভ্রম !
কত দূর আসি ভাসি হেন রূপে
তরণী হইল স্থির,
পর পারে আসি আশা সহ সুখে
উতরি ধারার নীর ;
তরী হৈতে তীরে নামিয়া তখন
হেরি মনোহর স্থান ;
বহিছে সতত শীতল পবন
বিস্তারি মধুর ঘ্রাণ ;
তরু-ডালে ডালে পূর্ণ-প্রকাশিত
সুরভি কুসুম দল ;
চন্দ্রমার জ্যোতি সদৃশ কিরণে
উজ্জ্বল কানন-স্থল ;
পল্লবে বসিয়া পাখী নানা জাতি
মধুর কূজিত করে ;
নাচিয়া নাচিয়া গ্রীবা ভঙ্গী করি
ময়ূর পেখম ধরে ;
কুহু মুহু মুহু কুহরে গলায়
কোকিল প্রমত্ত-ভাব,
মুহু মুহু মুহু তনু স্নিগ্ধকর
সুগন্ধ সুধার স্রাব ;
সরোবর কোলে প্রফুল্ল কমল,
কুমুদ, কহ্লার ফুটে,
গুঞ্জরিয়া অলি কুসুমে কুসুমে
আনন্দে বেড়ায় ছুটে ;
চলেছে সেখানে প্রাণী শত শত
সদা প্রমুদিত প্রাণ,
সুমধুর সুরে পূরে বনস্থলী
আনন্দে করিয়া গান ;
কেহ বা বলিছে "আজ নিরখিব
কুমুদরঞ্জন শোভা,
উঠিবে যখন গগনেতে শশী
জগজন-মনোলোভা ;
আজি রে আনন্দে ধরিব হৃদয়ে
মধুর চাঁদের কর,
কোমল করিয়া কুসুম সে করে
রাখিব হৃদয়'পর ;
তাহার উপরে রাখিয়া প্রিয়ারে,
কত যে পাইব সুখ ।
কখন হেরিব গগনে শশাঙ্ক,
কখন তাহার মুখ ।"
কহে কোন জন বেণু-রবে সুখে
"কোথা পাব হেন স্থান ;
জগত-দুর্লভ রাখিয়া এ নিধি
নিরখি জুড়াই প্রাণ !
দিলা যে গোঁসাই এ হেন রতন
যতনে রাখিতে ঠাঁই ;
ভূমণ্ডল মাঝে নিরজন হেন
নয়ন দেখিতে নাই ।"
কেহ বা বলিছে "হায় কত দিনে
পাব সে কাঞ্চন ফল ;
নাহি রে সুন্দর দেখিতে তেমন
খুঁজিলে অবনীতল !
সে দুর্লভ ফল কি যে অপরূপ
দেখিতে কিবা সুন্দর,
বুঝি ক্ষিতিতলে অনুরূপ তার
নাহি কিছু সুখকর !
পাই দরশন নয়নে কেবল
না লভি আস্বাদ কভু,
হায় মধুময় কিবা সে আনন্দ
কিবা সে আঘ্রাণ তবু ;
না জানি সঞ্চয়ে পাব কত সুখ,
ঘুচিবে সকল ভয়,
কভু যদি পাই করিব পৃথিবী
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় ;

ভাবনা কি ছার, ছার চিন্তা, রোগ,
সে ফল যদ্যপি মিলে,
বিনিময়ে তার জীবন পরাণী
ক্ষোভ নাহি বিকাইলে।”
চলে কত জন সুখে করে গীত,
বলে “কবে পাব যশ,
পরিয়া শিরেতে শোভিব উজ্জ্বল
ধরণী করিব বশ ;
পৃথিবী ভিতরে দ্বিতীয় রতন
কি আছে তেমন আর—
হীরা মণি হেম চিকণ মৃত্তিকা,
কেবল যশের ভার।”
বাজিছে কোথাও জয় জয় নাদে
গম্ভীর দুন্দুভি স্বর,
চলে প্রাণিগণ করিয়া সঙ্গীত
কম্পিত মেদিনী পর !
বলে “প্রভাকর আজি কি সুন্দর
হেরিতে গগন-ভালে,
আজি মত্ত নদী মাতঙ্গ-বিক্রমে
হের কি তরঙ্গ ঢালে !
আজি রে প্রতাপ প্রভঞ্জন তোর
হেরিতে আনন্দ কত,
আজি ধরা তব হেরি অবয়ব
কিবা সুখ অবিরত !
তোল হৈমধ্বজা গগনের কোলে
কেতনে বিদ্যুৎ জ্বাল—
লেখ ধরাতলে কৃপাণের মুখে
মানব জিনিবে কাল ;”
বলিয়া সুসজ্জ তুরঙ্গ উপরে
ভর করি কত জন,
চলে দ্রুতবেগে শাণিত কৃপাণ
করে করি আকর্ষণ।
দশ দিক্ হৈতে কত হেন রূপ
সঙ্গীত শুনিতে পাই ;
হরষ উল্লাসে উন্মত্ত পরাণ
প্রাণী হেরি যত যাই।
যথা সে জাহ্নবী তরঙ্গ নির্ম্মল
ছাড়িয়া শিখর তল,
ভ্রমে দেশে দেশে শীতল বারিতে
শীতল করি অঞ্চল ;—
ছোটে কল কল ধ্বনি নীরধারা
ধরণী পরশে সুখে,
বিবিধ পাদপ নানা শস্য ফল,
বিস্তৃত করিয়া বুকে ;
খেলে জলচর মীন নানা জাতি
সন্তরণ করি নীরে ;
পশু স্থলচর বিবিধ আকৃতি
সদা ভ্রমে সুখে তীরে ;
তীর-সন্নিহিত বিটপে বিটপে
পাখী করে সুখে গান ;
লতা গুল্মরাজি বিকাশে সৌরভ
প্রফুল্ল করিয়া প্রাণ ;
ভ্রমে তটে তীরে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
সদা প্রমোদিত মন,
আনন্দিত মনে নীরে করে স্নান
সদা সুখে নিমগন ;—
যথা সে জাহ্নবী ভারত শরীরে
বহে নিত্য সুখকর,
বহে নিত্য এথা নি[illegible] তেমতি
আনন্দ সুধা-লহর।
দেখি শত পথে ছাড়ি শত দিক্
প্রাণিগণ চলে তায়,
যুবা বৃদ্ধ প্রাণী পুরুষ রমণী
ক্ষিতি পূর্ণ জনতায় ;
চলে থাকে থাকে কাতারে কাতারে
পিপীলির শ্রেণী মত ;
অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর প্রবাহে
পরিপূর্ণ পথ যত।

রখি কৌতুকে চাহিয়া চৌদিকে
সাগরের যেন বালি—
ল প্রাণিগণ ঢাকি ধরাতল,
চলে দিয়া করতালি ;
শেষ উৎসাহ আনন্দ আশ্বাসে
সকলে করে গমন,
খিয়া বিস্ময়ে পূরিয়া আশ্বাসে
আশারে হেরি তখন ;
জ্ঞাসি তাহায় "এরূপ আনন্দে
প্রাণী সবে কোথা যায়,
বাসনা মনে চলে কোন স্থানে
কি ফল সেখানে পায়।"
াশা কহে শুনি হাসিয়া তখন
"চল বৎস চল আগে,
াণি-রঙ্গভূমি কর্ম্মক্ষেত্র নাম
নিরখিবে অনুরাগে ;
াণী যত তুমি হের এই সব
সেই খানে নিত্য যায়,
াসনা কল্পনা যাদৃশ যাহার
সেই খানে গিয়া পায়।
াশা-বাণী শুনি চলি দ্রুত বেগে,
আশা চলে আগে আগে,
াসি কিছু দূর দেখি মনোহর
পুরী এক পুরোভাগে।

দ্বিতীয় কল্পনা।

—:*:*:—

[কর্ম্মক্ষেত্র—ছয় দ্বার—ছয় জন প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত—পুরীপরিক্রম—প্রতিদ্বারে প্রহরীর আকৃতি ও প্রকৃতি দর্শন। ১ম দ্বারে শক্তি, ২য় দ্বারে অধ্যবসায়, ৩য় দ্বারে সাহস, ৪র্থ দ্বারে ধৈর্য্য, ৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ষ্ঠ দ্বারে উৎসাহ—পুরী মধ্যে প্রবেশ—পুরীদর্শন—পুরীর মধ্য ভাগে যশঃশৈল।]

চৌদিকে প্রাচীর অপূর্ব্ব নগরী
পাষাণে রচিত কায়া,
নিরখি সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত
প্রকাশিয়া আছে ছায়া ;
প্রাচীর শিখরে প্রাণী শতশত
নিরখি সেখানে কত
বিচিত্র সুন্দর সামগ্রী ধরিয়া
ভ্রমে সুখে অবিরত ;
নিম্নদেশে প্রাণী করি ঊর্দ্ধ মুখ
কতই আকুল মন
চাহিয়া উচ্চেতে অধীর হইয়া
সদা করে নিরীক্ষণ—
রাজ-পরিচ্ছদ রাজ-সিংহাসন
স্বর্ণ রজত কায়,
প্রবাল মাণিক্য মণ্ডিত হীরক
কত দ্রব্য শোভা পায়।
আশা কহে বৎস "অপূর্ব্ব এ পুরী
আমার কাননে ইহা,
প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য
মিটাতে প্রাণের-স্পৃহা,
এ পুরী পশিতে আছে ছয় দ্বার,
ছয় দ্বারী আছে দ্বারে।

কেহ সে ইহাতে আদেশ বিহনে
প্রবেশিতে নাহি পারে ;
আ(ই)সে যতজন প্রবেশ-মানসে
সেই পথে করে গতি,
যে পথে যাহারে করিতে প্রবেশ
দ্বারী করে অনুমতি।
দ্বারে দ্বারে হের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
আ(ই)সে প্রাণী কত জন,
একে একে সবে প্রতি দ্বারে দ্বারে
ক্রমশঃ করে ভ্রমণ।
চল দেখাইব এ পুরী তোমারে
আগে দেখ সড় দ্বার,
কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি প্রহরী
গতি মতি কিবা কার।"
এত কৈয়ে আশা লইয়া আমায়
চলিল প্রথম দ্বারে ;
নিরখি সেখানে যুবা এক জন
দাঁড়ায়ে দ্বারের ধারে।
দ্বার সন্নিধানে প্রকাণ্ড মূরতি
অচলের এক পাশে
যে যুবা পুরুষ ভুরু দৃঢ় করি
দাঁড়ায়ে দেখে উল্লাসে ;
হেলিয়া পড়েছে অচল শরীর,
সে যুবা ধরিয়া তায়
তুলিছে ফেলিছে অবলীলা ক্রমে
ভ্রুক্ষেপ নাহি কায় ;
কভু সে অচলে ভ্রূকুটি করিয়া
যুবা হেরে মাঝে মাঝে,
নিহত কপোত নিক্ষেপি অন্তরে
নিরখে যেমন বাজে।
দেখিয়া যুবার বিচিত্র ব্যাপার
বিস্ময়ে নিস্পন্দ হই,
বাণী-শূন্য হয়ে প্রমাদে ক্ষণেক
স্তম্ভিত ভাবেতে রই ;

পরে কুতূহলে চাহি আশামুখ,
আশা বুঝি অভিপ্রায়
কহে, "শক্তিরূপ প্রাণী রঙ্গভূমে
এই দ্বারে হের তায় ;
অসাধ্য ইহার নাহি এ ভবনে
যাহা ইচ্ছা তাহা করে ;
জন্ম দৈত্যকুলে দানবমণ্ডলী
পূজে এরে সমাদরে।"
কহিয়া এতেক হৈয়ে অগ্রসর
আসিয়া দ্বিতীয় দ্বার
আশা কহে "বৎস দেখ এ দুয়ারে
প্রাণী এক চমৎকার।
দ্বিতীয় দ্বারেতে নিরখি বসিয়া
বৃদ্ধ প্রাণী একজন,
করি হেঁট মাথা বালুস্তূপ পাশে
বালুকা করে গণন ;
গুণিয়া গুণিয়া শিখর সদৃশ
করিয়াছে বালুরাশি,
আবার গুণিয়া লয়ে ভার ভার
ঢালিছে তাহাতে আসি ;
অন্য কোন সাধ অন্য অভিলাস
নাহি কিছু চিত্তে তার,
অনন্য মানসে বালি গুণি গণি
করিছে শৈল আকার ;
অতি সামভাব প্রকাশ বদনে
অণুমাত্র নাহি ক্লেশ,
অন্তরে শরীরে নহে বিকসিত
চাঞ্চল্য বিরক্তি লেশ।
আশা কহে "বৎস ভুবনে প্রসিদ্ধ
ধরাতে সুখ্যাতি যার,
সে অধ্যবসায় প্রাণি-রঙ্গভূমে
চক্ষে দেখ এই বার।"
ক্রমে উপনীত তৃতীয় দুয়ারে,
আসিয়া হেরি তখন,

দাঁড়ায়ে সে দ্বারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
করে দ্বারী আরাধন ;
হা কোলাহল হয় সেই দ্বারে
শস্ত্রধারী সর্ব্বজন ;
বির আলোকে চমকে চমকে
অস্ত্রে অস্ত্র ঘরষণ ;
রখি নির্ভীক পুরুষ জনেক
দ্বারেতে প্রহরী বেশ,
পাঙ্গ-ভঙ্গীতে বীর্য্য পরকাশি
চাহি দেখে অনিমেষ ;
মুখে উন্মত্ত কেশরী কুঞ্জর
করে ঘোরতর রণ,
নমগ্ন ভাবেতে সেই বীর্য্যবান
করে তাহা দরশন ;
টল শরীর আসি মধ্যস্থলে
দুই হাতে দোঁহে ধরে,
এক হাতে সিংহ এক হাতে করী—
বেগ নিবারণ করে,
আবার উদ্রেক করিয়া উভয়ে
দেখে ঘোরতর রণ,
কেশরী কুঞ্জর লৈয়ে করে ক্রীড়া
মন সাধে অনুক্ষণ।
আশা কহে, "দ্বারে দেখিছ যাহারে
সাহস তাহার নাম,
ইনি তুষ্ট যারে ধরা তুষ্ট তারে
মর্ত্তে ব্যক্ত গুণগ্রাম।"
চতুর্থ দুয়ারে আশা আ (ই) সে এবে
কহে "বৎস ধৈর্য্য দেখ,
প্রাণি-রঙ্গভুমে এর তুলা প্রাণী
হেরিতে না পাবে এক,
দেখ কিবা ছটা বদনে প্রদীপ্ত
কিবা সে প্রশান্ত ভাব,
এ মূর্ত্তি যে ভাবে পবিত্র হৃদয়ে
করে নিত্য সুখলাভ।"

বিস্ফারিত-নেত্রে নিরখি সে দ্বারে
স্থির দৃষ্টি এক জন।
শূন্যে দৃষ্টি করি অন্তরের বেগ
সদা করে সম্বরণ ;
ঘেরিয়া চৌদিকে ভুজঙ্গ তাহারে
দংশন করিছে কত,
এক (ই) ভাবে সদা তবু সে পুরুষ
গ্রীবাদেশ সমুন্নত,
মুখে নাহি স্বর নয়ন অপাঙ্গে
নাহি ঝরে অশ্রুকণা ;
নাহি বহে ঘন শ্বাস নাসারন্ধ্রে
নহেক চঞ্চলমনা।
কতিপয় মাত্র প্রাণী সেই দ্বারে
প্রবেশ করিছে হেরি,
দূরে দাঁড়াইয়া প্রাণী শত শত
আছয়ে সে দ্বার ঘেরি ;
হেরি অপরূপ প্রাণী দ্বারদেশে
সম্ভ্রমে সুধি আশায়,
সেরূপে সেখানে কেন সে বসিয়া
ফণী দংশে কেন গায়।
শুনিয়া বচন ধীর শান্তমতি
ধৈর্য্য সে তখন কয়,—
"শুন বলি কেন হেন দশা মম
কিরূপে উদ্ভব হয়।
অদৃষ্ট সৃজন করিয়া বিধাতা
ভাবিয়া আকুল প্রাণ,—
অতি মধুময় মাধুরীতে তার
সর্ব্ব অঙ্গ নিরমাণ ;
যা বলেন বিধি তখনি সে সাধে
যারে করে পরশন
দেব দৈত্য, প্রাণী তখনি অমনি
বশীভূত সেই জন ;
কিন্তু অঙ্গে তার ভুজঙ্গের মালা,
পরাণী দেখিয়া ত্রাসে

নিকটে তাহার আপন ইচ্ছাতে
কেহ না কখন আসে ;
কি করেন বিধি ভাবিয়া অধীর
সৃজন বিফল হয়,
অদৃষ্টের কাছে প্রাণী কোন জন
সুস্থির নাহিক রয়।—
আমি দৈব দোষে আসি হেন কালে
নিকটে করি গমন ;
না জানি যে বিধি কি ভাবিলা মনে
আমারে হেরি তখন ;
খুলি ফণিমালা অঙ্গ হৈতে তার
পরাইলা মম অঙ্গে,
কহিলা ভ্রমণ করিতে ভুবন
শরীরে বাঁধি ভুজঙ্গে,
বিধাতার বাক্য না পারি লঙ্ঘিতে
ত্রিলোক ভুবনে ফিরি
ফণিমালা গলে, অঙ্গ বিষে জ্বলে,
দিবানিশি ধীরি ধীরি ;
ব্রহ্মাণ্ড ভুবনে নাহি পাই স্থান
সুস্থির পরাণে থাকি,
শেষে আশা-পুরে আসি সুস্থ কিছু
এরূপে দুয়ার রাখি।
দেখি সুকুমার মানসে তোমার
এ পুরী ভ্রমণে তাপ
পাও যদি কভু, আসিও নিকটে,
ঘুচাইব সে সন্তাপ।"
শুনি ধৈর্য্যবাণী হৈয়ে চমৎকৃত
চলিনু পঞ্চম দ্বার ;
নিরখি সেখানে প্রহরী জনেক
প্রাণী অতি খর্ব্বাকার,
বামন আকৃতি সেই ক্ষুদ্র প্রাণী
কোদালী করিয়া হাতে,
করিছে খনন ধরণী শরীর
নিত্য নিত্য অস্ত্রাঘাতে,
খনন করিয়া তুলিছে মৃত্তিকা
রাশিতে রাখিছে একা,
কলেবরে স্বেদ ঝরিছে সতত,
বদনে চিন্তার রেখা।
শুনি সেই দ্বারে প্রাণী কোলাহল
নিবিড় জনতা তায়,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণী প্রবেশিছে
পতঙ্গ কীটের প্রায় ;
বসন ভূষণ বিহীন শরীর
ক্লেদ ঘর্ম্ম স্বেদ মলা,
অঙ্গে পরিপূর্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর
কেশজাল তাম্রশলা।
নিরখি তাদের আক্লিষ্ট বদন
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন বা সে সব প্রাণী সেই দ্বারে
সেরূপ আকার ধরি।
আশা কহে "বৎস অন্য কোন পথ
যে প্রাণী নাহিক পায়,
কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে এই দ্বারে তারা
প্রবেশ করিতে চায় ;
শ্রম নামে দুঃখী শুনিয়াছ তুমি
নরে তুচ্ছ যার নাম,
সেই শ্রম এই হের মূর্ত্তি তার
কষ্টে সিদ্ধ মনস্কাম।
শুনি আশা-বাণী দুঃখি অন্তরে
নিকটে তাহার যাই,
বিনয়ে নিবৃত্ত করিয়া শ্রমেরে
বারতা ধীরে সুধাই ;
সান্ত্বনা বাক্যেতে হৈয়ে সুশীতল
কহে দ্বারী খেদস্বরে,
বলিতে বলিতে বক্ষঃস্থলে নিত্য
ঘর্ম্ম বিন্দু ঘন ঝরে ;
কহে "চিরদিন আমি এইরূপে
এই সে কোদালি ধরি,

ধরণী খনন   করি অহরহ ;
না জানি দিবা শর্ব্বরী,
প্রভাত ফুরায়   আ(ই)সে অপরাহ্ণ
আবার প্রভাত হয়,
বু ক্ষণকাল   এ ক্ষিতি খননে
আমার বিরাম নয়,
বস যামিনী   খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া
নিত্য যা সঞ্চয় করি,
মৃত্তিকা রাশি   পবনে উড়ায়
কিম্বা অম্বে লয় হরি ;
বর্ষে যাহা   তুলি আকিঞ্চনে
এক বাত্যাঘাতে নাশে,
জানি কেন বা   অদৃষ্টে আমার
এতই দুর্দ্দৈব আসে ;
র আর দ্বারে   দ্বারী হের যত
কেহ না বিঘ্ন পোহায়,
ল মুঠি করে   না করিতে তারা
সোণা মুঠি হয়ে যায় ;
মি যদি সোণা   রাখি কণ্ঠে গাঁথি,
তখনি সে হয় ভস্ম,
মের ভাগ্যেতে   নাই নাই সুধু,
কিবা অদ্য কি পরশ্বঃ ;
ই যে দেখিছ   তব সঙ্গে আশা
কত কি করিবে দান,
লিয়া আমারে   আনিল এখানে
এবে সে দেখ বিধান।"
নি চাহি ফিরে   আশার বদন
আশা ফিরাইয়া মুখ,
হে "বৎস চল   যাই ষষ্ঠ দ্বারে,
অদৃষ্টে উহার দুখ।"
ফলি দীর্ঘশ্বাস   চলি আশা সনে
অগ্রভাগে ষষ্ঠ দ্বার,
রি স্তম্ভ পাশে   ভীম মহাবল
প্রাণী সেথা চমৎকার ;

দাঁড়ায়ে দুয়ারে   অতুল বিক্রমে
শূন্য পদে আছে স্থির,
করতলে ধরি   আকাশ মণ্ডল,
হুঙ্কার করে গম্ভীর ;
নিশ্বাস প্রশ্বাস   বহিছে সঘনে
অপরূপ তেজ তায়,
নিমেষে পরশে   শরীর যাহার,
দেব শক্তি যেন পায় ;
প্রাণিগণ আসি   দ্বারে উপনীত
হয় নিত্য যেই ক্ষণ,
সে নিশ্বাস বেগে   আবর্ত্ত আকারে
প্রবেশে পুরে তখন ;
যথা নদীগর্ভে   ঘুরিতে ঘুরিতে
সলিল যখন চলে,
পড়িলে তাহাতে   ভগ্নতরী-কাষ্ঠ
মুহূর্ত্তে প্রবেশে তলে,
এথা সেইরূপে   ঘুরিতে ঘুরিতে
প্রাণী প্রবেশিছে তায়,
ক্ষণকাল স্থির   কেহ দৃঢ় পদে
সেখানে নাহি দাঁড়ায় ;
প্রাণীর আবর্ত্তে   পড়িতে পড়িতে
আশা দৃঢ় করে ধরি।
রাখিল আমারে   স্তম্ভ বহির্দ্দেশে
যতনে সুস্থির করি।
বিস্ময়ে তখন   কৌতুক প্রকাশি
আশার বদন চাই,
আশা কহে "বৎস   না হও চঞ্চল
আছি সঙ্গে ভয় নাই,
এ মহা পুরুষ   এই ষষ্ঠ দ্বারে
ভুবনে বিখ্যাত যিনি
উৎসাহ নামেতে   অসম সাহস,
সেই মহাপ্রাণী ইনি।"
আশার বাক্যেতে   উৎসাহ তখন
আনন্দে আগ্রহে অতি

বসায়ে নিকটে বলিতে লাগিল
সম্মুখে দেখায়ে পথি—
"এই পথে যাও কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
না কর অন্তরে ভয়,
কে বলে ক্ষণিক মানব জীবন ?
জগতে প্রাণী অক্ষয় ;
প্রাণি-রঙ্গ-ভূমে ভ্রম তীব্র তেজে
শরীর অক্ষয় ভাব
মৃত্যু তুচ্ছ করি জীবরঙ্গে মজি
দৈত্যের বিক্রমে ধাব।
শৈবালের জল স্বপন-প্রলাপ
নহে এ মানব প্রাণ,
কীট কৃমি তুল্য আহার শয়ন
আত্মার নহে বিধান ;
ব্রহ্মাণ্ড জিনিতে এ মহীমণ্ডলে
জীবাত্মা বিধির সৃষ্টি ;
সেই ধন্য প্রাণী নিত্য থাকে যার
সেই পথে দৃঢ় দৃষ্টি ;
স্বকার্য্য সাধন নহে যত কাল
এ বিশ্ব ভুবন মাঝে,
জ্ঞান বুদ্ধি বল ধন মান তেজ
দেহ প্রাণ কোন কাজে ;
ধিক্ সে মানবে এখনও না পারে
প্রাণ সঞ্চারিতে জীবে,
এখন(ও) কৃতান্তে না পারে জিনিতে
সংহারি সর্ব্ব অশিবে ;
কি কব ঐ তেজ সহিতে না পারে
নর জাতি তেজোহীন
নতুবা তাদের দেব তুল্য তেজ
করিতাম কত দিন।"
এত কৈয়ে ক্ষান্ত হইল উৎসাহ,
নিশ্বাসে হুঙ্কার ছাড়ে ;
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণীর আবর্ত্ত
নিরখি আশার আড়ে ;
মুহূর্ত্তে শতেক সহস্র পরাণী
ঘুরিতে ঘুরিতে যায়,
দ্বার দেশে পশি তিলার্দ্ধেক কাল
ভূমিতে নাহি দাঁড়ায়।
বিস্ময়ে তখন আশার সংহতি
নগরে প্রবিষ্ট হই,
প্রবেশি নগরে ক্ষণকাল যেন
স্তম্ভিত হইয়া রই ;
পরে নিরীক্ষণ করি চারি দিকে
প্রাণী হেরি রঙ্গভূমে,
শত শত প্রাণী শত শত ভাবে
গতি করে মহা ধূমে ;
নিরখি কোথাও কেতন সুন্দর
বহু মূল্য বিরচিত ;
কোথাও চিত্রিত রঞ্জিত বসনে
ধরাতল সুসজ্জিত ;
কোথা চন্দ্রাতপ অভ্র শোভা-কর
বিস্তৃত গগন ভালে ;
কোথা যবনিকা চিত্রিত দুকূল
আচ্ছাদিত হেমজালে ;
মুকুতা জড়িত বসনে আবৃত
তুরঙ্গ কুঞ্জর কত
পথে পথে পথে ক্ষিতি ক্ষুব্ধ করি
গতি করে অবিরত ;
হীরক মণ্ডিত যান শত শত
পথে পথে করে গতি ;
জনতার স্রোতে নগর প্লাবিত
রজঃ পরিপূর্ণ পথি ;
কোথা বা সুন্দর হেম-মণিময়
আসন সজ্জিত আছে ;
প্রাণী লক্ষ লক্ষ করি কর যোড়
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে ;
বসিয়া আসনে প্রাণী কোন জন
হেমদণ্ড করতলে,

াকাশ বিদীর্ণ, ঘন জয়ধ্বনি,
প্রাণিবৃন্দ কোলাহলে ;
হরি স্থানে স্থানে বসি কত জন
শিরস্ত্রাণে জ্বলে মণি,
ঙ্গিতে কটাক্ষ হেলায়ে যে দিকে
সেই দিকে স্তব-ধ্বনি ;
কাথা বা সুসজ্জ তুরঙ্গম পৃষ্ঠে
কেহ করে আরোহণ,
ন্ধিয়া কটিতে হিরণ্য-মণ্ডিত
অসি লগ্ন সারসন ;
াটি কোটি প্রাণী ইঙ্গিত কটাক্ষে
চৌদিকে ছুটিছে তার,
রিছে গর্জ্জন অসি নিষ্কাসন,
ভীষণ ঘন চীৎকার ;
ান দিকে পুনঃ হেরি কত বামা
অন্তরে ভাবিয়া সুখ
াঁধিছে কবরী বিননী বিনায়ে,
হাসি রাশি মাখা মুখ ;—
াহ বা কুসুমে পাতিছে আসন
কোমল ধরণীতলে,
সছে তাহাতে অন্তরে সুখিনী
সিঞ্চিয়া সুগন্ধি জলে,
াহ বা চিকণ পরিয়া বসন
করতলে মণিমালা
াইছে ধীরে, বাজুতে ঘুংঘুর,
বাহুতে বাজিছে বালা ;
ল কোন ধনী ধীরে ধীরে ধীরে
চারু কলা যেন শশী,
া কোন জন আঁকে রূপ তার
ধীরে ধরাতলে বসি ;
ল কোন বামা রাঙ্গা-পদতল
পড়ে ধরণীর বুকে,
। কোন জন কোমল বসন
সম্মুখে পাতিছে সুখে,

নিরখি কোথাও নারী কোন জন
বসিয়া ধরণীতলে,
কোলে সুকুমার হেরে শিশুমুখ
ব্যজনা করি অঞ্চলে ;
প্রসন্ন-বদন দাঁড়ায়ে নিকটে
হৃদয়-বল্লভ তার,
হেরে প্রিয়ামুখে, কভু শিশুমুখে,
মৃদু হাসি অনিবার,
হেরি কোন খানে প্রণয়ীর ক্রোড়ে
প্রমদা সোহাগে দোলে ;
শশ চিহ্ন যথা পূর্ণ ষোল কলা
শোভে শশাঙ্কের কোলে।
কোথাও দাঁড়ায়ে প্রাণী কোন জন
ঘেরে তার চারি পাশ
চাতক যেমন আছে শত জন
বদনে প্রকাশ আশ ;
আনন্দে মগন সেই সুখী প্রাণী
ধরিয়া কাঞ্চন ডালা
পূরি করতল করে বিতরণ
বিবিধ রতন-মালা ;
তনয় তনয়া নিকটে যাহারা
বান্ধব যতেক জন,
বদন তাঁহার ভাবি শশধর
সুখে করে নিরীক্ষণ ;
কোথাও আবার ধূলি ধূসরিত
সহস্র সহস্র প্রাণী
করিছে ক্রন্দন ভার-ভগ্ন দেহ
শিরে করাঘাত হানি ;
যুবা, বৃদ্ধ, শিশু স্বেদ-আর্দ্র বপু,
বসন বিহীন কায়
অনশনে ক্ষীণ, শিরে কক্ষে ভার,
কত কোটি প্রাণী যায় ;
হাসে খেলে কত কাঁদে কত প্রাণী
ভাবে বসি কত জন,

কেহ অন্ধকারে কেহ বা মাণিক—
কিরণে করে ভ্রমণ ;
কত অপরূপ কত কি অদ্ভুত,
রহস্য এরূপ কত
দেখি চক্ষু মেলি প্রাণী রঙ্গভূমে
চলিতে চলিতে পথ।

তৃতীয় কল্পনা।

রত্নোদ্যান—আকাঙ্ক্ষা-ভবন—তন্নিবাসী-
দিগের নৃশংস ব্যবহার—ও
কঠোর রীতি নীতি।

চলিতে চলিতে হেরি এক স্থানে
অপূর্ব্ব নব অঞ্চল,
তরু শিরে ফল অতি মনোহর
কনকের পত্রদল।
ছুটেছে সে দিকে কত শত প্রাণী
কত শত, আসি কাছে
ফল পত্র হেরি তরুর শিখরে
ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে আছে।
কোথাও তরুতে ঝরিছে রজত
বহিছে সুরভি বাস,
প্রাণিগণ তায় ঘেরিয়া চৌদিকে
করিছে কত উল্লাস।
আশ্চর্য্য প্রকৃতি তরু সে সকল,
ঘুরিছে প্রদেশময়,
কভু মধ্যদেশে, কভু প্রান্তভাগে,
তিলেক সুস্থির নয় ;
ভ্রমিছে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে
প্রাণী হেরি কত জন,
তরু সারি সারি চলে যেই দিকে
সে দিকে করে গমন ;
ভ্রমে কত তরু, ভ্রমে তরু পার্শ্বে
প্রাণী হেন কত শত,
সদা ঊর্দ্ধশ্বাস, সদা ঊর্দ্ধবাহু,
অবিশ্রান্ত, অবিরত ;
ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায় পথে নাহি চায়
তরু না পরশে তবু,
ছুটিতে ছুটিতে ত্যজি নাভিশ্বাস
তরুমূলে পড়ে কভু।
কত তরু পুনঃ দেখি স্থানে স্থানে
স্থির হ'য়ে সেথা আছে ;
ঘোর বিসংবাদ মহা গণ্ডগোল
হয় নিত্য তার কাছে ;
কত যে দুর্ব্বাক্য অশ্রাব্য কটূক্তি,
সতত সেখানে হয়,
শুনিতে জঘন্য, ভাবিতে জঘন্য
মুখেতে বক্তব্য নয়।
কোন প্রাণী যদি করে আকিঞ্চন
পরশিতে তরু অঙ্গ,
আঘাত, চীৎকার, কতই প্রকার
কে দেখে সে প্রাণী রঙ্গ!
দেখিলে তখন সে সব বিকট
ক্রূরমতি ভয়ঙ্কর,
মনে নাহি লয় সেই সব জন
বসুন্ধরাবাসী নয়।
সবার বাসনা উঠে তরু'পরে
উঠিতে না পায় কেহ,
এমনি অদ্ভুত বিপরীত মতি
প্রাণীরা পিশাচ দেহ ;
কেহ যদি কভু সহি বহু ক্লেশ
উঠে কোন তরু পরে,
তখন চৌদিকে শত শত জন
তারে আক্রমণ করে,
ফেলে ভূমিতলে পাদ পৃষ্ঠধরি
খণ্ড খণ্ড করে তূর্ণ,

থ দন্তাঘাতে　　নির্দ্দয় প্রহারে
　　অস্থি মুণ্ড করে চূর্ণ ;
ারোহী যে জনে　　না পারে ধরিতে
　　অস্ত্রে কাটে হস্ত পদ,
মনি বিষম　　বাসনা দুরন্ত
　　এমনি ঈর্ষ্যা দুর্ম্মদ,
বু সে পরাণী　　উঠে তরু শিরে
　　আনন্দে কাঞ্চন বাঁধে ;
টিয়া বসন　　থাকিয়া থাকিয়া
　　মণি আভা নেত্র ধাঁধে ;
ন্ন হস্তপদ　　কত প্রাণী হেন
　　হেরি সেথা তরু'পরে,
ঠে অকাতরে　　কত তরু বাহি
　　ক্ষত অঙ্গে রক্ত ঝরে ;
। রুধির ধারা　　নাহি করে জ্ঞান
　　প্রাণী সে কাঞ্চন পাড়ে,
নকের পাতা　　কনকের ফল
　　যতনে বসনে ঝাড়ে।
ই রূপে সেথা　　উঠে নিত্য প্রাণী
　　কভু আসে কোন জন
তি দূর হৈতে　　সে প্রাণীমণ্ডলী
　　নিমেষে করি লঙ্ঘন ;
জলির গতি　　উঠে তরু'পরে
　　কেহ না ছুঁইতে পায়,
রু শিখরে　　উঠেছে যখন
　　তখন সকলে চায়।
রু হৈতে পুনঃ　　রতন পাড়িয়া
　　নামে শেষে ধরাতলে ;
রুতলস্থিত　　প্রাণিগণ এবে
　　কেহ নাহি কিছু বলে ;
য় দন্ত করি　　দেখায়ে রতন
　　ভয়ে সবে জড় সড়,
পারে ছুঁইতে　　না পারে চলিতে
　　চরণে যেন নিগড়।

বুঝিয়া তখন　　মম চিত্তভাব
　　আশা কহে "বৎস শুন,
ভেবো না বিস্ময়　　এই তরুদলে
　　এমনি আশ্চর্য্য গুণ—
ছলে কিম্বা বলে　　কিম্বা সে কৌশলে
　　যে পারে উঠিতে শিরে,
তাহারে এখানে　　কভু কেহ আর
　　পরশিতে নারে ফিরে ;
অন্তরে দাঁড়ায়ে　　শ্বাপদ যেমন
　　গর্জ্জিবে তখন সবে,
অথবা নিকটে　　আসিয়া সত্বরে
　　পদ ধূলি তুলি লবে।"
জিজ্ঞাসি আশারে　　এত কষ্ট সবে
　　রতন সঞ্চয় করে,
কি বাসনা সিদ্ধি　　কিবা মোক্ষপদ,
　　কোথা পায় পুনঃ পরে।
আশা কয় "এথা　　আসিতে আসিতে
　　দেখিলে যতেক জন,
দিব্যাসনে বসি　　দিব্য মণি শিরে
　　অপূর্ব্ব শোভা ধারণ ;
দেখিলা যতেক　　মাতঙ্গ, ঘোটক
　　হেম রৌপ্যময় যান,
দেখিলা যতেক　　দাতা, ভোক্তা প্রাণী
　　ভুঞ্জে সুখে পদ মান ;
এই তরু শস্য　　পত্রাদি চয়ন
　　আগে করি গেলা তারা,
তাই সে এখন　　ভোগে সে ঐশ্বর্য্য
　　ধরাতে আশ্চর্য্য ধারা।"
বলিতে বলিতে　　আশা চলে আগে
　　পশ্চাতে পশ্চাতে যাই,
সে অঞ্চল মাঝে　　আসি এক স্থানে
　　চকিত অন্তরে চাই।
দেখি সেই খানে　　প্রাণী কত জন
　　ভ্রমিছে প্রমত্তভাব ;

দামিনীর ছটা মুখেতে যেমন
নিত্য হয় আবির্ভাব ;
করেতে উলঙ্গ করাল কৃপাণ
ঝকিছে তড়িৎবৎ,
নক্ষত্র-পতন বেগেতে তাহারা
ছুটি ভ্রমে সর্ব্বপথ ;
কেহ অশ্বপরে করি সিংহনাদ
ঝড় গতি সদা ফিরে,
যেন অভিলাষ গগন মণ্ডল
আকর্ষণ করি চিরে ;
কেহ চলে দম্ভে উন্মত্ত কুঞ্জরে
ক্ষিতি কাঁপে টল টল,
বৃংহিত-নির্ঘোষ ছাড়িয়া কর্কশ
চলে দর্পে মদকল ;
কেহ মত্তমতি ধায় পদব্রজে
তরঙ্গ যে ভাবে ধায়,
তুলি দীপ্ত অসি ঘন, শূন্যপথে,
বজ্রধ্বনি নাসিকায় ;
হেন মত্তভাব প্রাণী সে সকল
ভ্রমে নিত্য সেই স্থানে,
পদতলে দলি ক্ষুব্ধ ধরাতল
গগনে কটাক্ষ হানে ;
নিরখি সেখানে কাচ বিনির্ম্মিত
কত চারু অট্টালিকা—;
চারু শুভ্র ভাতি প্রভা মনোহর
প্রকাশে যেন চন্দ্রিকা—;
হৈম ধ্বজদণ্ডে শত শত ধ্বজা
শ্বেত রক্ত নীল পীত,
অট্টালিকা চূড়ে উড়িছে সতত
গগন করি শোভিত।
ছুটিতে ছুটিতে প্রাসাদ নিকটে
সবে উপনীত হয়,
না চিন্তি ক্ষণেক করে আরোহণ
চিত্তে ত্যজি মৃত্যুভয়।

প্রাসাদ-শরীরে প্রাণীর শৃঙ্খল
আরোপিত কাঁধে কাঁধে,
লম্ফে লম্ফে এরা সে প্রাণী শৃঙ্খলে,
শিখরে উঠে অবাধে ;
উঠে যত দূর ক্রমে গৃহ চূড়া
উঠে তত শূন্য ভেদি,
অসম সাহসে প্রাণী সে সকল
উঠে অভ্র-অঙ্গ ছেদি ;
উঠে যেন ক্রমে দূর অন্তরীক্ষে
আকাশে মিলিত হয়,
ঘেরি যেন দেহ সৌদামিনী সহ
জলদ সুস্থির রয়।
কোন বা প্রাসাদ মাঝে মাঝে কভু
অতি গুরুতর ভারে,
পড়ে ভূমিতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া
চূর্ণকাচ চারিধারে ;
প্রাণীর সোপান আরোহী সে জন
কাচ-বিনির্ম্মিত গেহ,
নিমিষে অদৃশ্য নাহি থাকে কিছু,
নাহি থাকে প্রাণী কেহ।
না পড়ে যাহারা উঠিয়া শিখরে,
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে ;
পড়িছে প্রাসাদ চারি দিকে যত
নিরখি আনন্দ বাড়ে।
সে প্রাসাদমালা উপরে আশ্চর্য্য
প্রাণী এক হেরি ভ্রমে,
বিজলির লতা ক্রীড়া করে যেন
প্রাসাদশিখরে ক্রমে।
আরোহী প্রাণীরা নিকটে আইলে
মুকুট তুলিয়া ধরে,
অধৈর্য্য হইয়া প্রাণী সে সকল
কিরীট শিরেতে পরে ;
পরিয়া উজ্জ্বল কিরীট মস্তকে
বেগে নামে ধরাতলে ;

।ড়িয়া হুঙ্কার কাঁপায়ে মেদিনী
মহা দম্ভ তেজে চলে ;
:ল গর্ব্ব করি পৃথিবী সৃজন
বল সে কাহার তরে,
যদি সম্ভোগ করিবে এ ধরা
কেন বিধি সৃজে নরে।
র-বীর্য্য ধরি যে আসে মহীতে
তাহারি উচিত হয়,
ঞ্জিতে ধরাতে ঐশ্বর্য্য প্রতাপ,
পশু যারা ভাবে ভয়।
র্ম্ম লৈয়ে ভাবে পাবে কর্ম্ম-ফল
পাবে মোক্ষপদ, হায় !
র্ত্ত ইন্দ্রালয় করিতে পারিলে
স্বর্গপুরী কেবা চায় ?"
ন গর্ব্বভাবে চলে দর্প করি
প্রাণী সে সকল হেরি,
শ্রুত নয়নে শত শত প্রাণী
চলে চারিদিক ঘেরি ;
হ বলে কোথা জনক আমার
কেহ বলে ভ্রাতা কই,
হ বলে ফিরে দেও রাধানাথ,
নাহি সে সম্বল বই।
ইরূপে কত রমণী বালক
ক্রন্দন করিয়া ধীরে,
াবস্ত্র হয়ে চলে কৃতাঞ্জলি
সঙ্গে সঙ্গে সদা ফিরে।
শুনে সে বাণী সে ক্রন্দনস্বর
সে প্রাণী শার্দ্দূল প্রায়,
াসি হেলাইয়া চমকে চমকে
উন্মত্ত ভাবেতে ধায় ;
পড়ে সম্মুখে কি পুরুষ নারী
কিবা বৃদ্ধ শিশু প্রাণী,
৬ খণ্ড করে তখনি সে জনে
শাণিত কৃপাণ হানি।

দেখিলাম কত শিশু এইরূপে
কত যে অনাথ নারী,
করিল বিনাশ সদা মত্ত মন
সেই সব অস্ত্রধারী ;
নাহি করে দয়া প্রাণে নাহি মায়া
কত প্রাণী হেন বধে,
কমল কোরক শুণ্ডেতে ছিঁড়িয়া
হস্তী যেন চলে মদে ;
কেহ উত্তরাস্তে কেহ বা পশ্চিমে
পূর্ব্ব দিকে কোন জন,
দেখি সেই সব উন্মত্ত পরাণী
দাপটে করে গমন ;
উত্তর পশ্চিমে প্রাণী দুই এক
কিঞ্চিৎ সঙ্কোচে যায়,
কেশরী-গর্জ্জনে পূর্ব্ব দিকে হায়
ছুটে কত মহাকায়।
দেখিয়া তখন হৃদয়ে যেমন
রুধির হইল জল ;
যেন বিষপানে জ্বলিল পরাণ,
দেহ হৈল শূন্য-বল।
কহিনু আশায় এই কি তোমার
আনন্দ-কানন-স্থান !
আসিলে এখানে জুড়ায় তাপিত
হৃদয়, শরীর, প্রাণ !
ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কহে আশা
"শুনরে বালকমতি,
আমার সেবক প্রাণী যত এথা
এ নহে তাদের গতি ;
দুরাকাঙ্ক্ষা নামে দুরাত্মা পরাণী
কখন। পশে এথায়,
দুর্দ্দম প্রতাপ দাপট তাহার,
নিবারিতে নারি তায় ;
ভুলাইয়া প্রাণী ফেলায় কুপথে
অহি সম পূর্ণ-ছল,

বারেক যাহারে সে জন পরশে
করে তারে করতল ;
নাহি থাকে আর অধিকার মম
সে প্রাণী পশ্চাতে ধায়,
নাহি জানি পরে হয় কিবা গতি
বৃথা সে দোষে আমায় ;
চল এই দিকে দেখিবে সেখানে
কিবা এ পুরী-মহিমা,
কেন এত জন প্রবেশে পুরীতে
ভাবিয়া এত গরিমা।"
আমি কহি, চল ওই দিকে যাই
শুনি যেন কোলাহল,
নিরখিব কিবা কেন কোলাহল
হয় পূরি সে অঞ্চল।
অনেক নিষেধ করিলা আমারে
সে পথে যাইতে আশা ;
তবু কোন ক্রমে সম্বরিতে নারি
পরাণীর সে পিপাসা।
অনন্য উপায় শেষে আশা মোরে
লইয়া সে দিকে যায় ;
নিকটে আসিয়া অতি ধীরে ধীরে
প্রচ্ছন্ন ভাবে দাঁড়ায়।
দেখি সেই খানে তনু অস্থিসার
প্রাণী এক বৃদ্ধ জরা ;
শত গ্রন্থিময় বস্ত্র ধূলি পূর্ণ
মলিন বপুতে পরা ;
ধূলি পিণ্ডবৎ খাদ্য কিছু হাতে,
কণা কণা করি তায়
বাঁটিছে সকলে চারি দিকে প্রাণী
ঘোর কোলাহলে ধায় ;
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল সদৃশ ছুটিছে
যুবা বৃদ্ধ কত প্রাণী,
বিলম্ব না সয় বণ্টন করিতে
কাড়ি লয় বেগে টানি ;
ক্ষুধানলে জ্বলে জঠর সবার
কি করে অন্নের কণা,
পরস্পরে সবে করে কাড়াকাড়ি
নিবারে ক্ষুধা আপনা।
কত যে করুণ, শুনি ক্ষুণ্ণ স্বর
কত খেদ বাক্য হায় !
শুনে স্থির-চিত্তে বারেক যে জন
জনমে না ভুলে তায়।
দেখিলাম আহা কত শিশুমুখ
বিশুষ্ক পুষ্পের মত
কত অন্ধ খঞ্জ রমণী দুর্ব্বল
চেয়ে আছে অবিরত ;
অশ্রুজলে ভাসে গণ্ড বক্ষঃস্থল
জনতা ভেদিতে চায়,
নিকটে যে আসে অন্নকণা লয়ে
লালসে নেহারে তায়।
হায় ! কত জন অধীর ক্ষুধায়
নিরখি সেখানে ধায়,
দুর্ব্বল অবলা শিশু হস্ত হতে
অন্ন কাড়ি লয়ে খায় ;
সে প্রাণীমণ্ডলী কত যে অধৈর্য্য
কত যে কাতরে আসে
করিয়া চীৎকার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
সেই বৃদ্ধ প্রাণী পাশে।
কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ন কণা
বণ্টন করে সে প্রাণী,
নিত্য খিন্ন ভাব সদাই আক্ষেপে
অতি কষ্টে কহে বাণী—
কেন রে সকলে আইস এখানে
কোথা আর অন্ন পাব,
বিধির বঞ্চনা ! তোদের লাগিয়া
বল্ আর কোথা যাব ;
এ পুরী ভিতরে নাহি হেন স্থান
না করি যেথা ভ্রমণ ;

হেন বৃত্তি চৌর্য্য কিম্বা ছল
না করি যাহা ধারণ ;
হি ঘুচে কাঙ্গালের হাল
কি কব কপাল দুষ্ট,
পাব বল্ আহার তোদের
বিধাতা আমারে রুষ্ট ;
এ পুরীতে করিস প্রবেশ
ভুঞ্জিতে এ হেন ক্লেশ,
রঙ্গভূমি ধনীর আশ্রয়,
নহে কাঙ্গালের দেশ !
ত অন্তরে কহিনু আশায়
আর না দেখিতে চাই,
ী মহিমা গরিমা যতেক
এখানে দেখিতে পাই ;
দেখাইয়া বাহিরিতে দ্বার
পুনঃ যাই সেই স্থান ;
যেথা হতে, দেখিয়া এ সব
অস্থির হয়েছে প্রাণ।
বচনে আশা কহে "কেন
উতলা হইছ এত,
ইব তোর বাসনা যেরূপ
যেবা তব অভিপ্রেত ;
ভূমি নাম শুন এ নগরী
কর্ম্মগুণে ফলে ফল,
মতি তুমি বুঝিনু তোমার
অন্তর অতি কোমল ;
ন ধাতুতে নির্ম্মিত যে প্রাণী
সেই বুঝে রঙ্গ এর ;
া রঙ্গভূমে ভ্রমিতে আপনি
বিরিঞ্চি ভাবেন ফের ;
এই দিকে তব মনোমত
পদার্থ দেখিতে পাবে।
পুরী ভ্রমণ কৌতুক লহরী
তখন নাহি ফুরাবে।"

এত কয়ে আশা চলে আগে আগে
সভয়ে পশ্চাতে যাই ;
আসি কিছু দূর পুরী-মধ্যভাগে
অচল দেখিতে পাই।

চতুর্থ কল্পনা।

[যশঃশৈল—নিম্নভাগে প্রাণিসমাগম—আরোহণ প্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর দর্শন—ভিন্ন ভিন্ন যশস্বী প্রাণিমণ্ডলীর কীর্ত্তিকলাপ দর্শন—বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ।]

নিকটে আসিয়া নিরখি সুন্দর
অপূর্ব্ব শিখর শ্রেণী,
শিখরে শিখরে কনক প্রদীপ
যেন কিরণের বেণী ;
শৈল চারিদিকে তৃষিত নয়ন
প্রাণী লক্ষ লক্ষ জন,
কুসুমে গ্রথিত মাল্য মনোহর
শূন্যে করে উৎক্ষেপণ ;
ঘন ঘন ঘন হয় জয়ধ্বনি
ক্ষণেক নাহি বিশ্রাম,
যন উর্ম্মিরাশি জলরাশি অঙ্গে
গতি করে অবিরাম।
প্রাণীবৃন্দ আসি একে একে সবে
ক্রমে শৈলতলে যায়,
চূড়াতে জ্বলিছে মাণিকের দীপ
সঘনে দেখিছে তায়।
সে অচলে হেরি ঘেরি চারিদিক্
প্রাণী আরোহণ করে ;
আমূল শিখর শৈল অঙ্গে প্রাণী
অপরূপ শোভা ধরে !

চলে ধীরে ধীরে শিরে শিরে শিরে
অঙ্গে অঙ্গ পরশন,
অবিরত স্রোত প্রাণীর প্রবাহ
কৌতুকে করি দর্শন ;
শিলাতে শিলাতে পদ রাখি ধীরে
উঠিছে পরাণীগণ,
উঠিতে উঠিতে পড়ে কত জন
স্খলিত হয়ে চরণ ;
বটফল যথা বৃক্ষ হ'তে সদা
খসিয়া পড়ে ভূতলে,
এথা সেইরূপ প্রাণী নিত্য নিত্য
খসিয়া পড়ে অচলে।
পড়িয়া উঠিতে, কেহ নাহি পারে
কেহবা আরোহে পুনঃ;
সে প্রাণী প্রবাহ অবিচ্ছেদ গতি
কখন না হয় উন।
লয়ে নিজ নিজ যে আছে সম্বল
উঠিছে যতনে কত,
শিখরে শিখরে কনক প্রদীপ
নেহারে সুখে সতত।
উঠে প্রাণিগণ দীপ লক্ষ্য করি
শীত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান।
মন্ত্র করি সার দেহ ভাবি ছার
পণ করি নিজ প্রাণ।
কাহার মস্তকে মণি মুক্তারাশি
উপাধি কাহার শিরে,
কাহার সম্বল নিজ বুদ্ধি বল
অচলে উঠিছে ধীরে ;
গ্রন্থ রাশি রাশি লয়ে কোনজন
কার করতলে তুলি,
কেহ বা ধরিছে যতনে কক্ষেতে
কাব্যগ্রন্থ কতগুলি ;
কেহ বা রূপের ডালা লয়ে শিরে
চলেছে সুরূপা নারী ;

চলেছে গায়ক নাটক, বাদক,
বীণা বেণু আদি ধারী।
উঠিতে বাসনা করে না অনেকে
আসিয়া ফিরিয়া যায়,
নীচে হৈতে শূন্যে ফেলি ফুল-মালা
সেই অচলের গায় !
বহুজন পুনঃ করিয়া প্রয়াস
উঠিছে অচল দেশে,
পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবার
নামিয়া আসিছে শেষে।
জিজ্ঞাসি আশারে প্রাণী রঙ্গভূমে
কিবা হেরি এ অচল,
আশা কহে "বৎসে যশঃশৈল ইহা
অতি মনোরম্য স্থল।"
বাড়িল কৌতুক উঠিতে শিখরে
আনন্দে আগ্রহে যাই,
আগে আগে আশা চলিল সম্মুখে
অচলে পথ দেখাই।
উঠিতে উঠিতে শুনি শূন্য পরে
সুমধুর ধ্বনি ঘন
মস্তক উপরে ঘুরিয়া যেমন
সতত করে ভ্রমণ ;
যেন শত বীণা বাজিছে একত্র
মিলিত করিয়া তান,
শ্রবণে প্রবেশ করিলে [illegible]নি
পুলকিত করে প্রাণ।
শূন্যে দৃষ্টি করি রোমাঞ্চ শরীর,
বিস্ময় ভাবিয়া চাই,
কিবা কোন যন্ত্র, কিবা বাদ্যকর,
কিছু না দেখিতে পাই।
হাসি কহে আশা "বৃথা আকিঞ্চন,
দৃষ্টি না হইবে নেত্রে,
এ মধুর ধ্বনি নিত্য এই রূপে
নিনাদিত এই ক্ষেত্রে ;

াণা কি বাঁশরী   কিম্বা কোন যন্ত্র
নিঃসৃত নহেক স্বর,
তঃ বিনির্গত   সুললিত সদা,
ভ্রমে নিত্য গিরিপর,
া মনোহর   বায়ুতে বায়ুতে
বেড়াতে ঝঙ্কার করি,
মলের দল   বেষ্টিয়া যেমন
ভ্রমর ভ্রমে গুঞ্জরি।"
নিতে শুনিতে   আশার বচন
ক্রমশঃ অচলে উঠি,
ত উর্দ্ধে যাই   তত সুমধুর
ধ্বনি ভ্রমে সেথা ছুটি।
াড়ি অধোদেশ   উঠিনু যখন
মধ্যভাগে গিরিকায়;
রীর পরশি   ধীরে ধীরে ধীরে
বহিল মৃদুল বায়!
ন বায়ুতে মিশি   সুমধুর ঘ্রাণ
করিল আমোদময়;
যন সে অচল   সুরভি মধুর
সৌগন্ধে ডুবিয়া রয়;
াগুরু চন্দন   জিনিয়া সে গন্ধ
পুষ্পগন্ধ যেন মৃদু,
রি কি মধুর   মনোহর যেন
দেবের বাঞ্ছিত মধু!
মিছে সে গন্ধ   ঘেরিয়া অচল
প্রতি শিখরের চূড়ে,
টিছে পবনে   সে ঘ্রাণ নিয়ত
কতই যোজন যুড়ে;
াহি হয় হ্রাস   ক্রমে যত যাই
ক্রমে বৃদ্ধি তত হয়,
াসারন্ধ্র যেন   ঘ্রাণ পূর্ণ করি
প্রাণ করে মধুময়।
সই গন্ধে মজি   শুনি সেই ধ্বনি
ভ্রমে সে অচল পরে,

ভ্রমিতে ভ্রমিতে   কত কি অদ্ভুত
দেখি চক্ষে সুখ ভরে;
নিরখি তাহার   কোন বা শিখরে
প্রাণী বসি কোনজন
অসুর অসাধ্য   অসম্ভব ক্রিয়া
নিমেষে করে সাধন;
কোন গিরি চূড়ে   বসি কোন প্রাণী
মণি দণ্ড হেলাইছে,
ক্ষণপ্রভা তার   বশবর্ত্তী হয়ে
চরাচর ঘুরিতেছে;
কোন বা শিখরে   বসি কোন জন
তোলে ভোগবতী-জল,
কেহ বা করেতে   আকর্ষণ করি
ঘুরায় বিশ্বমণ্ডল;
কেহ বা নক্ষত্র,   গ্রহ, ধূমকেতু,
ধরিয়া দেখায় পথ,
লক্ষ্য করি তাহা   শূন্য মার্গে উঠে
ভ্রমে সবে চক্রবৎ;
কেহ বা ভেদিয়া   সূর্য্যের মণ্ডল
আচ্ছাদন খুলে ফেলি,
আনন্দে দেখিছে   বাষ্প সরাইয়া
নিবিড় বিদ্যুৎ-কেলি;
কেহ শূন্য হৈতে   পাড়ি চন্দ্র তারা
করতলে রাখে ধরি,
পুনঃ ছাড়ি দেয়   সর্ব্ব অঙ্গ তার
সুখে নিরীক্ষণ করি,
দেখি কোন চূড়া   উপরে বসিয়া
সুদিব্য-মূরতি প্রাণী
তন্ত্রী বাজাইয়া   মনের আনন্দে
ঢালিছে মধুর বাণী;
কোন শৃঙ্গে হেরি   প্রাণী কোন জন
মস্তকে কাঞ্চনময়
জ্বলিছে মুকুট   শিখর উপরে
হয় যেন সূর্য্যোদয়;

হেরি দিব্য মূর্ত্তি দিব্যাসনোপরে
প্রাণী বৈসে কোথা সুখে,
ধক্ ধক্ করি হীরা খণ্ড সদা
প্রদীপ্ত হইছে বুকে;
হেরি কত ঋষি স্থির শান্ত ভাব
বসিয়া অচল-অঙ্গে
গ্রন্থ করে পাঠ যেন ধ্যানধরি
ভাসিছে ভাব-তরঙ্গে।
হেরি অপরূপ অচল প্রকৃতি
প্রাণিগণ যত উঠে,
ছাড়ি মধ্যদেশ স্থির হয় যেথা
সেইখানে পদ্ম ফুটে;
তখনি শিখরে হয় শৃঙ্গনাদ
দশদিক্ শব্দে পূরে,
অচল-শরীর কাঁপায়ে নিনাদ
প্রবেশে অমর পুরে।
প্রাণী সেই জন এবে দিব্য মূর্ত্তি
বৈসে চারু পুষ্পপর;
উঠে অন্য যত সে অচল-অঙ্গে
পূজে তারে নিরন্তর।
স্তবকে স্তবকে সে ভূধর-অঙ্গে
কত হেন পদ্মফুল,
উপরে উপরে দেখিলাম রঙ্গে
কৌতুকে হৈয়ে আকুল!
বিস্ময়ে তখন জিজ্ঞাসি আশারে,
আশা মৃদু ভাষে কয়,
"ত্যজে জীবলীলা প্রাণী যে এখানে
এই ভাবে এথা রয়;
প্রাণী রঙ্গভূমে জানাতে বারতা
হয় শূন্যে সিংহনাদ;
শিখর উপরে আইসে দেবগণ
করিয়া কত আহ্লাদ।
এই যে দেখিছ প্রাণী যত জন
পদ্মাসনে আছে বসি,
ধরার ভূষণ প্রলয়ে অক্ষয়,
মানব-চিত্তের শশী;
দেখ গিয়া কাছে তব পরিচিত
প্রাণী এথা পাবে কত,
বদন হেরিয়া করিয়া আলাপ
পূর্ণ কর মনোরথ।"
একে একে আশা কাণে কহি নাম
চলিল দেখায়ে রঙ্গে,
পুলকিত তনু দেখিতে দেখিতে
চলিনু তাহার সঙ্গে;
ব্যাস, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি
চরণ বন্দনা করি,
শঙ্কর আচার্য্য, খনা, লীলাবতী,
মূর্ত্তি হেরি চক্ষু ভরি;
উঠিনু সেখানে যেখানে বসিয়া
বাল্মীকি অমর প্রায়,
আনন্দে বাজায়ে সুমধুর বীণা
শ্রীরাম-চরিত গায়।
দেখিয়া আমারে অমর ব্রাহ্মণ
দয়ার্দ্র-মানস হয়ে;
দিলা পদধূলি স্বদেশী জানিয়া
আশু শিরঘ্রাণ লয়ে;
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা
কেবা রাজ্য করে তায়,
ভারতীর পুত্র কেবা আর্য্যভূমে
তাঁহার বীণা বাজায়;
কোন বীরভোগ্যা এবে আর্য্যভূমি,
কোন ক্ষত্রী বলবান্
দৈত্য রক্ষঃকুল করিয়া দমন
রক্ষা করে আর্য্যমান,
কোন্ আর্য্যসুত যশঃ-প্রভাগুণে
স্বদেশ উজ্জ্বল মুখ;
দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন নারী
স্নিগ্ধ করে পতি-বুক;

কেবা রক্ষা করে বেদ বিধি ধর্ম্ম
কোন্ বুধ মহামতি,
ব্রাহ্মণ কুলের তিলক স্বরূপ
সাধন করে উন্নতি ;
কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারতা
সুধাইয়া বারংবার ;
কি দিব উত্তর ভাবিয়া না পাই
চক্ষে বহে নীরধার।
হেরে অশ্রুধারা করুণ বাক্যেতে
ঋষি অতি ব্যগ্রমন
আগ্রহে আবার অতি সযতনে
কৈলা মোরে সম্ভাষণ।
কহিনু তখন কি বলিব ঋষি
কি দিব সংবাদ তার—
তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল
সে আর্য্য নাহিক আর ;
ডুবেছে এখন কলঙ্ক-সলিলে
নিবিড় তমসা তায় ;
সে ধনু-নির্ঘোষ সে বীণা-ঝঙ্কার
আর না কেহ শুনায়,
নিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ, ক্ষত্রকুল
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব গিয়া,
ভাসে পুণ্যভূমি অকূল পাথারে
পরমুখ নিরখিয়া ;
সে বচন শুনি আর্য্য-ঋষিমুখ
ধরিল যে কিবা ভাব,
কি যে ভয়ঙ্কর ধ্বনি চতুর্দ্দিকে
আর্য্য-মুখে ঘন স্রাব ;
ভাবিতে সে কথা এখন (৩) হৃদয়
ভয়েতে কম্পিত হয়,
অন্তরে অঙ্কিত রবে চিরদিন
বাণীতে প্রকাশ্য নয় !
যত ছিল সেথা আর্য্যকুলোদ্ভব
মহাপ্রাণী মহোদয়,
ঘোর বজ্রাঘাতে একেবারে যেন
আকুলিত সমুদয়।
সে দুঃখ দেখিয়া, দেখিয়া সে ভাবে
আর্য্যসুতে চিন্তাকুল,
তুলিয়া দর্পণ আশা কহে "ইথে
চাহি দেখ আর্য্যকুল ;
দেখরে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ
ভারত কিরূপ বেশ,
দেখে একবার প্রাণের বেদনা
ঘুচাবে মনের ক্লেশ।"
দেখিলাম চাহি যেন পূর্ব্বদিক
জ্বলিছে কিরণময়,
ভারত মণ্ডল সে কিরণে যেন
প্রদীপ্ত হইয়া রয় ;
ভারত-জননী যেন পুনর্ব্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে,
ফুটিয়াছে যেন তেমতি আবার
পূর্ব্ব তেজ হাস্যাননে ;
ঘেরিয়া তাঁহারে নব আর্য্যজাতি
কিরীট কুণ্ডল তুলি,
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল
ঝাড়িয়া কলঙ্ক ধূলি ;
নবীন পতাকা তুলিয়া গগনে
ছুটেছে আবার দূত,
ভুবন ভিতরে করি ঘন নাদ
বদনে প্রভা অদ্ভুত ;
দিক্ দশ বাসী মানব মণ্ডলী
আনি সপ্ত সিন্ধুজল,
করে অভিষেক, বলে উচ্চ নাদে
জাগ্রত আর্য্য মণ্ডল ;
পশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর ধ্বনি
আনন্দ সঙ্গীত গায়,
উঠে সিন্ধুবারি ভারত প্রক্ষালি
আবার গর্জ্জিয়া ধায় ;

উঠে হিমালয় পুনঃ শূন্য ভেদি
পূর্ব্বের বিক্রম ধরি,
ছুটে পুনরায় জাহ্নবী যমুনা
গভীর সলিলে ভরি ;
আনন্দে আবার ভারত-সন্তান
বীণা ধরে করতলে ;
আবার আনন্দে বাজায়ে দুন্দুভি
বসুন্ধরা-মাঝে চলে ;
দেখে সে দর্পণে অপূর্ব্ব প্রতিমা
হরষ বাষ্পেতে আঁখি,
পূরিল অমনি ফুটিল বাসনা
হৃদয়ে তুলিয়া রাখি ;
দেখিতে দেখিতে সে দর্পণ ছায়া
আরো উৰ্দ্ধভাগে যাই,
স্তরে স্তরে যেন হেরি সে ভূধর
উঠে শূন্যে যত চাই।
আশা কহে "বৎস, কত দূর যাবে
নাহি পাবে এর পার,
যত দূর যাবে তত দূর ক্রমে
শৃঙ্গ পাবে অন্য আর।"
আশার বচনে ক্ষান্ত হয়ে ফিরি
পুনঃ সে অচল-অঙ্গে,
নামি কিছু দূর নিরখি সেখানে
সুকবি কঙ্কণে রঙ্গে।
পদতলে তার দেখি মন-সুখে
বসিয়া ভারত দ্বিজ,
বাজাইছে বাঁশী মধুর সুরবে
ছড়াইয়া রস নিজ ;
ক্রমে ভূমিতলে অবতরি পুনঃ
তবু যেন প্রাণ মন
করে আকিঞ্চন গিরিতলে থাকে
সুখে আরো কিছুক্ষণ।
যথা নীড় হৈতে করিয়া হরণ
অরণ্যে পক্ষিশাবক,
দ্রুত বেগে গতি করে গৃহ মুখে
দুরন্ত কোন বালক ;
তখন যেমন সেই পক্ষিশিশু
চায় দুঃখে নীড় পানে,
কাকলি করিয়া মৃদু আর্ত্তস্বরে
আকুলিত হয় প্রাণে ;
সেই ভাবে এবে ফিরিয়া ফিরিয়া
অচল শিখরে চাই,
মুকুট উজলি জ্বলে হেম-দীপ
হেরিতে হেরিতে যাই !

পঞ্চম কল্পনা।

—*—

(স্নেহ, ভক্তি, বাৎসল্য, প্রণয় প্রভৃতির নিবাসে
প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল অতিক্রম
করিয়া যাইতে হয়—কর্ম্মক্ষেত্র এবং
স্নেহাদি অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তিনী নদী—
তদুপরিস্থিত পরিণয় সেতু—
তাহাতে প্রাণিগণের
গতিবিধি)

কর্ম্মক্ষেত্র এবে করি পরিহার,
আশার সহিত পরে
উপনীত হই আসি এক স্থানে
নিরখি আনন্দ ভরে—
নব দূর্ব্বাময় ভূমি সমতল
বিস্তার বহুল দূর,
প্রান্তভাগে তার পড়েছে ঢলিয়া
নীল নভঃ সুমধুর ;
তরুণ তপন তরুর শিখরে
ঘন চিকি চিকি করে,
শাখা বল্লী যেন ভানুরশ্মি মাখি
দুলিছে সুখের ভরে ;

প্রফুল্ল ভাস্কর কিরণ প্রকাশি
প্রফুল্ল করেছে বন,
মৃদুতর তাপ পরশি শরীর
স্নিগ্ধ করে অনুক্ষণ।
হেমন্ত প্রভাতে যেন সুমধুর
সূর্য্যের মৃদুল ভাতি,
সুখে ভুঞ্জে লোক আলোকে বসিয়া
কিরণে শরীর পাতি;
এথা সেইরূপ পশু পক্ষী প্রাণী
ভ্রমে সুখে নিরন্তর,
অঙ্গেতে মাখিয়া স্নিগ্ধ নিরমল
উজ্জ্বল ভানুর কর।
চারিদিকে কত নেহারি সেখানে
তৃণমাঠ গোষ্ঠ পরে,
নিজ নিজ বৎস লয়ে গাভী, মেষ
নিরন্তর সুখে চরে;
শস্য নানা জাতি ক্ষিতি-শোভাকর
বীজ পুষ্প ধরি কোলে,
কিরণে ডুবিয়া পবন হিল্লোলে
হেলিয়া হেলিয়া দোলে।
নিরখি চৌদিকে কৌতুকে সেখানে
শস্যস্তম্ভ নতশির,
কাঞ্চন বরণ মঞ্জরী পরিয়া
ভূষণ যেন মহীর।
মনোহর চিত্র যেন সেই স্থান
চিত্রিত ধরণী বুকে,
কিরণে সুন্দর চলে পথবাহী
প্রাণী সেথা কত সুখে।
চলি কত পথ ক্রমে এইরূপে
আসি শেষে কত দূর,
নিরখি সম্মুখে চমকিত চিত্ত
সুসজ্জ গৃহ প্রচুর;
শোভে সৌধরাজি অভ্র অঙ্গে যেন
চিত্রিত সুন্দর ছবি,
রঞ্জিত করিয়া তাহে যেন সুখে
কিরণ ঢালিছে রবি।
দেবালয় সব সেই সৌধরাজি
সুরচিত্ত মনোহর,
স্তরে স্তরে স্তরে অবিমুক্ত শ্রেণী
শোভিছে তটের পর।
চলিছে তরঙ্গ খরতর বেগে
ভিত্তি প্রক্ষালন করি,
উঠিছে পড়িছে আবর্ত্তে ঘুরিছে
সূর্য্য প্রভা জটে ধরি;
ছল ছল ছল ছুটিছে তটিনী
কুল কুল কুল নাদ,
থর থর থর কাঁপিছে সলিল
ঝর ঝর ঝরে বাঁধ;
ঘর্ ঘর্ ঘর ঘুরিছে আবর্ত্ত
কর্ কর্ কর্ ডাক,
লপট ঝপট ঝাঁপিছে তরঙ্গ
থমক থমক থাক;
নব জলধর সলিল বরণ
কিরণ ফুটিছে তায়;
লুটিতে লুটিতে ছুটিতে ছুটিতে
সৈকতে হিল্লোল ধায়;
তটে দেবালয়, জলে ঢেউ খেলা,
রৌদ্র খেলা তার সঙ্গে,
আনন্দে নিরখি নয়ন বিস্ফারি
দেখি সে কতই রঙ্গে।
দেখি মনোহর পর
সেতু বিরচিত আছে,
যুগল যুগল পরাণী সেখানে
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে।
দেবালয় যত কত যে সুন্দর,
অসাধ্য বর্ণন তার,
উঠেছে বেদ ধ্বনি প্রতি দেবালয়ে,
শুনে সুখ দেবতার।

সদা শঙ্খ ঘণ্টা সুমঙ্গল ধ্বনি
হয় মন্ত্র উচ্চারণ,
চন্দন চর্চ্চিত কুসুমের ঘ্রাণে
প্রফুল্লিত করে মন ;
স্তব স্তোত্র পাঠ জয় জয় নাদ
সর্ব্বত্র উঠে গম্ভীর,
বিধাতার নাম ভক্ত-কণ্ঠ শ্রুত
রোমাঞ্চ করে শরীর।
হয় নিত্য নিত্য গীত বাদ্যধ্বনি
কত মত মহোৎসব,
নিয়ত সেখানে ধ্বনিত কেবল
সুখদ আনন্দ রব।
সহাস্য বদন প্রাণী কত জন
প্রতি দেবালয় দ্বারে
পূজি অভিপ্রেত দেব নিজ নিজ
উপনীত সেতু ধারে।
সেতুমুখে প্রাণী দেখি কত জন
ধান দূর্ব্বা লয়ে হাতে,
আশীর্ব্বাদ করি করিছে পরশ
পথিকমণ্ডলী মাথে ;
দিয়া দূর্ব্বা ধান ধরি করে করে
দুই দুই সুখী প্রাণী,
জনেক পুরুষ রমণী জনেক
বদ্ধ করে উভপাণি ;
বাঁধে গ্রন্থি দৃঢ় অঞ্চলে অঞ্চলে
শুভ বিধি দৃষ্টি শুভ,
খুলিয়া অঙ্গুরী পরায় অঙ্গুলে
শুচি মনে উভে উভ ;
অগ্নি সাক্ষী করি মাল্য করে দান
কণ্ঠে কণ্ঠে এ উহার ;
করেছে প্রতিজ্ঞা উভয়ে আনন্দে
সেতু হবে দোঁহে পার।
এইরূপে বাহু বাহুতে বান্ধিয়া
প্রাণী দোঁহে সেতু'পর,

উঠিছে আনন্দে প্রকম্পিত বুক
প্রস্ফুট সুখে অন্তর।
কত হেন রূপ নিরখি কৌতুকে
মনসুখে নিরন্তর,
উঠিছে দম্পতী হাসিতে হাসিতে
বিচিত্র সেতুর' পর।
আশা কহে "বৎস সম্মুখে তোমার
দেখ যে সুন্দর সেতু,
আমার কাননে কৌশলে রচিত
কেবল সুখের হেতু ;
পরিণয় সেতু নামে পরিচিত
এ কানন মাঝে ইহা ;
আসে ইথে লোক মিটাইতে শেষে
কানন ভ্রমণ স্পৃহা ;
এই সেতু বাহি দম্পতী যে কেহ
পারে হৈতে নদী পার,
এ কানন মাঝে আছে যত সুখ
নিত্য প্রাপ্তি হয় তার।
দেখিছ যে ঐ নদী অন্য পারে
দিব্য উপবন যত,
প্রবেশিতে তায় আমার কৌশলে
আছে মাত্র এই পথ ;
সদা প্রীতিকর, সতত সুন্দর,
অই সব উপবন,
পবিত্র নির্ম্মল অতি রম ণ
প্রাণীর শান্তি-কানন ;
বিচিত্র গঠন অপূর্ব্ব কৌশলে
সেতু বিরচিত এই,
সেই হয় পার নিগূঢ় সন্ধান
বুঝেছে ইহার যেই।"
এত ক'য়ে আশা আমারে লইয়া
সেতু কৈল আরোহণ ;
সেতু মুখে সুখে নবীন আনন্দে
কৌতুকে করি গমন।

দুই ধারে দেখি রঞ্জিত বসন
ভূষিত সুন্দর সেতু,
বসন্ত বায়ুতে স্তম্ভে স্তম্ভে তাহে
উড়ে শ্বেত পীত কেতু ;
গ্রথিত সুন্দর বন্ধনে বিবিধ
সজ্জিত কেতনকুলে
স্তম্ভ মাঝে মাঝে নবীন পল্লব
মঞ্জরী সহিত দুলে।
বহিছে মৃদুল মৃদুল পবন,
পড়িছে শীতল ছায়া ;
মধুপ্রিয় পাখী বসিয়া পল্লবে
কিরণে ঝাড়িছে কায়া ;
উঠে চারুবাস বায়ু আমোদিয়া
ঢলিতে ঢলিতে যায় ,
চলে প্রাণিগণ মুগ্ধ নবরসে
বায়ু গন্ধে স্নিগ্ধকায়।
সেতু মুখে হেন যাই কত দূর,
পাই পরে মধ্যস্থান ;
ঘোর রৌদ্রতাপ সেথা খরতর,
উত্তাপে আকুল প্রাণ।
উত্তপ্ত বালুকা প্রচণ্ড কিরণে
করে দগ্ধ পদতল,
শুষ্ক কণ্ঠ তালু আকুল তৃষ্ণায়
প্রাণিগণ চাহে জল।
নীচে ভয়ঙ্কর বহে বেগবতী
স্রোতস্বতী কোলাহলে,
ঘন ঘূর্ণীপাক ভীষণ গর্জ্জন
তীব্রতর বেগে চলে।
মাঝে মাঝে মাঝে ভূকম্পনে যেন
সেতু করে টল টল ;
ঘন হুহুঙ্কার বহে মাঝে মাঝে
দুরন্ত ঝটি প্রবল।
অস্থির চরণ প্রাণী কত এবে
মুখে প্রকাশিত ভয়,

চঞ্চল নয়ন, অস্থির শরীর
চলে কষ্টে সেতুময়।
যথা যবে ঝড়ে উৎপীড়িত বন,
যতেক বিহঙ্গচয়,
ছিন্ন ছিন্ন দেহ রুক্ষ শুষ্ক পাখা
অস্থির শরীর হয়,
আকুল নয়ন চাহে চতুর্দ্দিক্
চঞ্চুপুট ভয়ে জড়,
শূন্য কলরব ঘন তরুশাখা
নখে নখে ধরে দড় ;
কত পড়ে তলে ভগ্ন শাখাসহ
ভগ্ন পাখা, ভগ্ন পদ,
পড়ে পুনঃ কত হ'য়ে গত-জীব
চঞ্চুবিদ্ধ করি ছদ ;
শত শত প্রাণী এথা সেই ভাবে
সেতু হৈতে পড়ে জলে,
সেতু-কম্পে কেহ, কেহ পিপাসায়,
কেহ ঝটিকার বলে।
পড়ে, একবার না পারে উঠিতে
বিষম তরঙ্গে ভাসে,
কত জন হেন পুনঃ কত জন
তলগামী হয় ত্রাসে।
কদাচ কখন ভাসিতে ভাসিতে
কেহ আসি লভে কূল,
কপালে যাদের ঘটে এ ঘটন
দৈব সে তাহার মূল।
কতই পরাণী, নিরখি চমকি,
ভাসিছে নদীর জলে
সেতুমুখ স্থিত প্রাণিগণ সবে
দেখে তাহে কুতূহলে ;
কেহ ভাসে একা কেহ বা যুগল
নদীর আবর্ত্তে ঘুরে,
ভাসে নদীময় প্রাণী স্ত্রী পুরুষ
দুকূল আক্ষেপে পূরে।

আসি কত জন তটের নিকট
ক্ষণে বাড়াইছে হাত,
বালি মুঠী ধরি পুনঃ ঘূর্ণিজলে
ঘুরে পড়ে অকস্মাৎ।
ভাসে এইরূপে প্রাণী কত জন
সেতু হৈতে পড়ি নীরে,
চলে অন্য প্রাণী সেতুর উপরে
দেখিতে দেখিতে ধীরে।
দেখিয়া দুঃখেতে ভাবিতে ভাবিতে
আরো কত দূর যাই,
ছাড়ি মধ্য ভাগ ক্রমশঃ আসিয়া
সেতু প্রান্ত শেষে পাই।
এখানে নিরখি অতি মনোহর
আবার শীতল ছায়া
পড়েছে সেতুতে, পরশি তখনি
শীতল হইল কায়া;
পড়িছে যে এত প্রাণী নদী জলে
তবু হেরি সেই স্থানে
লক্ষ লক্ষ জন চলেছে আনন্দে
সদা প্রফুল্লিত প্রাণে;
চলে চিত্তসুখে সদা তৃপ্ত মন
অকুণ্ঠিত হৃদয়,
মধুমক্ষি সম সে বনে তাহারা
করয়ে মধু সঞ্চয়।
কেন যে বিধাতা সবার ভাগ্যেতে
এ ফল নাহিক দিল!
কেন এত জনে বিমুখ হইয়া
বিপাক-স্রোতে ফেলিল!
কেন বা যে হেন সেতুর নির্ম্মাণ
রচিত এত কৌশলে!
কেন এত প্রাণী উঠিয়া সেতুতে
মগ্ন হয় পুনঃ জলে!
এইরূপ চিন্তা ধরি চিত্তে নানা
আশার সহিত যাই,
সেতু হ'য়ে পার প্রাণী শান্তিবন
হাসিছে দেখিতে পাই।

ষষ্ঠ কল্পনা।

প্রণয়োদ্যান—তাহাতে ভ্রমণ—অপূর্ব্ব তরু-পুষ্প দর্শন—সতীনির্ঝর—প্রণয়ের মূর্ত্তি—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ।

যথা যবে ঋতু সরস বসন্ত
প্রবেশে ধরণী মাঝে,
শোভে তরুলতা ধরি চারুবেশ
নবীন পল্লব সাজে;
ঝরে ধীরে ধীরে পত্র পুরাতন
ছাড়িয়া বিটপী অঙ্গ,
চারু কিসলয় প্রকাশিত ধীরে
পাইয়া মলয় সঙ্গ;
নব চারু মৃদু
হরিত বরণ মাখা,
পরিয়া সুন্দর মঞ্জরী মধুর
বিকাশে তরুর শাখা;
সে বসন্ত কালে যথা অপক
আনন্দ উথলে মনে,
হৃদয়ে অব্যক্ত সুখের প্রবাহ
প্রকাশ্য নহে বচনে;
এখানে প্রবেশি তেমতি আনন্দ
উপজে হৃদয়ময়,
শীত স্নিগ্ধ রস যেন সে এখানে
বায়ুতে মিশ্রিত রয়;
উদ্যান রচিত দেখি চারি দিকে
প্রকাশিত চারু ছবি,

স্তবকে স্তবকে সাজিছে সুন্দর
বিবিধ শোভা প্রসবি ;
অতি মনোহর উদ্যান সে সব
পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থিতি,
অঙ্গে অঙ্গে মিশি. মধুচক্রে যেন
অপূর্ব্ব-বিন্যাস রীতি ;
প্রবেশের মুখ পৃথক্ সকল
তথাপি মিলিত সব ;
প্রতি উপবনে নব নব ঘ্রাণ
সদা হয় অনুভব।
আশা কহে ' বৎস,. আমার কাননে
স্থির শান্ত এই দেশ,
ভ্রমিলে এখানে কিছুকাল সুখে
ভুলিবে পথের ক্লেশ।
দেখ ভিন্ন ভিন্ন যত উপবন
ভিন্ন ভিন্ন স্নেহ-স্থান ;
সৌহার্দ্দ, প্রণয় প্রভৃতি যে রস
সদা স্নিগ্ধ করে প্রাণ।
উচ্চ কোলাহল কটু তিক্ত স্বর
না পাবে শুনিতে এথা
ধীরে ধীরে গতি ধীর মিষ্ট ভাষা,
এখানে প্রাণীর প্রথা ;
সবে সত্যবাদী, সবে সখ্যভাব,
পরিসঙ্গ প্রাণে প্রাণে ;
এখানে প্রাণীরা দ্বেষ হিংসা ছল
কেহ কভু নাহি জানে।
এখানে নাহিক ষড় ঋতু ভেদ,
সমভাবে সূর্য্যোদয়,
আমার কাননে স্নেহময় প্রাণী
এই স্থানে তারা রয়।"
এত ক'য়ে আশা প্রণয় কাননে
হাসিয়া করে প্রবেশ,
অতুল আনন্দে মাতিল হৃদয়
হেরিয়া মধুর দেশ।

লতা-গৃহ সেথা হেরি চারি ধারে,
অপূর্ব্ব কিরণ ময়,
অমরাবতীতে যেন দেব গৃহ
তারকা ভূষিত রয়।
পুষ্পময় পথ, মৃত্তিকা পরশ
নাহি হয় পদতলে ;
তরু হৈতে স্বতঃ চারু সুকুমার
পুষ্প পড়ে বৃষ্টি ছলে।
প্রতি গৃহদ্বারে সুখে চক্রবাক্
চকোর ভ্রমণ করে,
বায়ুর হিল্লোলে নিরবধি যেন
সুধাধারা সেথা ঝরে।
শোভে তরুরাজি সে প্রদেশময়
ধরে অপরূপ ফুল,
অপূর্ব্ব প্রকৃতি অবনী ভিতরে
নাহিক তাহার তুল ;
যতক্ষণ থাকে শাখার উপরে
শোভামাত্র দৃষ্টি তার,
মধুর সৌরভ বহে সে কুসুমে
গাথিলে হৃদয়ে হার ;
আপনি গ্রথিত হয় সে কুসুম
বৃন্তে বৃন্তে স্বতঃ যুড়ে,
কিন্তু পুনঃ আর নাহি যুগ্ম হয়
বারেক যদ্যপি তুড়ে।
প্রতিক্ষণে ধরে নব নব ভাব
নবীন মাধুরী তায় ;
নেহারি আনন্দে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
নূতন পত্র ছড়ায় ;
প্রতি ক্ষণে তাহে নবীন সৌরভে
নবীন পরাগ উঠে,
আসিলে নিকটে আপনা হইতে
তরু ছাড়ি হৃদে লুটে।
কত তরু হেন নিরখি সেখানে
শ্রেণীবদ্ধ দলে দলে,

ভ্রমে সুখে কত যুগল পরাণী
নিয়ত তাহার তলে;
করতল পাতি তরুতলে যায়,
সেই মনোহর ফুল
পড়ে কত তায় পরাণী সকলে
আনন্দে হয় আকুল;
পাতিয়া অঞ্চল দাঁড়ায় দুজনে
গিয়া কোন তরুমূলে,
মুহূর্ত্ত ভিতরে পরিপূর্ণ তাহা
হয় মনোমত ফুলে।
প্রতি তরুতলে ভ্রমে দুই প্রাণী
তরুবৃষ্টি করে ফুল;
যেন বা আনন্দ হেরিয়া তাদের
আনন্দিত তরুকুল।
যথা সে পবিত্র কণ্বের আশ্রমে
হেরে শকুন্তলা সুখ;
শাখা নত করি পুষ্প ছড়াইল
ফুল তরু ফুল-মুখ;
সেইরূপ হেরি প্রণয়ী যখন
আসে এথা তরু-তলে,
তরু নত শিরে করে আশীর্ব্বাদ
বরষি কুসুম দলে।
সে ফুলের মালা পরিয়া গলায়
প্রণয় প্রফুল্ল প্রাণ,
হেরি কত প্রাণী ভ্রমিছে সেখানে
লভিয়া কুসুম ঘ্রাণ;—
চাঁপা ফুল হেন বরণের শোভা,
সুন্দর নলিন আঁখি,
চলে কত রামা, বল্লভের দেহে
সুখে বাহুলতা রাখি;
কোন সে যুবক চলে মন-সুখে
বাঁধি নিজ ভুজপাশে
কমল কোরক— সদৃশ তরুণী
অর্দ্ধস্ফুট মৃদু হাসে;
চলেছে সোহাগে কোন বা সুন্দরী
ফুল্ল বিকশিত ছবি,
লোহিত সুন্দর গণ্ডে প্রস্ফুটিত
গুলাব রঞ্জিত রবি;
আহা কোন রামা স্মিতচারুমুখী
প্রণয়ীর বাহুমূলে,
চন্দ্রকর মাখা সেফালিকা হেন
চলেছে গুণ্ঠন খুলে;
কাহার বদনে ফুটিয়া পড়িছে
মধুর মৃদুল হাস,
সহকার কোলে সরস মঞ্জরী
বসন্তে যেন প্রকাশ;
চলেছে মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটিতে
কোন রামা মন-সুখে
পূর্ণ ষোলকলা যৌবনে প্রকাশ,
আড়ে হেরে প্রিয়মুখে;
প্রিয় চারু করে রাখি নিজ কর
প্রফুল্ল উৎপল যেন
চলেছে চঞ্চল পঙ্কজ নয়না
আহা কত রামা হেন;
নীলপদ্ম যেন ভ্রমে কত নারী
মধুর মাধুরী ধরি,
সুখিনী মহিলা প্রিয় অঙ্গে অঙ্গ
সুখে সুমিলন করি।
দেখি স্থানে স্থানে কৌতুকে সেখানে
কত উৎস মনোহর,
সুধার সঙ্কাশ সলিল ছড়ায়ে
পড়িছে সহস্র ঝর;
পড়িছে নিঝর মরি রে তেমতি
চারি ধারে ধীরে ধীরে,
পুরাণে লিখন জাহ্নবী যেমন
জটায় শিবের শিরে।
কোথা সে ভূতলে ভূপতি-ভবনে
শ্বেত শিলা বিরচিত,

ক্রীড়া-উৎস সব মহিষী-মোহন
মাণিক্য স্বর্ণ মণ্ডিত !
উঠিছে নিঝ'র সে কাননময়
নিত্য ক্ষিতিতল ফুটে ;
শত ধারা হ'য়ে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া
পুষ্প যেন পড়ে ফুটে ;
নীল কৃষ্ণ শ্বেত আদি বর্ণ যত
নিন্দিত করি শোভায়,
প্রতি ধারা অঙ্গে কত রঙ্গে তাহে
অপূর্ব্ব বর্ণ ছড়ায়।
ঝরিছে নিঝর ধারা হেন কত
প্রণয় অঞ্চল অঙ্গে,
দেখিলে নয়ন ফিরিতে না চায়
নেহারে ভুলিয়া রঙ্গে।
ফুটে কত ফুল ঘেরি উৎস সব
অমর নন্দন ভাতি ;
নন্দনে তেমন বুঝি বা সুন্দর
নাহি পুষ্প হেন জাতি।
অতুল সৌন্দর্য্য সে সব কুসুমে
নাহি কভু বৃদ্ধি হ্রাস ;
নিরবধি শোভা ফুটে সমভাবে
নিরবধি ছুটে বাস।
অতি শূন্যগামী চকোর প্রভৃতি
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যত,
মৃদু কল স্বরে ধারা ধারে ধারে
সুখে ভ্রমে অবিরত।
হেরি কত প্রাণী আসি উৎস পাশে
ধারা জলে করি স্নান ;
নিমেষ ভিতরে নির্ম্মল শরীর
ধরে সুধাসম ঘ্রাণ।
হেরি কত পুনঃ পরাণী বিস্ময়ে
পরশনে সেই বারি,
পাষাণ হইয়া হারায় সম্বিৎ
চালতে চিন্তিতে নারি।

কত যে পুরুষ হেরি হেন ভাব
নিশ্চল নিঝ'র পাশে ;
কত সে রমণী পাষাণ মূরতি
চক্ষু-জলে সদা ভাসে।
চিন্তিয়া না পাই কারণ তাহার
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন সে প্রাণীরা সলিল পরশে
থাকে হেন ভাব ধরি।
হাসি কহে আশা "শুনরে বালক
অতি শুচি এই জল,
পবিত্র মানস প্রাণী যেই জন
পরশি হয় শীতল ;
অপবিত্র দেহ অপবিত্র প্রাণ
যে ইহা পরশ করে,
তখনি সে জন সলিল-মাহাত্ম্যে
পাষাণ মূরতি ধরে ;
কাঁদে চিরকাল এই ভাবে সদা
চলৎ শকতি হীন,
অনুতাপ হেরে অন্য প্রাণী যত
স্নিগ্ধ হয় অনুদিন ;
সতী-ঝর নামে এ সব নিঝ'র
সুপবিত্র বারি অতি,
পরশে যে নারী সলিল ইহার
লভে যশঃ নাম সতী ;
পুরুষ যে জন করে ইথে স্নান
জিতেন্দ্রিয় নাম তার,
ধরাধামে থাকি লভে স্বর্গ সুখ
আনন্দ লভে অপার।
কঠোর সাধনা প্রণয়ে যাহার
পবিত্র নির্ম্মল মন,
পর চিন্তা চিতে জনমে যে প্রাণী
করে নাই কোন ক্ষণ,
সেই নারী নর পরশে এ বারি,
অন্যে না ছুইতে পারে ;

অন্যে যে পরশে অপবিত্র মনে
অই দশা ঘটে তারে।"
নিরখি নির্ঝর নিকটে সে সব
ক্রমে প্রাণী একজন,
মধুময় হাসি, মধুর মাধুরী
অঙ্গেতে করে ধারণ;
অতি সুললিত আকৃতি তাহার
দেহকান্তি নিরুপম,
মুখে দিব্য ছটা অধরে সতত
মৃদু হাসি সুধাসম;
গলে প্রস্ফুটিত প্রীতিকর দাম
গ্রথিত অপূর্ব্ব ফুলে;
স্বতঃ নিনাদিত মধুর বাদিত্র
লম্বিত বাহুর মূলে;
সুখে করি গান ভ্রমে ঝরে ঝরে,
সরল সুমিষ্ট ভাষে;
বিমল বদনে নিরমল জ্যোতি
সূর্য্য-আভা পরকাশে।
নিঝর বিলাসী প্রাণিগণ তারে
কত সমাদর করে;
বসায়ে নিকটে আনন্দে বিহ্বল
শুনে গীত প্রেম ভরে।
হেরি কতক্ষণ জিজ্ঞাসি আশারে
কেবা সে অপূর্ব্বজন,
তুষি এ সবারে নির্ঝরে নির্ঝরে
এরূপে করে ভ্রমণ?
আশা কহে হাসি "এই সে পরাণী
দেখিতে তেন সুঠাম,
প্রণয়-কাননে চিরদিন বাস,
সন্তোষ ইহার নাম।"
সে যুবা প্রসঙ্গে করি আলাপন
আশার সহ উল্লাসে,
চলিতে চলিতে আসি কিছু দূর
এক লতাগৃহ পাশে;
হেরি তার মাঝে প্রাণী একজন
অন্য জন পাশে বসি,
মেঘের আড়ালে উদয় যেমন
পূর্ণকলা চারু-শশী!
বসি তার কাছে সতৃষ্ণ নয়ন
চাহিয়া বদন তার,
কতই সুশ্রূষা কতই যতন
করে হেরি অনিবার।
নির্ব্বাণ উন্মুখ প্রদীপ যেমন
ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে জ্বলে,
প্রাণী সেই জন বিকাশে তেমতি
কিরণ মুখমণ্ডলে।
নাহি অন্য আশা নাহি অন্য তৃষা
কেবল বদনে চায়,
সূর্য্য অংশু রেখা পড়ে যদি তাহে,
কেশ জালে ঢাকে তায়।
নিস্পন্দ শরীর যেন সে অসাড়
হৃদয় ছাড়িয়া প্রাণ,
আসিয়া যেমন নিবিড় হইয়া
নয়নে পেয়েছে স্থান।
মলিন বদন প্রাণী অন্য জন
দেখাইছে বিভীষিকা,
কত যে প্রকার নিমেষে নিমেষে
বর্ণনে অসাধ্য লিখা;
কখন বা বেগে কণ্ঠে চাপি কর
করিছে নিশ্বাস রোধ;
কখন বা নখে ছিঁড়ি ওষ্ঠাধর
উঠিছে করিয়া ক্রোধ;
কখন মাটিতে ভাঙ্গিছে ললাট,
রুধির করিছে পাত,
কভু সর্ব্ব অঙ্গে ধূলি ছড়াইয়া
বক্ষে করে করাঘাত;
কখন গর্জ্জন করিছে বিকট
দন্তে দন্তে ঘরষণ,

কখন পড়িছে ধরাতল পরে
সংজ্ঞাহীন বিচেতন ;
প্রাণী অন্য জন নিকটে যে তার,
কতই যতনে, হায়,
সেবিছে তাহায় করিছে সুশ্রূষা
ঘুচাইতে সে মূর্চ্ছায়।
কভু ধীরে ধীরে করশাখা খুলে
মার্জ্জিছে হৃদয়দেশ ;
কভু করতল কভু পদতালু
কভু ঘষে ধীরে কেশ ;
কখন তুলিছে হৃদয় উপরে
অবসন্ন বাহুলতা,
কভু স্নেহ পূর্ণ বলিছে শ্রবণে
পীযূষ পুরিত কথা ;
কখন আনিয়া বারি সুশীতল
বদনে করে সিঞ্চন,
কখন তুলিয়া মৃদুল সুগন্ধ
নাসাগ্রে করে ধারণ ;
আবার যখন চেতন পাইয়া
হয় সে উন্মাদ প্রায়,
মধুর মধুর বীণাবাদ্য করি
স্নিগ্ধ করে পুনঃ তায়।
হেরে সে প্রাণীরে কত যে আহ্লাদ
হৃদয়ে হইল মম,
বাসনা কুটিল যেন নিরবধি
হেরি মুখ নিরুপম।
দেখেছি অনেক প্রণয়ী প্রণয়ী
হেরে পরস্পর মুখ,
নয়ন হিল্লোলে ভাসি এ উহার
পিয়ে সুধাসম সুখ,
বসি নিরজনে করে আলাপন
সুমধুর স্বর মুখে,
প্রেমানন্দে ভোর হইয়া দু জনে
হেরে নিরন্তর সুখে ;

কপোতী যেমন কপোতের মুখে
মুখ দিয়া সুখে চায়,
মৃদু কলধ্বনি মধুর কূজন
কুহরে ঘন গলায়—
দেখে পরস্পরে মোহে মনঃ সুখে
লভিয়া প্রণয় ঘ্রাণ,
আনন্দ পুলকে পুলকিত তনু,
সুখে পুলকিত প্রাণ ;
দেখেছি অনেক সেইরূপ ভাব
প্রণয় প্রকাশ, হায় !
প্রণয়ী জনের প্রেমের অনলে
বদন বহ্নির প্রায় ;
কিন্তু কভু হেন বিশুদ্ধ প্রণয়,
নির্ম্মল স্নেহের ক্ষীর
নাহি দেখি চক্ষে মানব শরীরে
প্রগাঢ় হেন গভীর।
কতই উৎসুক অন্তরে তখন
হেরি সে প্রাণীবদন ;
নব জলধর নিরখে যেমন
চাতক উৎসুক মন ;
অথবা যেমন ধনাঢ্য আগারে
দুঃখী হেরে ধনরাশি,
সুখে নিরন্তর নিরখি তেমতি
আনন্দ বাষ্পেতে ভাসি।
পাইয়া সুযোগ গিয়া কাছে তার
বিনয়ে জিজ্ঞাসা করি ;
কিরূপে এরূপে থাকে সে সেখানে
এক ধ্যানে চিত্ত ধরি,
কি সুখে উন্মাদে পায়ে করে সেবা
সহে নিত্য এত ক্লেশ,
কেন সে মণ্ডপে জাগ্রত সতত
থাকিতে এতেক দ্বেষ।
সখক বীণাতে পড়িলে যেমন
সহসা কাহার কর,

আপনা হইতে উঠে সে বাজিয়া
নিঃসারি মধুর স্বর ;
সেইরূপ ভাব কহে সেই জন
জ্যোৎস্না যেন মুখে ফুটে,
কি সুখ সম্ভোগ করে সে সতত
কি আনন্দ প্রাণে উঠে ;
কহে সে "কেমনে বুঝাব তোমায়
কিবা যে আনন্দে থাকি,
এ লতা মণ্ডপে বসিয়া ইহারে
কেন এ যতনে রাখি ;
প্রণয়ী যে নয় কেমনে বুঝিবে
প্রণয়ের কিবা প্রথা,
মরু কি জানিবে স্রোত ধারা কিবা
মধুময় তরুলতা !
বসি এই খানে দ্যুলোক ভুবন,
বৈকুণ্ঠ দেখিতে পাই ;
জলনিধি মেঘ বায়ু ব্যোম ধরা
সকলি ভুলিয়া যাই !
ভাবি যেন মনে আসি সুরবালা
আনিয়া স্বর্গের রথ,
ঘেরিয়া আমারে লইয়া বিমানে
চলে বহি শূন্য পথ,
প্রবেশি স্বরগে নিরখি সেখানে
নন্দনবনের ফুল,
শুনি দেবধ্বনি হেরি মনঃসুখে
মন্দাকিনী নদীকূল ;
দেববৃন্দ সেথা দেখায় আমারে
আনন্দে অমরালয় ;
তারা, শশধর অমৃত ভাণ্ডার,
সুর সুখ সমুদয় !
কেমনে বুঝাব সে সুখ তোমারে
বাণীতে বর্ণিব কিবা—
দিবাকর জ্যোতিঃ জ্যোতি যে কিরূপ
তাহা সে প্রকাশে দিবা !"

যথা হুতাশন পরশে যেমন
যখন গৃহের ছদ ;
প্রথমে প্রকাশ ধূম অনর্গল
শেষে অনলের হ্রদ ;
বলিতে বলিতে সেইরূপ তার
বদন পূরে ছটায়,
নেত্রে বাষ্পধূম নিমেষে শরীর
প্রদীপ্ত বহ্নির প্রায়।
পরে পুনরায় সেই প্রাণী পাশে
এক চিন্তা এক ধ্যান,
ধরিয়া আবার প্রাণী সেইজন
পুনঃ কৈলা অধিষ্ঠান।
নিদাঘ তাপিত বিহগ যেমন
পাইলে বরষা জল,
সুখে ধৌত করে আর্দ্র পক্ষ ক্লেদ,
স্নানে হয় সুশীতল ;
শুনে বাণী তার তেমতি শীতল
পরাণ হইল মম ;
হেরি বার বার ফিরে ফিরে চাহি
সেই মুখ সুধাসম।
অতৃপ্ত নয়নে হেরি কতবার,
ভাবি কত মনে মনে—
ভাবি নিরমল মাধুরী তেমন
বুঝি নাই ত্রিভুবনে।
বিস্ময় ভাবিয়া চাহি আশামুখ,
আশা বুঝি অভিলাষ,
কহিলা তখন আনন্দে হাসিয়া
বদনে মধুর ভাষ ;
"এই যে পরাণী এ কাননে মম
হেন সুখী নিরমল
প্রণয় নামেতে ভুবন বিখ্যাত,
নিত্য সেবে ভূমণ্ডল।"
শুনি আশাবাণী রোমাঞ্চ শরীর
আকুল হইয়া চাই ;

প্রাণের হুতাশে প্রণয় ভাবিয়া
বিধিরে স্মরিয়া যাই।

সপ্তম কল্পনা।

স্নেহ-উপবন—মাতৃস্নেহ—সান্ত্বনা-মন্দির—
দ্বারদেশে ভ্রান্তির সহিত সাক্ষাৎ।

আশার আশ্বাসে চলিনু পশ্চাতে
প্রণয় অঞ্চল মাঝে;
আসি কিছু দূর দিব্য বাপী এক
সম্মুখে হেরি বিরাজে।
মনোহর বাপী গভীর সুন্দর
থই থই করে জল,
স্থির শান্ত নীর সুগন্ধি রুচির
অতি স্বচ্ছ নিরমল।
দাঁড়াইলে তীরে অপূর্ব্ব সৌরভ
পরাণ করে শীতল;
হেন ভ্রান্তি হয় মনে নাহি মানে
আছি যেন ধরাতল।
সলিল তেমন কভু ক্ষিতিতলে
চক্ষে না দেখিতে আসে,
সুধা দেখি নাই জানিয়াছি সুধু
ঋষির বাক্য আভাসে;
না জানি সে বারি সুধা কিনা সেই
আশা-বনে পরকাশ,
এমন নির্ম্মল এমন সুরভি
এমনি সুচারু ভাস!
বাপী চারি ধারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
দাঁড়ায়ে গাঢ় ভকতি,
করে নিরীক্ষণ নির্ম্মল সলিল
সতত প্রসন্ন-মতি।

দাঁড়ায়ে তটেতে হাতে হেম-পাত্র
অপরূপ এক নারী;
আসে যত প্রাণী সতত সকলে
বিতরণ করে বারি;
কিবা মূর্ত্তি তার কি মাধুরী মুখে
কিবা সে অধরে হাস!
বিধাতা যেমন জগতের সুখ
একত্র কৈলা প্রকাশ!
কুসুম পরাগে করিয়া গঠন
অমৃত লেপন করি,
বিধি যেন সেই নিরুপম দেহ
গঠিলা হৃদয়ে ধরি;
সদা হাস্যময়ী সদা বারি দান
করেন সুবর্ণ পাত্রে;
কোটি কোটি জীব আসে অনুক্ষণ
সুতৃপ্ত পরশ মাত্রে।
পিপাসা আতুর চাহি আশা মুখ
কতই আনন্দ মনে,
আশা কহে "বৎস মাতৃস্নেহ ভূমি
ইহাই আমার বনে।
হেন পুণ্য-ভূমি পাবে না দেখিতে
খুঁজিলে অবনীতল,
হ্রদ পরিপূর্ণ নেহার সম্মুখে
কিবা সুমধুর জল।
ব্রহ্মাণ্ডের জীব নিত্য করে পান
কণামাত্র নহে ক্ষয়;
চারি যুগ ইহা আছে সমভাবে
এইরূপে পূর্ণপয়।
এই দিব্য বাপী এ কানন সার
মাতার স্নেহের হ্রদ;
সুধা হৈতে মিষ্ট সলিল ইহার
বিনাশে সর্ব্ব বিপদ;
কেহ কোন কালে এ সুধা সলিলে
বঞ্চিত নহে অদ্যাপি,

চিরকাল ইহা আছে এইরূপ
অগাধ অক্ষয় বাপী।
অই যে দেখিছ মাধুরীর রাশি
নারী রূপ নিরুপমা,
দেবী মূর্ত্তি ধরি জননীর স্নেহ
প্রকাশে হের সুষমা;
প্রকাশি এখানে বিতরে সলিল
রাখিতে প্রাণীর কুল;
জগত ভিতরে এই সুধানীর,
এ মূর্ত্তি নিত্য, অতুল!"
হেরি কতক্ষণ হেরি প্রাণ ভরি
কতবার ফিরি চাই,
কত যে আনন্দে উথলে হৃদয়ে
অবধি তাহার নাই!
ধ্যান ধরি হেরি, হেরি চক্ষু মেলি
ভুলি যেন ভূমণ্ডল;
হাতে যেন পাই হেরি যত বার
পবিত্র ত্রিদশ স্থল।
চাহিয়া আবার হেরি বাপী তটে
চারু ইন্দ্র ধনু উঠে,
বাঁকিয়া পড়েছে ধরণী শরীরে
শিশুগণ ধায় ছুটে;
ধরি ধরি করি ধায় শিশুগণ
ইন্দ্রধনু ধায় আগে;
সরিয়া সরিয়া নানা বর্ণ আভা
প্রকাশিয়া পুরোভাগে;
ধরেছে ভাবিয়া, কেহ বা খুলিয়া
নিজ করতলে চায়,
সেই ইন্দ্র ধনু আছে সেই খানে
দূরেতে দেখিতে পায়।
হাসি নাহি ধরে মধুর অধরে
লুটাইয়া পড়ে ভূমে,
হাত বাড়াইয়া উঠিয়া আবার
ধরিতে ধাইছে ধূমে।
কোন শিশু ধেয়ে ধরে ধনু-অঙ্গ
অমনি মিলায়ে যায়;
আবার ফুটিয়া নূতন নূতন
নয়ন-পথে বেড়ায়!
খেলে শিশুগণ মনের হরষে
সে বাপী তীরেতে সুখে,
তরুণ তপন সুন্দর-কিরণ
ভাতিয়া পড়েছে মুখে;
হাসিছে নয়ন হাসিছে অধর
বদনে ফুটিছে আলো,
না জানি তেমন অমরাবতীতে
আছে কি কারণ ভালো।
হেরে সে আনন্দ রোমাঞ্চ শরীর
কত চিন্তা করি মনে,
ভাবি বুঝি হেন নিরমল সুখ
নাহি ভুঞ্জে কোন জনে;
ভাবি বুঝি ব্যাস বাল্মীকি তাপস,
করেছিলা দরশন,
মর্ত্তে স্বর্গপুরী ভুবনে অতুল
আশার স্নেহ-কানন;
তাই সে গোকুলে, তপস্বী আশ্রমে,
ছড়ায়ে আনন্দরস
গায়িলা মধুর সুললিত হেন
জননী স্নেহের যশ!
ভাবি মর্ত্ত্যবাসে থাকিতে এ পু...
আবার কি হেতু লোক,
বাইতে কামনা করে স্বর্গপুরী
ছাড়িয়া মরত লোক?
ভুলিয়া সে ভ্রমে ভাবিতে ভাবিতে
মৃত্যুরূপ পুনঃ স্মরি;
কাতর অন্তরে উৎসুক হইয়া
আশারে জিজ্ঞাসা করি—
এই ভাবে নিত্য এ শোভা প্রকাশ
থাকে কি তোমার বনে?

এ আনন্দ ধারা নাহি কি শুকায়
মৃত্যুশিখা পরশনে?
ধরাতে সে জানি বিধির ছলনে
বৃথা সে শৈশব নিধি!
কৈশোরে রাখিয়া মৃত্যু-ফণী শিরে
মানবে বঞ্চিলা বিধি।
এ কাননে পুনঃ আছে কি সে কীট
দারুণ করাল কাল?
আশারও কাননে এ স্বর্গ-পুত্তলি
পথে কি আছে জঞ্জাল?
শুনি কহে আশা "কখন এখানে
পড়ে সে কালের ছায়া,
কিন্তু সে ক্ষণিক, নিবারি তাহাকে
নিমেষে প্রকাশি মায়া।
অশেষ কৌশলে করেছি নির্ম্মাণ
দিবা অট্টালিকা ফুলে;
শোকতপ্ত প্রাণী প্রবেশে যে তায়
তখনি সকল ভুলে।
প্রবেশি তাহাতে পায় নিরখিতে
যে যাহা হয়েছে হারা—
প্রণয়ী, প্রেমিকা, দারা, সুত, ভ্রাতা,
হেন সে প্রাসাদ ধারা।
চল দেখাইব" বলি চলে আশা,
যাই পাছে কুতূহলে;
আসি কিছু পথ হেরি অট্টালিকা
শোভিছে গগন-তলে।
কি দিব তুলনা? তুলনা তাহার
নাহি এ ধরার মাঝ!
ভূর্লোকে অতুল তাজ-অট্টালিকা
সেহ হারি মানে লাজ!
পরীর আলয় স্বপনে দেখিয়া
বুঝি কোন শিল্পকর,
রচিলা সে তাজ করিয়া সুন্দর
মানবের মনোহর।

শুভ চন্দ্র-করে শিলা ধৌত করি
রাখিয়াছে যেন গাঁথি;
চুণী পান্না মণি হীরক প্রবাল
তাহাতে সুন্দর পাতি;
লতায় লতায় শোভে ভিত্তিকায়
কতই হীরার ফুল;
মণি পদ্মরাগ মণি মরকত
সৌন্দর্য্য শোভা অতুল;
নীল কৃষ্ণ পীত লোহিত বরণ
মাণিকের কিবা ছটা;
মাণিকের লতা মাণিকের পাতা
মাণিকের তরুজটা;
চামেলি, পঙ্কজ, কামিনী বকুল,
কত যে কুসুম তায়
রতনে খচিত রতনে জড়িত
ভিত্তি অঙ্গে শোভা পায়;
কিবা মনোহর গোলাপের ঝাড়
সুন্দর পদ্মের শ্রেণী,
খুদিয়া পাষাণে করেছে কোমল
যেন নবনীতে ফেণি;
দেখিলে আলয় পাষাণ বলিয়া
নাহি হয় অনুমান;
ভ্রমে ভুলে আঁখি উপজে প্রমাদ
পুষ্পতনু হয় জ্ঞান!
ভিতরে প্রবেশি শিলা অঙ্গে আভা
আহা কিবা মনোহর
যেন সে পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্না
হরে তাহে নিরন্তর।
এ হেন সুন্দর অট্টালিকা তাজ,
তুলনাতে সেহ ছার।
নিরখি আসিয়া অট্টালিকা সেথা,
হেরে হই চমৎকার।
কত কাচ খণ্ড স্থানে স্থানে মরি
জ্বলিছে প্রাসাদ গায়;

যেন মনোহর সহস্র মুকুর
প্রদীপ্ত আছে প্রভায়।
হেরি কত প্রাণী প্রবেশিছে তায়
ম্লান-মুখ মৃদুগতি,
চিন্তা সমাকুল বদন নয়ন
শরীরে নাহি শকতি;
কতই যতনে ধরেছে হৃদয়ে
সুগন্ধি কাষ্ঠের পুট,
মুখে মৃদু রব করিছে নিয়ত
সুমধুর অর্দ্ধ স্ফুট;
খুলিয়া খুলিয়া পুট হৈতে তুলি
দ্রব্য করি বিনির্গত,
রাখি বক্ষ পরে ধীরে লয় ঘ্রাণ
আদরে যতনে কত;
কখন বা দুঃখে করিছে চুম্বন
সে পুট হৃদয়ে রাখি,
কখন মস্তকে করিছে ধারণ
মনস্তাপে মুদি আঁখি।
এরূপে আলয়ে করিয়া প্রবেশ
ভ্রমে তাহে কতক্ষণ;
শেষে ধীরে ধীরে আসি ভিত্তি পাশে
ঈষৎ তুলে বদন,
যেমনি নয়ন পড়ে কাচ অঙ্গে
অমনি মধুর হাস,
বদন নয়ন অধর ওষ্ঠেতে
ক্ষণে হয় পরকাশ।
তখনি বিরূপ হয় পূর্ব্ব ভাব
ভুলে যত পূর্ব্ব কথা;
হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল অন্তরে
গৃহে ফিরে নব প্রথা।
অট্টালিকা-দ্বারে আশা সহচরী
ভ্রান্তি হাতে দেয় তুলে,
কৌটা বন বন হেরিতে হেরিতে
পূর্ব্বভাব সবে ভুলে।

কত প্রাণী হেন হেরি কাচ খণ্ড
ফিরে সে আলয় ছাড়ি
সহাস্য বদনে কেশ, বেশ, অঙ্গ,
চলে নানা রূপে ঝাড়ি।
আশার কুহকে চমকিত মন
বসি সে সোপান পর;
আদেশে তাহার উঠি পুনর্ব্বার,
ধীরে হই অগ্রসর।

অষ্টম কল্পনা।

ব্রহ্মবন্দনা ও সরস্বতী অর্চ্চনা।

ব্রহ্মাণ্ড ভুবন সৃজন যাঁহার,
প্রাণী বিরচিত যাঁর,
যে জন হইতে জগৎ পালন,
যিনি জীব মূলাধার;
রবি, শশধর পবন, আকাশ,
জ্যোতিষ্ক, নক্ষত্র দল,
জীমূত, জলধি পর্ব্বত, অরণ্য,
তটিনী, ধরিত্রী, জল,
নিনাদ, বিদ্যুৎ, অনল, উত্তাপ,
হিম, রৌদ্র, বাষ্প, বাস,
পুষ্প, বিহঙ্গম, ফল, বৃক্ষলতা,
লাবণ্য, আস্বাদ, শ্বাস,
বাক্য, স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্রবণ, দর্শন,
স্মৃতি, চিন্তা সুখকর,
সৃজন যাঁহার প্রেম, ভক্তি আশা,
[illegible] পৃথ্বী'পর;
জগত-ভূষণ মানব শরীর,
মানব ভূষণ মন,
সৃজিলা যে জন নমি আমি সেই
দেব নিত্য সনাতন।

করেছি প্রবেশ দুর্গম কান্তারে,
দুরাশা বামন হ'য়ে
ধরিতে শশাঙ্ক ধরাতে থাকিয়া
শিশুর উৎসাহ ল'য়ে;
দুরন্ত বাসনা আশার কাননে
ভ্রমিব পৃথিবী ময়;
কর কৃপা দান কৃপানিধি প্রভু
হর ভ্রান্তি, হর ভয়।
পথের সম্বল নাহি কিছু মম
অবলম্ব সুধু আশা,
জ্ঞান চিন্তাহীন বোধ বিদ্যাহীন
অঙ্গহীন খর্ব্ব ভাষা;
যশঃ তৃষাতুর, ক্ষিপ্ত অভিলাষ
পীড়িত করে হৃদয়,
সর্ব্বশক্তিময় তব শক্তি বিনা
বাঞ্ছা পূর্ণ কভু নয়।
কর দয়াময় দয়াবিন্দু দান,
আমি ভ্রান্ত মূঢ়মতি,
জ্ঞানী পরমেশ আদি মধ্য শেষ
অচিন্ত্য চরণে নতি।—
তুমিও গো দয়া কর মা ভারতী,
দেও মনোমত ফুল,
সাজাই কানন বাসনা যেরূপ
তুষিতে বান্ধবকুল;
খোল মা বারেক উদ্যান তোমার,
প্রবেশ করিব তায়,
তুলিয়া আনিব গুটিকত ফুল
গাঁথিতে নব মালায়;
নাহি সে সুবর্ণ রজতের কুঁজি
অদৃষ্টে আমার ঠাঁই,
বিহনে সাহায্য জননি তোমার,
কাননে কেমনে যাই।
কত চিত্র মাতঃ! এ চিত্ত-পটে
বাসনা অক্ষরে আঁকি,
বাণীর অভাবে না পারি আঁকিতে
অন্তরে লুকায়ে রাখি!
পূর্ণ কর মাতঃ মূঢ়ের বাসনা
রসনাতে দিয়া বাণী,
বর্ণে যেন পাই শত অংশ তার
যে চিত্র মানসে মানি;
মানবের হৃদি আঁকি চিত্র-পটে
রচিব আশার বন!
জননি তোমার করুণা-বিহনে
কোথা পাব কিবা ধন!
দেও গুটিকত মানস-রঞ্জন
কুসুম তোমার তুলে,
পূরাই বাসনা, আশার কানন
সাজাই তোমার ফুলে!

নবম কল্পনা।

—*—

বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ—আশার অন্তর্দ্ধান···
বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া কাননের প্রান্ত-
ভাগ দর্শন। শোকারণ্য—তাহাতে
প্রবেশ ও ভ্রমণ—শোকের মূর্ত্তি
দর্শন ও তাহার পরিচয়।

আশার পশ্চাতে প্রাসাদ হইতে
আসিয়া কিঞ্চিৎ দূর,
জিজ্ঞাসি তাহারে কোন পথে এবে
ভ্রমিব তাহার পুর?
জিজ্ঞাসি কাননে সকলি কি হেন—
সকলি সৌন্দর্য্যময়?
কোন স্থানে কিছু সে কানন মাঝে
কলঙ্ক অঙ্কিত নয়?
শুনি হাসি আশা অতি সুমধুর
কহিল আমার কাণে,

"পাইবে দেখিতে ভুলিবে যাহাতে
উতলা না হও প্রাণে ;
চল এইপথে" হেন কালে হেরি
জ্যোতির্ম্ময় ঋষি-বেশ,
তেজঃপুঞ্জ ধীর, অমল বদন
শ্বেত শ্মশ্রু, শ্বেত কেশ ;
প্রাণী একজন আসি উপনীত
শিরেতে কিরণ ছটা,
ছায়া শূন্য দেহ, দেবের সদৃশ,
অঙ্গেতে সৌরভ ঘটা ;
কহিলা আমারে "কুহকে ভুলিয়া
কোথা, বৎস, কর গতি !
দেখিছ যে অই আশা মায়াবিনী,
বড়ই কুটিল মতি।
করোনা প্রত্যয় উহার বচনে,
ভুল না উহার ছলে,
হেন প্রবঞ্চক দেখিতে পাবে না
কদাপি অবনীতলে !
ছিল সত্য আগে অমর আলয়ে
সদা সত্যপ্রিয় অতি,
মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, না জানিত কভু,
সরল সুন্দর গতি !
বলিত যাহারে যখন যেরূপ
ফলিত বচন তথা ;
ত্রিলোক ভুবনে আছিল সুখ্যাতি
মিথ্যা না হইত কথা।
ছিল বহু দিন সুখে স্বর্গধামে
ক্রমে দৈববিড়ম্বনা—
দানব দুরন্ত স্বর্গ নৈল হরি
অমরে করি ছলনা।
ইন্দ্রাদি দেবতা দনুজ দৌরাত্ম্যে
স্বর্গপুরী পরিহরি,
ধরি ছদ্মবেশ করিলা ভ্রমণ
আসিয়া পৃথিবী' পরি ;

স্বার্থ পরবশ আশা না আইসে
অমরাবতীতে থাকে ;
দানব রাজত্ব সময়ে স্বর্গেতে
স্বর্গের দুয়ার রাখে ;
সেই পাপে ইন্দ্র দিলা অভিশাপ
গতি হ'বে ধরাতলে,
মানব নিবাসে হইবে থাকিতে
চির দিন ভূমণ্ডলে।
তদবধি দুঃখে ভ্রমে কুহকিনী
ঘুরিয়া পৃথিবীময়,
কহে যত বাণী সকলি নিষ্ফল,
সকলি অলীক হয়।
চিরকাল হেন ভ্রমে একাননে
ভুলায়ে মানব যত,
নাহিক বিরাম ভ্রমে দিন দিন
শঠতা করি সতত।
নিরখি তোমারে সুকুমার অতি
সরল নির্ম্মল মন,
পড়িলা বিপাকে উহার সংহতি
এখানে করি গমন ;
করিয়া গোপন রেখেছে তোমারে
এ কানন গূঢ় স্থল ;
এস সঙ্গে মম আমি চেতাইব
দেখাইব সে সকল।"
ঋষির বচন শ্রবণে কৌতুকী
আশার উদ্দেশে চাই,
হেরি চারি দিক্ কোন দিকে তারে
নিরখিতে নাহি পাই !
ঋষি কহে "বৎস পাবে না দেখিতে
এখন তাহারে আর ;
আমার নিকটে থাকে না সুস্থির,
এমনি প্রকৃতি তার।
দেখিয়া আমারে নিকটে তোমার
অদৃশ্য হইলা ছলে,

গেল ভুলাইতে অন্য কোন জনে,
আনিতে কানন স্থলে।"
শুনিয়া সে কথা তখন যেমন
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর;
নিদুলি ঘুচিলে উঠে যেন প্রাণী
পলাইলে পরে চোর।
কথায় প্রত্যয় হইল তাঁহার,
অগত্যা পশ্চাতে যাই,
আশাপুরী প্রান্তে গাঢ়তর এক
অরণ্য দেখিতে পাই।
ঋষি কহে "বৎস' ভ্রমে এই খানে
আশাদগ্ধ প্রাণী যারা—
পতি, পুত্র, ভ্রাতা, দারা, বন্ধু, পিতা,
জননী, বান্ধব-হারা।"
বাড়িল কৌতুক, যাই দ্রুতগতি
বন দরশন আশে;
অরণ্য নিকটে আসিয়া অস্থির,
স্তম্ভিত হইনু ত্রাসে।
যথা যবে ঝড় বহে ভয়ঙ্কর,
বায়ু মুখে মেঘ ছুটে,
অতি ঘোরতর দূর হ'তে শূন্যে
হুহু শব্দ বেগে উঠে;
কানন হইতে তেমনি উচ্ছ্বাসে
উঠিছে গভীর রব;
শুনিয়া সে ধ্বনি কানন বাহিরে
পরাণী নিস্তব্ধ সব,
ঘন হাহা রব, প্রচণ্ড নিশ্বাস,
উঠিছে ঝটিকা সম;
কভু শান্ত ভাব কভু ভয়ানক
এই সে তাহার ক্রম।
প্রবেশের মুখে সে অরণ্য পাশে
দেখি প্রাণী এক জন,
অতি ম্লান ভাব, হাতে ফুলমালা,
দুঃখেতে করে ভ্রমণ;

পড়িয়াছে কালি বদন মণ্ডলে,
গভীর চিন্তার রেখা,
ফেলি অশ্রু ধারা চাহি ধরা পানে
সতত ভ্রমিছে একা।
দেখিয়া তাহার কাতর অন্তর
উপনীত হই কাছে,
জিজ্ঞাসি কি হেতু ভ্রমে সেই খানে
কত দিন সেথা আছে?
কহিল সে জন "আশার কাননে
আছি আমি বহু দিন,
ভ্রমি এইরূপে দিবা বিভাবরী,
শরীর করেছি ক্ষীণ;
পক্ষ ঋতু মাস, বৎসর কতই,
অতীত হইল, হায়,
তবু কার গলে নারিলাম দিতে
এ ছার স্নেহ মালায়!
কত যে পুরুষ, কত যে রমণী,
সাধনা করিনু কত—
গ্রহণ করিতে এ কুসুম দাম
কেহ সে নহে সম্মত!
না জানি কি বুঝে পলায় অন্তরে
নিকটে দাঁড়াই যার;
ভুলে যদি কভু দেই কার হাতে
ঠেলি ফেলে এই হার!
আহা কত প্রাণী হেরি এ কাননে
কতই আনন্দ পায়!
কি কব বিধিরে এ হেন অমৃত
নাহি সে দিলা আমায়!
ভাবি কতবার ছিঁড়িব এ দাম,
ছিঁড়িতে নাহিক পারি,
তাই দুঃখে ত্যজি প্রণয়ের ভূমি
এ বনে হয়েছি ছারী।"
এত ক'য়ে যায় দ্রুতবেগে চলি,
চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল;

শুনিয়া কাতর অন্তরে যেমন
জ্বলিল কূট গরল।
ঋষির সংহতি প্রবেশি অরণ্যে
হেরি এবে চারি দিক্—
জর্জ্জরিত তরু, লতা, গুল্ম, পাতা
আকীর্ণ রাশি বল্মীক।
ভাঙ্গিয়া পড়িছে এথা তরুশাখা
ওথা উন্মূলিত দারু;
হেলিয়া কোনটি রয়েছে শূন্যেতে
হৃতপুষ্প ফল চা[illegible];
কাহার পল্লব ভাঙ্গিয়া দুলিছে,
বিকৃত কাহার [illegible];
বিদ্যুৎ আহত বিশীর্ণ কোনটি
মাটিতে পড়িছে গুঁড়া;
যেন বা দুরন্ত অনল দাহনে
উচ্ছিন্ন করেছে তায়—
সে শোক কানন শোভা বিরহিত
দেখিতে তাহারি প্রায়!
নিরখি আশ্চর্য্য প্রাণী সে কাননে
দুই রূপ দুই ভাগে,
ধায় পরস্পর কানন ভিতরে,
পাছে এক, অন্য আগে;
জীবিত যাহারা তাহারা পশ্চাতে,
অগ্রভাগে ছায়া যত;
কানন ভিতরে করে পরিক্রম
অবিশ্রান্ত অবিরত।
হা হতোঽস্মি রব, শিব শিব ধ্বনি,
সতত জীবিত মুখে;
ছায়া-বৃন্দ পাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ভ্রমিছে মনের দুখে।
কত যে প্রাচীন ভ্রমিছে সেখানে
প্রসারিয়া দুই বাহু;
বিশীর্ণ শরীর, ব্যাকুল বদন,
গ্রাসিয়াছে যেন রাহু।

কত শিশু ছায়া ধায় অগ্রভাগে,
নিকটে আসিলে, হায়,
অমনি সরিয়া ফিরে ফিরে চাহি
দূরেতে পলায়ে যায়!
কোন বা যুবক বৃদ্ধের আকৃতি
ছায়ার পশ্চাতে ধায়;
ছায়া স্থির রহে যুবা ছুটি আসি
আলিঙ্গন করে তা'য;
কোথা আলিঙ্গন, বৃথা সে পরশ,
শূন্য বাহু বক্ষঃস্থলে!
যুবা দী[illegible] সে [illegible] ছায়া নিরখিয়া
[illegible]সে তপ্ত অশ্রু জলে।
কোন জন ধায় ছায়ার পশ্চাতে
বাড়াইয়া দুই হাত;
বহু দিন পরে যেন পুনরায়
দেখা পায় অকস্মাৎ;
কহে অনুনয় বিনয় করিয়া
"আ(ই)স সখে এক বার,
বাহুতে জড়ায়ে তব কণ্ঠদেশ
নিবারি চিত্তের ভার।
বহু দিন সখে ভাবি নিরন্তর
অই সু[illegible]সন্ন মুখ;
নামে জপমালা করি করতলে
সম্বরি মনের দুখ।
বদন আকৃতি সকলি দে[illegible]তে
সমভাব সেই সব,
তবে কেন সখে কাছে গেলে সর,
কেন নাই মুখে রব।"
কেহ বা বলিছে ছুটিতে ছুটিতে
কোন এক ছায়া পাছে—
"আ(ই)স ফিরে ঘরে ভাই প্রাণাধিক
চল জননীর কাছে
দিবা নিশি হায় করিছে ক্রন্দন
জননী তোমার তরে;

সাজায়ে রেখেছে সকলি তেমতি
সাজায়ে তোমার ঘরে ;
সেই ঘর আছে, আছে সেই জায়া,
ভাই, বন্ধু সেই সব,
সেই দাস দাসী, সেই পরিজন,
গৃহে সেই কলরব ;
কমলের দল সদৃশ তোমার
শিশুরা ফুটেছে এবে ;
আ(ই)স ফিরে ঘরে ক্রোড়ে করি তায়
বদন আঘ্রাণ লবে ;"
বলিয়া দুঃখেতে করিয়া ক্রন্দন
পশ্চাতে ধাইছে তার,
ছায়ারূপী প্রাণী না শুনে সে কথা
দূরে যায় পুনর্ব্বার।
আহা সুরূপসী রামা কোন জন
দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি,
ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে "নাথ নাথ" বলি
পড়িছে খুলি,
"দাঁড়াও বারেক ক্ষণকাল, নাথ,
জুড়াক তাপিত বুক ;
বারেক তুলিয়া দেখাও আমারে
অই শশীসম মুখ ;
ভ্রমি অনিবার এ আঁধার বনে
বরষ বরষ হায়
সাগর সলিলে ধ্রুবতারা যেন
নাবিক নিরখি যায়।
উঠিছে তরঙ্গ চারি পাশে তার
তরণী ছুটিছে আগে,
অনিমেষ আঁখি দেখিছে চাহিয়া
আকাশের সেই ভাগে।
সেইরূপে নাথ জাগি দিবা নিশি
সেইরূপে দুঃখে যাই,
তবু এ দুরন্ত অকূল সাগরে
কূল নাহি খুঁজে পাই ;
কবে পুনরায় আবার তেমতি
পাইব হৃদয়ে স্থান !
শুনিব মধুর সুধা সম স্বর
জুড়াবে শরীর প্রাণ !"
এইরূপে সেথা কত শত জন,
ছায়া অন্বেষণ করি,
ভ্রমিছে আক্ষেপ রোদন করিয়া
আঁধার কানন ভরি ;
ভ্রমে অবিচ্ছেদে, সদা খেদস্বর
শিরে বক্ষে করাঘাত,
ঘন দীর্ঘশ্বাস, অবিরল ধারা
যুগল নয়নে পাত।
তাহাদের মুখ চাহি ক্ষণকাল
দুঃখেতে পূরে হৃদয়,
কহি, হায় বিধি, নবীন পঙ্কজ
শুকালে এমন হয় !
সৃষ্টির গৌরব প্রকাশিত যায়
এ হেন তরুণী মুখ,
তাপদগ্ধ হয়ে মানবের মনে
দেয় কি এতই দুখ !
হীরা, মুক্তা, চুণী, বিধু, পদ্মফুলে
কলঙ্ক দেখিতে পারি ;
তরুণীর মুখে দগ্ধশোক ছায়া
কদাপি দেখিতে নারি !
এরূপে আক্ষেপ করিয়া তখন
ক্রমে হই অগ্রসর ;
ক্রমশঃ বাতাস বেগে অল্প অল্প
আঘাতে বদন' পর।
ক্রমে অগ্রসর হই যত আরো
বায়ু গুরুতর তত ;
গাছের পল্লব লতা পাতা ক্রমে
বায়ু ভরে অবনত।
ক্রমে বৃদ্ধি ঝড় প্রবল পবন
বুকে মুখে বেগে পড়ে ;

অতি কষ্টে ধীরে হই অগ্রসর,
স্থির হৈতে নারি ঝড়ে।
যথা অন্তরীক্ষে বায়ু প্রতিমুখে
বিহঙ্গ যখন ধায়,
আশু হৈলে কিছু প্রবল বাতাসে
দূরে ফেলে পুনরায় ;
পক্ষ প্রসারিয়া স্থির ভাবে কভু
বহুক্ষণ শূন্যে রয়,
আশু হইতে নারে না পারে ফিরিতে
অবিচল পক্ষদ্বয় ;
সেইরূপে যাই জিজ্ঞাসি ঋষিরে
কহ একি তপোধন—
কোথা হইতে হেন এই স্থানে বেগে
এরূপে বহে পবন ?
অন্য দিকে হেরি ঝড়ের আকার
কিছু নাহি হয় দৃষ্টি।
বহিছে এখানে প্রচণ্ড বাতাস
একি অদ্‌ভুত সৃষ্টি ?
ঋষি কহে।"বৎস, চল কিছু আগে
স্বচক্ষে দেখিবে সব ;
কোথা হইতে উহা কখন কি ভাব
কিরূপে হয় উদ্ভব।"
যাইতে যাইতে দেখি এক স্থানে
প্রচণ্ড ঝটিকা বহে ;
সম্মুখে তাহার পশু পক্ষী জীব
তৃণ আদি স্থির নহে ;
ধূলিতে ধূলিতে গগন আচ্ছন্ন,
ঘন বেগে শিলা পাত ;
বৃষ্টি ধারারূপে বরিষে কঙ্কর
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
যথা সে তরঙ্গ সাগর হইতে
প্রবেশি নদীর মুখে
মত্ত বেগে ধায় তূলা রাশি হেন
ফেনস্তূপ লয়ে বুকে,
ছুটে তরী-কুল তীর সম তেজে,
তীরেতে আছাড়ি পড়ে,
তরঙ্গ তাড়িত বেগে পুনরায়
নদী গর্ভে ধায় ঝড়ে ;
সেইরূপ এথা কত শত প্রাণী
ঝড় মুখে বেগে ধায়,
ঘন রুদ্ধশ্বাস আকুল কুন্তল
ধরা না পরশে পায় ;
কত শত যুবা বৃদ্ধ নরনারী
বিধাবিত বেগে ঝড়ে,
কভু এক স্থানে কভু অন্য দিকে
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে।
নিরখি সেখানে কিরণ ঢাকিয়া,
আকাশে পড়েছে ছায়া,
বরষায় যথা তপন ঢাকিয়া
প্রকাশে মেঘের কায়া।
অথবা যেমন শূন্যে পঙ্গপাল
উড়িছে আঁধার জাল
পড়ে ধরাতলে ছায়া বিছাইয়া
ঢাকিয়া গগন ভাল ;
তেমতি আকার ছায়া সে প্রদেশে
আঁধারিয়া নভঃস্থল,
ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিছে শূন্যেতে
ছন্ন করি সে অঞ্চল।
অস্থির শরীর ছায়ার পরশে
শুষ্ক কণ্ঠ, রুদ্ধ স্বর,
চঞ্চল নয়ন তপোধন পাশে
নিরখি শূন্যের' পর ;
যেন কালি মাখা ঘোর গাঢ় মেঘ
শূন্য পথে উড়ি যায় ;
ঝড়বেগে গতি দুলিয়া দুলিয়া
ধূম বিনির্গত তায়।
ভ্রমিছে সে মেঘ অন্ধকার করি
প্রসারে আকাশ যুড়ে ;

সে মেঘের ছায়া পড়ে যার গায়
উত্তাপে তখনি পুড়ে।
শুকায় রুধির শরীরে আমার
তুণ্ডে নাহি সরে ভাষ,
অশ্রুপূর্ণ আঁখি ঋষির বদন
নিরখি পাইয়া ত্রাস।
ঋষি কহে "বৎস, অই কাল মেঘ
এ আশা-কাননে শিখা ;
বৃথা যে এ বন উহার (ই) শরীরে
কালির অক্ষরে লিখা !
পক্ষী নহে উহা ও কালী মূরতি
করাল কালের ছায়া,
প্রাণিগণে দলি ঘুরে নিত্য এথা
এরূপে প্রসারি কায়া।"
বলিতে বলিতে ভুলিয়া আপনা
তপোধন কয় শোকে—
"হায় রে বিধাতঃ, এ কালিম ছায়া
ছড়ালি কেন ভূর্লোকে !
জগতে যা আছে মধুর সুন্দর
গঠিয়া তাহার পর,
গঠিলে বিধাতা সকলের শ্রেষ্ঠ
প্রাণী রূপ মনোহর ?
বিষ-মাখা তার কণ্টক আবার
গঠিলে কেন এ কাল ?
মর্ত্তে পাঠাইয়া স্বর্গের পুতলি
পথে দিলে কাঁটা জাল !
সুচিত্র পটেতে কালি মাখাইতে
কেন এত ভাল বাস ?
জগতের সুখ নিদারুণ বিধি
এরূপে কেন বিনাশ ?"
এরূপে বিলাপ করেন সে ঋষি
আতঙ্কে সম্মুখে চাই,
দূর প্রান্ত দেশে গৈরিক মিশ্রিত
স্তূপ নিরখিতে পাই।
সেই স্তূপ অঙ্গে অন্ধ গুহা এক,
উত্থিত হইয়া তায়,
ঘন ঘন শ্বাস প্রচণ্ড বাতাস
ঝড়ের আকারে ধায়।
অতি কষ্টে দোঁহে সেই গুহা পাশে
আসি হই উপনীত ;
নিকটে আসিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত,
ভয়ে চিত্ত চমকিত।
গহ্বর ভিতরে বসি এক প্রাণী
প্রচণ্ড নিশ্বাস ছাড়ে ;
সেই দীর্ঘশ্বাসে জনমি বাতাস
ঝড় সম বেগে বাড়ে।
কালির বরণ পাষাণ নির্ম্মিত
যেন সে কঠিন কায়া ;
শরীর বিস্তৃত যেন অন্ধকার
ঘোরতর গাঢ় ছায়া।
মাঝে মাঝে মাঝে কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ
হুঙ্কার ধ্বনি নাসায় ;
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, রুক্ষ ধূম্রকেশ
মস্তকে বিচ্ছিন্ন, হায় !
করে আচ্ছাদন করিয়া বদন
বসি ভাবে হেঁট মাথা ;
বসি হেন ভাব যেন সে মূরতি
সেই গুহা অঙ্গে গাঁথা।
সম্ভাষি আমারে কহে তপোধন
"শোকমূর্ত্তি এই হের,
আশার কাননে ইহা হ'তে ঘটে
বহু বিঘ্ন বহু ফের।"
ঋষিরে জিজ্ঞাসি "কেন তপোধন
মুখে আচ্ছাদন কর ?
না দেখিনু কভু বদন হইতে
উহা ত হয় অন্তর।"
সে কথা শুনিয়া ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
শোকমূর্ত্তি দুঃখে বলে,

বলিতে বলিতে করের অঙ্গুলি
তিতিল নয়নজলে ;
"এ কথা জাননা কে তুমি এখানে
ভ্রমিছ আশাকানন ;
শিশু নহ তাহা বুঝিয়াছি স্বরে,
হবে কোন যুবাজন।
আমি হতভাগা আছি এই স্থানে
চারি যুগ এই হাল ;
বিধাতা আমার করিলা সৃজন
করিয়া লোক-জঞ্জাল।
মৃত্যু নাই মম, যে আসে নিকটে
সেই পায় নানা ক্লেশ ;
সেই হেতু এথা থাকি এ নির্জ্জনে
দুঃখে ছাড়িয়াছি দেশ।
না দেখাই কারে এ ছার বদন
তাহার কারণ বলি—
দেখিব যাহারে বিধাতার শাপে
তখনি সে যাবে জ্বলি।
কত অনুনয় করিনু বিধিরে
লইতে এ পাপ প্রাণ,
এ কাল কটাক্ষ হইতে আমার
প্রাণীরে করিতে ত্রাণ ;
না শুনিলা বিধি শুধু এই বর
দিলা সে করুণা করি—
শিশুর বদন হেরিতে কেবল
পাইব নয়ন ভরি ;
এ কটাক্ষ দাহ শিশুরে কেবল
দাহন করিতে নারে,
নতুবা মুহূর্ত্তে দগ্ধ করি তাপে
অন্য প্রাণী সবাকারে ;
কোথা নাহি যাই থাকি একা এথা
তবু সে বিধি আমায় ;
বিড়ম্বনা করে প্রেরিয়া পরাণী
আমারে কত জ্বালায় ;
বর্ষে যত বার খুলি দগ্ধ আঁখি
তখনি যে থাকে কাছে,
তার সম বুঝি আশার কাননে
অভাগা নাহিক আছে।
আসিতে আসিতে দেখিয়াছ পথে
সহস্র সহস্র প্রাণী
ভ্রমিছে দুঃখেতে, এ কটাক্ষ দোষে,
শুনায়ে কাতর বাণী।
না থাক এখানে যাও অন্য স্থান
বাঁচিতে যদ্যপি চাও ;
আমার নিকটে থাকিয়া এখানে
কেন এ সন্তাপ পাও।"
যথা যবে কোন গৃহীর আলয়ে
মৃত্যু উপস্থিত হয়,
রোদন নিনাদ বিলাপ শোচনা
বিদীর্ণ করে আলয় ;
তখন যেমন বন্ধু কোন জন
বিমর্ষ মলিন বেশ,
কালের ছায়াতে কালিম বদন
বাহিরায় বহির্দ্দেশ ;
অন্ধকারময় হেরে চারিদিক
ব্রহ্মাণ্ড মলিন কায় ;
শুষ্ক কণ্ঠ তালু ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস
হৃদয় জ্বলে শিখায় ;
ধরাতল যেন অধীর হইয়া
সতত কাঁপিতে থাকে,
ভয়ে ভয়ে যেন কণ্টক উপরে
ধরাতে চরণ রাখে ;
সেইরূপে এবে নিরখিয়া শোক
করি স্থান পরিহার,
যাই ঋষি সহ ঋষি কহে মৃদু
বদনে চিন্তার ভার ;—
"নিরখিলা শোক নিরখিলা তার
অরণ্যে কাল-প্রতিমা ;

চল যাই এবে দেখিবে আশার
কোথা সে কানন সীমা।”

দশম কল্পনা।

নৈরাশ্যক্ষেত্র—মধ্যভাগে মরুপ্রদেশ—তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—হতাশের মূর্ত্তিদর্শন ও নিদ্রাভঙ্গ।

ধীরে ধীরে ঋষি চলে আগে আগে
পশ্চাতে করি গমন ;
শোকারণ্য ছাড়ি, অন্য ধারে তার
উপনীত দুই জন।
কঠিন মৃত্তিকা, নিম্ন উচ্চ ভূমি,
ধরা নহে সমতল ;
চলিতে চরণ স্থির নাহি রহে,
সে পথ হেন পিচ্ছল।
নাহি ডাকে পাখী তরুর শাখায়
নীরবে বসিয়া রয় ;
বিনা বায়ুবেগ নিত্য তরু তলে
ঝরে লতা পত্রচয়।
ক্রীড়ায় নিবৃত্ত ব্যাধগণ যবে
উজাড় করিয়া বন,
ফিরে গৃহ মুখে, ত্যজিয়া কানন
আনন্দে করে গমন ;
তখন যেমন ছাড়ি নানা দিক্
পুনঃ ফিরে যত পাখী,
ভ্রমে উড়ে উড়ে তরু চারি ধারে
ভয়ে না প্রবেশে শাখী।
নিরখি আসিয়া এথা সেই ভাবে
আছে যত নিকেতন,
চারিধারে তার ভ্রমে নিরন্তর
হতাশ পরাণীগণ,
সাহস না করে পশিতে ভিতরে
ক্ষুণ্ণ মন, নত শির,
শুষ্ক কণ্ঠদেশ, শুষ্ক রুক্ষ বেশ,
নয়নে না ঝরে নীর।
হেরি কত প্রাণী চলে অতি ধীরে
দেহে যেন নাহি বল,
শুষ্ক নীলোৎপল মুখছবি যেন,
করে চাপে বক্ষঃস্থল।
কত যুবা, আহা, নত পৃষ্ঠদণ্ড
চলে হেন ধীরে ধীরে,
প্রতি পাদক্ষেপে যেন রেণু গুণি
নিরখে মহী-শরীরে।
হেন ধীর গতি তবু কত জন
পড়ে নিত্য ভূমিতলে,
স্খলিত চরণ ধূলিতে লুটায়
পিচ্ছিল সেই অঞ্চলে।
পড়ে ক্ষিতি পৃষ্ঠে চলিতে চলিতে
বৃদ্ধ প্রাণী কত জন ;
উঠিতে শকতি নাহিক আশ্রয়,
আগ্রহে ধরে পবন !
কোথাও পরাণী হেরি শত শত
বসিয়া দুর্গম স্থানে,
অনিমেষ আঁখি নীরস বদন
নিত্য হেরে শূন্য পানে ;
চলে দিনমণি ভাসিয়া গগনে
চাহিয়া তাহার পথ,
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, বলে “হা বিধাতঃ
ভাল দিলে মনোরথ ;
করি বড় সাধ ধরিলাম হৃদে
কৃপণের যেন মণি,
এখন সে আশা হয়েছে গরল
দংশিছে যেমন ফণী।

কেন বিধি হেন আশ্বাসে ভুলায়ে
জ্বালিলে হৃদয়ে শিখা ?
জানিতে যগ্যপি অগ্রে এ ললাটে
এ হেন অভাগ্য লিখা !”
এরূপে বিলাপ করিছে অনেকে,
কেহ বা উঠিয়া ধায়,
ভাবে যেন শূন্যে কোন সে আকৃতি
সহসা দেখিতে পায় !
গিয়া দ্রুতপদে করতল যুড়ে
বাহু প্রসারণ করি,
বাতাসে মিলায় ঘুচে সে প্রমাদ
পালটে আশা সম্বরি ;
ফিরে অধোমুখ, বসিয়া আবার
দিনমণি পানে চায়,
দেখে শূন্যমার্গে ধীরে ধীরে সূর্য্য
গগনে ভাসিয়া যায় ;
নিরখি সেখানে প্রাণী অন্য কত
মনস্তাপে ধীরে ধীরে,
কণ্ঠ হ'তে খুলি কুসুমের হার
নিরখিছে ফিরে ফিরে ;
করি ছিন্ন ছিন্ন ফেলিছে ভূতলে
পদতলে দৃঢ় চাপি,
নেত্রে অশ্রুবিন্দু ফেলি মুহুর্মুহু
উঠিছে সঘনে কাঁপি ;
পদাঘাতে চূর্ণ খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে মালা পড়ে যখন,
“উদ্‌যাপন” বলি ছাড়িয়া নিশ্বাস
সে প্রাণী করে গমন।
দেখি কত জন বসিয়া নির্জ্জনে
ধীরে চিত্রপট খুলে,
নয়নের নীরে অঙ্কিত চিত্রের
একে একে রেখা তুলে ;
করিয়া মার্জ্জিত সর্ব্ব অবয়ব
নিরঙ্ক করিয়া পরে,
বিছায়ে বিছায়ে সেই চিত্রপ
দুই করতলে ধরে,
পরশে হৃদয়ে পরশে মস্তকে
যতনে করে চুম্বন,
পরে ছিন্ন করি ফেলি ধরাতলে
সন্তাপে করে গমন।
বলে “রে এখন(ও) বিদীর্ণ হ'লি ে
হায় রে কঠিন হিয়া !
কি ফল বাঁচিয়া এ হেন মধু
আশা বিসর্জ্জন দিয়া ?
ভাবিতাম আগে না জানি কত
কোমল মানব মন,
ছিল যত দিন আশার হিল্লো
করিত হৃদে ভ্রমণ।
বুঝেছি এখন লৌহ ধাতু
কঠোর নরের হৃদি,
অনন্ত দুঃখের কারণ করি
গঠিলা আমায় বিধি !”
কোন খানে দেখি প্রাণী শত শ
শয়ন করি ভূতলে,
পাষাণের ভার তুলিয়া বি
রাখিছে হৃদয় তলে ;
কাঞ্চন মুকুট, মণি দ
হেম-বিমণ্ডিত অসি,
ধূলি সমাচ্ছন্ন, প্রতি জন পা
পড়েছে কতই খসি ;
বলিছে “এখন বাঁচিয়া কি ফ
পাইয়া এ হেন ক্লেশ,
এ ছার সংসারে বৃথায় ভ্র
ধরিয়া ভিক্ষুক বেশ !
কত যে উৎসাহ কতই বাস
ধরিত আগে এ মন !
ভূধর শরীর ভাবিতাম তুচ্ছ
সামান্য তুচ্ছ গগন !

ভাবিতাম আগে জলধি গোষ্পদ,
ইন্দ্রপুরী ক্ষুদ্র অতি ;
পরিণামে হায় হইল এ দশা,
এখন কোথায় গতি !"
বলিয়া এতেক ভগ্ন অসি লয়ে
হৃদয়ে করে প্রহার,
আবার ভূতলে পড়িয়া, বক্ষেতে
চাপায় পাষাণ ভার ;
উপরে উপরে শিলা খণ্ড তুলে
কতই চাপিছে বুকে,
করিছে আক্ষেপ কতই কাঁদিয়া
দারুণ মনের দুখে।
"কি কঠিন হিয়া"— কহিছে কাঁদিয়া
শিলা হেন হয় ছার,
না ভাঙ্গে সে বুক পরেছি যেখানে
বাসনা-ফণীর হার।"
বলিতে বলিতে উঠিয়া আবার
ক্রমে অগ্রভাগে যায়,
বৃক্ষ অন্তরালে গিয়া কিছু দূরে
অরণ্য মাঝে লুকায়।
বাড়িল কৌতুক কোথা প্রাণিগণ
এরূপে করে গমন,
জানিতে বাসনা, ঋষির পশ্চাতে
চলিনু আকুল মন।
পশ্চাতে তাদের চলি কতদুর
ক্রমে আসি উপনীত,
অনন্ত বিস্তার ঘোর মরুভূমি
হেরি হ'য়ে চমকিত ;
হেরি চারি দিক্ যেন নিরন্তর
ধূমেতে আচ্ছন্ন রয়,
নাহি বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী রব
বিকলাঙ্গ সমুদয়।
বারিশূন্য মরু ধূ ধূ করে সদা,
চলিতে নাহিক পথ,
কঠিন কর্কশ লবণ মৃত্তিকা
উত্তপ্ত অনলবৎ ;
পদ-তালু জ্বলে হেন তপ্ত বালু,
সে তাপ নাহিক জ্ঞান,
দিক্ হারা হয়ে ভ্রমে সেই খানে
পরাণী আকুল প্রাণ ;
বাণীশূন্য মুখ, ধূলিপূর্ণ কেশ,
শরীরে কালিম মলা,
সে মরুপ্রদেশে ভ্রমে প্রাণিগণ
অন্তরে হ'য়ে উতলা ;
বিশীর্ণ বদন, বরণ পাণ্ডুর,
নীরবে করে ভ্রমণ,
নিশীথ সময়ে প্রেতযোনি যথা
দগ্ধ চিত্ত, দগ্ধ মন।
হেরে মরু দেশ তৃষিত অন্তরে
চায় সে ধূমল শূন্যে,
নিরখি সে ভাব শরীর কণ্টক
হৃদয় পূরে কারুণ্যে।
আশাভগ্ন, হায়, কত নারী নর,
কত যুবা বৃদ্ধ প্রাণী,
ভ্রমে এই ভাবে সে মরুপ্রদেশে
বদনে মলিন গ্লানি !
যাই যত দূর ক্রমশঃ ততই
নেহারি ধূম প্রগাঢ়,
ঘনঘটা যেন বিছায়ে আকাশে
তিমিরে ঢাকে আষাঢ়।
ক্রমে অন্ধকার ঘেরে দশ দিক্,
প্রবেশি যেন পাতাল,
উঠে নিত্য ধূম ফুটে ক্ষিতিতল
কজ্জল বর্ণ করাল।
মাঝেমাঝে মাঝে বিকট কিরণ
চমকি চমকি ছুটে,
কাল কাদম্বিনী কোলেতে যেমন
বিদ্যুৎ গগনে ফুটে ;

ভাতে তীব্র ছটা ধাঁধিয়া নয়ন
মুহূর্ত্তে পুনঃ লুকায়,
গাঢ়তর যেন অন্ধকার জাল
সে মরু পরে ছড়ায়।
সে বিকট জ্বালে আকুল তরাসে
শিহরি চাহি তখন,
রোমাঞ্চিত দেহ কম্পিত হৃদয়
নিস্পন্দ দুহ নয়ন ;
দেখি স্থানে স্থানে কত শব-দেহ
সেই বারিশূন্য স্থলে,
বিকৃত বদন বিবর্ণ শরীর
লতারজ্জু বান্ধা গলে।
পীড়িত হৃদয় কাঁপিতে কাঁপিতে
দ্রুতবেগে করি গতি,
হেরি এইরূপ যাই যতদূর
বাহিয়া উত্তপ্ত পথি।
ক্রমে যত যাই তত উষ্ণ বায়ু,
উষ্ণতর শুষ্ক মহী,
উঠে ঘোর তাপ ঘেরি চারি দিক্
শরীর চরণ দহি।
ক্রমে উপনীত বিশাল বিস্তৃত
ভয়ঙ্কর মরুভূমে,
শূন্য গুল্মলতা হুহু করে দিক্
আচ্ছন্ন নিবিড় ধূমে ;
হুহুজ্বলে বালি অনন্ত বিস্তার
দশ দিকে পরকাশ।
ধূধূ করে শূন্য অনন্ত শরীর
দেখিতে পরাণে ত্রাস।
লবণ বালুকা বিকীর্ণ প্রদেশ
দারুণ উত্তাপ অঙ্গে,
খেলে যেন তাহে অনলের ঢেউ
উত্তপ্ত বালুর সঙ্গে।
মরু মধ্যভাগে একমাত্র তরু,
তাপে জীর্ণ কলেবর,
প্রাণী একজন তল দেশে তার
দাঁড়াইয়া স্থিরতর ;
হাতে রজ্জু ধরি দৃঢ় করি তায়
বান্ধিছে কঠিন ফাঁস,
আরোপি শাখাতে পরিছে গলায়
ছাড়িয়া বিকট শ্বাস ;
ঝুলে তরু ডালে শবদেহ যেন,
ঝুলি হেন কতক্ষণ,
কণ্ঠ হইতে পুনঃ খুলিয়া আবার
রজ্জু করে উন্মোচন।
কখন অস্থির বেগে করতল
তাড়িয়া উন্মাদ প্রায়,
ছুটে মত্ত ভাবে সে মরু প্রদেশে
প্রাণী সে কঙ্কালকায় ;
চলে দিক্‌শূন্য করি হুহুঙ্কার
ফেনপুঞ্জ মুখে উঠে,
জ্বলন্ত বালুকা তাপে দগ্ধীভূত
অস্থির চরণে ছুটে।
ছিন্ন করে দেহ নখে বিদারিয়া
দন্তে ছিন্ন করে ত্বচ,
বান্ধিয়া অঙ্গুলে ছিঁড়ে কেশ জটা
মস্তক করে বিকচ ;
রুধিরাক্ত তনু ধায় দশদিশে
প্রাণিগণে খেদাইয়া—
আশাভগ্ন প্রাণী যত সে প্রদেশে
সম্মুখে ভ্রমে ছুটিয়া।
জ্বলে মরু মাঝে অনলের কুণ্ড
বিপুল মুখব্যাদান,
ধূমল কালিম বজ্র ধাতু সম
শিলাখণ্ডে নিরমাণ।
উঠে বহ্নি-শিখা ভীম কুণ্ড-মুখে
জিহ্বা প্রসারণ করি,
ছুটে ছুটে উঠে দূর শূন্য পথে
ভীষণ গর্জ্জন ধরি ;

লিহি লিহি করি উঠে বহ্নি জ্বালা
কূপ হইতে ভীম রঙ্গে,
জিহি লক্ লক্ ছুটিতে ছুটিতে
প্রসারে যেন ভুজঙ্গে ;
আনি প্রাণিগণে ধরি একে একে
সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
সে অনল কুণ্ডে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
নিক্ষেপে বহ্নির পর।
ঋষি কহে "বৎস, হের রে হতাশ
হতাশ-কূপ নেহার,
আশার কাননে পরিণাম এই
নিরূপিত বিধাতার।"
নেহারি আতঙ্কে কম্পিত শরীর,
ভয়ে শিরে কাঁপে কেশ—
ধূ ধূ করে দিক্ অনন্ত-ব্যাদান
বালুময় মরুদেশ ;
জ্বলিছে অনল সে বিষম কুণ্ডে
আশাভগ্ন নারী নর
দশ দিক হ'তে হতাশ-তাড়িত
পড়ে তাহে নিরন্তর।
হেরি ক্ষণ কাল সে অনল কুণ্ড
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ,
বলি—শীঘ্র ঋষি "পরিহরি ইহা
চল কোন অন্য স্থান।
যেন সে কোন বা অর্ণবের কূলে
বসি নিরখিলে একা
অকূল সাগরে নিত উর্ম্মিকুল
নেত্র পথে যায় দেখা ;
হুহু চলে জল, অনন্ত জলধি,
অনন্ত ঘন উচ্ছ্বাস,
শূন্য অন্তরীক্ষে অগাধ অনন্ত
ব্যোমকায় পরকাশ।
পক্ষী—প্রাণী—শূন্য নিখিল গগন
পক্ষী-প্রাণী-শূন্য সিন্ধু ;
জলধি-গর্জ্জন কেবলি নিয়ত,
নাহি অন্য স্বর-বিন্দু।
যথা সে অকূল জলধির তীরে
পরাণ আকুল হয় ;
বসিলে একাকী শরীর জীবন
বোধ হয় শূন্যময়।
সেইরূপ এথা এমরু প্রদেশে
প্রবেশি আকুল দেহ,
হতেছে আমার, শুন তপোধন
ইথে পরিত্রাণ দেহ।"
বলিয়া নিরখি হেরি চারি দিক্
ঋষি নাহি দেখি আর !
নিদ্রাভঙ্গে পুনঃ সেই তরু-তল
হেরি দামোদর-ধার !
তেমতি কিরণ পড়ি দামোদরে
আলো করে দুই কূল,
তেমতি কিরণ তরুর শরীরে
রঞ্জিত করিছে ফুল !
দেখিতে দেখিতে ফিরিনু আবার,
প্রবেশি আপন গেহে ;
পুনঃ সে ধরার আবর্ত্তে পড়িয়া
মজিনু জটিল স্নেহে।

সম্পূর্ণ।

ছায়াময়ী।

[কাব্য]

"I follow here the footing of thy feete
That with thy meaning so I may thee rather meete."
Spenaer.

তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে, ধরি এই মনোরথে

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রণীত।

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে
শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা
মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি দান্তের লিখিত "ডিভাইনা কমেডিয়া" নামক অদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। সেই মহাকবির নিকটে আমি কতদূর ঋণী, তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদিত হইবে। ফলতঃ বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবের ও রচনা-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বলা বাহুল্য যে, "ডিভাইনা কমেডিয়া" বাইবেলের মতাবলম্বি একজন প্রকৃত খৃষ্ট-উপাসকের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত-নরক (Purgatory) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা খৃষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সে সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন।

ছায়াময়ী।

[প্রস্তাবনা।]

সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি ;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি !—
হী-হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট হাসেতে বিকট ভাসেতে
পূরিছে বিটপী বন।
কূট করতালি কবন্ধ তালিছে,
ডাকিনী ছুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে।
ঊর্দ্ধ চরণে প্রেত নাচিছে
বৃক্ষ হেলিছে ভূয়ে,
ক্ষুব্ধ অটবী বিরাট তাণ্ডবে,
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে ;
কন্থা বিথারি বিকট শ্মশানে
বসেছে ভৈরবীপাল,
ভীম-মূরতি শ্মশান হাসিছে,
আলেয়া জ্বলিছে ভাল।
চণ্ড আরাবে, খেলিছে ভৈরব
অস্থি-ভূষণ গলে,
ঠঠ ঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশান ভূমিতে চলে।

১ম প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া।

২য় প্রেত। রাজা কি রাখাল, ছিল কোন কাল
এখন মড়ার মাথার কপাল,
শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয়া।

১ম ও ২য় প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ,
কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া।

মুখে কটকট শব্দ বিকট
খেলিছে ভৈরব দলে,
দন্ত বিকাশি খিলি খিলি হাসি
অস্থি-ভূষণ গলে ;
খেলিতে খেলিতে চণ্ড দাপটে
প্রমথ চলিল শেষ,
নদীকূলে যেথা মুণ্ড ঝুলায়ে
শ্মশান করাল-বেশ।
দগ্ধ-বরণ বিগত-যৌবন
সম্মুখে স্থাপিত শব,
শুভ্র পলিত চিকুর শিরসে
বদনে বিরত-রব ;
তীব্র নয়নে দেখিছে চাহিয়া
কপালে কুঞ্চিত রেখা,

অর্দ্ধ জীবনে শ্মশান-গহনে
মানব বসিয়া একা
অট্ট হাসিতে প্রমথ হাসিল
ভৈরব ধরিল তালি,
অস্থি কুড়ায়ে নৃমুণ্ড কপালে
সম্মুখে রাখিল ডালি।

প্রথম পল্লব।

শ্মশানবিহারী ভিখারী তখন ;—
'অরে রে প্রমথ প্রেতমূর্ত্তিগণ,
করিস্ ভ্রমণ কত সে ভুবন,
কত অন্ধকার আলো দরশন,
ত্রিলোক ভিতরে নিশিতে ঘুরে ;
বল্ কোথা বল্ কোথা পরকাল,
কি প্রথা সেখানে, ভোগে কি জঞ্জাল,
জীবদেহ হ'তে কৃতান্ত করাল
জীবাত্মা যখন খেদায় দূরে ?
প'ড়ে থাকে দেহ—কোথা বা পরাণী
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি
করে প্রক্ষালিত,—কি সলিল আনি ?
থাকে কতকাল, কোথা—কি পুরে ?
আছে কি ঔষধি—আছে কি উপায়,
পাপের কলঙ্ক যাতে ঘুচে যায়,
পাপীর পরাণ আবার জীয়ায়,
জীব-চিত্তশিখা কভু কি নিবে ?
কভু কি নিবে রে সে ঘোর অনল,
বারেক হৃদয়ে জ্বলিলে প্রবল ?
ইহ পরকালে কি আছে রে বল্
সে দাহ নিবায়ে জুড়াতে জীবে ?
ভুলে কি পাতকী ত্যজিলে জীবন
ইহ-জন্মকথা এ মর্ত্ত্য ভুবন ?
স্মৃতি-চিন্তা-ডোর, জীবের বন্ধন,
মাটিতে পুনঃ কি মিশায়ে যায় ?
অথবা আবার সে সব বন্ধনে
জীবাত্মা দেখে রে স্বপনে স্বপনে,
ফণীরূপে কাল অনন্ত গর্জ্জনে
অনন্ত ভুবনে ঘুরায় তায় ?
না থাকে এবে সে ইন্দ্রিয়-চালনা,
সে মোহ-বিকার, মায়ার ছলনা,
শরীর ধারণে, পাপীর বেদনা
কখন কদাচ ভুলা ত যায় ;
ভুলাতে কিছু কি থাকে না ক আর,
কোন্ বা স্বপন—কোন্ বা বিকার,
কেবলি পরাণে জাগে কি ধিক্কার,
অশরীরী-তাপ নাহি জুড়ায় ?
জুড়ায় কভু কি সে চিতাদহন ?
কিরূপে জুড়ায়—জুড়ায় কখন,
আছে কি সে প্রথা বিধির লিখন
লঘু গুরু ভেদে যাতনা ভেদ ?
অথবা যেমতি দশানন-চিতা
জ্বলে চিরকাল—চিরপ্রজ্বলিতা,
শিখার গর্জ্জনে সাগর-পীড়িতা
বেলায় লুটিয়া করয়ে খেদ ;
অধীর হৃদয়ে অশ্রান্ত তেমতি
ভ্রমে জীবকুল, অসীম-দুর্গতি
ছাড়িতে ভুলিতে নাহিক শকতি
তিলার্দ্ধ যাতনে নিষ্কৃতি নয় ?
এ হ'তে নরক কিবা ভয়ঙ্কর
কোন্ বেদে আছে, জীবদাহ-কর ;
পাপের কণ্টকে বিঁধিলে অন্তর
নহে কি কখন সে পাপ ক্ষয় ?
দেহশূন্য তোরা, আমি দগ্ধমতি,
বুঝাইয়া বল্ পাপীর কি গতি,
শিশু পুণ্যমন, নারী পুণ্যমতি
কলুষ-পরশে পায় কি পার ?

আছে কি রে পার সে পাপের হ্রদে,
ডুবে যাহে নর পড়িয়া প্রমাদে
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে,
আছে কি পশ্চাতে নিষ্কৃতি তার ?
যদি সত্য বল, দেখাইতে পার
পরকালে হয় পাতকী উদ্ধার,
এখনি ত্যজিব এ আলো আঁধার,
তোদের সঙ্গেতে সাথুয়া হব।
গহন গহ্বর নগর অটবী
নরক পাতাল যে কোন পদবী
যখন দেখাবি—যেখানে দেখাবি
তখনি সেখানে আগুয়ে রব।
হব নিশাচর, শব দেহোপর
নর অস্থি-মালা, নৃমুণ্ড-খর্পর,
নরদেহ ধরি হব রে বর্ব্বর,
পিশাচ-পদ্ধতি শিখিব যত।
বল্ কোথা বল—চল্ লয়ে চল্
দেখিব সে দেশ, পাপীর সম্বল,
দেহত্যাগী জীব লভিয়া মঙ্গল
কি কাজে কিরূপে কোথায় রত!'
সে কথা শুনিয়া ভৈরব সকল
কেহ বা ধরিল বিকট কবল,
কেহ বা নাচিল—কেহ বা হাসিল,
ভীষণ কটাক্ষে কেহ বা চায়।
বিভয় বিকট পিশাচ-শবদে
কেহ বা নিকটে আসি ধীর-পদে
কহিল বচন ;—'ত্যজিবে যখন
দেহ-আচ্ছাদন জীব-নিচয়,
কি হবে তাদের ?—কি হবে রে আর—
আমাদেরি মত ধরিবে আকার,—
ভ্রমিবে ভুবন—খুঁজি অন্ধকার,—
বলিনু তুহারে নিচয় বাণী।'
বলি, খিলি খিলি হাসি যায় দূরে ;
আসি অন্য প্রেত ভয়ঙ্কর সুরে
কহিতে লাগিল শ্রুতিদেশ পূরে
শ্মশান-বিহারী প্রাণীর কাছে ;—
'আমি বলি যায়—করিস্ প্রত্যয়,
দেহান্তে মানব কিছুই না হয়,
মাটির শরীর মাটিতেই রয়,
দেহ মন গড়া একই ছাঁচে।
আমরা অদেহী বিভিন্ন-গড়ন
চিরকালি এই মূরতি ধারণ,
তুহারা নহিস্ মোদের মতন' ;
বলি, নৃত্য করি ঘুরে সেথায়।
সহসা তখন সে বনরাজিতে
বেতাল ভৈরব আসি আচম্বিতে,
স্তবধ করিল করের তালিতে,
পিশাচ-মণ্ডলী নিকটে ধায়।
কহিল তাদের ভূত-দলপতি,
বিকটতুণ্ডেতে খরতর গতি
অমানুষী ভাষা—পৈশাচ-পদ্ধতি ;—
'নিকটে উহার না যাও কেহ ;
শোক দুঃখ তাপে যে নর পীড়িত
মৃত্যুর অঙ্গুলি যার দেহে স্থিত
তাহার নিকটে জগৎ স্তম্ভিত,
না লঙ্ঘ কেহ রে তাহার দেহ।
আমি ভৃত্য যাঁর, এ আদেশ তাঁর
ত্রিলোক মণ্ডলে এ কথা প্রচার,
কহিনু তোদের—দেখিস্ ইহার
কদাচ কোথাও অন্যথা নহে।
লঙ্ঘিলে এ বাণী জান ত সকলে
কি শাসন-প্রথা পরেতমণ্ডলে ?
বলিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া চলে ;
এবে শূন্য বন কেহ না রহে।

দ্বিতীয় পল্লব।

একাকী মানব এবে বিজন শ্মশানে,
সম্মুখে স্থাপিত শব, সুদূর ঝিল্লির রব
মাঝে মাঝে উঠে থালি বিকট স্বননে।

উঠিতে লাগিল তারা আকাশে ছড়ায়ে,
একে একে ঝিকি মিকি, শুকু আলো ধিকি ধিকি
ফুটিল নীলিমা-কোলে,—ফুটে ফুটে যেন দোলে
আকাশের নীলিমার কালিমা ঘুচায়ে।

পড়িল সে ধীর আলো পাতায় লতায়,
পড়িল সৈকত তীরে, পড়িল নদীর নীরে,
পড়িল শ্মশান-ভূমে রজত-ছটায়।

তখন তাপিত সেই নরদেহধারী
চাহিয়া মৃতের পানে, ব্যথিত ব্যাকুল প্রাণে
দেখিতে লাগিল ঘন, কভু বা উর্দ্ধ-নয়ন,
ভাবিতে লাগিল ঘোর অন্তরে বিচারি ;—

যার মায়া-বন্ধনীতে বাঁধিয়া পরাণ
হৃদয়ে না দিনু স্থান বিধাতার কি বিধান ;
জীবনের পাপ তাপ, মৃত্যুভয় মনস্তাপ,
হেরিলে যাহার মুখ তখনি নির্ব্বাণ ;

সেই সুতা মৃত্যুকালে যখন শয়ান,
বলিল মিনতি করে—"কি হবে এ দেহান্তরে,
পিতা গো, ভাবিও তাহা—কিসে পরিত্রাণ।"

যার শব বক্ষে ধরি ভ্রমিনু মর্ত্তেতে ;
হেরিলাম রামেশ্বর, যমুনোত্রি পূত ঝর ;
পুষ্কর, প্রয়াগ, গয়া, বিন্ধ্যাচল, হিমালয়া,
ভ্রমিলাম কামরূপ, শ্রীক্ষেত্র তীর্থেতে

সেই সুপবিত্র সুতা—নির্ম্মল পরাণী ;
ভ্রমিবে পিশাচী বেশে তমোময় দেশে দেশে,
স্বর্গের সৌরভ শোভা হরষ না জানি ?

ভ্রমিছে কি সেই বালা উহাদেরি সনে—
অই ভৈরবীর দলে নর-অস্থি মালা গলে ?
ভুলেছে পিতারে তার মনুষ্য-জীবন-সার
সারল্য শীলতা দয়া নাহিক সে মনে ?

নহে—নহে কদাচন, না মানি প্রত্যয়
ব্রহ্মা যদি নিজে বলে সে প্রাণী ওরূপে চলে,
সে আত্মার শেষ এই—অন্ধনিশিময় !

প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বিদ্রূপী উহারা,
পরকাল আছে সত্য, আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত ;
জগত-নিয়ন্তা বিধি অবশ্য করিলা বিধি
যেরূপে উদ্ধার পাবে ভ্রমান্ধ যাহারা।

কে বলিবে—কে জানাবে—দেখাবে আমায়
বিধাতার সেই পথি, নরের চরম গতি,
পরলোক, মুক্তি-পথ, কিরূপ, কোথায় !

কে আমারে লয়ে যাবে দেখাতে তনয়া,
সেই পুণ্যরাশি-ছায়া ধরেছে কিরূপ কায়া,
কি কিরণে বিরাজিছে, কার তরে কি ভাবিছে
অঙ্কহীনা সে প্রতিমা কোথায় উদয়া !

জ্যো'স্নাময় গগনের কোল হ'তে তবে
যেখানে রোহিণী তারা, প্রভাবতী সেই ধারা
দেবী এক তারাগতি নামি এলো ভবে।

নরদেহধারী কাছে দাঁড়াইল আসি—
পরিধান শ্বেত বাস, শ্বেত আভা অঙ্গভাস,
শরীরে অমৃতগন্ধ, মুখে স্নিগ্ধ মন্দ মন্দ
সুকোমল নিরমল নিরুপম হাসি

বিনিন্দিত কাশপুষ্প তনু কমনীয়,
করতলে করতল পদ্মে যেন পদ্মদল,
বিনীত-নয়না, চাহি পদযুগে স্বীয়।

নিকটে আসিয়া তার মৃদুল গুঞ্জনে
অমরী কহিল ভাষা জীবিতের দুঃখ নাশা ;—
তাপিত না হও দেহী ভবতলে কেহ নাহি
কলঙ্কিত নহে যেবা পাপ পরশনে।

প্রবৃত্তির কুছলনে ভুলে নাহি কভু—
আপন প্রমাদ বশে কিম্বা রিপুরাশি-রসে—
হেন নর নারী নাই—হবে না ক কভু ;

পরিপূর্ণ নির্ম্মলতা এ জগতে নাই,
পৃথিবীর নহে তাহা, সে বাসনা বৃথা স্পৃহা
মানবমণ্ডলে কেহ ধরিয়া মানব দেহ
যদি করে সে বাসনা সে আশা বৃথাই।

যত দিন নরকুলে সকলে না হবে
সেই নির্ম্মলতাময় পরিগত রিপুচয়,—
যত দিন কারো চিত্তে স্বেদ-বিন্দু রবে,

তত দিন একা কেহ এ ধরণী-মাঝে
রিপুময় দেহ ধরি কুবাসনা পরিহরি,
নিষ্কলঙ্ক সুধাজলে স্নান করি হৃদিতলে
নারিবে লভিতে জয় পুণ্যময় সাজে।

বিধির নিয়ম ইহা, অখণ্ড্য লিখন—
সমগ্র নরের জাতি ধরাতে একত্র সাথি,
একত্র উদয়, গতি, একত্র পতন।

যথা অনন্তের পথে গ্রথিত সুন্দর
গ্রহ শশী তারাকুল, অদৃশ্য বন্ধন-মূল ;
কোন গ্রন্থি যদি তার ছিন্ন, শ্লথ একবার
পাতাল ভূতল শূন্য ছিন্ন চরাচর।

কিন্তু যাঁর বিধি ইহা তাঁরি বিধি শুন
দুষ্কৃতির আছে ক্ষয়, সন্তাপ অনন্ত নয়,
পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ।

চল সঙ্গে দেখাইব সে গতি তোমায়,
দেখাব তনয়া তব, ধ'রে যার শূন্য শব
ভ্রমিলে পৃথিবী'পর ভিক্ষু-বেশে নিরন্তর,
দেখিবে অদেহ এবে সেই দুহিতায়।

আগে এ শবের কর দাহ-সংস্কার,
মৃত্যুস্পর্শ দেহ যাহা রাখিতে নাহিক তাহা
অমৃত জীবের বাসে—বিধিবাক্য সার।

কহিল তখন ক্ষুব্ধ নরদেহধারী,
অমরীর দরশনে স্নিগ্ধ ভীত স্তব্ধ মনে,
লোমকণ্টকিত কায়া, বদনে অনিচ্ছা ছায়া,
অস্থি-সার শবে বাহু স্নেহেতে প্রসারি—

কেমনে কহ গো দেবী অনলের তাপে
তাপিব ও কলেবর আশৈশব নিরন্তর
স্নেহে ভিজায়েছি যায় হরব সন্তাপে !

দিয়াছি অমৃত ভেবে যাহার বদনে
পায়স নবনী ক্ষীর সুশীতল ভক্ষ্য নীর,
সুগন্ধ চন্দন চুয়া তাম্বুল.কর্পূর গুয়া
সে বদনে বহ্নিজ্বালা ধরিব কেমনে !

ভ্রমিয়াছি বহুকাল শ্মশানে শ্মশানে,
দেখেছি নিদয় মন নরনারী কতজন
শ্মশানে করেছে দগ্ধ প্রিয়তম জনে ;

দেখেছি পরাণে কেঁদে কত সুতাসুত
প্রিয়তম পিতা মুখে সহাগ্নি করেছে সুখে
স্বর্গরূপা জননীর মুখাগ্নি করিয়া, নীর
আনিয়া ঢেলেছে ভস্মে—শাস্ত্র অনুগত।

এ নির্দ্দয় প্রথা কেন, ওগো স্বর্গপুরে ?
প্রিয়তম ভিন্ন আর স্বসিদ্ধ নহে সংকার—
এ প্রথা পালিতে প্রাণ দহে গুণপুরে।

সে বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ অমরী তখন
শব পাশে দাঁড়াইয়া, নিজ মুখে অগ্নি দিয়া
দহিল কঙ্কাল রাশি ; সঙ্গে লয়ে মর্ত্তবাসী
উঠিয়া আকাশে ঊর্দ্ধে করিল গমন।

তৃতীয় পল্লব।

চলিল গগনপথে অমর-স্বন্দরী
কিরণের রেখা মত, শোভা করি নীল পথ,
সুধাগন্ধে বায়ু-স্তর পরিপূর্ণ করি।

মুদিত নয়ন, ভীত, কম্পিত শরীর
অঙ্কদেশে দেহধারী, এবে শূন্য পথচারী,
সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় স্বপনে যেন ঘুমায়,
উঠিতে লাগিল ভেদী অনন্ত গভীর।

উত্তরিল অবশেষে অমরী তখন
গগনের সেই দেশে, যেখানে নক্ষত্র বেশে
অনন্ত ভূখণ্ড রাজি করয়ে ভ্রমণ।

প্রবেশে নক্ষত্রে এক সে তারারূপিণী ;
অঙ্ক হ'তে আপনার রাখিলা নিকটে তাঁর
জীবদেহধারী নরে, যতনে তাহারে পরে
কহিলা মৃদুল স্বরে সুমিষ্টভাষিণী—

কহিলা চাহিয়া সুপ্ত মানবের পানে—
"খোল চক্ষু, দেহময়, এ ভুবন শূন্য নয়,
ভ্রমিতে পারিবে হেথা যথা ধরাস্থানে।"

সবিস্ময়ে দেহধারী দেখিল তখন
চারিদিক কুহময়— মর্ত্তে যথা শৈলচয়
উন্নত বিনত তথা কুয়াসা তেমতি সেথা,
নহে সে নক্ষত্রবপু মণ্ডিত কিরণ।

আশ্বাসিত চমৎকৃত বিনীত বচনে
জিজ্ঞাসে তখন নর "একি পুনঃ ধরা'পর
আনিলে আমায় দেবী ঘুরায়ে স্বপনে ?"

অমরী কহিল—"দেহী, এ নহে পৃথিবী,
পৃথিবীর অনুরূপ দৃঢ় কুহেলিকা স্তূপ,
অশ্বিনী নক্ষত্র নামে ব্যক্ত যাহা ধরাধামে,
এই লোক সে নক্ষত্র—ভুলিও না জীবী।

যত দেখ তারারূপ অনন্ত শরীরে,
সকলি ইহার প্রায় দৃঢ় স্থির ধাতু কায়,
দূর হ'তে দেখা যায়—যথা সে মহীরে—

কিরণের রাশিমত—কিরণমণ্ডল ;
কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি, অতরল শূন্যত্রাজী
মৃণ্ময় ধরার প্রায় দৃঢ়ীভূত সমুদায়,
মৃতজীবিতের বাস—প্রাণীময় স্থল।

রচিত খনিজরাজি পৃষ্ঠতলদেশে,
পারদ, রজত, সীস, শিলা, শূন্য সুসদৃ
কত ধাতু, মর্ত্তে তার নাহিক উদ্দেশ।

কারো পৃষ্ঠে অবিরল কেবাল তুষার,
কারো অঙ্গে কুহাচয়, কেহ বা সলিলময়,
কেহ সূক্ষ্মাকাশ-বৃত, কারো অঙ্গে সদা স্থিত
অনল উত্তাপ তেজ—করিছে বিহার।

জ্যোতিঃবিশারদ গুরু ধরাতে যাহারা,
তাহারাই বহু ক্লেশে দেখে এ নক্ষত্রদেশে
স্বরূপ কিরূপ কার, কোথায় কি ধারা।

ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে,
আমরা অদেহী প্রাণী অন্য নামে শূন্যে জানি
এ সব বর্ত্তুলাকার ভুবন যত বিস্তার
জীবাত্মার কারাগার অন্তরীক্ষ তলে।

তাপ বাষ্প বৃষ্টি ধূম ঝটিকা প্রভৃতি
যেখানে প্রধান যাহা, তারি অনুরূপ তাহা,
ইহাদের নাম হেথা—যায় যে প্রকৃতি।

দেহত্যাগে জীব আত্মা পরমাত্মা দেশে,
যাহার যে দুঃখ ফল ভুঞ্জিবারে সে সকল,
যেখানে আদেশ পায় সেই সেমণ্ডলে যায়,
পৃষ্ঠতল ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে।

যতকাল শেষ নহে জীবন আস্বাদ
অনুতাপ-শিখানলে, ততকাল সেই স্থলে,
থাকে সে পরাণীপুঞ্জ ভুঞ্জিতে বিষাদ।

সে লালসা নির্ব্বাপিত হয় যেই ক্ষণে
সেইক্ষণে মুক্ত প্রাণী তেয়াগি শরীরী-গ্লানি,
স্বর্গ-আভা অবয়বে, প্রকাশিত পুনঃ সবে,
ত্যজয়ে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে।

তাদেরি অঙ্গের শোভা কিরণ আকাশে,
কাঁপি কাঁপি ঝিকি ঝিকি তারা অঙ্গে ধিকি ধিকি
চমকে মানব চক্ষে শর্ব্বরী আঁধারে।

পাপ-মুক্ত প্রাণীবৃন্দ বিহরে তখন
ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করি, তাপিতের তাপ হরি,
হিতব্রতে সদা রত আপন সামর্থ্য মত,
বিধির বাঞ্ছিত কার্য্য করিতে সাধন।

কত হেন মুক্ত জীব মানব মণ্ডলে
ভ্রমে নিত্য নিশাকালে, ঘুচাতে ভ্রান্তির জালে
দেখাতে সরল পথ বিপথী সকলে।

কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন
বিধির বাসনা যেথা গঠিতে নূতন প্রথা
নূতন আকাশ তারা, পৃথিবী নূতন ধারা
নব রবি নব শশী নূতন ভুবন।

যে লোকে এখন তুমি দাঁড়ায়ে মানব,
কুহালোক এই স্থান, কপটী পাপীর প্রাণ
নিহিত ইহার গর্ভে ক্ষুণ্ণ প্রভা সব।

মিথ্যা ভাষা প্রবঞ্চনা করিয়া ধারণ
যে প্রাণী ধরণী'পরে অন্যেরে ছলনা করে
সকল পাপের মূল সেই সব জীবকুল
এই লোক-জঠরেতে ভুঞ্জে নিপীড়ন।"

জীবিত জিজ্ঞাসে তাঁরে—"কোথায় সে সব,
না দেখি ত কোন দেহ, কোথায় না দেখি কেহ,
কেবলি কুহেলি-রাশি—নিবিড় নীরব।"

"সঙ্গে এস এই পথে;—"বলি দেবী শেষ
জীবিতের আগে আগে চলিল সে তলভাগে
'সুবত্ম' দেখায়ে তারে; আসি এক গুহা-দ্বারে
অন্ধকার গুহা-পথে করিলা প্রবেশ।

চতুর্থ পল্লব।

—*—

প্রবেশি গহ্বর-মুখে শুনিল শরীরী
যেন কত প্রাণীরব একত্র মিশিছে সব,
কলরবে সে প্রদেশে পরিপূর্ণ করি।

নিবিড় অরণ্য যথা মারুত-নিস্বনে
পত্র-মর-মরস্বরে সর্ব্বদিক্ পূর্ণ করে,
তেমতি অস্ফুট নাদ, ঘন স্বর সবিষাদ,
বহে স্রোত নিরন্তর সে ঘোর ভুবনে।

ধূমবর্ণ বাষ্পরাশি—গাঢ়তর ঘন—
ভ্রমে সে প্রদেশময়, সর্ব্বত্র প্রসারি রয়,
তমাবৃত নিশামুখে যেমতি গগন ;

কিম্বা যথা হিমঋতু-প্রদোষ সময়
গাঢ় কুহেলিকা-জাল ঢাকে মহী তরু-ডাল,
সরোবর পথ ঘাট শূন্য গিরি নদী মাঠ
ধূসরিত কুহাধূমে লুকাইয়া রয় ;

তেমতি কুহেলিচ্ছন্ন নিবিড় সে দেশ ;
গোধূলি আলোক মত ধীর ভাতি দূরগত
কদাচিৎ স্থানে স্থানে করিছে প্রবেশ।

আলো অন্ধকারময় বিশাল ভবন,
জটিল কুটিল গতি নানা দিকে নানা পথি
চলেছে ফিরেছে ঘুরে, এই লক্ষা কিছু দূরে
প্রবেশি তাহাতে কিন্তু অসাধ্য ভ্রমণ !

অসাধ্য ভ্রমণ যথা কোন সিদ্ধ যোগে,
বদেশী ব্রাজক যবে বুদ্ধি হত স্তব্ধ রবে,
কাশী বস্ত্রে' নিক্ষেপিত একা নিশিযোগে।

সতত স্খলিত পদ শরীরী মানব
চলে অমরীর পাছে ধীরগতি কাছে কাছে
চলিতে চলিতে ধীরে হেরে অন্ধকারে ফিরে
কত দিকে কত জীব সংখ্যা অসম্ভব।

হেরে দেহধারী ভয়ে রোমাঞ্চিত কায়—
কবন্ধ সদৃশ সব বক্রগ্রীবা, ক্ষীণ রব,
পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে পৃষ্ঠভাগে চায়,

না পায় দেখিতে অগ্রে—নেত্র, নাসা, মুখ
ঘুরান পৃষ্ঠের দিকে, কেহ নাহি চলে ঠিকে,
দুকূলে বায়ুর মত ঘুরিয়া বেড়ায় পথ,
বাক্য নিঃসারণে যেন কতই অসুখ।

চলে সবে করে চাপি কঠিন কর্ষণে
কণ্ঠতল মুহুর্মুহু, বেদনা যেন দুঃসহ,
নিয়ত ব্যথিছে কণ্ঠ শ্বাস প্রসারণে।

এত জীব চলে পথে, চলিবার স্থান
কষ্টে অতি মিলে নরে ; চলিল পথের'পরে
জটিল জনতা ঠেলি শত পদ যেন ফেলি
শতপদ বক্ষে চলি করয়ে প্রয়াণ।

দেহের উত্তাপে তারে জানি জীবকুল,
ভগ্ন ক্ষীণ ক্ষুণ্ণ স্বর, পল্লবে যেন মর্ম্মর,
নির্গত নিশ্বাস-পথে—ব্যথায় ব্যাকুল,

কহিল—"শরীরী প্রাণী স্থূল দেহ তব,
তুমি কেন হেথা নর, দুরন্ত এ গুহান্তর,
কোথা আদি কোথা অন্ত, না পাইবে সে তদন্ত,

এ কুহা গহ্বর, নর, দুর্গম ভৈরব ;
কত কাল(ই) আছি হেথা—ভ্রমি এই ভাবে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত, তবু পদে পদে ভ্রান্ত,
চিনিবারে নারি পথ—তুমি কোথা পাবে ?

আলোকে ভ্রমণ সদা অভ্যাস তোমার,
ওহে দেহধারী নর, শীঘ্র ত্যজ এ গহ্বর,
আত্মাময় দেহ ধরি আমরা ভ্রমণ করি,
আমাদেরি নেত্রপথে নিশি এ আঁধার !

নিবারি ফিরিয়া যাও।"—তখন শরীরী
কহিল, "হে আত্মাময়, তব চক্ষে দৃশ্য নয়,
আমি কিন্তু যাব এই অন্ধকার চিরি,

সঙ্গে হের কে আমার।"—বলিয়া সঙ্কেতে
দেখাইল জ্যোতির্ম্ময়ী ; নিরখি সবে বিস্ময়ী,
শশব্যস্ত আথান্তর, বদনে বিস্তারি কর,
পালায় পাপাত্মাগণ নিশি যথা প্রাতে ;

কিম্বা পিপীলিকা শ্রেণী দলিলে চরণে
চৌদিকে যেরূপে ধায়, সেইরূপে হেরি তাঁয়
পলাইল পাতকীরা সে কুহা গহনে।

প্রবেশে গহ্বর মধ্যে অমরী পশ্চাতে
শরীরী পরাণী এবে, চলে ধীরে ভেবে ভেবে;
কাতর অন্তরে অতি ভয়ে ভয়ে করে গতি,
দেখে জলে গুহালোক—দীপ যথা বাতে।

না যাইতে বহুদূর শরীরী হেরিল
বদনে গুণ্ঠনাবৃত আত্মা-দেহী শত শত
চলে ধীরে, কভু দ্রুত, কখন শিথিল;

চলে পথে, চলনের গতি চমৎকার—
দৃষ্টি বাড়াইয়া ধীরে পদফেলি দেখে ফিরে,
এই চলে এক ধারে মুহূর্ত্তে অপর পারে,
ক্ষণে পূর্ব্ব, ক্ষণে পরে পশ্চিমে আবার।

শরীর গুণ্ঠনে ছাপ কত রঙে আঁকা,
কি যেন কক্ষের তলে লুকায়ে সতর্কে চলে,
খঞ্জগতি—কক্ষে যেন বিন্ধিছে শলাকা।

আচ্ছাদন, অবয়ব, ভাষা, বর্ণ, বেশ,
দেখিল যত প্রকার বিভিন্ন সে সবাকার,
দেখিয়া ভাবিল দেহী ধরা বুঝি শূন্য গেহী,—
এত জাতি, এত জীব, ভুঞ্জে সেথা ক্লেশ!

নিকটে আসিবা মাত্র মিষ্ট আলাপন
মৃদু সম্ভাষণ করি, দ্রুতগতি অগ্রসরি
দাঁড়াইল হাস্যমুখে শত শত জন।

এত মধুপূর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই—
যেন বা মিত্রতা কত, স্নেহ মায়া পূর্ব্বগত
স্মরি যেন হৃদিতল কতই সুখ বিহ্বল,
তত আপনার আর কেহ যেন নাই!

চাহি অমরীর মুখ মানব তখন—
"হে দিব্যাঙ্গি! কহ একি, নেত্রে না কখন দেখি
জনপ্রাণী ইহাদের, তবে কি কারণ

এরূপে সম্ভাষে সবে?—"জ্যোতির্ম্ময়ী বলে
"ওকথা শুনোনা কাণে, চেয়ো না ওদের পানে,
ওরা জীব নরাধম!" বলিয়া ঘুচাতে ভ্রম
মুখের গুণ্ঠন তুলি দেখায় সকলে।

নরদেহী চমৎকৃত ত্রাসিত অন্তরে,
সবারি ললাট ভাগে, দেখিল অঙ্কিত দাগে—
"প্রতারক"—লেখা দগ্ধ শলাকা অক্ষরে।

তখনি জীবাত্মাগণ কাঁপিতে কাঁপিতে
ঊর্দ্ধপদে নিম্ন শিরে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে,
করে ঘোর আর্ত্তনাদ, না পারে ফেলিতে পাদ,
রুদ্ধশ্বাসে উড়ে যেন, না পারে থামিতে,—

মুখে বলে—হায় হায়! ধরায় তখন
কেন বা চাতুরি করি পরের সর্ব্বস্ব হরি
যাপিয়া জীবনকাল—ভুঞ্জি এ যাতন!"

রোষ কষায়িত নেত্র, অধর স্ফুরণে
ঘৃণাভাষ বিলেপিত, অমরী চলে ত্বরিত
মানব দেহীরে লয়ে; পশ্চাতে বিস্মিত হয়ে
শরীরী চলিল ধীরে সে কুহা গহনে।

চলিল—বধির কর্ণ আত্মা কোলাহলে,
কেহ নাহি শুনে কায়, সম্ভাষে সবে সবায়
বিকলিত কত রূপ অস্ফুট কাকলে।

চলেছে সে আত্মাগণ নিরানন্দ মন,
চলিতে চলিতে হায়, অদ্ভুত ভীম প্রথায়,
ছিন্ন গ্রীবা সহ তুণ্ড, অন্য কাঁধে বসে মুণ্ড,
কার মুখে কার জিহ্বা ভীষণ দর্শন!

অন্ত নাই—ক্ষতি নাই—গতি অবিচ্ছেদ ;
মাঝে মাঝে ঘোরতর মুখে বেদনার স্বর,
নিশাচর প্রেত প্রায় তম করে ভেদ।

জিজ্ঞাসে অমরী চাহি দেহধারী প্রাণী
"কি কারণে আর্ত্তনাদ করে এরা—কি বিষাদ
কি তাপে অন্তর দাহে ? কেন বা ওরূপে চাহে—
বনভ্রষ্ট যূথ যেন হেরে অরণ্যানী ?"

"কহিলা অমরীমূর্ত্তি—করিছে ভ্রমণ
এই সব জীব হেথা কতকাল এই প্রথা
সেই কথা মনে যবে করয়ে স্মরণ,

যখনি হৃদয়তলে প্রবেশে প্রত্যয়—
না পাবে উদ্দেশ্য স্থান, না পাবে পথ সন্ধান,
ছায়ারূপে দূরে থাকি হইবে চক্ষের বালি,
প্রকাশে তখনি স্বরে নিরাশের ভয়।

দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিৎ
কি দুঃসহ সে যাতনা, কি নিরাশা সে কল্পনা
বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত !

মিথ্যুক পাপাত্মা এরা—ধরাতে থাকিয়া
জড়ায়ে অসত্য জাল কাটিলা জীবন কাল,
এবে ভুঞ্জে ফল তার, এখনও চিত্তবিকার ;
বিধানলে জ্বলে নিত্য এখানে আসিয়া।

চল আগে—"বলি দেবী, হয়ে অগ্রসর
দাঁড়াইলা এক স্থানে ; শরীরী উৎসুক প্রাণে
পুনর্ব্বার চারিদিকে চাহিল সত্বর।

দেখিল সম্মুখে এক ভীমাকার বন,
ঘনতর কুয়াসায় আবৃত সে বনকায়,
দেখিল জঠরে তাঁর করিছে ভ্রমণ

কত জীব-দেহছায়া কতরূপ ধরি,
কদলীপত্রের প্রায় সতত কম্পিত হায়
ভীত-দৃষ্টি, মনঃক্লেশে হেরে সদা পৃষ্ঠদেশে,—
পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটে দণ্ড ধরি।

সে বনের চতুর্দ্দিকে বিকট নিনাদ
উঠে নিত্য ঘোরোচ্ছ্বাসে, আত্মাকুল মহাত্রাসে
করে ঢাকি শ্রুতিতল করে আর্ত্তনাদ।

বিকট বিদ্যুৎ ছটা মাঝে মাঝে তায়
পড়ে অরণ্যের গায়, আত্মাকুল দগ্ধপ্রায়
হা হতোঽস্মি শব্দ করি, বৃক্ষ বিবরেতে সরি
লতাগুল্ম-অন্ধকারে আতঙ্কে লুকায়।

সেখানেও নাহি শান্তি যাতনা সন্ত্রাসে ;
বিবর কোটর-গায় যেখানে লুকাতে যায়
সেইখানে গন্ধকীট উড়ে চারি পাশে,

কর্ণমূল গণ্ড দেশে কটুল ঝঙ্কারে
ভ্রমে সদা লক্ষ লক্ষ, ছড়ায়ে বিষাক্ত পক্ষ,
উড়ে উড়ে চারিধারে আকুল করে ঝঙ্কারে,
ব্যথিত জীবাত্মাকুল দংশন প্রহারে।

দেখে নর আত্মা-দেহ সে বন ভিতরে
কত হেন গিরি কূটে, নদী গুহা, লতাপুটে,
কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপে বিবরে বিবরে।

বিবর ছাড়িতে নারে বিদ্যুতের ভয়ে,
ভিতরে দুর্গন্ধময় কর্ণমূলে কৃমিচয়
ঝঙ্কারে বিষম তানে বধির করিয়া কাণে,
অধীর জীবাত্মাকুল বিবর আশ্রয়ে।

যেন অন্ধকার দেশ, যেন নেত্র-পথে
গুরুতর কোন ভার দৃষ্টি রোধে অনিবার,
না সরে, না হয় ভেদ, কভু কোন মতে।

কত আত্মা সে দুঃসহ তিমির পীড়নে
করি ঘোর আর্ত্তধ্বনি, বিদ্যুতাভা শ্রেয়ঃ গণি
বিবর ছাড়িতে চায়, ছাড়িতে না পারে তায়,
এবে তমসায় অন্ধ দৃষ্টির বিহনে।

দেহধারী মানবেরে অমরী সম্ভাষে—
নিরানন্দ এই সব জীববৃন্দ, হে মানব,
দেখিছ এখানে যত ভীত হেন ত্রাসে;

কূটজীবী প্রবঞ্চক যতেক দুর্ম্মতি,
ধরাতলে বঞ্চনায় ছলিলা কত প্রথায়,
আপন হিতের তরে সতত পরস্ব হরে,
হের হে সে পাপীদের হেথা কি দুর্গতি।

হের কি দুর্গতি—কিবা বিশীর্ণ মূরতি!
জীবনে দুষ্কৃতি যত আগে ছিল স্মৃতিগত,
এবে কীটরূপে শত ধরিরিছে শ্রুতি।

না পারে সহিতে পূর্ণ আলোকের ছটা,
কিরণ দেখিলে কাঁপে নিত্য দহে চিত্ত তাপে,
অদেহী চিত্তের দাহ—দুরন্ত বিষ প্রবাহ,
ছুটিছে অন্তর তটে করি ঘোর ঘটা।

'দেখ দেহী অই স্থান'—বলিয়া আবার
অমরী দেখায়ে তায় সেই দিকে ধীরে যায়,
দেহধারী নিরখিল সঙ্কেতে তাঁহার।

দেখিল মরু-প্রান্তরে জীবাত্মা ছুটিছে
পতঙ্গ পালের মত, মধ্যস্থলে কূপ গত
কত জীবাত্মার রাশি, খেদবাণী পরকাশি
কূপগর্ভে নিরন্তর অনলে পুড়িছে!

কূপের নিকটে তবে অমরী আসিয়া
দেখাইল মানবেরে; স্তম্ভিত শরীরী হেরে
অনলের হ্রদে জীব চলেছে ভাসিয়া;

ক্ষুদ্রমুখ, কূপগর্ভ বিশাল ব্যাদান,
লক্ষ লক্ষ অহি তায় অনল মাখিয়া গায়
লোল জিহ্বা প্রসারিয়া লেহিছে জীবাত্মা-হিয়া
নাচিয়া প্রেতগণ করিছে সন্ধান।

বিকট কার্ম্মুক ধরি তীক্ষ্ণতর শর
কূপগর্ভে নিরন্তর, আত্মাকুল জর জর—
শরজ্বালা অহিদন্ত দংশনে কাতর!

যখন অস্থির সবে তীব্র বেদনায়
অন্ধকারে দৃষ্টি করি কূপ-পার্শ্ব ধরি ধরি
উর্দ্ধেতে উঠিতে যায়, তখনি সে সবাকায়
ভূতগণ শরক্ষেপি গহ্বরে ফেলায়।

ছায়ারূপী কত আত্মা সে প্রান্তরময়
শীর্ণ ক্লিষ্ট হৃতশ্বাস, হৃদয়ে হত বিশ্বাস—
কাহারও কথায় কেহ না করে প্রত্যয়।

জননী বিশ্বাসী নয় আপন তনয়ে!
পুত্রে না প্রত্যয়ে মায় পিতা দ্বিধে তনয়ায়
অবিশ্বাসী পতি-প্রিয়া! অবিশ্বাসে দগ্ধ হিয়া
মিত্রে না পরশে মিত্র প্রতারণা ভয়ে!

আত্মাকুল এই ভাবে ভ্রমে সে কান্তারে;
শ্রান্ত হয়ে কভু ধায়, লভিতে তরু আশ্রয়—
পল্লব-শোভিত তরু কান্তারের ধারে।

তরুতলে আসে যেই, তুলিয়া মর্ম্মর
হেন বিষাদের স্বর ধরে লতা-পত্র-থর,
যেন বা উন্মত্ত বেশ কেহ তরুমূল দেশ,
কেহ শাখা পত্র ছিঁড়ে অধৈর্য্য কাতর।

তখন সে পত্রদল বৃশ্চিক-আকারে
শূন্য হ'তে নিত্য ঝরে জীব-আত্মা-দেহ'পরে,
বিষাক্ত দংশনে দগ্ধ করয়ে সবারে।

পলায় জীবাত্মাবৃন্দ উধাও হইয়া,
বদন বিকৃতাকার, নিকটে না আসে আর,
ভ্রমে তমোময় পথে অপূরিত মনোরথে,
গহ্বরের কুহেলিতে অদৃশ্য থাকিয়া।

অমরী শরীরী চাহি কহিলা—'হে দেহী,
এই ক্রম বিষগর্ভ, শাখা, শিখা, পত্র, পর্ব্ব,
তীব্র বিষপূর্ণ—গন্ধে কেহ জীয়ে নাহি।

ধরাতে "উপাস" নামে এ তরু আখ্যাত ;
যে যায় ইহার তলে, যে পরশে পত্রদলে,
যে শরীরে পড়ে ছায়া, তখনি সে জীর্ণ কায়া,
নির্ঘাত জীবন-মূলে তখনি আঘাত।'

হেরিলা ধরিত্রীবাসী সে গাঢ় কুয়াসা,
গহ্বর আচ্ছন্ন যায়, দুরন্ত প্রভা-ছটায়,
কখনও উড়িয়া যায়—দিশি পরকাশা।

তখন গহ্বরগত জীবাত্মা-মণ্ডলী
ভোগে যে দুর্গতি কত, দেখিলে হৃদয় হত !
পড়ি জড়রাশি প্রায় প্রান্তর অরণ্য ছায়,
নত গ্রীবা ভুজ তলে করিয়া কুণ্ডলি !

না পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্য কারে,
জড়ীভূত জীর্ণকায়া সেই সব জীব-ছায়া
নিশ্চল—নির্ব্বাক—যেন ভুজঙ্গ তুষারে !!

যমদূত ভয়ঙ্কর আসিয়া তখন
প্রত্যেক কুণ্ডলীকৃত পাপাত্মারে করি ধৃত,
তীব্রালোকে তুলি মুখ, খুলিয়া দেখায় বুক—
হেরিয়া শরীরী ভয়ে পাণ্ডুর বরণ।

স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রায় হৃদয়ের তল
দেখা যায় সে কিরণে,— লেপিত যেন অঞ্জনে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ছিদ্র-পূর্ণ ক্ষতস্থল !

আপনি ফুলিতে কভু আপনি ফাটিছে
সেই সব ছিদ্রমুখ ; ছিন্ন ভিন্ন করি বুক,
ক্ষত স্রাব মাখি গায় কোটি কৃমি ভ্রমে তায়,
ছিদ্রে ছিদ্রে ছুটে ছুটে কলিজা কাটিছে !

কত ভীতিপূর্ণ স্থান হেরিলা শরীরী
গাঢ় কুজ্ঝটিকাময় সে ঘোর পাপী আলয়
অমরীর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে ফিরি।

ভ্রমিতে লাগিলা দেবী দেখায়ে নরেরে
ধরাতলে খ্যাতিমান কত মিথ্যুকের প্রাণ,—
প্রতারক ছদ্মভাষী বকধর্ম্মী আত্মারাশি—
এখন নিরুদ্ধ সেই গহ্বরের ঘেরে।

দেখাইলা মানবেরে অমরী সেথায়,
বৃক্ষ-বিবরেতে স্থান, বসি কোন নর-প্রাণ
রুদ্ধকণ্ঠগতশ্বাস টানিছে জিহ্বায়।

বসিয়া "টৈথস ওট" * বিকট বদন ;
গন্ধকীট অবিরত উড়িয়া পড়িছে কত,
চক্ষু মুখ নাসিকায়, তাড়াইছে সে সবায়.
অজস্র অশ্রুর ধারা ঝুরিছে নয়ন !

শূন্য হ'তে অনিবার ক্ষিপ্ত ভস্মরাশি
উত্তপ্ত কঙ্করবৎ রোধি নাসা ওষ্ঠপথ
ব্রহ্মতালু-তল দগ্ধ ছার ভস্ম গ্রাসি !

করে করতল ঘাতি প্রেতরূপধারী
চারিদিক্ ঘেরি তার, ছাড়ি ঘোর হুহুঙ্কার,
শব্দে বিদারিছে প্রাণ ! বদ্ধমূল নিরুত্থান
মৌনভাবে কাঁদে জীব উরসে প্রহারি !

হেরিল অমরী-বাক্যে অন্যত্র চাহিয়া,
বদনে জড়ান কর, "এণ্টনি" বিষণ্ণ স্বর,
"কাইসরের" মৃততনু সম্মুখে পড়িয়া,

* Titus Oatrs.

বদনে বিলাপ ক্ষরে হৃদি বিদারিয়া ;
সে প্রাণী কাছে তখনি আসিয়া শুনিল ধ্বনি ;
শুনিল এ নহে তাহা, "সপ্ত-গিরি রোনে"যাহা
কপটী শুনায়েছিল জগৎ মোহিয়া।

অন্যদিকে হেরে ফিরে গহ্বর ভিতরে
ললাটে গভীর রেখা, ঘুরিছে জীবাত্মা একা,
ঘুরে যথা অন্ধ বৃষ তৈলচক্র ধরে !

ভ্রমে জীব-শলাবিদ্ধ নয়নে নেহারি,
পৃষ্ঠরেখা বক্রভাব, ওষ্ঠাধরে লালাস্রাব !
সম্মুখেতে শিলাতলে রেখাঙ্কিত অশ্রুজলে
ব্যসনের পাষ্ঠ খুঁটী পড়েছে প্রসারি।

শরীরী জিজ্ঞাসে-'কার আত্মা এ পরাণী ?'
অমরী কহিলা তায়, কটাক্ষ কুট প্রভায়,
'ভারত কলঙ্ক অই কুটিল শকুনি।'

বলিয়া নির্দ্দেশ কৈলা হেলায়ে অঙ্গুলি ;
শরীরী ফিরায় আঁখি সেই দিকে দৃষ্টি রাখি,
হেরে এক কুশাসন, ক্লেদপূর্ণ কুগঠন,
শৈলের অঙ্গেতে গাঁথা—শূন্যে কেতু তুলি।

'এখন আসন শূন্য', অমরী কহিলা,
'কিন্তু ঐ শিলা খণ্ডে বিধির বিহিত দণ্ডে
সত্যরূপী যুধিষ্ঠির সন্তাপ ভুঞ্জিলা ;

একমাত্র মিথ্যাবাণী বলিয়া জীবনে—
সেই পাপে এ আলয়ে মনস্তাপে দগ্ধ হ'য়ে
কুন্তিপুত্র ধর্ম্মধর, দ্বাপরে প্রসিদ্ধ নর,
সে পাপ খণ্ডিলা আসি এ তাপ ভুবনে।

তারি চিহ্ন হেতু এই শিলার আসন
চিরন্তন বদ্ধ হেথা, অলঙ্ঘ্য নিয়ম প্রথা
জানাইতে শৈল অঙ্গে কেতু নিদর্শন।

দেখ, দেহী, কত আত্মা সন্ত্রাসিত এবে
কাঁদিছে ওখানে বসি, নেত্রমণি গেছে খসি !
মুখে শব্দ হাহাকার, শ্রবণে কীট ঝঙ্কার !
জীবনে অসত্য খল ছলনায় সেবে।'

পরিহরি সে প্রদেশ চলিল দক্ষিণে ;
অকস্মাৎ কোলাহল, যেন চলে স্রোতোজল,
চতুর্দ্দিক হ'তে সেথা প্রবেশে

এত অন্ধতম কুহ সে দুর্গম স্থানে,
কোথা হ'তে কোলাহল,কোথা বা আত্মা সকল,
কিছু নাহি দৃশ্য হয়, খালি ভীতি শব্দময়
কলরব ভয়ঙ্কর প্রবেশিছে কাণে।

সেখানে পশিতে নর দেখিল সভয়ে
জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণে ক্ষণে, যেন বিবাযুক্ত মনে,
ভাবে কোন্ দিকে পথ কুহা অন্ধ হ'য়ে।

হেনরূপে চলে দোঁহে—শুনে অকস্মাৎ
পশ্চাৎ পারশ্বদ্বয় উচ্চনাদে পূর্ণ হয়,
যেন আত্মা কতজন অন্ধকারে অদর্শন,
বলিতেছে ঘোরস্বরে বচন নির্ঘাত—

'সাবধান—সাবধান, সম্মুখে গহ্বর
পাতাল অতলস্পর্শ, অসীম ভীম দুর্দ্ধর্ষ
কে যাও, নিরস্ত হও—নহিলে সত্বর

পড়িয়া প্রপাত-মুখে ছুটিবে এখনি
সে অতল তলদেশে, কে যাও শরীরী বেশে,
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও, অইখানে স্থির রও,
পাদ মাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তখনি।'

কপালে ঘর্ম্মের বিন্দু স্তব্ধ কলেবর,
শরীরী দাঁড়ায়ে সেথা ; নেহারে অপূর্ব্ব প্রথা
দুরন্ত প্রপাত ছোটে শব্দে ভয়ঙ্কর

নেহারি পাতাল দেশ দেহীর পরাণ
আকুল হইল ভয়ে, যেন মৃগীগ্রস্ত হ'য়ে
হেরে ঘুরে শূন্য দিক্, নেত্র পাতা অনিমিখ,
পড়ে পড়ে যেন স্রোতে হারাইয়া জ্ঞান।

দেখিয়া অমরী নরে ধরিল তখনি,
মুহূর্ত্তে দিলা চেতন, শরীরী বিহ্বল-মন
কহিল 'না থাক হেথা, হে দেবনন্দিনি,

অন্য কোথা লয়ে চল—দেখ দেহে চাহি।'
অমরী ভাবিয়া দুখ হেরে লোমকূপ-মুখ
কণ্টকে আচ্ছন্ন যেন; পুলকিত দেহ হেন
কহিলা আশ্বাসি নরে 'প্রয়োজন নাহি

প্রবেশি এ দুর্গমেতে—ও গুহা গর্হিত,
বিধির বিধান-বলে, আত্মাকুল অশ্রুজলে
পরিপূর্ণ চিরকাল—নিত্য উচ্ছ্বাসিত।

বিষম দুঃখের ভাগী বিশ্বাসঘাতক
মর্ত্তলোকে যত জন মিত্রঘাতী ক্রুর মন—
অই পাতালের তলে! চল যাই অন্য স্থলে
নিরখিতে অন্যরূপ পাপের নরক।'

পঞ্চম পল্লব।

উঠিলা অমরী এবে অন্য তারা-লোকে;
অঙ্ক হ'তে রাখি নরে, কহিলা সুমিষ্ট স্বরে
'স্বাতি নামে ধরাতলে বলে যে আলোকে

এই সে নক্ষত্র দেখ।'—নেহারে শরীরী
নিরন্তর বৃষ্টিধারা, পারদের ধারাকারা,
সে ভুবন-শূন্য-তলে; যথা শ্রাবণের জলে
স্নাত মহীতলে সদা বায়ু বন গিরি।

পড়ে ধারা ক্ষণকাল নাহিক বিরাম—
পড়ে সে ভুবনময়, জীব আত্মা দৃশ্য নয়,
হিমানীর মরু যেন নীরদের ধাম!

প্রবেশিল নরে লয়ে অমরী তখন
অম্বর-ভিতরে তার, হেরে দৃশ্য ভীমাকার,
শরীরী কম্পিত দেহ, কপালে স্বেদের স্নেহ
দেখা দিল বিন্দু বিন্দু—নিশ্চল নয়ন।

দেখিল জ্বলিছে আলো সে লোক-জঠরে
রক্তবর্ণ ঘন ছটা, চারিদিকে ভীমঘটা,
নিশাকালে জ্বলে যথা বেলা-স্তম্ভ'পরে

উৎকটলোহিত আভা—জানাতে নাবিকে
কোথা গিরি জলমগ্ন, কোথা সিন্ধুপোত ভগ্ন
লুক্কায়িত জল তলে, কোথা বা ভাসিয়া চলে
চঞ্চল বালুকাচর—বর্ত্ম কোন্ দিকে।

অথবা শৈল শিখরে যুদ্ধকালে যবে
জ্বালে ঘোর দীপ্ত জ্বালা সৈনিক-প্রহরী-মালা
কুহাবৃত নিশিকোলে লুকায়ে নীরবে।

সে আভার প্রতিভাতি অনুমাত্র ভাব
বুঝিবে দেখেছে যারা, নিশীথের তারাকারা,
রক্তবর্ণ কাচপিণ্ড, ধরি যাহা পোতদণ্ড
ভাগীরথী জলে ভাসে জানায়ে প্রভাব,

দেখিতে তেমতি ছটা; অথবা যেরূপ
লৌহ-অশ্ব ধাবে যবে ত্রিযামায় ঘোর রবে
যামিনী, ধরণী, শূন্যে করিয়া বিদ্রূপ,

ধবক্ ধবক্ জ্বলে আভা কেশর পুচ্ছেতে,
চলে যেন অজগর রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর;
ধস্ ধস্ হ্রেসা-হ্রাস বহে নাসিকার শ্বাস,
নানা জাতি নরবৃন্দে উড়ায়ে পৃষ্ঠেতে।

জ্বলে সেইরূপ আলো প্রচণ্ড উৎকট;
প্রভাতেই যেন তার চারিদিক্ অন্ধকার!
ঝলসিত চক্ষু নর ভাবিল সঙ্কট।

কম্পিত শরীরী-দেহ আলোক নিরখি;
সর্ব্বাঙ্গ শরীরময় ভয়েতে তেমতি হয়,
ঘুমাইয়া অকস্মাৎ অহি-দেহে দিয়া হাত
অন্ধকার গৃহে যথা জাগিলে চমকি!

না যাইতে বহুদূর শুনে ঘোর নাদ
উচ্চস্বরে আত্মা-মুখে—শেলবিদ্ধে যেন বুকে—
শুনিলে কেমনি যেন চিত্তে অনাহ্লাদ!

শুনিল উঠিছে স্বর শ্রবণ বিদারে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি জীবে! নিবে নিবে নাহি নিবে,
কি দুরন্ত দাহ অরে, দহে দেহ স্তরে স্তরে,
কি আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে এ তাপ নিবারে!

আর্ত্তনাদ শুনি নর আত্মময়ী সনে
চলিল যে দিকে স্বর; হেরিল হয়ে কাতর
আর্ত্তনাদকারী সেই আত্মাদেহিগণে।

দেখিল ললাট বক্ষে "হত"—চিহ্ন লেখা
দগ্ধ লৌহ-শূলধারে! নিরখিল সে সবারে—
নিবদ্ধ দেহের'পর অঙ্গার সদৃশ কর,
অঙ্গ অবয়ব চক্ষে নিরাশার রেখা!

তাদের নিকটে আসি শরীরী পরাণী
কহিল 'হে জীবময়' আমাদের গতি নয়,
হেরিবারে তোমাদের এ দুর্গতি গ্লানি;

সে নিষ্ঠুর কৌতুকের পরবশ নহি;
এসেছি খুঁজিতে তায়, হারায়েছি মর্ত্তে যায়!
এসেছি মায়ার ডোরে বদ্ধ হ'য়ে এই ঘোরে,
আমিও ধরেছি দেহে জীবনের অহি!

জানি জ্বালা, আত্মাময়, সন্তাপ কেমন;
শরীরীর সাধ্য যাহা কহ এবে শুনি তাহা
বলিতে সে কথা যদি না থাকে বারণ;

কহ কি কারণে সবে বিকৃতের প্রায়?
কি হেতু দেহের'পর একরূপে নিবদ্ধ কর?
কারো পৃষ্ঠে,কারো বুকে,কারো কটি,জঙ্ঘা,মুখে—
ভ্রমণ শয়ন গতি পঙ্গুর প্রথায়?'

বুঝিলা কণ্ঠের স্বরে জীবাত্মা মণ্ডলী;
নরে দেখি নিরখিয়া, নেত্র কোণে দগ্ধ হিয়া
অশ্রুধারা রূপে যেন উথলিল গলি।

কহিল, 'হে দেহধারী, জীবে যত দিন
লিখ জীবনের মূলে তপ্ত শলাকার শূলে
এ দগ্ধ জীবের কথা— কেন হেথা হেন প্রথা
আমাদের আত্মময় জীবন মলিন!

ছিলাম ধরণী-ধামে আমরা যখন
তোমারি মতন দেহে, দয়া, মায়া, ক্ষমা, স্নেহে,
না দিয়াছি হৃদিতলে আশ্রয় তখন,

স্বার্থ পদলালসাতে, লোভের দহনে,
অন্ধ হ'য়ে জীব-দেহে, দূরে ফেলি দয়া স্নেহে,
যেথা কৈনু অস্ত্রাঘাত সে অঙ্গে তাহার হাত
নিবদ্ধ এখন, হায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে!

সাধ্য নাই, আশা নাই; খুলিতে—তুলিতে,
বক্র ভগ্ন বিকলাঙ্গ, আশা মোহ শান্তি সাঙ্গ,
ছিন্ন দেহে ছন্ন জীবে হতেছে কাঁদিতে!'

বলিয়া উচ্ছ্বাসে সবে ভীষণ চীৎকার।
শুনিয়া শরীরী নর শ্রবণে তুলিল কর;
সেরূপ মরম-ভেদী আর্ত্তনাদে আয়ু-চ্ছেদী
ধরাতলে নাহি কিছু তুল্য তুলনার।

অমরী-আদেশে এবে দুঃখিত মানব
চলিল হৃদয় চাপি, তেয়াগি সে মহাপাপী
খেদপূর্ণ আত্মাকুল সেখানে যে সব।

ক্ষণেক চলিতে পথে নাসারন্ধ্র পূরি
উঠিল এমনি ঘ্রাণ, হেন তীব্র অনুমান,
অস্থির শরীরী জীবী; দেখিয়া বুঝিলা দেবী,
নিবারিলা সে দুর্গন্ধ সুধাগন্ধ ঝুরি।

কহিলা আশ্বাসি—'দেহি, না হও ত্রাসিত,
দেহেতে যা কিছু ক্লেশ যখনি হবে প্রবেশ,
তখনি কহিও, তাহা হবে নিবারিত।'

বলি পুনঃ অগ্রসর; পশ্চাতে শরীরী
বাক্‌শূন্য মন্দগতি চলিতে লাগিল পথি;
চতুর্দ্দিকে নিরখিল, দেখিতে অতি পিচ্ছিল,
রুধিরাক্ত মৃৎ যেন রয়েছে বিস্তারি।

নিকটে আসিয়া আরও দেখিল মানব
ফুটিছে সে মৃৎবৎ যথা সিদ্ধ অন্নকথ;
বাষ্পাকারে ধূম তায় উথলি ছুটে বেড়ায়,
ফুটে ফুটে উঠে নিত্য—নিয়ত উদ্ভব।

তেমতি দেখিতে যথা পচা গন্ধময়
"সুন্দরী" অরণ্য কোলে, শুষ্ক খাল বিল খোলে
অপক্ক পঙ্কের রাশি ছড়াইয়া রয়!

পরশনে সে কর্দ্দম মানব শরীরে
আপাদ মস্তক যুড়ে সর্ব্ব অঙ্গ যেন পুড়ে,
কাতরে কহিল নর চাহি অমরীরে—

'প্রাণ যায়, প্রভাময়ি, দগ্ধ হয় দেহ!
দেহে না দহন সয়, নিশ্বাস নির্গত নয়,
নাহি মারুতের লেশ, কণ্ঠে যেন ফাঁসে ক্লেশ,
হৃৎপিণ্ড ফেটে যায় ভাঙ্গে যেন কেহ!

দাহে ক্ষত পদতল, শরীর আনন,
জ্বলে যেন তপ্ত বালু, পিপাসায় শুষ্ক তালু,
ধমনীবৎ জিহ্বারস না সরে ভাষণ!'

বলিয়া মূচ্ছিতবৎ পড়িল মানব।
শীতল বায়ু সঞ্চারী নিজ শ্বাসে মূর্চ্ছা হরি,
অমরী তুলিলা তায়, ঊর্ণনাভ জাল প্রায়
নিজ গুণ্ঠনেতে ঢাকি সর্ব্ব অবয়ব।

নরে চাহি কহে দেবী 'এখন শরীরী
ভ্রমিতে পারিবে হেথা অগিন্ন অমর প্রথা,
শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, তাপ, সকলি নিবারি।'

আশ্বস্ত শীতলদেহ শরীরী তখন
পুনঃ সে মৃত্তিকা'পরে প্রবেশে সাহস ভরে,
অগ্রভাগে দেবী মূর্ত্তি, উৎফুল্ল নয়নে স্ফূর্ত্তি,
ধীরে ফেলি চারুপদ করেন ভ্রমণ।

বুঝিল মানব এবে সে মৃৎ পরশে,
পঙ্ক যথা জলসিক্ত, রুধিরের ধারা পৃক্ত
পিচ্ছিল তরল তথা চরণ ঘরষে;

দেহ ভারে মৃৎ যেন ঘুরিয়া বেড়ায়!
দেবীরে সহায় করি চলে নর পঙ্কোপরি;
লোহ-স্রাবে সুদুর্গম ভয়ঙ্কর সে কর্দ্দম,
পদে পদে স্খলে পদ—স্থির নহে তায়।

বহিছে প্রবাহ এক সে পঙ্কিল দেশে
কালির সরিৎ যেন, কালতর ঘূর্ণ ঘন
ভীষণ তরঙ্গ তুলি বিভীষণ বেশে!

দুস্তর কান্তার মাঝে চলেছে সরিৎ;
অন্য জলবিন্দু নাই কোন দিকে, মরু ঠাঁই!
নাহি বায়ু, তরুচ্ছায়া, বিঘোর বিকট কায়া
চলেছে একাকী সেই নিভৃত সরিৎ।

ছুটেছে কল্লোল রাশি ভয়ঙ্কর রোষে,
ক্রাকারে ঘূর্ণাবর্ত্ত ঘুরিয়া চলেছে নিত্য,
নির্ব্বাতশূন্যেতে শব্দ বিন্দু নাহি ঘোষে !

এ হেন নিঃশব্দ স্থান বায়ুশূন্য লোক,
াপন নিশ্বাস শব্দে দেহধারী নিজে স্তব্ধে !
বন দূর শূন্য কোলে কেহ প্রতিধ্বনি তোলে
জ্বলিছে ভুবনময় বিকট আলোক !

দেখে জীব- আত্মা কত রুদ্ধশ্বাসে ছুটি
ড়িছে সরিৎ অঙ্গে, ছুটিয়া স্রোতের সঙ্গে
ভাসিছে ডুবিছে নিত্য—কভু তীরে উঠি,

পিপাসা আতুর প্রায় আবার সরিতে
খনি দিতেছে ঝাপ ! মুহূর্ত্ত না সহি তাপ
াবার উঠিয়া তীরে লুটিছে পঙ্ক শরীরে,
কখনও তুফানে লুটে ভাসিতে ভাসিতে !

কত আত্মা তীরে নীরে এরূপে বিরত
বিস্ময়ে হেরিল নর, হেরিল হয়ে কাতর ;
অসহ্য যাতনা সবে আয়ু ওষ্ঠাগত,

তখন সে আত্মাগণ করিয়া চীৎকার
ডাকে বিধাতার নাম প্রহারি হৃদয় ধাম,
লুণ্ঠিত তরঙ্গ বুকে 'ত্রাহি—ত্রাহি' শব্দ মুখে,
অবসন্ন হস্ত পদ তরঙ্গে বিস্তার।

এবে অনন্তের কোলে শ্রুতি বিদারণ
হয় ঘন বজ্রনাদ ! অন্তরেতে অবসাদ
গভীর আবর্ত্ত গর্ভে ডুবে আত্মাগণ।

অমরী কহিল ধীরে চাহিয়া মানবে
'যত দিন স্পৃহা লেশ রবে চিত্তে রবে ক্লেশ,
জীবনের পাপাস্বাদ যত কাল অবসাদ
হইবে মূলে, এই ভাবে রবে

এই সব নরাধম' ;—বলিয়া অমরী
চলিল অনেক দূরে ; মানব বিষাদে পূরে
দেখিল সম্মুখে পুনঃ নেত্র-পাত করি—

দেখিল শ্রেণীতে বদ্ধ আত্মা অগণন
অর্দ্ধ-মগ্ন হয়ে নীরে বসিয়া নদের তীরে
রুধিরে অঞ্জলি করি, পুত্র পৌত্র নাম ধরি,
নয়নে বিষাক্ত দৃষ্টি—করিছে তর্পণ !

তুলিছে সে রক্তোদক অঞ্জলি পূরিয়া,
মিশায়ে অশ্রু রুধিরে একে একে ধীরে ধীরে
কাল তরঙ্গের কোলে দিতেছে ফেলিয়া !

দেখি চমকিল দেহী ;—দেখিল আবার
সরিৎ-সলিল ঢাকি ছায়ারূপে থাকি থাকি
কত শব নদ অঙ্গে ভাবিছে তরঙ্গসঙ্গে
ক্ষতচিহ্ন কতস্থানে অঙ্গেতে সবার ;

ঘেরি আত্মা জনে জনে ঘুরিছে নিকটে,
কাহারও জঘন ধরে কাহারও অঙ্ক উপরে
কাহারও অঞ্জলিপুট বক্ষঃ কটিতটে।

যথা পুরাণের কথা প্রাচীন লিখন
কাল অঙ্গে ভাসি কালী, শবরূপে দেহ ঢালি
ঘোর পচা গন্ধময়, ঘেরি হবি হিরণ্ময়
ঘুরেছিলা মহাকালে করিয়া বেষ্টন।

সেইরূপে শব হেথা ভাসে কৃষ্ণনদে,
মুখে রোদনের রব ঘুরে ঘুরে ফিরে সব,
দুই কূল পূর্ণ করি আক্ষেপ নিনাদে।

হেরে সে জীবাত্মাবৃন্দ করি নিরীক্ষণ
প্রতি শবে ক্ষতস্থান, প্রতি ক্ষত পরিমাণ,
হেরিয়া ধিক্কারে পূরে ঘৃণা করি ফেলি দূরে—
অকস্মাৎ ছিন্নশির—নিকট দর্শন !

দেখি দেহী হতজ্ঞান ; অমরী তখন—
পরদ্রব্য অপহারী, মহাপ্রাণী হত্যাকারী,
ঘোর পাপী এরা সব—জঘন্য জীবন।

জিজ্ঞাসে মানব তাঁরে—'এ নদ উদয়
কিরূপে কোথায় কহ, আমায় সেখানে লহ,
বাসনা দেখিতে হায়, এ সরিৎ কি প্রথায়,
হেন রূপে হেন স্থানে প্রবাহিত হয় !'

'দেখাব'—বলিয়া দেবী চলিলা সত্বর ;
উতরি অনেক পথ, মানবের মনোরথ
পূর্ণ কৈলা দেখাইয়া সরিৎ-নির্ঝর।

দেখিল নদের মূলে দেবীর নির্দ্দেশ—
আত্মারূপী কতজন, বসিয়া ক্ষিপ্ত যেমন,
হেরিছে হৃদয়তল বক্ষঃ ভেদী অবিরল
বহিছে উত্তপ্ত ধারা সরিৎ উদ্দেশে।

বসিয়াছে আত্মাগণ বিদীর্ণ উরস ;
উগারি উগারি ধারা পড়িছে কালির পারা—
ঘনতর নীলিময়, কটুল, বিরস ;

বহিছে তেমতি—যথা ঝরে খনিমুখে
কালিবর্ণ জলধার অনর্গল অনিবার
মাখিয়া অঙ্গার ক্লেদ, খনি অঙ্গ করি ভেদ,
বেগে প্রবাহিত শেষে ধরণীর বুকে।

কিম্বা যথা কালিন্দীর কৃষ্ণ জলরাশি
যমুনোত্রি নগবুকে বহে বেগে নিম্নমুখে।
পড়ে ধরাতল দেহে কল কল ভাষি।

বসেছে জীবাত্মাকুল ভস্মাসনোপরে,
উৎকট বেদনা রেখা ওষ্ঠ গণ্ড নেত্রে লেখা,
বিদারিত বক্ষঃস্থল নিরখিছে অবিরল,
গণ্ডূষে করিছে পান ধারা স্রোত ধরে'।

বিকট বিষাদ নাদ মুখে মুহুমুহুঃ,
শুনিলে তাদের স্বর, বোধ হয় যেন ঝড়
বহে ভেদী মর্ম্মতল—শব্দ করি হুহু।

অমানুষী সে নিনাদ শুনিতে তেমতি
যেন জনশূন্য ক্ষেতে বায়ু পশে কলসেতে
নিশীথে প্রান্তর'পরে ত্রাসিত করিয়া নরে ;—
কিম্বা মুমূর্ষুর স্বর কুশ্রাব্য যেমতি।

'কে-এরা' জিজ্ঞাসে দেহী ; অমরী উত্তরে-
'অবনীর পাপরূপ দয়াশূন্য যত ভূপ,
সেই পাপী এই সব এ তাপ গহ্বরে।

হের দেখ অই খানে—পারিবে চিনিতে
যত জীব নৃপসাজে তাপিতা ধরণী-মাঝে,
মাতিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভাসাইল অশ্রুনদে
দৌরাত্ম্য পীড়িত নরে স্ব ইচ্ছা সাধিতে।

হের অই ভস্মরাশি আসনে যে পাপী—
অই কংস ধরাপতি, দয়াশূন্য ছন্নমতি,
উৎসন্ন করিল আগে যতুকুলে তাপি।

নিষ্পীড়িত মথুরার বক্ষঃস্থল দলি,
দেবকীর মনোদুখে লিখিয়া ভারত বুকে
আপন কলঙ্করেখা, এখন বিরাজে একা।
এ ঘোর নরকে বসি—মনস্তাপে জ্বলি।

হের অই সাত শিশু স্কন্ধদেশে পড়ি
কি বলিছে কাণে কাণে বিষ ঢালি দগ্ধ প্রাণে—
নেত্রকাছে যমদূত হেলাইছে ছড়ি,

দেখাইছে শিলাতল—প্রহারি যাহাতে
সদ্যোজাত শিশুদেহ বিনাশিল ত্যজি স্নেহ,
হের দেখ লোহ পারা জননীর স্তনধারা
শিলাতে আঁকিছে অঙ্ক প্রতিবিন্দুপাতে।

সে জীবে পশ্চাতে ফেলি চলে দুইজন ;
কিছু দূরে গিয়া ফিরে হেরে পরিখার পারে,
অগ্রেতে অচল এক ধূসর বরণ ;

উৎকট আলোকচ্ছটা পড়িয়া তাহায়
যাহা ভয়ঙ্কর-বেশ করেছে ভূধর-দেশ,
একা সেই গিরি'পরে আত্মা এক বীণা করে
ভাসিছে নেত্রের নীরে বসিয়া সেথায়।

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে দেহী অমরী চাহিয়া
'কার আত্মা হেরি অই দগ্ধ বীণা করে লই,
এভাবে পাপাত্মালয়ে ওখানে বসিয়া ?'

উত্তরিল জ্যোতির্ম্ময়ী অচল-পশ্চাতে
আমরা এখন, নর, তাই ও গিরি শিখর
দেখিতে না পাও ভাল, কিছু দ্রুত পদ চাল,
চল, নিরখিবে সব আরোহী উঠিতে।

পার হয়ে শুষ্ক খাত শিখরের তলে
ক্রমে দোঁহে উপনীত, অমরী সহ জীবিত
উঠিতে লাগিল এবে সে উচ্চ অচলে।

শরীরী ঘর্ম্মাক্ত দেহ আরোহিতে তায়,
যে ভাগে চরণ সরে সে ভাগ তখনি ঝরে
নাহি পায় স্থান এক, দৃঢ় পদে মুহূর্ত্তেক
যেখানে চরণ রাখে ভূধরের গায় ;

নাসা মুখে ঘনশ্বাস চাহে দেবী পানে।
বুঝিয়া অমরী তায় করে ধরি লয়ে যায়
অচল শিখর দেশে—পাপাত্মা যেখানে।

অমরী বলিলা নরে—'খালি থাক্ দেহ
এই গিরি—শুন নর, উঠিতে ইহার পর
শরীরীর শক্তি নাই, বিষম দুঃখের ঠাঁই
এ গিরি জীবাত্মা বিনা না পরশে কেহ।'

বহু কষ্টে শিখরেতে উতরিলা শেষে ;
তখন জীবিত প্রাণী হেরিল বিস্ময় মানি,
চাহিয়া চকিত নেত্রে গিরি অগ্রদেশে,—

দেখে রাজধানী এক, বিশাল বিস্তার,
পরিপূর্ণ ধূমানলে, মাঝে মাঝে শিখা জ্বলে,
যত গৃহ হর্ম্ম্য তায় দগ্ধ ইন্ধনের প্রায়—
লক্ষ প্রাণী কোলাহলে শব্দ হাহাকার

বীণাদণ্ডধারী আত্মা একদৃষ্টে চাহি,
বিগলিত অশ্রুধারা, হেরিছে উন্মাদ পারা
সে বহ্নি তরঙ্গ ভঙ্গ—ক্ষণে ক্ষান্তি নাহি !

দুর্জ্জয় পবন বেগে রুদ্ধ শ্বাস বাত
স্ফীত নাসারন্ধ্রে ছাড়ে, সবেগে ঘন আছাড়ে
দগ্ধ বীণাদণ্ড দারু ভাঙ্গিয়া পৃষ্ঠের মেরু,
কভু বক্ষ, ভাল দেশে প্রহারে নির্ঘাত।

দারুণ আক্ষেপে তার শিলা দ্রব হয়,
বলিছে—ক্ষণেক ক্ষান্তি, দেহ দেব, চিত্তশান্তি,
পারি না—পারি না আর, দাহ নাহি সয়।

বুঝি নাই ধরা মাঝে—ঐশ্বর্য্য উন্মাদে—
লোকপতি হ'তে হলে কত সাম্য স্মৃতি বলে
লোকেরে পালিতে হয়, কেন বলে ধর্ম্মময়
লোকপালে ধরাতলে—বুঝেছি বিষাদে।

দূরে দাঁড়াইল দেহী মানিয়া বিস্ময়,
ভয়াতুর মৃদুস্বরে দেবীরে জিজ্ঞাসা করে—
'কেবা এই—ভুঞ্জে হেন সন্তাপ দুর্জ্জয় ?'

জীবিত নরের বাণী শুনি সে শিখরে
কটুস্বরে জীব বলে—'কে তুমি হে এ অচলে
জীবিত-শরীরধারী ? তুমি কি কেহ তাহারি
যাহার পীড়নকারী নৃপ এ ভূধরে ?

ষষ্ঠ পল্লব।

শরীরী বদনে ত্রাসিত বচন
শুনিয়া অমরী তায় ;—
'পূরাব পূরাব বাসনা তোমার
অন্যথা নাহি কথায়,
দেখিবে নন্দিনী কিরূপে তোমার
দেহ উন্মোচন করি
কি গতি লভিলা, করে কিবা লীলা
কি পুণ্য পরাণে ধরি।
ভ্রম এভুবনে, আরো কিছু কাল ;
বাসনা হৃদয়ে মম,
দেখাই তোমারে এই সব পুরে
প্রবেশের কিবা ক্রম।
দেখাই তোমারে খেলি সব খেলা
কি রূপে জীবাত্মা শেষে
আসিয়া প্রবেশে কোন্ পথ দিয়া
এ সব আত্মার দেশে।
ধর্ম্মরূপী যম কিরূপ আসনে,
কি বিচার প্রথা তাঁর,
কিরূপে নরকে পাঠান পাপীরে
সহিতে পাপের ভার।
দেখিবে নয়নে, নয়নে কখনও
মানব না দেখে যায়—
ব্রহ্মাণ্ড-কেন্দ্রেতে বসি ধর্ম্মরাজ
বিরাজেন কি প্রভায়।
কত কি অপূর্ব্ব দেখিবে সেখানে
বিস্ময়ে প্লাবিত হয়ে,
দেখিতে বাসনা থাকে যদি বল
যাই সেথা তোমা লয়ে।
কিন্তু কহি শুন দুরূহ ভীষণ
গগনগহন সেই,
পশিবারে পারে সে জন সেখানে
ভীরুতা যাহার নেই।
এ হেন সাহস ধর যদি চিতে
কহ তবে দোঁহে চলি,
এত যে আগ্রহ দেখিতে এ সব
এবে কোথা গেল গলি ?
সে উৎসাহ আশা কোথা বা এখন ?
কোথা বা সে মনোরথ ?
স্বচক্ষে দেখিবে পরকাল-গতি
বিধি নিরূপিত পথ ?
জীবন থাকিতে পরকাল ভেদ
যে জন ভেদিতে চায়,
পতঙ্গ শরীরে খগেন্দ্রের বল
ধরিতে হইবে তায়।'
নীরব অমরী এতেক কহিয়া ;
মানব মনের দুখে
চিন্তি ক্ষণকাল কহিলা তখন
লজ্জা অবনত মুখে—
'অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ি, ধরি সে সাহস
এ জড় শরীরে যাহা
পারে ধরিবারে, না কাঁপি অন্তরে,
অসাধ্য নহে গো তাহা।
কিন্তু যাহা দেবী অসাধ্য মানবে
সে সামর্থ্য কোথা পাব ?
পাপীর নিরয়ে পাপাত্মা হইয়া
কেমনে নির্ভয়ে যাব ;
দেখিনু যে সব মনে হ'লে তায়
হিয়া দুরু দুরু করে,
শিরাতে শিরাতে প্রচণ্ড আঘাতে
বেগেতে রুধির সরে ;
লোম হরষণ হেন ভয়ঙ্কর
নারকী আত্মার গতি,
অলঙ্ঘ্যনিয়ম বিধাতার
চেতনে হেন দুর্গতি—

ুষের ফাঁসে জীবনে ক্রন্দন,
ক্রন্দন মরিলে পর!
রিলে এ গতি, হে অমরবালা,
ত্রাসিত কে নহে নর?
াপি দেখিব দেখাবে যা কিছু,
অভ্যাস নরের বল,
বল হৃদয়ে লভেছি কিঞ্চিৎ
ভ্রমিয়া এ সব স্থল;
মি গো যখন সহায় আমার,
ক্ষুদ্র নহি আমি নর—
য়ে রক্ষা করে যে শিশু সন্তানে
থাকে কি তাহার ডর?'
নিয়া অমরী;—'হে শরীর ধারী
ভ্রান্ত না হইও মনে,
রিব রক্ষিতে শরীর তোমার
প্রবেশিয়া সে গগনে।
ন্ত চিত্তে তব বহিবে যে স্রোত
পরাণ ব্যাকুল করি,
রী যদিও, সে স্রোত বারণে
সামর্থ্য নাহিক ধরি।
নিও নিশ্চয় মানস দমনে
মানুষেরই অধিকার;
য় রাজ্যেতে শাসন রাখিতে
সহায় নাহিক তার।
াপনারি তেজে আপনি বিজয়ী,
অজয়ী দুর্ব্বল যেই,
ল পরাণে সমতা সাধিতে
ক্ষমতা কাহারও নেই।
অমর নর, এ প্রথা সবার,
শুন হে শরীরী প্রাণী;
কাশ এখন কি বাসনা তব,
এ কথা নিশ্চয় মানি।'
হল মানব, 'হে সুধা ভাষিণী,
কেন সুধাইছ আর,

যা ঘটে ঘটুক কাঁদুক পরাণী
যাব সে ব্রহ্মাণ্ড পার।
সামান্য পণেতে তনু খোয়াইয়া—
প্রাণ দিতে পারে নরে,
নর হ'য়ে আমি এ পণ সাধিতে
নারিব ভয়ের তরে?
চল, দেবী, চল, কোথা লয়ে যাবে,
সাহসে বেঁধেছি বুক,
দেখি অন্ত তার জীবনের পাপে
জীবাত্মার কত দুঃখ।'
চলিল তখন দেহীরে লইয়া
অনন্ত গগন মাঝে,
অমর সুন্দরী কিরণ প্রসারি
কিরণে যেন বিরাজে!
উঠিতে লাগিল কতই যোজন
গভীর শূন্যেতে পথি,
নীল নীলতর গাঢ় সূক্ষ্ম জড়
কতবায়ুস্তর মথি।
খেলে চারিদিকে অধঃ ঊর্দ্ধ পাশে
গড়ায়ে ছড়ায়ে সেথা
মরুত সাগরে পবন-হিল্লোল
সাগর ঊর্ম্মির প্রথা।
উঠিতে লাগিল যত সূক্ষ্মাকাশে
কক্ষতলে তত নরে,
মৃদুল কর্ষণে অমরবালিকা
যতনে চাপিয়া ধরে।
দিয়া নিজ শ্বাস প্রশ্বাসে তাহার
শূন্যেতে চলিল দেবী;
মাতৃ ক্রোড়ে যেন চলিল মানব
অপূর্ব্ব আনন্দ সেবি।
দেখিতে দেখিতে উঠে দেহধারী
বিস্ময়ে বিহ্বল প্রাণ;
পথ চিহ্ন নাই অভ্রান্ত গতিতে
গ্রহ তারা ভ্রাম্যমান!

কত দিকে গতি করে কত গ্রহ,
কতই তারকা ছোটে,
অনন্ত প্রাঙ্গণে জ্যোতিমালা যেন
ফুলঝারা রূপে ফোটে !
ছোটে পিঠে পিঠে স্তবকে স্তবকে
কেহ ধীরে একা ধায়,
অদূরে অন্তরে বিচিত্র অয়নে
বিশাল অনন্ত গায়।
কেহ না বাধিছে কাহারও গমন
চলেছে অয়ন কাটি
পূর্ণ গোলাকার কাচ ডিম্ব প্রায়
গ্রহ তারা কত কোটি।
ছুটিতে ছুটিতে নিজ নিজ পথে
নিনাদ করিছে সবে,
পরিপূর্ণ করি সে গগনদেশ
মধুর মৃদুল রবে।
সে মৃদু নিক্কণে নিদ্রালু মানব,
মুদিল নয়ন পাতা ;
স্বপনে যেন বা উড়িয়া চলিল
শুনিতে শুনিতে গাথা !
অমর সুন্দরী জ্যোতি পিণ্ড পথ
এড়ায়ে এড়ায়ে ধীরে,
চলিল তেমনি অরণ্যে যেমনি
কিরণের রেখা ফিরে !
ভেদি সে সকল বৃত্ত মধ্যভাগে
সূরয জোছনা ছাড়ি,
প্রচণ্ড নির্ব্বাত কিরণ সাগরে
প্রবেশিয়া দিল পাড়ি।
তপ্ত কিরণ, গগন গহনে
অমরী প্রবেশে যেই,
অল্প উথলে ঝলকে ঝলকে
অসহ উত্তাপ দেই।
সুপ্ত মানব কপোল কপাল
মৃদুল পরশ করি,
বক্ষ নয়ন নাসিকা অগ্রেতে
খেলিতে লাগিল সারি
কর্ণকুহরে স্বন স্বন নাদ
ঘাতিতে লাগিল ধীরে,
দূর ধাবিত ক্ষিপ্র চালিত
নিনাদ যেমন তীরে।
গ্রীষ্ম ঋতুতে ব্রততী আবৃত
ছাড়িয়া কুঞ্জের ছায়া,
দগ্ধ মরুতে পড়িলে যেমন
উত্তাপে তাপিত কায়া
তীক্ষ্ণ কিরণ হিল্লোল পরশে
নিনাদ শ্রবণে নর,
স্বপ্ন তেয়াগি চমকি জাগিল
কণ্ঠেতে কাতর স্বর।
স্নিগ্ধ ভাষিণী অমরী তখন
কহিল তাহার কাণে,
'ঊর্ণা বসনে আবর বদন,
বেদনা পাবে না প্রাণে।'
শীভ্র শরীরী অমরী গুণ্ঠনে
ঢাকিল বদন গ্রীবা,
স্থির দৃষ্টিতে দেখিল চাহিয়া
অসূর্য্য প্রভার দিবা।
সান্ধ্য গগনে ঢলিয়া পশ্চিমে
ডুবিছে যখন রবি,
স্বর্ণ বরণ কিরণ সাগরে,
অনলে যেন বা ...
দীপ্ত প্রভাতে তখন যেমন
উড়ে পারাবত সারি,
মঞ্চ ভুলায়ে উড়ায়ে শূন্যেতে
করিলে গগনচার।
সূক্ষ্ম চিকণ ঝকিয়া তেমতি
আকাশ আচ্ছন্ন করি,
দেখিল মানব উর্দ্ধ চরণে
জীবাত্মা পড়িছে ঝরি!

চক্রগতিতে ঘুরিছে সতত
সে ভীষণ ব্যোমস্তর,
সঙ্গে ঘুরিছে কিরণ সাগর
অনন্ত অয়ন'পর।
দীপ্তি-জলধি অঙ্গেতে মিশিয়া
কোটি জীবাত্মার কায়া
লুটিতে লুটিতে উর্ম্মি আঘাতে
উড়ে যেন ধূলি ছায়া!
শ্রান্ত শিথিল গতিতে অমরী
কিরণ সাগরে খেলি,
যোজন যোজন গভীর প্রদেশে
পশিল সে সবে ঠেলি!
স্থির স্ফাটিক সদৃশ আকাশ
পরশি ছাড়িলা শ্বাস;
চক্ষ-গ্রথিত মানব দেহীরে
রাখিলা তাঁহার পাশ।
পূর্ণ পীযূষ পূরিত বচনে
কহিলা তাহারে চাহি,
ন্যস্ত-নিমিখে দেখিল অমরী
নরের বিবেক নাহি।
সর্প-দংশিত পরাণী সদৃশ
মানব পড়িল ঢলি,
নীল বরণ মণ্ডিত বদন,
কম্পিত কণ্ঠের নলি।
বাক্য বিহ্বল বিস্ময়ে পাগল
স্ফারিত নেত্রের পাতা,
দৃষ্টি বিহীন নয়ন-যুগল
কপালে যেমন গাঁথা।
সুস্থ করিলা নিমেষ ভিতরে
স্বরগ সুন্দরী নরে,
সুস্থ বচনে চেতনা লভিয়া
মানব কহিলা পরে—
হে সুরসুন্দরী, কর গো মার্জ্জনা
দুর্ব্বল মানব-আঁখি,
এ আলো উত্তাপ নারিনু সহিতে
চক্ষুর মণিতে রাখি।
হেরি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করি
হইনু অন্ধের প্রায়;
একি অদ্ভুত, ওগো সুরবালা,
বিস্ময়ে পরাণ যায়!'
কহিলা অমরী, চিন্তা নাহি আর,
সুস্থ হও এবে নর,
প্রশান্ত এদেশ, প্রশান্ত যেমন
অ-হিল্লোল সরোবর।
দেখেছ মরতে ঝটিকা যেমন
সহস্র যোজন ঘেরি,
ঘুরে ঘোর বেগে দেশ ছন্ন করি,
প্রাণীকুল স্তব্ধ হেরি।
মধ্যস্থল তার অচল অটল
পবন প্রশ্বাস হীন,
সৌর বিশ্ব মাঝে এ কেন্দ্র তেমতি
প্রশান্ত সকল দিন।
মধ্যেতে ইহার সৃজন অবধি
স্থাপিত মহতাসন,
ধর্ম্মরাজ বেশে শমন তাহাতে,
চল, পাবে দরশন।"
বলি আগে আগে প্রফুল্ল বদনা
শোভাময়ী ধীরে যায়,
ভাবিতে ভাবিতে পাছে চলে নর
স্ফাটিক মণি শিলায়।
অখণ্ড ধবল মুকুর সদৃশ
স্ফাটিক চৌদিকময়,
তুহিনের রাশি চারি দিকে ভাসি
যেন বা ছড়ায়ে রয়!
দেখায়ে দেখিয়ে অমরী মানব
চলে কুতুহলী হয়ে;
যেতে কিছু দূর অবনীবিহারী
দেখিল শিহরি ভয়ে—

ভীম দীর্ঘাকার ছায়ার আকৃতি
অশরীরী প্রাণী কত,
ফিরিছে ঘুরিছে তমস্বিনীময়
আরণ্য তরুর মত !
দেহ অন্ধকার, কপালের তটে
দেউটি যেমন জ্বালা,
ঘুরে যেন ভাটা এক চক্ষু ছটা
মুখে শব্দ "হলাহলা !"
দেহধারী নরে হেরি দ্রুত বেগে
চতুর্দ্দিক্ হ'তে যুটি,
শত শত জন শমনকিঙ্কর
নিকটে আসিল ছুটি।
কেহ কেহ তার হুহুঙ্কার নাদে
কটিদেশে ধরি নরে,
করিল উদ্যম শূন্যেতে ঘুরায়ে
ফেলিতে প্রভা-সাগরে !
তখনি অমরী নিবারি তাদের
জানাইল মনোরথ ;
অমর বালারে কথনে চিনিয়া
যমদূত ছাড়ে পথ।
ফেলি রুদ্ধশ্বাস চলিল শরীরী
ধর্ম্মের আসন যেথা,
যোজন অন্তরে দাঁড়ায়ে অচল,
এ হেন জনতা সেথা !
দেবী কহে 'নর, থাক এই স্থানে,
কি হেতু সহিবে ক্লেশ
নিকটে পশিতে ; এই খানে থাকি
সফল হবে উদ্দেশ।
এত পরিষ্কার কিরণ এখানে
অসংক্ষ নয়নে তব,
বিনা অবরোধে হেরিতে পাইবে,
এ দূর হইতে সব।'
অমর সুন্দরী বাক্যেতে শরীরী
নির্দ্দেশে তাঁহার হেরে,
বিচিত্র আসন, জীবাত্মা সাগর
চারিদিকে যেন ঘেরে।
জিনি স্বচ্ছ কাচ, স্ফাটিক মাণিক
রচিত অপূর্ব্বপীঠ,
ঝলকে ঝলকে উছলিছে আভা
আকর্ষি নয়ন-দিঠ !
ব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রেতে নিবদ্ধ আসন
আদি কাল হ'তে ধীর,
লোকের প্রবাদে যথা কাশীধাম
ত্রিশূলে শূন্যেতে স্থির।
ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ত্রিকোটি দেবতা
তুলিয়া মস্তক'পরে,
ধরেছে আসন সহাস্য বদনে
যুড়িয়া যুগল করে।
আসন উপরে মণিময় বেদী,
স্থাপিত উপরে তার,
অদ্ভুত গঠন মহা তুলাদণ্ড
সর্ব্ব মানযন্ত্র সার ;
উর্ণনাভতন্তু সদৃশ সূত্রেতে
লম্বিত তুলার ধট,
দুই দিকে যেন দুই পূর্ণ চাঁদ
দুলিছে হয়ে প্রকট।
ক্ষণ নহে স্থির উঠিছে নামিছে
নিয়ত যে ধটদ্বয়,
দক্ষিণে পুণ্যের, বামেতে পাপের
মান নিরূপণ হয়।
একে একে পাপী আসন সমীপে
কাঁপিতে কাঁপিতে আসি,
আপন বদনে আপনি বলিছে
নিজ নিজ পাপরাশি।
পীঠধারী দেব ইন্দ্রাদি যাহারা
বলিছে পুণ্যের ভাগ;
তখনি আপনি নামিছে উঠিছে
চন্দ্রাকার তুলাভাগ।

মানদণ্ড'পরে স্থির দৃষ্টি করি
প্রস্তর মূরতি হেন,
বসি ধর্ম্মরাজ, স্ফাটিক আসনে
নিবদ্ধ রয়েছে যেন।
তিলার্দ্ধে যগুপি আত্মাময় প্রাণী
পাপ অংশ কোন তার,
ভয় কি বিস্ময়ে গোপন মানসে
না করে মুখে প্রচার;
সহসা তখনি সে অপূর্ব্ব যন্ত্রে
দুই ধট হয় স্থির,
দুলে তুলাদণ্ড; অখণ্ড বিধান
হায় রে কিবা বিধির!
চৌদিক হইতে ছুটি রুদ্ধশ্বাসে
তখনি শমন দূত,
মুখে"হলা"ধ্বনি প্রহারে এমনি
পীড়নে অস্থির ভূত।
জানিতে বাসনা ফিরে চাহি নর
বাক্য নিঃসারিতে যায়,
নিজ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি চাপিয়া
অমরী নিবারে তায়।
পুনঃ পূর্ব্ববৎ হেরিল শরীরী
তুলাধট উঠে নামে,
পলকে পলকে কত আত্মাময়
প্রাণী ফিরে ডানি বামে।
এত যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে চারি দিকে
গ্রহ তারা খণ্ড হয়,
না টলে আসন না পশে নিস্বন
সে দেশ নিঃশব্দ রয়!
ধর্ম্মদেব মুখে মাঝে মাঝে শুধু
অতি মৃদুতর স্বরে,
শব্দ মাত্র দুই আদেশ জানাতে,
প্রতি আত্মা মান'পরে।
পাপ-পুণ্য-মান এরূপ বিধানে
সেথা সমাধান হ'লে,
যমদূত যত পাপীবৃন্দে লয়ে
পরিখা বাহিয়া চলে।
নরে লয়ে দেবী পরিখার তটে
গিয়া চলি দ্রুত পদ,
কহিল—'হে নর, স্থূল নেত্রে হের
এই বৈতরণী নদ।
দেখিল শরীরী খেয়া তরী কত
কূল-ভাগ যেন চেয়ে,
প্রতি তরি-পৃষ্ঠে যমদূত এক
দাঁড়ায়ে তরীর নেয়ে।
অতি ক্ষুদ্র তরী বৃহৎ তরালু
বৈতরণী তীরে যত,
এ ভব ভিতরে তুলনা তাহার
নাহি কিছু কোন মত!
নিস্তব্ধ চৌদিক আকাশ প্রাঙ্গণ
হেন শব্দহীন স্থান,
চকিতে মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়ে সেখানে
উড়ে শরীরীর প্রাণ।
নীরবে আত্মারা উঠে নৌকা'পরে,
নীরবে শমন দূত,
খেয়া দিয়া চলে বৈতরণী জলে
ক্ষেপণী ফেলি অদ্ভুত।
অমরী ইঙ্গিতে কর্ণধার কেহ
বৃহৎ তরণী বাহি,
নিকটে আনিয়া রাখিল দোঁহার
বিস্মিত নয়নে চাহি।
মৃদুল নিস্বন পবনে যেমন
যখন কেতকী কাণে,
বসন্ত-বারতা গোপনে শুনায়
তেমতি অস্ফুট তানে—
অমরী বুঝায়ে শমন-কিঙ্করে,
মানবে লইয়া ধীরে,
তরণীতে উঠি বাহিয়া চলিল
বৈতরণী নদ-নীরে।

ভীম দীর্ঘাকার ছায়ার আকৃতি
অশরীরী প্রাণী কত,
ফিরিছে ঘুরিছে তমস্বিনীময়
আরণ্য তরুর মত !
দেহ অন্ধকার, কপালের তটে
দেউটি যেমন জ্বালা,
ঘুরে যেন ভাঁটা এক চক্ষু ছুটা
মুখে শব্দ "হলাহলা !"
দেহধারী নরে হেরি দ্রুত বেগে
চতুর্দ্দিক্ হ'তে যুটি,
শত শত জন শমনকিঙ্কর
নিকটে আসিল ছুটি।
কেহ কেহ তার হুহুঙ্কার নাদে
কটিদেশে ধরি নরে,
করিল উত্তম শূন্যেতে ঘুরায়ে
ফেলিতে প্রভা-সাগরে !
তখনি অমরী নিবারি তাদের
জানাইল মনোরথ ;
অমর বালারে কথনে চিনিয়া
যমদূত ছাড়ে পথ।
ফেলি রুদ্ধশ্বাস চলিল শরীরী
ধর্ম্মের আসন যেথা,
যোজন অন্তরে দাঁড়ায়ে অচল,
এ হেন জনতা সেথা !
দেবী কহে 'নর, থাক এই স্থানে,
কি হেতু সহিবে ক্লেশ
নিকটে পশিতে ; এই খানে থাকি
সফল হবে উদ্দেশ।
এত পরিষ্কার কিরণ এখানে
অস্পষ্ট নয়নে তব,
বিনা অবরোধে হেরিতে পাইবে,
এ দূর হইতে সব।'
অমর সুন্দরী বাক্যেতে শরীরী
নির্দ্দেশে তাঁহার হেরে,
বিচিত্র আসন, জীবাত্মা সাগর
চারিদিকে যেন ঘেরে।
জিনি স্বচ্ছ কাচ, স্ফাটিক মাণিক
রচিত অপূর্ব্বপীঠ,
ঝলকে ঝলকে উছলিছে আভা
আকর্ষি নয়ন-দিঠ !
ব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রেতে নিবদ্ধ আসন
আদি কাল হ'তে ধীর,
লোকের প্রবাদে যথা কাশীধাম
ত্রিশূলে শূন্যেতে স্থির।
ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ত্রিকোটি দেবতা
তুলিয়া মস্তক'পরে,
ধরেছে আসন সহাস্য বদনে
যুড়িয়া যুগল করে।
আসন উপরে মণিময় বেদী,
স্থাপিত উপরে তার,
অদ্ভুত গঠন মহা তুলাদণ্ড
সর্ব্ব মানযন্ত্র সার ;
উর্ণনাভতন্তু সদৃশ সূত্রেতে
লম্বিত তুলার ধট,
দুই দিকে যেন দুই পূর্ণ চাঁদ
দুলিছে হয়ে প্রকট।
ক্ষণ নহে স্থির উঠিছে নামিছে
নিয়ত যে ধটদ্বয়,
দক্ষিণে পুণ্যের, বামেতে পাপের
মান নিরূপণ হয়।
একে একে পাপী আসন সমীপে
কাঁপিতে কাঁপিতে আসি,
আপন বদনে আপনি বলিছে
নিজ নিজ পাপরাশি।
পীঠধারী দেব ইন্দ্রাদি যাহারা
বলিছে পুণ্যের ভাগ,
তখনি আপনি নামিছে উঠিছে
চন্দ্রাকার তুলাভাগ।

মানদণ্ড'পরে স্থির দৃষ্টি করি
প্রস্তর মূরতি হেন,
বসি ধর্ম্মরাজ, স্ফাটিক আসনে
নিবদ্ধ রয়েছে যেন।
তিলার্দ্ধে যত্তপি আত্মাময় প্রাণী
পাপ অংশ কোন তার,
ভয় কি বিস্ময়ে গোপন মানসে
না করে মুখে প্রচার;
সহসা তখনি সে অপূর্ব্ব যন্ত্রে
দুই ধট হয় স্থির,
দুলে তুলাদণ্ড; অখণ্ড বিধান
হায় রে কিবা বিধির!
চৌদিক হইতে ছুটি রুদ্ধশ্বাসে
তখনি শমন দূত,
মুখে"হলা"ধ্বনি প্রহারে এমনি
পীড়নে অস্থির ভূত।
জানিতে বাসনা ফিরে চাহি নর
বাক্য নিঃসারিতে যায়,
নিজ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি চাপিয়া
অমরী নিবারে তায়।
পুনঃ পূর্ব্ববৎ হেরিল শরীরী
তুলাধট উঠে নামে,
পলকে পলকে কত আত্মাময়
প্রাণী ফিরে ডানি বামে।
এত যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে চারি দিকে
গ্রহ তারা খণ্ড হয়,
না টলে আসন না পশে নিস্বন
সে দেশ নিঃশব্দ রয়!
ধর্ম্মদেব মুখে মাঝে মাঝে শুধু
অতি মৃদুতর স্বরে,
শব্দ মাত্র দুই আদেশ জানাতে,
প্রতি আত্মা মান'পরে।
পাপ-পুণ্য-মান এরূপ বিধানে
সেথা সমাধান হ'লে,
যমদূত যত পাপীবৃন্দে লয়ে
পরিখা বাহিয়া চলে।
নরে লয়ে দেবী পরিখার তটে
গিয়া চলি দ্রুত পদ,
কহিল—'হে নর, স্থূল নেত্রে হের
এই বৈতরণী নদ।
দেখিল শরীরী খেয়া তরী কত
কূল-ভাগ যেন চেয়ে,
প্রতি তরি-পৃষ্ঠে যমদূত এক
দাঁড়ায়ে তরীর নেয়ে।
অতি ক্ষুদ্র তরী বৃহৎ তরালু
বৈতরণী তীরে যত,
এ ভব ভিতরে তুলনা তাহার
নাহি কিছু কোন মত!
নিস্তব্ধ চৌদিক আকাশ প্রাঙ্গণ
হেন শব্দহীন স্থান,
চকিতে মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়ে সেখানে
উড়ে শরীরীর প্রাণ।
নীরবে আত্মারা উঠে নৌকা'পরে,
নীরবে শমন দূত,
খেয়া দিয়া চলে বৈতরণী জলে
ক্ষেপণী ফেলি অদ্ভুত।
অমরী ইঙ্গিতে কর্ণধার কেহ
বৃহৎ তরণী বাহি,
নিকটে আনিয়া রাখিল দোঁহার
বিস্মিত নয়নে চাহি।
মৃদুল নিস্বন পবনে যেমন
যখন কেতকী কাণে,
বসন্ত-বারতা গোপনে শুনায়
তেমতি অস্ফুট তানে—
অমরী বুঝায়ে শমন-কিঙ্করে,
মানবে লইয়া ধীরে,
তরণীতে উঠি বাহিয়া চলিল
বৈতরণী নদ-নীরে।

কত নিশি দিবা তরী চলে বাহি,
কত গ্রহ কত তারা,
দূর শূন্য'পরে উঠিল ডুবিল
যেন তমোমণি ঝারা।
উদ্দেশিত দেশে উতরি নাবিক
তরালু করিল স্থির,
অমরীর বলে তরণী ছাড়িয়া
মানব লভিল তীর।
দেখিল সেখানে পরাণী পুরুষ
দাঁড়াইয়া মহাকায়,
ধবল কুন্তল শিরেতে যেমন
ধবল শৃঙ্গের প্রায়।
বিশাল ললাটে অঙ্কিত তাহার
সহস্র কুঞ্চিত রেখা,
জীবাত্মা-উর্ম্মির মধ্যস্থলে যেন
মৈনাক দাঁড়ায়ে একা!
বামদিকে তার সুতীক্ষ্ণ কুঠার,
মুষ্টিতে রাখিয়া ভর
হেলিছে কখনও, উরু হ'তে ঝরে
বৈতরণী নদ-ঝর।
সে মহাপুরুষ দাঁড়ায়ে এ ভাবে
দক্ষিণ দিকেতে দেখে,
জীবাত্মা ধরিয়া অনন্তে ছুড়িছে
ঊর্দ্ধে তুলি একে একে।
যে গ্রহ নক্ষত্রে যে পাপীর বাস
সেই দিকে লক্ষ্য করি,
অতুল্য বেগেতে সে মহাপরাণী
নিক্ষেপে পরাণী ধরি।
স্থবির বিশীর্ণ যুবক যুবতী
হায় রে কিশোর কত,
কুৎসিত সুন্দর ধনী মানী জ্ঞানী
মহীপাল শত শত,
নিক্ষিপ্ত এরূপে ব্যোম-গর্ভ-দেশে
ঘূর্ণ প্রভা-সিন্ধু যায়;
আত্মাবৃন্দ মুখে যে ক্রন্দন ধ্বনি
হাহারব যাতনায়—
পশুরও শ্রবণে পশিলে সে খেদ
সুস্থির নাহিক রয়,
সে খেদ শুনিলে প্রাণশূন্য জড়
পাষাণও বিদীর্ণ হয়।
সুর রামা সঙ্গী নরের নয়নে
ঝরিল অজস্র ধারা,
বিস্ময়ে হিমাঙ্গ গণ্ডদেশে যেন
নিবন্ধ মুক্তার ঝারা।
অমরীরও আঁখি বাষ্পধূমে যেন
হৈল কিছু আভাহীন,
নরে চাহি দেবী মৃদুল নিশ্বাসি
কহিলা বচনে ক্ষীণ—
'হে অচলবাসী, কিরণ সাগরে
বিন্দু বিন্দুবৎ ছায়া,
নিরখিলে যত, সেই রেণুরাজি
এ হেন আত্মারি কায়া।
'ভেবেছি তা আগে' কহিলা মানব
'কহ গো জননী শুনি,
এ মহাপুরুষ আত্মা কি অমর
কহ কে দাঁড়ায়ে উনি?
মূর্ত্তিমান হেথা আদি ক্ষণ হ'তে
অনাদি প্রাচীন জ্ঞানী';
কহিল অমরী 'কাল ওঁর নাম'
পীযূষ-পূরিত বাণী
হেন কালে নর হেরিলা শূন্যেতে
সে মহাপুরুষ করে,
পরম-সুন্দর নর-আত্মা এক
নিক্ষিপ্ত অনন্ত স্তরে,
নেহারি নিমেষে সুর-কন্যা পানে
চাহিলা উৎসুক হয়ে,
বুঝিয়া অমরী ছাড়িলা সে দেশ
চলিলা মানবে লয়ে।

সপ্তম পল্লব।

অমরী মানবে লয়ে নামিলা তখন ;
জগতের কেন্দ্র ছাড়ি শূন্য মাঝে দিয়া পাড়ি
ভিন্নরূপ পাপলোকে করিলা গমন।

আকাশের যেই খণ্ডে অট্টালিকাকার
পঞ্চ নক্ষত্রের মিল শোভি গগণের নীল,
দশমী তিথিতে যেবা চন্দ্রের বিহার ;

পাঁচে এক একে পাঁচ—মিলায়ে কিরণ,
নিশীথিনী শিরোপরে সুচিকণ ঝারা ধ'রে
অনন্ত কোলেতে যাহা দেয় দরশন ;

মঘা নামে তারালোক—প্রবেশি তাহায়
নরে নামাইলা দেবী ; সুশীতল বায়ু-সেবি
সে লোক বাহিরে দেহী শরীর জুড়ায়।

শীতল হইলে পরে, অমরী মানব
প্রবেশিল গর্ভতলে, দণ্ড দুই কাল চলে
গোধূলি আলোকে যেন—বিমর্ষ, নীরব।

কিছু পরে হেরে দূরে উন্নত প্রাচীর,
হেরে মনে হয় হেন, লৌহের প্রাকার যেন,
নীরব শূন্যের কোলে তুলেছে শরীর ;

নিবারিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়,
ঘোর প্রহরীর বেশে বিরাজিছে ঘোর দেশে,
কালির বরণ অঙ্গ কালের মায়ায়।

দুই দিকে দুই দ্বার—প্রশস্ত—ভীষণ,
কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর শত শমনের চর
রোধি প্রবেশের দ্বার করিছে ভ্রমণ।

পশিছে তাহাতে যত আত্মাময় প্রাণী
কৃষ্ণবর্ণ লৌহশলা তপ্ত তৈলে যেন জ্বলা,
অঙ্গে বিঁধি তাহাদের করে ঘোর বাণী।

জ্যোতির্ম্ময়ী চলে আগে—পিছে পিছে নর,
আসিয়া দ্বারের কাছে প্রবেশের পথ যাচে,
কৌতুকে নিকটে ছুটে যত যমচর।

অপূর্ব্ব মধুর বাণী অমরী-বদনে
শ্রবণে হ'য়ে শীতল কৃতান্ত কিঙ্করদল
চমকিত চিত্তে চাহে দেবীর নয়নে।

স্বর্গ-শোভাকর আভা চারু নেত্র-তলে
ধীর স্নিগ্ধ মনোহর, নেহারি শমন-চর
পথছাড়ি, দুই ধারে দাঁড়ায় সকলে।

ভিতরে প্রবেশি নর নিরখে আকাশে
নিবিড় জলদদল, বিন্দুমাত্র নাহি জল,
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া খালি উড়ে উড়ে ভাসে।

নিদাঘে রৌদ্রের তাপে ফাটিলে যেমন
অবনীতে ক্ষেত্রচয়, সেইরূপ ক্ষেত্রময়
চারি দিক রুক্ষবেশ নীরস-দর্শন।

হেন রুক্ষ ক্ষেত্রতলে পশিলা দুজনে ;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুসারি হেরিলা শাখা প্রসারি
পিপাসেতে ফাটি যেন চাহিছে গগনে ;

হেরিলা কতই লতা ক্ষুপ সে কান্তারে
শুষ্ক-শাখা শীর্ণ-মাথা, বিনা বাতে ঝরে পাতা,
আপনা হইতে নিত্য শোণিত উগারে !

দূর হ'তে লক্ষ্য করি তরু সে সকল
বিস্ফারিত ছিলা'পর, বসায়ে সুতীক্ষ্ণ শর,
ভ্রমে কত তমচারী দলি ক্ষেত্রতল ;

অৰ্দ্ধ দেহ নরাকৃতি—কটির উপরে,
পদ পুচ্ছ অশ্ব প্রায়, ঝড়ের গতিতে ধায়
লতাগুল্ম ক্ষুপতরু বিদ্ধ করে শরে।

ক্ষত অঙ্গ সে সকল বিষাদে তখন
মনুষ্য-ক্রন্দন স্বরে ফুটিয়া নিনাদ করে,
শর সঙ্গে শুষ্ক ত্বক্ ঝরে যতক্ষণ।

স্থানে স্থানে যমদূত প্রান্তর খুঁড়িয়া
বেড়ায় বিকট আঁখি, আঁধারে বদন ঢাকি,
অঙ্গার সদৃশ করে খনিত্র ধরিয়া।

অমরীর দিকে নর ব্যগ্রচিত্তে চায়
ধীর সম্বোধনে তাঁয় 'কহে—দেবী, কি হেথায় ?
কারা এরা, হেন ক্লেশে কাঁদে এ প্রথায় ?

কেন বা কালের চর ওরূপে খনন
করিছে এ সব ক্ষেত্র ?' অমরী প্রশান্ত-নেত্র
চাহি মানবের দিকে কহিলা তখন—

'গুপ্ত কামে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা-প্রবাহ
বহে হৃদয়ের তটে, সঙ্ঘটন নাহি ঘটে,
এ সব তাদেরি আত্মা—সহে পাপ-দাহ।

মৃত্যুচর হের যত করিছে ভ্রমণ,
ফুটাতে অঙ্কুর বীজে, যে যাহার নিজে নিজে
খুঁড়িছে ক্ষেত্রের তল,—করহ শ্রবণ—

প্রোথিত এ ক্ষেত্রতলে প্রাণী-আত্মা কত
পোড়ে নিত্য তাপানলে, অলৌকিক বিধি-বলে
অঙ্কুরিত হয় পরে লতা গুল্ম মত।

ক্ষুদ্র কীট পদতলে ভ্রমিলে যেমন
সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয়, মানবের দেহময়
সহসা তেমতি হয়, শুনে সে বচন;

শরীরী সে স্থান ছাড়ি অন্তরে দাঁড়ায়।
অমরী মধুরতর বাক্যে কহে—'ভ্রান্ত নর'
সর্ব্ব ঠাঁই এইরূপ, সরিবে কোথায় ?

'যাই হোক, অন্য স্থানে চল, দেবী, চল,
মানব কহিলা তাঁয়; দ্রুতপদে দুজনায়
সে ক্ষেত্র ছাড়িয়া পশে অন্য ক্ষেত্রতল।

'এই দিকে, হে শরীরী,' অমরী কহিলা,
'দেখ চাহি ক্ষণকাল, দুঃখভোগে কি বিশাল
পঙ্কিল-পরাণ যত অসতী মহিলা'।

অমরীর বাক্যে নর হেরে অনিমিখে,
দেখিল পল্লবহীন কত শুষ্ক তরু ক্ষীণ
শাখা তুলি শূন্যতলে উঠেছে চৌদিকে।

কহিল—'কোথায়, দেবী, । দেখিত কই
কোন এক আত্মা চিহ্ন, শুষ্ক জীর্ণ তরু ভিন্ন
অন্য কিছু কোন স্থানে বিদিত না হই।'

'নিরখিয়া দেখ, নর—হও অগ্রসর,
তবে এর তথ্য পাবে; বলিয়া ত্বরিত ভাবে
বৃক্ষ-সন্নিধানে দেবী আইলা সত্বর।

দেখিল শরীরী সেথা—শ্মশানে যেমন
চিতাধূমে সমাচ্ছন্ন চিতাতাপে দগ্ধবর্ণ
শাল্মলী খর্জ্জুর তাল—তেমতি দর্শন।

শুষ্ক বৃক্ষ স্থানে স্থানে পত্রশূন্য শির,
গৃধ্রকুল শাখাদেশে বসেছে করাল বেশে,
পক্ষীর পুরীষে বৃক্ষ কদর্য্য শরীর।

নখে নখে বিদ্ধি শাখা বসি গৃধ্রদল
চিবাইছে ধীরে ধীরে, চঞ্চু দিয়া চিরে চিরে,
স্কন্ধ শাখা শুষিতেছে ঘর্ষি গলতল।

পড়িছে অজস্র বেগে শত শত ধারা—
রুধিরের ধারা হেন ; কাঁপি কাঁপি বৃক্ষ যেন
বিশীর্ণ সংকীর্ণ ক্রমে অন্তঃসার হারা।

তখন সে সব তরু করিয়া ক্রন্দন
ফাটিছে দ্বিখণ্ড হয়ে, হেরিয়া শূন্যেতে রয়ে,
দ্বিফল-শূলের ভাব করিছে ধারণ।

তাপিতের ঘোর স্বর বদনে সবার
আত্মাগণ একে একে জীবময় বৃক্ষ থেকে
বাহিরি প্রকাশে দুঃখ চিত্তে যেবা যার।

অমরী কহিলা—'নর, গৃধ্র হের যত
এ হেন কদর্য্য বেশে, বসি উচ্চ শাখা দেশে,
পক্ষী নহে ও সকল—পক্ষীরূপগত।

শমনের ভীমচর রাক্ষস উহারা।
ত্রস্ত হয়ে চাহে নর, গৃধ্ররূপী নিশাচর
সঘনে চীৎকার ছাড়ি উন্মত্ত তাহারা,

পাখার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
চঞ্চুতে প্রহার করি, ক্ষুরধার নখে ধরি,
বিদীর্ণ বৃক্ষের মাঝে ফেলে আত্মাগণে।

অমনি দ্বিখণ্ড তরু দাঁড়ায়ে আবার
উঠিয়া পূর্ব্বের মত ; জীববৃন্দ তরুগত
নিদারুণ নিপীড়ন সহে পুনর্ব্বার।

সে সবার মাঝে নর হেরে দুই জন,
অশ্রু দগ্ধ গণ্ডতল, জীর্ণ শীর্ণ বক্ষঃস্থল,
ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে কাতর বচন—

হে বিধাতা কেন আর—মরণ কোথায় ?
এ পরাণে নাহি কাজ, ধরাও গৃধ্রের সাজ,
দেও মরিবারে পুনঃ—অহো, প্রাণ যায় !

মানব জিজ্ঞাসে—'দেবি, দেহ যেন মসী
কপোলে অশ্রুর ধারা নারীবেশে কে ইহারা ?—
আত্মা হেরে মনে হয় আছিল রূপসী

ছিল যবে ধরাতলে ; প্রাচীনা যে জন
পরিচিত কিবা নামে ? কে উটি উহার বামে
সুরূপা নবীনা বালা—মলিনা এখন ?

'জিজ্ঞাস নিকটে গিয়া'—বলিলা অমরী
তাদের নিকটে যায়, ধীর গতি পায় পায়
ভাবিয়া চলিল নর গ্রীবা নত করি।

নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাল
পক্ষ সাপটিয়া সবে, ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ রবে
তুলিল এমনি ঝড় প্রচণ্ড করাল,

অমরী মানব দোঁহে যেন অকস্মাৎ
পক্ষ ঝাপটের জোরে পড়ে ঘূর্ণবায়ু ঘোরে ;
সঙ্কট বুঝিয়া দেবী ঊর্দ্ধে তুলি হাত !

বলিলা—হে ধর্ম্মচর, ক্ষান্ত দেও রোষে,
আমরা পাপাত্মা নহি, বিধাতার বিধি বহি
পশেছি এ পাপদেশে—নহে অন্য দোষে'।

ঝঙ্কার পাখার নাদ নীরব তখনি ;
গিয়া দুই আত্মা পাশে, মানব, কম্পিত ত্রাসে,
সুধাইল দুই জনে। শ্রবণে সে ধ্বনি

উচ্ছ্বাসি গভীর শ্বাস প্রাচীনা যে জন
কহিলা—'হে দেহধর, শাপযুক্ত আমি, নর,
দেবগুরু ভার্য্যা আমি—পাপেতে এমন ;

কামীর নরক-মাঝে হের হে তারায়।
বলিয়া যুগল করে বদন ঢাকিয়া পরে
বৃক্ষ-কারাগারে ছোটে শিহরি লজ্জায়।

জীবময় অন্য প্রাণী বলিলা বিষাদে—
'আমি, নর, পাপীয়সী, অশুচি প্রণয়ে পশি
এ ভোগ ভুগি হে হেথা চির অনাহ্লাদে ;

আমি বিদ্যা ভারতের'। বলিয়া লুটায়
শরাহত মৃগী প্রায়— নরদেহী বেদনায়
অমরী সহিত ফিরে অন্য দিকে যায়।

না চলিতে বহু পথ শিহরে মানব,
দেখিল সম্মুখে তার গলে ভুজঙ্গের হার
ছুটেছে জীবাত্মা এক নিনাদি ভৈরব।

হৃদিতল ফুঁড়ি ফুঁড়ি দংশিছে ফণিনী,
হৃদিতল ধারা ঝরে, সর্প ধরি ডানি করে
টানিতে টানিতে ফণী ছুটেছে রমণী।

কে তুমি—জিজ্ঞাসে নর ভয়ে চমকিত,
উন্মাদিনী প্রায় হেন অজ্ঞানে ছুটছ কেন?
কহ শুনি কি পাতকে এখানে প্রেরিত?

স্তম্ভিত নরের বাক্যে—দাঁড়ায়ে সম্মুখে
সে জীবাত্মা জড়বৎ, নিবারিতে হেরি পথ
কহিতে লাগিল বাণী নিদারুণ দুখে।

সুধায়োনা, হে শরীরী, সে কথা আমায় ;
মিশর রাজ্ঞীরে হায়, কে না জানে বসুধায়—
কুলটার ঘোর তাপ এখন হেথায়!

চল নিরখিবে কিবা যাতনা দুঃসহ
ভুগি প্রাণে অনুক্ষণ, কুলটার কি শাসন,
দেখিবে, চল হে, চক্ষে দুঃখ বিষবহ।

কে ইনি'—বলিয়া ক্ষান্ত হইল তখনি ;
চাহি অমরীর মুখে দারুণ মনের দুখে,
নতশির অধোমুখে দাঁড়ায় রমণী।

ধীর শান্ত সুশীতল দেবীর বচন
ঝরিল পীযূষ তুল্য ; সে পীযূষ কি অমূল্য
পঙ্কিল পরাণ যার জানে সেই জন!

যাও আগে হে জীবাত্মা, দেখাও মানবে,
অমরী বলিলা তায়, ব্যভিচার-পিপাসায়
কিরূপে নিবারে যম—দেখাও সে সবে।

নীরবে চলিলা এবে ত্রিবিধ পরাণী—]
দেব-আত্মা, দেহী নর, পাপিনী নরকচর,—
আগে চলে সকলের মিশরের রাণী।

এড়ায়ে সে তারকা'র কঠোর প্রাঙ্গণ
যেথা অন্য তারাতলে কৃষ্ণবর্ণ বালু জ্বলে,
সেই বালু-সাগরেতে চলে তিন জন।

দেখে নর ভয়ে কাঁপি—উচ্চ শলাকায়
শত শত প্রাণী-প্রাণ অধোশিরে লম্বমান,
পদাঙ্গুষ্ঠ শলাবিদ্ধ অদ্ভুত প্রথায়।

সে সব আত্মার-কাছে করাল-মূরতি
নিষ্ঠুর কালের চর ছড়ে ছড়ে দেহস্তর
ছিঁড়িছে হুঙ্কার ছাড়ি—প্রকাশি শকতি।

ভীষণ শ্বাপদকুল অতি কৃশোদর,
ক্ষুধাতে আতুর যেন, ব্যাদান বিস্তারি হেন
গ্রাসে গ্রাসে খণ্ড করি টানে নিরন্তর

সে সব আত্মার দেহ। হেরি চাহে নর
অমরীর মুখ পানে ; দয়া বিচলিত প্রাণে
অমরী ত্বরিত নরে কৈলা স্থানান্তর।

না যাইতে বহুদূরে সে দেশ হইতে
শরীরীর শ্রুতি ভ'রে কঠোর কর্কশ স্বরে
নিদারুণ শোকবাণী বহিল বায়ুতে।

কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীর্ত্তন
শবদেহ স্কন্ধে ধরি "হরি হরি" শব্দ করি
জ্ঞাতিবর্গ গঙ্গাতীরে আগত যখন।

সেইরূপ শোকময় কঠোর নিনাদ,
সহসা দক্ষিণ হ'তে প্রবেশিল শ্রুতিপথে,
চমকে মানব-চিত্ত শুনে সে বিষাদ।

চমকি হেরিল নর—নিরখে সম্মুখে
যেন স্তূপাকার বালি অঙ্গেতে মাখিয়া কালি
চলেছে উর্ম্মি আঘাতে সাগরের বুকে।

নিকটে আসিলে পরে তখন নেহারে
আত্মাময় প্রাণী যত চলেছে বালির মত
দলে দলে, কৃষ্ণবর্ণ বালুসিন্ধু ধারে।

উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন
সে সব আত্মার হাতে ছিন্ন নিজ নখাঘাতে
হৃৎপিণ্ড, শির-যুত—বীভৎস দর্শন।

দলে দলে চলে সবে—শরীরে কম্পন
যেন বাতশ্লেষ্ম জ্বরে; করস্থিত মুণ্ড ধ'রে,
চৌদিকে গৃধিনীপাল করিছে খণ্ডন।

অচেতন প্রায় জীবী নয়ন মুদিল;
অকস্মাৎ ভীম নাদ,— স্রোতে যেন ভাঙ্গে বাঁধ
ছুটায়ে বন্যার জল—তেমতি শুনিল!

আতঙ্কে দেখিল দেহী—ঘর্ম্মে সিক্ত ভাল—
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, তীক্ষ্ণদন্ত, উদ্ধকর্ণ,
যমদূত বিতাড়িত ছোটে ফেরুপাল।

চকিতে জীবাত্মাবৃন্দ নিরখি পশ্চাতে,
ছুটে বেগে রুদ্ধশ্বাসে, নয়ন না মেলে ত্রাসে,
উড়ে যেন ধূলিবৃন্দ ঝটিকা আঘাতে।

অন্য দিকে প্রাচীরের পৃষ্ঠদ্বার যেথা
বেগে প্রবেশিয়া তায় নির্গত হইতে যায়,
হেরে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দ্বার দেশে সেথা—

মহা অজগর প্রায় দেহের গঠন,
স্কন্ধদেশে দুই পাখা, শল্কলে শরীর ঢাকা,
শত কুণ্ডলেতে পুচ্ছ—রাক্ষস বদন।

ধাবিত জীবাত্মাগণ সেই দ্বারে আসে
সেই ভীম অজগর ব্যাদানি মুখ গহ্বর
পক্ষের ঝাপটে সবে মুহূর্ত্তেকে গ্রাসে।

তীক্ষ্ণ দন্তে পিষি পিষি নিক্ষেপে জঠরে,
আবার বমন করে, আবার গরাসে ধরে,
কখন পেষণ করে পূরিয়া উদরে।

এ হেন পীড়ন সহি প্রহরেক কাল
সেই সব পাপী-প্রাণ, হতাশেতে হতজ্ঞান
প্রাচীর ভিতরে ছুটে ভেটে ফেরুপাল।

তখন সে মহোরগ রাক্ষস বদন,
বিকট চীৎকার করি বলে—'রে সতীর অরি
লম্পট কুট্টনীপাল—জঘন্য জীবন,

এ ভোগ তোদেরি যোগ্য; যে বিষ ধরায়
ছড়াইলি দেহ ধরি, সেই বিষ প্রাণে ভরি
ভবিষ্য-জঠরে ভোগ চির যাতনায়'!

হেরি দেহধারী নর, শুনিয়া গর্জ্জন,
অমরীর দিকে দেখি, কহিল—"জননী, একি?
কোথায় আমারে দেবি, আনিলে এখন?

এখানে কি পুণ্যময়ী দুহিতা আমার?
একি তার যোগ্য বাস? সে চারু কুসুম হাস
ফোটে কি এখানে কভু? কাছে চল তার।'

'হে দেহী, তোমারি চিত্ত করিতে উজ্জ্বল,
পূরাতে তোমারি আশা এ দুঃখ নিবাসে আসা,
দেখাব কন্যারে তব, সঙ্গে ফিরে চল।

তনয়া দেখিতে হেন ভুবনে ভ্রমণ
করিতে হবে না এবে, চল ধরাতলে নেবে;
বিগত কলুষ তাপ, বিগত সকল পাপ
আত্মাময় নন্দিনীর পাবে দরশন।'

এত বলি নিদ্রাগত করিয়া মানবে
চলিল অমরী ত্বরা, পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না ভরা
মৃদু মরুতের গতি উতরিল ভবে

রাখি নরে ধরাতলে জাগায়ে চেতন,
পূর্ণ ছটা প্রতিভায় দিব্য চক্ষু দিয়া তায়,
বিনয় বিনম্র মুখে দাঁড়ায়ে দেহী সম্মুখে,
কহিলা,—'হের গো তব দুহিতা এখন'।

বিস্ময় আনন্দ বেগে আপ্লুত হৃদয়
নিরখিল ধরাবাস নির্ম্মল শশাঙ্ক হাসি
ধরাতলে আসি যেন হয়েছে উদয়!

মস্তকে মুকুট-ছটা জ্বলিছে মণ্ডলে,
সুধাগন্ধ অঙ্গে ঝরে, গড়া যেন রশ্মিথরে
নয়ন নীলিমা সিন্ধু, কপালে কিরণ বিন্দু
রেখাগত ইন্দু যেন ঈষৎ উজলে!

সন্তৃপ্ত নয়নে হেরি মানব বদন
কহিলা সুষমারাশি— তাত, এবে অবিনাশী
আত্মাময় এ শরীর—ঘুচেছে স্বপন।

সে স্বপন এ জগতে সবারি ঘুচিবে
পাপানলে দগ্ধ হয়ে তাপানল হৃদে লয়ে
প্রক্ষালি ধরার ক্ষার, খুলায়ে শমন দ্বার,
আমার মতন যবে স্বর্গেতে পশিবে।

হে তাত, দেখিতে পুনঃ হয় যদি মন
এরূপে জীবাত্মালয় অনন্ত তারকাময়,
পুনর্ব্বার দুহিতারে করিও স্মরণ।

এত বলি শোভাময়ী আকাশে মিশিয়া
ক্ষণকালে অন্তর্ধান হৈলা ছাড়ি মর স্থান।
বিস্ময়ে বিহ্বল নর নিস্তব্ধ ধরণী'পর
ভাবিতে লাগিল যেন স্বপনে জাগিয়া।

সম্পূর্ণ।

বৃত্রসংহার।

[কাব্য]

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

সংশোধিত সংস্করণ।

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

কতিপয় কারণ বশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এই পুস্তক প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধ প্রথার অন্যথাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, পাঠকবর্গ আমার এ দোস।মার্জ্জনা মা রবেন।

নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুস্দন দত্ত সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিল্টন্ প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালাভাষার সমধিক নিকট সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘু গুরু উচ্চারণ ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃতশ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশ অক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতি সংস্থাপনার যেরূপ প্রথা আছে, তাহার অন্যথা করি নাই; কেবল শেষ ছয় অক্ষর সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। প্রথম কিম্বা তৃতীয় চরণের শেষে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর থাকিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে দুই চারি, চারি দুই, অথবা দুই দুই দুই করিয়া ছয় অক্ষর বিন্যস্ত করিতে হইয়াছে; তদ্রূপ প্রথমে দুই চারি, চারি দুই ইত্যাদি অক্ষর থাকিলে তাহার পরবর্ত্তী চরণে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি। যে যে স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সেই খানেই কিঞ্চিৎ দোষ জন্মিয়াছে; কেবল তাদৃশ স্থলে যেখানে সংযুক্তবর্ণ ব্যবহার করিয়াছি, সেই সকল পদ ততদুর দোষাবহ হয় নাই।

শিক্ষাভেদ অনুসারে গ্রন্থকারের রুচি ও রচনার প্রভেদ হইয়া থাকে। বাল্যাবধি আমি ইংরেজিভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থলে যে ইংরেজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এব সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতাদোষ লক্ষি হইবে, তাহা বিচিত্র নহে

সর্ব্বত্র সম্বোধনপদে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা ভাষায় সম্বোধনপদ নাই বলিলে অত্যুক্তি নয় না ; কিন্তু পূর্ব্বলেখকদিগের অদর্শিত পথ একেবারে পরিত্যাগ করিতেও পারি নাই।

এ পুস্তকে বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে দেখিয়া পাঠকবর্গের আপাততঃ বিস্ময় জন্মিতে পারে। অধুনাতন বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে বিদ্যুচ্ছটার প্রকাশ ও বজ্রধ্বনির উৎপত্তি একই কারণ হইতে হইয়া থাকে ; একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র বিজ্ঞান শাস্ত্র নিরূপিত বজ্র নহে। অতএব ইন্দ্রের বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করা বোধ হয় তাদৃশ উৎকট হয় নাই।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, সকল বিষয়ে কিম্বা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে কৈলাসের উল্লেখ করিতেছি। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয় পর্ব্বতের উপর না করিয়া অন্যত্র কল্পনা করিয়াছি। ইহার দোষগুণ পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

খিদিরপুর, ১৮ পৌষ ১২৮১ সাল। } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃত্রসংহার।

প্রথম সর্গ।

* বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব চিন্তিত, আকুল ;
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা আমানিশি।

যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল, বিধূনিত সদা ;
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।

বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত,
মলিন নির্ব্বাণ-প্রায় কলেবর-জ্যোতিঃ
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;

কিম্বা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে
কুজ্ঝটি-মণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনু ;—
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে।

ব্যাকুল, বিমর্ষ ভাব, ব্যথিত অন্তর,
অদিতি-নন্দনগণ রসাতল-পুরে,
স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্ব্বক্ষণ—
কিরূপে করিবে ধ্বংস দুর্জ্জয় অসুরে।

চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে বহে গাঢ় শ্বাস,—
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস
বহে যুড়ি চারিদিক্ আলোড়ি সাগর।

সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল
ঢাকিয়া সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে ;
দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস,
আন্দোলি পাতালপুরী, তীব্র ঝড়বেগে।

দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া তখন
কহিলা গম্ভীর স্বরে,—শূন্যপথে যেন
একত্র জীমূতবৃন্দ মন্দ্রিল শতেক—
মহাতেজে সুরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলা :—

"জাগ্রত কি দানবারি সুরবৃন্দ আজ ?
জাগ্রত কি অস্বপন দৈত্যহারী দেব ?
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে ?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন ?

"হা ধিক্! হা ধিক্ দেব! আদিতি-প্রসূত!
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস!
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল ভূমে,
অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস!

* পদবিন্যাস প্রথম সংস্করণ অনুরূপ ; কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত

"দুর্ব্বিনীত, দেবদ্বেষী দনুজ-প্রবেশে
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ,
অজর অমর শূর স্বর্গ অধিকারী,
দেববৃন্দ স্বর্‌ভ্রষ্ট পড়িয়া পাতালে!

"ভ্রান্ত কি হইলা সবে? কি ঘোর প্রমাদ!
চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুরমর্দ্দন' আখ্যা—কি হেতু হে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে?

"চিরযোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বত্র পূজিত;
আজি কি না দৈত্য ভয়ে ত্রাসিত সকলে
আছ এ পাতাল পুরে অমরা বিস্মরি!

"কি প্রতাপ দনুজের, কি বিক্রম হেন,
শঙ্কিত সকলে যাহে স্ববীর্য্য পাশরি?
কোথা সে শূরত্ব আজি বিজয়ী দেবের
শত বার রণে যায় দনুজে দলিলা?

"ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।

"ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ, চিরনির্ব্বাসন!

"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে,
দনুজের পদ-চিহ্ন ললাটে আঁকিয়া?"

কহিলা পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি।
দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমে সক্রোধ মূরতি,
নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস নিকট উচ্ছ্বাসে।

যথা দগ্ধগিরি-স্রাব উদ্গিরণ আগে,
অগ্নির-ভূধরে ধূম সতত নির্গমে,
ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী;
পার্ব্বতী-নন্দন বাক্যে সেইরূপ দেবে।

তুলিয়া সুপৃষ্ঠে তূণ, পাশ, শক্তি ধরি,
উঠিলা অমরবৃন্দ চাহি শূন্যপানে,
পুনঃ পুনঃ খরদৃষ্টি নিক্ষেপি তিমিরে,
ছাড়িতে লাগিল ঘন ঘন হুহুঙ্কার।

সর্ব্বাগ্রে অনলমূর্ত্তি—দেব বৈশ্বানর,
প্রদীপ্ত কৃপাণ করে, উন্মত্ত স্বভাব,
কহিতে লাগিল, দ্রুত কর্কশ বচনে,
স্ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে!

কহিলা "হে সেনাপতি! এ মণ্ডলী-মাঝে
কোন্ ভীরু আছে হেন, ইচ্ছা নহে যার
অমর-নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ?
পুনঃ প্রবেশিতে তায় স্ববেশ ধরিয়া?

"দানবে যুঝিতে, আর কি ভয় এখন?
ভীরুতার হেতু আর আছে কিহে কিছু,
অমরের তিরস্কার সম্ভব যতেক
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে, দৈব-বিড়ম্বন।

"স্বর্গ অধোদেশে মর্ত্ত, অধোদেশে তার,
অতল গভীর সিন্ধু—তাহার আধোতে,
অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল,
তাহে এবে দৈত্য-ভয়ে লুক্কায়িত সবে।

"দুঃখে বাস,—ধূমময় গাঢ়তর তমঃ,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ঘন ঘন প্রকম্পন,
সিন্ধুনাদ শিরোপরি সদা নিনাদিত
শরীর-কম্পন হিমস্তূপ চারিদিকে।

"এ কষ্ট অনন্তকাল যুগ যুগান্তরে
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে,
যত দিন প্রলয়ে না সংহার অনলে
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।

"অথবা কপটী হ'য়ে ছদ্মবেশ ধরি
দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ত্ততা প্রকাশি,
ত্রিলোক ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে,
মিথ্যুক বঞ্চক বেশে নিত্য পরবাসী।

"নিরন্তর মনে ভয় কাপট্য প্রকাশ
হয় পাছে কার(ও) কাছে চিত্তে জাগরিত
বিষম দুঃসহ চিন্তা, ঘৃণা লজ্জাকর
সতত কতই আরো হৃদয়ে যন্ত্রণা!

"সে কাপট্য ধরি প্রাণে জীবন যাপনা,
শরীর বহন আর, দুর্গতির শেষ;
বরঞ্চ নিরয়-গর্ভে নিয়ত নিবাস
শ্রেয়স্কর শতগুণ জিনি সে শঠতা!

"অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে
চতুর্দ্দশ-লোক-নিন্দা সহি অবিরত,
শত্রু-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব চিহ্ন ধরিয়া লাঞ্ছিত!

"যখন ভ্রূকুটি করি চাহিবে দানব,
কিম্বা সে অঙ্গুলি তুলি ব্যঙ্গ-উপহাসে
দেখাইবে এই দেব স্বর্গের নায়ক,
শত নরকের বহ্নি অন্তর দহিবে!

"অথবা বর্জ্জিত হ'য়ে দেবত্ব আপন
থাকিতে হইবে স্বর্গে যার আছে যথা,
অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর,
অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে।

"তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে
প্রকাশি অমরবীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্তকাল দনুজ সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হইবে শেষ।

"অমর করিয়া সৃষ্টি করিলা যে দেবে
পিতামহ পদ্মাসন—সুমনস্ খ্যাতি;
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে যারা সর্ব্বগরীয়ান্
অদৃষ্টের বশে হায় তাদের এ গতি!

"দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অ-মর্ত্ত্যগণ?
দেব অস্ত্রাঘাতে নহে দানব বিনাশ,
সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয়?

"নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে?
দেব কি দানব কিম্বা মানব সন্তানে?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি কিঙ্কর তার শুন দেবগণ।

"ধর শক্তি শক্তিধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর বরিষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে।"

কহিলা সে হুতাশন সর্ব্ব-অঙ্গে শিখা
প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া;
অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য সকলে
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পূরি রসাতল।

একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে,
কোটি বিজলীর জ্যোতিঃ খেলিতে লাগিল ;
পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমিষে
দেখাদিল চারিদিকে জ্যোতির্ম্ময় দেহ।

তখন প্রচেতা—মর্ত্তে বরুণ বিখ্যাত—
উঠিলা গম্ভীরভাব, ধীর মূর্ত্তি ধরি,
পাশ-অস্ত্র শূন্য'পরে হেলাইয়া যেন,
উন্মত্ত জলধিজল প্রশান্ত করিল।

দেখিয়া প্রশান্ত-মূর্ত্তি দেব প্রচেতার
নিস্তব্ধ অমরগণ নিস্তব্ধ যেমন
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা, যবে ঝটিকা নিবারে
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়ি।

কহিলা প্রচেতা ধীর গম্ভীর বচন—
"তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে,
হেন প্রগল্‌ভতা নহে মহতে উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে।

"যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ উদ্ধারিতে
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে ?
কে আছে নারকী হেন দেব-নাম-ধারী
দ্বিরুক্তি করিবে হেন পবিত্র প্রস্তাবে ?

"তথাপি প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ আগে
উচিত ভাবিয়া দেখা ফলাফল তার ;
সামান্যের(ও) উপদেশ শুভপ্রদ কভু,
জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু না হয় নিষ্ফল।

"কি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যদ্যপি ?
সর্ব্বজন হাস্যাস্পদ হ'য়ে কিবা ফল ?
অসিদ্ধপ্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপী ;
নমস্য জগতে, কার্য্যে সুসিদ্ধ যে জন।

"অনেক মহাত্মা বাক্য কহিলা অনেক,
কার্য্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে ;
কোদণ্ড-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশের আগে
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে।

"দেব-তেজ, দেব অস্ত্র, দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এত দিন কোথা ছিল, অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ ?

"কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্য-শূল
নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে ?
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ
দুর্জ্জয় বৃত্রের হস্ত দেব অস্ত্রাঘাতে ?

"অস্ত্র সেই, বীর্য্য সেই, সেই, দেবগণ,
অক্ষুণ্ণ অসুর(ও) সেই, সুপ্রসন্ন বিধি
এখনো রক্ষিছে তারে অনিবার্য্য তেজে,
কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে ?

"ভাগ্য নাই ! ভাগধেয় মূঢ়ের প্রলাপ !
সাহস যাহার সদা সেই ভাগ্যধর !
তবে কেন ইন্দ্র-বাণ-তেজঃ দুর্নিবার
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিলা বক্ষেতে ?

"কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্ব্বরণজয়ী
দনুজমর্দ্দন নিত্য, শূলের প্রহারে
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,
চেতন বিরতি যার নহে ক্ষণকাল ?

"কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,
কুমেরু-শিখরে একা কাটাইছে কাল,—
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিরত ?

"দেবগণ, মম বাক্য অকর্ত্তব্য রণ
যত দিন ইন্দ্র আসি না হন সহায় ;
অগ্রে কোন দেব তাঁর করুন উদ্দেশ,
পশ্চাৎ যুদ্ধকল্পনা হ'বে সমাপিত।"

বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব ত্বিষাম্পতি
উঠিলা প্রখর তেজঃ—কহিলা সবেগে—
"বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্ব্বজন
ভাবিও সে দৈবাদৈব বাঞ্ছনীয় শেষ।

"ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্জ্জর অমর,
অদিতি-নন্দনগণ চির আয়ুষ্মান্,
অনশ্বর দেববীর্য্য, শরীর অক্ষয়,
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাদ।

"অসুর অচিরস্থায়ী, অদৃষ্ট অস্থির ;
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপু পরবশ ;
মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির আজ্ঞাবহ ;
জয়োৎসাহ প্রভুভক্তি অনিত্য সকলি ;

"সর্ব্বকালে সর্ব্বজনে জান তথা এই,
দুরন্ত দানব তবে কত দিন সবে
দুর্ব্বার সমরক্ষেত্রে সুরবীর্য্যানল,
কতকাল রবে দৈত্য সে রণে তিষ্ঠিয়া ?

"মম ইচ্ছা সুরবৃন্দ দুরন্ত আহবে,
দহ হে দানবকুল ভীম উগ্র তেজে,
যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জ্বলুক গগন ব্যাপী অনন্ত সমর !

"জ্বলুক দেবের তেজ অমরা ঘেরিয়া
অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রখর শিখায় ;
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে,
পুত্রপরম্পরা ঘোর চিরশোকানলে।

"চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,
না জানিবে কোনকালে বিশ্রামের সুখ,
নারিবে তিষ্ঠিতে স্বর্গে দেব-সন্নিধানে,
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত।

"অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,
কোনযুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,
ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে
চিরযুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।

"ধিক্ লজ্জা ! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে,
নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর !
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেবে উপেক্ষিয়া,—
স্বর্গ-বিরহিত,দেব চিন্তায় ব্যাকুল !

"নাহিক বাসব হেথা সত্য বটে তাহা,
কিন্তু যদি পুরন্দর আরো বহুযুগ
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে
এই ভাবে রবে সবে চির অন্ধকারে ?

"চল হে আদিত্যগণ প্রবেশি শূন্যেতে,
দৈত্যের কণ্টক হ'য়ে অমরা বেষ্টিয়া,
দগ্ধ করি দৈত্যকুল যুগ যুগ কাল,
যুদ্ধের অনন্তবহ্নি জ্বালায়ে অম্বরে।

"স্বর্গের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহে
শিখরে শিখরে জাগি শস্ত্রধারীবেশে,
সুশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে
দনুজের চিত্তশান্তি ঘুচাই আহবে।"

কহিলা এতেক সূর্য্য। ঝটিকার বেগে
চারিদিক্ হ'তে দেব ছুটিতে লাগিল
উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।

কিম্বা যথা যবে ঘোর প্রলয়ে ভীষণ
সংহার অনলে বিশ্ব হ'য়ে ভস্মাকার
উড়ে অন্তরীক্ষ পথে দিগন্ত আচ্ছাদি,
তেমতি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।

সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোমপথে,
বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা,
চিরস্মরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর,
দেবানন্দাকারী দুষ্ট অসুরে ব্যথিতে।

দ্বিতীয় সর্গ।

—*—

হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন ভিতর,
পতিসহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া।

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া॥

মদন সজ্জিত কুসুম আসন,
চারিদিকে শোভা করেছে ধারণ,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য সুরভিময়।

হাসিছে কানন ফুল-শয্যা ধরি,
স্থানে স্থানে যেন মৃত্তিকা উপরি,
কতই কুসুম-পালঙ্ক রয়॥

কত ফুল-ক্ষেত্র চারি দিকে শোভে,
মুনি ভ্রান্ত হয় কান্তি হেরি লোভে,
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা।

বসন্ত আপনি সুমোহন বেশ,
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ,
হয়েছে অপূর্ব্ব শোভার মেলা॥

দানব-রমণী ঐন্দ্রিলা সেখানে,
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে,
ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি।

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে,
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে,
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি॥

বসিছে কখন অনুরাগ ভরে
ইন্দিরা-কমল-পর্য্যঙ্ক উপরে,
দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি।

হাসে মনসুখে ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রতিদত্ত মালা করতলে ধরি,
বসনবন্ধন পড়িছে খসি॥

মূর্ত্তিমান ছয় রাগ করে গান,
রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান,
সঙ্গীত-তরঙ্গে পীযুষ ঢালি।

স্বরে উদ্দীপন করে নবরস,
পরশ, আঘ্রাণ সকলি অবশ,
শ্রবণ ইন্দ্রিয়-ব্যাপৃত খালি॥

ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ,
কুসুম-ধনুতে সু-ঈষৎ টান,
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি।

নাচে মনোরমা স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
কন্দর্প-মোহন বেশভূষা পরি,
বিলাস-সরিৎ তরঙ্গে ভাসি

এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য সনে,
দৈত্যজায়া সুখে নন্দন কাননে,
বৃত্রাসুর সুখে বিহ্বল-প্রায়।

ধরি অনুরাগে পতি-করতল,
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল,
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায়—

"শুন, দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বলি,
বৃথা এ বিলাস, বৃথা এ সকলি,
এখনও আমরা বিজেতা নয়।

বিজিত যে জন, বিজয়ীচরণ
নাহি যদি সেবা করিল কখন,
সে হেন বিজয়ে কি ফলোদয় ?

তুমি স্বর্গপতি আজি দৈত্যেশ্বর,
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ [illegible] !

কটাক্ষে তোমার অ[illegible] প্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে [illegible] কি এ [illegible]রে ?

"স্বয়ংবরা হ'য়ে করেছি বরণ,
হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্র লক্ষণ,
ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ।

সে ইচ্ছা যখন ধরিবে হৃদয়,
তখনি সফল হবে সমুদয়,
জানিব না কারে বলে নিরাশ॥

ত্যজি নিজকুল গন্ধর্ব্ব ছাড়িয়া,
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া,
এবে সে বিফল হইল তাহা!

নিষ্ফলা বাসনা হৃদয়ে যাহার,
কিবা স্বর্গপুরী, কিবা মর্ত্ত তার,
যেথানে সেথানে নিয়ত হাহা॥

"কিবা সে ভূপতি, কিবা সে ভিখারী,
কাঙ্গালী সে জন যেখানে বিহারী,
প্রাণের শূন্যতা ঘুচে না কভু।

পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়,
তবু সে বাসনা পূরিল না হায়,
আমার(ও) এ দশা ঘটিল তবু!

"ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল,
সে বাসনা পূর্ণ হ'ত কত কাল,
সহিতে হ'ত না লালসা-জ্বালা।

ভালবাসা এবে কিসে বা জাগাই,
দিয়াছি যা ছিল সে যৌবন নাই,
ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা।

"ইন্দ্রাণী যদি সে করিত বাসনা,
না পূরিতে পল পূরিত কামনা,
মরি সে ইন্দ্রের লয়ে বালাই।

প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই॥"

বলিয়া নেহারে পতির বদন,
আধ ছল্ ছল্ ঢলে দুনয়ন,
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়।

শুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,
"কি বলিলে প্রিয়ে বল শুনি ফিরে,
প্রেয়সী নারীর এ দশা নয় ?

"কি দোষে ভর্ৎসনা করিছ আমায়,
না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়,
অদেয় কিবা এ জগতী মাঝ ?

দিয়াছি জগৎ চরণের তলে,
কৌস্তভ যেমত মাণিক মণ্ডলে,
তুমি সে তেমতি নারীতে আজ ॥

"কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে,
ঐশ্বর্য্য, বিভব, গৌরব, খ্যাতিতে,
তোমার উপমা কাহাতে হয় ?

আর কি লালসা বল তা এখন,
আছে কি বা বাকি দিতে কোন্ ধন,
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয় ॥"

কহিল ঐন্দ্রিলা "দিয়াছ যে সব,
জানি হে সে সব বিভব, গৌরব,
তবু সর্ব্বজন-পূজিতা নই।

মণিকুলে যথা কৌস্তভ মহৎ,
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ,
বল, দৈত্যপতি হয়েছি কই ?

"এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমতি সুখেতে বিরাজে,
এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ।

স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে,
কিবা এ স্বরগ কিবা সে মহীতে,
শচীর মহত্ত্ব ভুলে না কেহ!

"রতিমুখে আমি শুনিনু সে দিন,
সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন,
শচীর সৌন্দর্য্য দেহে

ইন্দ্রাণী যখন আছিল এখানে,
অমর-সুন্দরী সকলে যেখানে,
থাকিত হেমাদ্রি উজ্জ্বল করি ॥

"শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝড়িয়া পড়ে।

গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে,
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে ॥

"শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ,
ঘুচাইব চক্ষু কর্ণের বিবাদ,
আমার চিত্তের বাসনা এই।

থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস,
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ,
ভুলাতে তোমারে শিখাবে সেই ॥

"আসিবে যতেক অমর-সুন্দরী
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য শোভা ধরি,
অমর-কৌতুক শিখাবে ভাল।

এই বাঞ্ছা চিতে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,
হয় কি না পুনঃ সুমেরু আলো ॥"

শুনে বৃত্রাসুর ঈষৎ হাসিয়া,
কহিল ঐন্দ্রিলা নয়নে চাহিয়া,
"এই ইচ্ছা প্রিয়ে হৃদে তোমার ?"

বলিয়া এতেক দানব-ঈশ্বর,
কন্দর্পে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে সত্বর,
"কোথা শচী এবে করে বিহার ?"

কহিল কন্দর্প মুখে চিরহাসি,
"অমরা বিহনে এবে মর্ত্তবাসী,
নৈমিষ অরণ্যে শচী বেড়ায়।

সঙ্গে প্রিয়তমা সখী অনুগত,
ভ্রমে সে অরণ্যে দুঃখেতে সতত,
না পেয়ে দেখিতে সুমেরু কায়॥

"কষ্টে করে বাস শচী নরলোকে,
ইন্দ্র, ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রত্বের শোকে,
অন্তরে দারুণ দুঃখহুতাশ।"

শুনি দৈত্যপতি কহিলা "সুন্দরি,
পাবে শচীসহ শচীসহচরী,
অচিরে তোমার পূরিবে আশ॥"

ঐন্দ্রিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা,
অধরে মধুর হাসি প্রকাশিলা,
পতি-কর সুখে ধরে অমনি।

হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার,
ধনুকে ঈষৎ করিল টঙ্কার,
শিহরে দানব দৈত্যরমণী॥

পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছত্রিশ,
গীত বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিষ,
নব নব রস বিভাস করি।

পুনঃ সে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে,
অসুর অসুরী শুনিতে শুনিতে,
চমকে চমকে উঠে শিহরি॥

কভু বীর-রসে ধরিছে সুতার,
দানব উঠিছে করি মার্ মার্,
পশিছে যেন।

অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশূল,
আবার যেন সে অমরের কুল,
বিনাশে সংগ্রামে, ভাবিছে হেন॥

কখন করুণা-সরিতে ভাসিয়া,
চলিছে ঐন্দ্রিলা নয়ন মুছিয়া,
কখন অপত্য-স্নেহেতে ভোর।

যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার,
স্তনযুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার,
এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত-ঘোর॥

কভু হাস্যরস করে উদ্দীপন,
কোথায় বসন, কোথায় ভূষণ,
ঐন্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়!

ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে,
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল অঙ্গে,
উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয়॥

অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল,
চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল ঢল,
নেত্র করতল অলকা কাঁপে।

ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর,
অঙ্গুলি অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,
টানিয়া অধরে ঈষৎ চাপে॥

চারিদিকে ছুটে মধুর সুবাস
চারিদিকে উঠে হরষ উচ্ছ্বাস,
চারি দিকে চারু কুসুম হাসে।

খেলেরে দানবী দানবে মোহিয়া,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ডুবিয়া,
প্রমোদ-প্লাবনে নন্দন ভাসে॥

তৃতীয় সর্গ।

—:০:—

উঠিছে দানবরাজ নিদ্রা পরিহরি ;
ইন্দ্রালয়ে, শশব্যস্ত নানা দ্রব্য ধরি
দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ছুটিয়া বেড়ায়,
গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্বর সাজায় ;
সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমাল্য দিয়া,
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিন্যাসিয়া ;
উড়ায় প্রাসাদ চূড়ে দানব পতাকা—
শিবের ত্রিশূলচিহ্ন শিবনাম আঁকা।
ঘন করে শঙ্খধ্বনি, ঘন ভেরীনাদ ;
চারিদিকে স্তবশব্দ ঘন ঘোর হ্রাদ।
শিখরে শিখরে বাজে দুন্দুভি গভীর ;
ঘন ঘন ধনুর্ঘোষে গগন অস্থির।
ইন্দ্রালয় বিলোড়িত দানবের দাপে ;
জয়শব্দে চরাচর মেরু-শীর্ষ কাঁপে।
বাসবের বাসগৃহ, গগন যুড়িয়া,
হিমাদ্রিভূধর তুল্য, আছে বিস্তারিয়া।
স্ফাটিকের আভা তায় ফুটিয়া পড়িছে,
হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে।
দ্বারদেশে ঐরাবত হস্তী সুসজ্জিত ;
সুসজ্জিত পুষ্পরথ দ্বারে উপস্থিত।
ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন
কুবের সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ ;
সারি সারি মণিস্তম্ভ সাজাইছে তায়,
সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ গায়।
হায় রে সে ইন্দ্রাসন বসিত যাহাতে
বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে
মন্দার পুষ্পের গুচ্ছ করিয়া যতন,
দানব আসিয়া ঘ্রাণ করিবে গ্রহণ।
ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি দ্রুতগতি
রাখিছে আসন পার্শ্বে ভয়ে যক্ষপতি।

সভাতলে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া
তটস্থ কিন্নরগণ, দেখিছে চাহিয়া।
আতঙ্কে প্রবেশ দ্বারে ;—বিদ্যাধরী যত—
ঊর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী বিনত—
বসন ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত,
কেবল নর্ত্তন বাকি বাদন সংযুত।
সমবেত সভাতলে, করি যোড় কর
অপ্সরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর।
সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘ শরীর ;—
হেনকালে শঙ্খধ্বনি হইল গম্ভীর ;
অমনি সুযন্ত্রে বাদ্য বাজিল মধুর ;
অমনি অপ্সরাপায়ে বাজিল নূপুর ;
পূরিল সুধার ঘ্রাণে সভার ভবন,
বহিল অমরপ্রিয় সুরভি পবন।
প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জ্জয় ;
চারিদিকে স্তুতিপাঠ জয় শব্দ হয়।

ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায় ;
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে।
মন্ত্রীরে সম্ভাষি দৈত্য কহিলা তখন—
"সুমিত্র হে, ভীমেরে করহ প্রেরণ
সত্বর অবনীতলে, নৈমিষ কাননে—
ভ্রমে শচী সে অরণ্যে সুররামা সনে ;
আনুক স্বরগপুরে অমরী সকলে ;
যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে ;
কৌশলে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল ;

ঐন্দ্রিলার অভিলাষ করিব সফল।
বড় লজ্জা দিলা কাল ঐন্দ্রিলা আমারে
শচী ভ্রমে স্বতন্তরা না সেবি তাহারে!
সুমিত্র, সত্বর কার্য্য কর সম্পাদন,
ভীষণে নৈমিষারণ্যে করহ প্রেরণ।"
দৈত্যেন্দ্রবচনে মন্ত্রী কহিলা সুমিত্র—
"মহিষীবাঞ্ছিত যাহা কিবা সে বিচিত্র!
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, দনুজের নাথ,
নৈমিষ অরণ্যে দৈত্য যাবে অচিরাৎ।
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল,
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল।"
দৈত্যেশ কহিলা "মন্ত্রি কহ কি কহিবে,
অবিদিত বৃত্রাসুরে কিছু না থাকিবে।"
কহিলা সুমিত্র তবে "শুন, দৈত্যনাথ,
অমর আসিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত।
কহিলা প্রহরী যারা ছিল গত নিশি
দেখেছে দেবের জ্যোতিঃ প্রকাশিছে দিশি।
অতি শীঘ্র, বোধ হয়, দেবতা সকল
রণ আশে প্রবেশ করিবে স্বর্গস্থল;
এ সময়ে ভীষণের প্রেরণ উচিত
হয় কি না, দৈত্যপতি, ভাবিতে বিহিত।
সামান্য বিপক্ষ নহে জান, দৈত্যপতি,
কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি!
দিবারাত্রি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম,
দুর্দ্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম।
কত যোদ্ধা দানবের হবে প্রয়োজন
এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ?"
শুনিয়া, হাসিলা বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর;
কহিলা "প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রীবর?
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার!
এ অযথা কথা মন্ত্রি, রচিত কাহার?
দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া!
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ,
যাক কতকাল আরো ঘুচুক সে দুখ।
দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন!
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর।
বোধ হয়, প্রতীহার রক্ষক যাহারা,
অন্য কিছু শূন্যপথে দেখেছে তাহারা—
হয় কোন উল্কা, কিম্বা নক্ষত্রপতন,
নিদ্রাঘোরে শূন্য'পরে করেছে দর্শন!"
কহিলা সুমিত্র "দৈত্যপতি, অন্যরূপ
বলিলা প্রহরীগণ, কহিয়া স্বরূপ।
গগনমার্গেতে দেব-জ্যোতির আভাস,
দেখিয়াছি স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ।
রক্ষকপ্রধানে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে,
বিদিত হইবে সর্ব্ব স্বকর্ণে শুনিলে।"
দৈত্যেশ আদেশে আসে রক্ষক-প্রধান;
দাঁড়াইলা সভাতলে পর্ব্বত প্রমাণ।
কহিলা দানবপতি "কহ হে ঋক্ষভ,
কি দেখিলা গত নিশি, কিবা অনুভব?"
কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য "শুন, দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ!
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতিঃ নহে সে আকার;
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতিঃ যে প্রকার।
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ জ্যোতি সে শোভায়।
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশপ্রান্তে ঘেরি চারি ধার;
বহু দূরে এখন(ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"
বৃত্রাসুর জিজ্ঞাসিলা ঘুচাতে সন্দেহ,

"ইন্দ্রের কোদণ্ডনাদ শুনিলা কি কেহ?
ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে ধ্বনি
শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তখনি।"
কহিলা ঋক্ষভ, "অন্য দানব যতেক,
ইন্দ্রের কোদণ্ডধ্বনি না শুনিলা এক।"
তখন দানব-ইন্দ্র বৃত্রাসুর কয়—
"দেবতা আসিছে সত্য, কিবা তাহে ভয়?
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল।
ইন্দ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা;
বাতুল হয়েছে তারা, কি ঘোর মূর্খতা!
সঙ্কল্প করিনু অদ্য, শুন, দৈত্যকুল,
সঙ্কল্প করিনু হের পরশি ত্রিশূল—
সূর্য্যেরে রাখিব করি পথের সারথি;
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি;
পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জ্জনী ধরি
অমরার পথে পথে রজঃস্নিগ্ধ করি;
বরুণ রজক বেশে অসুরে সেবিবে,
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে।
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও;
সুমিত্র, নৈমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও।"
কহিলা এতেক, বৃত্রাসুর দৈত্যপতি,
সভা ভাঙ্গি সুমেরুর দিকে কৈলা গতি।
এখানে ত্রিদিব যুড়ে ছুটিল সংবাদ;
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে;
কোদণ্ডটঙ্কারে ঘন গগন শিহরে।
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা
শিবের ত্রিশূল চিহ্ন শিবনাম আঁকা।
মহা কোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্ব্বস্থল;
সাজিল সমরসাজে দানব সকল।
বৃত্রাসুরপুত্র, বীর রুদ্রপীড় নাম,
সুধন্য দানব-কুলে, বিচিত্র ললাম।
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হ'তে যার অসীম সাহস;
সজ্জিত মাণিক গুচ্ছ কিরীট শীরষে;
দেবতা আসিছে যুদ্ধে, শুনিয়া হরষে,
সুমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস,
উৎসাহ হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ।
মহাযোদ্ধা বৃত্রপুত্র, পূর্ব্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশঃ যুঝিয়া অমরে।
আবার আসিছে যুদ্ধে দেবতা সকল,
শুনি মহোৎসাহে মত্ত হৈলা মহাবল।
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে,
আন্দোলিয়া নানা কথা যুদ্ধের বিষয়ে।
স্বর্গ দ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী;
হর্য্যক্ষ বিপুলবক্ষঃ পূর্ব্বে কৈলা গতি।
ঐরাবণী—বল যার ঐরাবত প্রায়,—
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়—উত্তর আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ—
চলিলা দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য, ভয়ঙ্কর দাপ।
স্বর্গের প্রাচীরে ভ্রমে দৈত্য কোটিজন;—
ভীষণ নৈমিষারণ্যে করিলা গমন॥

চতুর্থ সর্গ।

—:*:—

সায়াহ্নে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষ ব(নে)
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
"বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন
থাকিব লো মরতে পড়িয়া!
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে॥

পনে যগুপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই
দেবেরে স্বপন নাহি আসে !
াগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে !
ানের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আছে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া !
ন্তি যদি হ'ত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া ;
ড়াঁ মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অস্বপ্ন করিয়া !
াত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ,
সে উপায় নাহিক এখন,
রূপে, চপলা, বল, নিবাসি এ ভূমণ্ডল,
চিরদুঃখে করিব যাপন।
বেবর এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে,
পূরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে !
ত গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিবদ্ধ !
ন ফিরাতে ঠাঁই, কোথাও নাহিক পাই,
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে !
খ নাহি দৃষ্টি হয়, চারিদিক্ বহ্নিময়,
আগুণে রেখেছে যেন ঢেকে !
য় ! এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি
শিলা যেন কঠোর কর্কশ !
নিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্ব্বকাল
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ !
ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখি রে সকলি হেথা স্থূল !
াত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল !
মর—মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব,

যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চির দিন কেমনে সহিব।
অনন্ত যৌবন লয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস সুখ ;
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্ত চেতা,
নরলোকে সহিয়া এ দুখ !
নরজন্ম ভাল সখি, মৃত্যু হয় বিষ ভখি,
মরিলে দুঃখের অবসান।
অনুদিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন,
জ্বলে না লো তাদের পরাণ !
বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কাল,
দেখিতাম স্বরগ নয়নে।
আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে !
জানি সখি গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি,
মহাঝড় তরুতেই বহে।
জানি সর্ব্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হ'য়ে খিন্ন,
অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে ॥
তথাপি অন্তর দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে,
পূর্ব্বকথা সদা পড়ে মনে।
যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে ?
কেমনে ভুলিব বল্, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে ;
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে !
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে !
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘ যবে দুলাত পবনে !
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়নভ্রান্তি,
কত দিন সখি রে না হেরি !
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি !

সুমেরু শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমর সঙ্গিনীগণ সহ,
উপরে অনন্ত শূন্য অনন্ত নক্ষত্র পূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।
ভ্রমিত নির্ম্মল বায়, ফুটিয়া ফুটিরা তায়,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত,
নির্ম্মল কিরণ শোভা, সখি রে কি মনোলোভা,
মেরু অঙ্গে নিত্য বরষিত!
সখি সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী,
দেবের পরশ সুখকর।
চলেছে নন্দন তলে, উছলি মধুর জলে
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর!
কার ভোগ্যা এবে তাহা,কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দনবিপিন!
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন!
জগতের নিরুপম, সখি পারিজাত মম,
দৈত্যজায়া পরিছে গলায়!
যে পুষ্প শচীর হৃদি, স্নিগ্ধ করিবারে বিধি,
নিরমিলা অতুল শোভায়!
সখি রে দানবজায়া, ধরি কলুষিত কায়া,
বসিছে সে আসন উপরে;
যেখানে অমরীগণ, ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে!
হায় লজ্জা! চপলারে, আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা,
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিল তাহা!
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্, কি আর কব অধিক,
এ পীড়ন সহিলো এ প্রাণে!!
এত দিনে দৈত্যবালা, এ মুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে!
সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে,
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়!
আমার মুকুট-রত্ন অমরে করিত যত্ন
কুবের আনিয়া দেয় তায়!
শচী বলি কেবা আর, গৌরব করিবে তার,
কে আর আসিবে শচী স্থান!
আর না আসিবে লক্ষ্মী, বাহুতে বাঁধিতে রক্ষী,
লইতে ইন্দিরা-পুষ্প ঘ্রাণ!
ইন্দিরার প্রিয়পদ্ম, সুধাজাত সুধাসদ্ম,
কত সুখে লইত কমলা;
এবে সে ছোঁবে না আর, হাতে তুলে দিলে তাঁ
শচীর পরশ এবে মলা!
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই।
সুররামা অন্য যত, লজ্জা দিবে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই!
কোথায় পলাব বল্? কোথা আছে হেন স্থল?
এ মুখ না দেখাব কাহারে;
বরঞ্চ মানবদেহে, পশিয়া মানবগেহে,
জন্মিব, মরিব, বারে বারে!
ভুলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল,
ভাবিলে সে আবার মরণ।
তবে বা ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ,
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন॥”
হেনকালে পুষ্পধন্ব নিত্য মনোহর তনু,
চিরহাসি অধরে প্রকাশ
আসি শচী সন্নিধান, বাড়ায়ে শচীর মান
ইন্দ্রাণীরে করিলা সম্ভাষ॥
চপলা হেরি সত্বর, কহিলা “হে পঞ্চশর,
হেথা গতি কোথা হ’তে বল।
আছ ত, আছ ত ভাল,গোরা ছিলে হ’লে কাল,
তোমার ও রতির কুশল?
শুনি নাকি মাল্যকার হ’য়ে এবে আছ, মার,
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও?
নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানববালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও?

এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্যমনে, ত্যজি পুষ্প শরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্প ধনু পৃষ্ঠে ফেলি,
বেড়াইতে সুমোহন বেশ,
ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্ব্বলোকে সবাকারে,
শুন, কাম, এই তার শেষ।
ছি ছি মরি, নাহি লাজ, ধরি মালাকার সাজ,
এখন(ও) সে আছ স্বর্গপুরে!
রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাখিয়া ছাই,
ঐন্দ্রিলারে সাজায় নূপুরে!"
শচী কহে "চপলারে, গঞ্জনা দিওনা মারে,
সুখে আছে সুখে থাক্ কাম,
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পূরাইত কিবা মনস্কাম?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব্ব ঠাঁই,
চিরজীবী হউক সে জনা;
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতনা।
প্রদ্যুম্ন, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা,
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয়;
কি রূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্যসুখী নিত্য হাস্যময়!"
কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে, শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচীপ্রতি কয়—
"সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথায় বা ত্রিভুবনে,
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ;
কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা,
না পাইব গিয়া অন্য স্থান!
সেবিয়া অসুর নর, কি দানবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশা,
সুখ দুঃখ মনের খনিতে!
সে কথা বৃথা এখন, আসিয়াছি যে কারণ,
শুন আগে বাসবরমণী,
আসন্ন বিপদ জানি, আপন কর্ত্তব্য মানি,
জানাইতে এসেছি অবনী।
নির্দ্দয় অদৃষ্ট অতি, এখন(ও) তোমার প্রতি,
শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ,
কর্ত্তব্য যা হয় কর, না থাক অবনী'পর
নিকটে আসিছে আশীবিষ।"
"শচীর অদৃষ্ট মন্দ, আছে কি শচীর ধন্দ,
সে কথা শুনাতে আ(ই)লে, মার!
স্বর্গত্যজি ধরাবাস, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাশ,
ইহা হ'তে অভাগ্য কি আর?"
শুনিয়া কন্দর্প কয়, "এই যদি কষ্ট হয়,
না জানি সে কি বলিবে তায়,
ঐন্দ্রিলা সেবিতে যবে, রতি-সহচরী হবে,
অর্ঘ্য দিবে বৃত্রাসুর পায়!
ক্ষমা কর, সুরেশ্বরি, এ কথা বদনে ধরি,
চেতাইতে বলিতে সে হয়,
স্বকর্ণে শুনেছি যত, ঐন্দ্রিলার মনোরথ,
তাই মনে পাই এত ভয়!
বসিয়া নন্দনবনে ঐন্দ্রিলা দৈত্যের সনে,
আমার সে সাক্ষাতে কহিলা,
"শচীরে স্বরগে আন, থাকুক আমার মান,
শচী সেবা মোরে না করিলা—
বৃথা এ ইন্দ্রত্ব তব, বৃথা এ ঐশ্বর্য্য সব,
বৃথা নাম, ঐন্দ্রিলা আমার,
শুনি শচী গরবিণী, চিরসুখী, বিলাসিনী,
সে গৌরব ঘুচাব তাহার।
থাকিবে স্বরগে আসি, হইয়া আমার দাসী,
হাব ভাব শিখাবে আমায়,
শিখাবে চলনভঙ্গী, কর পদ দিবে রঙ্গি,
তবে মম চিত্তক্ষোভ যায়!"

লজ্জা পায় বৃত্রাসুর, আসিতে অবনীপুর,
আজ্ঞা দিলা ভীষণ দৈত্যেরে,
মহাবল দৈত্য সেই, তোমার রক্ষক নেই,
ইন্দ্রপ্রিয়া, পড়িলা সে ফেরে॥"
কন্দর্প-বাক্যেতে শচী, কুন্তলে ফণিনী রচি,
এক দৃষ্টে দৃষ্টি করে তায়,
স্তব্ধভাব নিরুত্তর, গণ্ড রাখে হস্তোপর,
ছায়া যেন পড়ে সর্ব্ব গায়।
নিস্পন্দ শরীর মন, সচেতনে অচেতন,
নিশ্বাস না সরে নাসিকায়,
অজ্ঞানিত অচিন্তিত, চিন্তা যেন উপস্থিত,
হৃদয়েতে ঘুরিয়া বেড়ায়।
কুন্তল রচিত ফণী, নিরখি মেঘবাহনী,,
কহে শচী চপলা চাহিয়া,
"এ নরক মম ভাগে, সখি,নাহি জানি আগে,
দেখি নাহি কখন ভাবিয়া।
দুর্গতির শেষ যাহা, শচীর হয়েছে তাহা,
ভাবিতাম সদা মনে মনে।
আরো যে শত ধিক্কার, কপালে আছে আমার
সে কথা না উদিলা চেতনে॥
কেমনে চপলা বল, পরশিবে করতল,
দানবীর চরণনূপুর?
কেমনে গোস্তনহার, স্তনশোভিবারে তার,
ভুজে দিব কেমনে কেয়ূর?
কেমনে সুকাঞ্চী ধরি, দিব কটিতট'পরি,
কেমনে বা কবরী বান্ধিব?
বিনাব কুন্তলে বেণী, কি রূপে মুকুতা শ্রেণী,
ভালে তার সাজাইয়া দিব?
সখিরে যে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই
সাজাইব দানব মহিলা।
কার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দিবে
দাসীপনা তুষিতে ঐন্দ্রিলা!
যার অঙ্গে যত্ন ক'রে, দক্ষ-কন্যা সমাদরে,
পরাইত বসন ভূষণ,
সে আজি লো দাসী হয়ে, বস্ত্র আভরণ লয়ে
ঐন্দ্রিলার করিবে সেবন!
হায় লজ্জা! হায় ধিক্! প্রাণেরে শত ধিক্!
এ কথা কুহরে স্থান দিল,
দাসীপনা বাকি কিবা, সিংহী-ছিন্ন হৈনু শিবা
যখন এ শুনিতে হইল!
কেন হে কন্দর্প তুমি, আইলা মরত-ভূমি
কেন কহ শুনালে আমায়?
হৃদি'পরে গুরু শিলা, কেন বল চাপাইলা
অনঙ্গ হে কি দোষী তোমায়?
ঘটিত কপালে যদি, ঘটিত হে সে অবধি,
দাসত্বে যাইত যবে শচী,
আগে ক'য়ে কেন মার, অন্তরে দাসত্ব ভার,
শচীরে হে কহিলে অশচী?
চপলা সত্যই কি লা, সেবিতে হবে ঐন্দ্রিলা
শচীর কি কেহই রে নাই!
অপাঙ্গ পড়িলে যার, ভয় হ'ত দেব তার
দেব যক্ষ তুষিত সবাই;
তাহার এ দুর্ব্বিপাকে, কেহ নাই তারে রাখে
দানবেরে করিয়া দমন?
ইন্দ্র যেন তপে নিষ্ঠ, কোথা দেব অবশিষ্ট?
সূর্য্য চন্দ্র বরুণ পবন?
কোথা স্কন্দ হুতাশন, কোথা গণদেবগণ
বৃথা নাম লই সে সবার;
ইন্দ্রত্ব গিয়াছে যবে, আর কি শুনিবে সবে
শচীরে ভাবিবে কেবা আর?
তবুও ত নিরাশ্রয় ইন্দ্রাণী এখন(ও) নয়
ইন্দ্রাণী ত পুত্রের জননী,
সখি রে বাসব সম, আছে ত জয়ন্ত মম
ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী।
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ অন্ত
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়,
তোমার প্রসূতি, হায়! দৈত্যের দাসত্বে যায়
রক্ষ আসি পুত্র, তব মায়।"

এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ !—
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা, গিরি, নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ ॥—
জয়ন্ত পাতালদেশে, শুনিলা ক্ষণ-নিমেষে,
মায়ের সে মানসের ধ্বনি !
ব্যথিত কাতর মনে, কটি বান্ধি সারসনে,
অবনীতে চলিলা তখনি।
কন্দর্প শচীর স্থান বিদায় পাইয়া যান,
পুনঃ সেই নন্দন কানন।
শচীর সান্ত্বনা আশে, চপলা দাঁড়ায়ে পাশে,
কহে স্নিগ্ধ বিনীত বচন ॥

পঞ্চম সর্গ।

—*—

চপলা শচীরে কহে "শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া,
অদ্যাপি জয়ন্ত না আইসে কি লাগিয়া ?
কি বা বিভ্রাটে কোন পড়িয়া আপনি,
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনী।
কন্দর্পের কথায় অন্তরে ভাবি ভয়,
মর্ত্ত ছাড়ি, চল, দেবি বৈকুণ্ঠ-আলয় ;
কিম্বা সে কৈলাসে চল উমার নিকটে ;—
বিশ্বাস কর্ত্তব্য কভু না হয় কপটে।
কমলা অথবা গৌরী অথবা ব্রহ্মাণী,
নিশ্চয় আশ্রয়দান দিবে, ইন্দ্রাণী।"
ইন্দ্রাণী চপলাবাক্যে কহে "কি বা কহ,
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ।
পরবাসে পরবশ, সদা চিত্তে মলা,
আশ্রয়দাতার মতি গতি বুঝে চলা ;
চিন্তিত সতত, ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই ;
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই !
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস ;
সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার !
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ !
শুন প্রিয়তমা সখি, সে আশা বিফলা
মর্ত্ত ছাড়ি পরাশ্রয়ে যাব না চপলা।"
চপলা শুনিয়া দুঃখে কহিলা তখনি
"ছদ্মবেশে থাক তবে বাসবঘরণী।"
কহে ইন্দ্রপ্রিয়া "সখি, শুন লো চপলা,
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা।
ঘৃণিত আমার, সখি, গোপন নিবাস ;
ছদ্মবেশ কদাচ না করিব প্রকাশ।
চিরদিন যেইরূপ জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, সেইরূপ শচীর এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন—
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন।"
বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ
অপূর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ আভাস।
নয়ন, ললাট গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্য্যোদয় ॥
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মত্ত যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন।
নিরখি চপলা চিত্তে অসীম আহ্লাদ ;
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ।
ভাবিতে লাগিলা শেষে বিপুল হরিষে—
"নন্দন সদৃশ বন সৃজিব নৈমিষে।
মহেন্দ্রাণী যোগ্য তবে হইবে এ বন ;
এ মূর্ত্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ।
কপটী দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায় ;
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়।
প্রকাশিব ক্ষিতির ঐশ্বর্য্য যত আজি ;
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি।"

চপলা এতেক ভাবি, বিচিত্র কানন,
শচীর অজ্ঞাতসারে, কৈলা প্রকটন।—
মানস-মোহকর নবদ্রুম-রাজি,
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল থর থর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুলমঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ।
নাচিল চিতসুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
স্থরয অরধ, অরধ, শশিশোভা,—
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে।
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।
হেনকালে ইন্দ্রসুত আসিয়া সেথায়,
দাঁড়াইলা প্রণমিয়া জননীর পায়
জননী পুত্রের মুখ বহু দিন পরে
দেখে যদি, হৃদয়ের সর্ব্বচিন্তা হরে;
অন্য আশা, অভিলাষ, ক্ষোভ যত আর,
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার;—
প্রভাতে যেমন সূর্য্যতরুণকিরণ
ধরণী পরশি করে কুজ্ঝটি হরণ।
পুত্র পেয়ে, শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত, ঐশ্বর্য্য তাহার।
বারংবার শিরঘ্রাণ, চিবুক আঘ্রাণ,
লইলা, ধরিলা কোলে, পুলকিত প্রাণ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ,
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ;
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে,
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ সলিলে;
তরু যথা নবোদ্গত কিসলয়-রাজি,
বসন্ত প্রারম্ভে ধরে নীল পীতে সাজি;
নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি,
ক্লান্ত পরাণীরে রাখে বক্ষঃস্থলে ধরি;
শুক্রতারা ধরে যথা নিশান্তে যামিনী;
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।
অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি সুখে চায়;
মৃদু পরশনে কর সর্ব্বাঙ্গে বুলায়।
কাতর অন্তরে কহে চপলা চাহিয়া—
"দেখ সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া;
পল্বলের শুষ্ক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,
সখি রে, বৎসের আস্য তেমতি এখন।
খোল, বৎস, খোল তব কবচ অঙ্গের;
এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুষ্ক দেহের।
সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে;
স্নিগ্ধ হও কিছুকাল মহীর সমীরে;
স্বর্গের অনিলতুল্য নহে এ সমীর,
তথাপি জুড়াবে, বৎস, হইবে সুস্থির;
পাতাল বাসের ক্লেশ হবে অবসান
সেবিলে এ সমীরণ - খোল অঙ্গত্রাণ।"
বলিতে বলিতে বর্ম্ম খুলিয়া আপনি;
উরসে অস্ত্রের চিহ্ন দেখিলা তখনি।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাসে "তনয়,
এ কি দেখি বক্ষঃ কেন ক্ষত চিহ্নময়?
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার
হেন চিহ্ন—এ কি সব অস্ত্রের প্রহার?"
জয়ন্ত কহিল "মাতা, আমার উরসে
ছিল না কলঙ্ক কভু অস্ত্রের পরশে।
কেবল সে শিবদত্ত অসুর-ত্রিশূল
এবার ধরেছি বক্ষে—না হও ব্যাকুল—
অন্য অস্ত্রে দেব-অঙ্গ ভেদ নাহি হয়;
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।"
শুনিয়া পুত্রের বাণী কহিলা ইন্দ্রাণী
"বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি

জান নাই কভু আগে অস্ত্রের যাতনা—
না জানি সহিলা কত বিষম বেদনা!
হায় শিব! হে শঙ্কর! হে দেব শূলিন্!
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন?
হায় উমা! শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই?
কি দোষ করেছি কবে, কহ, তব ঠাঁই?
তোমার নন্দনে, গৌরী, কতই যতনে
রেখেছি অমরালয়ে, বিদিত ভুবনে;
পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ, দেব-সেনাপতি—
শচীর নন্দনে উমা কৈলা এদুর্গতি!
শিবের ত্রিশূল বৃত্র করিলা প্রহার!—
সেই বৃত্র, মাহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার।"
কহি দুঃখে কহে শচী "আমায় উদ্ধারি
কাজ নাই, বৎস, আর হয়ে অস্ত্রধারী।
জানিলে অগ্রে কি আমি মানসে স্মরণ
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন!
শত বার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব,
অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব;
তোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশূল প্রহার,
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।"
শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্রসুত কয়—
"জননি, ছাড়িব তোমা যাতনার ভয়?
চিন্তা দূর কর, স্থির হও গো জননি;
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসবঘরণী;
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষবার
তব আশীর্ব্বাদে শিব-ত্রিশূল প্রহার।
কহ, মাতঃ, কি কারণে স্মরিলা আমায়;
কি বিপদ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায়?"
চপলা, শুনিয়া শচীনন্দন-বচন,
বিস্তারি কহিলা তারে সর্ব্ব বিবরণ।
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারতা
প্রকাশিলা যেইরূপ, প্রকাশিলা তথা।
শুনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলিতে লাগিলা ক্রোধে, বিস্তৃত নয়ন।

দেখি শচী কহে "বৎস, হও রে শীতল,
ভ্রম কিছুক্ষণ এই নৈমিষ মণ্ডল;
হের বৎস, সুধাকর উঠিছে গগনে,
স্নিগ্ধ হও কিছুক্ষণ শশীর কিরণে।
মহীতে মাধুরীময় সুধার সঙ্কাশ,
এক মাত্র আছে এই চন্দ্রমা-প্রকাশ!
উহারি কিরণে তব তনু সুকুমার
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার।
শুনিয়া জননীবাক্য, জয়ন্ত তখন
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন;
চিন্তিয়া চলিলা ধীরে কানন ভিতরে,
শীতল সমীর সেবি হেরি শশধরে।
চপলা, কানন রচি, আনন্দে বিহ্বলা,
বেড়ায় চৌদিকে সুখে হইয়া চঞ্চলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ দুজন
কানন নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।
জিজ্ঞাসিছে একজন চাহি অন্য প্রতি,
"কোথায় আনিলা দূত, আ(ই)লা কোন পথি?
নৈমিষ অরণ্য কোথা? দেখি যে উদ্যান,
স্বর্গের নন্দনতুল্য পূর্ণ পুষ্পঘ্রাণ;
চারু মনোহর লতা, পল্লব মধুর,
পক্ষিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর;
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস;
কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পূরণপ্রকাশ;
কোথায় নৈমিষ বন? অমরাবতীতে
এখন (ও) ভ্রমিছ ভ্রমে, না আসি মহীতে!"
দূত কহে "জানিতাম এখানে নৈমিষ,
না জানি কি হৈল, তবে হারায়েছি দিশ!
হইল সে বহু দিন মর্ত্তে নাহি আসি—
হবে বা নৈমিষ এই—এবে কুঞ্জরাশি।"
হেনকালে চপলারে দেখিতে পাইয়া,
জিজ্ঞাসা করিলা তায় নিকটে আসিয়া।
চপলা কহিলা "কেন, কিসের কারণ
নৈমিষ অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ?

এই সে নৈমিষ, আমি নিবাসি এখানে ;
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে ?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন আকার।
বল আগে, কার দূত, পুরুষ কি নারী ?
পার কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি।
হাতে দেখি পারিজাত,, না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর বৈভব !"
ভাবিলা ভীষণ, তবে এই হবে শচী,
মায়ায় নন্দনবন মর্ত্তে আছে রচি।
প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল ;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার ;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার ;
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ, তাই সুরপতি,
পাঠাইলা, ল'তে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,
"আমায়, সন্দেশবহ, চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল।
শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী, জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত।
নূতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না সঙ্কেত।"
"শিব।" বলি, দূত বেশী কহে দৈত্যচর—
"চিনেছি, চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর—
শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা"—
"আবার ভুলিলা দূত" চপলা কহিলা ;
"থাক্ মেনে, আর কেনে দেও পরিচয়—
মুখের অশেষ দোষ, কহিনু নিশ্চয় ;
ওহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চেনা, দুর্ঘট ঘটনা।

নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা ;
শুন দূত, শচীদূতী আমি সে চপলা।
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"
বলিয়া চপলা চলে ; পশ্চাতে তাহার
চলিলা পুরুষ, পারিজাত হস্তে যার।
দেখিয়া কানন-শোভা মোহিত ভীষণ,
শত শত উপবন অমরমোহন,
নিরখিলা চারিদিকে—নিরখিলা তায়
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায় ;
পলাশ, বল্লরী, পুষ্প, তরুণ লতায়
সুশোভিত নন্দনের সদৃশ শোভায় !
লতায় লতায় ফুল, লতায় লতায়
শিখিনী নাচায় পুচ্ছে চন্দ্রক-মালায় ;
ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রততী উপরে
মধুলিহ পড়ে ঢলি সুখে মধুভরে ;
তরুণ অরুণ কিবা মৃদু শশধর
জিনিয়া মৃদুল রশ্মি কানন ভিতর !
শ্রবণ-সুস্নিগ্ধকর মধুর নিস্বন
কাননে ঝরিছে নিত্য করিয়া প্লাবন ॥
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্রিয়া বসে স্থিরবেশ ;
জলদবরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ।
মুখে আভা ভানু যেন উথলিয়া পড়ে !
গাম্ভীর্য্য প্রতিমা বিধি দেহে যেন গড়ে !—
দেখিয়া স্তিমিতনেত্র হইলা ভীষণ,
বাক্‌শূন্য শ্রুতিশূন্য, করে দরশন।
বিশ্বসৃষ্টি করি, যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানব চিত্তে চৈতন্য প্রভাত,
আদিসৃষ্ট সেই প্রাণী নব সূর্য্যোদয়
যে ভাবে দেখিলা, দৈত্য সেই ভাব হয়,
সংজ্ঞা নাই, চিন্তা নাই, নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য, পরাণ !
প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া ;
চপলারে জিজ্ঞাসিলা ভাবিয়া চিন্তিয়া—

পুরন্দর-ভার্য্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী ?
চপলা কহিলা "এই ত্রিদিবের রাণী।"
ভাবিতে লাগিলা মনে ভীষণ তখন,
"সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন !
কোথায় ঐন্দ্রিলা—বুঝি দাসীর সে দাসী
তুলনায় নহে এর, চিতে হেন বাসি।

ধন্য সুরপতি ইন্দ্র ! এ অরুণ যার
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায়ে আঁধার।"
নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে,
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে ;
অচল নিরখি যার বদন প্রভায়,
পরশে কেমনে তায় ভাবিয়া না পায় ;
বিষম বিপদ ভাবে, উভয় সঙ্কট,
ভাবিলা সে কার্য্যসিদ্ধি অসাধ্য, দুর্ঘট ;
অনেক চিন্তিলা, স্থির নারিলা করিতে।
কিরূপে লইবে শচী অমরাবতীতে।
হেনকালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
জয়ন্ত ভীষণে দূরে পাইয়া দেখিতে।
"অরে রে কপট দৈত্য !" বলিয়া তখন,
ধাইলা তুলিয়া খড়্গ, যেন হুতাশন।
কহিলা ভীষণে চাহি কূটদৃষ্টি ধরি,
ক্ষণকাল খড়্গ শূন্যে সম্বরণ করি—
"চল্, এ কানন-বহির্ভাগে শীঘ্র চল্,
জননীর বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল ;
নহে বৈধ স্ত্রী-জাতির সম্মুখে সমর ;—
চল্ এ উদ্যান ছাড়ি, পাষণ্ড বর্ব্বর !"
জয়ন্তে দেখিবামাত্র চিন্তা গেল দূর ;
ধরিল বিকট মূর্ত্তি ভীষণ অসুর।
গর্জ্জিলা সিংহের নাদে, শেল ধরি করে ;
ঘুরায় শূন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে।
না ছাড়িতে শেল, শীঘ্র বাসব-নন্দন
"জননি, অন্তর হও" বলিয়া, তখন
বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গর্জ্জিয়া,
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া ;
শূন্যে ফেলাইয়া অসি বিজুলি আকার,
চকিতে স্কন্ধেরমূলে করিল প্রহার।
বিভিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে,
ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভূতল উপরে।
শালবৃক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত,
অথবা আগ্নেয়শৃঙ্গ অগ্নি-বিদারিত
শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন
প্রবেশিল দ্রুতগতি, ভেদিয়া কানন।
দেখিয়া তাহারে, কহে জয়ন্ত কর্কশ—
"তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ।
যা রে দাস, যা রে ফিরে, দৈত্যের নিকট,
সমাচার দিস্—'তার ভীষণ বিকট
জয়ন্তের খড়্গাঘাতে লুটে ধরাতল ;'
অন্য আর যারে ইচ্ছা পাঠাইতে বল্।
ভেট দিস্ দৈত্যরাজে—ধর্ মুণ্ড ধর !"
বলিয়া নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অন্তর।
ত্রাসিত, অস্থির দূত, বিস্ময় ভাবিয়া,
বৃত্রাসুরে বার্ত্তা দিতে চলিল ফিরিয়া।
জয়ন্ত আনন্দচিত্ত, জননী নিকটে—
উপস্থিত হৈলা আসি এড়ায়ে সঙ্কটে।

ষষ্ঠ সর্গ।

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা ;
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল ;
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ বপুঃ, দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।

জাগ্রত, সুসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ম্মে বর্ম্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে ;
রাত্রিদিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।

ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা দনুজে।

অর্ণবের ঊর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি, অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম ;
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু-অভিমুখে ;—

অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল ;
কিম্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে ;

সেইরূপ অবিশ্রাম দানব অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ বহির্দ্দেশে ;
জয়, পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জ্জন করি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন(ও) দেবতা !
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে !

"সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয় হৃদয়ে ?
মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন ?

"ধিক্ আজ দৈত্য নামে ! হে সৈনিকগণ !
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে !
কোথা সে সাহস, বীর্য্য, শৌর্য্য, পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির রণজয়ী ?

"সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিলা কত বার অতুলবিক্রম ;
নাহি স্থান বসুধায় কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে !—

"পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে ;
জিনিলা স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঞ্ছিয়া ;

"খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশক বৃন্দের মত—দৈত্য অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল,
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে !

"সেই পরাজিত, তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিল সংগ্রামে;
না পার জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া—
রে ভীরু দানবগণ! নামে কলঙ্কিলা!

আপনি যাইব অদ্য পশিব সমরে;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ—
বলিয়া গর্জ্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রমে;

দেখিয়া ত্রাসিত যত দানবসৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরে নিস্তব্ধ সকলে।
আন্ রে সে শিবশূল—আন্ রে আমার
বিজয়ী ত্রিশূল, যাহা অর্পিলা শঙ্কর।"

নিরখে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি,
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে বৃংহতি করিয়া!

তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিতমাণিক-গুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত—
কহিলা পিতারে চাহি হ'য়ে কৃতাঞ্জলি;

কহিলা—"হে তাত! জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর!
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান, পিতঃ, পুরাও বাসনা
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে।

"যশস্বিন্! যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে
আত্মজ আমরা তব হব যশোভাগী?
কোন্ কালে আর তবে লভিব সুখ্যাতি?

"কীর্ত্তি যাহা—বীরলব্ধ বীরের আরাধ্য,—
বীরেরই বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জ্জন,
কি রাখিলা রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে?

"ভাবিতে ত হয়, তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে?
জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে?

"জন্ম বৃথা! কর্ম্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি!
কীর্ত্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা!
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়!

"বিভব, ঐশ্চর্য্য, পদ, সকলি সে বৃথা!
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের;—
পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায়!

"বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব, সম্পদ, তেজঃ, নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত!

"সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এস্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট;
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।

"যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীরুর (ও) অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া অরে করে বীর্য্যবান্!—
বীরের স্বর্গই যশঃ যশই জীবন;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।

"কর অভিষেক, পিতঃ এ দাসেরে আজ
সেনাপতি পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে সুখে অই পদরেণু।

"জানিবে অসুর সুরে—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।"

চাহিয়া সহর্ষচিত্ত পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি—
"রুদ্রপীড় ! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে ;

"বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর !
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক !

"তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার,
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা ;
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিন্যাসিয়া !

"অনন্ত তরঙ্গময় সাগর-গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর ;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ ;—

"কিম্বা সে গঙ্গোত্রী পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত !

"তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত ;
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।

"সেই সুখ, সে উৎসাহ, হায়, কতকাল !
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার।

"নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;
দেখ্ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরত-চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর !

"যাও যুদ্ধে, তোমা অগ্র করি অভিষেক
সেনাপতি পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে ;
যাও, যশঃ-বিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"

রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী ;
এ হেন সময়ে দূত, নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাতলে হৈলা উপনীত ;

দূতে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা "সন্দেশবহ, কি বারতা কহ ?
কিরূপে এ পুরী মধ্যে প্রবেশিলা তুমি ?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী, কোথা বা ভীষণ ?'

আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন,
কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায় ;
বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্কপলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার !

কহিলা "প্রথমে যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হ'তে বহুদূর হিমাচল পথে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গে, প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী সহ।

"নানা ছল, নানা বেশ, বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পথে হৈনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ; অতঃপর শেষে
পুরীপ্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।

"প্রাচীর নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে,—জাগরিত যেথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।

"আসন্ন বিপদে চিত্তে হইল উদয়
জটিল কৌশল এক, গূঢ় প্রতারণা—
ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয় পারে,
হয় যুদ্ধ সেই থানে গন্ধর্ব্ব দানবে,

"সেই সমাচার ল'য়ে ত্বরিত গমনে
ঐন্দ্রিলা নিকটে যাই, পিত্রাদেশ তার,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান্
সমরে সহায় হ'ন এ তার প্রার্থনা।—"

এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিলা মোরে পুরী প্রবেশিতে।
আদেশ পাইবা মাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"

শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর
"এবারতা, দূত তোর অলীক কল্পনা,
...ঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া, ভীষণ সংহতি—
...চী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত?"

দানব-রাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ, কম্পবিরহিত—
যথা নব কিসলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।

সুমিত্র, দানব-মন্ত্রী, কহিলা তখন,—
দৈত্যেশ্বর! দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচীসহ
মঙ্গল বারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"

নতমুখ, নিম্নদৃষ্টি, দূত ক্ষুণ্ণমতি,
কহিলা—"না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার;
নৈমিষ অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।"

"ভীষণ নিহত!" গর্জ্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক—জয়ন্ত, ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী!—
দম্ভ তোর এত?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস।

"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি, গাঢ় নিরীক্ষণে,
"যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত, জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি।

"শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন, যাও ধরাধামে;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে, অচিরাৎ পালহ আদেশ।"

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা,—"দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হবেন নির্গত?

"যুদ্ধে পরাজয়ি যদি দেব-অনীকিনী
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বর কিরূপে
করিবে কুমার কহ, তব অভিপ্রেত।

"অসংখ্য এ দেবসেনা, দুর্দ্দম সংগ্রামে
অমর তাহাতে সবে, সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অন্য অস্ত্রাঘাতে,
মূর্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।

"তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি ?
কুমার সংহতি অন্য, দানব-ঈশ্বর ?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?

দৈত্যেশ কহিলা "মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"

নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল,
"পুরী রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলীদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া,
কহিলা দানবপতি—"সুমিত্র, হে এই—
এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বৃত্রের,

"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড়।"

রুদ্রপীড় কহে "মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জাননা কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?
বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে।

"ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
যাইব অমরব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি,
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।

হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ;—
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ,
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।"

এরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া,
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত-বেশে।

অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয়-সঙ্কটে।

নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ ;
যুদ্ধই তাঁহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত।

নিরুপায় কোন মতে সমদ্ধর সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে,
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোন সদুপায় করিতে সুস্থির।

স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরী মধ্যে, অবলম্বি তাহা
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।

কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন
আসি উপনীত দ্রুত-আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল-বিরহিত।

উড়িলা কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত ;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে—
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।

বাজিল সন্তাষ-শঙ্খ দূত কোন জন
বার্ত্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চ সম্বোধনে
বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা।

"ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয় পারে,
গন্ধর্ব্ব সমরে তাঁর বিপন্ন জনক ;
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে।

"দেবকুল, তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান !"

বার্ত্তা শুনি, দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—
মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা
কি কর্ত্তব্য দানবের এবিধ প্রস্তাবে।

নিষেধ করিলা পাশী—প্রচেতা সুধীর—
"উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট, বঞ্চক, ক্রূর দিতিসুত অতি,
নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের !

"ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে ?
সেখানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।"

সূর্য্য অভিপ্রায়,—"দৈত্য যোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যা'ক অবিরোধে,
দেবযোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে !"

অগ্নি কহে "দুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ না'হক তায়, নাহি অনিষেধ ;
সমর দৈত্যের সনে যেই থানে থাক্,
সম্মুখে পশ্চাতে শত্রু কি তাহে প্রভেদ ?

সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে
অভিমতি দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহার(ই) সহিত।

মহাসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল
করাই কর্ত্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে ;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।

স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি, দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হবে পুরী রক্ষক-বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তার।"

সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত ;
বার্ত্তা লয়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড় সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত।

মহাহর্ষ হৈল সবে ; দৈত্য যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা ;
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী-উদ্দেশে,
নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচীনিবসতি !

সপ্তম সর্গ।

—*—

হেথা সুরপতি ইন্দ্র কুমেরু-শিখরে
নিয়তির পূজা সাঙ্গ করিয়া চাহিলা,—
চাহিলা বিস্ময়ে যেন, নিরখি নূতন
গগন ভূতল মূর্ত্তি বিশ্ব অবয়ব।

কহিলা বাসব—"হায়, গত এত কাল !
যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস !
ভাবি যেন পরিচিত পূর্ব্বের জগৎ
ধরিছে নূতন ভাব ছাড়ি পুরাতন !

"যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল,
কুমেরু শরীরে, এবে নিরখি সেখানে
প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্যে উন্নতশিখর
নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত !

"পূর্ব্বে হেরিয়াছি যেথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিমণ্ডিত,
লতা গুল্মসমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া !

"গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেই খানে,
বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল,
তরুবারি-বিরহিত তাপদগ্ধ সদা,
নিরন্তর সমাকীর্ণ বালুকারাশিতে !

"নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ,
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষ পথে !

"এতকাল হৈল গত পূজায় নিয়তি,
নিয়তি এখন (ও) তুষ্ট না হইলা মোরে !
আদিষ্ট,না হই, কিম্বা না পাই সাক্ষাৎ,
না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকূল !

"আবার পূজিব তাঁরে কল্পান্ত পূরিয়া,
দেখি প্রতিকূল তিনি হন কতকাল !
অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা, সব পরিহরি,
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত।"

এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর
বসিতে পূজায় পুনঃ ; নিয়তি তখন
আবির্ভূতা হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার
পাষাণমূরতি দৃষ্টি অতি নিরদয়।

মাধুর্য্য কি সহৃদ্যতা কিম্বা দয়া-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।

অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত ?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিবা রুষ্ট কভু ;

"অজ্ঞাত নহ ত তুমি সৃষ্টি হৈল যবে,
তদবধি এ আলেখ্য অর্পিলা আমায়
বিরিঞ্চি কমলাসন, নাহি সাধ্য মম
ব্যর্থ করি অনুমাত্র ইহার লিখন।

অন্যথা সূচ্যগ্রে যদি হয় লিপি এর,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণ তিলেক না রবে;
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শূন্য, জলনিধি,
বিশাল শৈলেন্দ্র চূর্ণ হবে অচিরাৎ।

"বিকলাঙ্গ হবে বিশ্ব—মনুষ্য, দেবতা,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কাল, পরমাণু—
বিশৃঙ্খল হৈবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল
ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলার্দ্ধ খণ্ডিত।

"বাসব, আমার পূজা কি হেতু বৃথায়?
বিবেক হয়েছ হারা পড়িয়া বিপদে
নির্ম্মল দেবের চিত্ত আচ্ছন্ন বিপাকে,
তাই ভ্রান্ত হয়ে চাও অসাধ্য সাধিতে।

"নাহি চাহি, ভাগ্য, তব ভবিতব্য লিপি
খণ্ডন করিতে বিন্দু বিসর্গ প্রমাণ,"
কহিলা বাসব দুঃখে "না চাহি কদাচ
অসাধ্য তোমার যাহা আমায় তা দিতে।

"কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্যকুলপতি বৃত্র; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ-সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে,
কত দিনে পূর্ণ হ'বে দেবের দুর্গতি?

নিয়তি কহিলা;—"ইন্দ্র, কি উপায়ে হত
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি,
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার;
তুমি না হইলে অন্যে জানিত না কিছু।

"তুমি সুরপতি ইন্দ্র,—তোমায় কিঞ্চিৎ
ভবিতব্য গূঢ় লিপি করি প্রকটন,
'ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ,—
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিবপাশে।"

এত কহি অন্তর্হিতা হইলা নিয়তি।
বাসব সহর্ষচিত্ত চিন্তিক্ষণকাল,
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়া সুখে,
অচিরাৎ স্বপ্নদেবে করিলা স্মরণ।

কহিলা,—"হে দেব-দূত সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন সেখানে,
কহগে তাদের দূত, এই সুবারতা;—

"কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র বিনাশ যেরূপে।

"কৈলাসে ধূর্জ্জটি পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি
ভবিতব্য-লিপি যথা, বৃত্রের বিনাশ
ব্রহ্মার দিবার শেষে, ভাগ্যের ভারতী।

"নিয়তি আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে
জানিতে বিশেষ তথ্য, পিনাকী নিকটে,
গতি মম; পুনর্ব্বার লভি শিবাদেশ,
অচিরাৎ সুরবৃন্দ সংহতি মিলিব।"

বলিয়া চলিলা ইন্দ্র শিবের আলয়ে।
স্বপন, বাসব-বাক্যে স্বর্গ-অভিমুখে
দেবগণ সমুদ্দেশে করিলা গমন,
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণা।

সেথানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুক অন্তর,
কি উদ্দেশে বৃত্রাসুর নন্দনে আপন
সৈনিক সংহতি শত মর্ত্ত্যে পাঠাইলা।

শত্রুপক্ষে, প্রত্যাশারে যাইতে আদেশ,
কেহ বা উচিত কহে, কেহ অনুচিত;
অলীক কথনে দৈত্য ছলিলা অমরে,
কেহ বা সংশয়যুক্ত কেহ দ্বিধাহীন।

প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন, ভাবি কিছুকাল,
অনুভব কৈলা শেষে দৈত্য-অভিপ্রেত—
শচীর প্রবাস মর্ত্ত্যে, ইন্দ্র কুমেরুতে,
তথ্য পেয়ে গেলা কোন অনর্থ সাধিতে।

এরূপ সংশয় ভাবি প্রচেতা তখন,
প্রকাশিলা দেবগণে দ্বিধা আপনার;
কেহ কৈলা গ্রাহ্য তায়, কেহ না শুনিলা,
মতামত নানামত প্রচেতা-বচনে।

দেব-সেনাপতি স্কন্দ পার্ব্বতী-নন্দন,
কহিলা তখন—"বৃথা তর্ক কেন এত?
যাক্ মর্ত্ত্যে দূত কোন, আসুক জানিয়া
সমর যথার্থ কি না গন্ধর্ব্ব দানবে।

"সমাচার পেয়ে পরে কর্ত্তব্য বিধান
যা হয় হইবে শেষ, দূত কেহ যাক্।"
কহিলা প্রচেতা "কিন্তু অবসর পেয়ে
ঘটায় উৎপাত যদি, কি উপায় তবে?"

উগ্রমূর্ত্তি অগ্নি ক্রোধে উদ্যত তখনি
যাইতে বসুধা-মাঝে শত্রু সংহারিতে;
মন্ত্রণায় কালক্ষয়, সর্ব্ব কর্ম্মে ক্ষতি,
একাকী যাইবে মর্ত্ত্যে সদর্পে কহিলা।

তখন কহিলা সূর্য্য;—"বিপদ যদ্যপি
ঘটে কোন দেবে মর্ত্ত্যে, তখনি স্মরণ
করিবে সে অন্য দেবে মানসে ডাকিয়া,
দূত মাত্র একজন প্রেরণ উচিত।"

হেন আন্দোলন হয় দেবগণ মাঝে,
হেন কালে ইন্দ্র-দূত, শুভবার্ত্তাবহ
স্বপন আইলা সেথা; শীঘ্রতর অতি
একত্র হইলা তথা আদিতেয়গণ।

সহর্ষবদনে দূত অমরবৃন্দেরে
সম্ভাষি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা,
কহিলা—"আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা
শুনাইতে দেবগণে এ শুভ বারতা;—

"কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এতদিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র বিনাশ-উপায়।

"কৈলাসে ধূর্জ্জটি পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য-গূঢ়-লিপি, বৃত্রের নিধন
ব্রহ্মার দিবার অন্তে—ভাগ্যের ভারতী!"

"নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে,
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকীর পাশে
গতি তাঁর; পুনর্ব্বার জানি সমুদয়।
অচিরাৎ সুরবৃন্দে দিবেন সাক্ষাৎ।"

দূতের বচনে মহানন্দ দেবগণে
মহাদম্ভে পুনরায় সংগ্রামে সাজিল;
পুনরায় দৈত্যকুল প্রাচীর-শিখরে
তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশূল-অঙ্কিত।

অষ্টম সর্গ।

—*—

বৈজয়ন্ত-ধাম এবে দৈত্যালয়,
প্রকোষ্ঠ অন্তরে তায়,
ইন্দুবালা নাম রুদ্রপীড়-রামা
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায়।
পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর
পূর্ণকান্তি সুশোভন,
যেন কিসলয় চারু মনোহর,
তেমতি দেহ-গঠন !
মধুর সুষমা অতি মৃদুতর
সরস শিরীষ ছলে,
মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন
উছলি উছলি চলে ;
কাছে বসি রতি করেতে ধারণ
গ্রন্থন-রজ্জুর মূল ;
অসম্পূর্ণ মালা উরুদেশ পরে
চারি দিকে আলা ফুল।
অবদ্ধ কুন্তল পড়েছে বদনে
গ্রীবাতে উরস পরে,
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল
অর্দ্ধাবৃত শশধরে !
অর্দ্ধভঙ্গ স্বর ঘর্ম্ম-বিন্দু-ভালে
রতিরে চাহি সুধায়,
"পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কত দিনে আসা যায়।
নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ ?
বীর কি সে জন সমরে নিপুণ,
যশস্বী কি রণে তেঁহ ?"
বলিতে বলিতে মণিবন্ধ পরে
আন্ মনে রাখে কর,
পরখি আয়তি, চেতিয়া অমনি
স্বরে "শিব শিব হর।"
কন্দর্প-কামিনী কহে "ইন্দুবালা
চিন্তা কেন কর এত ?
পতি সে তোমার সমরে পণ্ডিত
সাধিবেন অভিপ্রেত।
সত্বর ফিরিয়া আসিয়া আবার
মিলিবেন তব সনে,
বীরপত্নী হ'য়ে দানবনন্দিনি
এত ভয় কেন রণে ?"
কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস,
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায় ! সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে।
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে ক'জন, ভাবে সে ক'জন
বীরপত্নী কিসে হয় !
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ !
যশঃ-তৃষা হায়, মিটে না কি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন ?
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি,
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে
সমরের দাহ সহি।"
কহিয়া এতেক, উঠি অন্য মনে,
অস্থির চরণে গতি ;
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহ সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি।
"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে।
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ,"
বলি তাহে বৈসে ভুলে ;

"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার,
তুলি সেই সারসন,
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ।'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কতদিন,
শিরে এই শিরস্ত্রাণ !
কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ !
অতিপ্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি,
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি কত দিন,
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময় !
মনমথ দিলা তাঁয় !
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমার গায় !
এবে শুকায়েছে, হয়েছে নির্গন্ধ,
প্রিয়কর কতদিন,
না পরশে ইহা ; সমর-তরঙ্গে
রত তিনি অনুদিন।
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার,
সমরে শুধু নিদয় ;
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয় !
আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই,
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যাপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম !
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে,
আমার (ই) হৃদয় কাঁপে !
না জানি একাকী গহন কাননে,
শচী ভাবে কত তাপে !
ঐন্দ্রিল-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী দানবমহিষী,
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ !
আমারে না কেন কহিলা মহিষী,
আমি সেবিতাম তাঁয়,
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায় ?
কেন আ(ই)লা দৈত্য এ অমরালয়ে,
আছিল আপন দেশ ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশঃ,
কি আশা মিটিবে শেষ !
যায় দিয়া তারে, ফিরি যদি দেশে
যান পুনঃ দৈত্যপতি,
এ পোড়া আশঙ্কা, এ যন্ত্রণা যত,
তবে সে থাকে না রতি !"
রতি কহে "আহা ! তুমি ইন্দুবালা
দানব-কুলের মণি !
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি !
দেখিলে তাহারে না জানি সে কিবা
করিত তোমার চিতে ;
বুঝি শোকভরে ক্ষণমাত্র কাল
এই স্থানে না থাকিতে।
সে অঙ্গ-গঠন, মুখের সে জ্যোতিঃ,
সে চারু গ্রীবার ভাগ,
মহিমাজড়িত, সে গুরু চলনি,
সে উরু, উরস-স্থান।
যে দেখেছে কভু চির দিন তার
হৃদয়ে থাকয়ে পশি,
দেখিলা সে রতি এ পোড়া নয়নে
পূর্ণিমার সেই শশী !

অমরার রাণী, ইন্দ্রাণী সে শচী
তাহারে কিঙ্করী বেশে
রাখিবে এখানে; রতির অভাগ্যে
দেখিতে হইল শেষে!"
সুকুমারমতি কহে ইন্দুবালা
হায়, রতি, কি কহিলা!
এ হেন রামারে করিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা!
আমারে লইয়া কন্দর্প-কামিনি,
চল সে পৃথিবী'পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন,
ধরিব পতির কর;
আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে,
রাখিবে আমার কথা;
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কখন নহে অন্যথা।
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাব আমি;
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী।
কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না জানি,
রমণীর প্রতি বল!
চল, রতি, চল লইয়া আমারে,
যাব সে অবনীতল।"
কহে কামপ্রিয়া "দৈত্যকুল-বধূ,
তাও কি কখন হয়?
ভ্রমে চারি দিকে সদা দেব-সেনা,
পুরীতে দানবচয়!
"তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি?"
কহে ইন্দুবালা সতী,
যাইতে অবশ্য আছে কোন পথ,
সেই পথে চল, রতি।"
ইন্দুবালা-বাক্যে মীনকেতু-জায়া
কহে "শুন দৈত্যাঙ্গনা,
যাবে ব্যূহ ভেদি বীরপতি তব,
তুমি ত যুদ্ধ জান না।"
না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি,
ইন্দুবালা দ্রুতগতি,
গবাক্ষ সমীপে আসিয়া আতঙ্কে
কহে "অই শুন রতি!
অই বুঝি রণ হয় তাঁর সনে
শুন অই কোলাহল;
তুমুল সংগ্রাম স্মর-সহচরি,
করে দেবাসুর দল!
নামিতে ধরায় অই কি সে পথ,
অই দিকে, স্মর-সখি!
অই বুঝি হায় রুদ্রপীড়-ধ্বজ
উড়িছে শূন্যে নিরখি!
শূল-অঙ্কময় বিশাল কেতন
বুঝি বা সে হবে অই,
এতক্ষণে রতি, না জানি কি হ'ল
কেমনে সুস্থির হই!
শুন ভয়ঙ্কর কিবা সিংহনাদ।
অগ্নিময় যেন শিলা,
তাল তাল তাল কত অস্ত্ররাশি
নভোদেশ আচ্ছাদিলা!
হায়, রতি মোরে কে দিবে সংবাদ,
কার সনে এই রণ!
অই খানে পতি আছে কি আমার?
অনলে দহে যে মন!"
কহে কামপ্রিয়া "অয়ি ইন্দুবালা,
কই, কোথা রণ, কই?
স্বপনে দেখিছ সমর এসব,
অন্তরে আকুল হই।
আইনু শুনিয়া গিয়াছে ধরায়,
তোমার হৃদয়-নেতা;
নাহি কোন ভয় মিছা এ ভাবনা,
রুদ্রপীড় নাহি সেথা।"

শুনি চিন্তাবেগ উপশম কিছু,
কহে খেদে ইন্দুবালা ;
"পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি
নিতি নিতি এই জ্বালা !
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশ,
পড়ে কত মহাবীর ;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হবে বুঝি শেষ স্থির !
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী,
কত পিতা পুত্রহীন !
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ !
যুদ্ধেতে কি লাভ যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে ?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে।
কাম-সহচরি, সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তর জ্বলে।"
"হায়, ইন্দুবালা, তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন !
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন ?
"বলো না ও কথা মন্মথ-প্রেয়সি,
তুমি সে জান না তাঁয় ;
দেখ না কি কভু শৈল অঙ্গে কত
স্বাদু নীরধারা ধায় !
শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে,
বীর তিনি রণ-প্রিয় !
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়।
যাব শচী পাশে, করিব শুশ্রূষা,
যাতে সাধ দিব আনি !
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চিত বাণী।
মন্মথ-রমণি, নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজ বাস,
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস।
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল,
থাকিবে অমনি ঢালা ;
এবে গুটাইয়া, আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা।
যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে।
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর,"
বলিয়া, লইয়া কুসুমের রাশি,
বসিলা গাঁথিতে হার।
"কি মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি,
কি মালা গাঁথিতে জান ?
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত,
তবু না জুড়াত প্রাণ !
দেবকন্যা যারে সেবিত নিয়ত,
সুমেরু উজ্জ্বল করি,
সে আজ এখানে ঐন্দ্রিলা সেবিয়া
রবে দাসী বেশ ধরি !
এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন
দিয়া তারে পুষ্প হার ?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার ?
আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে ;
দানবনন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পূজিলে লাগে !

মৃগেন্দ্রাণী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বান্ধিয়া পায় !
রতির কপালে এও সে ঘটিল,
দেখিতে হইল হায় !”
বলি বাষ্পাকুল নয়নে তখনি
মন্মথ-রমণী চলে,
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল
ইন্দুবালা চক্ষু-জলে।
পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে,
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল ;
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়,
চিন্তাতে হয়ে আকুল।
কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর রব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব ;
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুল-মালা হাতে ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড় ভাবনায়।

—

নবম সর্গ।

—*—

হেথা দৈত্য শত যোধ
চলে শূন্যে বিনা রোধ,
উদয়-অচল আদি হিমাচল পথে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে পদক্ষেপ,
ক্রমশঃ পথ-সংক্ষেপ
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উরয়ে মরতে।

নৈমিষে জয়ন্ত লয়ে,
শচী অতি ব্যগ্র হয়ে,
জিজ্ঞাসে তনয়ে যত অমরের কথা,
“কোথায় দেবতাগণ,
বাসব মেঘ-বাহন ?
পাতালের সমাচার স্বর্গের বারতা।
অমর-অঙ্গনাগণ,
কোথায় সবে এখন ?
কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত।

আখণ্ডল পুনর্ব্বার
ধরিলা কি অস্ত্র তাঁর,
অথবা সুমেরু-চূড়ে ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত ?”
হেনকালে রণশঙ্খ,
মৃগেন্দ্র-শ্রুতি-আতঙ্ক,
অসুরের সিংহনাদ পূরিল গগন ;
বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।

জয়ন্ত শুনে সে রব,
শুনয়ে যথা বৃষভ
ধাবমান অন্য কোন বৃষের গর্জ্জন ;
অথবা ঝটিকারম্ভে,
পক্ষ প্রসারিয়া দম্ভে,
শ্যেনপক্ষী শুনে যথা বায়ুর স্বনন ;

অথবা বিদ্যুতাচ্ছন্ন
উচ্চৈঃশ্রবা সুপ্রসন্ন,
শুনি যথা মেঘমন্দ্র গ্রীবা বক্র করে ;
কিম্বা ফণীন্দ্রের নাদে,
শুনিয়া যথা আহ্লাদে,
গরুড় বিশালপক্ষ বিস্তারে অম্বরে ;
শুনিয়া দৈত্য-সংরাব
জয়ন্ত তেমতি ভাব,
অরণ্য ছাড়িয়া বেগে হৈলা অগ্রসর,

কালাগ্নি-সদৃশ অঙ্গে
কিরণ শত তরঙ্গে,
আস্য, গ্রীবা, অসি, বর্ম্ম, করিল ভাস্বর।
রুদ্রপীড়ে কিছুক্ষণ,
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ,
কহে, "হে দানবপুত্র, বহুদিন পরে,
আবার সমর-রঙ্গে,
ভেট হৈল তব সঙ্গে,
নৈমিষকাননে আজ ধরণী-উপরে।

ছিল যে দুঃখিত মন
না পরশি প্রহরণ,
দানব-সংহতি রণে ক্রীড়ন-অভাবে,
তোমার সহিত ভেটে
আজি সেই দুঃখ মেটে,
চিরক্ষোভ জয়ন্তের আজি সে জুড়াবে।

যুঝিতে না লয় চিতে,
কে আর জানে যুঝিতে?
পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পূরে আশ;
হস্তী যদি দন্ত-বলে
গিরি-অঙ্গ নাহি দলে,
অনর্থ তবে সে তার সামর্থ্য-প্রকাশ!

সুরবৃন্দে বড় লাজ
গত যুদ্ধে দিলা, আজ
সে আক্ষেপে মনসাধে পূর্ণাহুতি দিব;
বাসব নন্দন-বল,
সুরের রণ কৌশল,
ভুলিলা, দানব-সুত, পুনঃ চেতাইব।
রুদ্রপীড় তব সনে,
সুখ বটে যুঝি রণে,
বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর;
মনে তাই ঘৃণা বাসি,
সমরে তোমারে নাশি,
সে সুখ এখন আর পাবে না অন্তর।

এ সব মশকবৃন্দে,
কি আর হইবে নিন্দে,
শালতরু পেলে ছিন্ন কে করে কদলী?
তোমার সমর-সাধ,
আমার চিত্তের সাধ,
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পূরাব সকলি॥"
রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বাসব-নন্দনে কহে,
"তুই কি জানিবি বল্ সমরের প্রথা?
বীরের উচিত ধর্ম্ম,
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা।

সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমূহ অমরবর্গ
এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস;
ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী-পাশ।

কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি, তা কি জানিবি?
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ;
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে পড়ে হারায়ে সম্বিৎ।

লজ্জা নাহি চিতে আসে,
নিন্দা কর হেন ভাষে;
যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃত্রের কুমার!
হারায়েছি শত বার,
হারাইব আর বার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার।
সেই দীপ্ত হুতাশন!
ভয়ে যার অদর্শন
হয়ে ছিলি এতকাল, হতাশে কোথায়!

ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ,
বল্ যুদ্ধে সম্ভাষণ
সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায় ?"
"বৃথা বাক্যে কাল যায়,
সকলে একত্র আয়,"
কহিলা জয়ন্ত, "যুদ্ধ দেখ্ রে দানব।
ধর অস্ত্র শত যোধ,
এখনি পাইবে বোধ,
বাসবনন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব।"
বলি কৈলা সিংহনাদ,
দৈত্যের শঙ্খের হ্রাদ
অরণ্য আলোড়ি, শূন্য করিল বিদার,
শতযোদ্ধা একি বার,
কোদণ্ডে দিল টঙ্কার,
মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার।
অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেবদৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি, বাণের গর্জ্জন।
আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ॥
দ্রুঘণ, মুষল, শল্য,
প্রক্ষেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা॥
কেশরী শার্দ্দূল-দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী-উপর॥

ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গিরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।
অসুর-জয়ন্ত ক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর, দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন হৈল নভঃস্থল॥
ধরাতল টল টল,
নদীকূল কল কল,
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন।
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন॥
হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্দ্ধ দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত করতলে দীপ্ত-অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ,
কিম্বা ক্ষিপ্তগ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি॥
যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি কার পুচ্ছের প্রহার,
যবে যাদঃপতি জলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতপ্রায় দেহের প্রসার;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস।
কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,

খেলে রঙ্গ ভীমভঙ্গী,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া, স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা ;
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব ;
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লসিত-ভাব।

জয়ন্ত তেমতি বলে
দানব-যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে।
পূর্ণ দেব-দিনমান,
অস্তাচলে সূর্য্য যান,
বিস্মিত দানবগণ জয়ন্ত-প্রতাপে॥

তখন বৃত্র-তনয়,
জয়ন্তে সম্ভাষি কয়,
"ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহরি।
সূর্য্য হের অস্তগত
যুদ্ধ কৈলা অবিরত,
বিশ্রাম করহ এবে, আইল শর্ব্বরী॥

প্রভাতে আবার শুন,
সমরে পশিব পুনঃ,
না ধরিব প্রহরণ থাকিতে রজনী।
বীর বাক্য সুনিশ্চয়,
যুদ্ধে তব পরাজয়
নহে যে অবধি, শচী থাকিবে অবনী॥"
জয়ন্ত কহিলা ভাষ,
"যথা তব অভিলাষ,
আমার না হৈল শ্রান্তি, শ্রান্তি যদি তব,
কর সে বিশ্রাম লাভ,
আমার সমান ভাব,
দিবস রজনী মম তুল্য অনুভব।

ধর অস্ত্র নাহি ধর,
এ রজনী দৈত্যবর,
আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি,
যখন বাসনা হয়,
শুন হে বৃত্র-তনয়,
সমরে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনী।"

বলিয়া নৈমিষ মাঝে,
আবরিত যুদ্ধ সাজে,
বসিলা আসিয়া কোন তরুর তলায়।
মনে মনে আন্দোলন,
করে সুখে অনুক্ষণ,
দিবার যুদ্ধের কথা প্রগাঢ় চিন্তায়॥

প্রভাতে আবার রণ,
চিন্তা মনে সর্ব্বক্ষণ,
কত আশা হৃদয়েতে তরঙ্গ খেলায়—
রুদ্রপীড়-বিনাশন,
দৈত্যের দর্প দমন,
জননী-বিপদ-শান্তি, খ্যাতি অমরায়,
হিল্লোলে হিল্লোলে আসে ;
কখন বা চিত্তে ভাসে,
সমর আশঙ্কা—পাছে দানব হারায়।—
বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া,
হস্ত পদ প্রসারিয়া,
চিন্তা করে কতক্ষণে রজনী পোহায়।

গাঢ় ভাবনায় মগ্ন,
যেন বা সে নিদ্রাচ্ছন্ন
বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় মুদ্রিত অলসে ;
পত্রের বিচ্ছেদ দিয়া,
চন্দ্র-রশ্মি প্রবেশিয়া
মৃদু মৃদু সুশোভিত ললাট পরশে ;
শচী চপলার সনে,
আসিয়া অনন্য মনে
হেরে তনয়ের মুখে কৌমুদী-প্রপাত

কত চিন্তা ধরে প্রাণে,
কত আশা মনে মনে,
ভাবে যেন সে রজনী না হয় প্রভাত।
চপলার কাণে কাণে,
মৃদু পবনের স্বনে,
কহে "সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন!
মৃদু রশ্মি ক্লান্ত দেহে,
যেন পড়িয়াছে স্নেহে,
মন্দার-কুসুমে যেন চন্দ্রমা-কিরণ॥
এই সুষমার খেলা,
চাঁদেতে চাঁদের মেলা,
আহা, আজি না দেখিল, সখি, পুরন্দর!
দেখা সে হইবে যবে,
কহিব তাঁহারে তবে,
দেখিলে সে কত তাঁর জুড়াত অন্তর॥

শুনে এ রণ-সংবাদ,
করিতেন কি আহ্লাদ,
দিতেন কতই সুখে পুত্রে আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ করি কত,
স্নিগ্ধ হয়ে অবিরত
করিতেন স্নেহে অই বদন-চুম্বন॥
যদি-থাকিতাম আজ,
অমর-বৃন্দের মাঝ,
অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
আজি কত মহোৎসবে,
তুষিতাম দেব সবে,
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী॥

জয়ন্তে করিয়া সঙ্গে,
ভাসিয়া সুখ-তরঙ্গে,
ভ্রমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভুবন।
বিষ্ণুপ্রিয়া কমলারে,
ঈশান-প্রিয়া উমারে,
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন!
একা যে করিলা রণ
সহ দৈত্য শত জন!
সমরে করিলা ক্লান্ত রুদ্রপীড়-শূরে!
সে আনন্দে বিসর্জ্জন—
ধরাতে নৈমিষ বন—
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ত্ত্যপুরে!
আবার অন্তরে ভয়,
না জানি যে কিবা হয়
কালযুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত;
রুদ্রপীড় মহাবীর,
জয়ন্ত ক্লান্ত শরীর,
অসুরের অস্ত্রবৃষ্টি যেন উল্কাপাত।"

কহিয়া বিমর্ষ দুখে,
চাহি চপলার মুখে,
ফেলিয়া সুদীর্ঘশ্বাস কহে ইন্দ্রজায়া,
"তনয়ে স্মরি এখানে,
শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে,
সখি রে, দুরন্ত বড় সন্তানের মায়া!

পুত্র-মুখ যতক্ষণ
না করিনু নিরীক্ষণ,
দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক,
আগে না ভাবিয়া, সখি,
ও চারু মুখ নিরখি,
বিবশা হয়েছি এবে হারায়ে বিবেক।

অন্তরে আশঙ্কা হেন
বিপদ নিকট যেন,
সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল ভার?
সখি, অন্য কোন্ দেবে
স্মরণ করিব এবে,
সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার॥"
নিশি শেষে নিদ্রাভঙ্গে,
অর্দ্ধ চেতনের সঙ্গে,
অদূরে মুরলি-ধ্বনি বাজিলে যেমন,

স্বপ্ন সহ মিশাইয়া,
পরাণেতে জড়াইয়া,
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।
জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে,
তেমতি প্রবেশ করে
শচীর সে সুমধুর কোমল বচন।

উন্মীলিত নেত্রে বসি,
হেরি অস্তপ্রায় শশী,
কহিলা, জননীপদ করিয়া বন্দন,
"প্রভাত হইল নিশি,
প্রকাশিছে পূর্ব্বদিশি
দেখ, মাতঃ, চারু কান্তি অরুণের রাগে ;
পুত্রে আশীর্ব্বাদ কর,
না উঠিতে প্রভাকর,
প্রবেশি সংগ্রাম-স্থলে দানবের আগে॥"
শুনি শচী শতবার
শিরস্ত্রাণ লয়ে তার,
যতনে অঙ্কেতে পুত্রে করিলা ধারণ।
কহিলা "বাছা জয়ন্ত,
আশিস্ করি অনন্ত,
চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন॥

কিন্তু প্রাণে এত ভয়,
কেন রে উদয় হয়,
আতঙ্কে কি হেতু এত শরীর অস্থির!
যত চাই পূর্ব্বপানে,
ততই যেন পরাণে
অরুণকিরণ বিন্ধে সুপ্রখর তীর।
না পারি সাহস ধরি,
নয়ন প্রসার করি,
যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক-উদয় ;
বিবর্ণ যেন মিহির,
গগন-মহী-শরীর
সকলি বিবর্ণ হেরি, যেন মসীময়!

নিমেষে নিমেষে চিতে
ইচ্ছা হয় নিরখিতে,
তোমার বদন আজি ভ্রান্তিতে যেমন!
কাছে আছ ভাবি এই,
ভাবি পুনঃ কাছে নেই,
কোলশূন্য হৈল যেন ভাবি বা কখন!

কখন সে শুনি ভুলে,
তুমি যেন শ্রুতিমূলে
'জননি, জননি,' বলি করিছ নিনাদ,
কেন কেন হয় বল,
নেত্র-কোণে আসে জল,
কভু ত ছিল না হেন শচীর প্রমাদ!
একাকী যাইবে রণে,
ছাড়িতে না লয় মনে,
অন্য কোন দেবে এবে করিব স্মরণ,
বলিয়া অধিক স্নেহ,
ভুজেতে বান্ধিয়া দেহ,
হৃদয়ের কাছে আনি করিল ধারণ॥
জয়ন্ত কহিল "মাতঃ,
হবেনা বিপৎ পাত,
স্নেহেতে ভাবিছ এত, আশঙ্কা বৃথায়।
একাকী এ যুদ্ধে যাব,
নহে বড় লজ্জা পাব,
দেবদৈত্যে উপহাস করিবে আমায়॥

বৃত্রসুতে কি ভাবনা?
আমিও জানি আপনা,
কালি সে বুঝেছি যত দৈত্যের বিক্রম।
স্মরি অন্য কোন দেবে,
জননি, না কর এবে
বৃথা, কৈনু গত কল্য যত পরিশ্রম॥
দেখ মাতঃ সূর্য্যোদয়,
বিলম্ব উচিত নয়,"
বলিয়া বন্দিয়া শচী-যুগল চরণ

যুদ্ধ স্থানে কৈলা গতি,
ইন্দ্রাণী দিলা সম্মতি,
অপাঙ্গে অশ্রুর বিন্দু, আকুল বচন ॥
নিদ্রাভঙ্গে চিন্তান্বিত,
রুদ্রপীড় উৎকণ্ঠিত,
ভাবিছে কি হবে পুনঃ সমরে সে দিন।
ছিল সঙ্গে যোদ্ধা শত,
নবতি হইলা হত,
জীবিত যে কয়জন, শ্রান্তিতে মলিন ॥

কখন বা ভাবে ভ্রমে,
জয়ন্তের পরাক্রমে,
রুদ্রপীড় নাম বুঝি হয় বা নিষ্ফল ;
ইন্দ্রহস্তে হবে নাশ,
মিথ্যা বুঝি সে বিশ্বাস,
জেতৃ বুঝি নহে তার বাসব কেবল ॥

এইরূপ চিন্তান্বিত,
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত,
প্রতিজ্ঞা করিছে দৃঢ় স্মরিয়া শঙ্কর
হয় মৃত্যু নয় জয়,
নহিলে কভু নিশ্চয়
ত্রিদিবে না যাবে আর বিদারি অম্বর ॥

ভাবিতে ভাবিতে চায়,
জয়ন্তে দেখিতে পায় ;
সত্বর লইয়া সঙ্গে দশ দৈত্য বীর,
অগ্রসর হৈলা রণে,
রণ-শঙ্খ ঘনে ঘনে,
আবার নিনাদি শূন্য করিল অস্থির ॥
দ্বিগুণ বিক্রমে এবে,
দানব আক্রমে দেবে,
ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জ্জন ভীষণ।
দেবদৈত্যে যুদ্ধারম্ভ,
আবার ভুবন স্তব্ধ,
শূন্যমার্গে অবিরত অস্ত্র সংঘর্ষণ।

আবার কাঁপিল ধরা,
মূর্ত্তি ধরি ভয়ঙ্করা,
তুমুল যুদ্ধ সঙ্কুল, ক্ষুব্ধ জলস্থল ;
দগ্ধ হৈল তরুকুল,
বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমূল,
ভীষণ কর্কশ বেশে সাজে রণস্থল ॥

জয়ন্ত দানব মাঝে,
যুঝিছে তেমতি সাজে,
যুঝিলা যেমন পূর্ব্বে বিনতা-তনয়
গরুত্মান্ মহাবীর,
ফণীন্দ্রে করি অস্থির,
প্রবেশি পাতালপুরে ভুজঙ্গমময়।

চারিদিকে আশীবিষ
ফণা ধরি অহর্নিশ,
গাঢ় অন্ধকারে করে বিকট গর্জ্জন,
গরুড় দুর্জ্জয় দর্পে,
ঝাপটে ঝাপটে সর্পে
প্রসারি বিশালপক্ষ করায় ঘূর্ণন।

এরূপে পূর্ব্বাহ্ন গত,
জয়ন্ত শরে নিহত
আবার দানব পঞ্চ পড়িল ভূতলে—
পড়ে যথা ধরাধর,
শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভূমি'পর—
ভূকম্পনে চলে জল উছলে উছলে ॥

তখন আক্রুদ্ধ-বেশ,
আকুঞ্চিত ভুরু-কেশ,
রুদ্রপীড় মুহূর্ত্তেক জয়ন্তে নিরখি,
ভীষণ হুঙ্কার রবে,
শূন্যেতে তুলিলা তবে,
প্রকাণ্ড দ্রুঘণ এক মুষ্টিতে থমকি !
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে,
ঘোর শব্দ যেন মেঘে,
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার।

না করিতে সম্বরণ,
জয়ন্ত অঙ্গে পতন
হইল প্রকাণ্ড মূর্ত্তি শৈলের আকার ॥
না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিজলী হার
বিচ্ছিন্ন হইল যেন, পড়িল তেমন !
কিম্বা যেন রাশীকৃত
চন্দ্ররশ্মি আভা-হৃত,
খসিয়া পৃথিবী অঙ্গে হইল পতন !

শিরীষকুসুমস্তর,
যেন বা অবনী'পর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন,
দেখিতে দেখিতে দ্যুতিঃ,
নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গার দীপ্তি মিশায় যেমন !

মৃত্যুহীন দেবকায়া,
মূর্চ্ছাই মৃত্যুর ছায়া,
জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল,
নিদ্রিত মানব যথা,
নিশ্চল হইল তথা,
রেণু ধূসরিত তনু পড়িয়া রহিল।
উল্লাসে দানব দল,
জয়শব্দ কোলাহল,
নিনাদে, অবনী শূন্য কৈল বিদারণ ॥
শিহরে যেমন প্রাণী,
শববাহী-হরিধ্বনি,
গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ,

তেমতি সে ভয়ঙ্কর,
দানবের জয়-স্বর,
শুনিয়া শিহরে শচী অন্তরে পীড়িয়া,
চঞ্চল দামিনী যথা,
ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,
হেরে আসি পুত্রতনু ধরাতে পড়িয়া।

"হা বৎস জয়ন্ত" বলি,
স্খলিত চরণে চলি,
ধাইয়া আসিয়া পার্শ্বে ধরিল তনয় ;
কোলেতে করিল তনু,
ছিলাশূন্য যেন ধনু,
বদনে স্থাপিয়া দৃষ্টি স্পন্দহীন হয়।

না বহে শ্বাস প্রশ্বাস,
কণ্ঠে রুদ্ধ গাঢ় ভাষ,
কঠোর অশ্রুর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে,
নয়নে নিবদ্ধ হেন,
শিশিরের বিন্দু যেন
কমল পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে।

অন্তরে প্রবাহ ধায়,
হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়,
নির্গত হইতে নারে সে শোক নির্ঝর ;
যেন কল কল করি,
গহ্বর সলিলে ভরি,
পর্ব্বত নির্ঝর ভ্রমে বেষ্টিত প্রস্তর।
না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তর মূর্ত্তি অর্দ্ধ অচেতন !
পুত্রতনু কোলে ধরি,
নিরখে নয়ন ভরি,
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু হয় বিলোড়ন !

যত দেখে পুত্রমুখ,
তত বিস্ফারিত বুক,
ক্রমে তেজোরাশি তত প্রকাশে বদন ;
বারিভারাক্রান্ত মেঘ
ভেদিলে কিরণ বেগ,
প্রকাশয়ে সূর্য্য যথা, দেখিতে তেমন।
নিকটে চপলা সখী,
শচীর মুখ নিরখি,
স্তব্ধভাব উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে না পায়,

নয়নে অশ্রুর ধার,
গলিত যেন তুষার,
বদন উরস বহি দর দর ধায়।
ভাবে দৈত্যসুত মনে,
চাহিয়া শচী-বদনে,
পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে ;
ধরিতে না উঠে কর,
চরণ হয় অচর,
এর চেয়ে নাহি কেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ?

বুঝি বা নিষ্ফল যায়
জনকের অভিপ্রায়,
সমরের এত ক্লেশ, এত যে আয়াস !
জয়ন্ত সমরে হত,
সুধু সে সুখ্যাতি কত ?
বুঝি পূর্ণ না হইল চিত্ত অভিলাষ॥

চিন্তা করি ক্ষণকাল,
নিকটে ডাকে করাল,
অনুচর দৈত্যে এক নিকন্ধর নাম ;
চিত্তে নাহি দয়ালেশ,
খল পামরের শেষ,
তারে আজ্ঞা দিলা পূরাইতে মনস্কাম।

উল্লাসে দানব ক্রূর,
সর্প যেন ছাড়ি দূর,
শচীর পশ্চাতে দ্রুত করিয়া গমন ;
ভুজঙ্গ জড়ায় যেন,
করেতে কুন্তল হেন
জড়ায়ে, তুলিলা কেশে করি আকর্ষণ।
হায় মতঙ্গজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর ;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল লতা,
দুলিতে লাগিল শূন্যে শচী-কলেবর !

করিয়া উল্লাস ধ্বনি,
মুহূর্ত্তে ছাড়ি অবনী,
উঠিল অচল পথে দানবের দল
শিখরে শিখরে পদ,
এড়ায়ে কন্দর নদ,
শূন্যমার্গে চলে দৈত্য কাঁপায়ে অচল।
সংহতি চলে চপলা,
আকাশ করি উজলা,
ক্রন্দন-নিনাদে পূরি অন্তরীক্ষদেশ ;
ছাড়িয়া উদয়-গিরি,
নানা শৈলশিরে ফিরি,
স্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ।

রুদ্রপীড় অগ্রসর,
শঙ্খে ঘন ঘোর স্বর
অমরা কম্পিত করি বাজায় তখন ;
শুনিয়া দনুজ যত,
প্রাচীরে প্রাচীরে শত
শত কম্বুনাদ করে নিস্বন ভীষণ।

সে নাদ পশিল কাণে,
বাজিল শচীর প্রাণে,
সহসা ঘুচিল স্তম্ভ, চেতনা জাগিল
স্মৃতি-পথে আচম্বিতে,
উথিত হইয়া চিতে,
চিন্তা-সরিতের স্রোত উথলি চলিল।

"কোথায় জয়ন্ত হায় !"
বলি চারি দিকে চায়,
"কে করিল শূন্যকোল, কে হরিল তোরে !
"বিপদে রাখিতে মায়
আসিয়া ফেলিলি তায়
অকূল আঁধারময় শোকসিন্ধু ঘোরে !
কি দেখিতে আসি হেথা,
হে ইন্দ্র, সূর্য্য, প্রচেতা,
কই, কোথা আমার সে জিনি পারিজাত ?

জয়ন্ত কুমার কই ?
শচীর নন্দন কই ?
দেবরাজ পুত্র কই ? হায় রে বিধাতঃ !
হা শঙ্কর উমাপতি !
হা বিষ্ণু কমলাপতি !
হায় গৌরী, হায় রমা, হায় বাগ্‌বাণী—!
শুষ্ক আজি অকস্মাৎ,
শচী-হৃদি পারিজাত,
কি আর দেখাবে স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !

এসো সে দেখিবে এবে,
দানবের পদ-সেবে,
দুঃখিনী সহায়হীনা শচী ইন্দ্রজায়া !
কোথায় ত্রিদশকুল !
কোথা আদ্যাশক্তি মূল !
দনুজ-পরশে শচী—কলুষিত কায়া !”

বলি কাঁদে ইন্দ্রপ্রিয়া,
ঘৃণাতাপে দগ্ধ হিয়া,
প্রজ্বলিত শোকানল-শিখায় অস্থির ;
“হা জয়ন্ত বলি চায়,
নাসাপথে বেগে ধায়
উত্তপ্ত ভীষণ শ্বাস প্রশ্বাস গভীর।
বহে চক্ষে জলধারা—
যথা সে ত্রিলোক-তারা
ত্রিপথগা গঙ্গা যবে বিষ্ণুর চরণে
বহিলা অনন্ত স্বেদি,
ব্যোমকেশ-জটা ভেদি,
বিপুল তরঙ্গে ভাসাইয়া ঐরাবণে।

শচীর নন্দন-নাদে,
ত্রিলোকের জীব কাঁদে,
ব্যাকুলিত কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মপুরী ;
ব্যাকুলিত রসাতল,
ব্যাকুল অবনীতল,
শচীর আক্ষেপ ধায় ত্রিজগৎ পূরি।

যথা মহাবাত্যা যবে,
ধ্বনি করে ঘোর রবে,
ঘন বেগে ঘন ধারা, মারুত-গর্জ্জন ;
কখন বা হয় শান্ত,
কখন দাপে দুর্দ্দান্ত,
ভীষণ প্রচণ্ড বায়ু, প্রচণ্ড বর্ষণ।
শচী কান্দে সেই বেশ,
শূন্যে আকর্ষিত কেশ,
বৃত্রাসুর দূত আসি রুদ্রপীড়ে কয় ;
“প্রবেশ অমরাবতী,
দেখ সে দেব-দুর্গতি,
সমরে অমর সহ দানবের জয়।”
রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি ;
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল,
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি
দেখিতে দেখিতে চলে,
বৃত্রাসুর-সভাতলে,
নিকষ্কর শচীদেহ সেখানে রাখিল ;
শচীমূর্ত্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্যগতি,
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল।

দশম সর্গ।

হেথায় কুমেরুশৈল ছাড়িয়া বাসব,
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে হয়ে সুসজ্জিত—
চলিলা কৈলাসধামে নিয়তি আদেশে,
নিত্য বিরাজিত যেথা উমা, উমাপতি

উঠিতে লাগিলা শূন্যে, নিম্নে ধরাতল—
জলধি পর্ব্বতমালা তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন
বিভূষিত বেশভূষা চারু অবয়ব।

নীলবর্ণ শোভাপূর্ণ বিশাল শরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি ;
অরণ্যানী শত শত কত শোভাময়
কোন থানে বিরাজিত বিটপমণ্ডলী।

কত বেগবতী নদী শাখা প্রসারিয়া
ঢালিছে ধরণী অঙ্গে তরঙ্গ বিমল,
ঘেরিয়া কানন, গিরি, নগরী, সুন্দর—
সহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।

স্তরে স্তরে মেঘাকারে শোভে কোনখানে
সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুজ্ঝটি-আবৃত,
সুদৃশ্য ধরণী অঙ্গে কিবা সুললিত,
মণ্ডিত শিখর চারু ভানুর ছটায়!

হিমাদ্রির উচ্চ-শৃঙ্গ দূর অন্তরীক্ষে
দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ-মণ্ডিত—
দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার
প্রকাশিলা কোন কালে পবিত্র ভারতে—

দেখিলা শৃঙ্গেতে তার গোমুখীগহ্বরে
ধায় ভাগীরথী-ধারা, দেখিলা নিকটে
কালিন্দী-সরিৎ-স্রোত বহিছে কল্লোলে,
সাজাইতে পুণ্যভূমি আর্য্য-প্রিয়-দেশ।

ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে
জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরাসঙ্গে, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সূর্য্য চারিধারে,
শীতল কিরণে পূর্ণ করি নভঃস্থল।

ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো দূর শূন্যপথে অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু ঘেরিয়া ভাস্করে।

সে সকলে দূরে রাখি গ্রহ শনৈশ্চর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া ভাস্করে
অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা সুন্দর!

দেখিলা সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন,
অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদা নিজ নিজ পথে
বিবিধ বরণ ছটা অঙ্গে প্রকাশিয়া,
আনন্দিত করি শূন্য অপূর্ব্ব ধ্বনিতে।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
উর্দ্ধ উর্দ্ধ বায়ু স্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অতি,
সুদূর নক্ষত্র-তুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীন প্রায়—মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিম্নদেশে।

অদৃশ্য ধরণী শেষ—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে

শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য, প্রশান্ত গভীর,
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ, ব্যাস অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি কোটি কোটি কত!

বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অঙ্গ, সংযত মূরতি,
প্রকাশিত বক্তু, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা;
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি।

গাঙ্গেয় সলিল কণা কণা পরিমাণে
ঝরিতেছে জটাজূটে— ঝরিছে তেমতি,
হিমাদ্রি অচল অঙ্গে উত্তুঙ্গ শিখর,
ধবলগিরিতে যথা হিমবরিষণ।

বসিয়া নিমগ্ন চিত্ত গভীর কথনে;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বাম দেশে;
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিম্ব যত
দেখায়ে গৌরীরে তত্ত্ব কহেন বুঝায়ে;—

কি হেতু হইল সৃষ্টি, সৃষ্টি কি প্রকারে
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ, প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি সংস্থাপনা।

পুরুষপ্রকৃতিভেদ হৈল কিবা হেতু,
হইল বা কতকাল, কিরূপ সে ভেদ,
ছিল কিম্বা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে,
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ।

কতকাল কোন্ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে,
সৃষ্টির প্রারম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকার;
কেন বা জগৎ গর্ভে সকলি অস্থায়ী,
সদা পরিবর্ত্তশীল জড় কি চেতন।

কিরূপে অণুর সৃষ্টি, জীবের অঙ্কুর,
হইল আদি মুহূর্ত্তে, বিনাশন যবে
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল;
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন।

এই বিশ্ব সুপ্রত্যক্ষ—এ সৌর জগৎ—
বর্ত্তমান কত কাল থাকিবে এ আর;
নরদেহধারী প্রাণী মনুজ আখ্যাত
ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্পান্তর পরে।

পাপ পুণ্য কিসে হয়; দুষ্কৃতি, সুকৃতি,
অদৃষ্ট-অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে;
সুখ হৈতে মানবের দুঃখ পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে।

অন্য জীব-আত্মা, আর নরের আত্মায়
কি ভেদ, কি ভেদ দেব মানবসন্তানে,
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ, মুক্তি বা নির্ব্বাণ;
দেবতা, মানব, দৈত্য ভিতরে কি ভেদ।

এইরূপ দেব-নর-চিন্তার অতীত
নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণীত করি ব্যোমকেশ
কহিছেন ভবানীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে,
শুনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত।

এরূপে ব্যাপৃত হৈমবতী মহেশ্বর,
মহা ঘোর শূন্যগর্ভ কৈলাস ভিতরে;
হেনকালে সুরপতি আসিয়া সেথায়
সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা, উমাপতি হরে।

বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর বচনে
কুশল জিজ্ঞাসি তায় কৈলা সম্ভাষণ;
জিজ্ঞাসিলা "কি কারণে গত এত কাল
না আইলা পুরন্দর কৈলাসপুরীতে?

"কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস?
সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ শুষ্ক সমাধিতে যেন,
কিম্বা যেন রণস্থলে ছিলা কতকাল,—
কি বিপদ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে?"

কহিলা মেঘবাহন—"হে আদ্যা প্রকৃতি,
ভুলিলা কি সর্ব্ব কথা—দেবের দুর্দ্দশা
কি করিলা বৃত্রাসুর মহেশ্বর বরে,
সমরে অমরাবতী জিনিয়া প্রতাপে?

'দেবগণ স্বর্গচ্যুত, জ্যোতিঃশূন্য দেহ,
শিবদত্ত মহাশূল আঘাতে তাড়িত,
রক্ষা পাইল কোন মতে পাতালে পশিয়া;
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস!

শচী বৈজয়ন্তহারা ভ্রমিছে ধরায়,
অরণ্যে নিবাস নিত্য অহর্নিশিকাল;
অন্য দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,
না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া।

"ত্রিদিব বিজয়াবধি নিয়তি পূজায়
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেরু জঠরে,
পরাজিত, পরাশ্রিত, শক্র তিরস্কৃত—
বিপদ ইহার হ'তে কি আর ভবানি?

"ভুলিলা কি, মাহেশ্বরি' মহেশের মত,
সুরবৃন্দে একেবারে? ভুলিলা বাসবে?
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীরে? পর্ব্বতনন্দিনি,
পার্ব্বতি, ভুলিলা কি গো পুত্র ষড়াননে?

"জানি নাই, ভাবি নাই, বিপদ নূতন
হৈল কিনা উপস্থিত অন্য কিছু আর—
নিয়তি আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষ পথে
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস উদ্দেশে।"

ভবানী কহিলা "সত্য ওহে ভগবন্,
ভ্রান্ত হৈয়ে এত দিন তত্ত্ব আলাপনে
ছিলাম ঈশান সঙ্গে রত এইরূপে;—
জান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব শ্রবণে।

"কি কব সে মৃত্যুঞ্জয়ে, সদা আশুতোষ,
যে যাহা বাসনা করে, না ভাবি পশ্চাৎ
দেন তারে অচিরাৎ বর আকাঙ্ক্ষিত,
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিন্তাসুখে।

"এতক্ষণ, ইন্দ্র, তুমি উপস্থিত হেথা,
কথোপকথন এত তোমায় আমায়,
হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি তেমনি,
উমাপতি সমভাব,—সংজ্ঞা-বিরহিত!

"অমরে যন্ত্রণা এত দিলা বৃত্রাসুর!
আহা, ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা হে তুমি!
শচীর ধরায় বাস অরণ্য ভিতরে!
কার্ত্তিকেয় মহামূর্চ্ছা যাতনা পীড়িত!

"ইন্দ্র, আমি এইক্ষণে কহিব শঙ্করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট দৈত্যদুরাচার
উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কারি,—
করেন এখনি দৈত্য নিধন উপায়।"

এত কহি কাত্যায়নী চাহি মহাদেবে
কহিলা—"শঙ্কর, হের আইলা বাসব
কৈলাসভুবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে,
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের পীড়নে।

"হে শূলিন্, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট
ঘটাও অমরবৃন্দে, দৈত্যে আশ্বাসিয়া ;
দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার—
দানব দৌরাত্ম্যে, দেব না পারে তিষ্ঠিতে।

"মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহ-বিরহিত,
দেবদেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে,
ভুলিয়া আপন পুত্র পার্ব্বতীতনয়ে,
আছ নিত্য এই ধ্যান-সুখে নিমীলিত।

"রক্ষিতে না পার যদি সৃষ্টির নিয়ম,
আশু তুষ্ট হয়ে তবে কেন দুষ্ট জনে
বর দিয়া, পাড় এত বিষম উৎপাত ?
উমাপতি, কর বৃত্র নিধন উপায়।"

ত্রিপুর-অন্তক শম্ভু শিবানীরে চাহি
কহিলা "হে হৈমবতী, বৃত্রের সংহার
এখন (ও) কি না হইল ? পাপিষ্ঠ দনুজ
এখন (ও) কি সুরবৃন্দে করে নিপীড়ন ?

"রহ গৌরী, ক্ষণকাল" বলি চিন্তা করি,
কহিলেন শূলপাণি "শুন হে বাসব,
দুঃখ অবসান তব হইবে সত্বর —
বৃত্রের নিধন ব্রহ্ম-দিবা অবসানে।"

ইন্দ্র কহে "দেবদেব,জানি সে সংবাদ
অদৃষ্ট পূজিয়া বহুকষ্টে বহুকাল ;
আদেশে তাঁহার এবে এসেছি কৈলাসে,
বৃত্র বিনাশের প্রথা জানিতে বিশেষ।

"ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে,
বৃত্রভুজদর্পে রণে হয়ে পরাজিত,
বাসবের বলবীর্য্য নহে অবিদিত,
ত্র্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে

"আপন মহিমা ব্যক্ত করিতে আপনি
না পারি—নাহি সম্ভবে আত্মগুণে কভু—
ত্রিপুরারি, তবু চিত্ত বেদনার বেগ
দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে।

"ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত,
অসুরের রণে কভু নাহি পরাভব,
আজি সে ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাসুরে দিয়া,
ভ্রমি হের নানা স্থানে ভিক্ষুক সদৃশ।

"একোদণ্ড-তেজে দৈত্য না বধেছি কারে ?
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার ?
কি কব, করিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে,
আপন ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া শূলপাণি !"

কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ
ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক ;
ইন্দ্রের পরশে গাঢ়, চমকে চমকে,
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতিঃ অপরূপ।

সামান্য মানবকুলে বীর যেবা হয়,
অরাতির দম্ভ তার চিত্তের গরল ;
পতঙ্গ কীটের তুল্য নহে যে পরাণী,
শত্রু নির্যাতনে মৃত্যু সেও চাহে কভু।

মহাবীর্য্যবান্ ইন্দ্র, দেবের প্রধান—
দনুজ-বিজিত হয়ে, হৃতি-প্রজ্বলিত
বহ্নিতুল্য চিত্ততাপে দগ্ধ নিরন্তর,
হৃদয়ের দীপ্ত জ্বালা বাক্যেতে প্রকাশে

শুনে উমা, উমাপতি আকৃষ্ট হইয়া,
ইন্দ্রের কাতর উক্তি, চিত্তে তীব্র বেগ ;
হেনকালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা
ঈষৎ কাঁপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে

সিয়া পড়িল ধনু আখণ্ডল করে,
মার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল,
হসা উদ্বেগ চিত্ত হইল সবার,
পদে স্মরিছে যেন অনুগত কেহ।

জ্ঞাসিলা মহেশ্বর চাহিয়া উমারে—
কেন হৈমবতি, হেন হয় অকস্মাৎ
পদে স্মরণ শিবে করিছে কেহ বা ?
হসা নতুবা জটা কাঁপিছে কি হেতু ?,'

ফুরাতে শিববাক্য, কহিলা পার্ব্বতী
হ উমেশ, শচী আজ করিছে স্মরণ,
পদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে—
ন্দির হইতে দৈত্য করিছে হরণ।'

বানীর বাক্যারম্ভে দেবেন্দ্র বাসব
নিতে পারিয়া সর্ব্ব, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
লিয়া কার্ম্মুক শূন্যে—দিব্য জ্যোতির্ম্ময়—
গ-অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।

তষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল" বলিয়া মহেশ
স্ত প্রসারিয়া তারে কৈলা নিবারণ।
ব-করে আকর্ষিত হ'য়ে আখণ্ডল,
র্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব—

ঝ বাত্যা-উত্তেজিত, মেদিনী গ্রাসিয়া,
য় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
 বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,
বষ্টি চতুর্দ্দিক্ দৃঢ় পাষাণ-ভিত্তিতে।

র্জ্জি হেন ক্ষণকাল শান্তভাব কিছু,
হিলা "ধূর্জ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি ?
। ছিল ইন্দ্রের শেষে তাহাও দনুজে
মর্পিলা এতদিনে, মৃত্যুঞ্জয়ী দেব ?

"পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,
রক্ষা হেতু যাই তাহে করহ নিষেধ ?
বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা
না থাকিবে বাকি কিছু বৃত্রাসুর কাছে ?

"কেন তবে সৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর ?
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি-বিরচিত
নাহি চূর্ণ কর তবে ?—কেন, হে বিধাতঃ,
করিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে ?

"শিবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে ?
অমরে অপ্রীতি সদা, সম্প্রীতি অসুরে ?
এই কি সে সর্ব্বজন-পূজিত শঙ্কর ?
স্বজনের শত্রু যাঁর মিত্র আচরিত ?

"নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
বৃত্রবধ কি উপায়ে ছাড়হ আমায়,
দেখ, পশুপতি, এবে কোদণ্ড সহায়
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।"

ইন্দ্রের ভৎর্সনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক
কহিলা আনিতে শূল, বীরভদ্রে চাহি,
কহিলা বাসবে "শান্ত হও, সুরপতি,
শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।

"এত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
অমরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—
পরশে শরীর তার ?—হা রে বৃত্রাসুর !
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি ?"

বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজূট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।

গর্জ্জিলা তেমতি, যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্ত্যে গোমুখী-গহ্বরে ;
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়—
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ।

ধরিলা সংহারমূর্ত্তি রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে—দীপ্ত শ্বেত তনু,
অনলসমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।

ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানী পশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান ;
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী ঈশানে উচ্চ করিলা সম্ভাষ—

"সম্বর সম্বর, দেব, সংহার-ত্রিশূল,
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টি বিনাশন,
সম্বরণ কর শীঘ্র সংহার-মূরতি।

"কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ?
কি দোষ করিলা অন্য প্রাণী যে সকল?
কোন্ দোষে দোষী, দেব, দেবতামানব?
একা বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্বধ্বংস কর?

"কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টি নাশ হবে ;
ভবিতব্য লিপি, দেব, না কর খণ্ডন,
সম্বর সংহার-মূর্ত্তি, ঈশ, উমাপতি।"

পার্ব্বতী-বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্রবেশ,
ধরিলা আবার পূর্ব্ব প্রশান্ত মূরতি—
রজতগিরি-সন্নিভ ধবল অচল
ভূষিয়া বরষে যথা হিমানীর কণা।

সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা
"আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম,
পার্ব্বতী কহিলা সত্য এ শূল নিক্ষেপে
সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হবে অকস্মাৎ।

"পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধান,
মহা তেজঃপুঞ্জ ঋষি, দেব উপকারে
ত্যজিবে আপন দেহ, পবিত্র হৃদয়।

"দধীচির পূত অস্থি বিশ্বকর্ম্মা করে
হইবে অদ্ভুত অস্ত্র—অমোঘসন্ধান ;
সংহার ত্রিশূল তুল্য তেজঃ সে আয়ুধে,
প্রলয়বিষাণ শব্দে নিনাদিবে সদা ;

"অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র বহ্নিময়
সর্ব্বত্র সকল কালে সর্ব্বসংহারক ;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব উৎপাত ;
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।

"ব্রহ্মার দিবার অন্তে সায়াহ্নে যখন
সূর্য্যরথ অস্তাচল চূড়া পরশিবে,
নিক্ষেপ করিবে তাহা বৃত্র বক্ষঃস্থলে ;
যাও শচী উদ্ধারিতে, সত্বরে বাসব।

"বদরী আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে, বিষ্ণু আরাধনা ধরি,
সেই স্থানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।"

শুনিয়া শঙ্কর বাক্য সহর্ষ বাসব,
বিশ্বমাতা উমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে,
বন্দি গাঢ় ভক্তিসহ দেব উমাপতি,
চলিলা দধীচি পার্শ্বে শূন্যেতে মিশায়ে

একাদশ সর্গ।

—–*—–

সমরে অমর পুনঃ হৈলা পরাভব,
অমরাবতীতে দৈত্য করে মহোৎসব।
জয়ধ্বনি, কোলাহল, পথে পথে পথে;
ভ্রমিছে দানববৃন্দ পূর্ণ মনোরথে।
রথব্রজ সুসজ্জিত, সুসজ্জিত হয়,
সজ্জনাশোভিত শান্ত কুঞ্জরনিচয়,
আরূঢ় সৈনিকবৃন্দ উৎসবে নিরত,
সমূহ অমরা ব্যাপি ভ্রমে অবিরত।
পুষ্পমাল্য পরিপূর্ণ গৃহ হর্ম্ম্যরাজি;
বর্ম্মপাশে শোভে দিবা পতাকায় সাজি;
সিঞ্চিত সুগন্ধি বারি স্নিগ্ধ পথিকুল;
চতুষ্পথ পথ উর্দ্ধে বিস্তারিত ফুল।
বাজিছে প্রাচীরে, শৈল শিখরে শিখরে
বিজয়দুন্দুভি, মৃদু জলদের স্বরে;
ভাসিছে আনন্দে দৈত্যরমণীমণ্ডলী,
সংগ্রামনিবৃত্ত পুত্র, পতি বক্ষে দলি;
মার্জ্জিত পুষ্পের হার গ্রথিত যতনে
পরাইছে পতিপুত্রে প্রফুল্লিত মনে।
মঙ্গল সূচনা নানা মঙ্গল বাদন,
আলয়ে আলয়ে সদা সঙ্গীত নর্ত্তন।
পদব্রজে গীতিজীবী চিত্ত উৎসাহিত,
গাইয়া ভ্রমিছে সুখে বিজয়-সঙ্গীত।

অসীম আনন্দ মনে, দিতিসুতগণে
সুখে নিরখিছে আশু আশার দর্পণে;—
সমরে অমরজয়—স্বর্গপুরে শচী—
জড়াইছে চিত্তে নানা বাসনা বিরচি।
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈত্যবালাগণ,
বিচলিত কেশবেশ, স্খলিত বসন;
অঞ্চল লুটায় ভূমে, কঞ্চুলিকা খসে,
রসনা ত্যজিয়া শ্রোণি নিতম্ব পরশে;

বক্ষঃ ছাড়ি ভুজশিরে উঠে একাবলী;
কুণ্ডল চঞ্চল ভয়ে ধরে কেশাবলী;
মঞ্জীর ছাড়িয়া পদ পড়ে ক্ষিতিতলে;
চরণ-অলক্ত লুপ্ত পৃক্ত রেণুদলে।

ছুটিছে আনন্দস্রোত ত্রিদিব পূরিয়া,
ভ্রমিছে দানববৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়া;
রুদ্রপীড় যশোগীত সর্ব্বজন মুখে,
বৃত্রের বিক্রম সর্ব্বজন ভাবে সুখে।
বৈজয়ন্ত মাঝে ঐন্দ্রিলার নৃত্যাগারে,
দৈত্যপতি পুত্র মুখ আনন্দে নেহারে।
ঐন্দ্রিলা বসিয়া বামপার্শ্বে হাস্যমুখ,
শচীর হরণবার্ত্তা শুনিতে উৎসুক।
রুদ্রপীড়ে সম্বোধন করি দৈত্যরাজ
কহিলা "তনয়, দীপ্ত দৈত্যর সমাজ
তোমার যশঃ প্রভায়, তোমার বিক্রমে;
কিরূপে আনিলা শচী কহ অনুক্রমে।"
রুদ্রপীড়—বৃত্রপুত্র—বাক্য সুবিনীত
কহিলা পিতারে চাহি "সামান্য সে পিতঃ,
সামান্য বারতা তুচ্ছ কহিব কি আর,
দেখিলাম স্বর্গে আসি যেবা চমৎকার,
সে কথা অগ্রেতে, তাত, শুনাও তনয়ে—
নির্জীব নিরখি কেন অমরনিচয়ে?
কবে হৈল কিবা যুদ্ধ, কে যুদ্ধ করিল?
কোন্ বীর বাহুবলে বিপক্ষে মথিল?
বড়ই রহিল ক্ষোভ—আমি সে সমরে
না লভিনু কোন যশঃ যুঝিয়া অমরে!
না জানি যে ভাগ্যধর কত সুসৈনিক,
আমার পূর্ব্বের যশঃ করিল অলীক।
কি সামান্য খ্যাতি লভি জয়ন্তে জিনিয়া?
কিবা কীর্ত্তি করি লাভ, শচীরে আনিয়া?

অন্ত না থাকিত, কীর্ত্তি হইত অক্ষয়,
এ যুদ্ধে অমরবৃন্দে কৈলে পরাজয় !
বৃথা সে জল্পনা, তাত, কহিয়া সংবাদ,
প্রীতি দান কর পুত্রে—শুনিতে আহ্লাদ।”
রুদ্রপীড় বাক্যে তবে দনুজের পতি
কহিলা “তনয়, নাহি হও ক্ষুণ্ণমতি।
যশোভাগ্য বড় তব জানিহ নিশ্চয়,
ছিলে না এ দেবাসুর যুদ্ধে সে সময় ;
থাকিলে সুখ্যাতিভাগ বৃদ্ধি না পাইত,
অথবা পূর্ব্বের যশে মালিন্য ধরিত।
মহাপরাক্রান্ত যত সেনাপতি মম,
সর্ব্বজনে এ সমরে হৈলা অসম্ভ্রম।
শুন তবে, চিত্তে যদি এতই আক্ষেপ,
সংগ্রামের সমাচার কহি সে সংক্ষেপ।
নৈমিষ কাননে গতি করিলা যখন,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে তার যত সুরগণ
চারিধারে একেবারে বিষম সাহসে
আক্রমণ কৈলা পুরী সহসা হরষে ;
পাইল কি না পাইল ইন্দ্র সমাচার
কহিতে না পারি, কিন্তু বিক্রমে দুর্ব্বার
পশিতে লাগিল দ্বার করিয়া উচ্ছেদ,
লঙ্ঘিয়া প্রাচীরচূড়া, ভিত্তি করি ভেদ,
তিন অহোরাত্রি দৃষ্টি শ্রুতিপথ রোধে,
অম্বরে অস্ত্রের বৃষ্টি উভ পক্ষ যোধে।
দেবতা দৈত্যের জান সমরের প্রথা,
জান ত কি দুর্নিবার সংক্রুদ্ধ দেবতা ;
বৈশ্বানর অরুণের জান ত প্রতাপ.
একে একে যুঝে যদি ধরিয়া উত্তাপ ;
বরুণের তীব্রবেগ, প্রভঞ্জন বল,
পার্ব্বতীপুত্রের বীর্য্য, সমর-কৌশল,
অবগত আছ সর্ব্ব ; একত্র সে সবে,
একেবারে প্রজ্বলিত করিলা আহবে।
অগ্নি প্রবেশিলা তেজে পশ্চিম তোরণে ;
সূর্য্য দেখা দিলা পূর্ব্বে সহস্র কিরণে ;
উত্তর তোরণে দোঁহে বরুণ পবন ;
পুরদ্বার লৈলা নিজে পার্ব্বতীনন্দন।
অসংখ্য অমরসৈন্য সংহতি সবার
একেবারে ভেদ কৈলা পুরী চারিদ্বার।
পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ, বীরবর্গ যত,
রণক্ষেত্র আচ্ছাদিয়া পড়ে অবিরত ;
তুমুলরণসঙ্কুল উভয় সেনায়,
পরাজয় দৈত্যদলে, জয় দেবতায়।
অসহ্য দুর্দ্ধর্ষ বেগে একান্ত অস্থির,
ভঙ্গ দিলা যুদ্ধ ত্যজি দৈত্যপক্ষ বীর।
পুরীমধ্যে প্রবেশিলা আদিত্য সকল ;
বিত্রস্ত অসুর সৈন্য আতঙ্কে বিহ্বল।
তখন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিরত
আদিতেয়গণে করি পুরী বহির্গত।
পূর্ব্ব রণে ত্রিদশ পলায় রসাতলে,
এবার রহিল সবে সংগ্রামের স্থলে ;
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ, অদ্ভুত বিক্রম ;
সম্প্রহারে আমারও হৈল বহুশ্রম
তখন সে শিবদত্ত ত্রিশূল প্রহারে,
একেবারে বিলুণ্ঠিত কৈনু সবাকারে।
দেবের যে মৃত্যু, সবে এবে সে মূর্চ্ছায়—
কত কাল না ভুগিব আর সে জ্বালায়॥”
শুনিতে শুনিতে-রুদ্রপীড় সর্ব্বকায়
লোমহর্ষ দেখা দিল উৎসাহ ছটায় ;
বিস্ফারিত নেত্র, উরঃস্থল বিস্ফারিত—
গুণ ছিন্ন হৈলে যথা ধনু প্রসারিত,
অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে,
ব্যালগ্রাহী কোলাহল শুনিলে অন্তরে—
সেই ভাবে রুদ্রপীড় চাহিয়া জনকে
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ হলকে হলকে।
কহিল “হা পিতঃ, মম না ঘটিল ভাগে
যুঝিতে সে দেবাসুর যুদ্ধে অনুরাগে ;
সুযোগ তাদৃশ আর ঘটন দুষ্কর—
চির আশা এত দিনে হইল অন্তর !”

বৃত্রাসুর কহে "পুত্র, না ভাব বিষাদ,
কহ এবে শুনি তব নৈমিষ-সংবাদ।
বহু খ্যাতি কৈলা লাভ সে কার্য্য সাধনে,
পূরিছে অমরা তব যশের কীর্ত্তনে।"
পিতার আদেশে রুদ্রপীড় আদি-অন্ত
প্রকাশ করিলা জিনে যেরূপে জয়ন্ত;
কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,
আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ।
শুনিয়া ঐন্দ্রিলা মহা-আনন্দে মগন,
মুখঘ্রাণ লয়ে শীর্ষ করিলা চুম্বন;—
কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন,
কিরূপ বসন, ভূষা, চলন কিরূপ;
কত বয়ঃ, কার মত, কিবা তার রূপ;
হাব, ভাব, হাসি-ভঙ্গি, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষঃ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,
দেখিতে কিরূপ—জিজ্ঞাসয়ে শতবার;
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ, ভুরু কি প্রকার;
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন,
শতবার শত ছলে করিলা শ্রবণ।
রুদ্রপীড় কহে "শচী অতি রূপবতী,
বর্ণিতে সেরূপ নাহি আইসে ভারতী;
রূপ হ'তে গাম্ভীর্য্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার(ই) চিত্তে সম্ভ্রম-উদয়;
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি;
দেবী বটে, বটে শচী শক্রর বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে প্রভাবিতা।"
শুনিয়া উথলে ঐন্দ্রিলার চিত্তবেগ;
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ।
বহুদিন হ'তে শচীরূপের গরিমা,
বহুদিন হ'তে তার গর্ব্বের মহিমা,
শুনিত ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বে কখন কদাচ,
আঁচে শুনা, আঁচে জানা, কটুতার আঁচ
পরাণে আছিল অগ্রে; শুনিত ভুলিত,
শচীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত।
এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপ গুণ,
হৃদয়ে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন।
হিংসার ভাজন যদি থাকে বহু দূরে,
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পূরে;
নিকটে আসিলে বিষ উথলে তখন,
অসহ্য, হৃদয়ে জ্বলে চিতার দহন।
আছিল বিশ্বাস অগ্রে, গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল;
সৌরভ যে এত তার, মাধুর্য্য নির্ম্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল;
তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি—
জ্বলন্ত গরলে যেন পূরিল পরাণী।
লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর,
বৃত্রাসুরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—
"যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন;
সত্যই কি শচী তবে এরূপ রূপসী?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী!
আমার এ কেশ, তার কুন্তল তুলায়,
চারুতায়, মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায়।
এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা?
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী?
সিংহীর চলনি তার আমি সে শৃগালী?
শুন, হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না সহি;
এখনি আনহ শচী, কিঙ্করীর বেশে,
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে, রূপব্যাখ্যা শেষে;
রূপ আছে, আছে তার, রূপ কেবা চায়?
দেখি আগে কেমন সে চামর ঢুলায়;
দেখি আগে হাতে দিয়ে তাম্বুল আধার,
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গের সংস্কার;

কেমন পরায় বাস সাজায় ভূষণ,
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন ;
জানে যদি ভালমত হাব ভাব হাস,
রাখিব নিকটে তারে, শিখাবে বিলাস ;
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ ধারে ;
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,
পাবে সুখ, রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে।
আন তারে, দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,
চল আজ মহোৎসবে সুমেরু শিখর ;
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিণী,
হইয়া বসন-ভূষা-তাম্বূল-বাহিনী ;
দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—
পুলোমদুহিতা কিম্বা দৈত্য-মহিলার ?”
শুনিয়া জননী-বাক্য, বিনীত-বচনে
রুদ্রপীড় কহে, মাতঃ, কষ্ট কি কারণে ?
দাসী হতে আসিয়াছে হইবে সে দাসী ;
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি ?”
পুত্রের বচনে, চাহি ব্যাঘ্রীর সদৃশ,
কটাক্ষ করিয়া কূট, নেত্র-অনিমিষ
ঐন্দ্রিলা কহিলা, “পুত্র, তুমি শিশু অতি,
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?
বামন কি পারে কভু শিখর পরশে ?
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?
নারী মাঝে আমা হ'তে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ—
হৃদে জ্বলে হলাহল—সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম ;
শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন—
“অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ॥”
কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;
শচীরে ভাবিয়া হৈল আকুল পরাণী।
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল ;
বাজিল প্রলয় শৃঙ্গ শ্রুতি নিদারুণ ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ ;
বাসুকী গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত ;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত ;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয় ;
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয় ;
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরশৃঙ্গ পড়ে ;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে ;
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয় ;
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয় ;
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরু শিখর ;
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর !
ঐন্দ্রিলার হস্ত হ'তে খসিল কঙ্কণ ;
রুদ্রপীড় অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ ;
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
“রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-শিখা” বলিয়া উঠিল

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বৃত্রসংহার।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বাদশ সর্গ।

—:*:—

কহ 'মাতঃ শ্বেতভূজে, স্বয়ম্ভুনন্দিনি,
কি হইলা অতঃপর বৈজয়ন্ত-ধামে ?
শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা, ব্যাপি ব্যোমদেশ,
ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোক্যমণ্ডল।

কি করিলা বৃত্রাসুর, কি ভাবিলা চিতে,
শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর প্রলয়-বিষাণ ?
দাম্ভিকা গন্ধর্ব্ব-বালা দৈত্যেন্দ্র-মহিষী,
সে দৈব-উৎপাতে, কহ, চিত্তে কি ভাবিলা ?

ইন্দ্রপুরী প্রবেশিয়া পুলোমনন্দিনী
যাপিলা কি রূপে কাল রিপুদল মাঝে ?
কি করিলা দেবগণ দানবে দণ্ডিতে ?
কি রূপে যুঝিলা—স্বর্গ, শচী, উদ্ধারিতে ?

কেমনে দেবেন্দ্র ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে,
লভিলা দধীচি-অস্থি ? বিশ্বকর্ম্মা তায়
কিরূপে গঠিলা বজ্র—ভীম প্রহরণ ?
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র বৃত্র মহাসুরে ?

কহ, মাতঃ, অমরার কোন স্থানে এবে
শিব-শক্তিপর বৃত্র ?—কি চিন্তা-পীড়িত ?
শূন্য কেন বৈজয়ন্ত সভাগৃহ আজি ?
হে দেবি, করিয়া দয়া, কহ সে ভারতী।

উত্তুঙ্গ সুমেরু-শৃঙ্গ উঠেছে যেখানে
অনন্ত গগনমার্গে—স্বর্গ শোভা করি,
মস্তকে বিশাল শূন্য ধরি যেন সুখে,
হর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নিরখি,

শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে
দাঁড়ায়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া,
একদৃষ্টি শূন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে—
যেখানে শিবের ক্রোধ-বহ্নি দেখা দিল।

অপূর্ব্ব দেখিতে চিত্র!—সুমেরু অচলে
বৃত্রের বিশাল বপুঃ, গিরি যেন কোন
অন্য কোন গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত!

ভীমদৃষ্টি, ভয়ানক কুঞ্চিত ভ্রূভাগ,
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জ্বলে·
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গম্ভীর
বিদ্যুতের ছটা ধরি! ভাবে বৃত্রাসুর,—

"শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ ? শিবের বিষাণ
গর্জ্জিল কি অই খানে ত্রৈলোক্য কাঁপায়ে ?
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—জানাতে তাহারে
তাহার দিবস অন্ত ! কৃতান্ত-শর্ব্বরী

আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে ?
দর্পে যার প্রকম্পিত পল্লবের প্রায়,
ভূর্লোক, দ্যুলোক, শূন্য ! ভুজবলে যার
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে দৈত্য-নাম নিত্য পূজনীয় !

মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল,
গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু !
সিদ্ধ হৈনু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভুবনে—
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্ব্বাণ ?

পণ্ড শিব-আরাধনা ? সামর্থ্য নিষ্ফল ?
অবিশ্রান্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন,
দুর্ব্বার সংহার-শূল শঙ্কর-অর্পিত,
সব ব্যর্থ ?—দৈব বহ্নি ঘোষিল কি ইহা ?

অথবা উন্মত্ত আমি অলীক আতঙ্কে
ভ্রান্ত হয়ে ভাবি মনে ?—তবে কি কারণ
সহসা ত্রিনেত্রে মম পলক পড়িল ?
শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বৃত্র ভীত কিসে ?

হবে বা দয়ার্দ্রচিত্ত দেব আশুতোষ
ক্রুদ্ধ হেলা ইন্দ্রজায়া শচী-কারাবাসে ?
জানাইলা রোষ তাঁর—ভক্তপ্রিয় দেব—
জ্বালাইয়া ক্রোধানল গগনমণ্ডলে !"

এত ভাবি, দৈত্যপতি নিশ্বাসি গভীর
কটাক্ষ হানিলা তীব্র শূন্যেতে আবার ;
নমিলা উদ্দেশে রুদ্রে ; শিবদত্ত শূলে
সম্ভ্রমে পূজিয়া যত্নে ফিরিলা আলয়ে।

ইন্দ্রপুরী-দ্বারে দৈত্য্যা ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
দ্রুত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়া,
সাদর-সন্তোষ মুখে, নেত্রে প্রেমশিখা,
যতনে ধরিলা হস্ত অপাঙ্গ হেলায়ে।

দৈত্যনাথ চিন্তামগ্ন, না কৈল উত্তর।
চতুরা ঐন্দ্রিলা ভাব বুঝিলা ভঙ্গিতে,
ধরিলা গম্ভীর মূর্ত্তি ; ধীর পাদক্ষেপে,
হস্ত ধরি, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা।

বসাইল রত্নাসনে,—হায়, যে আসনে
ইন্দ্র, ইন্দ্রজায়া, পূর্ব্বে লভিত বিশ্রাম,
ত্রিদিবে যখন দেব মাতিত উৎসবে,
দৈত্য-রণে জয়ী হয়ে যত্নে আজি তায়

বসাইলা বৃত্রাসুরে, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
বসিলা নিকটে, বার্ত্তা সুধাইলা কত
করিলা কতই যত্ন দানবে তুষিতে !
কুঞ্জরপালক যথা মত্ত করিরাজে

তোষে নানা স্তোক-বাক্যে, যবে করিরাজ
পাদক্ষেপে পরাঙ্মুখ ঊর্দ্ধে শুণ্ড তুলি !
তখন দনুজেশ্বর বৃত্র বলবান্
চাহিয়া ঐন্দ্রিলা-মুখ কটাক্ষ হানিলা ;

কহিলা গম্ভীর স্বরে—নগেন্দ্র-গহ্বরে
গর্জ্জিল পবন যেন ভীষণ নিস্বনে—
ঐন্দ্রিলে—ঐন্দ্রিলে, জান না কি হেমকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ-আঘাতে !

বিশাল সাম্রাজ্য এই ;—ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
বৃত্রের দোর্দ্দণ্ড দাপ, হেথা এই সুখ,—
এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমর-বাঞ্ছিত
ঐশ্বর্য্য অপরিসীম খ্যাতি চরাচরে ;

বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া ;
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তন-বিভাস ;
সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হ'তে বামা—
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হ'তে।

ক্রোধান্বিত বিশ্বনাথ, শচী-অপমানে,
জানাইলা রুদ্র-রোষ বিষাণে নিনাদি,
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—দণ্ডিতে, ঐন্দ্রিলে,
গন্ধর্ব্ব-কন্যার দর্প দনুজে আঘাতি।

চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
এখন (ও) ভাতিছে মৃদু সুমেরু-উপরে-
দীপ্ত অন্ধকার যথা !" বলিয়া নীরব
দনুজ ঈশ্বর, শিবভক্ত মহাসুর।

ঐন্দ্রিলা তখন—"দেব ! দৈত্যকুল নাথ,
ঐন্দ্রিলা-বল্লভ, দম্ভী, শম্ভুশূল-ধারী,
হেন অসম্ভব দ্বিধা অন্তরে তোমার ?
অম্বুনিধি আন্দোলিত শুশুক-ফুৎকারে ?

নগেন্দ্র ভূধর-কম্প পতঙ্গ-নিশ্বাসে !
খগেন্দ্রে ভুজঙ্গ-ভয় ! কি প্রমাদ হায় !
কি দেখিলা—কোথা রুদ্র-ক্রোধ-হুতাশন ?
কোথা বা বিষাণ শব্দ ?—উন্মাদ কল্পনা, !

কে কহিলা তোমারে এ, হে দনুজেশ্বর,
হাস্যকর উপন্যাস—রোগীর প্রলাপ ?
জান না কি শূর—স্বর্গে নিসর্গের খেলা,
অনন্ত-মাঝারে হয় নিত্য কত রূপ ?—

কিবা জ্বালা চক্ষু ধাধি জ্বলে শূন্যদেশে,
যখন প্রকাণ্ড কোন গ্রহের মণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রহ্মাণ্ড ঝলসি ?
কিবা ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি

ভ্রমণ করয়ে শূন্যে, নক্ষত্রে যখন
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অম্বরে,
দৈব আকর্ষণ-বলে ?—হে দনুজনাথ,
দেখেছ শুনেছ পূর্ব্বে কত দৈব হেন।

অথবা মায়াবী দেব দনুজে ছলিতে,
সকলে একত্র এবে যুদ্ধ-আড়ম্বরে,
ইন্দ্রজাল ইন্দ্রপুরে দেখায় অদ্ভুত,
দুর্ব্বল করিতে ছলে দৈত্যভুজবল।

শিবভক্ত শিবপ্রিয় তুমি, দৈত্যরাজ,
তোমাকে বিমুখ শম্ভু ? চিত্তে দেহ স্থান
হেন কাল্পনিক চিন্তা ?—কলঙ্ক তোমার,
কলঙ্ক, হে শিবভক্ত ধূর্জ্জটির নামে।

আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ !—
ভয়, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে !

প্রতিজ্ঞা করিলে—দানবের পণ প্রভু,
মনে যেন থাকে—দেব-সেনাপতিবৃন্দে
জিনিয়া সমরে, বান্ধি আনি অমরায়,
ইন্দ্রের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে।

সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ, হাসে দেবগণ,
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে ;
বৃথা নিন্দ ঐন্দ্রিলারে, দনুজ-ঈশ্বর,
অলীক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি।"

"বামা তুমি"—বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন।
হেরিলা ঐন্দ্রিলা-মুখ, গর্ব্বিত, গম্ভীর,
দন্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন।

সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব।
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দন্তের ছটায়
চিত্ত প্রতিবিম্ব যেন প্রজ্বলিত এবে
সর্ব্ব অঙ্গে, অবয়বে, ললাটে, গ্রীবায়!

যেন বা কি দৈব বাণী, অন্যের অশ্রুত,
গোপনে শুনেছে বামা,—তাই সে প্রত্যয়
দৃঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস
করিছে দনুজ-বাক্যে দনুজ-মহিষী।

দেখিয়া দৈত্যের (ও) মনে দর্প উপজিল;
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল
জন্মিল প্রত্যয় হেন—তাঁহারি সে ভ্রম!
ঐন্দ্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হানিয়া,

"বামা আমি"—বলি দম্ভে সম্ভাষি গম্ভীর,
দাঁড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি,
ভুজঙ্গী ঘাতকে লক্ষ্যি দংশিবার আগে
সঘন গর্জ্জিয়া যেন প্রসারয়ে ফণা!

কিম্বা যেন রাজহংসী পদ্মবন লুঠি
মৃণাল আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে,
চঞ্চুতে পঙ্কজ-শোভা, পক্ষ সাপটিয়া
মধ্যহ্রদে স্থির হ'য়ে গ্রীবা উচ্চ করে।

"বামা আমি"—দনুজেন্দ্র, রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।

শুন, ওহে দৈত্যনাথ, "বামা" সত্য আমি,
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোকখ্যাত গন্ধর্ব্বদুহিতা;
সামান্যা অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা;
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা শুন, হে দানব।

সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,
সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ—স্তব্ধ কেন তায়?

খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা;
ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্ব্বাণ
হবে না, জানিহ, পুনঃ—ভাবনা কি তবে?
ভাবনা কার্য্যের আগে, সাধন এখন।

স্খলিত হিমানীস্তূপ কম্পিত ভূধরে
ঘর্ঘর নিনাদি, চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা,
ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি,
কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন?

তেমতি জানিও ইহা;—নতুবা দৈত্যেশ,
দানবেন্দ্র নামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে
বাসনা যদ্যপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম
ঘুচাইতে চাও যদি—শচী ফিরে দাও।

ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে
নিজে ভেটবাহী হয়ে, নিঃশঙ্ক দানব!
নহে কহ আমি তার দাসী হ'য়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্র করে!"

দেখিলা দানবরাজ গরিমার ছটা
ঐন্দ্রিলার মুখপদ্মে—যথা সে পঙ্কজে
সূর্য্যের কিরণমালা, অরুণ যখন
অরুণ-স্যন্দনে চাপি, নীলাম্বর পথে

আনন্দে চালায় রথ; মৃদু কল স্বরে
জাগায় মানবে সুখে বিহঙ্গম-ব্রজ
নিরখি পূর্ণেন্দুমুখ, দৈত্যরাজ-মুখে
ভাতিল অতুল জ্যোতিঃ,—শশাঙ্ক-কিরণ

চূর্ণ মেঘস্তরে যথা ! ঢাকিল আবার
ঢাকে যথা মেঘচূর্ণ পূর্ণশশধরে)
দনুজের-মুখকান্তি চিন্তার ছায়াতে।
কহিলা মহাদানব চিন্তি ক্ষণকাল,—

"বামা তুমি ইন্দুমুখী গন্ধর্ব্বনন্দিনি,
এ নহে নিসর্গখেলা—তা হ'লে কি কভু
আতঙ্কে আমার নেত্রে পলক পড়িত ?—
নিসর্গ-ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি সে কত।

কহিলা—এ মহেশের ক্রোধ(ই) যদি হয়,
কি চিন্তা এখন তাহে ? জান না ঐন্দ্রিলে,
মৃত্যুঞ্জয় আশুতোষ—ক্রোধ নাহি রয় !
শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশ।"

এত কহি রতিরে কহিলা দৈত্যপতি
"শীঘ্র যাও, মদনমোহিনী, শচীপাশে,
কহ তারে আসিতে এথায় ; কারা-ক্লেশ
ঘুচাব তাহার অচিরাৎ"। দ্রুতগতি

দৈত্যপতি হইলা বাহির ; মহাবেগে
উঠিল প্রাচীরে, চাহি দেখিল চৌদিকে,—
দৈত্যদৃষ্টি যত দূর—দূরপ্রান্তে তার,
অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি

জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে !
স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল—
কোথা অবিরল শ্রেণী দু'একটী কোথা !
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা ! দেখিতে তেমতি

হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবী-সলিলে
ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া
কার্ত্তিকের অমানিশা-অন্ধকার হরি,—
মত্ত যবে কাশীবাসী দেওয়ালী উৎসবে !

অথবা দেখিতে, আহা, নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ-পুষ্প—নীলাম্বর মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি !
দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম্ম,প্রহরণ,

খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ পরশু ;
কোদণ্ড বিশাল মূর্ত্তি, গদা ভয়ঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত তনু তূণীর ফলক,
তোমার মার্গণ, টাঙ্গী ভীম খরশান !

কোন খানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে
রথের ঘর্ঘর শব্দ—নেমি দীপ্তিময় ;
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে।

তুরঙ্গের হ্রেষারব, করির বৃংহিত,
মহিষের ঘোর নাদ উঠিছে কোথাও,
গাঢ়তর রজনীর নিঃশব্দতা হরি ;
কোথাও মাধুর্য্যপূর্ণ অমরের বাণী।

কোন বা শিবির'পরে শিখিপুচ্ছ শোভে ;
কোন শিবিরের চূড়ে মৃগাঙ্ক অঙ্কিত ;
হেমকুম্ভ কারধ্বজে, কারধ্বজে তারা,
কোন বা শিবির ধ্বজে জ্বলন্ত পাবক।

কত স্থানে স্তূপাকার মেষের বরণ
বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু,
রুধিরাক্ত দৈত্যবপুঃ দেখিতে ভীষণ,
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেব-রণ-স্থল।

দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল,
স্বর্গের দিবার জ্যোতিঃ উদিল পূর্ব্বেতে,
দন্ত কড়মড়ি দৈত্য, নিশ্বাসে হুঙ্কারি,
ফিরিল আকুল-চিত্ত মন্ত্র-সভাতলে।

উচ্ছলিত হৃদিতল অশুভ চিন্তায়,
ক্রোধে, তাপে প্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি,
ভুলিতে চিত্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে
প্রতিজ্ঞা করিল দৈত্য ; সুমিত্রে ডাকিয়া

আজ্ঞা দিলা সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে।
অমরা-উত্তর দ্বারে যেথা মহারথ
অমরা সেনানীগণ কার্ত্তিকেয় আদি—
সাজিতে লাগিল সৈন্য ভীম কোলাহলে।

ত্রয়োদশ সর্গ।

নগেন্দ্র-অঞ্চলে—যেথা নগেন্দ্র-সম্ভবা-
তটিনী অলকনন্দা কল কল স্বরে
কহিছে, অটবী-অঙ্গ ধীরে প্রক্ষালিয়া
"দিনমণি অস্তগত" উরিলা সুরেশ

ছাড়িয়া অম্বরপথ। বিশাল বিস্তৃত
রম্য সে অরণ্য দেশ!—সন্ধ্যার তিমির,
গাঢ়তর স্নেহে যেন দিয়া আলিঙ্গন,
আদরে ধরেছে সুখে অটবী-সখীরে!

অরণ্য ভিতরে কত মহীরুহরাজি—
পলাশ, শিরীষ, বট, অশ্বথ, শাল্মলী,
জটে জটে, স্কন্ধে স্কন্ধে, জড়ায়ে জড়ায়ে
নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যা-তেজ!

বিরাজিছে অরণ্যানী দেখিতে তেমতি,
হাসি, কান্না, ক্রোধ যেন একত্র মিশ্রিত!
কোথা শান্ত স্থির ভাব কোথা ভয়ঙ্কর,
কোথা বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মলিন!

বীর-পদে, শর্ব্বরীর ঘোর অন্ধকারে
চলিলা বাসব বক্র অরণ্য-বর্ত্মেতে,
শুনিতে শুনিতে কত ফেরু-ঝিল্লি-রব,
বিকট তক্ষকনাদ ভল্লুক-চীৎকার,

পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরি-গর্জ্জন
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিস্বন,
শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মৃদুতর,
পবনের স্বন্ স্বন্ সুঘোর নিশ্বাস।

নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন পল্লব-রাজিতে
দেখিলা খদ্যোত দ্যুতি শোভিছে কোথাও
সাজাইয়া তরুরাজি অপরূপ রূপে
কোটি মণিখণ্ড যেন অটবী-মস্তকে!

কোথাও আবার শাখা-জটা ভয়ঙ্কর—
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে
প্রসারণ করে কর।—দেখিতে দেখিতে
চলিলা অমরনাথ কৌতুকে মগন।

নিরখিলা এক স্থানে আসি কিছু দূরে
রমণী-মণ্ডলী শোভা বন-অন্ধকারে—
রজনী-সীমন্তে যথা তারকার দাম
শোভে, শূন্য শোভা করি, মৃদুল রশ্মিতে!

আলিঙ্গন পরস্পরে মধুর সম্ভাষ
জিনি কলকণ্ঠ-ধ্বনি—সুখের মিলনে
প্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া!
নির্ব্বাসিত কিম্বা যথা ফিরি নিজালয়ে!

দেখিতে লাগিলা ইন্দ্র পৌলোমী-বল্লভ
সে সুদৃশ্য মনোহর অদৃশ্য ভাবেতে,
মহাকুতুহল-মগ্ন ; দেখিলা বিস্ময়ে,
কেহ বা শিখণ্ডী-মূর্ত্তি ছাড়িয়া সুন্দর,

ধরিছে সুন্দরতর সুর-বিমোহন
অপূর্ব্ব অঙ্গনারূপ, লাবণ্যমণ্ডিত !
কেহ সুখে কুহু-কণ্ঠ-রূপ পরিহরি
নিন্দিছে শশাঙ্ক-জ্যোতি রূপের ছটায়।

কুরঙ্গিণী-তনু ত্যজি কোন মনোরমা
কুরঙ্গলাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,
তাপসের চিত্ত-হর ! কোন সীমন্তিনী
ছাড়িয়া শার্দ্দূল-বেশ, দেহে প্রকাশিছে

অনুপম চারু কান্তি রতিকান্তি জিনি !
কহিছে কোন ললনা, সুচামর কেশ
লুটিছে চরণ-পার্শ্বে ভ্রমিছে যেমন
মধুকর-কুল রক্ত-কমল উপরে !

কহিছে, "হা কত কাল, অদৃষ্ট রে আর,
সুরাঙ্গনা এ দুর্গতি ভুঞ্জিবে ধরায় !
ধিক্ দেবগণে দৈত্য-রণে পরাজিত !
ধিক্ ইন্দ্রে,—জিষ্ণু নামে কলঙ্ক তাঁহার।"

হেন কালে অগ্রসরি সুরেন্দ্র বাসব
রমণী-মণ্ডলী-পার্শ্বে দিলা দরশন ;
পৃষ্ঠেতে কার্ম্মুক দীপ্ত রত্ন-বিভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল করি অরণ্য বিশাল।

হরষিত হংসীকুল নিরখিলে যথা
মরালে মণ্ডল-মাঝে, হরষিত তথা
দেবাঙ্গনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিলা চৌদিকে,
দ্রুত সুধাইলা স্বর্গ উদ্ধার কি রূপে ?

কহিল, "হে শচীনাথ, দারুণ যন্ত্রণা
এত দিনে অবসান ; আর না হইবে
সহিতে প্রবাস-ক্লেশ, হৃদয়ের দাহ,
পশুপক্ষি-রূপে ছদ্মবেশে ধরাবাসে।

"ত্রিদিবে অসুরদল প্রবেশ অবধি
পলাইনু মোরা সবে—দাবাগ্নি যেমন
প্রবেশিলে বনে ধায় কুরঙ্গিণীদল—
তদবধি অনন্ত যাতনা, হে সুরেশ,

"কেহ বিহঙ্গিনী-রূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে,
কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ক্রৌঞ্চীবেশ ধরি,
মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী কেহ, কেহ বা মহিষী,
হা অদৃষ্ট—কেহ রূপে বরাহী জম্বুকী !

"সে দুর্দৈব অবসান এত দিনে দেব,
অমরী উদ্দেশে আ(ই)লা স্বর্গ উদ্ধারিয়া—
হে সুরেন্দ্র, শচীপতি আ(ই)স এই খানে
অভিষেক করি তোমা অমর উৎসবে।"

বলিয়া ধাইলা কেহ পুষ্প অন্বেষণে,
গাঁথি মালা সাজাইতে মহেন্দ্র-শীর্ষক,
ঝুলাইতে পুষ্পহার সুরেশ গলায়—
অমর সঙ্গীতে বন পুলকিত করি।

ক্ষুব্ধ চিত্ত পুরন্দর—যথা বলহীন
কেশরী পিঞ্জর মাঝে—ছাড়িলা নিশ্বাস
গভীর প্রবল বেগে ! হায় রে ভূতলে
দেবেন্দ্র ভিক্ষুক আজি দৈত্য-ভুজদাপে ;

আশ্বাসে করিলা শান্ত সুরকন্যাদলে ;
সুমন্দ গম্ভীর স্বরে কহিলা প্রকাশি
কি হেতু ধরায় গতি ; কহিলা যে হেতু
গতি তাঁর দধীচি আশ্রমে শিবাদেশে ;

যে বারতা দিলা তাঁরে কুমেরু-শিখরে।
ইন্দ্র-বাক্যে হরষ-বিষাদে ভাগ্যদেব।
কহিলা অঙ্গনাদল, "হে পৌলোমী-নাথ,
কিছু অ   দধীচির পবিত্র আশ্রম।

"দয়ার সাগর ঋষি ঋষিকুল চূড়া,
অদ্বিতীয় সুরলোকে! জেনেছি আমরা
যে অবধি ভূমণ্ডলে বাস, হে সুরেশ,—
জীব-উপকারে ঋষি জগতে অতুল।

"ব্রত—পর-উপকার, স্বার্থ পরিহার;
কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল;
কিবা কীটে, কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—জীব চূড়ামণি।

"জীবন দিবেন তিনি দেবের কল্যাণে,
না চিন্ত অমর পতি;" দেখাইলা পথ।
চলিলা সুরেশ ধীরগতি।—কতক্ষণে
দেখিলা গগন-প্রান্তে তরুণ কিরণ,

চারু-মূর্ত্তি প্রভাকর শূন্যে সাম্যভাব!
খেলিছে কুরঙ্গরাজি; অজিন রঞ্জিত
শোভিছে কুটীর দ্বার; শ্রুতি-সুখকর
স্তুতিধ্বনি চারিদিকে উচ্চে উচ্চারিত;—

কোথাও ভাস্কর-স্তোত্রে ললিত-লহরী,
গায়ত্রী-বন্দনা কোথা, সন্ধ্যা-আরাধনা
বিশদ সুরেতে বেদ-সঙ্গীত কোথাও,
কোন খানে "মহিমনঃ" মহা স্তব পাঠ!

শিষ্যবৃন্দ, আনন্দে ঘেরিয়া তপোধনে,
শুনিছে মহর্ষিবাক্য—অনন্যমানস;
হায় রে যেমতি বাগীশ্বরী বীণাধ্বনি
শুনিতে উৎসুক-চিত্ত অমর মণ্ডলী—

সৃষ্টির উৎসব দিনে—পদ্মাসনা যবে
দেব-চিত্ত-মোহকর শুনান ভারতী।
কহিছেন মহা-ঋষি, কিরূপে কলহ,
সর্ব্ব-জীব-দুঃখ-মূল, আইল ধরায়!

"এক দিন—হায় কেন উদিল সে দিন—
জলধি-সম্ভবা বিষ্ণু-জায়া স্বর্গধামে
চাহিলা বিরিঞ্চি-পাশে, সৃষ্টিতে অতুল,
অপরূপ রত্ন কোন সৃজি দিতে তাঁরে।

বিধাতা সৃজিলা ফল অতুল ভুবনে—
কান্তি, চন্দ্র-শোভা জিনি—ভ্রান্তি নিরখিলে;
সৌরভ জিনিয়া চারু সুরভি পীযূষ,
অমর দনুজে ঘোর দ্বন্দ্ব যার লাগি,

ফিরে যবে দেবাসুর অম্বুনিধি মথি
শ্রান্তদেহে অমরায়—দগ্ধ হলাহলে!
অনন্ত যৌবন ফলে পরশিলে বামা,
পুরুষের করস্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ।

ব্রহ্মাণী মোহিলা হেরি, চাহিলা সে ফল;
ক্রোধান্ধ কেশবজায়া; দেবীবৃন্দ মাঝে
উপজিল ঘোর দ্বন্দ্ব; না চিন্তি বিধাতা
নিক্ষেপিলা বিষময় ফল ধরাতলে।

তদবধি ঈর্ষা, দ্বেষ, হত্যা এ জগতে!
নররক্তে নিমজ্জিত এ ধরণী-তল!
রণ-স্রোত প্রবাহিত সে অবধি ভবে—
মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারী!

কত দিনে বুঝিবে রে মনুজ-সন্তান
কি কুটিল ব্যাধি লোভ!—কি কূট গরল
নরকুল-দেহে দ্বন্দ্ব!—কবে সে বুঝিবে
আত্মার পশুত্ব লাভ সমর-প্রাঙ্গণে!

কুটিল, কূট-কটাক্ষী, হত্যা ভয়ঙ্করী
সাধিতে যা পারে ভবে, নারে কি রে তাহা
অমর-নন্দিনী দয়া সরলা সুন্দরী?
কবে নরকুল—অবনী-সীমন্ত-রত্ন—

মিলি সখ্যভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে
ভ্রাতৃত্বের সুখ-ধারা ; যথা সে সুখদা
বিমল-তরঙ্গা গঙ্গা পুণ্যভূমি মাঝে
ছড়ান সলিল ধারা মানবে রক্ষিতে !

হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বম্ভর !
হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রান্তি ঘুচায়ে—
ভ্রান্ত নরকুলে, দেব, কর চিরসুখী !
হৃষীকেশ, হও, প্রভো, মানবে সদয় !"

পৌলোমী ভরসা ইন্দ্র, মুগ্ধ ঋষিভাষে,
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ,
পূর্ণজ্যোতিঃ দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা।
নীরদ-লাঞ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে,

বক্ষেতে বিশাল বর্ম্ম—ভাস্কর যেমন
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি আবৃত।
শোভিছে অতুল তূণ, সুন্দর কার্ম্মুক—
কাদম্বিনী কোলে যাহা চির শোভাময় !

জ্বলিছে সহস্র অক্ষি, যথা, তারাদল
নিশীথে শর্ব্বরী কোলে ! উঠি তপোধন
সশিষ্যে সম্ভ্রমে, সুখে অতিথি সম্ভাষি,
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন ;

জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে
"আশ্রমে কি হেতু গতি ? কিবা অভিলাষ ?"
ভগ্নচিত্ত আখণ্ডল নেহারি নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ,—ভগ্নচিত্ত যথা

দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার,
মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা মূর্ত্তি আগে,
অসহায়, ছাগ, মেষ পূজায় অর্পিতে !

কে পারে আনিতে মুখে, সে নিষ্ঠুর বাণী—
কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণ ভিক্ষাদান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা ? কে হেন দারুণ
প্রাণীমাঝে ?—নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর।

হেরি ঋষি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদ গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুরন্দর, শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,

জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম !
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি !
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের (ও)অতীত !"

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন,—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান

সুনিবিড় সুশীতল, পল্লব-শোভিত,
শতবাহু, বটমূলে। আনি যোগাইলা,
সাশ্রুনেত্র শিষ্যবৃন্দ, আকুল হৃদয়,
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত :

জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস ; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।

তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতিঃ সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে গণ্ড ওষ্ঠাধরে !
সুললাটে আভা নিরুপম ! বিলম্বিত
চারু শ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মালা বক্ষঃস্থলে !

বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে !
চাহি শিষ্যকুল মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে-সবার,

সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভব মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন !

হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হয় রে অবোধ প্রাণী—এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?

অনুক্ষণ জীবনের স্রোতোধারা ক্ষয়,
হায় সে কতই রূপে ! কেন তবে হেন,
ঘটে যদি কার ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রতসাধনে ?

হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী
জগত-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে ;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"

ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি
আশীর্বিলা শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি, দেহ মম বারেক পরশি।"

অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন
তপোধন শিরঃস্পর্শ সুকর কমলে,
কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—

"সাধু শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক !
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন !
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির মোক্ষফল প্রদ—নিত্য হিতকর !

জীবময় নররূপী—অকূল জলধি,
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্ব প্রায়
জীবদেহ অনুদিন ! এ ভবমণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ !

ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ-ক্ষয়ে এ সিন্ধু সলিলে
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি জানে—নিয়ত—গভীর
স্রোতোময় ! অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত নিষ্ফলে প্রাণী দেহের নিধনে !

প্রাণী মাত্রে কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্য্যে জীবন ধারণে।

বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু পরিমাণে
বাড়ে দিবা, বিভাবরী, সাগর-গর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু গিরিময়,

তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধু কার্য্যে মানবের—প্রতি অহরহ।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার,
জীবকুল কল্যাণ-সাধন অনুদিন !

পরহিত-ব্রত ঋষি ধর্ম্ম যে পরম ;
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।
মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ—ঋষিকুল চূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।

কি বর অর্পিব আর নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে !
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন

করিবে জগত-খ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি মাঝে !”
বলিয়া রোমাঞ্চ তনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্র মুখে শোভা নিরমল !

আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান,
উচ্চে হরিসংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।

মুনি শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি স্নিগ্ধ নভস্তল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বন-লতা তরুকুল শোকে অবনত !

দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাস-শূন্য, নিষ্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি

মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি !—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনী-তীরে
মন্দির পাষাণময়, নিভৃত আলয়,
অনুতপ্ত অমরের চির চিন্তাধাম ;—
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়া সে তপোমন্দিরে !

চতুর্দ্দিকে সেই সব নিকুঞ্জ কানন,
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভ পূরিত,
সেই পারিজাত পুষ্প—শোভা ঘ্রাণে যার
উন্মাদিত দেবচিত্ত। শোভিছে আলোকে

দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইন্দ্র অট্টালিকা—
চারু কারুকার্য্যে যায় সৃষ্টিতে অতুল
করিলা অমরশিল্পী—শিল্পিকুলরাজ
বিশ্বকৃৎ ; সুখিত অমর বাসগৃহ।

দূরে সে নন্দনবন শোভিছে তেমতি
প্রমোদ বিশ্রাম সুখ চিরদিন যায়,
লভিলা বাসবজায়া ; শোভিছে তেমতি
চির পরিচিত যত অমর বিভব।

শচীপেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি ! নব কুসুমিত
নন্দনে কুসুমদল সুগন্ধ ছড়ায়ে
ভাসিছে অপূর্ব্ব সুখে। উন্মাদিত প্রাণে

পারিজাত পরিমল করি বিতরণ
খুলিছে হৃদয়দ্বার ! নির্ম্মল মলয়
গন্ধে মুগ্ধ করি স্বর্গ আনন্দে ছুটিছে
হরিতে শচীর শ্রান্তি ! হরষে অধীর

ছুটেছে তরঙ্গময়ী মন্দাকিনী ধারা
প্রক্ষালি পবিত্র জলে শৈল নিকেতন—
শচী নিকেতন আজি ! মনঃশিলাতল
আরো মনোরম মূর্ত্তি শচী সমাগমে !

কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া,
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু কিবা গিরিময়
সে জনম-ভূমি তার) নিরখি পূর্ব্বের

পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণীকুল,
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হ'য়ে
'এই জন্মভূমি মম !' কে আছে রে, হায়,

ফিরিবা স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ !
বিজেতা চরণতলে নিত্য বিদলিত,
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে !

বিজন অরণ্য ভূমি—বনের (ও) কুসুম
ভুঞ্জিতে পরাণে ভয় ! শত্রুর অর্চ্চনা
দেব অর্চ্চনার আগে, ত্রিসন্ধ্যা যেখানে !
কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে ?

চিত্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পীড়া দহন আজি ! গভীর উচ্ছ্বাসে
বহিছে হৃদয়তলে চিন্তার হিল্লোল !
নয়ন ফিরাতে চিত্তে বিন্ধে তীক্ষ্ণ শলা !

চপলা তরলমতি সে শোভা হেরিয়া
ধরিতে নারিলা ধৈর্য্য, সুরেশ জায়ারে
সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা,
দেখাইয়া অমরার শোভা চারিদিকে ;—

"হের, সুরেশ্বরি, হের চারি ধারে কত
অমরের কীর্ত্তিস্তম্ভ ! আহা কি সুন্দর !
জম্ভভেদী প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওখানে
ভগ্ন ডানি ভুজ এবে—তবু কি সুন্দর !

নমুচি-সূদন নাম যা হ'তে ইন্দ্রের,
হের, ইন্দ্ররমা, সেই নমুচি নিধন
হতেছে বাসব-হস্তে !—পাষাণে রচিত
কি সুচারু মূর্ত্তি, আহা, দেব বাসবের !

অই পাকদৈত্য পড়ে সুরেন্দ্রের শরে !
অই বলাসুর বীর রুধির উদ্গারি
তাজিছে বিশাল বপু ! বিশ্বকর্ম্মা করে
রচিত বিচিত্র আরো দেবকীর্ত্তি কত !

অই হের মনোহর সে শোভামণ্ডপ,
রত্নাগার নাম যার ; পদ্মযোনি যায়
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি !
তেমতি উজ্জ্বল শোভা এখন (ও) তাহাতে !

অই সেই কমলার কোমল আসন
মণিময় পদ্মে গাঁথা ! দৈত্য দুরাচার
হরেছে তকই দেখ মণিখণ্ড তার !
বিষ্ণু রত্নাসন শোভা, দেখ তার পাশে !

কি বিচিত্র, আহা মরি বেদী নিরুপম,
ত্রিভুবন মোহকর—ত্রিদিবে অতুল,
বসিতেন আসি যায় জগৎজননী
কাত্যায়নী ত্রিনয়না—শূলপাণি সহ !

অই বিরাজিছে সেই বাণীর মন্দির,
শ্বেতভুজা আনন্দে বিহ্বলা যার মাঝে,
সপ্ততার বীণা ধরি গাইতেন সুখে
অমর-সৃজন-বার্ত্তা ! পড়ে কি স্মরণে

হে দেবেন্দ্র-মনোরমা, কি আনন্দ স্রোত
ভাসিত অমরমাঝে ? মহর্ষি নারদ
উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরষে !
পঞ্চতালে তাল সুখে দিতেন মহেশ !

হে সুরেশ-প্রণয়িনী, কি চিন্তা মধুর
হেরে পুনঃ এই সব ! কত সে স্মরণ
হয় পুরাগত কথা ! অনন্ত হিল্লোল
উথলিত চিত্তমাঝে যেন অকস্মাৎ !

আহা, প্রবাসের'পরে, কিবা মনোহর
স্মৃতি রশ্মি চিন্তা পথে খেলে মৃদুতর
অস্ত সূর্য্যরেখা যথা কাদম্বিনী কোলে
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন !

বিষাদ হরষ মাখা মধুর বচনে
কহিলা সুরেশকান্তা "হে চারুহাসিনি,
কোথা বল অমরার সে শোভা এখন !
কোথা সে অতুল স্বর্গ ইন্দ্র-রমণীর !

কেন আর চিত্ত দাহ করিস্ চপলে,
শুনায়ে ও সব কথা ? শিখিব যখন
সেবিতে ঐন্দ্রিলাপদ শুনিব আহ্লাদে !
স্বর্গ নহে চপলা, এ—ইন্দ্রাণীর কারা !"

"কি কহিলা ইন্দ্রজায়া, কারা এ তোমার ?"
কহিলা চপলা দুঃখে অন্তরে আকুল
"চারি ধারে এই সব অমর বিভব
হাসিছে না আজ (ও) কি সে তেমতি গৌরবে?

বলিছে না অই শোভা মণ্ডিত সুমেরু,
শিখর উঠেছে যার অনন্ত বিদারি,
তোমার (ই) চরণ তার সেবিতে বাসনা ?
বলিছে না, এ দেব দেউল উচ্চশিরে

'বৈজয়ন্ত শচীধাম' ? এই মন্দাকিনী,
কার পদ প্রক্ষালিতে মহাগর্ব্বে হেন
চলেছে তরঙ্গ তুলি ? ভ্রমিছে হরষে
আবর্ত্ত পুষ্কর আদি অই যে অম্বরে

কারে পৃষ্ঠাসন দিতে ? অই যে বিজুলি
কার রথ-চক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে ?
শচী ঐন্দ্রিলার দাসী বলে কি উহারা ?
কিম্বা বলে সুরেশ্বরী মহিষী তাদের ?"

উৎসুক উৎফুল্ল মুখ হেরি চপলার,
সুক্ষণে হাসির রেখা সুরেন্দ্র-রমণী
আলিঙ্গন দিলা তায় ; কহিলা "চপলে,
কহ শুনি সুখকর সে শুভ সংবাদ,

রতি শুনাইলা যাহা সে দিন আমায়,—
জয়ন্ত চেতন প্রাপ্তি বারতা মধুর !
না মিটে পিপাসা মম সে কথা শুনিয়া !
সখি রে ধরার মাঝে নৈমিষ বিপিনে

থাকিতাম মনঃসুখে পুত্র কোলে করি
পেতাম যদ্যপি নিত্য তায় ! কি আহ্লাদ,
আহা সখি, ভুঞ্জিনু সেদিন মর্ত্তধামে
পুত্র কোলে বসিনু যখন সে নৈমিষে !

কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো চপলে !
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম তা হ'তে অধিক
সুখ এ অমরালয়ে ! পুত্র পেলে কোলে
জননীর স্বর্গসুখ—সর্ব্বত্র সমান !

কত দিনে চপলা রে সে সুখ আবার
ভুঞ্জিতে পাইব চিত্তে ? কত দিনে বল্
জয়ন্তে করিয়া কোলে ভুলি এ দুর্দ্দশা—
দৈত্যকরে আমার এ কেশ আকর্ষণ !"

হেনকালে কামপ্রিয়া আসিয়া নিকটে
বন্দিলা শচীর পদ ! আশীষি ইন্দ্রাণী
কহিলা—'মন্মথপ্রিয়ে, সদা সুখী আমি
হেরি তোরে—ভুলিব না মমতা তোমার।

কি সুখী করিলা হায় শুনায়ে সে দিন
জয়ন্ত চেতন বার্ত্তা—মধুর সংবাদ !
কহিতেছিলাম এই চপলারে পুনঃ
শুনাতে সে সুসংবাদ।—হও চিরসুখী।

কি বারতা কহ আজি ? কহ ইন্দুবালা—
চারুমতি দৈত্যবধূ—কি কহিলা শুনি
সে উত্তর ? ভাবিলা নিদয়া বুঝি মোরে—
নিদয়া যেমন দৈত্য-মহিষী ঐন্দ্রিলা ?

কত সাধ, কামবধূ, শুনি তোর মুখে
ইন্দুবালা বিবরণ, দেখিতে তাহারে !
কিন্তু ভাবি পাছে তার বাসনা পূরালে,
পাপীয়সী ঐন্দ্রিলা পীড়য়ে সে বালায়।"

উত্তরিলা মন্মথরমণী—হাস্যছটা
বিম্বাধরে সদা মনোহর !—হে বাসব-
মনোরমে, বাসনা পূরিল এতদিনে !
মনোবাঞ্ছা পূরাইল বিধি ! দিলা মোরে,

সুরেশ্বরী, শুনাতে তোমায় এ সংবাদ !
মৃত্যুঞ্জয় এতদিনে সদয় তোমায়।
এত দিনে হৈমবতী হেরম্ব-জননী
চাহিলা তোমার মুখ ! শিব-ক্রোধানলে

(জ্বলিল যে ক্রোধানল সে দিন অম্বরে)
ত্রাসিত ত্রিদিব-জয়ী দনুজ-ঈশ্বরী।
ভাবিলা ছাড়িবে তোমা মহেশে তুষিতে।
হে সুরেশ-রমা, দৈত্যনাথ কহিলা আমায়

শীঘ্র যাও, মদনমোহিনী, শচীপাশে,
কহ তারে আসিতে হেথায় ; অচিরাৎ
কারাবাস শেষ তব, সতী !" নীরবিলা
কামকান্তা মধুরহাসিনী প্রিয়ম্বদা।

ঝটিকার আগে যথা গম্ভীর আকাশ,
পুলোম ঋষির কন্যা—পুরন্দর জায়া
তেমতি গম্ভীর ভাব ! ভাবিতে লাগিলা,
অনঙ্গমহিলা বাক্যে চিন্তিত অন্তর !

কতক্ষণ পরে—"না রতি" কহিলা ধীরে
"মায়াবী অসুর ছলে ছলিল তোমায় !
না বুঝিলে কামবধূ, কালভুজঙ্গিনী
ঐন্দ্রিলার কূটখেলা ! ছাড়িবে আমায় ?

হে অনঙ্গ-সহচরি, এ কথা কিরূপে
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে ? যার তরে চর
ধরামাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়া
আমায় আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি,

দৈত্যপতি ছাড়িবে শচীরে ? কহ শুনি
কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে ? সত্য যদি
ভাবিলে তা, বল বা কি রূপে—সুসংবাদ
ভাবিলে ইহায় ? রতি, শুভ সমাচার

শুনাতে আমায় যদি শুনাইতে আজ,
তাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায়—স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ। কিম্বা পুত্র মম

জয়ন্ত, জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে ! হে অনঙ্গরমে
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে ?

মোচন করিতে আমা, নাহি কি সে কেহ,
অকূল অমরকুল থাকিতে এখানে ?
না রতি, কহ গে দৈত্য—"চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা,

পতিহস্তে যতদিন মুক্তি নহে মম !
এত কহি স্থির নেত্রে শূন্যদেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগ—"হে শিবে শৈলজে,
জীব দুঃখ বিনাশিনি, শচী নিজালয়ে

সেবিবে ঐন্দ্রিলা-পদ দেখিবে তা তুমি ?"
নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি, উৎফুল্ল বদনে
শোভা দিল অপরূপ ! প্রভাতিল যেন

তাড়িত কিরণ স্থির তুষার রাশিতে
আভাময়,—আভাময় করি দশ দিক্ !
শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা ;
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন মূরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা আগারে !

পঞ্চদশ সর্গ।

—:০:—

গেলা যবে দৈত্যপতি উত্তর তোরণে
দণ্ডিতে অমরদর্প—দণ্ডিতে সমরে
মহাবল বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জনে,
দণ্ডিতে দুর্জ্জয় পাশী জলকুলেশ্বরে,

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবে, শাসিতে সংগ্রামে
ভীম শিখিধ্বজ শিবসুতে,—গেলা বরি
রুদ্রপীড়ে সেনাপতি পদে। দম্ভ ছাড়ি
দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলা দৈত্যসুত।

পূর্ব্বদ্বারে ঘোর রণ দেবতা অসুরে—
ভীমরঙ্গে যুঝিছে অনল, যুঝে সঙ্গে
ইন্দ্রসুত জয়ন্ত কুমার ধনুর্দ্ধর।
বাজিছে অমরবাদ্য সমর উল্লাসে ;

দৈত্যরণবাদ্য বাজে অম্বুনিধি নাদে ;
ভয়ঙ্কর কোলাহল বিদারে অম্বর !
অগ্রসরি চমূমুখে কোদণ্ড টঙ্কারি
দাঁড়াইল রুদ্রপীড়—বাজে ঘোররণ !

ছুটিল অমর ঠাট ত্রিদিব আকুলি ;
ছুটিল দানব গর্জ্জি জলদ গর্জ্জনে ;
ঘন ঘন টলে স্বর্গ বীরপদভরে।
কভু ক্ষণকাল, দেবসৈন্য অগ্রসর

বিমথি দনুজে—কভু নিন্দি দৈত্যসেনা
অমরবৃন্দেরে, ধায় ঘোর কোলাহলে।
ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল
খেলে রঙ্গে বেলাসঙ্গে সাগরের কূলে—

কভু জলরাশি দম্ভে ছুটে উঠে তীরে,
আবার পালটি ধায় সিন্ধুর গর্ভেতে
তেমতি সমর রঙ্গ অমর দানবে !
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর ক্রমে উঠিতে লাগিলা

অমর-বাহিনী ; অগ্নি অগ্নিময় তনু,
জয়ন্ত ভীষণ, দেব সেনাদল আগে
ছুটিছে উৎসাহে সিংহনাদে সুরকুল
করি উৎসাহিত ! পড়ে দেব অস্ত্রাঘাতে

দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখণ্ড যথা
আছাড়ি আছাড়ি, ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ;
কিম্বা যথা দ্রুমরাজি ঝড়ে মড়মড়ি।
ঘোর উচ্চস্বরে, বলি,—"হে অমর চমূ

আর ক্ষণকাল বীর্য্য দেখাও অমনি,
দেবহস্তগত তবে হয় এ নগরী।—
অই স্থান, হে বীরেন্দ্র বাসবতনয়,
লঙ্ঘিলে, দানবশূন্য নিমেষে এ দ্বার!

দেখিবে অচিরে সে চির আনন্দধাম,
দেখ নাই দেব চক্ষে বহুকল্প যাহা,—
অমরার চির রত্ন নন্দন উদ্যান!"
বলি অগ্নি, স্ফুলিঙ্গ মণ্ডিত কলেবর

লম্ফে লম্ফে সর্ব্ব অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে,
ছুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্য পশ্চাতে।
নারে রুদ্রপীড়সেনা সে বেগ ধরিতে;
বৃত্রসুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে,

নারিলা ফিরাতে নিজদলে; ভঙ্গ দিলা
সেনা সঙ্গে, সর্ব্ব অঙ্গে শোণিতের ধারা।
এথায় উত্তর দ্বারে অমর সুরথী
যুঝিছে দানবসঙ্গে; সমরে মাতিয়া

দেখাইছে সুরবৃন্দ অমর-বিক্রম,
নিবারি দৈত্যেন্দ্র-ভুজবল ভয়ঙ্কর।
সুর-ক্ষিপ্ত শররাশি ঝলসি গগন,
ছুটিছে আকুল দিক্—বিদারি যেমন

বিদ্যুৎ তরঙ্গ ধায় অনন্ত শরীরে—
উগারি অনলরাশি বিভীষণ শিখা।
পড়ে ভীম জটাসুর, (সঙ্গে ফিরে যার
দ্বিকোটি দানব নিত্য) দৈত্য মহাকায়,

দন্ত কড়মড়ি, ভীম গদার প্রহারে;
ঘুরায়ে ঘর্ঘরে যাহা বায়ুকুলপতি,
হানিছে চৌদিকে, নাশি দনুজের দল,
একা লণ্ডভণ্ড করি দ্বিকোটি দানবে

কালাগ্নি জ্বলিছে অঙ্গে, ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমরসিন্ধু—উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শতক্রোশ—
ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অসুরে নাশিছে।

পলাইছে দন্তবক্র দানব দুর্ম্মতি,
(অমর জর্জ্জর তনু দন্তাঘাতে যার,
ভয়ে যার লবণ সমুদ্র প্রকম্পিত)
পলাইছে স্বদল সহিত ভীম বেগে;

লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেনা ছুটিছে পশ্চাতে—
যথা ঘোর রঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘুরিতে
ঘূর্ণবায়ু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল!
শত খণ্ডে খণ্ড করি মুণ্ড দানবের

ফেলিলা মার্ত্তণ্ড দেব; নিমিষে নাশিলা।
সহস্র দনুজ বীর, শূন্যে ঘুরাইয়া
দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর। পড়িলা সমরে,
দুরন্ত বরুণ হস্তে দানব দুর্জ্জয়

সিংহতুণ্ড—সিংহের সদৃশ মুণ্ড গ্রীবা!
কাঁপিত নাবিকবৃন্দ সদা যার ভয়ে
পশিতে পিঙ্গলার্ণবে—পশিতে যেমনি
কৃতান্ত ভবনে পাপী। কেশরী গর্জ্জনে

বরুণে নেহারি দৈত্য প্রসারি দ্বিভুজ
(উন্নত বিশাল শালতরুকাণ্ড যথা)
ছুটিলা বিকট বেগে গগন আঁধারি।
দিলা রড় বরুণের অনুচর সেনা

দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড। গর্জ্জিলা বরুণ—
গর্জ্জিলা যে রূপে পূর্ব্বে, যবে অহিরাজ
উগারিলা কালকূট—নীলকণ্ঠ পেয়!
কহিলা—"যা পলায়ে, রে ভীরু ফেরুপাল!

লুকা গিয়া নরকান্ধকারে সুরাধম !
অমরকুলকলঙ্ক ! ভঙ্গ দিলি রণে,
পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ ? হা পামর !
দেখ, দেব-কুলাঙ্গার, দেখ দূরে থাকি,

সে সাহসও থাকে যদি—পাশীর কি তেজঃ।”
বলি হুঙ্কারিলা, যথা হুঙ্কারি প্রলয়ে
আন্দোলি অতলতল তরঙ্গ ছুটান ;
ধরিলা সাপট মহাপাশ—দিলা ছাড়ি !

মেঘমন্দ্র মন্দ্রিল অম্বরে ; পড়ে দৈত্য
ভীম নাদে, নখে দন্তে মনঃশিলা ঘাতি,—
ছাইল সমরাঙ্গণ দৈত্য-শব-দেহ।
যুঝিছে অমরসৈন্য প্রাচীরশিখরে,

নিম্নদেশে হীনবল দনুজবাহিনী,
নিরখি মহাদানব গর্জ্জিলা ভীষণ—
বাসুকী গর্জ্জন ভীম যথা ; মহাদম্ভে
হানিলা প্রাচীরমূলে ঘোর পদাঘাত ;

টলিল অটল ভিত্তি বিশাল নির্ম্মিত !
পড়িল ভাঙ্গিয়া শত খণ্ডে খণ্ড হয়ে,
ভূকম্পনে ভাঙ্গে যথা ভূধর-শরীর।
তুলিলা তখন মহাখড়্গ—ভিন্দিপাল—

দুই হস্তে মুষ্টিতে সাপটি ; পরশিল
বিশাল অনন্ত প্রান্ত সে খড়্গ ভীষণ।
আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে দৈত্যেশ,
খণ্ড খণ্ড করি শূন্য ভীম ভিন্দিপালে,

মথিতে লাগিলা বেগে দেব-চমূরাশি।
উড়িল অমরতনু আচ্ছাদি অম্বর,
যথা সে কার্পাস রাশি উড়ায় ধুনারি
টঙ্কারি ধূনন যন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে।

প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমর শোণিত ;
দেব-অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধারা
মনোহর—সৌরভে পূরিয়া অপরূপ।
অক্ষত দেবের তনু অস্ত্রের আঘাতে,

(অশরীরী মারুত যেমন) ছিন্ন নহে
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে—কিন্তু দেহ
দহে অস্ত্রদাহে, দহে যথা নরদেহ
কূট হলাহলে ঘোরতর। সুরবৃন্দ

জ্বলনে অস্থির, দৈত্য-প্রহারে আকুল,
ছাড়ি স্বর্গতল শীঘ্র উঠিল বিমানে ;
উঠিল নিমেষে শূন্যে কোটি ব্যোমযান
আভাময়—দেব-অঙ্গ শোভা অঙ্গে ধরি।

অযুত নক্ষত্র যেন উঠিল সহসা
নীলাম্বরে। অপূর্ব্ব কিরণ অভ্রময়
ছুটিতে লাগিল শূন্যে শতাংশু লহরী
নিনাদি মধুর নাদে ; ছুটিল চকিতে

শিখিধ্বজ মহারথ ইরম্মদগাত,
ছুটিল সূর্য্যের এক চক্র সুস্যন্দন
উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল ;
অপূর্ব্ব নিনাদে, পাশী বরুণ স্যন্দন

ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল ;
মনোরথগতি বায়ু রথ দ্রুতবেগে
আকুল করিল ব্যোমদেশ বৃষ্টি ধারে
দেবপুরী অমরা উপরে বরষিল

শরজাল—দৈত্যচমূ মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষঃ
বাহু ভেদি ; চমকে উজলি অভ্রতনু—
তড়িত নির্ঝর যথা। দনুজবাহিনী
অনুপায় দূর শূন্যে অমর সুরথী ;

না পারে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিম্বা ভুজপাশে
লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য
সেনা অগণন। নিরখিলা বৃত্রাসুর—
ত্রিনেত্র ঘুরিল ঘনবহ্নি-চক্র প্রায়

উজলি বিশাল ভাল; দন্তে হুহুঙ্কারি
বাড়ায়ে বিপুল বপুঃ করিলা দীঘল—
দীঘল ভূধর মেরু যথা; কিম্বা যথা
ফণীন্দ্র বাসুকি সিন্ধু-মন্থন প্রলয়ে।

দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর,
প্রসারি সঘনে বাহু, ঘন লম্ফ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকারধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা,

আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।
দেব সেনাপতিবৃন্দ ত্রাসিত তখন
আরো দূরতর ঘোর অন্তরীক্ষপথে

চালাইল দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল
চাপে বসাইল দ্রুত, শিঞ্জিনী টঙ্কারি
ঘোর নাদে; মহাতেজে ছুটিল সঘনে
অস্ত্রকুল, বিশ্বহর প্রলয় পবন

ছুটে যথা ভাঙ্গি গিরি শৃঙ্গরাজি—ভাঙ্গি
দ্রুম কাণ্ড-শাখা বেগে;—মুহূর্ত্তে উড়িল
দশ দিকে, লক্ষ লক্ষ দৈত্য মহাকায়;
লণ্ডভণ্ড দৈত্যব্যূহ ভয়ঙ্কর বেগে

ছুটিল বারীশ অস্ত্র মহা প্রহরণ;—
ত্রিভুবন স্তম্ভিত, কম্পিত চরাচর;
প্রলয় প্লাবন রঙ্গে টলিল ভূধর;
ভাসিল দনুজদল উত্তাল হিল্লোলে;

শূন্য যুড়ি পড়িতে লাগিল ঊর্দ্ধপদ
অযুত দনুজ-তনু দূর নিম্নে বেগে—
পর্ব্বত, ভূতল, সিন্ধু, অতল আচ্ছাদি।
ঘন হাহাকার শব্দ দৈত্যমণ্ডলীতে!

বিকট মৃত্যু আরাব দন্তের ঘর্ষণ!
দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাস্কর
বরষি প্রখর কর—কালানল যেন—
রণক্ষেত্রে অন্য দিকে। যুঝিছে কৌশলী

সমরপণ্ডিত ধীর শূর উমাসুত;
দেখি বৃত্রে অন্য শরে অভেদ্য শরীর
হানিছে সুতীক্ষ্ণতর শর চমৎকার;—
শূন্য ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন

কোটি ভুজঙ্গমমালা; মালার আকারে
ঘেরিছে অসুর অঙ্গ বিন্ধি খরতর,
বিন্ধে যথা বিষদন্ত বিনাক্ত তক্ষক
যমদূত। শরদাহে আকুল অসুর,

লক্ষ্য করি শিবসুতে ধরিলা সাপটি
সংহারীর শেলশূল—দিলা শূন্যে ছাড়ি।
চলিলা সে অস্ত্রবর অম্বর উজলি,
জ্বলিল দুর্জ্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে;

ব্রহ্মাণ্ড পূরিল শূল গর্জ্জনে ভৈরব।
ঘোর রঙ্গে ভ্রমে অস্ত্র—গ্রহপিণ্ড যেন
হইলে স্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শূন্যদেশে—
কভু বক্র চক্রগতি, কভু স্থির ভাব,

কখন নক্ষত্র তুল্য গতি অদ্ভুত!
স্তম্ভিত দনুজ দেব, অস্থির আকাশ,
নেহারি শম্ভুর শূল। কুমার আদেশে
অদৃশ্য হইলা সূর্য্য আদি ক্ষণকালে—

লুকাইয়া তনু আভা গভীর তিমিরে !
ডুবিল, মরি রে, যেন আঁধারি গগন
কোটি তারকার বৃন্দ ! হরিল দেবতা
দেবতেজে, গগনের তে রাশি যত—

না রহিল শর লক্ষ্য অস্ত্র ক্ষ আর !
এক মাত্র প্রজ্বলিত শূলের কিরণ
জ্বলিতে লাগিল শূন্যদেশে ক্ষণে ক্ষণে।
প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশূল

ঘুরি-অন্তরীক্ষময় লক্ষ্য না হেরিয়া
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্র করে অভিমানে নত।
দেখিলা দনুজপতি সে অস্ত্র আলোকে
রণস্থল ভীম শবস্থল এবে ! একা

সে প্রাঙ্গণ মাঝে ! যথা নগরাজচূড়া
মৈনাক, মীনেন্দ্র তিমি বেষ্টিত সাগরে
গজকূর্ম্ম রণে যবে উড়ে বৈনতেয়।
দেখিলা অদূরে, হায়, ধূলি বিলুণ্ঠিত

দনুজবিজয় কেতু ! নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা,
বীরগতি আলয়ে ফিরিলা চিন্তাকুল।

ষোড়শ সর্গ।

—*—

নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন-ভিতর,
চারু শোভাময় মুনি মোহকর,
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর ; থর থর থর
মঞ্জরী দোলে।

সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ কাননে
সুমন্দ মারুত আনন্দিত মনে
ঢলিয়া ঢলিয়া মধুর নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে
কুসুম কোলে ॥

হাসে ফুলকুল তরুণ সুন্দর ;
সুলোলিত শোভা, রসে ভর ভর
শ্বেত রক্ত নীল পীত কলেবর
থরে থরে থরে—হাসি মনোহর
মুকুল-মুখে।

ঝরে সুধাকণা তনু স্নিগ্ধ করি
ঝরে হিমাচল নিশিগন্ধা'পরি ;
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী
সঙ্গীত বাদন শ্রুতিমূল ভরি
অতুল সুখে ॥

ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখীকুল ;
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল ;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে ; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় ছুটে।

ভ্রমে পঞ্চবাণ, পিঠে পুষ্পধনু
হাতে পুষ্পশর, সুমোহন তনু,
অরুণ অধরে প্রভাতিয়ে জনু
সুহাসি বিজলী ; নেত্র কোণে ভানু
তরঙ্গে লুটে ॥

ঐন্দ্রিলা কহিছে "শুনহে মদন,
রচিলা নিকুঞ্জ বাসনা যেমন ;
আশার(ও) অধিক এ সুরভি বন
ত্রিদিবে অতুল—সফল সাধন
তোমার স্মর।

দৈত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ সুন্দর
বাখানিবে তোমা, শুন গুণধর,
রণশ্রান্ত যবে মহাদৈত্যবর
ফিরিবে এখানে ;—রতি মনোহর
সুখে বিহর ॥"

বলি কুঞ্জে পশি, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী
হাসে চারু হাসি সুদর্পণ ধরি,
হাসে চারু হাসি পীন-পয়োধরী
হেরি বিম্বাধর,—অপাঙ্গ লহরী
নয়নে খেলা।

"বামা আমি, ওহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যরামা অর্দ্ধ মৃদু স্বর,
"শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার
এতই হেলা॥

আমি, দৈত্যনাথ রমণী তোমার,
বাসনা পূরাতে আছে অধিকার
তোমার(ও) যেমন তেমতি আমার,
হে দনুজপতি, দেখিবে এবার
বামা কেমন।"

হেনকালে শুনি ভূষণের ধ্বনি
ফিরিলা ঐন্দ্রিলা—যেন ভুজঙ্গিনী
ডমরুর রবে ফিরয়ে তখনি
ফণা দুলাইয়া—ভাবিয়া ইন্দ্রাণী
করে গমন॥

দেখিলা একাকী অনঙ্গমোহিনী
রতি আসে ধীরে, বাজিছে কিঙ্কিণী;
চিন্তা-অবনত চারু চন্দ্রাননী—
যথা সূর্য্যমুখী, যবে সে যামিনী
হয় আগত।

জিজ্ঞাসে ঐন্দ্রিলা "মদন-মহিলা,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী কোথায় রাখিলা?
বাসব-বনিতা, কহ, কি কহিলা
শুনে সে বারতা,—শিরোপা কি দিলা
মনের মত॥"

দৈত্যেশ-মহিষি, আমি তব দাসী,
কেন ব্যঙ্গ কর, মুখে নাহি হাসি,
ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী
জান ত সকলি—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,
শচী না আসে।

না চাহে মোচন, চির কারাবাসে
রবে ইন্দ্রজায়া—এ স্বর্গ নিবাসে,
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল
দনুজ-প্রসাদে—সহিবে সকল
না ভাবে ত্রাসে॥"

প্রফুল্ল-আনন গন্ধর্ব্ব-কুমারী
নয়ন কোণেতে রতিরে নেহারি,
খেলায়ে অপাঙ্গে তড়িত তরঙ্গ
দংশিলা অধর—করি গ্রীবা ভঙ্গ
ক্ষণেক থাকি।

কহিলা, "কি রতি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
না আসিবে হেতা? সাবাস্ মানিনী!
বৃথা কি হবে সে অসুরের বাণী
'শচীর উদ্ধার'?—যাব লো আপনি
এ সব রাখি॥

সাজা দেখি, রতি, ভাল ক'রে মোরে,
কেশ-বেশন্যাস আসে ভাল তোরে;
সাজা লো তেমতি যেন হাসি-ডোরে
বাঁধি দৈত্যরাজে—রতি, মন ভোরে
সাজা আমায়।

জিনিয়া সমর ফিরিলে অসুর,
রণশ্রান্তি তাঁর করিব লো দূর
এ নিকুঞ্জ বনে!—মরি কি মধুর
মদন-কৌশল! মরি কি প্রচুর
সুগন্ধ বায়!"

সাজাইলা রতি গন্ধর্ব্ব-কুমারী
(ধন্য রতি, তোর গুণে বলিহারি।)
নীলোৎপল যথা ধু'লে ধারাবারি—
ঐন্দ্রিলার মুখ; অলকার সারি
ভ্রমর তায়।

সাজিলা ঐন্দ্রিলা; মধুর মাধুরী
বসন ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি;
পড়ে যেন ঝুরি চারু পয়োধরে;
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে
নাচিল পায়!

বসন্ত সময়ে কিবা সাজে রতি
ভুলাতে কন্দর্পে রূপকুলপতি ?
শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্ব্বতী
সাজিলা বা কিবা ? মোহিনী যুবতী
সুধা-তুমুলে ?

নিন্দিলা সে সব ঐন্দ্রিলা রূপসী
সাজিলা সুন্দর বাসে কটি কসি ;
কুন্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি
তারকার মালা—মন্মথ-প্রেয়সী
আপনি ভুলে ॥

অসুর-মোহিনী নেহারে মুকুরে
সে বেশ লাবণ্য, গরবেতে পূরে ;
শচীরে পাইবে ভুলায়ে অসুরে
ভাবিল নিশ্চিত ; কোকিলা কুহরে
কহে "লো রতি,

সাজা এই খানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছে লো আমার ;
রতন-মুকুট, মণিময় হার,
জয়লক্ষ্মধন,—ধনেশ-ভাণ্ডার
ঢাল যুবতি ॥

আন যান পুষ্পরথ' অশ্ব গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ ;
আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ,
আমার যা কিছু ;—মানস-পঙ্কজ,
ফুটাব আজ।

বল্ চেড়ীদলে সশস্ত্র সাজিয়া
দাঁড়াক্ সকলে এখানে আসিয়া,—
ত্রিজটা, ত্রিগুণা, কপালী, কালিকা,
যে যেথা আছে লো গন্ধর্ব্ব-বালিকা
দানবী সাজ।

যাও, হে অনঙ্গ, ফিরিলে অসুর
জানাইও বার্ত্তা, নিকুঞ্জে মধুর
ভ্রমি কিছুকাল।"—বাজিল ঘুঙ্গুর
নাচিয়া কটিতে—চরণে নূপুর
মধুর তায়।

"ঐন্দ্রিলার গতি কে ফিরাতে পারে"
কহিলা দানবী মৃদুল ঝঙ্কারে—
"হে দনুজনাথ, ঐন্দ্রিলা হে নারে
বাসনা ছাড়িতে—বাসব-প্রিয়ারে
ধরাব পায়।"

হেন কালে কাম কহিলা সংবাদ
ফিরিছে দৈত্যেন্দ্র সাধি নিজ সাধ
জিনিয়া সমরে—যথা সে নিষাদ
উজাড়ি অরণ্য, পূরাইয়া সাধ
কুটীরে যায় ॥

সুগম্ভীর গতি, অতি ধীর ভাব,
ভাবে দৈত্য মনে "এ জয়ে কি লাভ ?
সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব
করিল অমর—এ রূপে দানব
ক'দিন রবে ?

আমি যেন রাগে লভিনু বিজয়,
আমারি যেন এ শরীর অক্ষয়,
প্রতি রণে যদি দৈত্যকুল ক্ষয়
হয় হেন রূপে—কারে লয়ে জয়
ভুঞ্জিব তবে ?"

চলিল ঐন্দ্রিলা আগু বাড়াইয়া,
বসন্ত-সখারে সংহতি লইয়া,
চলন ভঙ্গীতে তরঙ্গ তুলিয়া
ভুলায়ে কন্দর্প—মধুর অমিয়া
হাসিতে ঢালি।

দিলা আলিঙ্গন প্রফুল্ল লোচন ;
নেহারি অসুর দানবী-বদন
ভুলিলা সকল ভাবনা বেদন
যা ছিল অন্তরে—নিমেষে ক্ষালন
মনের কালি !

কহিলা, "ঐন্দ্রিলে, একি মনোহর
শোভা হেরি আজ ! মরি কি সুন্দর
রুধিরে ফুটিছে সু-ওষ্ঠ, অধর—
অরুণের রাগে ! তনু-স্নিগ্ধকর
এ ভুজলতা।"

রণশ্রান্তি, নাথ ঘুচাতে তোমার,
আমার আদেশ বিরচিলা মার
মধুর নিকুঞ্জ ; শোভা হেরি তার
সাজিনু আপনি !—রণচিন্তা-ভার
ঘুচাব চল।”

রুণু রুণু ধ্বনি কিঙ্কিনী, নূপুরে,
আগু হৈল ধনি ধীরে ধীরে ধীরে,
অদীঘল-তনু এবে দৈত্যবরে
বাঁধি ভুজপাশে-চারু অঙ্গে ঝরে
শশাঙ্ক-আলো !

প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব !
চারিদিকে মৃদু মধুর সুরব,—
যেন উথলিছে মাধুরী অর্ণব
ঢালিয়া চৌদিকে !-মুকুল, পল্লব,
অনঙ্গ-শর।

অচেতন দৈত্য ভুঞ্জিয়া মাধুরী !
জাগাইল হাসি ঐন্দ্রিলা সুন্দরী ;
রণ-শ্রান্ত শূরে সুরে শান্ত করি,
চলিলা ভ্রমণে—ভুজপাশে ধরি
অসুরবর ॥

কিছু দূরে গিয়া কহে দৈত্যরাজ
“একি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূষা, সাজ !
কেন এ সকল কেন হেথা আজ
পড়িয়া এ ভাবে ? চেড়ীরা সমাজ !
একি সমর ?

“কোথা তবে আর রাখিব এ সব,
কহ শুনি ওহে হৃদয়বল্লভ !
কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব
দেখিছ ওখানে ? অমর-বিভব !
শচী-ভবন !

অমরার রাণী !—ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি,
এ ভুবন তার। কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা ?—চাহে না সে ধনি
কারা-মোচন।

‘দৈত্য-বাক্য ছার’ কহিলা আবার
‘কারামুক্তি, হায়, কে করে রে কার ?’
শুন হে দানব, পুলোম-কন্যার
এ সুখ ঐশ্বর্য্য। তার (ই) অধিকার
হেথা সকলি।

কি জানি কখন আসিবে সে ধনি,
মনোদুখে তাই আইনু আপনি
লতার-নিকুঞ্জে !—ছাড়িব যখনি
শচী আজ্ঞা দিবে।”—নীরব রমণী
এতেক বলি।

শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর
বাড়িতে লাগিল অসুর-শরীর
পর্ব্বত-আকার, নিশ্বাস-সমীর
বহিল সবেগে—কহিল গম্ভীর
“রতি কোথায় ?”

রতি কাঁপি কাঁপি আসি দৈত্যপাশে
কহে “ইন্দ্রপ্রিয়া রবে কারাবাসে ;
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল
দৈত্যেশ-প্রসাদে—সহিবে সকল
থাকি এথায়।”

রক্তবর্ণ আঁখি ঘুরিল সঘনে,
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে,
কড় কড় ধ্বনি রদনে রদনে
উঠিল বিকট কহিলা গর্জ্জনে
ভীম অসুর—

“আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণী ?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী ?”
বলি ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুঙ্কারি ;—হেরি দৈত্যরাণী
বামা-চতুর।

নিল ফুলধনু আপনার হাতে ;
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তা'তে)
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাঁটু গাড়ি
(সাবাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।

অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ-পরাণ
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী
লাবণ্য-রাশি।

দাঁড়াইলা শূর। আসিয়া নিকটে
ঐন্দ্রিলা কহিলা মধুর কপটে
"এ নহে উচিত, হে দনুজনাথ,
তুমি যাবে সেথা করিতে সাক্ষাৎ
শচীর সনে।

তবে গর্ব্ব তার হবে যে সফল—
সেই স্বর্গরাণী! হবে কি বিফল
দাসীর আদেশে দৈত্যরাজ বল?
ঐন্দ্রিলা-বাসনা জান ত সকল,
আছে ত মনে!"

কহে দৈত্যপতি "তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র-সহচরী;
যে বাসনা তব, তার দর্পহরি,
পূরাও মহিষি;—ফণা চূর্ণ করি
আন ফণিনী।"

হরষে উন্মত্ত হাসিলা ঐন্দ্রিলা;
সুখে দৈত্যবরে আলিঙ্গন দিলা;
চেড়ীদল সঙ্গে গরবে চলিলা
গজেন্দ্র-গমনে; কটাক্ষে হানিলা
ঘোর দামিনী।

সপ্তদশ সর্গ।

দেবারি দনুজনাথ দৈত্যসভামাঝে
বেষ্টিত অমাত্যবর্গ; সমর-কুশল
মহাবল সেনাপতিবৃন্দ চারিধারে।
নিকটে বসিয়া ধীর সুমিত্র ধীমান্
কহিছে গম্ভীরস্বরে—"দৈত্যকুলেশ্বর,
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে;
মরিলা যে কত, হায়, না হয় গণনা—
বীরবংশ ধ্বংসপ্রায় দেবতার তেজে।

"ক্রমে দর্প, সাহস বাড়িছে দেবতার;—
বাড়ি বরিষায় যথা তরঙ্গিণী-ধারা
ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাঁধ দুকূল উছলি,
গৃহ, শস্য, পশু, প্রাণী নাশি অগণন।

"হের দুর্নিবার তেজে জয়ন্ত, অনল,
সমরে অসুরে জিনি অসম সাহসে
প্রবেশিলা পূর্ব্ব দ্বারে লঙ্ঘিলা প্রাচীর
অসংখ্য অমরসৈন্য; হে দৈত্যশেখর,

"অর্দ্ধেক অমরাবতী ভুজবলে দেব
অধিকার কৈলা এবে। উত্তর তোরণে,
আবার সাজিছে রণে দেবসেনাপতি—
মহারথী কুমার, বরুণ, সূর্য্য, বায়ু।

"ভাবিলা, হে দনুজেন্দ্র, পলাইলা তারা
লুকাতে ত্রিশূল-ভয়ে পাতালে আবার,
সে আশা নিষ্ফল প্রভু ইন্দ্রজালে ছলি
করিছে কপট রণ অমর মায়াবী!

হৈলা দেব অসুর-কণ্টক। কি উপায়ে,
বুঝিতে না পারি, হায়, এ সুবর্ণপুরী
হবে সুররথী-শূন্য—দুঃসহ সমর
সহিবে ক'দিন আর এরূপে দানব?"

দানবকুল-ঈশ্বর বৃত্রাসুর তবে—
"সত্য যা কহিলা, মন্ত্রি! কিন্তু কহ সুধি,
কি ফল বাঁচিয়া স্বর্গ ছাড়ি!—যার লাগি
কত তপ কৈনু কত যুগ নিরাহারে;

"জিনিতে সমরে যায় কত মহারথী
দৈত্যবীরকুলশ্রেষ্ঠ ত্যজিলা পরাণ ;
যার লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেনা
পড়ে রণে, বীরদর্পে, শমনে না ডরি।

"জনম বীরের কুলে—মরণ (ই) সফল
শত্রুঘাতি রণস্থলে ! হে সচিবোত্তম,
কে কোথা রাজত্ব ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধ পণে—
মৃত্যুভয়ে সমরে বিরত কবে শূর ?

"কবে সে বীরের চিত্তে কৃতান্তের ভয়
হানিতে সমরে শত্রু ? ত্যজিতে পরাণ
যুঝি রঙ্গে রিপু সঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে ?
শুন, মন্ত্রি, যতদিন এ দনুজকুলে

একমাত্র অস্ত্রধারী থাকিতে জীবিত,
পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচণ্ড ভুজে,
বহিবে রুধির-স্রোত এ দেহে আমার,—
নহি ক্ষান্ত ততদিন এ দুরন্ত রণে।"

হেনকালে রুদ্রপীড়, বীর-চূড়ামণি,
মণ্ডিত সমর-সাজে আসি দাঁড়াইলা
নতশির, পিতার সম্মুখে কর যুড়ি।
শীর্ষক উজ্জ্বল শিরে, অঙ্গে সু-কবচ,

রত্নময় অসিমুষ্টি ঝলসে কটিতে—
সারসনে ; পৃষ্ঠদেশ নিষঙ্গ ঝলসে।
কহিলা, "হে তাত, তোমা দেখাতে এ মুখ,
পাই লাজ ; হে বীরেন্দ্র, তব পুত্র আমি

"চির-অরিন্দম রণে—সমরে হারিনু
নারিনু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল !
হারিনু অনল-হস্তে ! জয়ন্ত বালক
অধিকার কৈল দ্বার রক্ষিত আমার !

"রণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দনুজ-বাহিনী—
আমি যার সেনাপতি ! জীবিত থাকিয়া
তাহা চক্ষে নিরখিনু ! এ নিন্দা ঘুচাব,
ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্য-পতি রণস্থলে ;

"সমর-বহ্নিতে—যথা দাবাগ্নিতে বন—
দহিব অমর-সৈন্য ; সমর কুশল
জিনিব অনল দেবে—জয়ন্তে জিনিব ;
নতুবা, হে তাত, এই শেষ দরশন

"ও চরণ অরবিন্দ।—আজ্ঞা দেহ সুতেণ"
বলি পিতৃপদ-ধূলি ধরিলা মস্তকে।
শুনিয়া পুত্রের বাণী বৃত্রের নয়নে
দেখা দিল বাষ্পবিন্দু ; দ্বিভুজ প্রসারি

পুত্রে দিয়া আলিঙ্গন, কহিলা দৈত্যেশ—
"এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত (ই) তোমা
দনুজ-কুলতিলক পুত্র রুদ্রপীড় !
চির অরিন্দম তুমি—কিন্তু শুনি পুনঃ

"সুরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিবে সত্বর
অমরায়—সুরনাথ দুর্জ্জয় সমরে ;
না পারে যুঝিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ,
মৃত্যুজয়ী বৃত্র বিনা, রক্ষঃ, সুরাসুরে !

"তার সনে সমরে পশিবি একা তুই ?
রে সুধন্বি, একমাত্র পুত্র তুই মম !"
বলি পুনঃ গাঢ়তর দিলা আলিঙ্গন
রুদ্রপীড়ে বক্ষে ধরি দনুজ-শেখর।

কহিলা আবার ছাড়ি ঘন দীর্ঘশ্বাস
"কিন্তু বীর তুই—বীরপুত্রমহারথী—
কেমনে নিবারি তোরে ? কেমনে বা বলি
যাও বৎস,—দৈত্যকুল-রবি, অস্তে যাও !

"হে পিতঃ", কহিলা বৃত্র-নন্দন তখন
"কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে ?
কি ফল তোমার(ই), তাত, হেন বংশধরে,
নিন্দা যার আজীবন ত্রিলোকে ঘুষিবে ?

"হাসিবে অসুর, সুর যক্ষ যার নামে ?
জীবনে, জীবন—অন্তে, জগতে ঘৃণিত !
ত্রিলোকবিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে,
কুলাঙ্গার—কাপুরুষ—তনয় তাঁহার

"পলাইলা প্রাণভয়ে না ফিরিলা রণে
পুনর্ব্বার ! এ কলঙ্ক নহিলে মোচন
জীবন নিষ্ফল মম ! হে দনুজ-নাথ,
মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিয়া !"

উৎসাহ প্রফুল্ল নেত্রে, আনন্দে অসুর,
নিরখিলা পুত্রমুখ ছটা বিমণ্ডিত—
ভানু বিমণ্ডিত যথা কনক-অচল
সহস্র-কিরণমালী উদিলে শিখরে !

কহিলা সম্বরি বেগ—"না নিবারি তোমা
যাও রণে অরিন্দম, পুত্র, রণজয়ী ;
পাল বীরধর্ম্ম—ভাগ্যে যা থাকে আমার।"
বলি কৈলা আশীর্ব্বাদ অশ্রুবিন্দু মুছি।

বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিলা
রুদ্রপীড় ; জননী নিকটে গেলা দ্রুত।
দেখিলা ঐন্দ্রিলা চেড়ীদলে সুসজ্জিতা
চলে মন্দাকিনী তীরে শচীরে বান্ধিতে।

আনন্দে জননী-পদ বন্দিলা বীরেশ ;
কহিলা "জননী, সুতে দেহ পদধূলি,
দিলা আশীর্ব্বাদ পিতা ; প্রতিজ্ঞা আমার
নির্দ্দেব করিব স্বর্গ-পুরী। কিন্তু, মাতঃ,

কে কহিতে পারে ক্রূর সমরের গতি,
না হেরি যদ্যপি আর ও পদযুগল,
ও পদযুগলে মাতঃ, এ মিনতি মম
রেখো মা, চরণে ইন্দুবালা সরলারে ;

পতিগতপ্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা,
রক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে !"
হায় রে ঝরিল অশ্রু বীরেন্দ্র নয়নে !
স্মরি সে হৃদয়-ইন্দু—ইন্দুবালা-মুখ !

এ বিদায়ে কার, হায়, না আর্দ্রয়ে হিয়া ?
ঐন্দ্রিলার (ও) শিলাময় হৃদয় তিতিল ;
বাষ্প-বিন্দু নেত্রকোণে, কহিলা দানবী
তনয়ের মুখঘ্রাণ ল'য়ে ঘন ঘন,

"এ অশুভ কথা বৎস, কেন রে শুনালি ?
কাজ কি সমরে মোর ? একা দৈত্যনাথ
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে।
দৈত্যকুল-পঙ্কজ সমরে নাহি যাও।"

"না মাতঃ, অন্তর জ্বলে অনন্ত শিখায়।
সুর-হস্তে হারি রণে, নির্ব্বাণ-আহুতি
সমর্পিব এবে তায় অমরে দণ্ডিয়া ;—
তনয়ের শেষ ভিক্ষা মনে রেখো মাতঃ !

পেয়েছি চরণধূলি জনকের ঠাঁই,
দেহ পদধূলি তব।" এতেক কহিয়া
ভক্তিভাবে প্রণমিলা জননী চরণে !
পুত্র কোলে করি স্নেহে দানব-মহিষী

বান্ধিলা শীর্ষক-চূড়ে বিল্ব সচন্দন,
কহিলা আশ্বাসি "বৎস, এ অর্ঘ্য সতত
অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এ মম আশীষ ;
যাও রণে, রণজয়ী অরিন্দম বীর।"

হেথা চারু ইন্দুবালা, কল্পতরু-মূলে,
(শুভ্র কুসুমের মালা লুটিছে উরসে)
বসি শ্বেত শিলাতলে, সখিদলে মেলি,
শুনিছে রণসংবাদ ভাসি অশ্রুনীরে।

আহা, সুমিলন মুখ, হৃদয় কাতর!
যেন রে নিদয় কেহ বিহঙ্গ ধরিয়া
হেমন্তের দেশ হ'তে আনিলা গ্রীষ্মেতে।
ভাবিছে দানববালা তেমতি আকুল!

কে পারে সহিতে, প্রাণ সুকোমল যার,
সমরের ঘোর শিখা—জ্বলিলে চৌদিকে?
অহরহ দিবানিশি রণ-কোলাহল?
করুণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিমূলে?

কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়া
"কত দিনে হায়, সখি এ সমর-স্রোত
শুকায়ে নিঃশেষ হবে? কত দিনে পুনঃ
ধরিবে পূর্ব্বের ভাব এ অমরাবতী?

পুত্র-শোকাতুরা, আহা, মাতার রোদন,
সখি রে, বিদরে হিয়া!—বিদরে লো প্রাণ
স্বামীহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন!—
ভগিনীর খেদস্বর ভ্রাতার বিয়োগে!

হায়, সখি, বল্ তোরা বল্ কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি?
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া!

সখি রে, বুঝিতে নারি কিরূপে এ সব
অসুর অমর-কুলে মহাবীর যত
(নিদয় নহে লো তারা) আপনা পাশরি
বন-ঘাতক অস্ত্র হানে পরস্পরে?

না ভাবে মমতা লেশ, নাহি ভাবে দয়া,
সদাই উন্মত্তপ্রায় নিঠুর সমরে;
হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে
কত যে যাতনা জীবে—জীবন-নিধনে!

সমর-সুরাতে, হায়, অমর, দানব,
হয় কি এতই, সখি, উন্মত্ত অজ্ঞান?
কিম্বা, কি সে পরাণীর(ই) প্রকৃতি দ্বিভাব।
কুটিল কপটাচারী প্রাণী মাত্র সবে?

কেমনে বা ভাবি তাহা? হৃদয়বল্লভ
আমার যিনি, লো সই, কপটতা তাঁরে
না পরশে কোন কালে—তবু কি কার
সমরে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ?

দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাঙ্গণে
প্রবেশিতে পুনরায়; রাখিব বাঁধিয়া
হৃদয় উপরে এই ভুজলতা-পাশে
নিদারুণ হ'তে তাঁরে দিব না লো আর।"

হেন কালে রুদ্রপীড় বৃত্রের তনয়
সজ্জিত সমর-সাজে, সুধীর গমন,
অধোমুখে ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশি,
অগ্রসর ক্রমে সেই কল্পতরু-মূলে।

দূর হ'তে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি,
ছুটিলা উতলা হয়ে ইন্দুবালা বামা;
পড়িলা বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া,
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুখে!

কহিলা—কোকিলাধ্বনি কণ্ঠে কুহরিল,
(হায় যবে ভগ্ন-স্বরে, ডাকে পিকবধূ)
কহিলা "হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ!—
রণসাজে কেন পুনঃ সাজালে সুতনু?

গন(ও) সমর-ক্লেশ দূর নহে তব ;
ন(ও) নিশিতে নাথ, নিদ্রা নাহি যাও ;
; স্বপ্ন সারানিশি শুনাও প্রাণেশ,
বার এ বেশ কেন দহিতে আমায় ?

লিতে আমায় বুঝি-সাধ ছিল মনে—
বালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
ই ভয় দেখাইতে, আইলে প্রাণেশ !
ল প্রভু রণসাজ—না পারি সহিতে।

ষ্ঠুর দারুণ, তুমি !—ললনা-হৃদয়
ধতে আইলে, প্রিয়, ছলনা করিয়া।
জ রণসাজ শীঘ্র ; দেখাই(ও) না আর
ভীষিকা তরুণীর হৃদয় তাপিতে।”

প্রয়সি, নিষ্ঠুর আমি সত্যই কহিলা ;
লিতে বীরের ধর্ম্ম দিলাম বেদনা
মার হৃদয়ে, প্রিয়ে,—লাভতে বিদায়
সেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্থলে।”

যাবে নাথ ?”—বলি, ধীরে চারু চন্দ্রাননী
লিলা বদন ইন্দু পতিমুখ তলে ;—
দেখি কমল যথা মুদিতে মুদিতে,
নহারে শিশিরে ভিজি অস্তগত ভানু !

যাবে নাথ ? যাবে, কি হে, ছিঁড়িয়া এ লতা?
ধেছি তোমায় যাহে এই সাধ করি !
ড়ে কি হে, তরুবর ঘেরে যদি তায়,
রুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ?

ছিঁড়িলে, তবুও, নাথ লতিকা ছাড়ে না।
তি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ ?
কাথা নাথ, বল বল তরঙ্গের গতি
বনা সে সাগরগর্ভ ? হে সখে, নির্ঝর

খেলিতে না বাসে ভাল শৈল অঙ্গ বিনা ;
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ
ঝর ঝর নাদে সদা—তেমতি হে আমি
থাকিব তোমার এই হৃদয়ে জড়ায়ে।

শুনি, স্নেহভরে বীর ধরিলা তরুণী,
চারু চন্দ্রানন চুম্বি, ফেলি অশ্রুধারা।
শুকাইল ইন্দুবালা ! নিদাঘে যেমন
শুকায় কুসুমলতা ভানুর-পরশে।

কহিলা সরলা বালা নয়নের জলে
ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈম সারসন—
“যাবে যদি, নাশ আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সবে দোঁহে যত্নে এত দিন ;

“এই পুষ্প তরুরাজি কিসলয়ে ঢাকা—
দেখ দেখ কত পুষ্প দুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা—
স্বহস্তে অর্জ্জিনু যায় কতই আদরে !

“নাশ আগে এই সব বিহঙ্গমরাজি
রঞ্জিত বিবিধবর্ণে—নয়ন-রঞ্জন !
প্রতিদিন পালিলা যে সবে দুগ্ধ-দানে ;
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলা যায় হইতে কাতর !

“নাশ এই সখিগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম—আজীবন কাল
সম্প্রীতে পালিলা, সদা—সেবিলা প্রাণেশ,
প্রাণ, মন, দেহ, স্নেহ-রসে মিশাইয়া।

“নাশ পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিতে
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি নাথ—
পাতিয়া দিলাম বক্ষঃ, হান এ হৃদয়ে
সে রক্ত—পিপাসু-অসি—রণে যাও বীর।”

বলি মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী ;
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন ;
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর, ললাট,
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল গতিতে।

নীরবে, চাহিয়া পথ, থাকি কতক্ষণ
কহিলা দানবকন্যা চারু ইন্দুবালা—
'হায়, সখি সংগ্রামের মাদকতা হেন!
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ!"

হায়, ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বল
জীবের হৃদয়ার্ণবে কি অদ্ভুত খেলা?
মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে!
দানব কুলের চারু কোমল নলিনী!

আকুল সরলা বালা—ব্যথিত চঞ্চল,
থাকিতে নারিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,
স্নিগ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি,
তরু-ছায়া ত্যজি গৃহে করিলা প্রবেশ।

পতিগত-প্রাণা সতী ভাবিলা তখন
করিবে শিবের পূজা—পতির মঙ্গল-
কামনা করিয়ে চিতে ; লভি শুভ বর
নিবারিবে চিত্তবেগ শান্তির সলিলে।

আজ্ঞা দিলা সখীগণে পূজা-আয়োজন
করিতে বিধানমত, পবিত্র আগারে ;
পরিলা সুপট্ট বাস, স্নানে শুচি-তনু,
প্রবেশিলা পূজাগারে সাধ্বী শুদ্ধমতি ;

সুবিল্ব, চন্দন, পুষ্পমালা, সুবসন,
অর্পি শিবমূর্ত্তি পরে স্থির ভক্তি সহ
ধ্যানে শিবমূর্ত্তি ভাবি, জপি শিবনাম,
বর মাগিবার আগে উঠিলা সুন্দরী—

উঠিলা সবিল্ব জল ঢালিতে মস্তকে ;
ধরিলা মঙ্গল ঘট ভক্তির উল্লাসে ;—
হায় রে বিমুখ যারে বিধাতা যখন
কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হয় তার!

সহসা কাঁপিল হস্ত দানব-বালার,
কাঞ্চন মঙ্গল ঘট পড়িল খসিয়া
মহাদেব মূর্ত্তি'পরে—খণ্ড খণ্ড হয়ে,
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে?

অধীর হইলা দেখি ইন্দুবালা সতী ;
দর দর দুনয়নে ঝরিল সলিল ;
শিহরিল শীর্ণ তনু ; "হে শম্ভু"বলিয়া
ভূতলে পড়িলা বামা স্বামি-মুখ স্মরি।

সখিগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি
পূজাগৃহ বাহিরে লইল ইন্দুবালা ;
রতি আসি নানামতে বুঝাইলা তায় ;
সান্ত্বনা করিয়া কিছু, করিলা সুস্থির।

চেতনা পাইয়া ঘন ফেলি দীর্ঘ শ্বাস,
কহে দৈত্যরাজ-বধূ দারুণ আক্ষেপে—
"হে শঙ্কর উমাপতি, দাসীর কপালে
এই কি আছিল শেষে?—রতি লো, আমার

পতি আরাধনা ভার এত কি মহেশে?
কি দোষে দোষী লো দাসী প্রাণেশ কাছে?
পাব না কি রতি আর হৃদয়েশে মম?
জানি না সে পাদপদ্ম বিনা ত্রিভুবনে।"

কহিলা মদন পত্নী "হে দানব-বধূ,
ভাবিতে কি আছে কভু এ অশুভ কথা
বদনে এনো না, সতি, ইথে অকুশল—
প্রিয়জন অকুশল অশুভ চিন্তায় ;

"নাহি কি ভাবিতে অন্য ? হৃদয়-বেদনা
জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে ?
সমদুঃখী পুরাণীর যাতনা সকলি
ভুলিলে কি চারুমতি ? ভুলিলে শচীরে ?

"অমরায় ফিরে যবে আ(ই)লা তব প্রিয়
নৈমিষ অরণ্য হ'তে শচীরে বাঁধিয়া,
হে ইন্দু-বদনা তুমি কাঁদিলা কতই—
শচী-দুঃখে কত দুঃখ করিলা তখন !

"সে পুলোমকন্যা এবে নিভৃত মন্দিরে
নিরানন্দ দিবানিশি। ভুলি দুঃখ তার,
বৃথা ভয়ে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি ?"
আপন হৃদয় ব্যথা এতই কি, সতি ?'

রতি-বাক্যে ইন্দুবালা সলজ্জবদনা,
স্মরি মনে মনে পতি, স্মরি শচীকথা,
অধোমুখে ভাবিতে লাগিলা অশ্রুমুখী ;
হিমবিন্দু-সিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন।

অষ্টাদশ সর্গ।

—*—

কুলু কুলুধ্বনি !—চলে মন্দাকিনী ;
দেবকুলপ্রিয় পবিত্র তটিনী ;
লতায়ে লুটিছে সুর-মনোহর
মন্দার দুকূলে—দুকূল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল শোভাময়।
যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে ;
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি,
খেলিত যখন অমর অমরী
শীতাপুষ্পরেণু মাখিয়া গায় ॥

যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ না ছিল দৈত্যের ;
সুরবালা কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত,
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে !

যখন পৌলোমী আখণ্ডল বামে
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে,
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক
অমৃত হ্রদের—বাক্যে অমায়িক
দিত শচী করে গরিমা গুণে।

সেই মন্দাকিনী তীরে ম্রিয়মাণা,
মন্দির অলিন্দে শচী সুলোচনা ;
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী,
রতি চারুবেশে, বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্যে অমরা রাণী।

প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা
শচী পদতলে, বসি কুতূহলা
হেরিছে শচীর বিমল বদন
শুনিছে কৌতুকে—বালিকা যেমন—
ইন্দ্রাণীর মৃদু মধুর বাণী ॥

কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্মলোক,
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক
প্রকাশে সেখানে ; কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল,
সতত চঞ্চল কারণ জলে !

কিবা অদভুত সে রেণু সমুদ্র ;
বীচিমালা তায় কি বিপুল ক্ষুদ্র ;
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে ॥

কোথা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ ভুবন ;
ভকত-বৎসল কিবা জনার্দ্দন ;

কিবা সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার,
কতই অনন্ত দান কমলার ;
কিবা শ্রীপতির পালন প্রথা ;

দেখিতে কি রূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ;
কি শোভা কৌস্তুভে—কেশব-ভূষণ ;
কমলা লাবণ্যে কি চারু মাধুরী,
ক্ষীরোদ মধুর যে মাধুর্য্যে পূরি ;
কিবা সুধাময় রমার কথা ॥

কৈলাস ভুবন কিরূপ ভৈরব ;
ভৈরব কি রূপ জটাধারী ভব ;
কি রূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়—
ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়—
প্রলয় বিষাণ কিবা সে ঘোর।

কিবা দয়াময়ী শঙ্কর-গৃহিণী,
ভবে শুভঙ্করী, দুর্গতি-হারিণী ;
জীবদুঃখে উমা কতই কাতর,
কি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, নর,
ভক্তজন স্নেহে সদাই ভোর ॥

আগে সে কিরূপে বাসবে তুষিতে
বিধি, হরি, হর অমরপুরীতে
আসতেন সুখে—আসিতেন উমা,
রাগ-মাতা বাণী, পদ্মাসনা রমা
ইন্দ্রত্ব উৎসব যে দিন স্বরে।

ঘুচাইতে ইন্দুবালা মনোব্যথা
শুনাইলা শচী সে অপূর্ব্ব কথা,
হরষে ত্রিদিব মাতিত যখন,
ধরি পঞ্চতাল নিজে পঞ্চানন
গায়িতেন যোগী গম্ভীর স্বরে ;

গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া,
ছাড়ি যোগধ্যান ভাবেতে ডুবিয়া
মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত ;
কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত
আনন্দে অধীরা ভবেশ-জায়া।

শুনি গূঢ় তন্ত্র হরিগান ভুলি,
ছাড়ি তুম্ব যন্ত্র ঊর্দ্ধে বাহু তুলি,
পঞ্চতালে ঘন ঘাতি করতল,
নাচিত নারদ—হরষে বিহ্বল
আনন্দে সলিলে ভিজায়ে কায়া।

শুনাইলা শচী দনুজ বালায়—
ত্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায়
মনুষ্য জীবনে সফল সাধন
সাধু পুণ্যশীল প্রাণী যত জন—
আত্মা সুখ ভোগ কিবা সেথায়।

কহিলা ইন্দ্রাণী "শুন রে সরলে,
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে,
সুপবিত্র ঋষি আত্মা মোহকর
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর,
দিতিসুতগণ না জানে যায় ॥"

শুনি ইন্দুমুখী ইন্দুবালা বলে
'হে অমর-রাণি আমি সে সকলে,
শুনাইলে যাহা মধুমাখা স্বরে,
পাব কি দেখিতে ?—শুনিয়া অন্তরে
কত কুতুহল উথলে, হায়।"

কাতর হৃদয়ে কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,
চারু ইন্দুবালা চিবুক ধরিয়া,
মৃদুল নিশ্বাসে নাসিকা কম্পিত,
মৃদুল মধুর অধর স্ফুরিত,
বাষ্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায়।

"রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে—
অনুগত জনে, মনে আশা ক'রে,
না পাইল ফল তাহার নিকটে !
বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে
কি দিয়া এখন তুষি তোমায়।"

কহিলা সরলা সুশীলা দানবী,
(যেন নিরমল সরলতা ছবি)

"ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলাষ—
চিরদিন তব কাছে করি বাস,
বচনে তোমার সুখেতে ভাসি!
চল, দেবি, চল আমার আলয়ে,
আমি নিত্য তোমা গন্ধ পুষ্প লয়ে
করিব শুশ্রূষা; হৃদয়ের সুখে
হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে
বীণা-বিনোদন বচন-রাশি।
কেন ইন্দ্রপ্রিয়ে এ কারা-মন্দিরে
দুঃখে কর বাস? আমি মহিষীরে
করি অনুনয়, রাখিব তোমারে
আপন আলয়ে—অশেষ প্রকারে
করিব যতন তোমার লাগি।

স্বামী গেলা রণে কাতর হৃদয়,
তোমা কাছে পেলে তবু স্নিগ্ধ হয়
এ দগ্ধ অন্তর—চল সুরেশ্বরি,
আমার আলয়ে; হে সুর সুন্দরি,
নিকটে তোমার ইহাই মাগি।"

শুনি ইন্দ্রজায়া বাক্যেতে মৃদুল,
"হায় রে, সরলে, তুই দৈত্যকুল
করিলি উজ্জ্বল" কহিলা বিস্ময়ে,
নেহারি সঘনে, ব্যথিত হৃদয়ে,
তরুণীর আর্দ্র নয়নদ্বয়।

হেনকালে রতি চকিত, চঞ্চল,
(হরিণী যেমন কিরাতের দল
হেরিলে নিকটে) বলে, "ইন্দ্রপ্রিয়া
হের দেখ অই—চেড়ীদল নিয়া
ঐন্দ্রিলা আসিছে বাঘিনী প্রায়;
"ইন্দুবালা, হায়, লুকা কোন স্থানে,
এখনি দানবী বধিবে পরাণে;
না জানি ললাটে আমার (ই) কি ঘটে—
মহেন্দ্র-রমণী, এ ঘোর সঙ্কটে
কি করি, সত্বর কহ উপায়?"

ইন্দুবালা ভয়ে, রতির বচনে,
চাহি শচীমুখ কহে, "কি কারণে
লুকাইব আমি? কেন, সুরেশ্বরি,
বধিবে আমায় দৈত্যেশ সুন্দরী?
কোন্ দোষে আমি দোষী গো তাঁয়?"

উত্তর করিলা সুরেশ-রমণী,
(তানপূরাতারে যেন তার ধ্বনি)
মীনকেতু জায়া, কি হেতু এ ভয়,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয়?
নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার?

যাও, লো চপলে, যেখানে অনল
রণজয়ী সুর—কহিও সকল,
কৈও তাঁরে মম আশীষ বচন,
সত্বর হেথায় করি আগমন
করুন দনুজ-বালা উদ্ধার।

থাক, অই খানে থাক ইন্দুবালা,
কি ভয় তোমার? কপটীর ছলা
শিখো না কখন মেখ না হৃদয়ে
পাপ পঙ্ক হেন, কোন প্রাণী ভয়ে;—
কপট আচারে অনন্ত জ্বালা।

যাও কামবধূ, প্রাণে যদি ভয়,
লুকাইয়া থাক;—শচী রতি নয়,
দানবী-ঝঙ্কারে নহেক অস্থির,
আছে সে সাহস এখন(ও) শচীর,
পারিবে রক্ষিতে এ চারু বালা।"

লুকাইত রতি। হেরে ইন্দ্রজায়া,
হেরে ইন্দুবালা, (যেন প্রাণী-ছায়া)
আসিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল,
কিরণে জ্বলিছে প্রহরণ জাল,
ভানু মাগি যেন তরঙ্গ থর
চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী
মৃদু মন্দ গতি—যেন কাদম্বিনী

বিজলী পরিয়া করিছে নর্ত্তন—
জ্বলিছে কবচ ভীম দরশন,
হাতে প্রভান্বিত শাণিত শর।

চলেছে ত্রিজটা বিশাল-লোচনা,
সিন্দূরের ফোঁটা ভালে বিভীষণা,
ভীম ভল্ল হাতে—মদমত্ত করী
ধায় যেন রঙ্গে শুণ্ড উচ্চে ধরি—
দুলিছে ত্রিবেণী চলেছে বামা।

প্রচণ্ডা-কপালী চলে খড়্গ তুলি;
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি;
চামুণ্ডা-করেতে অসি খরশান,
ধামলী-পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ,—
চলে মহা দম্ভে শতেক রামা।

চেড়ীদল সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে
ঐন্দ্রিলা সুন্দরী, লাবণ্য তরঙ্গে
সুবর্ণ উজলি; ঝরে যেন অঙ্গে
বিদ্যুত লহরী—নয়ন অপাঙ্গে
খেলে কালকূট গরল শিখা।

নিকটে আসিয়া, চিত্ত চমকিত,
নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী-বদন;
চারু দীপ্তিময় অতুল কিরণ"
সুচিত্রে যেমন স্বপনে লিখা!

কোথা রে ঐন্দ্রিলে তোর বেশভূষা?
অভূষিত তনু জিনি চারু উষা
ভাতিছে আপনি; প্রকাশিয়া বিভা
তনু-শোভাকর, মনের প্রতিভা
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে।

হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন
হেরি দিনমণি, দানবী তখন
মলিন তেমতি শচীর উদয়ে,
ঈর্ষা-বিষ-দাহ জ্বলিল হৃদয়ে,
শচীরে নেহারি অধীর দুখে।

ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে, চাহি ইন্দুবালা,
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জ্বালা
কহিলা—"দানবকুল-কলঙ্কিনি,
বধূ বেশে তুই কালভুজঙ্গিনী,
বসিলি রিপুর চরণতলে?

"আমার কিঙ্করী,—তার পদতলে
স্থান নিলি তুই? অসুর-মণ্ডলে
অশ্রাব্য করিলি ঐন্দ্রিলার নাম,
পূরাইলি হায়, শচী মনস্কাম?
কি কব হৃদয়ে গরল জ্বলে!

"এখনি মুছায়ে এ কলঙ্ক মসী,
ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি,
কি বলিব হায়, পুত্র-অনুরোধ
না দিলা লইতে সেই প্রতিশোধ—
চেড়ী হস্তে তোর বধিব প্রাণ!"

পরে ব্যঙ্গ স্বরে বলিলা "ইন্দ্রাণি,
জানিতাম তুমি অমরার রাণী;
বালিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে?
ঐন্দ্রজাল শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে?—
হায়, এ ত্রিদিব অপূর্ব্ব স্থান!"

বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ
শচী বক্ষঃস্থল করি নিরীক্ষণ;
বন্ধন ছিঁড়িয়া ছুটিল কুন্তল,
যেন ফণা তুলি দোলে ফণিদল;—
সুন্দরী রমণী ক্রোধ কি কটু!

চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদয়া
বান্ধি আনি দিতে রুদ্রপীড় জায়া,
বান্ধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গনা;—
ছুটিল কঙ্করী করাল বদনা,
ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু।

হেন কালে রণবেশে বৈশ্বানর,
চপলার সনে, আসিয়া সত্বর

বন্দিলা শচীরে ; জয়ন্তকুমার,
করতলে অসি ধরি খরধার,
নমিলা আসিয়া জননী-পদে।

পুত্রে কোলে করি শচী সুলোচনা,
বহ্নিরে তুষিলা, পীযূষ তুলনা
বচনে মধুর ; চাহি ইন্দুবালা
অনলে কহিলা—"সত্বর এ বালা
লয়ে কোন স্থানে রাখ বিপদে ;

বধিতে উহারে দানব-মহিলা
দেখ দাঁড়াইয়া", বলি, সুধাইলা
চাহি পুত্রমুখ, কুশল সংবাদ ;
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহ্লাদ
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে।

ইন্দ্রজায়া বাক্যে হ'য়ে অগ্রসর
ইন্দুবালা পার্শ্বে উগ্র বৈশ্বানর
চলিলা তখনি ; সতৃষ্ণ নয়নে
হেরে দৈত্যবধূ শচীর বদনে,
কপোল বহিয়া সলিল ঝরে।
দেখি ইন্দুবালা বদন-মুকুল—
হায় রে যেমন নিদাঘের ফুল
নব তরুশিরে কিরণ তাপিত—
পুরন্দর-জায়া শচী ব্যাকুলিত,
সমরের বেশ ধরিতে যারে।

"কিরূপে একাকী করিবে গমন
চারু ইন্দুবালা ? এ চারু লতায়
স্নেহনীর দানে কে পালিবে, হায় !
কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তার ?"
অয়ি নিরুপমা সুরেশ-রমণি,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মানসের মণি,
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা
কার চিত্তে শোভে, এ স্নেহ মমতা
বিপক্ষবধূরে কে করে আর ?

জয়ন্ত শচীরে করি অনুনয়
বুঝাইলা কত—ত্যজি সে আলয়
জুড়াতে সন্তপ্ত হৃদয়ের তাপ ;
কহিলা "হা মাতঃ এ দাসের পাপ
ঘুচাও আদেশ করিয়া দাসে,

"নারিনু রক্ষিতে নৈমিষে তোমায়,
সে মনোবেদনা, জননি গো, যায়
এ কারাবন্ধন ঘুচালে তোমার ;
আজ্ঞা কর, মাতঃ, দনুজ-বামার
দর্প চূর্ণ করি বাঁধিয়া পাশে।"

দনুজ-রাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা,
যথা বিস্ফারিত ধনুকের ছিলা,
ছিলা এতক্ষণ ; সহসা তখন
সাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীষণ
চামুণ্ডার দীপ্ত খর কৃপাণ।

মনঃশিলাতলে শচী-তনু-ভাতি
প্রভান্বিত যেথা, চরণে আঘাতি
সঘনে তাহার, দাঁড়াইল বামা ;—
নিশুম্ভ সমরে যেন দম্ভে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বান।

হেরি ক্রোধে বহ্নি জ্বলিতে লাগিলা,
জয়ন্ত টঙ্কারে কোদণ্ডের ছিলা ;

কি রূপে দমন করে ভীমায়।

আসি হেনকালে দাঁড়ায় সম্মুখে
বীরভদ্র বীর, ব্যোমশব্দ মুখে
হাতে মহাশূল, শিরে বহ্নি জ্বলে,
শিবাজ্ঞা শুনায়ে জয়ন্ত, অনলে,
সত্বর দোঁহারে করে বিদায়।

সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র-রমণীরে
চলে শিবদূত ; চলে ধীরে ধীরে

শচী সুলোচনা, জননীর স্নেহে,
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবালা দেহে,
কনক ভূধর সুমেরু যেথা ;
হাসিল ত্রিদিব—শচী পদতলে.
ত্রিদিব কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া,
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিন তরে রাখিবে সেথা।
বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী
চাহি ঐন্দ্রিলারে "শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরুশিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে—
অসুরনিধন নিকট অতি।"
মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ,
শুনি শিবদূত নির্ঘোষ কর্কশ
তেমতি ঐন্দ্রিলা—রহিলা স্তম্ভিত,
কে যেন চরণযুগলে জড়িত,
করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি।

উনবিংশ সর্গ।

গভীর ধরণীগর্ভে, গাঢ় তমোময়
নির্জ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ ;
প্রকাণ্ড-মুদ্গার ধ্বনি, কোটি কোটি যেন
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী ; নিনাদি বিকট—
সহস্র বাসুকী গর্জ্জ ভয়ঙ্কর যথা—
দগ্ধ ধাতু-স্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।
ধূম বাষ্প পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ,
সপ্তদ্বীপ শিল্পশালা একত্রিত যেন
হইলা গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধূম,
ভস্মরাশি, বাষ্পরাশি, দগ্ধ বায়ুস্তর
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ঘ্রাণসহ।
প্রবেশিলা পুরন্দর সে কেন্দ্র-গহ্বরে
লইয়া দধীচি অস্থি। উচ্চ স্তম্ভ পরে
দেখিলা জ্বলিছে ঊর্দ্ধে, জিনি সূর্য্য-আভা,
তড়িৎ পিণ্ডের শিখা, দীপের আকারে—
উজলি ভূমধ্য দেশ। দেখিলা আলোকে
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তর মালা,
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,
বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহী দেহ ; নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তর দল নানা আভাময়
পশ্চিম গগনপ্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।
কোনখানে ধূম্রবর্ণ লৌহ ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে,—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহী জঠরে ; কোন খানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তর তড়িত আলোকে
আভাময় ; রক্তবর্ণ তাম্রের তবক
কোন খানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ আকৃতি ;
রজত সুবর্ণরাজি অন্য ধাতু সহ
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহী-জঠরে
শোভাকর,—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজলি-উজ্জ্বল-আভা কাদম্বিনীকোলে।
জ্বলিছে ভূমি অঙ্গার স্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি,
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ ; যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত বেশ।
পীতবর্ণ হরিতাল স্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর ;
কোথাও পারদ রাশি হ্রদের আকারে,
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায়।

অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্র—যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী, সারি সারি বদন প্রসারি
উগারে অনলরাশি ধাতু রাশি সহ।
মিশেছে সে সব যন্ত্রে বায়ু প্রবাহক
বিশাল লৌহের নল শতদিক্ হ'তে—
জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণী জঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।
নলরাজি অন্য মুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাতা, ধাতু বিনির্ম্মিত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি, ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষোদেশ, বাহু লৌহবৎ,
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময়
ঘর্ম্মাক্ত, ললাট ঘর্ম্ম মুছি বাম করে।
ঘুরিতেছে একবারে শিল্পশাল যুড়ি,
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে,
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ;
শূর্ম্মীঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গার,
ছুটিছে শূর্ম্মীর পৃষ্ঠে শত শত স্রোতে
গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি ধাতু;
মুহূর্ত্ত ভিতরে তায় শলাকা বৃহৎ,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর তার, ধাতু পত্র নানা,
গঠিত আপনা হ'তে গঠিত নিমেষে
কত মূর্ত্তি—সুবলনি গঠন সুন্দর।
শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থানে সেথা
বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি, চারু অবয়ব,
বাহির হইছে নিত্য; কত স্তম্ভ রাজি
স্ফটিক-লাঞ্ছনা-আভা—শোভে চারিদিকে।
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি
শর্ব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে
ভেদিছে ভূধর অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে
শত ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে।
কখন বা সুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে
ধরা অঙ্গে আগ্নেয় পর্ব্বত আচ্ছাদন,
শিল্পশাল বহ্নি ধূম বাষ্প নিবারিত,—
গর্জ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর
উগারিছে অগ্নিরাশি পাংশু, ধাতু-ক্লেদ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন; শূন্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহ্নির শিখায়!
শিলাচূর্ণ ধাতুস্রাব, ভস্ম বরিষণে
ভস্মীভূত কত দেশ অবনী পৃষ্ঠেতে—
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে।
গঠে শিল্পী কত সেতু, কত অট্টালিকা,
প্রাচীর, দেউল, দুর্গপ্রকরণ কত,
সুতৈজস, অস্ত্র, বর্ম্ম, দেখিতে অদ্ভুত।

নিরখি চলিলা ইন্দ্র; সত্বর আসিয়া
দাঁড়াইলা শিল্পী পাশে। বিশ্বকর্ম্মা হেরি
দেবেন্দ্র বাসবে সেথা ক্ষান্ত দিলা শ্রমে;
মুছি ঘর্ম্ম, আসি কাছে, হইয়া প্রণত
কহে সুর-শিল্পিরাজ, "কি ভাগ্য আমার—
আমার এ ধূম্রশালে, দেবেন্দ্র আপনি!
সফল আয়াস মম এত দিনে, দেব!"
এতেক কহিয়া শচীনাথে আগে আগে
দেখায়ে চলিলা পথ; খুলিলা অপূর্ব্ব
অন্তের অদৃশ্য দ্বার রত্ন-গিরিদেহে;
প্রবেশিলা ইন্দ্র সহ সুরম্য আলয়ে;—
রজত-নির্ম্মিত গৃহ, কারু কার্য্য চারু
প্রাচীর পটল অঙ্গে দিব্য বাতায়নে;
খচিত কাঞ্চন, মণি, হীরক, প্রবাল,
চারি ধারে স্তম্ভরাজি; চারু শোভাময়
চারু মূর্ত্তি চারি দিকে সুন্দর বলনি—
কমনীয় বামাতনু, পুরুষ সুঠাম,
নিরুপম হেম, মণি, রজত নির্ম্মিত

চলিতেছে, বসিতেছে, নর্ত্তন বাদনে
রত সদা ; সচেতন যেন বা সকলি !
কত রঙ্গে কতদিকে বাজিছে বাজনা
ললিত মধুর স্বরে ! কত অদ্ভূত
রহস্য বিস্ময়কর সে হর্ম্ম্য-ভিতরে :
কে বর্ণিতে পারে, হায়, দেব—শিল্পি-খেলা !
মণ্ডিত হীরকখণ্ড সুবর্ণ আসনে
বসাইলা আখণ্ডলে—পার্শ্বে দাঁড়াইলা
শিল্পিগুরু ; সুধাইলা কি হেতু দেবেন্দ্র
সে গহ্বরে ? কি মহৎ কার্য্য হেন তাঁর
সুরেন্দ্র আপনি যাহা আ'সেন সাধিতে,—
উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞা সুসিদ্ধ যাঁহার ?
"হে বিশাই, দেব শিল্পি, শিল্পি-কুলেশ্বর
সুনিপুণ !" কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি,
"কোথা স্বর্গ ? কোথা বসি স্মরিব তোমায় ?
বৃত্রাসুর পাপমতি এখন'ও ধ্বংসিছে
সুরপুরী ! উদ্ধারিতে তায়, শিবাদেশে
এ ধরণী-গর্ভে গতি মম ; না মরিবে
দনুজ-ঈশ্বর অন্য শরে, বজ্রবাণ
হে কৌশলি, করহ নির্ম্মাণ ত্বরা করি ;—
এই অস্থি,—মহর্ষি দধীচি দিলা যাহা
দেবের মঙ্গলে তনু ত্যজি আপনার,—
লহ বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ ;
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে
সংহার ত্রিশূলতুল্য তেজঃ সে আয়ুধে ;
প্রলয় বিষাণ শব্দে হুঙ্কারিবে সদা ;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হ'বে অভিহিত।"
শুনি দুঃখে দেব-শিল্পী কহিলা "সুরেশ,
ত্রিদিব উদ্ধার নহে আজ' ও ! হের দেখ
সাজাইতে সে সুবর্ণময়ী অমরায়
করিয়া কতই যত্ন কতই গঠিনু
সুভূষণ ! এখনও দনুজ দগ্ধ করে
সে নগরী ? এত শ্রম বিফল আমার !
পালিব আদেশ তব সুরকুলপতি,
ক্ষমা কর ক্ষণ কাল।" বলিয়া প্রাচীরে
বসাইলা অতি ক্ষুদ্র রজত কুঞ্চিকা,
অমনি সুহেম ঘট পূর্ণ হিম জলে,
পূর্ণ থালে সুরস অমর খাদ্য আহা !
কে পারে বর্ণিতে—কোথা আম্র সুধাফল
ক্ষিতি তলে ; রাখিলা বাসব সন্নিধানে ;
কহিলা বিশাই—"তব অভ্যর্থনা দেব,
কি আতিথ্য সম্ভবে আমায় ? দীন আমি !
ভোগবতী বারি—এই স্বাদু সুশীতল।"
সম্প্রীত আতিথ্যে স্বরীশ্বর শচীনাথ
কহিলেন "হে শিল্পিশেখর বিশ্বকৃৎ,
সংকল্প করেছি আমি না ছুঁইব কিছু
পেয় ভোজ্য ত্রিজগতে, ত্রিদিব উদ্ধার
না হইলে—নহিলে এখনি সুখে আমি
পূরাতাম অভিলাষ তব, পূর্ণপ্রীতি
আতিথ্যে তোমার।" শুনি আখণ্ডল ব্রত
অস্থি লয়ে কর্ম্মশালে ফিরিলা সত্বর
শিল্পিরাজ ; পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে।
দিলা ঘুরাইয়া চক্র,—স্বান্ স্বান্ ডাকি
পড়িতে লাগিল জাঁতা, প্রবেশিল বায়ু
অগ্নি প্রজ্বালন-যন্ত্রে, খরতর তেজে
যন্ত্রগর্ভ শিখাময় ; মুহূর্ত্ত ভিতরে
অষ্ট জ্বাল যন্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ
বসাইল সুরশিল্পী ভীম ভুজবলে ;
দিলা অষ্ট ধাতু তায়—লৌহাদি কাঞ্চন ;
দাঁড়াইলা শূর্প্পী পাশে সাপটি মুদ্গর।
ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে
অষ্ট ধারে একবারে—দৃশ্য ভয়ঙ্কর ;
ঘন ঘন মুদ্গরের প্রচণ্ড আঘাত
পড়িতে লাগিল তায় বধির শ্রবণ।
এইরূপে ধাতুস্রাব একত্র মিশায়ে,
করি ভীম পিণ্ডাকৃতি, শিল্পিকুলরাজ,
নিষ্কাশিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি,

গলিত না হয় যাহা অত্যুষ্ণ অনলে ;
সে ধাতু, দধীচি অস্থি ; এক পাত্রে রাখি
উত্তাপিলা বিশ্বকর্ম্মা দুরন্ত উত্তাপে
ধরি তড়িত্তাপ যন্ত্র ;—দুই কেন্দ্র ছাড়ি
ছুটিল বিদ্যুৎ স্রোত বিপুল তরঙ্গে,
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর ;
কাঁপিতে লাগিল ধরা ঘন ভূকম্পনে,
মাটিতে ছুটিল ঢেউ, উন্নত ভূধর
ডুবিয়া হইল হ্রদ ধরণী অঙ্গেতে,—
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমেষে।
অষ্টধাতু পিণ্ডসহ সে পিণ্ড মিশায়ে
মহাশিল্পী আরম্ভিলা বজ্রের গঠন,
প্রকাশি কৌশলে যত নিপুণতা তাঁর।
সুবিশাল দণ্ডাকৃতি উঠিলা প্রথমে,
পরে মধ্যগত স্থূলকোণে বাঁকাইলা
পিটিয়া গঠিলা ফলা অপূর্ব্ব মূরতি—
দুই মুখ দ্বিবিধ আকৃতি বিভীষণ।
পশাইলা অস্ত্র অঙ্গে ভীম যন্ত্রযোগে
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিদ্যুৎ অনল
জ্বলিতে লাগিল পৃষ্ঠ, ফলা ভুজদ্বয়ে।
গঠিলা হরিচন্দন-ত্বকে করত্রাণ,
নহে দগ্ধ যে পাদপ তড়িৎ উত্তাপে ;
অস্ত্রকোষ গঠিলা তাহাতে মনোহর।
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর
যন্ত্রযোগে দেবশিল্পী সহর্ষ অন্তরে,
আঁকিলা অস্ত্রের দেহে ; মূর্ত্তি নানাবিধ
(চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, সাগর সুমেরু)
অনল রেখায় দীপ্ত—জ্বলিতে লাগিল !
আঁকিলা অমরোৎসব এক ফলাদেহে,
পারিজাত মাল্যপরি অমর-অঙ্গনা
রত নৃত্য গীত বাদ্যে, দেবতামণ্ডলী
দেখিছে সহর্ষচিত্ত দাঁড়ায়ে অন্তরে।
আঁকিলা অন্য ফলকে কৃতান্ত নগরী ;
ভীষণ নরককুণ্ড-পার্শ্বে যমদূত
দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আঘাতিছে
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে ; আঁকিলা কোথাও
কুম্ভীপাক ঘোর হ্রদ ; কোথাও ভীষণ
উচ্ছ্বাস নরককুণ্ডে প্রাণী কলরব ;
বহিছে রুধির হ্রদে তরঙ্গ কোথাও ;
কোথাও শীতোষ্ণ কুণ্ডে কাঁপিছে পাতকী।

সপ্ত দিবা নিশাভাগ ব্যাপিত এরূপে
শিল্পশালে দেবশিল্পী—অষ্টম দিবসে
পূর্ণ অবয়ব বজ্র সৃষ্টি সমাধিলা।

অস্ত্র গড়ি বিশ্বকর্ম্মা সহাস্য বদনে
কহিলা সুরেন্দ্রে চাহি "নিক্ষেপের প্রথা
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান ;
মধ্যভাগে এইরূপে দৃঢ় আকর্ষিয়া
করত্রাণে ঢাকি কর, ঘুরায়ে ঘুরায়ে
ছাড়িতে হইবে দত্ত ; তখনি দম্ভোলি
রিপু-দম্ভবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম
শত্রুনাশি ক্ষণ কালে ফিরিবে নিকটে।"

হেনকালে অকস্মাৎ তিন দিক্ হ'তে,
দীপ্ত করি শিল্পশালা, তিন মহাতেজঃ,
লোহিত শ্যামল শ্বেত বরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিলা।
প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি
স্মরি বিধি, বিষ্ণু, হরে ; তখনি গভীর
গরজিল ভীম নাদে দম্ভোলি ভীষণ।
দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র, এবে গুরুভার
ছাড়ি দিল অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন
কাঁপিল ধরণী কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে।

মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দাম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে ; বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা—
না নিক্ষেপ অস্ত্র, দেব, এ মম আলয়ে,
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী ;

বহু পরিশ্রমে, প্রভু করেছি সঞ্চয়
এ সকল ;—হবে ভস্ম বজ্রের নিক্ষেপে।”
নিরস্ত, বিশাই বাক্যে, দেবকুলপতি
স্বরীশ্বর, আশীর্ব্বাদ করিলা তাঁহারে ;
সানন্দ অন্তরে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র গুহা
বজ্র লয়ে শূন্যপথে আরোহিলা পুনঃ।

বিংশ সর্গ।

বাজিল দুন্দুভি রণ-রণ-নাদে,
অসুর অমর উন্মত্ত সে হ্লাদে ;
ছাড়ে সিংহনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কার,
চলে দৈত্যসেনা দল অনিবার,
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ কাছে॥

ঘনস্তর যথা গগনমণ্ডলে
বায়ুমুখে গর্জ্জি মহাবেগে চলে,
চলে দৈত্যসেনা যোজন বিস্তার ;
দুই পক্ষে দুই বাহিনী প্রসার,
মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল।

সুসজ্জ সমরসাজে বীরবর
চলে রুদ্রপীড় মহা ধনুর্দ্ধর,
চলে ভীম ধনুঃ সঘনে টঙ্কারি ;
দুই পক্ষ নেতা দুই অমরারি—
কালভদ্র-বীর সুন্দনাসুর।

চলেছে বাহিনী অগ্রবর্ত্তী সেনা,
অস্ত্রমুখে ঘন অনলের ফেনা
হতেছে নির্গত, ঝলকে ঝলকে,
বহ্নি তাল তাল পলকে পলকে
ছুটিছে নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র প্রায়।

হেরি দেবদল ভাঙ্গি দুই দলে
জয়ন্ত অনল আদেশেতে চলে ;
ঘন ধনুর্ঘোষ, ঘোর সিংহনাদ,—
দেবতনু দীপ্ত কিরণের বাঁধ
তিমির তরঙ্গে যেন ভেটিতে।

অগ্নি অগ্নিময় চাপ ধরি করে,
দৈত্যসেনা'পরে শরবৃষ্টি করে ;
বহ্নি বৃষ্টি যেন দেখিতে ভীষণ ;
জয়ন্ত কার্ম্মুকে বাণ বরিষণ
যেন শিলাপাত দনুজে ঘাতি।

ক্রমে অগ্রসর দুই মহাবল,
মহাশব্দে যেন ধায় জলদল,
বরুণ যখন আপনি সারথি,
মহাসিন্ধু বারি শতচক্রে মথি,
শতচক্র রথ চালান বেগে।

মিলিল দু'দল,—দুই মহানদ
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়া উন্মদ,
ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটে কোলাহলি দুই নদ অঙ্গে
দু'নদ বিস্তার সমূহ যুড়ি।

শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ ঘন ঘন ঘন ;
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ ;
সেনার গর্জ্জন, তূরী-শঙ্খ নাদ,
রথচক্রধ্বনি, অশ্ব হ্রেষা নাদ ;
বিপুল তুমুল সমর-স্রোত।

ধূলি ধূমজালে গগন আচ্ছন্ন,
রথচক্র অশ্ব ক্ষুরেতে উৎসন্ন
অমর নগরী ; ঘোর অন্ধকার
দৃষ্টি নাহি চলে দীপ্ত অস্ত্রধার
চমকে চমকে নয়ন ধাঁধে।

ছোটে রুদ্রপীড় রথ ভয়ঙ্কর,—
ভীমরুদ্রমূর্ত্তি ভীম ধ্বজে যার,—

ছোটে জয়ন্তের অরুণ স্যন্দন,
ছোটে বহ্নিরথ ঘোর দরশন
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন পথ।
কালভদ্র কৃষ্ণ তুরঙ্গ উপরে
মহাখড়্গ করে ফিরিছে সমরে;
স্যন্দন অসুর ভীষণ করাল,
ঘোর গদা হাতে জিনি তরু শাল,
ফিরিছে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ।

পড়ে সৈন্যগণ সংখ্যা অগণন,
শস্যস্তম্বরাশি অগ্রহাণে যেমন
কৃষকের অস্ত্র আঘাতে লুটিয়া
পড়ে শস্যক্ষেত্রে ভূতল ছাইয়া
খেলাইয়া ঢেউ ধরণী অঙ্গে;
শালবনে কিম্বা যথা পত্রকুল,
উড়িয়া পবনে উত্তাপে আকুল,
নিদাঘ আরম্ভে পড়ে রাশি রাশি
নীরস, পিঙ্গল বরণ প্রকাশি
যোজনবিস্তার অরণ্য ঢাকি।—

পড়ে দেবসেনা থরে থরে থরে—
পুষ্পরাশি যেন রণস্থল'পরে,
কিম্বা বহ্নিগর্ভ বাজি শূন্যে উঠি
শূন্য পথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি
ছড়ায়ে সহস্র কিরণকণা!
ভীষণ সমর-হুতাশন জ্বলে
অমরা ভিতরে, স্থলে স্থলে স্থলে
যোঝে দলে দলে দেবতা অসুর;
রণতেজে ঘন কাঁপে সুরপুর
ঘোর আড়ম্বর বীর আরাব।

সুমেরু-শিখরে চপলা চাহিয়া
দেখাইছে শচী অঙ্গুলি তুলিয়া
"হের লো চপলে, কিবা ভয়ঙ্কর
রণ অইখানে—কি ঘোর ঘর্ঘর—
একাদশ রুদ্র যোঝে ওখানে;

ভৈরব বিক্রমে যুঝিছে দানব,
মহাখড়্গ ধরি—মুখে ভীম রব—
হানিছে চৌদিকে পড়িছে অমর;
কোন্ বীর, রতি, অই খড়্গাধর,
ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে যেন?

সর্ব্ব অঙ্গে ঝরে রুধির প্রবাহ,
সর্ব্ব অঙ্গে জ্বলে প্রহরণ দাহ,
তবু যুঝে একা একাদশ সনে
মত্তহস্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে—
অমর-বাহিনী দেখ পলায়।"

চারু ইন্দুবালা সরলা সুন্দরী
সুধিলা—"ইন্দ্রাণি, বলো গো কি করি,
এ ঘোর আঁধার শর ধূমময়
শূন্যপথে দৃষ্টি কি রূপেতে হয়,
কি রূপে দেখিতে পাও এ দূরে?

আমি ত কিছুই নারি নিরখিতে,
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে
হেরি অস্ত্রজ্বালা, শুনি কোলাহল
যেন দূরে যেন চলে সিন্ধুজল
উথলি হিল্লোলে অনন্ত পথে।"

শচী বুঝাইলা দানব-বালায়
দেব-চক্ষু বিনা দেখিতে না পায়
ধূমাচ্ছন্ন দেশে, কিবা তমসায়;
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতায়,
দানব-মানব নয়ন স্থূল।

কহিছে শচীরে মদনের প্রিয়া
কালভদ্র দৈত্য-বীর্য্য বাখানিয়া,
হেনকালে রৌদ্র অজ-রুদ্র শর
দ্বিখণ্ড করিয়া খড়্গ খরতর
বিন্ধে কক্ষদেশে আঘাতি তায়;

অস্থির ব্যথায় পড়িল অসুর,—
একাদশ রথচক্র, অশ্বক্ষুর

ক্ষুব্ধ করি স্বর্গ তখনি ছুটিল,
খেদায়ে দনুজ-বাহিনী চলিল,
কালভদ্রে বধি শাণিত শরে।
হেরি রুদ্রপীড় ভগ্ন নিজদল
চালাইল রথ—অমরা চঞ্চল,
মহাঘোর শব্দে কোদণ্ডে টঙ্কার,
বাণে বাণে বাণে সাজাইল হার
ভুজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে।
সুন্দনে কহিয়া পশ্চাতে থাকিতে
চলিলা বিশিখ ছাড়িতে ছাড়িতে,
রুদ্রগণে গিয়া আগে আগুলিলা,
মুহুর্মুহু গুণে বাণ বসাইলা—
যেন লক্ষ শর একত্র ছাড়ে।

কাটিলা নিমেষে রথের ধ্বজিনী,
রথচক্র, নেমী, অশ্বের বন্ধনী;
একাদশ রুদ্র নিমিষে নীরথ,—
ফিরিতে সুন্দর নিবারিলা পথ,
পড়ে রুদ্রগণ ঘোর বিপদে;

মুখে বাণবৃষ্টি, বাণবৃষ্টি পিঠে
শূন্য অন্ধকার নাহি চলে দিঠে,
বহে শতধারে অমর-শোণিত
অপূর্ব্ব সুগন্ধি সৌরভ পূরিত,
অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর।
জয়ন্ত কহিলা "হের বৈশ্বানর,
বৃত্রসুত শরে দেহ জর জর
রুদ্র একাদশ দানবে—পশ্চাতে সুন্দন
না পারে দানবে করিতে দমন,
অস্থির শরীর অসুর তেজে।"
শুনি অগ্নি, বেগে, চালাইলা রথ,
চক্রের ঘর্ষণে অগ্নিময় পথ,
সর্ব্ব-অঙ্গে দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
নলবনে যেন দাবাগ্নি পশিল,
তেমতি ক্রোধিত অনল বেশ।

চারি দিকে দৈত্য-সেনা ঝরি ঝরি
পড়ে তীক্ষ্ণ শরে, সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী-
আঘাতে যেমন পড়ে নলবন,
দনুজ চমূতে অনল তেমন
করিছে নিধন দনুজ-রাশি;

দেখিতে দেখিতে ভীম হুতাশন
দৈত্য-চমূ দলি নিবারি সুন্দন,
দাঁড়াইলা গিয়া রুদ্রগণ-আগে
কালাগ্নির তেজে; ভয়ঙ্কর রাগে
বহ্নি-রুদ্রপীড়ে তুমুল রণ।

কহিলা হুঙ্কারি দনুজকুমার
"বৈশ্বানর, শিক্ষা দেখিব এবার,
বুঝিবে এবার বৃত্রের তনয়
সমরে না জানে জীবনের ভয়,
এ ভুজ-দণ্ডের সামর্থ্য কত!"

বলি শরে শরে কৈলা অন্ধকার,
ছাড়িতে লাগিলা বিকট হুঙ্কার;
কোদণ্ড-টঙ্কার নিমিষে নিমিষে,
বাণের গর্জ্জন স্তব্ধ করি দিশে
বধির করিল শ্রবণমূল।

অনল তৎপর সে আশুগ-জাল
এড়াইলা, রথ রাখি ক্ষণকাল
শর-লক্ষ্য-স্থান-অন্তরে আসিয়া,
আবার ঘর্ঘর নির্ঘোষে ঘুরিয়া
বিজলি-গতিতে অতি নিকটে,

ফিরিলা নিমিষে ক্রোধে হুতাশন,
না করিতে লক্ষ্য দনুজ-নন্দন,
দীপ্ত অসি ধরি, লম্ফে ছাড়ি রথ,
রুদ্রপীড়-রথ-অশ্বে জ্বালাবৎ
হানি দীপ্ত অসি করিলা নাশ;

শতখণ্ড করি ফেলিল শতাঙ্গ—
নেমি, নাভি, ধুর, ধ্বজ, রথ-অঙ্গ,

ভীম অসি-ঘাতে—বিনাশিয়া সূত,
উঠি ভগ্ন রথে লম্ফ দিয়া দ্রুত,
রুদ্রপীড় ধনুঃ দ্বিখণ্ড করি ;
হানিবারে যায় বক্ষঃস্থলে তার
মহা জ্যোতির্ম্ময় তীব্র তরবার,
হেনকালে দৈত্যসুত সুচতুর
ছাড়ি নিজ রথ, রথেতে শক্রর
উঠিল বেগেতে প্রলম্ফ ছাড়ি।
পদাঘাতে সূতে ফেলিয়া অন্তরে,
নিজে রশ্মি ধরি, ঘোর বেগভরে
চালাইল রথ—কিছু দূরে গিয়া
রাখিল স্যন্দন, চরণে চাপিয়া
ধরিলা অশ্বের রশ্মির ডোর ;

নিলা অনলের ধনুর্ব্বাণ তূণ,
কার্ম্মুকে বসায়ে দিব্য নব গুণ,
গর্জ্জিতে লাগিলা ভুজঙ্গের প্রায়,
লক্ষ লক্ষ শর অনলের গায়
ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষণে নিমিষে ফেলি।

"সাধু রুদ্রপীড় —ধন্য মহাবল"
ছাড়িল ভ[illegible] দানবের দল ;
শরেতে অস্থির শূর বৈশ্বানর,
ভগ্নরথ'পরে ক্রোধে থর থর,
না পারি রোধিতে অরাতি-বাণ।

ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে
জয়ন্ত-সারথি পল না পড়িতে ;
ছুটাইল রথ কুবের দুর্ব্বার,
ছুটাইল রথ অশ্বিনীকুমার
অনল সহায়ে বিজলি-বেগে।

হেনকালে বৃত্রসুত সুনিপুণ,
মহাধনুর্দ্ধর কর্ণে টানি গুণ,
হানে ভয়ঙ্কর সুশাণিত বাণ
হুতাশন কণ্ঠ করিয়া সন্ধান ;
বিন্ধিল সে শর ভেদিয়া লক্ষ্য।

জয়ন্ত, কুবের অশ্বিনীকুমার
ঘেরিল বহ্নিরে কাছে আসি তাঁর ;
বিশিখ জ্বলনে অস্থির অনল
কহিল—"বীরেন্দ্র ঐন্দ্রি মহাবল,
দেও তব রথ জানাই দৈত্যে।

বহ্নির কি তেজ।" প্রবোধিলা সবে
"এস মহাভাগ, ক্ষণশ্রান্তি ল'ভে ;
এ যাতনা তব হ'লে কিছু দূর
রণে এস পুনঃ ; বৃত্রসুতে ক্রূর
যুঝিয়া আমরা রোধিব রণে।"

বলি ইন্দ্রাত্মজ রথে বৈশ্বানরে
তুলিলা সকলে রাখিলা অন্তরে
সমরে ফিরিলা—জয়ন্ত সুধীর
কুবেরের রথে, দুই মহাবীর
অশ্বিনীকুমার অশ্বেতে চলে।

দনুজনন্দন বহ্নিরে বিমুখি
মহা দর্পে ছাড়ে—অন্তরেতে সুখী—
তীব্র শরজাল দেব-সেনা'পরে ;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিন্ধিছে সে শরে
অমর-বাহিনী দহি যাতনে।

জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
রুদ্রপীড় রথ ঘেরিল আবার ;
আবার বাজিল সমর তুমুল
ভীম অস্ত্রাঘাতে ক্ষুব্ধ সৈন্যকুল,
শরে হুলস্থুল সমর-স্থল।

বেগে লম্ফ দিয়া কুবের তখন
গদা ঘুরাইয়া করিল গমন,
উড়াইয়া শরে শুষ্ক পত্রাকারে
ঘূর্ণবায়ুগতি গদার প্রহারে,
পদভরে ঘন কাঁপে ত্রিদিব।

সমর-কুশল অসুরকুমার
ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ, ছাড়ি হুহুঙ্কার,

দাঁড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি,
কুবেরের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্য করি
বেগে ছাড়ি দিলা বিপুল তেজে।
বিন্ধিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে,
দারুণ প্রহারে শ্বাস নাহি চলে,
পড়িল ধনেশ হ'য়ে হতচিত,
জয়ন্ত-স্যন্দন ছুটিল ত্বরিত,
ধনেশেরে ঐন্দ্রি তুলিলা রথে।

শিঞ্জিনী টানিয়া আকর্ষিলা বাণ
দনুজ-নন্দনে করিয়া সন্ধান ;—
শচী নিরখিয়া আতঙ্কে উতলা,
কহে ভীম স্বরে"হের লো চপলা
যাও শীঘ্রগতি নিবার সুতে ;

না প্রবেশে রণে রুদ্রপীড়-সনে ;
মহা ধনুর্দ্ধর দনুজনন্দনে
নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ,
যার হাতে হারে দেব হুতাশন,
তার সনে একা যুঝিতে ধায় !
নিবার নিবার নিবার, চপলে,
যাও দ্রুতগতি, যাও রণস্থলে,
বাজিবে হৃদয়ে শেল সম ব্যথা
পড়ে যদি পুত্র, পড়েছিল যথা
নৈমিষ-অরণ্যে দানবাঘাতে।"

চপলা চলিলা সুচপল-গতি
দেব দূত-বেশে যথা দেবরথী ;
কহে ইন্দুবালা "হায়, ইন্দ্রপ্রিয়া,
তব বাক্যে, সতি, কাঁদে মম হিয়া,
কেন প্রাণনাথ হেন নিদয় !
"কহ চপলারে আনিতে এখানে—
ঘুচাতে এ ভয় তোমার পরাণে
পুত্রে আনি কাছে ; পুরন্দর-জায়া,
বুঝিবারে পারি তব চিত্তমায়া,
আমার (ই) হৃদয় বেদনা-বেগে !

"হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমায়,
ব্যথা দেও কেন অন্তে পুনরায় ?"
বলি অশ্রুজলে বক্ষঃ ভিজাইলা ;
দেবদূত বেশে এখানে চপলা
বাসব-কুমারে সম্ভাষি কয়—

"রণে ক্ষান্ত হও সুরেশ-নন্দন,
সহিতে নারিবে ভীম প্রহরণ,
রুদ্রপীড়-হাতে—জননী আদেশ
একাকী সমরে ক'রো না প্রবেশ,
বিঁধো না তাঁহার হৃদয়ে শেল।

"একাকী যে বীর নিবারে সমরে
একাদশ রুদ্র, যক্ষ, বৈশ্বানরে,
তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে ?
লও অন্য স্থানে এ রথ ত্বরিতে,
কুবেরে অনলে সু-সুস্থ কর।"

বলিয়া তখনই হৈলা অদর্শন,
শুনি দূতমুখে জননী-বচন
জয়ন্ত দুঃখেতে ফিরাইল রথ
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ-ধরি অন্য পথ
কুবেরে লইলা অনল পাশে।

জয়ন্তে বিমুখ দেখি বৃত্রসুত
ঘোর সিংহনাদে—শিক্ষা অদ্ভুত—
অযুত অযুত শর নিক্ষেপিলা
দেব-চমূ ঘাতি,—রথে তুলি নিলা
আপন সারথি, নিষঙ্গ, ধনু ;

মথিতে লাগিলা সুর-সেনাদল—
বাড়বাগ্নি যেন দহি রসাতল,
জলজন্তুকুল আকুল করিয়া
ভ্রমে সিন্ধুগর্ভে ছুটিয়া ছুটিয়া
দুরন্ত প্রচণ্ড ভীষণ দাপে—

অদূরে দেখিলা অশ্বিনীকুমার
যুঝিছে অবাধে বিক্রমে দুর্ব্বার ;

দিব্য অশ্ব'পরে দেব দুই জন
হানিছে কৃপাণ সুতীক্ষ্ণ ভীষণ,
লণ্ডভণ্ড করি দনুজদল।
তখনি দৈত্যেশ-সুত মহাবলী
আদেশে সারথি সুরাসুরে দলি
চালাইলা রথ ঘর্ঘর নিনাদে
বেগে সেই দিকে,—রুদ্রপীড় সাধে
ধরিলা কার্ম্মুক টঙ্কারি গুণ।

চক্ষের পলকে লক্ষ্য করি স্থির
দুই তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিলা বীর,
নিক্ষেপিলা পুনঃ আর দুই শর
নিমেষ না ফেলি কাঁপি থর থর
পড়ে দেব-অশ্ব আরোহী সহ;

ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে দৈত্যদল,
ভঙ্গ দিল রণে অমরের বল,
পশ্চাতে চলিল দানবের সেনা
(বন্যা যেন চলে বুকে করি ফেনা)
দনুজনন্দন, সুন্দর বীর!
ধায় রণমত্ত কেশরী যেমন
ছাড়ি সিংহতুল্য ভীষণ গর্জ্জন;
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিনী
প্রাচীর-বাহিরে তাড়িত তখনি,
লতা পত্র যথা ঝটিকা-মুখে।
দেবব্যূহ ভেদ করি মত্তগতি
চলে দৈত্য-সেনা চলে দৈত্য-রথী;
রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল,
যথা চলে বেগে তটিনী সলিল
তরঙ্গ আঘাতে ভাঙ্গিলে কূল।

শচী সুমেরুর শিখর উপরে,
হেরে সেনাভঙ্গ কাতর অন্তরে;
রুদ্রপীড়-বীর্য্য হেরে চমকিত
চাহে দৈত্যবধূ-বদনে ত্বরিত,
বুঝিতে তাহার হৃদয়-ভাব।

তেমতি বিমর্ষ ভাবেতে সরলা
দেখিলা ভাবিছে—তেমতি উতলা!
কহিলা ইন্দ্রাণী "একি দেখি ভাব,
চারু ইন্দুবালা পতির প্রভাব
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ।'

"আমার তনয় হইলে এখনি
ভাবিতাম ওরে জগতের মণি;
কি বীর্য্য, সাহস, কি শিক্ষা-কৌশল!
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শত্রু বটে, ধন্য বীর বাখানি।"

ইন্দুবালা অশ্রু ফেলি দর দর
কহে "সুরেশ্বরি, কাঁদিছে অন্তর,
নাহি চাহি আমি প্রভাব, প্রতাপ,
পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ,
ইন্দ্রপ্রিয়া, হায়, অভয় দহ—

"না দিবে ঘটিতে কোন অমঙ্গল
প্রিয়ের আমার,—হে শচি, সম্বল
একমাত্র অই এই দুঃখিনীর;
আমার(ই) অদৃষ্ট দোষে হেন বীর,
না জানি কপালে কি আছে শেষে!"

কহে ইন্দ্রজায়া "ললাট-লিখন
অরে ইন্দুবালা কে করে খণ্ডন?
চিন্তা নাহি কর, কি আশঙ্কা তব?
ইন্দ্র নাহি হেথা—সতি, তব ধব
বাসব-অভাবে-অমর প্রায়।"

হেথা রুদ্রপীড় গর্জ্জিছে ভীষণ
সমর-প্রাঙ্গণে দেবরথিগণ
দূর হ'তে তায় কৈলা দরশন;
কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, বরুণ, পবন,
দেখিলা অগ্নির শতাঙ্গ ধ্বজ।

বুঝিলা তখনই পূর্ব্বদ্বারে রণ
হইলা কি রূপ জয়ন্ত তখন

অশ্বিনীকুমারে কুবেরে অনলে
সংহতি লইয়া আইলা সে স্থলে,
বিবরিলা রণ বারতা যত।

সুররথিগণ শুনি চিন্তাকুল—
বৃত্র, বৃত্রসুত করিলা আকুল
অমর-সেনানী ; কি রূপে উদ্ধার
সে দোঁহার হাতে হইবে আবার,
পিতা পুত্র দোঁহে অজেয় রণে।

কহিলা ভাস্কর "শুন, দেবগণ,
বিনা ইন্দ্র যদি সমরে নিধন
না হবে ইহারা,—কি হেতু হে তবে
এ দারুণ ক্লেশ এ ঘোর আহবে ?
ইন্দ্র লাগি সবে বিরত হও।

নতুবা যদাপি রাখ মম কথা,
করহ সমর ধরি অন্য প্রথা,
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ, বাহন, স্যন্দন,
নিজ নিজ তেজ করহ ধারণ
প্রলয়ের মূর্ত্তি যে রূপ যার।

দ্বাদশ প্রচণ্ড-রূপে জ্বলি আমি,
জ্বলুন কালাগ্নি বেশে বহ্নিস্বামী,
প্রলয় প্লাবন ছুটান বারীশ,
পবন উড়ান ঝড়ে দশ দিশ,
দেখি কি না দৈত্য নিধন হয়।"
সূর্য্য বাক্যে বায়ু ছুটিতে উদ্যত,
সিন্ধুপতি তাঁরে করিলা বিরত ;
কহিলা "কি কহ, অহে প্রভাকর,
দনুজে নাশিতে তেজ বিশ্বহর
প্রকাশি, ব্রহ্মাণ্ড করিবে লয় ?

নাশিবে নিখিল পরাণীর প্রাণ
নাশিতে দু'জনে ? করিবে শ্মশান
বিশ্ব চরাচর ?—কহ কি উচিত
দেবের এ কাজ ?"—"না জানি কি হিত,
জানি দেহ দগ্ধ" কহিলা রবি।

হেনকালে শূন্যে ভৈরব নির্ঘোষ
কোদণ্ডটঙ্কারে—যুড়ি শত ক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পূরে শূন্য দূর,
ঘন সিংহনাদে পূরে সুরপুর
অমর দানব শূন্যেতে চায় ;

দেখে—ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া
শোভে মেঘশিরে ঝলিয়া ঝলিয়া,
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,
মস্তক বেড়িয়া কিরণমণ্ডল,
চির পরিচিত সুনীল তনু।

পরশিলা ইন্দ্র অমরা আবার
কত কল্প পরে, করিতে সংহার
বৃত্র মহাসুর ;—দিলা আলিঙ্গন
সুর-রথিগণে পুলকিত মন
দেব শচীপতি অমরানাথ।

হর্ষে সিংহনাদ দেব-সৈন্যদলে,
অমরনগরী স্তব্ধ কোলাহলে ;
সহর্ষ-বদন চাহিয়া চপলা
কহে শচী "সখি, গেল চিত্তমলা,
জুড়াল হৃদয়, নয়ন মন।"
বলি, অকস্মাৎ চাহি ইন্দুবালা
মলিন বদনে, শচী শিহরিলা ;
স-অশ্রু নয়ন ফিরায়ে তখন,
চপলার সনে বিবিধ কথন
কহিতে লাগিলা সুরেশ-রমা।

একবিংশ সর্গ।

—*—

কৈলাসে নগেন্দ্রবালা জানিলা যখন
পুরন্দরজায়া শচী-বক্ষঃ লক্ষ্য করি
ঐন্দ্রিলা তুলিলা পদ,—দলিলা চরণে
পৌলোমীর প্রতিবিম্ব চারু আভাময়

কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ-মনঃশিলাতলে,
বাষ্পবিন্দু নেত্র-কোণে, জয়ারে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা মহামায়া মৃদুস্বরে ;—
"জয়া রে, কি হেতু বল্ জগতীমণ্ডলে
পর-চিত্তে পীড়া দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন
তিলার্দ্ধ না ভাবে দুখ, না চিন্তে মানসে
কি দারুণ ব্যথা প্রাণে তার, পর-দম্ভে
পীড়িত যে জন ! হায়, সখি, মনস্তাপ
কতই এখন ভুঞ্জে শচী—মনস্বিনী
চেতন-রূপিণী, চিন্তাময়ী ! শুন জয়া
হেন চিত্তজ্বালা নিত্য ভুঞ্জে যে পরাণী,
সেই বুঝে নররক্তে কেন নিরন্তর
আর্দ্র-তনু মহীতল ; কি মহা পীড়ন
ত্রিজগতে দম্ভ, দ্বেষ, দর্প, ভুজবলে !
এত দিনে ইন্দ্রজায়া বুঝিল, রে জয়া,
বিজিতের হৃদিদাহ কিবা বিষময় !
কি বিষম কালকূট-জ্বালা অধীনতা।
হে সঙ্গিনি, তুমিও সে বুঝিলে এখন
শুভঙ্করী নাম ধরি কেন কালে কালে
করাল কালিকা-রূপে আবির্ভূতা উমা।"
কহিতে কহিতে চিত্ত ঈষৎ চঞ্চল,
কহিলেন ক্রোধস্বরে মহাকাল-জায়া
জীবদম্ভ-সংহারিণী—"এ দম্ভ তাহার
থাকিত কি এতক্ষণ ? দানবী ঐন্দ্রিলা
এই দণ্ডে জানিত সে ভীম-ভামিনীর
বীর্য্য কিবা !—চণ্ডবিলাসিনী চণ্ডীরোষ !
রে ভৈরবি, কি কব সে ইন্দ্রে অগোরব
আমি যদি বৃত্রে বধি দণ্ডি সে বামারে।"
এত কহি, ভবানী ভাবিয়া ক্ষণকাল
ত্যজিয়া কৈলাসপুরী শূন্যে প্রবেশিলা ;
বিশ্ব-মধ্য-কেন্দ্র-মাঝে যথা ব্রহ্মলোক
উত্তরিলা ব্রহ্মময়ী ইরম্মদগতি,
দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি,
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়
অদ্ভুত আলোকে ! নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোল,
বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া !
দেখিলা ভৈরবকান্তা ! সে বিশ্ব-প্রদেশে,
কর্ব্বুর, দানব, কিম্বা সিদ্ধ, দেবযোনি,
ব্যোমচর প্রাণী যেবা আইসে সেখানে,
ভ্রমে ভুলি শূন্য-পথ, প্রণমি তখনি
যায় দূরে, উচ্চেতে উচ্চারি ধাতানাম,
ভক্তি-পুলকিত কলেবর ! চারিদিকে
ঘেরি সে মহামণ্ডল—কিরণ পূরিত—
পরশ নিয়া ঊর্দ্ধ দেশে অপূর্ব্ব মূরতি
নবীন ব্রহ্মাণ্ডরাজি সতত নির্গত !
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে
সে ব্রহ্মাণ্ডকুল-গতি অকূল শূন্যেতে,
কত দিকে কত রূপে, কত শোভাময় !
ভেদি সে ভানুমণ্ডল, প্রবেশিলা সতী
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক-মধ্যভাগে।
দেখিলা সেখানে, সীমাশূন্য মহাসিন্ধু
সদৃশ বিস্তার স্রোত-পারাবার ঘোর ;
সদা, তরঙ্গিত—ঘূর্ণমান ঊর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া ! নিরাকার,
নিষ্প্রাণ, নির্জ্যোতিঃ, আভা-হীন, তাপশূন্য,
সে স্রোতঃ ঊর্ম্মির সিন্ধু ; ঊর্দ্ধদেশে তার
বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার ;
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,
অচিন্ত্য কবি-কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী,
আবর্ত্ত ভিতরে কোটি আবর্ত্ত যেন বা !
জনমি তাহায় মৃদু আলোক-মণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত তত্ত্ব—কেন্দ্র আভাময় ;
আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারিধারে ; দূরতর যত,

তত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাণুব্রজ—
বায়ু, বহ্নি, বারি, ধাতু মৃৎপিণ্ডরূপে।
ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ড-কলাপ
সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে
নানা বর্ণ, নানা কায়—অপূর্ব্ব নিনাদে
পূরিয়া অম্বরদেশ ; কোথাও ফুটিছে
মনোহরা মনুজ ভুবন মোহময় !
বিরাজে সে ঊর্ম্মিময় অকূল-অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন—অনিগম নিগমে !
চারিধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটিতে
উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে ;
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন পার্শ্বে ; বিধি পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপূর্ব্ব স্রোতঃ মালা জীবন-মণ্ডিত,
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর—
পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃরেখা অঙ্গে পরকাশ !
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা-মণ্ডলী হেরেন হরষে
সৃষ্টির ললাম শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর প্রাণি-দেহে স্নেহ সুধাধার !
   বিরিঞ্চি কারণসিন্ধু গর্ভে হেনরূপে
গঠিছেন কত প্রাণী সকৌতুক মনে।
নবীন জীবনাস্বাদে মুগ্ধ জীবকুল
ভুঞ্জিছে অভূতপূর্ব্ব কতই উল্লাস !—
সে মুহূর্ত্ত সুখ ! আহা, কে পারে বর্ণিতে,
কে পারে চিন্তিতে হায় ! আভাস তাহার
(দীপভাতি যথা সূর্য্যকিরণ আভাস)
ভাব মনে হে ভাবুক, শিশুর উল্লাস,
যবে পয়ঃসিক্ত তুণ্ডে, অৰ্দ্ধস্ফুট স্বরে,
ধরি জননীর কণ্ঠ হাসে চিত্ত-সুখে,
প্রকাশি পীযূষপূর্ণ স্নেহ ফুল্লাননে !
এ হেন আনন্দরসে হইয়া বিহ্বল

প্রথমে যখন, হেরে সে প্রাণিমণ্ডলী
স্রোতগর্ভ অর্ণবের ঊর্ম্মিকুল ক্রীড়া,
হেরে শূন্যে বায়ু, বাষ্প, বিদ্যুৎ, আলোক,
সৃজন-লীলা-অদ্ভুত, তখনি সভয়ে
শুষ্ক, শীর্ণ পুষ্পপ্রায় মুদ্রিত নয়ন,
ধায় বিধাতার অঙ্কে ভয়ে লুকাইতে,
ধায় ভয়ে শিশু যথা জননীর কোলে।
পশি বিধাতার ক্রোড়ে যখনি আবার
হেরে সে করুণাপূর্ণ নির্ম্মল আনন,
তখনি নির্ভয় পুনঃ—পাশরি সকলি,
তখনি আপনা হ'তে চিত্তের উচ্ছ্বাস।
সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে বহে অপূর্ব্ব ধ্বনিতে !
অপূর্ব্ব ধ্বনিতে উঠে পরব্রহ্মনাম
ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যার ভুবনে,
জগৎ-সীমন্ত রত্ন জীবরূপ ধরি।
আনন্দে আনন্দময়ী কারণ সিন্ধুতে
হেরিলা কতই হেন সৃজনের লীলা,
পুঞ্জ পুঞ্জ জড়, জীব, ব্রহ্মাণ্ড আকাশ,
সূর্য্য, তারা, শশধর, স্বর্গ, রসাতল,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দেখিতে দেখিতে সুখে শঙ্করমোহিনী
চলিলেন ধীরগতি—দাঁড়াইলা আসি
বিপুল কারণ সিন্ধুতটে মহামায়া।
   সহসা উদিল ছটা—অতুল শোভায়
উজলি মহা অর্ণব। হেরি সে কিরণ,
সবিস্ময়ে পদ্মযোনি উন্মীলি নয়ন
চাহিলা, যে দিকে চারু শোভার উদয়
সম্ভ্রমে আইলা কাছে শঙ্করী হেরিয়া।
সম্ভাষি সুমিষ্ট স্বরে সুরজ্যেষ্ঠ বিধি
জিজ্ঞাসিলা "কি বারতা হে ত্র্যম্বকজায়া,
কি কারণে গতি এথা ?—কোথা বিশ্বনাথ ?
কি হেতু বিধিরে আজি হেন অনুকূল ?"
   "হে বিরিঞ্চি, তুমি ভিন্ন," কহিলা অম্বিকা,
"দেবকুলকন্যা মান কে রাখিবে আর ?

ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সংবাদ ;
শুনি পাছে করেন প্রলয় বামদেব।
দুষ্টা বৃত্রাসুরজায়া দানবী দাম্ভিকা
তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষঃস্থলে,
হে কমলযোনি, ব্যথিলা শচীর হৃদি ;
কে আর হে তবে পরচিত্তে পীড়া দিতে
হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজায়া, পৌলোমীর
এ দশা যগ্যপি ? দর্প চূর্ণ কর, দেব,
দনুজবামার অচিরাৎ,—কর বিধি,
হে বিধাতঃ, বৃত্র বধ যাহে ; বধি তারে
দানবীর দৌরাত্ম্য ঘুচাও স্বর্গধামে,
ঘুচাও, হে পদ্মাসন, উমা-মনস্তাপ।"
বিরিঞ্চি উমার বাক্যে চিন্তি কতক্ষণ,
নগেন্দ্রনন্দিনী সঙ্গে বৈকুণ্ঠভুবনে
গেলা যথা রমাপতি ; মাধব সংহতি
ফিরিলা সত্বর পুনঃ ভুবন কৈলাসে।
বসিয়া ভবানীপতি, ভাবে নিমগন।
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি চারিধারে,
হেরিছেন কুতূহলী যোগীন্দ্র মহেশ
ধ্বংসের অপূর্ব্বগতি।—বিশ্বচরাচরে
কতরূপে কত জীব, কত জড়তনু,
মুহূর্ত্তে হইছে লীন। নিগূঢ় রহস্য—
নিসর্গবন্ধন-সূত্র—ছেদন-প্রণালী।
বোধাতীত চিন্তাতীত, অতীত কল্পনা —
জয় জীব ধ্বংসগতি ! কাল-সংঘটন !
কিবা সূক্ষ্মতর ক্ষুদ্র সূত্রেতে জড়িত
জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ, প্রতাপ।
কি সূক্ষ্ম মিলন, বিশ্ব চরাচর মাঝে
অচেতন সচেতন—ভূলোকে দ্যুলোকে,
প্রাণিকুলে, জড়জীবে আত্মায় শরীরে।
কিবা মনোহর ক্ষুদ্র শৃঙ্খল-মালায়
জড়িত ব্রহ্মাণ্ড বপুঃ।—কেশাগ্র সদৃশ
সূত্রের রেখায় বদ্ধ আত্মা মন, দেহ।
শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বিকল।

দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে
সে লয় প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে।
দেখিছেন যোগিবর কালের প্রভাবে
জীবব্রজ কত মর্ত্ত্যে সৃষ্ট শোভাকর
জীবমূর্ত্তি পরিহরি, হতেছে বিলীন
গভীর কালের গর্ভে। কত জ্ঞানদীপ
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ক্ষণে ক্ষণে
নিবিছে—ডুবিছে ঘোর অজ্ঞান তিমিরে।
সুষমা কতই রূপ, কতই জগতে
হতেছে কলঙ্কময়—অচিহ্ন কোথাও
অসীম লাবণ্যরাশি চক্ষের নিমিষে।
চতুর্দ্দশ লোক মাঝে আত্মা সুবিমল।
নির্ব্বাণ নক্ষত্র প্রায় জ্যোতিঃ হারাইয়া
পড়িতেছে কতদিকে কতশত, হায়,
পাপপঙ্ক পরিপূর্ণ অন্ধতম কূপে—
পুড়িতে সন্তাপ-তাপে। দেখিছেন দেব
সে সবার অধোগতি ব্যথিত অন্তরে,—
যথা নরচিত্ত হেরি সূর্য্যের মণ্ডল—
রাহুর গভীর গ্রাসে যবে প্রভাকর।
কোন বা অবনী, এই প্রাণিপুঞ্জময়
উদ্ভিদ্ লতায় সুশোভিতা, ক্ষণপরে
হইছে পাষাণপিণ্ড মণ্ডিত হিমানী—
প্রাণিশূন্য তুষারের মরু ভয়ঙ্কর।
কোথাও আবার কোন বিপুল জগৎ
বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—রেণুর আকারে
মিশিতেছে শূন্যদেশে। কত জনপদ
উন্নতিসোপান ছাড়ি ডুবিছে কালেতে
অচিহ্ন হইয়া ভবে চিরদিন তরে।
দেখেন কোথাও কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে,
ভীষণ প্রলয় রঙ্গ—জীব, জড় যত,
উদ্ভিদ ভূধর, বারি, ভূমণ্ডল বায়ু,
কালানলে দগ্ধীভূত শূন্যেতে লুকায়
অণুরূপে ব্যোমগর্ভে—শূন্যময় করি
সে ধরামণ্ডল ধাম ; কোথাও আবার

দেখিছেন ভূতনাথ যুগ বিপর্য্যয়—
দুর্জ্জয় প্লাবনে মগ্ন বিশাল ধরণী,
পশু, পক্ষী, নরকুল, অদৃশ্য সকলি,
ভ্রমিছে বিমান মার্গে ; ডাকিছে পবন
ভীষণ প্রলয় শব্দে মিশি সে প্লাবনে।
সে ঘোর প্লাবনে বিশ্ব ভুবন চকিত।
এইরূপ লয়প্রথা ভুবনে ভুবনে
কি দেব-মানব-বাস, কিবা সিদ্ধধামে
দেখিছেন যোগীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ় ভাবে ;
মৃদুতর কখন ঈষৎ হাস্য মুখে।
হেন কালে মুরহর, স্বয়ম্ভু, ভবানী,
দাঁড়াইলা ব্যোমকেশ শঙ্করে সম্ভাষি,
সদানন্দ মহানন্দে কৈলা আলিঙ্গন
কেশব, হিরণ্যগর্ভে—উমারে চাহিয়া
তুষিলেন আশুতোষ মধুর হাসিতে।
মাধব তখন—সদা প্রিয়ম্বদ দেব—
গম্ভীর বচনে শুনাইলা বিশ্বনাথে
সকল বারতা—শুনাইলা শচীদুঃখ,
শুনাইলা শিবে অম্বিকার মনস্তাপ।

শুনিতে শুনিতে জটা ধূর্জ্জটি মস্তকে
কাঁপিতে লাগিল ধীরে—ললাট ফলকে
শশধর খরতর আভা প্রকাশিল।
মহাকাল ক্রোধমূর্ত্তি উদয় দেখিয়া
সান্ত্বনিলা হৃষীকেশ সত্বর শঙ্করে।
বিষ্ণুর বচনে মৃত্যুঞ্জয়ী মহেশ্বর
কহিলেন "হে মাধব, উমার বাসনা
পূর্ণ কর এই দণ্ডে,—হে কমলযোনি,
কর যাহে বৃত্রাসুর নাহি জীয়ে আর,
জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পর্দ্ধা তার,
কিন্তু কহ শুনি, কেশব কৈটভহারি,
স্বয়ম্ভু বিধাতা, কেবা সে নহ তোমরা
ভক্তির অধীন সদা—যথা ভক্তাধীন
ভ্রান্তিমতি আশুতোষ ? ভ্রান্তি যদি তায়,
এই দণ্ডে সেই ভ্রান্তি ঘুচাতে বাসনা
দনুজের অদৃষ্ট খণ্ডিয়া ; হের ইন্দ্র
সসজ্জ সমরক্ষেত্রে ; বজ্রপ্রহরণ
নির্ম্মাইলা বিশ্বকর্ম্মা ; দিলা তোমা দোঁহে
নিজ নিজ তেজঃ অস্ত্রে অব্যর্থ করিয়া ;
একমাত্র অন্তরায়—অন্ত নহে আজ (ও)
বিধাতার বিধিমান—সে বাধা ঘুচাও
অকালে অসুরে নাশি, হে বিধি কেশব।—
আপনার কর্ম্মদোষে মজে যে আপনি,
কে রক্ষিতে পারে তারে ?" বলি শূলপাণি,
ভরত-বৎসল দেব বৃত্রে ভাবি মনে
ত্যজিয়া গভীর শ্বাস বসিলা নীরবে।
হেরি মহেশের মূর্ত্তি দেব চক্রপাণি,
মন্ত্রণা করিয়া ক্ষণকাল ব্রহ্মা সহ,
উত্তরিলা মহেশ্বরে—"হে অন্তকহারি,
কর্ম্মফলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন,
স্বতঃ পরিবর্ত্তশীল প্রাক্তন-প্রভাবে ;
তথাপি, উমেশ, উমা-অনুরোধে আমি,
দেব প্রজাপতি, বৃত্র-ভাগ্যলিপি নাশে
হইনু সম্মত ;" বলি, লুকাইলা তনু ;
লুকাইলা প্রজাপতি মূর্ত্তি ক্ষণকাল ;
অতনু হইলা মহাদেব ;—তিন গুণ,
একত্র মিলিয়া অকস্মাৎ, প্রকাশিলা
পরব্রহ্ম-রূপ নিরুপম !—অতুলিত
শোভাপূর্ণ কৈলাসভুবন ক্ষণমাঝে।
ক্ষণমাঝে ঘোরশূন্যে হৈল ঘোরধ্বনি—
"বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত।"
হেথা ভাগ্যদেব, গাঢ় চিন্তা নিমজ্জিত,
বসিয়া বৈকুণ্ঠ প্রান্তে বিস্তৃত সম্মুখে
বিশাল প্রাক্তন-লিপি—দৃশ্য মনোহর !
ছায়া ইন্দ্রজালে যথা ধূর্ত্ত যাদুকর
দেখায় অদ্ভুত রঙ্গ—অদ্ভুত তেমতি
অনন্ত আলেখ্য অঙ্গে ক্রীড়া নিরন্তর !
কোনখানে ভূমণ্ডল-বিজয়ী বীরেশ

ছুটে চতুরঙ্গ দলে পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া;
আবার মুহূর্ত্ত কালে সে বীরকেশরী
মরুভূমে পদব্রজে ভ্রমে চিন্তাকুল!
এই রাজ অভিষেকে,—আনন্দ হিল্লোল
খেলিছে ধরণী অঙ্গে, প্রবাহে প্রবাহে
কত গজ, তুরঙ্গম, কত প্রাণিকুল
সুসজ্জ প্রাঙ্গণ মাঝে! তখনি আবার
আলেখ্য শ্মশান-ছায়া ভয়ঙ্কর বেশ!
রাজতনু চিতা'পরে অপত্য, বান্ধব,
বাষ্পাকুল নেত্রে ঘেরি শবে! ক্ষণকালে
চিতা পার্শ্বে কোথা আচম্বিতে অট্টালিকা
সুসজ্জিত—রঞ্জিত বসনাবৃত চারু—
বিবাহমণ্ডপে সুখে দম্পতী আসীন!
মুহূর্ত্তে আবার, মৃতপতি কোলে করি
কাঁদিছে যুবতী, ছিন্নভিন্ন কেশবেশ,
বসন, ভূষণ বিলুণ্ঠিত। ক্ষণে ক্ষণে
কতই যুবক—আহা ভূষিত সুষমা,
প্রতি অঙ্গে সুখে যেন স্বাস্থ্য মূর্ত্তিমান—

হারাইছে সে লাবণ্য—যৌবনে স্থবির!
যৌবনে উচ্ছিন্ন কত নানারূপরাশি!
কোন চিত্র, উর্ণনাভজালে পূর্ণ এই,
উজ্জ্বল নিমেষ মধ্যে! কোন দীপ্ত ছবি
প্রভান্বিত নিরন্তর—সহসা মলিন!
কোন সে আলেখ্য দৃশ্য—দারিদ্র্য প্রতিমা
মূর্ত্তিমান্ এই যেন—দেখিতে দেখিতে
মনোহর চারুবেশ—মণি, মরকত-
ময় রত্ন-সুশোভিত! কত পর্ণশালা
ধরিছে সুহর্ম্যরূপ চক্ষের পলকে!
কত সে আবার দিব্য স্বর্ণ অট্টালিকা
ধরিছে কুটীর বেশ,—কালের কালিমা,
তৃণ, গুল্ম, লতা, আচ্ছাদিত কলেবর!
মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে;
যথা তরু শেফকুল, প্রভাত কুহেলি

আবরিলে মহীদেহ মিহিরে লুকায়ে!
কত দৃশ্য মিলাইছে চিরদিন তরে!

এইরূপে জগতের যে কোন প্রদেশে
কালধর্ম্মে, কর্ম্মাকর্ম্মে, সুযোগে, কুযোগে
ঘটিছে যখন যাহা সুগতি, অগতি,
কিবা জীব, কিবা জড়, কি উদ্ভিদকুলে,
তখনি সে চিত্রপটে, নিত্য ক্রীড়াময়,
অঙ্কিত হইছে তাহা;—নিমগ্ন মানসে
দেখিছেন ভাগ্যদেব নিশ্চল নয়নে।

বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্য'পরে
কত শোভা বিভূষিত, কত আভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্ত্তি—প্রদীপ্ত ছটায়
ত্রিভুবন প্রজ্বলিত!—হেরিছেন ভাগ্য
কুতূহলে। হেনকালে অম্বর-বিদারি
ধ্বনিল ভৈরব ধ্বনি—আকাশ বাণীতে
প্রকাশিয়া ব্রহ্মরূপী ত্রিমূর্ত্তি আদেশ।

সভয়ে প্রাক্তন শীঘ্র ফিরায়ে নয়ন
নিরখিলা চিত্রপটে,—দেখিলা সহসা
বৃত্রের বিনাশ চিত্র, কালিমা মণ্ডিত,
মিশাইছে ধীরে ধীরে—শোভা বিরহিত!

দ্বাবিংশ সর্গ।

বসিয়া অসুর-পার্শ্বে অসুরভামিনী;—
নবীন নীরদরাশি, লুকায়ে বিজলী হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু রেখা, ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর অঙ্গ রহে যেন স্থির!

যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপলদল,
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়,
নিস্পন্দ শরীর ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন!

দেখিয়া দনুজনাথ সে মুখের ভাব
বিস্ময় ভাবিয়া মনে, কর ধরি সযতনে,
করতলে চাপি ধীরে মধুর উল্লাসে,
কহিলা উৎসাহপূর্ণ মৃদুল সম্ভাষে—

"একি হেরি, দৈত্যরাণি, যামিনী উদয়
এ সুখমধ্যাহ্নকালে? রুদ্রপীড় শরজালে
নির্দেব করিলা পুরী অনলে জিনিয়া,
পরিলা অতুল যশঃ কিরীট মণ্ডিয়া।

পলাইল সুরসেনা শিবা যেন ভয়ে;
জয়ন্ত শশক প্রায়, রথ লয়ে বেগে ধায়
পালটি না ফিরে চায়; দৈত্যের তাড়নে
অমরার প্রান্তে দেব ভাবে ক্ষুণ্ণ মনে;

ভাসে অসুরের দল আনন্দ উৎসাহে;
পুত্রের সুযশঃ গান, ত্রিভুবনে দৈত্যমান
আজি প্রভাবিত কত!—সার্থক জীবন,
আজি সে সকল, প্রিয়ে, সফল সাধন!

হেন পুত্রে গর্ভে ধরি, এ সুখের দিনে,
চিত্তে নাই সুখোচ্ছ্বাস, মুখে নাই প্রীতিভাস
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গল কামনা;—
এ ভাবে মনের খেদে কেন হে বিমনা?

হের দেখ করতলে ধনেশ ভাণ্ডার!
ঘোষিতে পুত্রের জয় কর যাহা চিত্তে লয়,
ভাসাও ত্রিদশালয় উৎসব হিল্লোলে—
এ দিন কখন যেন কেহ নাহি ভুলে।

কি অভাবে মনোদুঃখে দনুজমহিষি?
কি নাহি করিতে দান, কিবা স্থান, কিবা মান
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পূরাতে—
কোন রাজসিংহাসনে কাহাকে বসাতে?

আজন্ম দরিদ্র যেবা দনুজের কুলে
সেও আজি আশাবান্ আশায় জুড়ায় প্রাণ
স্বপনে কল্পনা করি অসাধ্য কামনা!
ইচ্ছাময়ী ঐন্দ্রিলা হে মলিন-বদনা?

জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—
সে কথা বিস্মৃতি জলে ভাসায়ে, হৃদয়তলে
বিষাদে আশ্রয় দিলে, কি হেন ভাবনা?—
ঐন্দ্রিলে, চিত্তের বেগে ভুলিলে আপনা?"

উত্তরিলা দৈত্যরাজ-মহিষী তখন;—
"খলের চাতুরি মায়া বহুরূপী দেহচ্ছায়া,
ধরে কত রূপ তাহা কে বুঝিতে পারে?
রমণীর চাতুরীতে রমাপতি হারে!—"

উত্তরিলা "হে দনুজকুল অধীশ্বর,
অভাগ্য যখন যার তখনি অদৃষ্টে তার
কত যে লাঞ্ছনা—ভোগ কে বর্ণিতে পারে?
নহিলে নির্দ্দয় হেন কেন হে আমারে?

"ঐন্দ্রিলা পাষাণ প্রাণ!—তনয়ে ভুলিয়া,
আপনার তুচ্ছজ্বালা ভেবে মুখ করি কালা,
আইলা পতির কাছে?—হে হৃদয়নাথ
হৃদয় ব্যথিতে আর পেলে না আঘাত?

"কবে সে কঠিন হেন দেখেছ আমায়?
পরে বধিয়াছি প্রাণে কাহার জীবন দানে
নিদয়া হইয়া তোমা কৈনু নিবারণ?
কি দেখিলে কবে বল নিষ্ঠুর তেমন?

"হায়, ঐন্দ্রিলার হেলা তনয়ের প্রতি;
ধিক্ ঐন্দ্রিলার নামে; এই ছিল পরিণামে
শুনিতে হইল তারে এ পরুষ বাণী—
পতির বদনে, হায়!—ধিক্ রে পরাণী!

"কারে জানাইব আর মনের বেদনা ?
জন্মকাল যাঁর সনে নিদ্রাহার একাসনে
তিনিই আমারে যদি ভাবিলা এমন—
কি জানাব কে জানিবে মনের যাতন !

থাক হে দনুজ-নাথ তনয়-বৎসল,
কর ভোগ একা সুখে ; যে খেদ আমার বুকে
থাকুক তেমতি, দুঃখে পুড়ুক পরাণী—
থাক সুখে দয়াময়—চলিল পাষাণী।"

বলি ভাক্তক্রোধে বামা উঠি দাঁড়াইল ;
কত অনুরোধ করি, কত যত্নে করে ধরি,
বসাইলা মহিষীরে নিকটে আবার ;
ঘুচাইলা কত যত্নে চিত্তের বিকার।

কহিলা তখন বামা মধুর কপটে—
হে" বীর সমরপ্রিয়, রণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
জান তুমি সুধু রণ-রঙ্গ ক্রীড়া যত ;—
তুমি কি জানিবে কহ বামা-স্নেহ কত ?

"কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয় ?
সন্তানের মমতায় কত ব্যথা চিন্তা তায়,
কত দিকে ধায় চিত্ত ?—হে দৈত্যভূষণ,
পুরুষ বুঝে কি কভু, রমণীর মন ?

"বিজয় উল্লাসে এবে তুমি সে উন্মাদ !
ভাবিছে আমার মন পুত্রে দিয়া দরশন
দেখাব কি রূপে তারে এ বদন ছার—
পাপীয়সী কোলে যবে বসিবে কুমার।

"সুধাবে যখন 'মাতা ইন্দুবালা কোথা ?
দিয়াছিনু তব করে পালিতে সোহাগ ভরে ;
কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার ?
কি ব'লে হৃদয়ে শেল বিন্ধিব তাহার ?

হারায়েছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাণিক,—
হারায়েছি হৃদয়েশ অঞ্চলের নিধি শেষ
দনুজেন্দ্র, হারায়েছি "সুশীলা" তোমার ;—
ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার !"

বলি বাষ্পাকুলনেত্র হইল নীরব।
অচল নগেন্দ্র প্রায় দৈত্যপতি স্তব্ধ-কায়,
চাহি ঐন্দ্রিলার মুখ থাকি কতক্ষণ,
ছাড়িলা অরণ্য-শ্বাসে গভীর নিস্বন।

"কি কহিলা, ঐন্দ্রিলা" বলিলা গাঢ় স্বরে,
"ইন্দুবালা নাই মম সে সুধাংশু নিরুপম
ডুবেছে কি অস্তাচলে ?—পাব না কি আর
দেখিয়া সে নিরমল পীযূষ-আধার ?

"আর কি সে স্নেহময়ী সরলার কথা
হৃদয় শীতল করি, চিন্তার উত্তাপ হরি
জুড়াবে না এ শ্রবণ—জুড়াত যেমন
নিন্দিয়া বীণার ধ্বনি ঝরিত যখন ?

"না ঐন্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্রতিমা,—
হরিতে সে সুষমায় কৃতান্ত কাঁদিবে হায় !
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন ;—
বিজয়ী বীরের যশঃ চিরায়ু যেমন !"

"হেন অমঙ্গল কথা, হে দনুজপতি,
কি হেতু আন হে মুখে," ঐন্দ্রিলা কৃত্রিম দুখে,
কহিলা বিমর্ষভাবে চাহি দৈত্যপানে,
এ বেদনা কেন দাও দুখিনীর প্রাণে ?

"চির আয়ুষ্মতী হ'ক বধূ সে আমার !
চিরায়তি থাক্ তার পরশে না যেন তার
কেশের শতাংশ ভাগ শমন দুর্ম্মতি !
হে নাথ, শমন হ'তে নিদারুণ অতি।

"ইন্দ্রের কামিনী শচী—সাপিনী কুটিলা ;
কপটে ছলিলা, হায় শিশুমতি বালিকায় ;
সাধিতে নারিল যাহা দেবতারা বলে
সুসিদ্ধ করিল তাহা কুহকীর ছলে !

"হা ধিক্ ঐন্দ্রিলা-প্রাণে—ধিক্ দৈত্যরাজ,
তোমার কুলের বধূ ভুলি দৈত্যস্নেহ-মধু,
ভুলি কুল-মান-গর্ব্ব হেলিয়া সকল,
আশ্রয় করিল কি না শচী-পদতল ?

"তব আজ্ঞা শিরে ধরি দনুজকেশরী,
শচী আনিবারে যাই, হতভাগ্যে পোড়া ছাই,
নিরখিনু ইন্দুবালা সেবে শচীপদ !—
ব্রহ্মাণ্ডে রহিল, নাথ; এ কলঙ্ক-হ্রদ !

"অসহ্য হৃদয়বেগ না পারি ধরিতে,
শচীরে গঞ্জনা দিয়া বধূরে আনিতে গিয়া,
ঘটিল যা ছিল শেষ কপালে আমার,—
যেমন দুরাশা, হায়, পুরস্কার তার !

"বলি নাই, ভাবি নাই, চাহি না বলিতে
সে দুঃখের কথা কভু, সহিতে হইল প্রভু,
স্বর্গজয়ি-জায়া হয়ে শচী-পদাঘাত !—
সে দুঃখ 'পাষাণ' প্রাণে সহেছি, হে নাথ !

"সহিতে না পারি কিন্তু এ অখ্যাতি তব ;
স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়,
ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘুচাব কেমনে—
ইন্দুবালা পড়ে মনে জাগ্রতে, স্বপনে।

"চল দেখাইব চল, স্বচক্ষে দেখিবে,
বুঝিবে সে কি কারণ দহে 'পাষাণীর' মন,
কেন এ সুখের দিনে হয়েছি হতাশ !
নারীর বচনে, নাথ কি কাজ বিশ্বাস ?"

ঈষৎ কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট,
সঘনে নিশ্বাস ঘন আরক্তিম ত্রিনয়ন,
চলিল দনুজপতি দানবী সংহতি ;
চলিল দৈত্যেশ-বামা গর্ব্বিত মূরতি ;

ধন্য রে ঐন্দ্রিলা তোর পণে বলিহারি !
চলেছ নদীর বেগে চাপি চিন্তা, চিত্তবেগে,
সাধন করিতে নিজ সাধের মনন ;
জান না হৃদয়ে কভু নিরাশা কেমন।

চলিলা অসুরপতি, মহিষী সংহতি
উঠিলা প্রাচীর' পরে নিরখিলা স্তরে স্তরে
অকূল সাগর তুল্য সুরাসুর দল ;
নিরখিলা স্বর্ণময় সুমেরু অচল।

শোভিছে অমরা প্রান্তে—সহস্র শিখর
উঠেছে অনন্ত ভেদি যেন কল্পনার বেদি,
সুরবিমোহিনী মূর্ত্তি, সাজান রয়েছে ;
নির্ম্মল কিরণমালা সর্ব্বাঙ্গে সেজেছে !

কোন সে শিখরে তার,— আহা, কিবা শোভা
ছায়া কিরণেতে মিলি খেলিতেছে ঝিলিমিলি —
দেখায় তর্জ্জনী তুলি দনুজমহিষী—
বসিয়া সুকেশকান্তা উজলিছে দিশি ;

পদতলে ইন্দুবালা মলিন বদনা—
শীর্ণালস কলেবর, অস্ফুট কুসুম [illegible]র
মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে বিরস যেমন ;
নিশ্চল, অলস, অর্দ্ধ মুদিত নয়ন ;

কাছে রতি স্তব্ধমতি, চপলা অচলা,
হেরিছে সমরাঙ্গণে মুগ্ধচিত্ত কয় জনে—
চারু চিত্রপটে যেন তুলির লিখন !
নিরখি দনুজরাজ বিস্ময়ে মগন !

বিস্ময়ে মগন দৈত্য কতক্ষণ থাকি
করিল নাসিকা ধ্বনি, গরজিল যেন ফণী
লম্ফ ছাড়ি সজ্জিতে সুমেরু দেহ বাড়ে ;
হেনকালে সুরাসুরে সিংহনাদ ছাড়ে,—

পূরিয়া সমরক্ষেত্র সেনা কোলাহল
সহসা শূন্যেতে উঠে, রথ অশ্ব বেগে ছুটে,
করিবর শুণ্ড তুলি গর্জ্জিল ভীষণ,
বাজিল পটহ, ভেরী, দামা, অগণন।

নিমেষে পালটি নেত্র দেখিলা প্রাঙ্গণে
রুদ্রপীড় রথে রথী, যেন বিদ্যুতের গতি
ছুটিছে বাহিনী অগ্রে, উঠেছে পতাকা—
ভয়ঙ্কর রাহুরূপ কেতু অঙ্গে আঁকা।

নিরখি ভুলিলা দৈত্য সকল ভাবনা ;
স্থির-নেত্র স্তব্ধবৎ, একদৃষ্টে চাহি রথ,
দেখিতে লাগিলা বৃত্র অনন্যমানস
রথের তরঙ্গগতি, অশ্বের তরস।

সমর আহ্লাদে চিত্ত সদাই বিহ্বল,
তাহে পুত্র যুদ্ধসাজে প্রবেশিছে শত্রুমাঝে,
নিরখি অপূর্ব্বভাবে হৃদয় মথিল,
অদ্ভুত আনন্দস্রোত চিত্তে প্রবাহিল !

দেখিলা অসুর, সুর-মধ্যস্থলে আসি
স্থির হৈল রথগতি ; অতুল আনন্দমতি
পুত্রের সমরসজ্জা হেরে বৃত্রাসুর—
রতন-সম্ভবা-বিভা উজলিছে ধুর ;

শুভ্র সারসের পুচ্ছ মণিগুচ্ছে নত
চলিছে শীর্ষকে বাঁকা, অঙ্গত্রাণে অঙ্গ ঢাকা,
হীরকমণ্ডিত অসিমুষ্টি কটিতটে,
অসিকোষ দুলিছে দাপটে

বক্র ধনুঃ বামকরে ; রথ-অঙ্গে শোভে
হেমময় নানা তূণ, নানা বর্ণ ধনুগুণ,
শাণিত কৃপাণশ্রেণী, গদা, প্রক্ষ্বেড়ন,
দণ্ডদণ্ড, বিবিধ আয়ুধ অগণন।

ধনুঃপৃষ্ঠে করতল, উঠি মহেষ্বাস
দাঁড়াইলা রথোপরে, গভীর বিশদ স্বরে
কহিলা সম্ভাষি সূতে, প্রফুল্ল নয়ন—
"হে সারথি আজি মম সফল জীবন ;

"দুর্জ্জয় ত্রিদশনাথে সমরে সম্ভাষি
পরিব অতুল যশঃ উজ্জ্বল করি শিরস,
রাখিব অক্ষয় খ্যাতি অসুরমণ্ডলে,
দেবাব কার্ম্মুকশিক্ষা সুররথি-দলে !

"জানি মৃত্যু সুনিশ্চয় বাসবের হাতে
আজি এ সমরাঙ্গণে, ত্যজিব অক্ষুব্ধ মনে
এ দেহ, হে সূতবর—সৌভাগ্য আমার
ভালে না লিখিলা ভাগ্য অন্য মৃত্যু ছার !

"ত্রিলোকে অজেয় ইন্দ্র—ত্রিদিবের পতি
শরক্ষেপ-প্রথা যার বীর-চক্ষে চমৎকার
তার সনে আজি রণে যুঝিব হরষে,
এ মরণে কার মনে সুখ না পরশে ?

"সারথি, মৃত্যুর চিন্তা ঘুচেছে এখন ;
আজি সুরাসুরগণ দেখিবে অদ্ভুত রণ
দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন,
এক কথা, সারথি হে, রাখিও স্মরণ,—

অন্তিম শয়নে যবে দেখিবে আমায়,
দেখ যেন শত্রু কেহ, রণক্ষেত্রে এই দেহ
ঘৃণিত চরণে নাহি করে পরশন,
রাক্ষস, পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।

এই অগ্নিচক্র রথ লভিনু যা রণে,
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ আচ্ছাদন,
বলো —রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন !

এই অর্ঘ্য, সূত-শ্রেষ্ঠ, দিলেন জননী
রক্ষিতে সমর-ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রে,
দিও জননীরে পুনঃ—বলিও তাঁহায়—
মৃত্যুকালে এই অর্ঘ্য ধরিনু মাথায়।

দিও, সূত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়,
উজ্জ্বল শীর্ষক'পরে আজি যাহা শোভা করে,
দিও ইন্দুবালা করে, করিতে স্মরণ
উন্মাদিনী প্রেমে যার মুগ্ধা আজীবন ;

বলো তারে, সারথি হে"—বলিতে বলিতে
কপোলে সলিলধারা ঝরে হিমবিন্দু ঝারা,
ভাবি সে হৃদয়ময়ী স্নেহের পুতলী ;
ঘনশ্বাসে কণ্ঠরোধ—নীরবিলা বলী ;

বসিয়া সমরাসনে ভীম শঙ্খ নাদি ;—
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি, ঘন ঘন ঘন স্বনি
বাজিল সমরতূরী যুড়িয়া প্রাঙ্গণ ;
দানবের সিংহনাদে কাঁপিল গগন।

হেরি ষড়ানন শীঘ্র সেনা অগ্রভাগে
আইলা নক্ষত্রগতি স্বদল বিপক্ষ মথি,
দাঁড়াইল শিখিধ্বজ রথ থর থরি ;
উড়িল বিশাল কেতু শূন্য শোভা করি।

কহিলা উমানন্দন জলদগর্জ্জনে,—
মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ সব রণতূর্য্য ঘনরব,
রথের ঘর্ঘর শব্দ, হস্তীর গর্জ্জন
হয়ব্রজ স্তব্ধভাব, উন্নত শ্রবণ ;—

কহিলা জলদস্বনে—"রে দাম্ভিক শিশু,
বহ্নিরে নিবারি রণে উন্মত্ত হইলি মনে,
অমর-সেনানী অগ্রে আ(ই)লি একা রথী—
ভুলিলি শমনভয়, আরে ছন্নমতি ?

"যে শিবিরে আদিতেয় মহারথিগণ,
এক এক জন যার নিমিষে ব্রহ্মাণ্ড ছার
বিক্রমে করিতে পারে, অবহেলি তায়
সমরে পশিলি একা অবোধের প্রায় ?

"না চিনিলি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড গ্রহনাথে ?
পবন ভীষণ দেবে সিন্ধু যারে নিত্য সেবে ?
আক্রুদ্ধ বরুণ পাশী ? যম দণ্ডধরে ?
ফণীন্দ্র বাসুকি ফণাধর-কুলেশ্বরে ?

"ভীম অঙ্গারক কুজ, সৌরি শনৈশ্চর,
বৈনতেয় খগেশ্বর, নৈঋ'ত নৈঋ'ত ধর,
জয়ন্ত বাসবপুত্র অসীম-সাহস,
আমি দেবসেনাপতি ভবেশ ঔরস।

"এ বীরবৃন্দের মাঝে বল্ কার সনে
যুঝিবি সাহস করি ? বুঝিবি রে ধনুঃ ধরি
দেবের বিক্রম কত দাম্ভিক বা—
সমুদ্র শোষিতে চাও হইয়া ভেক ?"

"হে পার্ব্বতীসুত"—দর্পে উত্তরি তখন
কহিলা বৃত্রতনয়, "পাবে শীঘ্র পরিচয়
শিশু কি প্রাচীন এই অসুর-আত্মজ—
রণে অগ্রসর শীঘ্র হও শিখিধ্বজ ;

"কি ফল বিচারি কার সনে করি রণ—
করেছি অলঙ্ঘ্য পণ পরাজিব সর্ব্বজন,
নিদে ব করিব স্বর্গ আজি এ সমরে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ব্যাকুলি অমরে ;

"যত জন, যেবা ইচ্ছা, হও অগ্রসর,
নহিব বিমুখ আজ সাধিতে বীরের কাজ—
আজি সমরের পণ উদ্‌যাপন মম,
ঘুচাব সমরে পশি দেব-চিত্তভ্রম।

"ভেটিব সমরাঙ্গণে সুরনাথে আজি—
বীরচক্ষে চমৎকার শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তাঁর,
দেখিব সে জ্যার ভঙ্গী—নাহি চাহি আন্;
আশু পূর্ণ কর আশা, ধর ধনুর্ব্বাণ।"

বলি সব্যসাচী বৃত্রসুত ধনুর্দ্ধর
লঘুহস্তে খরশর ফেলিল শতাঙ্গ'পর,
লক্ষ্য করি বরুণ, পবন, প্রভাকরে;
সেনাপতি শিখিধ্বজে বিন্ধি খর শরে।

বাজিল দুন্দুভি ধ্বনি স্বর্গ কোলাহলি,
বাজিল সমরশঙ্খ, ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক,
ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে,
উড়িল ধূলির জাল গাঢ় অভ্রমুখে;

চারি কোদণ্ডের ছিলা বধিরি শ্রবণ
ভীম শব্দে একেবারে, নিনাদিল চারি ধারে,
ছুটিল কলম্বকুল তারারাশি হেন,
ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িল্লতা যেন!

ছুটিছে নৈর্ঋত হ'তে ভাস্করের রথ,
তেজস্কর সাত হয়, নাসাতে পবন বয়,
ক্ষুরে না পরশে ক্ষণে মনঃশিলা তল—
ক্রোধিত তপনতেজে স্যন্দন উজ্জ্বল;

অগ্নিকোণে বরুণের শঙ্খময় রথ
ছুটিল মেঘের মন্দ্রে, ফেনরাশি নাসারন্ধ্রে
চারি কৃষ্ণ হয় ফেনময় কলেবর,
শতচক্র বায়ুগতি ঘুরিছে ঘর্ঘর।

ঈশানে পার্ব্বতীসুত-স্যন্দন ভীষণ—
বিশাল কেতন চূড়ে উড়িছে আকাশ যুড়ে,
খেলে যেন ইন্দ্রধনু আভা ছড়াইয়া,—
অশ্বের তরল গতি তরঙ্গ জিনিয়া।

বায়ুকোণে পবনের শতাঙ্গের খেলা—
যেন কিরণের রেখা, যায় কি না যায় দেখা,
ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে;—
কুরঙ্গ-অঙ্কিত কেতু গগন পরশে।

দেখিয়া দনুজসুত সমর কুশলী—
আজ্ঞা দিলা সারথিরে, মণ্ডলে মণ্ডলে ফিরে
বেগে চালাইতে অশ্ব,—না হয় যেমন
শরলক্ষ্য ক্ষণকাল ঘোটক, স্যন্দন।

বিজলীর বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল
চক্রাকারে মহা রথ, অনল স্ফুলিঙ্গবৎ
ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্রপীড় ভীম ধনুঃ ধরি,।
কিবা শিক্ষা অদ্ভুত-চারি রথোপরি

হানিতে লাগিল শর শিলাধারবৎ;
চক্রাকারে শূন্য'পর একে ঘেরি অন্য স্তর—
মণ্ডল আকারে বারি লহরী যেমন;
ছুটিল তড়িৎ গতি বিচিত্র মার্গণ,

পড়িল ভাস্কর-রথ-চূড়া আচম্বিতে;
কাঁপিল সূর্য্য-স্যন্দন শরাঘাতে ঘন ঘন;
বরুণের তুরঙ্গম বাণেতে অস্থির,
ধারাকারে কৃষ্ণ অঙ্গে ছুটিল রুধির।

অচল বায়ুর রথ—কুরঙ্গ উধাও,
শত খণ্ড ধনুগুণ, বাণ মুখে উড়ে তূণ,
ধনুঃশূন্য প্রভঞ্জন, নিমেষে বিকল,
ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি রণস্থল।

অস্থির পার্ব্বতীসুত বৃত্রসুত তেজে—
এই নিবারিছে শর তখনি মুহূর্ত্ত'পর
সর্ব্ব অঙ্গ কলেবর শরজালে ঢাকা;
সঘনে কাঁপিছে রথ—ভগ্ন চূড়া, পাখা!

চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত,
উন্মত্ত অসুরদল হেরি দৈত্যসুত বল,
সুরাসুর দুই দলে ধ্বনি ঘন ঘন—
"সাধু রুদ্রপীড়—সাধু বৃত্রের নন্দন!"

অধীর সে ধ্বনি শুনি তনু পুলকিত
উল্লাসে দনুজনাথ উচ্চৈঃস্বরে অকস্মাৎ
"সাধু রুদ্রপীড়" বলি নিস্বন ছাড়িল,
দূর শূন্যদেশে যেন জলদ গর্জ্জিল।

দেখিল অসুর, সুর-প্রাচীর শিখরে
গাঢ় ঘনরাশি প্রায় বৃত্রাসুর মহাকায়
দাঁড়ায়ে, বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া।

চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল, শ্রবণে বীর কুণ্ডল
ধটিনী বেষ্টিত কটি, প্রশস্ত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা পরশ।

বৃত্রে হেরি দেব-যোধ পদাতিক দল,
ভীত কুরঙ্গের প্রায়, বেগে শত দিকে ধায়,
রণ-ক্ষেত্রে নিক্ষেপিয়া চর্ম্ম প্রহরণ;
পালটি ফিরিয়া নাহি করে দরশন।

নিরখি উদ্দেশে বৃত্রে ধনু হেলাইয়া
রুদ্রপীড়, প্রণমিলা, ক্ষণ ক্ষান্ত ধনু ছিলা,
আবার কোদণ্ড ঘাতি টানিলা শিঞ্জিনী—
চমকিল জ্যা-নির্ঘোষে অমর-বাহিনী।

অধৈর্য্য অমররথী; সরোষে তখন
আজ্ঞা দিলা তিন জন, চালাইতে অনুক্ষণ,
রুদ্রপীড় রথমুখে নিজ নিজ যান,
সতর্কে কোদণ্ড ধরি করিল সন্ধান।

চলিল দৈত্যারি রথ অবার্থ গতিতে,
না মানি শরের গতি, না মানি বিপথ, পথি,
অবিচ্ছেদে ঋজু গতি চলিল সম্মুখে—
দুর্ব্বার বিশিখ-স্রোত বেগ ধরি বুকে!

তিন মুখে তিন দেব সুরথী নিপুণ
বরুণ বারিধীশ্বর, গ্রহপতি প্রভাকর,
তারক-সূদন শূর পার্ব্বতী-নন্দন—
অন্য দিকে গদাহস্তে ভীম প্রভঞ্জন!

রুদ্রপীড় রথ-গতি মন্দীভূত ক্রমে,
ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর চক্রে ভ্রমে রথবর,
শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন;
হেরি সুর-রথিবৃন্দ ছাড়িল গর্জ্জন।

"মা ভৈঃ মা ভৈঃ" শব্দে ভীষণ নিনাদি
কহিল দনুজেশ্বর "হের পুত্র ধনুর্দ্ধর
ক্ষণকাল নিবার এ সুর-রথিগণে,
এখনি বাহিনী সনে প্রবেশিব রণে!

গোকর্ণ, শালিবাহন, গান্ধি, ঘটোৎকচ
সোমধৃতি, তৃণগতি, হে দৈত্য রথিক-পতি
বীরেন্দ্র পৃষ্ঠেতে শীঘ্র হও অগ্রসর"—
রণক্ষেত্র চাহি উচ্চে ডাকি দৈত্যেশ্বর

নামিলা প্রাচীর হ'তে।—এখানে ত্বরিত
মিলি সুর-রথিগণ আরম্ভিলা মহারণ
ঘেরি রুদ্রপীড়-রথ বিষম হুঙ্কারি,
দৈত্যসুত শররাশি শরেতে নিবারি;

কাটিলা ভাস্কর অগ্নি স্যন্দনের চূড়া ;
কাটিলা রথের চক্র তারকারি শরে বক্র ;
বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা ;
সদাগতি গদা ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা—

লম্ফে লম্ফে প্রদক্ষিণ করি চারিদিকে
ঘন ঘন ঘোর ঘাতে রথচক্র পাতে পাতে
চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে-অশ্বের বন্ধনী
ছিঁড়িলা নিমেষে চূর্ণ যুগন্ধর, অণি।

অচল দেখিয়া রথ দনুজকেশরী
লম্ফ দিয়া রণস্থলে নামি মনঃশিলাতলে,
সিংহ যেন দাঁড়াইল কিরাত-বেষ্টিত,
দীপ্ত তরবারি বেগে মস্তকে ঘূর্ণিত ;

শত খণ্ডে খণ্ড কৈল পবনের গদা ;
নিমেষে কার্ম্মুকে পুনঃ লয়ে করে দিলা গুণ,
শিঞ্জিনী অপূর্ব্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল,
ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল।

আঘাতিল প্রভাকরে, বরুণে আঘাতি
আচ্ছাদি কুমার অঙ্গ শত দিকে হ'য়ে ভঙ্গ
পড়িতে লাগিল, ঢাকি শতাঙ্গ, গগন,—
বিমুখি সংগ্রামে শরদগ্ধ প্রভঞ্জন।

তখন পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি
দিব্য অস্ত্র ধরি করে, দ্বিখণ্ড করিলা শরে,
রুদ্রপীড় শরাসন ভীষণ আঘাতে-
নিমেষে বীরেন্দ্র ধনুঃ নিলা অন্য হাতে ;

না টানিতে শিঞ্জিনী, প্রচণ্ড দিবাকর
খণ্ড করি থুরে থুরে কোদণ্ড ফেলিলা দূরে
বসাইলা চাপে অস্ত্র ঘোর আভাময়—
নিরখি তিলার্দ্ধ কালে বৃত্রের তনয়

ধূমদণ্ড ধূমকেতু-আকৃতি ভীষণ-
ধরিলা সাপটি করে ; বাহিরিল থরে থরে
কিরণের রেখাকারে গগনে বিস্তারি
তাম্রময় শলাকা সহস্র সারি সারি ;

ঝাপটে ঝাপটে ঝাড়ি যে দিকে হেলায়ে
ধরেছে আকাশ-মুখে, সেদিকে শলাকামুখে
শিলাকারে ধাতুর বর্ত্তুল বাহিরিছে,
ঘোর শব্দে শূন্যমার্গ ছিঁড়িয়া ছুটিছে ;

ক্ষণকাল কভু যাহে পরশে বর্ত্তুল
ছিন্ন-ভিন্ন চূর্ণকায় অদৃশ্য করি উড়ায়,
চিহ্ন নাহি রহে তার দেখিতে কোথায়।
ভীষণ বর্ত্তুল হেন কোটি কোটি ধায় !

লণ্ড ভণ্ড দেব-রথী বিমান মণ্ডলী।—
প্রচণ্ড নিনাদ ঘন, শলা মুখে বরিষণ
ধাতুর বর্ত্তুল পিণ্ড ঝলকে ঝলকে,—
ভাঙ্গে রথ, ধনু, অস্ত্র, পলকে পলকে ;

ভাঙ্গে প্রভাকর রথ ক্ষার-দগ্ধ যেন ;
বরুণের দিব্যযান ক্ষণমধ্যে খান খান
কোটি খণ্ডে কার্ত্তিকের বিমান ভাঙ্গিল ;
দেবরথি-কুল ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

তখন দেবেন্দ্র ইন্দ্র সাপটি কার্ম্মুক
অগ্রসর হৈলা রণে, টঙ্কারি ভীষণ স্বনে
দিয়া চাপে বসাইলা অস্ত্র খরশান,
টানিলা ধনুর ছিলা করিয়া সন্ধান—

ছুটিল বিদ্যুৎ গতি নিঃশব্দে অম্বরে
সুশাণিত মহাশর, পড়ে ধূমদণ্ড' পর,
কাঁপিতে কাঁপিতে খণ্ড তখনি নিমেষে
হইল সে মদণ্ড কাশতৃণ বেশে

উড়িল শলাকাকুল দণ্ড মুষ্টি ছাড়ি,
আচ্ছাদি গগন তনু, যেন পরমাণু অণু
অদৃশ্য হইল শূন্যে কোটি পথে ছুটি ;—
রুদ্রপীড় হস্ত হ'তে পড়ে দণ্ড মুঠি।

নিকটে আসিয়া ইন্দ্র প্রসন্নবদন,
শত সাধুবাদ দিয়া বৃত্রসুতে বাখানিয়া,
কহিল "সুধন্বি ধন্য শর শিক্ষা তব,
দেখাইলে বীরবীর্য্য আজি অসম্ভব ;

এখন প্রস্থান কর রণস্থল ছাড়ি ;
সংগ্রাম না কর আর মনোমত পুরস্কার
পেয়েছ হে বৃত্রসুত লভগে বিশ্রাম,
নহে দ্বন্দ্ব তব সনে, না চাহি সংগ্রাম।"

কহিল দনুজনাথতনয় বাসবে—
"হে ইন্দ্র মেঘবাহন, শুনিয়াছ মম পণ,
স্বর্গেতে থাকিতে দেব না ফিরিব রণে,
জীবিতে লঙ্ঘিয়া পণ ফিরিব কেমনে ?

বৃথা আকিঞ্চন তব, দেবেন্দ্র বাসব,
করেছি জীবন পণ, করিব তা উদ্‌যাপন,
আজি পূরাইব মম জীবনের আশা,
মরিতে যগুপি হয় মিটাব পিপাসা—

মিটাব পিপাসা যুদ্ধ করি তব সনে ;
আজি এ সমরক্ষেত্রে দেখিব প্রফুল্ল নেত্রে
জ্যা-বিন্যাস তোমার কোদণ্ডে সুরেশ্বর,
ধর ধনু, যোধবাক্য রাখ, ধনুর্দ্ধর।"

বুঝাইলা নানামত ইন্দ্র মহামতি
সমরে হইতে ক্ষান্ত দৈত্যসুতে রণশ্রান্ত ;
দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসম বিপক্ষে সংঘাতিতে
সতত বিরাগ-ভাব দেবেন্দ্রের চিতে !

নারিলা বুঝাতে যদি, কহিলা তখন—
"কর রথে আরোহণ, শর-বেগ সংবরণ
কর তবে, পার যদি বেগ নিবারিতে।"
আজ্ঞা দিলা সারথিরে অন্য রথ দিতে।

মাতলি অ র্ব্ব যান যোগাইল ত্বরা,—
বৃত্রসুত দ্রুতগতি ক্ষণে আরোহিলা তথি,
বাছি বাছি প্রহরণ তুলিল তাহায় ;
ছুটিল অমররথ অপূর্ব্ব প্রথায়।

বাজিল অদ্ভুত রণ দুই ধনুর্দ্ধরে ;
কে বর্ণিতে পারে তাহা ভুবনে অতুল যাহা,
সুরেন্দ্র অমরপতি খ্যাত ত্রিভুবন—
মহাযোদ্ধা ধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দন।

কিবা কোদণ্ডের গতি- -শিঞ্জিনীর ক্রীড়া
ফিরিছে বিমানদ্বয় রণক্ষেত্র সমুদয়,
ক্ষণে দূরে—ক্ষণে কাছে—ঘেরি পরস্পরে,
সহসা সংঘাত যেন—আবার অন্তরে !

ফিরিছে বিপুলবেগে, না পরশে তবু।
চূড়া অঙ্গ কেহ কার, যেন রঙ্গে নৃত্যকার
নর্ত্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদ মন্দিরে —
না ঠেকে বাহুতে বাহু—শরীরে শরীরে !

কখন দৈত্য-বিমান পুষ্পকে লঙ্ঘিয়া
শূন্যে উঠি ক্ষণকাল, বিস্তারে বিশিখজাল,
সৌদামিনী খেলে যেন নির্ঝরে ভাঙ্গিয়া !
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া,

পবন বিদারি বেগে মহাশূন্যে ধায়,
দেখিয়া কপোতে দূরে শূন্যে যেন ঘুরে ঘুরে
দুই বাজপক্ষী ফিরে পক্ষ সাপটিয়া,
নখে খণ্ড খণ্ড দেহ, রুধিরে ভিজিয়া !

কখন বহু অন্তরে অচল সমান
দুই ব্যোমযান স্থির, ধনু ধরি দুই বীর
খেলায় শর-তরঙ্গ দেখিতে অদ্ভুত !
নিঃশব্দে অনন্ত-দেহে অযুত অযুত

ঘুরয়ে মণ্ডলাকারে দুই শরশ্রেণী,
প্রান্ত-সীমা অনুমান দূরস্থিত দুই যান,
তরঙ্গ আসিছে এক, ছোটে অন্য ঝারা—
দুই কেন্দ্র মা'ঝে যেন বিদ্যুতের ধারা।

যুঝিল এ হেন রূপে সমর-নিপুণ,
ধনুর্দ্ধর দুই জন, চমকিত ত্রিভুবন,
যতক্ষণ রুদ্রপীড়-অস্ত্র না ফুরায়,—
নেহারে অসুর সুর অসাড়ের প্রায়।

যে মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইল তার তূণ,
তখনি ইন্দ্রের শরে, বীরেন্দ্র শতাঙ্গ'পরে,
পড়িল, সহস্র শরে জর্জ্জরিত-তনু,
খসিল শীর্ষক শিরে, করতলে ধনুঃ ;

পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত
শূন্য ছাড়ি ব্যোমযান, অচ্ছিদ্র নাহিক স্থান,
ত্রেতায় কর্ব্বুরপতি-শরেতে অস্থির
পড়িল গতায়ু যথা জটায়ু শরীর !

উঠিল সমরাক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি !
আকুল দনুজদল, বক্ষঃ ভিজাইয়া জল
পড়িতে লাগিল স্রোতে, ভাসায়ে নয়ন ;
নীরব অমরদল বিষণ্ণ-বদন।

উঠিল সে কোলাহল—ক্রন্দন-কল্লোল
কনক সুমেরু শিরে নেত্রযুগে ধীরে ধীরে
শচীর শোকাশ্রুধারা বহিতে লাগিল,
সহসা বিবর্ণ তনু—চপলা কাঁপিল।

জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি,
"কে পড়িল রণস্থলে, কোন রামা-হৃদিতলে
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙিল রে সুখের সংসার ?"

চপলা অস্ফুট-স্বরে রুদ্রপীড় নাম
উচ্চারিলা অকস্মাৎ ; হৃদে যেন বজ্রাঘাত
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে—
পড়িল দানববধূ ইন্দ্রজায়া-কোলে !

শুকাইল ইন্দুবালা—নিদাঘের ফুল !
হায় রে সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি
লুকাইল নিদ্রাকোলে—ফুটিবে না আর !
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার !

"কেন রে চপলা হেন নিদারুণ হ'লি ?
কেন সে দারুণ শ্বাস ঘুচায়ে সুরভি বাস
পরশিলি এ কুসুমে ?"—বলি হৃদে তুলি
ধরিলা ইন্দ্রের রামা সে স্নেহ-পুতলি !

এখানে সমরাঙ্গণে সুরেশ্বর কাছে,
যুড়িয়া যুগল কর, নয়নে শোকাশ্রু থর,
রুদ্রপীড়-সারথি কহিছে খেদস্বরে—
গহ্বরের মুখে যথা গিরি-ধারা ঝরে।

"পূরাও সদয় হ'য়ে হে অমরনাথ,
কুমার বাসনা আজি, প্রভাতে সমরে সাজি
আইলা যখন বীর কহিলা আমায়,
"এক কথা সারথি হে আদেশি তোমায়,

'দেখিবে অন্তিমকাল যখন আমার,
দেখো যেন রণস্থলে, মম দেহ শত্রুদলে
চরণে পরশি কেহ না করে হেলন—
রাক্ষস পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ !

"এই অগ্নিরথচক্র লভিনু যে রণে
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃ চরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ আচ্ছাদন,
বলো'—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন।'

সে রথ উৎসব ? এবে, হে অমরনাথ,
আজ্ঞা দেহ বীরতনু, কবচ শীর্ষক ধনু
লয়ে তাঁর পিতৃপদে সমর্পণ করি—
পূরাও বীরের সাধ, হে বীরকেশরি !"

বাসব ত্রিদশপতি সারথি-বচনে
কহিলা—"শুন রে সূত দৈত্যসুত অদ্ভুত
দেখাইলা রণে আজি সমর-কৌশল,
স্তব্ধ সুরাসুর তার হেরি ভুজবল।

এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে ;
চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বহিতে
এ বীরেন্দ্র মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ—
ইথে ল'য়ে পূর্ণ কর বীর-মনোরথ।"

সারথি সজলনেত্রে সুরেন্দ্র-আদেশে
সৈনিক সহায় করি তুলিলা পুষ্পকোপরি
রুদ্রপীড় মৃততনু অস্ত্রাদি ভূষণ ;
ইন্দ্রাদেশে শব-সঙ্গে ফিরে দৈত্যগণ।

বাজিল সমরবাদ্য গম্ভীর নিনাদে ;
রথপার্শ্বে সারি সারি চলিল পতাকাধারী,
পদাতি, মাতঙ্গ, অশ্ব, পশ্চাতে চলিল,—
ধীরে ধীরে অমরার দ্বারে প্রবেশিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

—*—

পুত্রে আশ্বাসিয়া বৃত্র, ফিরিয়া আলয়ে,
করিলা সমর-সজ্জা, রণক্ষেত্রে ত্বরা
প্রবেশিতে পুত্রের সহায়ে। আজ্ঞা দিলা
যোধবৃন্দে সমরে সাজিতে অচিরাৎ।
সহস্র কোদণ্ডধর, শত যুদ্ধে যারা
যুঝি দেবরথি-সনে মথি সুরদল,
লভিলা বিপুল যশঃ, অতুল উৎসাহে
সাজিতে লাগিলা দৈত্য-আদেশে তখনি।
ফিরিলা সভামণ্ডপে বৃত্র মহাসুর।
মহাপাত্র সুমিত্রে চাহিয়া বীরভাবে
কহিতে লাগিলা বৃত্র, "কি কৌশল ধরি
যুঝিবে দানবগণ—রক্ষিবে নগরী ?
কে রক্ষিবে পূর্ব্ব দ্বার ? কেবা সে দক্ষিণে
থাকিবে স্বদল সঙ্গে ? কোন্ সেনাপতি
পশ্চিম-তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে ?
কেবা সে উত্তর দ্বারে প্রহরী নিরত ?"
হেনকালে ঘোরতর ক্রন্দন আরাব
উঠিল বিমান-মার্গে ; স্তব্ধ সভাজন
শুনি সে ক্রন্দন-স্বর ; স্তব্ধ সে নিনাদে
ইন্দ্রারি দনুজেশ্বর, চাহি অমাত্যেরে,
জিজ্ঞাসিলা "কোন্ বীর আবার পড়িলা
শরাঘাতে ? কহ হে সচিব, সহসা এ
কেন হাহাকার ? কেন হেন কোলাহল ?
শুভক্ষণে, হে সুমিত্র, লভিলা জনম
দানবের কুলে পুত্র—বীর রুদ্রপীড় !
ধন্য রণ-শিক্ষা তার—ধন্য বাহুবল !
সকল সাধন এত দিনে ! ভুজ-বলে
সমূহ অমর-সৈন্য নিবারিলা একা ;
জিনিলা সমরে বহ্নি—দুর্নিবার দেব ;
জিনিলা কুবেরে ভীম-বলী ; বিমুখিলা

রুদ্রে একাদশ—রণে রৌদ্র তেজ যার ;
ইন্দ্রের নন্দনে খেদাইলা ফেরু হেন !
নিঃশত্রু করিলা পুরী; প্রাচীর-বাহিরে
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী
দুরন্ত বিশিখ-জালে ; স্বচক্ষে দেখিনু—
সে দুর্জ্জয় সাহস, সমর-নিপুণতা—
চারি মহারথী সঙ্গে যুঝিছে একাকী !
জানি মন্ত্রি, জানি তার বীর্য্য রণোল্লাস,
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভাস্করে,
ভীববলী প্রভঞ্জনে, কিবা শক্তিধরে,
কিম্বা মহাপাশধারী বারি-কুল নাথে ;
কিন্তু সুরপতি ইন্দ্রে, কি জানি উৎসাহে,
একাকী ভেটয়ে পাছে ?—মন্ত্রি হে, সত্বর
আজ্ঞা দেহ রথিবৃন্দে হইতে বাহির।”

হেনকালে রুদ্রপীড়-সারথি বহ্লিক
রাখিলা পুষ্পকরথ অঙ্গনের মাঝে !
নতমুখে স্থপতাবি-বৃন্দ দাড়াইল ;
মৃদু মন্দ রণ-বাদ্য বাজিল গম্ভীরে ;
শিহরিলা সভাসীন অসুরমণ্ডলী ;
কাঁপিল বৃত্রের বক্ষঃস্থল ঘন বেগে ;
বহ্লিক সজল আঁখি রথ হ’তে নামি
কুমারের রণ সজ্জা ল’য়ে ধীরে ধীরে
প্রবেশিল সভাতলে। হেটমুখে আসি
রাখিলা দনুজরাজ-চরণের তলে
সুদিব্য কবচ, আভাময় সুমেখলা—
অসি-কোষ—নিষঙ্গ—কার্ম্মুক—চন্দ্রহাস ;
রাখিলা হায়, ফেলি অশ্রুধারা, শীর্ষক
শোভিত সারস পুচ্ছ গুচ্ছে মনোহর।
দৈত্যরাজে নমি, দাড়াইলা যোড়হস্তে ;
কহিলা কাঁদিয়া—“প্রভু, কি আর কহিব ?”
বৃত্রাসুর, পুত্রশোকে অধীর হৃদয়,
অশ্রুবিন্দু নেত্রকোণে সহসা ঝরিল,
কহিতে লাগিলা সূতে—হায়, বায়ু স্বন
বনরাজি মাঝে যথা—“হবে না বলিতে
বার্ত্তা তোর, রে বহ্লিক, জেনেছি সকলি-
দৈত্যকুলোজ্জ্বল রবি গেছে অস্তাচলে !”
দূরে নিক্ষেপিলা শূল এখন নিষ্ফল।
নীরবে বসিলা মহাসুর। ক্ষণ পরে
তুলিয়া লইলা বক্ষে পুত্রতনুচ্ছদ ;
চাপিলা হৃদয়ে ধরি, পুত্রে পেয়ে যেন
আলিঙ্গন দিলা তায় ; করিলা চুম্বন
কবচ, শীর্ষক, নেত্রনীরে ভিজাইয়া।
উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।
যথা মৃদু মৃদু স্বরে সাগর-হিল্লোল
উচ্ছ্বাসে বেলায় পড়ি, সিন্ধুগর্ভে যবে
ডোবে কোন নীরকন্যা, মৃদু শ্বাসে তথা
উচ্ছ্বাসিল সভাজন রুদ্রপীড় শোকে !
শোকাকুল বহ্লিক তখন খেদস্বরে
কহিলা “হে দৈত্যরাজ, হে বীরমণ্ডলি,
হে মিত্র অমাত্যগণ, না দেখিলা, হায়,
কি বীরত্ব, দেখাইলা অন্তিমে কুমার !
সূত আমি তাঁর, কত যুদ্ধে নিরখিনু
সে বীরের বীরদর্প—কিন্তু কভু হেন
অদ্ভুত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু !—
না শুনিনু এ শ্রবণে ! বীরচূড়ামণি
মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ।
সূত আমি, কি বর্ণিব, কি জানি বর্ণিতে
সে কার্ম্মুক ক্রীড়াভঙ্গী—সে ভুজ চালন
বিজলী তরঙ্গ লীলা জিনি চমৎকার।
স্তব্ধ হেরি দেবকুল ; সুররথিগণ
সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, পার্ব্বতীপুত্র বীর,
অস্থির আকুল বাণে, নারিলা তিষ্ঠিতে,—
চারিজনে একবারে যুঝিলা কুমার !
কি বর্ণিব, দনুজেন্দ্র, চক্ষে না হেরিলা !
না শুনিলা সে বিস্ময়-প্লাবিত উল্লাস !
সাধুবাদ ঘনধ্বনি কত শত বার
উঠিল সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি।

বাসব আপনি—হায়, শরে যার বীর,
গতজীব—বিস্মিত অদ্ভুত বীর্য্য হেরি
দিলা নিজ পুষ্পরথ, ত্রিভুবনে খ্যাত,
বহিতে বীরেন্দ্র সজ্জা, অর্পিতে ও পদে।”
শুনিতে শুনিতে বৃত্র স্ফুরিত নাসিকা,
বিস্ফারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে
“সাজ রে দানববৃন্দ—সংহারের রণে।”
হেনকালে সেথা, শিশুহারা কেশরিণী
বন আন্দোলিয়া, ভ্রমে যথা গিরিমাঝে,
আইলা ঐন্দ্রিলা বামা—আলুলিত কেশ
বিশৃঙ্খল বেশ ভূষা, সুঘন নিশ্বাস
কম্পিত নাসিকারন্ধ্রে, অঙ্কিত কপোলে
শুষ্ক অশ্রু জলধারা; কহিল দানবী
ঘোর স্বরে—উন্মত্তা করিণী যেন ভীমা,—
হে “দৈত্যকুলপতি, দৈত্যকুল নির্ব্বংশ
জানিয়া, এখনো স্থির আছে দগ্ধ হিয়া।
শোকে অবসন্ন তনু হতাশের প্রায়?
ধিক্ হে তোমারে, ব্যাধে না বধি এখন
নিরখিছ শূন্য নীড়, উচ্ছিন্ন অটবী?
হের দৈত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রুজল
দহিছে এ গণ্ডতল! আরো উষ্ণতর
শোকদাহে দহে হৃদি! তুমি পিতা হ'য়ে
এখনো অসাড়-দেহ—না সরে চরণ?
কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী!
নহিলে সে দেখা'তাম কারসাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে!
জ্বালা'তাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া চিত্তে তার
জ্বালা'তাম পুত্রশোক চিতা ভয়ঙ্কর!
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা!”
সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজবামার
রুদ্রপীড় রণ সাজে; হেরি পুত্র সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার!
বহিল শোকাশ্রু ধারা গণ্ড ভিজাইয়া!
“হা পুত্র! হা রুদ্রপীড়!” বলি উচ্চৈঃস্বরে
লইলা দনুজবামা যতনে তুলিয়া
পুত্রের সমর-সজ্জা-দেখিলা শীর্ষকে
সেই মাঙ্গলিক অর্ঘ্য রয়েছে তেমতি!
জ্বলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া;
কান্দিল মায়ের প্রাণ! হায় রে পাষাণে
পশিল অনলদাহ যেন অকস্মাৎ!
উচ্চৈঃস্বরে কোলে করি পুত্র-রণ-সাজ,
“হা বীরেন্দ্র-চূড়ামণি” বলিয়া উচ্ছ্বাসি,
কান্দিলা দারুণ নাদে ঐন্দ্রিলা দানবী।
“কে হরিলা? কারে দিলা, অহে দৈত্যরাজ,
আমার অমূল্য নিধি?-হৃদয় মাণিক!
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার-
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম!
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহায়,
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রু নীরে
সেই চারু চন্দ্রানন! দৈত্যকুলমণি
দেখিব হে একবার! জীবন পীযুষে
জুড়াব তাপিত দেহ।-এজগৎ মাঝে
“মা” বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর?
“ধরাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে,
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,
নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম-
দৈত্যপতি এনে দাও সে ধন আমার!”
কহিলা দনুজপতি “হে দৈত্যমহিষি,
জানি সে কঠোর বিধি করেছে নির্ম্মূল
বৃত্রের হৃদের আশা কুঠার আঘাতে!
এ শোক-চিতার বহ্নি জ্বলিবে হৃদয়ে,
হা ঐন্দ্রিলে, যত দিন ভস্ম নহে দেহ!
কি হবে বিলাপে এবে? হা রে অভাগিনী।
বিলাপের বহু দিন পাইবে পশ্চাৎ,
আক্ষেপের এ নহে সময়। আগে ঘাতি

পুত্রঘাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে,
পরে বিলাপিব দোঁহে। হের যুদ্ধ সাজে
সসজ্জ সুরথিবৃন্দ—সমর প্রস্থানে
গমন উদ্যত আমি, বিলাপি এখন
চিত্তের উৎসাহ বেগ না হর, মহিষি।"
দানবের তেজঃপূর্ণ বচনে ইন্দ্রিলা
পাইলা স্বভাব পুনঃ; অশ্রুধারা মুছি,
কহিলা "দনুজনাথ, প্রতিশ্রুত হও—
পুত্রঘাতি-পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ—
তবে সে হৃদয় জ্বালা ঘুচিবে কিঞ্চিৎ;
তবে সে বুঝিব বীর শূলধারী তুমি!
তবে সে জগৎ মাঝে এ মুখ আবার
দেখাব দনুজ-কুলমহিলার কাছে।"
কহিলা দনুজেশ্বর উত্তরি বামায়
"পূরাইব মনোবাঞ্ছা, মহিষি তোমার—
এ শূল আঘাতে পারি যদি পূরাইতে।"
"পারি যদি পূরাইতে?—কি কহিলা, হায়,"
কহিলা ভুজঙ্গ শ্বাসে ঐন্দ্রিলা দানবী,
"হৃদয়-শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে?
প্রতিহিংসা নাহি তায়? নহ কি সে তুমি
সেই মহাসুর বৃত্র দেব-অন্তকারী?
এখন (ও) তৃতীয় অংশ নহিল অতীত
ব্রহ্মার দিবসমানে—ভৈরব ত্রিশূল
এখন (ও) ধরেছ হস্তে তেমতি প্রতাপি,
'পারি যদি পূরাইতে,'—বলিলে, দৈত্যেশ?"
বুঝাইলা বৃত্রাসুর সান্ত্বনিয়া তায়,
প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনঃ মস্তক পরশি,
নাশিতে ইন্দ্রের সুতে।—স্থির চিত্তে তবে
ধীর গতি ঐন্দ্রিলা ফিরিলা ইন্দ্রালয়ে।

তখন দনুজপতি সুমিত্রে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা পুত্র অন্ত্যেষ্টি যে রূপে
সমাধা হইবে অন্তে। হেন কালে সেথা
প্রবেশিলা বীরভদ্র মহাকাল দূত।
সম্ভ্রমে দনুজপতি প্রণতি করিয়া
সম্ভাষিলা শিবদূতে। কহিলা প্রমথ—
"বৃত্র, তব পুত্র-তনু সুমেরু-শিখরে
লইতে বাসনা মম। অন্ত্যেষ্টি সংকার
সে বীরের করিবেন ইন্দ্রাণী আপনি!
ইন্দুবালা-তনু সঙ্গে অনন্ত মিলনে
মিলায়ে সে বীরতনু সুমেরু অঙ্গেতে
রাখিবেন সুরেশ্বরী;—হে দনুজনাথ,
পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিপ্রাণা!
ইন্দুবালা! দানবেন্দ্র, লুকায়েছে, হায়,
সে সুষমা-রাশি আজি সুর-রমা-কোলে!
নিষেধ না কর, দৈত্যনাথ, পুত্রনাম
প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে চিরদিন।"
নীরবিলা শিবদূত এতেক কহিয়া।
কহিলা দনুজনাথ—"শুকায়েছে, হায়,
সে চারু কোমল লতা—ইন্দুবালা মম!
হের, মন্ত্রি, বিধাতার বিধি অদ্ভুত—
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে এককালে! ছাড়িলা যখন
রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর
দৈত্যকুল-লক্ষ্মী তার ঘরে? জানিলাম
এত দিনে অসুরকুলের অবসান!
হা মাতঃ সুশীলে! তব অন্তিম কালেতে
চক্ষে না দেখিনু তোমা! সেবিলে যা কত
তনয়ার স্নেহে বৃত্রে—বৃত্র জীবমানে
মরিলে শক্রর কোলে! মৃত্যুর সময়
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে!
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে?"
আক্ষেপি এরূপে বৃত্র নিশ্বাসি গভীর
কহিলা লইতে তনু মহেশের দূতে;
বীরভদ্রে প্রণমিয়া করিলা বিদায়।
চাহি পরে মহাসুর সৈনিক বৃন্দেরে
সাজিতে আদেশ দিলা—আদেশিলা শূর
সাজিতে দনুজকুলে। কি বৃদ্ধ তরুণ

চলিল দনুজবীর যে যার আলয়ে,
ঘোষিল অমরা মাঝে—সূর্য্যোদয়ে রণ!

হায় রে সে নিশি যেন গাঢ়তর বেশে
দেখা দিল অমরায়! প্রতি গৃহে পথে
মৃদুল করুণ স্বর! আলয়ে আলয়ে
গৃহীত হৃদয়োচ্ছ্বাস মধুর গভীর!
পিতাপুত্রে, মতাসুতে, ভগিনী-ভ্রাতায়,
কত ধীর আলাপন, মধুর সম্ভাষ,
বিনয়, করুণা, স্নেহ, মমতা পূরিত।
বনিতার সুললিত কতই বিলাপ!
পতির আশ্বাস প্রেমময় মোহকর!
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রে সাজাইছে মাতা
চুম্বি কত বার স্নেহে পুত্রের ললাট!
মুছি নেত্রনীর বীর অলীক আশ্বাসে
বুঝাইছে কত তায়! জননীর প্রাণ
ভুলে কি ছলনে, হায়? আরো গাঢ়তর
অন্তরে ছুটিছে বেগ পরাণে আঘাতি!
কত শত বার খুলি তনুত্র কঠিন
তনয়ে ধরিছে বুকে! কোন বা আলয়ে
সোদরের পদস্কন্দ বাঁধিতে বাঁধিতে
ভগিনী কাঁদিছে শোকাকুল অর্দ্ধ-ভগ্ন,
অস্ফুট নিশ্বাস, নীর-ধারা দর দর
নয়ন যুগলে। পতি আজ্ঞা শিরে ধরি,
কোন বা রমণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ!
কোন বা রমণী, ধীরে তুলি শিশু-কর,
কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠ
সে কোমল করে! হায়! কেহ বা ধরিছে
পতির অধরদেশে শিশুর অধর!
সুমধুর হাসি মুখে খেলিছে বালক
কিরীটের গুচ্ছ ভুলি—আনন্দে ঢলায়ে!
অশ্রুতে মিশায়ে হাসি হেরিছে রমণী,
সজল নয়ন, মরি, এবে অবিচল।
চাহে কোন সীমন্তিনী স্বামীর বদনে
করে তুলি খড়্গ-কোষ! কোন বা বালক,
পিতার কবচ অঙ্গে, হাসিতে হাসিতে
আসিছে জননী কাছে—কাঁদিছে জননী।
পুত্রে সাজাইছে পিতা, পিতার পৃষ্ঠেতে
কুতূহলে পূর্ণ তূণ বান্ধিছে তনয়!
বুঝাইছে বধূকুলে বৃদ্ধা পুরামা!
মায়ে সান্ত্বনিছে সুতা, জননী কন্যায়!
শুকাইছে কত ফুল্ল প্রফুল্ল আনন,
গত নিশি প্রস্ফুটিত অরবিন্দ সম,
ছিল প্রস্ফুটিত যাহা! হায়, কত আঁখি
দুঃখেতে মুদিছে আজি! গত বিভাবরী
যে বদন দেখিবারে হৃদয় উৎসুক,
আজি নিশি নাহি চাহে নিরখিতে তায়!
যে হৃদয়-পরশনে শীতল পরাণে
সিঞ্চিত পীযূষ-ধারা, তপ্ত তাহা আজি—
পরশনে দগ্ধ হৃদিতল! শ্রুতিমূলে
যে বচনে কালি সুমধুর, আজি তাহে
বিন্ধিছে কণ্টক! কত স্নেহ, আশা, আহা,
কত চিন্তা, ভয়, প্রতি দানবের ঘরে
একত্র তরঙ্গ তুলি ফিরিছে সে নিশি!
না হয় বর্ণন, হায়, সে হৃদি-প্লাবন!
পূড়িছে সবারি বুক, কোলে করি কেহ
হেরিছে শিশুর মুখ—চুম্বনে বিহ্বল!
কেহ প্রিয়তমা-অশ্রু মুছিছে যতনে
হৃদয়ে চাপিয়া সুখে! কেহ বা কাঁদিছে!
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আহা, সে কাল নিশাতে
বিদায় কতই মত! সখায় সখায়
শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্নেহেতে!
আলিঙ্গন পিতা পুত্রে—জননী আশীষ,
সে তামসী অমরায় নিরখিলা কত!

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

—*—

অমরায় বিভাবরী হইল প্রভাত ;
খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, তূণ, তরল কিরণে
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে। সিন্ধু যেন
সে ঘোর সমরভূমি—অকূল—গভীর !
দেব দৈত্য-চমূ-উর্ম্মিকুল-প্রায়
ভাসিছে কিরণ মাখি সে রণ-সাগরে !
সে কিরণে প্রভাতিল ভীম শোভাময়
অপূর্ব্ব অমর-ব্যূহ—বাসব-রচিত।
বহু দেশ যুড়িয়াছে বাহিনী-বিন্যাস,—
অস্তাচল, হেমকূট, তাম্রকূটগিরি,
পর্ব্বত পারদ-গর্ভ, প্রবাল-ভূধর,
মনঃশিলা শৈলকুল আদি আচ্ছাদিয়া।
মণ্ডলভিতরে সৈন্য-মণ্ডল স্থাপিত—
অপূর্ব্ব শরণাকৃতি। মধ্যস্থলে তার
যক্ষপতি আদি সুররথী—শরাহত
দেবগণ ; চৌদিকে স্তবকে সুরসেনা,
রক্ষিত সেনানীবৃন্দ রণে সুনিপুণ।
ব্যূহ বিরচিয়া ইন্দ্র অরুণ উদয়ে
দেব-সেনাপতিগণে করিলা আহ্বান
আপনার পটগৃহে। বাসব-আদেশে
আ(ই)লা জলকুলপতি বরুণ সুধীর ;
বৃত্রসুতবাণে বিদ্ধ বাম উরুদেশ,
পাশে রাখি দেহ ভার, খঞ্জের গতিতে
আইলা ইন্দ্রের পার্শ্বে। সূর্য্য মহাবলী
তীক্ষ্ণ শরে দগ্ধ তনু, আইলা সত্বর
ইন্দ্র পটগৃহে বিদ্ধ বাম ভুজ ধরি।
আইলা সে অগ্নিদেব অস্থির দহনে ;
আ(ই)লা দেব প্রভঞ্জন চঞ্চল গতিতে ;
আইলা দণ্ডধর যম করাল মূরতি ;
জয়ন্ত বাসব-পুত্র, দেব ষড়ানন।
যথাস্থানে যে যাহার কৈলা অধিষ্ঠান।
সুরপতি, চাহি সূর্য্যে, অনলে, বরুণে,
কহিলেন "হে অমর মহারথগণ,
চিত্ত মম আকুলিত হেরি তোমা সবে
হেন শরদগ্ধ তনু—না জানি এরূপে
দুর্গতি করিলা দেবে বৃত্রের তনয়।"
জিজ্ঞাসিলা "কোথা এবে যক্ষ ধনপতি ;
না আইলা কেন দুই অশ্বিনীকুমার ;
কোথা একাদশ রুদ্র, অন্য বীর আর ?"
উত্তরিলা বারীশ বরুণ পুরন্দরে,
"আমা সবা হ'তে শরদগ্ধ গুরুতর
সে সকলে ; হে সুরেন্দ্র ; গতিশক্তিহীন
কোন দেব, মূর্চ্ছাগত কেহ, বৃত্রসুত—
শরাঘাতে।" শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিলা কত।
কহিলা অমরপতি—"হে সেনানিগণ,
হত এবে সে অসুর ভীম ধনুর্দ্ধর !
কিন্তু দুষ্ট বৃত্রাসুর জীবিত এখন (ও) ;
দৈত্যপতি সমরে দুর্ব্বার ; যার রণে
অমরা বঞ্চিত দেবগণ ; সে দুরাত্মা
সংগ্রামে পশিবে অচিরাৎ ; কি উপায়ে
নিবারিবে তায় এ সময়ে ? কহ শুনি।
দধীচির অস্থিবলে, পিণাকি-আদেশে,
পেয়েছি অব্যর্থ অস্ত্র—বজ্র প্রহরণ ;
কিন্তু সে অসুর ইথে নহিবে নিপাত
না হইলে বন্ধ দিবা শেষ ! কি উপায়ে
কহ, দৈত্য দুরন্ত সমরে নিবারিবে ?"
বলি কোষ হ'তে খুলি ধরিলা দম্ভোলি
দৃঢ়করে পুরন্দর। ধক্ ধক্ জ্বালা
জ্বলিতে লাগিল অস্ত্রে, করি দীপ্তিময়
সে দেব পটমণ্ডপ—অনন্ত শিবির ;
উত্তাপে অস্থির দেবকুল দেখি ইন্দ্র
ভীমবজ্র রাখিলা আবার বজ্রাধারে।

ভীষণ-দম্ভোলি তেজ হেরি বৈশ্বানর
আহ্লাদে অধীর, অঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
কহিল—অসহ্য কণ্ঠ-বেদনা উপেক্ষি,
"অমরেন্দ্র! শুন কহি, মম অভিলাষ
তিলার্দ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর,
অসুরে সংহার বজ্রে; অদৃষ্ট-লিখন
কে বলে খণ্ডিত নয়? সুযোগে সকলি
শুভ ফল! না থাকিলে এ বেদনা মম,
এখনি সুরেশ, বধিতাম বৃত্রাসুরে
এ অস্ত্র আঘাতে।" শান্ত কৈলা সুরপতি
উগ্র হুতাশনে, বুঝাইয়া নানা মত।
তখন ভাস্কর—গ্রহকুলপতি দেব—

তীব্রতর স্বরে উচ্চে নিনাদি কহিলা—
"হে সুরেন্দ্র, ভয় যদি দম্ভোলি নিক্ষেপে,
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি
খণ্ডমুণ্ড হয় কি না দুরন্ত অসুর?
প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে, বজ্রের সহায়ে,
লুটিবে অসুর মুণ্ড—বিস্তীর্ণ শ্মশানে
শূন্যকুম্ভ ঝড়ে যথা! না জানি সুরেশ,
কি হেতু অসাধ তব হেন রিপু নাশে।
আপনি অক্ষত-দেহ! জর জর তনু
দেবকুল, অস্ত্রাঘাতে! কি জানিবে কহ
ছিলে লুকাইয়া দূর কুমেরু-গহ্বরে!"
সূর্য্যের বচনে ক্রুদ্ধ জলদলপতি
কহিলা "হা ধিক্, ধিক্ দেব দিবাকর,
দেবেন্দ্রে এ ভাষা? সর্ব্বত্যাগী সুরপতি
দেবতার হিতে, ঘৃণা লজ্জা পরিহরি
বিশ্বদ্বারে ভ্রমিলেন ভিক্ষুকের বেশে!
তাঁরে এ পরুষ বাক্য? হে ধ্বান্তবিনাশী
অন্ধ কি হইলা ক্লেশে? কহ সে কাহার
নহে শরদগ্ধ দেহ? একাকী সমরে
যুঝিলা কি দৈত্যসুতে? কি সাহসে হেন
অহঙ্কার, হে সবিতঃ—ভীরু অপবাদ

দিলা ইন্দ্রে এ সুরমণ্ডলে? লজ্জাহীন
ভীরু যে আপনি, অন্যে ভাবে সে তেমনি!
এত কহি নীরবিলা সিন্ধু কুলপতি।
সুরেন্দ্র তখন শান্ত করি বারিনাথে,
কহিলা, সুধীরভাবে গম্ভীর বচন—
"হে সূর্য্য, অসুরনাশে অসাধ আমার?
দেব-দুঃখে নহি দুঃখী—নহি হে ব্যথিত
শরব্যথা বিহনে শরীরে? অকারণ
অরাতি নাশিতে করি হেলা?—হে দিনেশ,
সহস্রাংশু, ঘুচাও সে চিত্ত-ভ্রম তব,

লহ এ সংহার অস্ত্র—বিনাশ অসুরে!"
এত কহি সূর্য্য অগ্রে রাখিলা দাম্ভোলি!
আগ্রহে ভাস্কর হেরি সে ভীম আয়ুধ
তুলিতে করিলা যত্ন দুই ভুজে ধরি
প্রকাশিলা যত শক্তি ভুজদণ্ডে তার;
তুলিতে নারিলা বজ্র—লজ্জানত মুখে
দাঁড়াইলা দূরে গিয়া দেব-অন্তরালে।
হাসিলা অমরবৃন্দ উচ্চ অট্টহাসে
হেরি সূর্য্য পরাভব, ব্যঙ্গ স্বরে কত
বিদ্রূপিলা কত জন কূট তিরস্কারে।
তখন বাসব শীঘ্র পীযূষ তুলনা
বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার;
নিবারিলা সর্ব্ব জনে—"হে দেবমণ্ডলী"
কহিলা বিশদ স্বরে—"গৃহ বিসংবাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগতী মাঝে;
বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ!
কে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ ভুঞ্জিতে?
দেবতার কত হীন মানবের জাতি,
তাদের (ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে,
কতই সখ্যতা স্নেহ, আত্মীয় স্বজনে
সৌভাগ্য সে যত দিন! সৌভাগ্য ফুরালে
সুখের সংসার ছার—শার্দ্দূল কলহ
আত্মীয় কলহে গৃহে! ভ্রাতৃত্ব উচ্ছেদ!

সে প্রবাদ দেবকুলে করিতে প্রবল
চাহ কি অমরগণ ! আত্ম-বিস্মরণ
বিপদে এতই দেবে, ওহে ত্রিদিবেশ !”
এতেক বলিয়া ইন্দ্র নীরব আবার,
ভাবিতে লাগিলা চিত্তে কিরূপে অসুরে
ভেটিবে সমরে পশি ! পার্ব্বতীনন্দন
কার্ত্তিকেয় সেনাপতি, সমর-কুশল,
কহিলা যুদ্ধের প্রথা ব্যূহ মধ্যে থাকি,
রক্ষিতে স্বপক্ষবল ; বরুণ বিচারি
রণে ক্ষান্তি ক্ষণ কাল দিলা উপদেশ ;
অন্য দেবগণ যত দিলা যে যাহার।
ভাবিত অমর-পতি অমর-শিবিরে,
হেনকালে মহাশূন্যে বিদারি বেগেতে
আ (ই)লা শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল ;
সুধিলা বাসব শিবদূতে শিবশিবা—
বারতা, কৈলাস-সুসংবাদ ; শিবদ্বারী
নন্দী ইন্দ্রে বন্দিয়া তখন কহিলা—“হে
অমরেন্দ্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা—
শচী দুঃখ হরিতে সতত চিন্তা তাঁর—
পাঠাইলা, হে বাসব, জানাতে তোমায়
বৃত্রের খণ্ডিল ভাগ্য—অকালে অসুর
পড়িবে দম্ভোলি ঘাতে। হে শচীবল্লভ
বিলম্ব না কর আর, বজ্রে বিদারিয়া
বক্ষঃ চূর্ণ কর তার ; ভৈরব আপনি
কুপিত ঐন্দ্রিলা দম্ভে কৈলা এবিধান।”
এত বলি শিবদূত ফিরিলা কৈলাসে
ধূমকেতু বেগে গতি, উজলি অম্বর।
মহানন্দে কোলাহল দেববৃন্দ মাঝে।
ক্ষণকালে ত্রিভুবনে ঘোষিল সংবাদ—
ইন্দ্রবৃত্রাসুরে রণ—বৃত্রের সংহার
বজ্রাঘাতে বিহ্বলিত কৌতুক, হরষে,
চতুর্দ্দশ লোকবাসী, সিদ্ধ ব্যোমচর,
ছুটিল বিমান মার্গে। আ(ই)ল যক্ষকুল ;
বিদ্যাধর, অপ্সর, কিন্নরবর্গ যত ;
আইল কর্ব্বুরগণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ,
আ(ই)ল সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ,
দেবর্ষি, মহর্ষি, যতি, শুচি আত্মা যত ;
আইল ব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রাণী শূন্যদেশে।
আকাশের দূর প্রান্তে, শূন্যযানে চাপি
রহিলা সকলে ব্যগ্র। সে রণ দেখিতে
খুলিল ব্রহ্মাণ্ড দ্বার অম্বর জাগায়ে ;
নানা বর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স,
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ,।
কত দিব্য বাতায়ন খুলে চন্দ্রলোকে,
ছাড়ায়ে বিমানপথে চন্দ্রলোক শোভা।
সূর্য্যোলোকে কতকোটি বাতায়ন, আহা,
খুলিল অতুলমূর্ত্তি—লোমহর্ষকর,
অদ্ভুত সৌন্দর্য্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে !
প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্রে
খুলিল কতই দ্বার, গবাক্ষ, তোরণ,
বিপুল অনন্ত-কোলে—অনন্ত শোভায়
প্রতি বাতায়ন-পথে, গবাক্ষের দ্বারে,
প্রাণিবৃন্দ অগণন ; শূন্য যেন আজি
প্রাণিময়,—পরিপূর্ণ জীবন-প্রবাহে !
সে শোভা হেরিতে রমা শ্রীপতি সহিত
খুলিলা বৈকুণ্ঠদ্বার। খুলে ব্রহ্মলোক
অতুল্য তোরণ আজি ব্রহ্মলোকবাসী।
খুলে দ্বার মহাকাল কৈলাস ভুবনে !
অতুল সুরভি গন্ধে পূরিল জগৎ !
বিহ্বলিত গৌন্দলোকে প্রাণীর মণ্ডল।
সে সৌরভঘ্রাণ লভি ! আকুলিত প্রাণ
দেখিতে লাগিল শূন্যে বৈকুণ্ঠ ভুবন,
অতুল ব্রহ্মার পুরী, বিশাল কৈলাস,
মোহে অচেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল
ইন্দ্র, বৃত্রাসুর, স্বর্গ, সমর-প্রাঙ্গণ !
হেথা ইন্দ্র ব্যূহ মাঝে প্রবেশি তখন
নিরখিলা একে একে দেবরথিগণে
সমরে আহত যত, কিবা সে মূর্চ্ছিত।

ধনেশ্বর কুবের, অশ্বিনীসুত-দ্বয়ে,
সান্ত্বনিলা মিষ্ট স্বরে। রুদ্র একাদশে
স্নিগ্ধ করি, স্নিগ্ধ করি অন্য দেবে যত
আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিলা বাসব
করি বূহ প্রদক্ষিণ। আসি বহির্দ্দেশে
আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে পুষ্পক
আজ্ঞা দিলা নিজ নিজ রথ সাজাইতে
অন্য যত সুররথী। শিবির ঘুড়িয়া
সাগর কল্লোলধ্বনি উঠিল আরাবে।

সাজাইলা অরুণ সূর্য্যের সুবিমান
এক চক্র রথবর অদ্ভুত দেখিতে।
গতি মনোহর অতি, প্রদীপ্ত চূড়াতে।
সপ্ত স্বর্ণ কুম্ভ শোভা। নিয়োজিলা তায়
সপ্ত শ্বেত তুরঙ্গম বঙ্কিম নিগাল,
জিনি দুগ্ধফেনরাশি শুভ্র তনুরুহ,
ক্ষণে পারে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে! বৈনতেয়
উঠি শীঘ্র বসিলা স্যন্দনে। ভীমাদেশে
অনল-সারথি রথ সাজাইলা দ্রুত;
সুলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময়,
রক্তবর্ণ দুই অশ্ব, নাসারন্ধ্রে শ্বাসে
প্রশ্বাসে ছুটিছে ধূম! আনি যোগাইলা
কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণবর্ণ শমন-স্যন্দন
কৃতান্ত-সারথি ভীম! শঙ্খবিরচিত
শত-চক্র শতাঙ্গ সুন্দর বরুণের,
বেগে যার রসাতল সদা বেগময়,
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সিন্ধুর শরীর,
যবে বারিনাথ রঙ্গে, বারিধি বিহারে,
ভ্রমেণ বারুণী সঙ্গে—সাজাইলা সূত।
কুমার-সারথি দ্রুতগতি সাজাইলা
শতচূড় শিখিধ্বজ স্কন্দের বিমান;
কুরঙ্গ-বাহন বায়ু-বিমান সাজিল;
সাজিল শতাঙ্গ অন্য যত অমরের।
হেন কালে মাতলি সারথি কৃতাঞ্জলি
নিবেদিলা পুরন্দরে "পুষ্পক বিমান
বাহিলা অসুর-পুত্র-শব তবাদেশে,
কি বাহনে সুররাজ পশিবেন রণে?"
চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিলা আনিবারে
উচ্চৈঃশ্রবা মহা অশ্ব—অশ্বকুল পতি।
মাতলি ঘোটক আনি দিলা ইন্দ্রপাশে।
হেরিয়া বাসবে, উচ্চৈঃশ্রবা ঘন ঘন
ছাড়িলা নাসিকাধ্বনি, দুলাইয়া সুখে
ফুলাইলা গ্রীবাদেশে কেশর সুন্দর;
ঘন হ্রেষাধ্বনি ঘ্রাণে, ঘন ক্ষুরাঘাতে
খুঁড়িতে লাগিলা মনঃশিলা স্বর্গতলে,—
তরল পারদ জিনি চঞ্চল অধীর!
অভ্র জিনি তনুশোভা শুভ্র সুচিকণ,
ক্ষীরোদসমুদ্র-জাত ঘোটক অদ্ভুত!
সাজাইলা আপনি সে অশ্বে সুররাজ;
সুদিব্য আসন পৃষ্ঠে, রশ্মি তেজোময়
গলদেশে শোভিতে লাগিল—সৌদামিনী
বেড়িল যেমন গ্রীবাদেশ! মহাহর্ষে
শচীনাথ ধরিয়া দম্ভোলি আরোহণে
করিলা উদ্যোগ। হেন কালে শূন্যপথে
সুমেরু হইতে দ্রুত নামিল পুষ্পক;
চপলা সুন্দরী বসি তায়, তড়িল্লতা
হাস্যছটা মুখে! হেরি ইন্দ্রে দ্রুতগতি
নামিলা চপলা, নিবেদিলা শচীনাথে
শচীর কুশল বার্ত্তা, কহিলা যেরূপে
পাইলা পুষ্পক রথ হেমাদ্রি-শিখরে;
ইন্দুবালা বারতা সংক্ষেপে বিবরিয়া
দাঁড়াইলা নম্রমুখে। চপলারে হেরি
সুধাইলা সযতনে কতই সংবাদ
সুরনাথ বার বার; কত চিত্তসুখে
শুনিতে লাগিলা যত কহিলা চপলা।
সহর্ষ উৎসুক মনে আশীষি তখন
কহিলা পৌলোমীনাথ "হে চারুরঙ্গিণি
চির সহচরী ইন্দ্রাণীর, কহিও সে

স্বর্গসুখ-সুখিনীরে, স্বর্গরাজ্য তাঁর
উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিব তাঁহারে,
চিরতৃষ্ণা মিটাব চিত্তের ! ফির এবে
সুহাসিনি, সুমেরু-শিখরে নিরাপদে।''
    এত বলি শচীনাথ চপলার পানে
চাহিলা প্রফুল্লমতি ; হেরিলা—রঙ্গিণী
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্রকলেবর,
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন ! ইন্দ্রে হেরি
সলজ্জ বদনে বামা মুদিল নয়ন ;
রাঙিল সুগণ্ডতল, কাঁপিল অধর !
বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে
ভীমরূপ ত্যজি বজ্র দিব্য তেজোময়
ধরেছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিধি-হরি-হর-
তেজে নিত্য সচেতন। হেরিছে সঘনে
স্থিরসৌদামিনী শোভা অস্থির নয়নে।
হাসিলা বাসব, আজ্ঞা দিলা মাতলিরে
আনিতে কুসুমদাম ; কহিলা "চপলে
পূরাব বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব,
আজি সুররণভূমে, ত্রিলোক সাক্ষাতে,
তেজঃকুলেশ্বর বজ্রে ; বিবাহ উৎসব
হবে পরে।" মাতলি আনিয়া পুষ্পমালা,
দিলা সুখে ইন্দ্র করে, আনন্দে বাসব
অর্পিলা চপলা বজ্রে সে কুসুমদাম।
স্বয়ম্বরা হইলা চপলা মনসুখে ;
বরিলা লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে,
অমর সমর ক্ষেত্রে—বৃত্রবধ-দিনে ;
    বাজিল সমর ভেরী, তূরী, শঙ্খ কত ;
উঠিল আনন্দধ্বনি ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে
পূরিয়া সমর-ক্ষেত্র —অনন্ত যুড়িয়া
অবিশ্রান্ত পুষ্পধারা হৈল বরিষণ।
কোলাহলে পূর্ণ দশদিক্ ! দ্রুতগতি
ইন্দ্রপদে নমিলা চপলা—হাসি দেব
দিলেন বিদায়। ভীম অস্ত্রমূর্ত্তি পুনঃ
ধরিলা দম্ভোলি—শক্রদম্ভ-সংহারক।

    রচিয়াছে মহাব্যূহ বৃত্র মহাসুর
দিগন্ত অৰ্দ্ধেক যুড়ি—উদয়-অচল,
পিঙ্গল, ত্রিকূটনাগ, গোত্র ধরাধর,
লোকালোক ক্ষ্মাভৃৎ, অচল মাল্যবৎ,
ভূধর রজতকূট হিমাঙ্গশিখর,
ছেয়েছে দানব সৈন্য। রচিয়াছে ব্যূহ
একাদশ মণ্ডলীতে বাহিনী সাজায়ে,
বিন্যাসিয়া রথ অশ্ব গজ পদাতিক !
পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন বিস্তারিয়া পাখা
বসেছে নগেন্দ্রশিরে—দেখিতে তেমতি
দৈত্য-চমূর গঠন। মধ্যে নিজদল,
বৃত্র ঐরাবত'পরে, ঘেরিয়া তাহায়
পরাক্রান্ত দৈত্য-সেনা ; সৈনিক সুরথী
পর্ব্বতের শ্রেণী যেন নগেন্দ্র-বেষ্টিয়া।

    হেনকালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি,
নাচিল বীরের হিয়া। লহরে লহরে
সাগর-তরঙ্গ-তুল্য বিপুল বিশাল
দুলিয়া, ভাঙিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার,
চলিল দনুজদল সেনানী-চালনে।
দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকারে।
ঝক্ ঝক্ কিরণ চমকে অস্ত্র'পরে,
রথধ্বজ কলসে, তনুত্রে, ধনুহূলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া !
সেজেছেন মহাহবে দৈত্যকুলপতি

বৃত্রাসুর—বান্ধি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়,
দুই খণ্ড গণ্ডারের দৃঢ় চর্ম্মপেটী
দুই উপবীতাকারে বান্ধিয়াছে ঘেরি
বক্ষোদেশ। বামকরে ধরেছে ফলক
সূর্য্যের মণ্ডলবৎ—প্রচণ্ড, বৃহৎ ;
দক্ষিণে ভৈরব-দণ্ড শূল বিভীষণ ;
ঐরাবত করি-পৃষ্ঠে বসেছে অসুর,
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন ! করিকুল-রাজ,

গত রণে জিনি যায় লভিলা দানব,
চলিলা বৃংহিত করি—চলিলা পশ্চাতে
দনুজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মালা।

ছুটিল ইন্দ্রের রথ গগন আন্দোলি,
কভু শূন্যে, কভু নিম্নে, কভু পার্শ্বদেশে
বিজলির বেগে গতি, ছিন্ন ভিন্ন করি
দৈত্য অনীকিনী পার্ষ্ণি, কক্ষ বক্ষোদেশ,
ঘনদল, অম্বর, বিদীর্ণ চক্রাঘাতে !
ইরম্মদে রথচক্রে জ্বলিতে লাগিল
চড়িদ্দাম ;—জ্বলিল সহস্র অক্ষি তেজে।
শরজাল ভয়ঙ্কর শূন্যে বরষিল,
ঝড়ের ধারে যেন বরিষার ধারা !
অপূর্ব্ব শিঞ্জিনী-ভঙ্গী ! মুহূর্ত্ত-ভিতরে
দিগন্ত ব্যাপিয়া শর—সর্ব্বজন'পরে
সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বদিকে, রণস্থল ঢাকি।
পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব, হস্তী,
অসংখ্য পদাতি—মহা ঝড়ে তরু যেন !
কিম্বা বজ্রাঘাতে যথা শৈলকুলচূড়া !
ব্যূহ ভেদি প্রবেশিল সুরেশ-স্যন্দন,
ভ্রমিতে লাগিল বেগে, দাবাগ্নি যেমন
ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি ;
কিম্বা যথা ঊর্ম্মিকুল, সিন্ধু উথলিলে,
ধায় রঙ্গে বেলাভূমে উপল বিছায়ে।

ভিন্ন হৈল দুই পক্ষ সুরেন্দ্রের শরে
ব্যূহ-কলেবর ছাড়ি—যেথা বৃত্রাসুর
বেষ্টিত দানব-বীরদলে। রক্তস্রোত
প্রবাহিল বিপুল তরঙ্গে শত দিকে।
দেখি দৈত্য মহাকায় দন্তে চালাইলা
মহাহস্তী ঐরাবত ; ছাড়িল মাতঙ্গ
কাটি শঙ্খনাদ শুণ্ডে। গর্জ্জিল তখন
ভীম শব্দে দৈত্যনাথ, গর্জ্জিল যেমন
অম্বরে জলদদল ; কহিলা হুঙ্কারি—

"রে পাষণ্ড, এ প্রচণ্ড ভুজতেজ আগে
না নিবারি, মথিছ দনুজ-পদাতিক ?
তস্করের প্রায়, বৃত্রে এড়ায়ে সমরে,
ভ্রমিছ রে রণ-ভূমে, ভীরু হীনমতি ?
তুল্য জনে সংগ্রামে না ভেটি ; হস্তী, হয়,
বধিছ নির্লজ্জ প্রাণ ! ধিক্ হে বাসব !
কি হেতু আইলে রণে ভয়(ই) যদি এত
অসুরের ভুজবলে ? সে ভুজ-প্রতাপ
হের পুনঃ !" কহি শূন্যে তুলিলা অসুর
মহাকাল শূল ভয়ঙ্কর। না উত্তরি
সুরনাথ কোদণ্ড ধরিলা ভীম তেজে,
লক্ষ্য করি ঐরাবতে নিমেষ ভিতরে
কর্ণমূলে নিক্ষেপিলা সুতীক্ষ্ণ বিশিখ।
অস্থির জ্বালায় মহাবারণ মাতিল ;
ঘোর শব্দ শূন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে
না মানি অঙ্কুশাঘাত। ভীম লম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলা তলে—
শূলহস্তে। লক্ষ্য করি ইন্দ্র বক্ষঃস্থল
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূরে হেনকালে
দেখিলা দনুজপতি জয়ন্ত পতাকা।
নিরখি ইন্দ্রের পুত্রে নিজ পুত্রশোক
জ্বলিল হৃদয়তলে। স্মরিলা তখন
ঐন্দ্রিলার ভীমবাক্য—প্রতিজ্ঞা কঠোর।
হুঙ্কারিলা ঘোর স্বরে অসুর দুর্জ্জয়,
ছুটিলা উন্মত্ত যেন মথি সুররথী,
মথি অশ্ব, মাতঙ্গ, পদাতি অগণন।
লুক্কায়িত শার্দ্দূলেরে যথা বনমাঝে
খুঁজে ব্যাধ, বনরাজি আন্দোলন করি,
কিংবা পক্ষীরাজ বাজ কপোতে হেরিয়া
ধায় যথা শূন্যপথে—ছুটিলা দিতিজ।

হেথা ইন্দ্রে ঘোর রণে দৈত্যবীর যত
ঘেরিল নিমেষকালে। তুমুল সংগ্রাম
বাজিল বাসব সঙ্গে কাম্বোজ, খড়্ক,

খরখুর, ধবলাক্ষ, ঘেরিল পুষ্পকে
স্বদল সহিত এককালে। সুরপতি
যুঝিতে লাগিলা রণমদে। পশুরাজে
বনমাঝে নিষাদ ঘেরিলে, উন্মাদিত
পশুরাজ ভীম লম্ফ ছাড়ি, ভ্রমে যথা
দশদিকে লণ্ডভণ্ড করি ব্যাধকুলে,
তীক্ষ্ণ নখে, দন্তাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি
নিক্ষিপ্ত তোমর, ভল্ল, কুঠার, মুদ্গর—
তেমতি সুরেন্দ্র রথগতি! ক্ষণে পূর্ব্বে,
ক্ষণপরে উত্তরে আবার, অকস্মাৎ
পশ্চিমে, দক্ষিণে—যেন খেলে তড়িদ্দাম
সর্ব্বস্থান দিগন্ত ব্যাপিয়া একবারে!
যুঝিছে দনুজদল অসীম বিক্রমে,
ভিন্দিপাল, ভীষণ পরশু, প্রক্ষেড়ন,
নিমেষে নিমেষে ক্ষেপি ইন্দ্ররথোপরে;
কাটিছে সে অস্ত্রকুল ইন্দ্রমহাবল
ভুজদণ্ড মুণ্ড সহ শরে; উড়াইছে
খণ্ড উরু বিশিখে বিন্ধিয়া, জঙ্ঘা, বাহু,
কক্ষ, বক্ষ, ললাট বিন্ধিছে লক্ষ বাণে।
নিরস্ত্র দনুজসৈন্য হৈল অচিরাৎ;
পড়িল সমরক্ষেত্রে কোটি দৈত্য বীর!
ছাড়ি সিংহনাদ। ক্রোধে দৈত্য সেনা তবে
ধাইল উপাড়ি বৃক্ষ, ছিঁড়ি শৈল চূড়—
ছুটিল সচল যেন অরণ্য ভূধর!
ছুটিল পুষ্পক শূন্যে মেঘমন্দ্রে ডাকি;
নিনাদিল ধনুগু'ণ ইন্দ্রের কার্ম্মুকে,
ছাইল কলম্বকুল ঘনাম্বর পথ,
সুরপুরী অন্ধকার হৈল ক্ষণকালে।
পড়িল কাম্বোজ, হলায়ুধ মহাসুর
খরখুর, খড়ক, পিঙ্গল, শ্বেতকেশ,
সেনাধ্যক্ষ আরো শত শত। ভঙ্গ দিল
দৈত্যদল রণস্থল ছাড়ি—ফেলি অস্ত্র,
গিরিশৃঙ্গ, মহাদ্রুম রাজি, ফেলি রথ,
অশ্ব, হস্তী! ছুটিল তেমতি রুদ্ধশ্বাসে
বায়ুমুখে উড়ে যথা কাশ! কিম্বা যথা
মহাঝড় উঠিলে ভূধরে, ধায় রড়ে
পশুপাল, পশুপাল সহ রুদ্ধশ্বাসে—
প্রাণভয়ে পুচ্ছ তুলি করি ঘোর রব!

হেথা মহাসুর বৃত্র জয়ন্ত উদ্দেশে
ছুটে ঝটিকার গতি হেরি মহারথ
কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে,
চালাইলা দিব্য যান বেগে দ্রুততর;
ছুটিলা অনল, দিবাকর, অম্বুপতি,
বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম দেব,
করাল অন্তকমূর্ত্তি যম দণ্ডধর।
জ্বালাময় তিন চক্ষু ভীষণ হুঙ্কারি,
দাঁড়াইল দৈত্যরাজ, সুররথিগণে
হেরি দূরে। হেরি দৈত্যে, যম দণ্ডধর,
কালিম জলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি,
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেব-সেনানি,
শ্রান্ত সবে বহু রণে যুঝিলা তোমরা,
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম—আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।" চাহি তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে—"হে দানবপতি
পরেত-পতিরে আজি ভেট রণভূমে।"
প্রেতপতি বাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি
কহিলা "হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
যুঝিতে বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে;
হের দেখ রাখিনু ত্রিশূল, আজি ইহা
না ধরিব অস্ত্র দেব রণে, ইন্দ্রসুতে
কিবা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে।" পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা ভৈরব শূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি; ভীম গদা ধরিলা সাপটি,
ঘুরাইলা ঘন স্বনে; ঘুরাইলা যম
প্রচণ্ড করাল দণ্ড। দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,
তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা! দণ্ড, গদা

প্রহারে বিদীর্ণ নভঃস্থল ; ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘূর্ণ পাকে ডাকে বায়ু,
চূর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ-ঘর্ষণে।
দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে ; ভ্রমে নিরন্তর ঘুরি
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর।
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে,
আঘাতিলা ভীমাঘাতে বৃত্র-মুষ্টি তলে।
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃত্রগদা
গজদন্ত বিনির্ম্মিত। তখন অসুর
বামস্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া।
যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি,
দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড় মড়ি।
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল
লক্ষ্য করি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা।
দিলা বড় দেবরথিগণ ঝড়বেগে
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হ'তে হেরি
চালাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি,—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি,
ঘর্ঘর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি ;
জয়ন্তের রথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইল ক্ষণকালে। বিদ্যুতের গতি
বাসব অমরনাথ ছাড়ি সে স্যন্দন,
আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর।
শোভিল সুনীল তনু তনুচ্ছদ ভেদি,
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর!
স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ,
শিরস্ত্রাণ—দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স ;
অপূর্ব্ব কিরণছটা কিরীট আকারে
বেড়েছে নিবিড় কেশ—আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেরেছে মস্তক!
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি!—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা।
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মহাশূন্য ভেদ করি ; সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্য বপুঃ—নগেন্দ্র সদৃশ ;
বক্ষঃ সমসূত্রে তাপ পক্ষ প্রসারিয়া
স্থির হৈল অশ্বপতি।—ডাকিল দম্ভোলি
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
হেরি ঘোর ঘন স্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি উচ্চে—"হা, দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে সুতে বৃত্রের প্রহারে!
কর তবে এ শূল আঘাতে সংবরণ
পিতা পুত্র দুই জনে।"—বেগে দিলা ছাড়ি।
ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে! হেনকালে, (হায়,
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে,)
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে!
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য কোলে!
হেরিয়া দনুজপতি কাতর হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
"হা শম্ভু, তুমিও বাম!"—দগ্ধ হতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মত্তপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ,
ছিন্নমস্তা রাহু যেন! অগ্নি চক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্রে ঘোর—দন্তে কড় নাদ!
প্রলয় ঝটিকা গতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্রকরে ভীম বজ্র—উচ্ছিন্ন করিতে
অসুরবর। বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর! সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র ; ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী,

ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ
উজাড় স্বর্গের বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে!
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায়!
সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে!—সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন!—মহাকাল
শিবদূত কৈলাস দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়!"

এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্যোগে
ছিলা হতচেত-প্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি;
না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন!
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্য পথে,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিলা যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা দেখাইল; দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল!
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল শরীর,
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য, ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে,—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে!

রহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি।
রহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে।
মুদিল নয়নত্রয় দুর্জ্জয় দানব।
দহিল ঐন্দ্রিলাচিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে!

(সম্পূর্ণ।)

কবিতাবলী।

—— * * ——

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

সংশোধিত সংস্করণ।

——

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা

মুদ্রিত।

কবিতাবলী।

গঙ্গার উৎপত্তি।

(১)

হরিনামামৃত পানে বিমোহিত
সদা আনন্দিত নারদ ঋষি,
গায়িতে গায়িতে অমরাবতীতে
আইলা একদা উজলি দিশি!

(২)

হরষ অন্তরে মহা সমাদরে
সুরগণ সংহতি অমরপতি।
করি গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান
সাদরসম্ভাষে তোষে অতিথি।

(৩)

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনিরে পূজিয়া
চন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি অমরগণ;
করিয়া মিনতি কহে, "ঋষি-পতি
কহ কৃপা করি করি শ্রবণ,

(৪)

কি রূপে উৎপত্তি হলো ভাগীরথী
গাও তপোধন প্রাচীন কথা,
বেদের উকতি, তোমার ভারতী,
অমৃত-লহরী-সদৃশ গাথা।"

(৫)

গুণি-বিশারদ, মুনি সে নারদ,
ললিত পঞ্চমে মিলায়ে তান,
আনন্দে ডুবিয়া নয়ন মুদিয়া
তুম্বু বাজাইয়া ধরিলা গান।

(৬)

হিমাদ্রি অচল দেবলীলাস্থল
যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত পবিত্র স্থান;
অমর কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।

(৭)

যাহার শিখরে সদা শোভা করে
অসীম অনন্ত তুষাররাশি;
যাহার কটিতে ছুটিতে ছুটিতে
জলদ-কদম্ব জুড়ায় আসি।

(৮)

যেখানে উন্নত মহীরুহ যত
প্রণত উন্নত শিখর-কায়;
সহস্র বৎসর অজর অমর
অনাদি ঈশ্বর মহিমা গায়।

(৯)

সেই হিমগিরি শিখর উপরি
অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ
আসিত প্রত্যহ ভকতির সহ
ভজিতে ব্রহ্মাণ্ড-আদিকারণ।

(১০)

হেরিতে উপরে নীলকান্তি ধ'রে
শূন্য ধূ ধূ করে ছড়ায়ে কায় ;
হেরিত অযুত অযুত অদ্ভুত
নক্ষত্র ফুটিয়া ছুটিছে তায়।

(১১)

মণ্ডলে মণ্ডলে শনি শুক্র চলে
ঘুরিয়া ঘেরিয়া আকাশময় ;
হেরিত চন্দ্রমা অতুল উপমা,
অতুল উপমা ভানু-উদয়।

(১২)

চারি দিকে স্থিত দিগন্ত বিস্তৃত
হেরিত উল্লাসে তুষার রাশি ;
বিস্ময়ে প্লাবিত বিস্ময়ে ভাবিত
অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি।"

(১৩)

বলিতে বলিতে আনন্দ-বারিতে
দেবর্ষি হইলা রোমাঞ্চিত-কায় ;
ঘন ঘন স্বর গভীর প্রখর
তানপূরা-ধ্বনি বাজিল তায়।

(১৪)

গায়িল নারদ ভাবে গদগদ
"এমন ভজন নাহি রে আর,
ভূধর-শিখরে ডাকিয়া ঈশ্বরে
গায়িতে অনন্ত মহিমা তাঁর।

(১৫)

"ইহার সমান ভজনের স্থান
কি আছে মন্দির জগত মাঝে ?
জলদ-গর্জ্জন তরঙ্গ পতন
ত্রিলোক চমকি যেখানে বাজে।

(১৬)

কিবা সে কৈলাস বৈকুণ্ঠ নিবাস,
অলকা অমরা নাহিক চাই ;
জয় নারায়ণ বলিয়া যেমন
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই।"

(১৭)

নারদের বাণী শুনি অভিমানী
অমর-মণ্ডলী বিমর্ষ হয় ;
আবার আহ্লাদে গভীর নিনাদে
সঙ্গীত-তরঙ্গ বেগেতে বয়।

(১৮)

"ঋষি কয়জন সন্ধ্যা সমাপন
করি এক দিন বসিলা ধ্যানে ;
দেবী-বসুন্ধরা মলিনা কাতরা
কহিতে লাগিলা আসি সেখানে ;—

(১৯)

'রাখ ঋষিগণ, সমূলে নিধন
মানব-সংসার হলো এবার ;
হলো ছারখার ভুবন আমার
অনাবৃষ্টি তাপ সহে না আর।"

(২০)

শুনে ঋষিগণ করি দৃঢ় পণ
যোগে দিল মন একান্ত চিতে ;
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম-আরাধনা
করিতে লাগিলা মানব-হিতে।

(২১)

মানব-মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময় ;
মানবে রাখিতে নারায়ণ-চিতে
হইল অসীম করুণোদয়।

(২২)

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগন মণ্ডল তিমিরময় ;
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয় !

(২৩)

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর
অবনী অম্বর স্তম্ভিত-প্রায় ;
নিবিড় আঁধার জলধি-হুঙ্কার
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

(২৪)

নাহি করে গতি গ্রহদল-পতি
অবনী মণ্ডল নাহিক ছুটে,
নদ নদী জল হইল অচল
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

(২৫)

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয় ;
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয় !

(২৬)

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়—
ব্রহ্ম সনাতন অতুল চরণ
সলিল-নির্ঝর বহিছে তায়।

(২৭)

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী ;
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।

(২৮)

হায় কি অপার আনন্দ আমার,
ব্রহ্ম সনাতন-চরণ হ'তে
ব্রহ্মা-কমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।

(২৯)

গভীর গর্জ্জনে দেখিনু গগনে
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু হতে আবার
জলস্তম্ভ ধায়, রজতের কায়,
মহাবেগে বায়ু করি বিদার।

(৩০)

ভীম কোলাহলে নগেন্দ্র অচলে
সেই বারিরাশি পড়িল আসি,
ভূধর-শিখর সাজিয়া সুন্দর
মুকুটে ধরিল সলিল রাশি।

(৩১)

রজত বরণ স্তম্ভের গঠন
অনন্ত গগন ধরেছে শিরে,
হিমানী-আবৃত হিমাদ্রি পর্ব্বত
চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে।

(৩২)

চারি দিকে তার রাশি স্তূপাকার
ফুটিয়া ছুটিছে ধবল ফেণা,
ঢাকি গিরি-চূড়া হিমানীর গুঁড়া
সদৃশ খসিছে সলিল কণা।

(৩৩)

ভীষণ আকার ধরিয়া আবার
তরঙ্গ ধাইছে অচলকায়,
নীলিম গিরিতে হিমানী রাশিতে
ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশায়ে যায়।

(৩৪)

হইল চঞ্চল হিমাদ্রি অচল
বেগেতে বহিল সহস্র ধারা,
পাহাড়ে পাহাড়ে তরঙ্গ আছাড়ে
ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সারা !

(৩৫)

ছুটিল গর্ব্বেতে গোমুখী পর্ব্বতে
তরঙ্গ সহস্র একত্র হয়ে,
গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া
পড়িতে লাগিল পাষাণ বয়ে।

(৩৬)

পালকের মত ছিঁড়িয়া পর্ব্বত
কুঁদিয়া চলিল ভাঙ্গিয়া বাঁধ ;
পৃথিবী কাঁপিল তরঙ্গ ছুটিল
ডাকিয়া অসংখ্য কেশরি-নাদ।

(৩৭)

বেগে বক্রকায় স্রোতোস্তম্ভ ধায়
যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে ;
নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহায়
শ্বেত ফেনরাশি পড়িছে পিছে।

(৩৮)

তরঙ্গ নির্গত বারি কণা যত
হিমানী চূর্ণিত আকার ধরে ;
ধূমরাশি প্রায় ঢাকিয়া তাহায়
জলধনু-শোভা চিত্রিত করে।

(৩৯)

শত শত ক্রোশ জলের নির্ঘোষ
দিবস রজনী করিছে ধ্বনি,
অধীর হইয়া প্রতিধ্বনি দিয়া
পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।

(৪০)

ছাড়ি হরিদ্বার শেষেতে আবার
ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা,
শ্বেত সুশীতল স্রোতস্বতী জল
বহিল তরঙ্গ পারার পারা।

(৪১)

অবনী মণ্ডলে সে পবিত্র জলে
হইল সকলে আনন্দে ভোর,
"জয় সনাতনী পতিত-পাবনী"
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।"

—*—

অন্নদার শিবপূজা।

গীত

(আরম্ভ)

(১)

দাও করতালি "জয় জয়" বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
অই যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ।

বলে সবে "জয়" ত্রিভুবনময়,
অন্নদা আসিছে পূজিতে হরে ;
মর্ত্তো শিবধাম মোক্ষতীর্থ, নাম
কাশী বারাণসী অবনী' পরে।

(শাখা)

(২)

নামে সখী জয়া আকাশ হইতে
হাতে হেমথালা, ভৃঙ্গার জল ;
মকরন্দ মাখা কুসুমের থর,
আনন্দে বরিষে দেবের দল।
প্রসূন নিশ্বাসে পূরিল আকাশ,
সুবাদ্য নিক্বণ বিমান পথে ;
ত্যজিয়া কৈলাস কৈলাস-কামিনী
উঠিলা সুন্দর পুষ্পক রথে।

(৩)

(পূর্ণ কোরস্)

দাও করতালি "জয় জয়" বলি,
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
হাসিতে হাসিতে অই যে প্রাচীতে
উদিল অরুণ, উষার সহ।

(আরম্ভ)

(১)

অই যে মন্দিরে মৃদঙ্গ গম্ভীরে
আনন্দে প্রবেশে আনন্দময়ী,
কোথা কাশীবাসী শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী
খঞ্জনী ঝাঝরী বাঁশরী কই ?
বাজারে উল্লাসে নিক্বণ উচ্ছ্বাসে
ত্রৈলোক্য ভুবন মোহিত কর,
"হরঃ হরঃ হরঃ" বল নিরন্তর
'বম্ বম্ বম্' মধুর স্বর।
বাজারে উল্লাসে ভকতি উচ্ছ্বাসে
মন্দিরে প্রবেশে আনন্দময়ী ;
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী কোথা কাশীবাসী
খঞ্জনী ঝাঝরী বাঁশরী কই ?

(শাখা)

(২)

প্রবেশে মন্দিরে জগতজননী
গললগ্নবাস জুড়িয়া কর ;
প্রণত হইয়া মুদ্রিত নয়নে
চরণে অর্পিলা প্রসূন থর ;
আনন্দ-শরীরে "স্বয়ম্ভু" বলিয়া
ডাকিলা আনন্দে জগতমাতা,
দেব সিদ্ধ নর ত্রিলোক পূরিতে
উঠিল উচ্ছ্বাসে আনন্দ-গাথা।

(পূর্ণ কোরস্)

(৩)

জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর,
জয় মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মাণ্ড-ধারী ;
জয় সর্ব্বরূপ জয় গুণময়,
জয় দীননাথ জয় দয়াময়,
জয় জয় দেব পাতকহারী।
শঙ্কর হরঃ জয় ব্যোমকেশ,
পিনাক-নিনাদি অনাদি মহেশ,
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।

(আবস্তু)

(১)

নাচিয়া নাচিয়া "স্বয়ম্ভু" বলিয়া
দেবদল দলে গগনতল ;
'জয় শম্ভু' ধ্বনি করে সিন্ধুমণি
উথলে গভীর অতল জল ;
স্বয়ম্ভু-সঙ্গীতে আনন্দ-ধ্বনিতে
জীমূত মন্দ্রয়ে গগন' পরে,
উচ্ছ্বাসে পবন পর্ব্বত কানন
স্বয়ম্ভু-কীর্ত্তন আনন্দ স্বরে।
"জয় জয় জয় ত্রিভুবনময়
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মাণ্ডধারী,
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।"
বলিয়া নাচিয়া স্বয়ম্ভু ডাকিয়া.
দেবদল দলে গগন তল ;
'জয় শম্ভু' ধ্বনি গায় সিন্ধুমণি
উথলে গভীর অতল জল।

(শাখা)

(২)

"অহে বিশ্বনাথ পূরাও বাসনা"
বলিলা অন্নদা অঞ্জলিকরে ;
"সৃজিলা যে দিন জগত ব্রহ্মাণ্ড
দেখিতে সে দিন বাসনা করে ;
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলি সুন্দর,
দেব যক্ষ নর আনন্দে ভরা ;
পীড়া ব্যাধি শোক যাতনা কেমন,
জানিত না কেহ মরণ জরা ;
অপূর্ব্ব মাধুরী জীবনে প্রকাশ
জীবের বদনে অপার সুখ ;
নব চারু মৃদু লাবণ্য-লেপিত
মধুর সুন্দর প্রকৃতি-মুখ।

(পূর্ণ কোরস্)

(৩)

"দেখাও আবার বাসনা আমার
তেমতি তরুণ অরুণ-কায়,
সেই মনোহর চারু সুধাকর
ফুটিছে নবীন গগন-গায় ;
ছুটিছে পবন ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোলবাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে ;
তেমতি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
পশু পক্ষী সুখে ছুটিয়া ধায়,
তেমতি করিয়া প্রমোদে মাতিয়া
সকলে তোমার মহিমা গায়।"

(আরম্ভ)

(১)

জয় জয় জয় অনাদি ব্রহ্মন্,
জয় বিশ্বনাথ সত্য সনাতন,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ,
পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ,
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।

(শাখা)

(২)

"অহে বিশ্বনাথ তব বিশ্বধামে
কত দিন আর শমনের নামে
শমনের দূত দেখাবে ভয় ;
কত দিন ভবে হবে হাহা রব
নরকুল আদি পশু পক্ষী সব
কাঁদিয়ে জীবন করিবে ক্ষয় ;
অন্ধ খঞ্জ প্রাণী আর কত দিন
জগতের শোভা করিবে মলিন—
জীবন থাকিতে জীবিত নয় ;
দরিদ্রকাঙ্গাল কত দিন আর
জঠর-অনলে ক'রে হাহাকার
করিবে জগত কলঙ্কময়।
কবে বিশ্বনাথ ভবে সর্ব্বজন
আবার তোমার মহিমা কীর্ত্তন
করিবে আনন্দে, বলিবে জয় ?"

(পূর্ণ কোরস্)

(৩)

জয় জয় জয় ত্রিপুর-ঈশ্বর'
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মপরাৎপর,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;
জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় গুণময়,
জয় দীননাথ জয় দয়াময়,
জয় জয় জয় পাতকহারী।

(আরম্ভ)

(১)

বিমল তরঙ্গে আয় মা গঙ্গে
কাশীধামে আসি উদয় হও ;
কল কল নাদে এ শুভ সংবাদে
জগত সংসারে আনন্দে কও—
'জগত জননী আজিগো আপনি
জগতের দুঃখ বলিছে শিবে,
পূরিবে বাসনা আর কি ভাবনা
রোগ শোক তাপ ঘুচিবে জীবে,
গিয়া ঘাটে ঘাটে বল নাটে নাটে
কাশীমাঝে আজি এ শুভ বাণী ;
আবার শুন না "পূরাও বাসনা"
গাইছে অই যে ভবের রাণী।

(শাখা)

(২)

"পূরাও বাসনা অহে বিশ্বনাথ
জীবের যাতনা ঘুচাও দূরে,
তেমতি করিয়া, সৃজিলা যে দিন,
দেখাও আবার জগৎ পূরে।
তেমতি পবনে ফুটিছে কানন,
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে।"

[পূর্ণ কোরস্]

(৩)

আনন্দ-ধ্বনিতে অন্নদা-বাণীতে
গায়িতে গায়িতে জাহ্নবী দায়,
আর কি ভাবনা পূরিবে বাসনা
জগত জননী আপনি গায়।
"জয় শম্ভু" বলি দাও করতালি,
লও রে অঞ্জলি পূরিয়া পাণি,
ত্রিভুবনময় সবে বল "জয়
শঙ্কর হর" মধুর বাণী

লজ্জাবতী লতা।

(১)

য়োনা ছু য়োনা, ঊটি লজ্জাবতী লতা।
কান্ত সঙ্কোচ ক'রে এক ধারে আছে স'রে,
ছু য়োনা উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
ফুলতা যত আর চেয়ে দেখ চারি ধার
রে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা!
আহা, ওইখানে থাক, দিওনা'ক ব্যথা।
ইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে
যেও না উহার কাছে, খাও মোর মাথা।
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা, ঊটি লজ্জাবতী লতা!

(২)

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা নহে তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর!
যায় না কাহারো পাশে, মান মর্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর!
নিশ্বাস লাগিলে গায় অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর!—
এহেন লতার হায়, কে জানে আদর?

(৩)

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনীমণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন;
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর
বিরলে মধুরভাষী মানস-রঞ্জন;
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে'
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন!
ছু য়োনা উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানস-রঞ্জন।

জীবন সঙ্গীত। *

ব'লো না কাতর স্বরে, "বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন;
দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার,"
ব'লে জীব করো না ক্রন্দন।
মানব জনম সার, এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
ক'রো না সুখের আশ, প'রো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়॥
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যা'তে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির;
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর।
সংসার সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর;
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত,
এক মনে ডাক ভগবান;
সঙ্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,

---

* লংফেলো রচিত "সাম্ অফ লাইফ (Psalm-of life)"-এর অনুকরণ।

সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন' পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গণ মাঝে;
সঙ্কল্প করেছ যাহা সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

পদ্মের মৃণাল।

পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে,
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন, দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলেদুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা,
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
এক দৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

(২)

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুল মন—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি?
রাজা রাজমন্ত্রিলীলা, বলবীর্য্য স্রোতশীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি?—
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি?
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহিক নিস্তার তার,
কিবা পশুপক্ষী আর মানবমণ্ডলী?—
লতা পশু, পক্ষী সম, মানবেরো পরাক্রম
জ্ঞান, বুদ্ধি, যত্ন বলে বাঁধা কি শিকলি?—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি!

(৩)

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল?
বলবীর্য্য পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ অবনীতে অপরূপ,
দেখাইলা মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসরবাসী—কোথা সে সকল?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল!

(৪)

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি,
জ্বালিল উন্নতিদীপ অরুণের ভাতি;
অতুল্য অবনীতলে, এখনো মহিমা জ্বলে
কে আছে সে নরধন্য কুলে দিতে বাতি?—
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি?
ম্যারাথন, থার্ম্মপলি হয়েছে শ্মশানস্থলী,
গিরীস আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি;—
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি?
যার পদচিহ্ন ধ'রে, অন্য জাতি দম্ভ করে,
আকাশ পয়োধিনীরে ছড়াইত ভাতি—
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি?

(৫)

দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ যার কোথায় সে রোম?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী, সিন্ধু, ব্যোম?
ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম!

স ঐশ্বর্য্যে যার ত্রিভুবন চমৎকার—
জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম ?
নি অবার্য কি রে কালের নিয়ম ?
চিহ্ন আছে রে তার ? রাজপথ দুর্গে যার,
থিবী বন্ধন ছিল কোথায় সে রোম ?—
কৃতির কাছে নর এত কি অক্ষম ?

(৬)

রবের পারস্যের কি দশা এখন ?
তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জ্জন !
ভাগ্য-কিরণজালে, উহারাই কোন কালে
রেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন !
রবের পারস্যের কি দশা এখন !
চমে হিস্পানীশেষ, পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দদেশ,
াক্ষের যবনবৃন্দে করিয়া দমন,
য়া সম অকস্মাৎ হইল পতন !
না" ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,
দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন—
রবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন !

(৭)

জি এ ভারতে, হায়, কেন হাহাধ্বনি ?
ঙ্খ লিখিতে যার, কাঁদিছে লেখনী ?
ঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত
ড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি !
রতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
স দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি !
বীর্য্য বাহুবলে, স্বখন্ত জগতী-তলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি !

(৮)

কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস ?
কোথা সে উন্নতি-আশা, কোথা সে উল্লাস ?
দম্ভে বসুধার পরে, বেড়াইত তেজোভরে,
আজি তারা ভয়ে ভীত হয়েছে হতাশ—
কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস !
কত যত্নে কত সুখে, বনবাসে কষ্ট ভুগে,
কাল জয়ী হলো ব'লে করিত বিশ্বাস—
হায় রে সে ঋষিদের কোথা অভিলাষ !
সে শাস্ত্র, সে দরশন, সে বেদ কোথা এখন ?
পড়ে আছে ইন্দ্রালয়, ভাবিয়া হতাশ ;—
কোথা বা সে হিমালয়, কোথা সে কৈলাস !

(৯)

নিয়তির গতিরোধ হবে না কি আর ?
উঠিবে না কেহ ফিরে উজলি আবার ?
মিসর পারস্য জাতি, গিরীক রোমীয় জাতি,
ভারত থাকিবে কি রে চির-অন্ধকার ?
জাপান জিলণ্ডে নিশি পোহাবে এবার ?
যত্ন, আশা, পরিশ্রমে, খণ্ডিয়া নিয়তি ক্রমে
উঠিয়া প্রবল হতে পাবে না কি আর ;—
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ?
না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ কাঙ্গালে
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার ;
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ?

(১০)

তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী,
কোমলকুসুম-আভা প্রফুল্লবদনী।
এত দিনে বুঝি সতি, ফিরিল কালের গতি,
হলে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি !
সভ্যজাতি-মাঝে তুমি সভ্যতার খনি।
হলো যবে মহীতলে রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল ক'রে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচিরযৌবনী।
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে,
শিল্প, নীতি, নৃত্যগীত, চকিত অবনী ;—
তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী।

বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।

ভারত ভিক্ষা। *

(আরম্ভ)

কি শুনি রে আজ—পূরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দ-ধ্বনি কেন রে হায় ?
বৃটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে
কেন সবে আজি বলিছে 'জয়' ?
গভীর গরজে ছুটিছে কামান
জিনি বজ্রনাদ, গিরি কম্পমান—
বিন্ধ্য হিমালয় চূড়াতে নিশান
"রুল বৃট্যানিয়া" বলি উড়ায় !
শত শত শত উড়িছে পাতাকা,
ভুবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আঁকা,
নগরে নগরে কোটি অট্টালিকা
শোভিয়া, সুচারু অনন্ত কায়।
ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া,
অর্ণব-তরণী কেতনে সাজিয়া,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।
নদীনদকূল কেতনে সজ্জিত,
কোটি কোটি প্রাণী পুলকে পূরিত,
বিবিধ বসন ভূষণে ভূষিত,
চাতকের ন্যায় তীরে দাঁড়ায়।—
কন্যা- অন্তরীপ হ'তে হিমালয়
কেন রে আজি এ আনন্দময় ?

(শাখা)

াসিছে ভারতে বৃটন-কুমার,
শুন হে উঠিছে গভীর বাণী
গগন ভেদিয়া, "জয় ভিক্‌টোরিয়া
রাজরাজেশ্বরী, ভারতরাণী !"

যেই বৃট্যানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া
অবাধে মথিছে জলধি-জল,
অসুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল ;
যে বৃটনবাসী আসি এ ভারতে
কামানে জ্বালিল বজ্রের শিখা,
যার দর্পতেজ ভারত-অঙ্গেতে
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা,
জিনিল সমরে যে ভীম-প্রহারী
ক্ষত্রিয়রক্ষিত ভরত-গড়,
মুদকি, মুলতান করি খান্ খান্,
শিক গলে দিল দৃঢ় নিগড় ;
হেলায়ে তর্জ্জনী লইল অযোধ্যা,
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে,
প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে,
যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়,
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়,—
সেই বৃটনের রাজকুলচূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি,
ভারতবাসীরা দাঁড়ায়ে পথে।

(পূর্ণ কোরস)

বাজারে আনন্দে গভীর মৃদঙ্গ,
মুরলী মধুর, সুরব সারঙ্গ,
বীণ্‌, পাখোয়াজ্‌, মৃদু করতাল,
মৃদঙ্গ এস্রাজ ললিত রসাল ;
বাজা সপ্তস্বরা যন্ত্রী মনোহরা,
ভ্রমর গঞ্জিয়া বাজা রে সেতারা,
বেহাগ, খাম্বাজে পূরিয়া তান।
বৃটন-কুমার আসিছে হেথায়,
সাজ্‌ পেসোয়াজে পরীর শোভায়,

---

* ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স কলিকাতায় আগমন করেন। তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হয়।

ভূতল-রঙ্গিণী মোহিনী যতেক,
কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক—
শুনাও বারেক মধুর সঙ্গীত,
আজি এ ভারতে ভূপতি অতিথ;
তান লয় রাগে পূরাও গান।

(আরম্ভ)

চারি দিক্ যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডল করি তোলপাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া—
"কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর,
রাজ-দরবারে হও হে হাজির,
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা,
ছাড়ি সাঁচ্চা, জুতা চুণী পান্না গাঁথা,
বিলাতী বুটেতে পদ সাজাও।"
"জানু পাতি ভূমে হেলায়ে উষ্ণীষ,
হেরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ,
বরাভয়প্রদ চারু করতল
তুলিয়া তুণ্ডেতে হইয়া বিহ্বল
অধর-অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।"
"ভবে মোক্ষফল রাজ-দরশন,
ভারতে দেবতা বৃটন এখন,
সেই দেবজাতি মহিষী-নন্দন
দরশনে পূর্ব্বপাপ ঘুচাও।"
"কোথা কাশীরাজ, কোথা হে সিন্ধিয়া ?
কোথা হোল্‌কার, রাণী ভোপালিয়া ?
রাণী উদিপুর যোধমহীপাল ?
হিন্দু ত্রিবাঙ্কুর, শিক্ পাতিয়াল ?
হয়দ্রি রাজা কোথা হে নিজাম্ ?
কোথা বিকানির, কোথা বা হে জাম্ ?
"ধোলপুর-রাণা, জাঠের রাও ?"
পর শীঘ্র পর চারু পরিচ্ছদ,
মর্য্যেতে সাজাবে আজি রাজপদ;
কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়,
'ভারত-নক্ষত্র' বাঁধিয়া গলায়,
রাজধানী-মুখে ধাবিত হও।"
"ঘোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে,
কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে,
ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে,
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও।"
কর রাজভেট নবাব, আমীর,
রাজদরবারে হও হে হাজির"—
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
করি তোলপাড় নগর পাহাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

(শাখা)

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে
রাজেন্দ্র-কেশরী যত,
পারিষদ-বেশে দাঁড়াইতে পাশে
শিরঃগ্রীবা করি নত;
দেখ রে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান
আফগানস্থান ছাড়ি,
ছুটিল কাশ্মীরি ক্ষত্রিয় ভূপতি
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি;
দ্রাবিড়, কঙ্কণ, ভোট, মালোবার,
মহারাষ্ট্র, মহীসুর,
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,
অযোধ্যা, হস্তিনাপুর;
বুন্দেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,
কচ্ছ, কোঠা, সিন্ধুদেশ,
চাম্বা, কাতিয়ার, ইন্দোর, বিটোর,
অরবলি-গিরিশেষ,
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,
রাজধানী দিকে ধায়,
পালে পালে পালে পতঙ্গের মত
নিরখি দীপশোভায়;

ছুটিল অশ্বেতে, রাজপুত্রগণ
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ-বীর ;
জলধি—বন্দর, হিমাদ্রি ভূধর
দাপটে হয় অস্থির।—
কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়
দ্বাপরে হস্তিনা মাঝে !
রাজসূয় যজ্ঞ দেখ এক বার
কলিতে করে ইংরাজে !

(পূর্ণ কোরস্)

অপূর্ব্ব সুন্দর মোহন সাজে
সাধে কলিকাতা পরিল আজ ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ গায়
রঞ্জিত বসন চারু শোভায় ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ কোলে
তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;
ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্রকায়,
ঝক্ ঝক্ ঝকে কলস তায় ;
কোটি তারা যেন একত্র উঠে
সৌধ চূড়ে চূড়ে রয়েছে ফুটে ;
গৃহ, পথ, মাঠ, কিরণময়—
নিশিতে যেন বা ভানু উদয় ;
উঠিছে আতসবাজী আকাশে—
নব তারা যেন গগনে ভাসে।
ধন্য কলিকাতা কলি-রাজধানী।
সুরপুরী আজি পরাজিলে মানি—
হ্রাদে দেখ, নিশি লাজে পলায়।”
দেখ দেখ দেখ চতুরঙ্গ দলে
বাজীপৃষ্ঠে সাজি, রাণীপুত্র চলে ;
পাছে পাছে কাছে ঘোটক’পর
চলে, রাজগণ, জ্বলে জহর
শিরঃ শোভা করি, উজলি তাজ,
তবকে তবকে পথির মাঝ,
নগর দর্শনে করে গমন,
ঝমকে ঝমকে বাজে বাদন
বৃটিশের ভেরী শমন-দমন,—
“রুল বৃট্যানিয়া, রুল দি ওয়েভস্,”
সঙ্গীত তরঙ্গে নিনাদ ধায়।

(আরম্ভ)

উঠ মা উঠ মা ভারত জন
মহিষীনন্দন কোলেতে এল ;
আঁধার রজনী এবার তো
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল !
আদরে ধর মা কুমারে সম্ভ
আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারি মুখে,
বহু দিন হারা হয়েছ অ
তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে ;
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উ
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না, কেঁদো না আর গো জ
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চর দুখী তুমি চির পরাধী
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
তুমি মা অভাগী, অনাথা চ
ভজন-পূজন-যোগ-মুগধা !
মহিষী তোমার, সবার আ
জগতে এমন(ও) আছ মা জী
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাই
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে ;
দেখাও, জননী, দরিদ্রা গো
রিপু-পদচিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও চিরিয়া ক্ষত বক্ষঃ
দিবা নিশি সেথা কি শোক জা
উঠ মা উঠ মা ভারত-জ
প্রসন্ন বদনে বারেক ফের,
মহিষীনন্দনে কোলেতে ক
প্রাতে শুক্রতারা উদিল, হের।

শাখা

ঙ্গি শয্যা-তল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
বিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
ীব পাণ্ডুর বদন-মণ্ডল
ালোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,
কহিল উচ্ছ্বাসে ভারতমাতা—
কেন রে এখানে আসিছে কুমার ?
রতের মুখ এবে অন্ধকার !
ক দেখিবে আর আছে কি সে দিন ?
ভঙ্গী করিয়া ছুটিত যে দিন
রত-সন্তান নৈঋত ঈশান,
থে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাম্বিত গাথা !
রত-কিরণে জগতে কিরণ,
রত-জীবনে জগত-জীবন,
ছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
ছিল যখন বড় দরশন—
রতের বেদ ভারতের কথা,
রতের বিধি, ভারতের প্রথা,
জিত সকলে, পূজিত সকলে,
নিক, সিরীয়, যনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক যথা।
ন্স যবে পরা কিরীট কুণ্ডল,
ল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
ছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
ন্ত অনল-সদৃশ শিখায়,
তে না ছিল হেন সাহসী
ইত চলিয়া দেহ পরশি ;
কিত যখন 'জননী' বলিয়া
ন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগত-মাতা !
র কি দেখিতে তেমতি আবার
গাড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,
ডাকিবে কুমার 'জননী' বলিয়া,

ইউরোপ, আমৃরিক উচ্ছ্বাসে পূরিয়া,—
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতঃ !
পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরিশেরও দেখি জীবন সঞ্চার।
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?
কি হেন পাতক করেছি তোমায় ;
বল্ ওরে বিধি বলরে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হ'ব !
হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্যশালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।
মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষঃ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ, নিকেতন,
রাখিল মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত,
কাশী, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল-ঘৃণিত,
(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)—
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল !
"হায় পানিপথ, দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হলিনে অন্তর ?
কেন রে, চিতোর তোর সুখ-নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেনরে রহিলি
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম ?
"নিবেছে দেউটি বারাণসী তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছে ?

পূর্ব্বকথা কিরে সকলি ভুলেছ ?
অরে অগ্রবন, সরযূ পাতকী
রাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?
"নাহি কি সলিল, হে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,
কর অপসৃত এ কলঙ্ক-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে ?
"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল-তলে ?"

[পূর্ণ কোরস

কেঁদ না কেঁদ না আর গো জননী
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল ,
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে
এ শোক সহিয়া আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে।
ত্যজ শয্যা মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো কেঁদো না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ঘুমে।

[আরম্ভ]

"এলো কি নিকটে,—এলো কি কুমার ?"
বলিল ভারত-জননী আবার,
"কই, কোথা, বৎস, আয় কোলে আয়,
অন্তর জ্বলিছে দারুণ শিখায়—
পরশি বারেক শীতল কর ;

"ডাক্ একবার ডাকিস্ যে ভাবে
আপনার মায়ে, ঘুচা সে অভাবে
শতবর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
(ভারতের চির আশা আকিঞ্চন)
ভুলিয়া বারেক বৃটিশ গর্জ্জন,
ভারত-সন্তানে ক্রোড়েতে ধর।
"কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,
নহে তুচ্ছ কীট—এদেরও অন্তর
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তিময়—
এদেরও শরীরে শিরায় শিরায়
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা-তৃষায়,
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে ;

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদ-গান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগৎব্রহ্মাণ্ড নখর দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে ;
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে ;

"যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মন অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল বীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,

াতের দুঃখে সুকপিলবস্তো
ক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখন (ও) তাহারা ঘৃণিত নহে ;

াদেরই রুধিরে জনম এদের,
পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
য়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
ই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে ;

হ কুমার মনে রেখো এই কথা—
ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা
বিত্র সে দেশ—পূত-কলেবর—
াটি কোটি প্রাণী, ঋষি পুণ্যধর,
াটি কোটি জন শূর বীর নর,
বি কোটি কোটি মধুর অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে !

ন হে রাজন্ ! বনের বিহঙ্গ—
ধলে তাহারে যতনের সঙ্গ,
ঞ্জরে থাকিয়া সেহ সুখ পায় !
াণের আনন্দে কভু গীত গায় !
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ ;

কাকিলের স্বরে জগত তুষ্ট,
য়সের রবে কেন বা রুষ্ট ?—
ধন বল সে কোকিলে দেয়,
ধন বল বা বায়সে নেয় ?
কে মিষ্ট ভাষা—হৃদয় সরল,
স্থে তীব্র স্বর পরাণে গরল,
ধরা চায় সরল হৃদয়রস।

আমি, বৎস, তোর জননীর দাসী,
াসীর সন্তান এ ভারতবাসী,
চাও দুঃখের যাতনা তাদের,
চাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।

"কি কব, কুমার, হৃদি বক্ষঃ ফাটে,
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে !—
"বৃটিশ সিংহের বিকট বদন
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী, অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিবা, ভেকধারী,
সম্রাট্ ভাবিয়া পূজি সবারে !
"এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছারে আমার,
ভারত-সন্তানে লয়ে একবার
ভাই বলে ডাক্, হৃদি জুড়ায়।
"দেখ বৎস, দেখ কি উল্লাস আজ,
নিরখি তোমারে এ ভুবন মাঝ,
কোটি কোটি প্রাণী করি ঊর্দ্ধ হাত
বলিছে সঘনে 'আজি সুপ্রভাত'—
তপ্ত অশ্রুধারা নয়নে ধায়।
"ফিরিবে যখন জননী নিকটে,
বলো বাছা তাঁরে বলো অকপটে—
ভারত ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী এককালে
ডাকে তাঁর নাম প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে
তাদের পরাণ যেন জুড়ায় !"

[শাখা

বলিয়া ভারত মুছিয়া নয়ন,
তুষি আশীর্ব্বাদে মহিষী-নন্দন,
ঢাকিয়া বদন অদৃশ্য হয়।

[পূর্ণ কোরস্

"ভারতে আজি রে বিরাজে কুমার
ভারতে অরুণ উদিল আবার ;"
বাজিল বৃটিশ দামামা সঘনে,
বাজিল বৃটিশ শিঙ্গা ঘনে ঘনে,
"জয় ভিক্টোরিয়া কুমার জয়।"

যমুনাতটে।

(১)

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিনী-জল!
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাতি শোভে তরুশাখা'পরে,
নিরবিলি ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, জগত ঘুমায়;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী ছুলে ছুলে জলে ভাসি যায়।

(২)

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতিঃ বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্ব্বত উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।
কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

(৩)

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু ক'রে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

(৪)

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায়?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই, প্রিয়ার ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবা রাতি
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?

(৫)

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্ম-বন্ধু জন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না!
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল!
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

স্বর্গারোহণ। *

(১)

"খোল খোল দ্বার খোল ক
হিরণ্ময় জ্যোতিঃ যার"
বলিলা কৃতান্ত ডাকি ড
মুখেতে প্রীতির ভার;
"সম্বরি সংসার লীলা আ
শ্রীমধুসূদন আসে,

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে

সম্ভাষি আদরে লওরে তাহারে
বাণী-পুত্রগণ-পাশে।
কবি-কুঞ্জ-ধাম, পবিত্র কানন
অমর ভবনে যাহা,
নিরঞ্জন স্থান সদা মধুময়
দেখাও উহারে তাহা ;—
যাও দ্রুতগতি যাও যাও সবে
সুখে বংশীধ্বনি কর,
কুসুমে গাঁথিয়া সুন্দর মালিকা
মস্তক উপরি ধর।
ভুঞ্জি বহু দুখ সংসার-কারাতে
শ্রীমধু দুঃখেতে আসে,
ত্বরা করি যাও যশোগীত গাও
লও কবিকুঞ্জ-বাসে।"

(২)

খুলিল ত্বরিতে উচ্চ তোরণ
সঙ্গীত ঝঙ্কারে বায় ;
দিগঙ্গনাগণ দেবদূত সঙ্গে
রঙ্গে যশোগীত গায়।
"এস এস সুখে বাণী-বরপুত্র,
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু সুধাতে পালিত
কল্পনা-হীরার খনি ;
বাল্মীকি-হোমর- সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুভাষী নারী,
অকাল কোকিল, মরুতল-তরু,
অনীর দেশের বারি।
এস ভাগ্যবান, কবিকুঞ্জ-ধামে
চির সুখে কাল হর,
চিরজীবী হয়ে চির আকাঙ্ক্ষিত
জয়-মাল্য শিরে পর।"
বলিতে বলিতে ঘেরিয়া সকলে
মণ্ডলী করিয়া আসি,
দিগঙ্গনাদল কুসুমের দামে
শীর্ষ সাজাইল হাসি।

(৩)

সখীগণ চলে কবি-কুঞ্জবনে
কলকণ্ঠ ঝরে স্বরে,
কুসুম-বাসিত সুমন্দ মলয়
সুগন্ধ বিতরে দূরে।
ঘন কুহু-ধ্বনি, ভ্রমর-ঝঙ্কার
শ্যামার সুন্দর তান ;
বেণু-বীণা-শ্রুত অস্ফুট কাকলি
পুলকিত করে প্রাণ।
ভুলে মর্ত্ত্য-শোক, মধুমত্ত কবি
মধু সে আস্বাদ পায় ;
অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি
কবি-কুঞ্জপানে চায়।
চারিপাশে বামা- কলকণ্ঠ-স্বরে
মধুর কীর্ত্তন করে,
আকাশে পবনে, ঘ্রাণে সুবাসিত
মধুর সঙ্গীত ঝরে।
যবে উত্তরিলা কবি-কুঞ্জ-ধামে
শরীরে রোমাঞ্চ ধরি,
"কবি ধন্য তুমি শ্রীমধুসূদন"
ধ্বনিল কানন ভরি।

(৪)

সদা মধুময় কবিকুঞ্জ সেই
সুমিষ্ট সকলি তায়,
স্বভাবের গুণে সকলি সুন্দর
ক্ষণে রূপভেদ পায় ;—
এই ইন্দ্রধনু তনু মনোহর,
গগন উজ্জ্বল করে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণ পরে এই
বিজলী সুহাস্য ধরে ;
সতত সুন্দর শরতের শশী
সুনীল অম্বরে ভাসে,

সতত সুন্দর কুসুমের রাশি
তরু-কোলে-কোলে হাসে ;
স্বভাবের গুণে, সরসীর নীর,
ক্ষীর সম শোভা পায়,
নদী-নদ-বারি অমৃত সঞ্চারি
প্রবাহ ঢালিয়া যায় ;
মধুময় যত নিখিল জগতে
সকলি সেথানে ফলে,
অ-তাপ অনল, অ-শোক বাসনা,
গিরি তরু বায়ু জলে।

(৫)

লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর
অহে বঙ্গ-কুল-রবি,
যতদিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি ;—
আকর্ণ-পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুহৃৎরঞ্জন ভাণ,
মধুচক্র-সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ ;
আনন্দলহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদন-মণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধব-কুলে ;
বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়
গৌড়-সন্ততি-সার,
প্রিয়ংবদ সখা প্রণয়ের তরু,
কামিনী-কণ্ঠের হার ;
সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।

(৬)

গেলে চলি মধু কাঁদায়ে, অকালে,
পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্তগ্রহপ্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলে শেষ ;
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন,
জয়মালা শিরে পরি,
অনাথ ছটিরে কার কাছে বল
গেলে সমর্পণ করি ;
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে
গউর-বাসীরা সবে,
অনাথ-পালক, তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে ;
হবে কি সে দিন এ গৌড়-মাঝে
পূরিবে তোমার আশা ?
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা !
হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে ?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে !

—*—

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতীপূজা।

(১) ক (প্রয়োগ)

সুদূর পশ্চিমে—ছাড়িয়া ধাক্কার,
ছাড়িয়া পারস্য, আরব-কান্তার—
সাগর, ভূধর, নদী, নদ-ধার,
দেখ কি আনন্দে বসেছে ঘেরে ;
বীণাযন্ত্র করে বাণী-পুত্রগণ,
ছাড়িছে সঙ্গীত জুড়ায়ে শ্রবণ,
পূরিছে অবনী, পূরিছে গগন—
মধুর মধুর মধুর স্বরে।

(ক) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে প্রধান গায়কের উক্তি

(শাখা) খ

অরে তন্ত্রী তুই—বীণার অধম—
তুইও বাজিতে কর্ রে উদ্যম ;
(বাঁশরী যেমন রাখাল-অধরে)
বাজ রে নীরব ভারত-ভিতরে—
বাজ্ রে আনন্দস্ফুরিত স্বরে।

(পূর্ণ কোরস্) গ

প্রভাতে অরুণ উদয় যবে,
তখনি সুকণ্ঠ বিহগ সবে,
রঞ্জিতগগনে প্রভাস হেরে,
আসিয়া শিখর, পল্লব ঘেরে ;
গাহিয়া ভাস্কর-বিমান-আগে,
সুস্বরলহরী ছড়ায় রাগে ;
গোধূলি-আকাশে তমসা-রেখা
পড়িলে, তাদের না যায় দেখা !—
প্রভাত-অরুণ উদয় যবে,
তখনি বিহঙ্গ ডাকে রে সবে,
তখনি কানন পূরে সুরবে !

(২) প্রয়োগ।

কবি-রঙ্গভূমি এই না সে দেশ ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যেখানে সরসীকমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী,
গগন-ললাট ভাসায়ে বয় ?

(শাখা)

তবে মিছে ভয় ত্যজ রে সংশয়,
গাও রে আনন্দে পূরায়ে আশয়—

যে রূপে মায়েরে কমল-আসনে,
দিয়া শতদল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দন-বনে।

(পূর্ণ কোরস্)

কেন রে সাজাবি কুসুম-হার ?
ভারতে সারদা নাহিক আর !
অযোধ্যা নীরব—বাজে না সে বীণ,
বাজে না সে বাঁশী—নীরব উজ্জীন্ ;
নাহি সে বসন্ত-সুরভি-ঘ্রাণ,
গোকুলে নাহি সে কোকিল-গান ;
গৌড়-নিকুঞ্জে সুগন্ধ উঠে না ;
নীল-অচলে মলয় ছুটে না ;
নাহি পিক এক ভারত-বনে,
গিয়াছে সকল বাণীর সনে—
কেন রে সাজাবি কুসুম বনে ?

(৩ প্রয়োগ)

শ্বেতশতদল তেমতি সুন্দর
রাখ থরে থরে মৃণাল-উপর,
আরক্ত কমল, নীল পদ্মথর,
মিশাও তাহাতে চাতুরি ক'রে ;
কারু-কার্য্য করি রাখ মঞ্চতলে,
কেতকী-কুসুম পারিজাত-দলে,
ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে
রসাল মঞ্জরী গাঁথি লহরে।

(শাখা)

ঘের চারি ধার মাধবীলতায়,
চামেলি, গোলাপ বাঁধ তার গায়,
কস্তূরী চন্দনে করিয়া মিলন
মাধবীলতায় কর রে সিঞ্চন—
মাতুক সুগন্ধে সুর-ভবন।

(পূর্ণ কোরস্)

রচিল আসন অমরগণে ;—
কন্দর্প আইল ষড় ঋতু সনে ;

(খ) গায়ক সংশ্লিষ্ট দুই কিম্বা তিন জনের উক্তি।

(গ) অন্তর হইতে অন্য কয়েকজন শুনিতে শুনিতে উহারা যেন আপনাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ অনুভব করিতে হইবে।

আপনি সুমন্দ মলয় বায়
সুগন্ধ বহিয়া হরষে ধায় ;
ত্যজিয়া কৈলাস-ভূধর-শৃঙ্গ,
মহেশ আইলা দেখিতে রঙ্গ,
শ্রীপতি আইলা কমলা-সনে,
অমর-আলয়ে প্রফুল্ল মনে ;
দেবেন্দ্র-ভবনে আনন্দকায়
দেবর্ষি, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব বায়,—
শচীসহ ইন্দ্র সুখে দাঁড়ায় ।

৪ (প্রয়োগ)

শোভিল সুন্দর কুসুম আসন,
মনের আহ্লাদে বিধাতা তখন,
ত্যজি ব্রহ্মলোক করিলা গমন,
ধ্যানেতে বসিলা আসন-পাশে ;
যথা পূর্ব্বদিকে—অরুণ উদয়,
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে করে দিক্ শিখাময়,
ক্রমে চতুর্ম্মুখ সেই রূপ হয় —
দেহেতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশে ।

(শাখা ।)

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে,
ব্রহ্মার ললাট হ'তে জ্যোতিঃ ছুটে,
অপরূপ এক সুশুভ্র-বরণা,
অমরী উদিল হাতে করি বীণা—
মুখে নিত্যসুখে বেদ-ঘোষণা ।

(পূর্ণ কোরস্)

ফিরে কি আবার সে দিন হবে ?
মুনিমতভেদ ঘুচিবে যবে !
শুনে বেদগান বাণীর স্বরে,
হবে জয়ধ্বনি অমরাপুরে ?—
নামে রে যখন তপন-রথ,
মলিন গগনে—কে রোধে পথ ?
খসিলে গগন-তারকা, হায়
পুনঃ কি উঠি সে আকাশে ধায় ?
উজানে কখনো ছুটে কি জল ?
ফিরে কি যৌবন করিলে বল ?
বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল !

৫ (প্রয়োগ)

বেদমাতা বাণী আসন উপরে,
মনের হরষে পূজিলা অমরে ;
উল্লাসে মহেশ, উন্মত্ত অন্তরে ;
পঞ্চমুখে বেদ করিলা গান ;
আপনি বিধাতা হইলা বিহ্বল,
আনন্দে তুলিয়া শ্বেত শতদল
দিলা শ্বেতভুজে—দেবতা সকল
হইলা হেরিয়া মোহিত প্রাণ ।

(শাখা ।)

দেব-জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বেদের সঙ্গীত মিশিয়া তখনি
বীণা-ধ্বনি-সহ প্রবাহ বহিল—
ভারতে আনন্দে কতই শুনিল,
কত সুখ-তরি ভাসায়ে দিল !

(পূর্ণ কোরস্)

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায় ?
হারান মাণিক্ পাওয়া কি না যায় ?
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহুগ্রহ-ছায়া ক দিন রবে !
এ জগত মাঝে করো না ভয়,
সাহস যাহার তাহার জয় ;
দেখো না দেখো না দেখো না পাছে,
আগে দেখ চেয়ে কতদূর আছে ;
ওই দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে,—
আর কি উহারে পাবে না ফিরে ?

৬ (প্রয়োগ)

ক্রমে যত কাল বহিতে লাগিল,
সারদা পূজিতে মানব ছুটিল,

কবি-নামে খ্যাত ধরাতে হইল
মধুর হৃদয় মানবগণ ;
আইল প্রথমে আর্য্যকুল-রবি,
জগত-বিখ্যাত শ্রীবাল্মীকি কবি—
দিলেন সারদা করুণার ছবি
হাতে তুলে তাঁর, প্রফুল্ল মন।

(শাখা)

সে ছবি হেরিয়া আরো কতজন
আসিল পূজিতে মায়ের চরণ—
আসিল হোমর যুনানী-নিবাসী,
সঙ্গে দ্বৈপায়ন—নিরখিল আসি
অপূর্ব্ব কোদণ্ড, কৃপাণ-রাশি।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজায়ে আনন্দে সমর-তুরী
যাও কবিদ্বয় অবনী পুরী ;
শুনায়ে মধুর অমর-ভাষ,
ঘুচাও মানব-মনের ত্রাস ;
দেখাও মানবে ভুবনত্রয়
ভ্রমিয়া আনন্দে—ক'রো না ভয়।
না যাও কেবল কৃতান্ত-ধামে—
যোহানা মিল্‌টন, ডান্‌টে নামে,
আসিবে পশ্চাতে শূর দুইজন,
সে পুরী খুলিয়া দেখাবে তখন ;
দেখাবে তাহার অনলময়
অসীম বিস্তার, অনন্ত ভয়—
কাঁপিবে আতঙ্কে ভুবনত্রয়।

৭ (প্রয়োগ)

পরে অদ্ভুত প্রাণী দুইজন
আইল পূজিতে সারদাচরণ—
ক্ষিতি, ব্যোম, তেজঃ, সমুদ্র, পবন,
সকলি তাদের কথায় বশ।
ডাকিলা সারদা আনন্দে দু'জনে,
বসাইলা নিজ কুসুম-আসনে ;
অমূল্য বীণাটী দিলা এক জনে,
দিলা অন্য জনে বিবিধা রস।

(শাখা)

যাদুকর-বেশে চমকিয়া ভুবন
নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া দুজন ;
এক জন তার সে বীণার স্বরে,
মেঘে করি দূত প্রিয়া মনঃ হরে,
এক জন বসি এভনের তীরে
অমৃত বিতরে অমর-নরে।

(পূর্ণ কোরস্)

বিজন-মরুতে সাজায়ে হেন
এফুল-মালিকা গাঁথিলে কেন ?
আর কি আছে সে সুরভি ঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল-গান ?
আর কি এখন সুগন্ধময়
গউড়-নিকুঞ্জে মলয় বয় ?
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
শুকায়ে গিয়াছে সুধার লেশ ;
আজি রে এ দেশ গহনবন,
গহনকাননে কেন বা এ ধন
রাখিলে ভুলাতে কাহার মন ?

(প্রয়োগ)

কেন না রাখিব, এই না সে দেশ ?—
কবি-রঙ্গ-ভূমি লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যেখানে সরসীকমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী,
গগনললাট ভাসায়ে রয় ?

দেবনিদ্রা।

(১)

কোন মহামতি মানব-সন্তান,
বুঝিতে বিধির শাসন-বিধান,
অধীর হইল বাসনানলে ;—
অবনী ত্যজিয়া অমর-আলয়ে
প্রবেশি দেখিবে দেবতানিচয়ে—
দেব পুরন্দর, রবি, হুতাশন,
বায়ু, হরি, হর মরালবাহন,
দেখিবে ভাসিছে কারণ-জলে।

(২)

দেখিবে কারণ-সলিলে ভাসিয়া,
চলেছে কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া
পরমাণু রেণু সময় বয়ে।
দেখিবে কিরূপে আয়ুর সঞ্চার,
দেহের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিঃ, অন্ধকার, জগত স্বরূপ,
নিয়তি-শৃঙ্খল দেখিবে কিরূপ—
ভাবিতে লাগিল অধীর হয়ে।

(৩)

"আয় রে মানব" সহসা অমনি
পূরি শূন্যদেশ হলো দৈবধ্বনি—
বাজিল দুন্দুভি, নাদিল অশনি,
খুলিল অমর-আলয়-দ্বার ;
ছুটিল আলোক ত্রিলোক পূরিয়া,
অপূর্ব্ব সৌরভ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া—
উচ্ছ্বাসে বহিল,—শ্রবণ ভরিল
মধুর অমরসঙ্গীত ভার।

(৪)

মানবনন্দন অমরভবনে,
প্রবেশি তখন পুলকিত মনে,
দেখিল নিরখি অমরালয়,
গগন-মণ্ডলে অজস্র কেবলি,
মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার,
পরিকন্যাগণ করিয়া ঝঙ্কার
সাধিছে বাদন মাধুরীময়।

(৫)

তপন মণ্ডল গগন প্রাঙ্গণে,
কিরণসমুদ্র যেন বা শোভনে,
শিখার তরঙ্গ ছুটিছে তায়।
দেখিল আনন্দে সে কিরণ উঠি
অনন্ত অনন্ত যোজনেতে ছুটি
করিছে ভ্রমণ—পড়িছে ভাতিয়া
কিরণের রজ্জু, যেন বা গাঁথিয়া,
সহস্র সহস্র গ্রহের গায়।

(৬)

আদিত্য ঘেরিয়া চলেছে ঘুরিয়া,
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,
দেখিল তাহাতে সুধার হ্রদ ;
সে হ্রদ-সুধাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রণয়-বিধুর, হৃদয়-ব্যথাতে,
অসংখ্য গন্ধর্ব্ব, দানব-মণ্ডলী,
কূলেতে বসিয়া অতি কুতূহলী,
আনন্দে ভুঞ্জিছে মধুর মদ।

(৭)

সুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,
ত্রিদশ মণ্ডলে সৌরভ বয় ;—
অমর নীরব, নাহি কলরব,
শূন্যেতে কেবলি মধুর সুরব
সঙ্গীত ঝরিছে, ত্রিদিব পূরিছে,—
"শান্তি শান্তি শান্তি" শবদ হয়

(৮)

দেব অট্টালিকা চন্দ্রাতপ তলে,
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,
অতুল মহিমা বদনে ভাতি ;

অপূর্ব্ব শয়নে সুখে নিদ্রা যায়,
পদতলে ইন্দ্র-মাতঙ্গ ঘুমায়,
চৌদিক ঘেরিয়া দামিনী খেলায়,
পুষ্কর প্রভৃতি মেঘেতে ভাতি।

(৯)

মহা তেজস্কর, প্রচণ্ড ভাস্কর
ঘুমায় অম্বরে, খুলিয়া সুন্দর
সহস্রকিরণ কিরীট-ভূষা!
অণু হ'তে ঝরে অপূর্ব্ব সুষমা,
জলধনু তনু জিনিয়া উপমা,
নিকটে স্যন্দন, অরুণ, উষা।

(১০)

খুলে মৃগচিহ্ন, অতুলিত শোভা,
অমল সুন্দর তনু মনোলোভা,
শশাঙ্ক ঘুমায় কিরণজালে।
সে তনু দেখিতে কিন্নর-কুমার,
কত শত দল, অপূর্ব্ব আকার,
রয়েছে দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে পূরিয়া—
সুধার সুগন্ধে আনন্দে মাতিয়া,
উড়িছে চকোর অযুত পালে।

(১১)

শশিতনু-ছটা পড়িছে উথলি,
দেব ক্রীড়াবন নন্দন উজলি
মেরু, মন্দাকিনী, তরু-চূড়ায়;
কুসুম-আকৃতি অপ্সরা, কিন্নরী,
কর, বক্ষঃ, ক্রোড়ে, বাহু-যষ্ঠ ধরি,
শু'য়ে সারি সারি লতা-পুষ্প'পরে,
বিমল চন্দ্রমা-কিরণে বিহরে—
পারিজাত ফুলে শচী ঘুমায়।

(১২)

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,—
মানব-কুমার সভয়ে চকিত,
শুনিল গম্ভীর জীমূতনাদ।
দেখিল আতঙ্কে নয়ন ফিরায়ে
গগন-উপান্তে, একত্র জড়ায়ে,
খেলিছে অসংখ্য বিজলি-ছাঁদ।

(১৩)

অধোদেশে তার, অনন্ত-বিস্তার
কারণ-জলধি পরি বীচিহার,
উথলিছে রঙ্গে, প্রসারি ধারা;
গহ্বরে গহ্বরে, উপকূল-ধারে,
প্রচণ্ড হুঙ্কারে মারুত প্রহারে,
ভাঙ্গিতে যেন বা বন্ধন কারা!

(১৪)

উপকূল-ধারে, অনল-কুণ্ডেতে,
শিখর-প্রমাণ শিখার শুণ্ডেতে,
অনল উঠিছে গগনভালে,
যেন ঐরাবত ছুটিয়া পবনে,
ঘোর আকর্ষণে গভীর গর্জ্জনে,
জল-স্তম্ভ ধরি শুণ্ডেতে উগরি,
ফেলিছে তুলিছে জলদজালে।

(১৫)

কারণসাগরে, পরমাণু করে,
অনাদিপুরুষ বসি ধ্যানভরে,
ছাড়িছে নিশ্বাস—জন্মিয়া তায়,
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া,
অসীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া,
ছুটিছে অনল-স্ফুলিঙ্গ-প্রায়।

(১৬)

কত সূর্য্য, তারা, কত বসুমতী,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, কত অস্ফুট-মূরতি.
ভাসিয়া চলেছে কারণ-জলে;—
কত বসুন্ধরা, রবি, শশী, তারা,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, হ'য়ে রূপ-হারা
খসিয়া পড়িছে, সলিলে ডুবিছে,
কারণ-বারিধি অতল-তলে।

(১৭)

সে বারিধি হ'তে চলেছে ছুটিয়া
দেখিল মানব পুলকে পূরিয়া
কালের তরঙ্গ বিপুল কায় ;
বহিছে দ্বিধারে দ্বিবিধ প্রকারে,
এক ধারা'পরে, মানব আকারে,
কতই পরাণী ভাসিয়া যায়।

(১৮)

অমল কমলে ভাসিছে সকলে,
ধনুর্দ্ধারী কেহ, কারো করতলে
লেখনী পুস্তক বিস্তৃত রয় ;
ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
জগতে শুধুই ইহারা জাগ্রত,
"মা ভৈঃ—মা ভৈঃ" গভীর উচ্ছ্বাসে,
সজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে—
কালের তরঙ্গ করিয়া জয়।

(১৯)

সে নরমণ্ডলে মানবকুমার,
সজাতি হেরিল কত আপনার,
পুলকে পূরিল মোহিত হয়ে ;—
বাজিল দুন্দুভি সহসা অমনি,
সুদূর গগনে হ'লো দৈববাণী,—
"দেখরে মানব এ দিকে চেয়ে !"

(২০)

দেখিল চমকি অন্য ধারা-তীরে,
গভীর চিন্তায় পদ ফেলি ধীরে,
চলেছে ধরিয়া প্রবাহ-ধারা,
প্রাণী কয় জন পুলকিত চিত,
"মা ভৈঃ" নিনাদ শুনিয়া স্তম্ভিত,
দেবছটা যেন বদনে ভরা।

(২১)

পশ্চাতে তাঁদের করি জয়ধ্বনি,
চলেছে কতই মানব পরাণী।
ভেরী-শঙ্খনাদে করি ঘোর ধ্বনি,
সাগর হুঙ্কারে উথলে গীত ;
উথলে সঙ্গীত-নিনাদ গভীর—
"হো'ক না কেন সে মাটীর শরীর,
মানবের জাতি কখনও লীন,
হবে না সমূলে ক্ষিতি যত দিন—
তবে রে পরাণী, কেন ভাবিত ?"
ডাকিছে আবার আনন্দ-আরাবে—
"সময়-বিজয়ী প্রাণী যারা সবে,
গাও রে উল্লাসে অমর-গীত।"—

(২২)

"দেব-অংশে জন্ম, পর দেব-মালা,
কর মর্ত্ত্যভূমি জগতে উজলা,
দনুজারি-তেজে অবনী-অঙ্কেতে,
কর সিংহনাদ বিজয়-শঙ্খেতে,
জাগুক জগতে মানব-নাম ;
জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণ্ডলী,
দানব গন্ধর্ব হ'য়ে কুতূহলী,
দেখুক চাহিয়া ভবিষ্য খুলিয়া,
ত্রিলোক-উজ্জ্বল মানব-ধাম !"

(২৩)

সে গীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে,
বাজে শৃঙ্গনাদ, শুনিল অন্তরে,
দেখিল চাহিয়া নর-কুমার—
শত শত দলে পরাণী সকলে,
করি সিংহনাদ মহা গর্ব্বে চলে,
বলে উচ্চৈঃস্বরে ধরণী-মণ্ডলে—
"একতার সম কি আছে আর ?"

(২৪)

"একতার গুণে বিজিত অমরে
কত কাল দৈত্যে যুঝিলা সমরে ;
দৈত্যকুলে নাশ করি, মুণ্ডমালা
পরে মহাকালী দনুজারি বালা,
নির্দৈত্য করিয়া অমর-বাস !

একতা সাধিতে এ মর-ভবনে,
কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে,
গেল স্বর্গে চলি দিয়া নরবলি,
অবনী-দানবে করিয়া নাশ !”

(২৫)

“এ মর্ত্যপুরীতে সেই ধন্য জাতি,
একতার জ্যোতিঃ বদনেতে ভাতি,
তেজোগর্ব্ব ধরি থাকে নিজ বাসে,—
হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরষে,
হাসিতে কাঁদিতে করে না ভয় ;
করে না কখন পাদ্য অর্ঘ্য দান,
পর-পদতলে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
কৃতাঞ্জলি করে ভীরুতার স্বরে,
বলে না কখন ঘাতকে জয় ।”

(২৬)

“একতাই মর্ত্যে মানব-সম্বল,
একতা বিহনে পরেরি সকল,
দারা পুত্র গৃহ যা আছে তোর,
সে ধন বিহনে আলয়-বিপিনে,
জীবন-আস্বাদ পাবিনে পাবিনে—
দিবস শর্ব্বরী সকলি ঘোর ।”

(২৭)

হরষিত-তনু কদম্বের প্রায়,
মানব নন্দন দেখে পুনরায়,
সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় আকৃতি ;
প্রাণী কয় জন প্রফুল্লনয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করিয়া ধারণ,
করিয়া ধারণ বায়ু, জলধারা,
শনি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, তারা,
রাহু, রবি, কেতু, শশীর পরিধি
অথবা পৃথিবী, অতল জলধি,—
গাহিছে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন-গীতি ।

(২৮)

“তেজঃপিণ্ডবৎ ধূম-বাষ্পময়, *
ছিল এ ধরণী ধাতু-শঙ্খালয়,
ক্রমেতে মৃন্ময়, মীন-কূর্ম্মাবাস,
তৃণ, তরু, মৃগ, মনুর আবাস,—
সাজিল ধরণী অপূর্ব্ব-কায় ।
চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,
এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি,
চারি চন্দ্র-শোভা ঘেরে বৃহস্পতি ;
জ্যোতির-উপবীত প'রে মনোহর,
ভ্রমে অষ্টশশী ভ্রমে শনৈশ্চর ;
ভ্রমে কেতুমালা তপনে বেড়িয়া,
অনন্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া ;—
তারকা-কুসুম ছড়ান তায় ।”

(২৯)

“ফিরাব বেগেতে পবনের গতি,
তরল বায়ুতে শবদ-শকতি
রাখিব স্থাপিয়া, দেখিব খুলিয়া
রবির কিরণ গঠন প্রথা ;
আনিব নামায়ে ভীষণ অশনি
পৃথিবী উপরে—বাসব—শিঞ্জিনী,
বাঁধিব সুন্দর দামিনী-লতা ।
চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর পাশে দেখিব গগনে,
তারকা-কুসুম ছড়ান তায় !”
গাহিতে গাহিতে চলেছে সকলে
এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে—
নিয়তি-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পায় ।

(অসম্পূর্ণ)

* এক্ষণকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতে আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল; কিন্তু এ বিষয় এখনও কিছু স্থির হয় নাই

ভারত-বিলাপ।

ভানু অস্তগেল, গোধূলি আইল,
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল,
মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে ;—
কোথা বা সুন্দর ঘন কলেবর
সিন্দুরে লেপিয়া রাখে থরে থর,
কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর
যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে।
সোণার বরণ মাখিয়া কোথায়
জলধর জ্বলে, নয়ন জুড়ায়,
আবার কোথায় তুলারাশি প্রায়
শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা।
হেনকালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে
হেরি মনোহর সে তট-উপরে
রাজধানী এক, নব শোভা ধ'রে,
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা।
দ্বিতালা ত্রিতালা চৌতালা ভবন
সুন্দর সুন্দর বিচিত্রগঠন
রাজবর্ত্ম পাশে আছে সুশোভন
গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায়।
অদূরে দুর্জ্জয় দুর্গ বড়াই,
প্রকাণ্ড-মূরতি, জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই ;
চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী যায়।
গড়ের সমীপে আনন্দ-উদ্যান,
যতনে রক্ষিত অতি রম্য স্থান,
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান,
নয়ন, শ্রবণ, তনু জুড়ায়।
জাহ্নবী-সলিলে এদিকে আবার
দেখ জলযান কাতারে কাতার
ভাসে দিবানিশি—গুনবৃক্ষ যার
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায়।
অহে বঙ্গবাসি, জান কি তোমরা ?
অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা
কার রাজধানী, কি জাতি ইহারা,—
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায় ?
নাহি যদি জান, এস এই খানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়।
অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রিটনবাসীরা—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায় !
হায় রে কপাল, ওদেরি মতন
আমরাও কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে-বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?
ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়া কুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস।
কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন,
তখনি সে সাধ গিয়েছে ঘুচে
সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ সুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে ধরিয়া দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে !
হায়, বসুন্ধরা, তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে,
পূরাতে নারিলে মনের আশা।
রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,

দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা।
হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার; কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে,—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হতো না তায়।
তা হ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,

অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়!
এই যে দেখিছ পুরী মনোহর,
শতগুণ আরো শোভিত সুন্দর,
এই ভাগীরথী ক'রে থর থর
ধাইত তখন কতই সাধে!
গায়িত তখন কতই সুস্বরে
এই সব পাখী তরু শোভা ক'রে,
কতই কুসুম পরিমল ভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে॥

আগেকার মত উঠিত তপন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে—গ্রহ তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ধরিয়া ধরা।
যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস বাল্মীকি,—বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা॥

যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীর-রসে,
হিমালয়চূড়া গগন পরশে
গায়িত যখন ভারত-নাম।
ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গায়িত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্বরে,—
জগতে ভারত অতুল ধাম।
ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল,
এ হেন ভূভাগ ক'রে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল—
তোমার তেজের নাহি উপমা;
এখন কিঙ্কর হয়েছি তোমার
মনের বাসনা কি কহিব আর?
এই ভিক্ষা চাই ক'রো গো বিচার
অথর্ব্ব দাসেরে ক'রো গো ক্ষমা॥

দেখ চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বয়সে
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।
আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা।
তোমারো ত বুকে কত শত বার
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার—
এই কথা সদা করিও ধ্যান।
ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গরজে—উথলি আবার
উঠিতে ভারতে ব্যথিত প্রাণ।

কোন একটি পাখার প্রতি।

(১)

ডাক রে আবার, পাখী, ডাক্‌রে মধুর!
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর।
আবার ডাক্‌রে পাখী, ডাক্‌রে মধুর!

বসিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসালমূলে
দেখিনু উপরে চেয়ে আশায় আতুর!
ডাক্ রে আবার ডাক্ সুমধুর-স্বর।

(২)

কোথায় লুকায়েছিল নিবিড় পাতায়;
চকিত চঞ্চল আঁখি, না পাই দেখিতে পাখী;
আবার শুনিতে পাই, সঙ্গীত শুনায়।
মনের আনন্দে ব'সে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল্, এ সঙ্গীত নিরমল?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায়?
ডাক্‌রে, আবার ডাক্ পরাণ জুড়ায়।

(৩)

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,
কখন আদর করে, কভু অভিমান ভরে,
অমনি ঝঙ্কার ক'রে লুকায়ে থাকিত।
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত!
নব অনুরাগে যবে, ডাকিত প্রাণবল্লভে,
কেড়ে নিত প্রাণ মন পাগল করিত;
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত!

(৪)

ধিক্ মোরে, ভাবি তারে আবার এখন।
ভুলিয়ে সে নব-রাগ, ভুলে গিয়ে প্রেমযাগ,
আমারে ফকীর করে আছে সে যখন,
ধিক্ মোরে, ভাবি তারে আবার এখন!
ভুলিব ভুলিব করি তবু কি ভুলিতে পারি!
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন;
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন?

(৫)

ডাক্‌রে বিহগ তুই ডাক্‌রে চতুর;
ত্যজে শুধু সেই নাম, পুরা তোর মনস্কাম,
শিখেছিলু আর যত বোল সুমধুর;
ডাক্‌রে আবার ডাক্ মনোহর সুর!
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুসুমিত লতা,
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর;—
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর!!

হতাশের আক্ষেপ।

(১)

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে!
তারে ত পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে।
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!

(২)

অই শশী অই খানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি!
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি!
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি!

(৩)

কৌমার যখন তার, বলিত সে বার বার,
সে আমার আমি তার, অন্য কারো হবো না।
ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।

(৪)

লোক-লজ্জা মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।

(৫)

হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক-প্রায়,
খাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাজিল;—
সুধাপান-অভিলাষ অভিলাষ (ই) থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার,
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

(৬)

হায়, মরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্য জনে প্রাণনাথ বলিল ;
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

(৭)

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে,
থাকি প'ড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা,
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না।
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান, অপমান—
অরে বিধি, তারে কি রে জন্মান্তরে পাবনা ?

(৮)

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো,
দেখে বুক বিদরিল, কেন তারে দেখিলাম !
ভাবিতাম আমি দুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চখে দেখিলাম !

(৯)

এইরূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকাময়,
নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;
এক দৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্দ্রাননে
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে ;
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে ?

(১০)

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি
তার পানে,
চিত্তহারা দুই জনে বাক্য নাহি সরে রে ;
কতক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি, নাথ" !
বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে।

(১১)

বদন চুম্বন করে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে,
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
"ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন
তোমারে।"—
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে !

প্রিয়তমার প্রতি।

(১)

প্রেয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে ?
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে ?
অই দেখ নব ঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ,
মৃদু মৃদু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে,
দেখ পুনঃ চাঁদ আলো, ময়ুর খুলিয়ে পাখা,
কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে !
পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল,
স্নেহ করে তৃণদল বুকে ক'রে রাখিছে !
হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়'
যমুনা-জাহ্নবী-কায়া উথলিয়া উঠিছে।
চাতক তাপিত প্রাণ, পুলকে করিয়ে গান,
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে !
প্রেয়সি রে সুখোদয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়,
কেবলি মনের দুখে এ পরাণ কাঁদিছে।

(২)

অই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল !
লতায় কুসুমদলে, পাতায় সরসী-জলে,
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল।
শ্যামল সুন্দর ধরা, শোভা দিল মনোহরা,
শীতল সৌরভ-ভরা বায়ে বায়ু ভরিল !
মরাল আনন্দ-মনে, ছুটিল কমলবনে,
চঞ্চল মৃণালদল ধীরে ধীরে দুলিল।
বক হংস জলচর, পোতে করি কলেবর,
কেলি-হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।
দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন খোলে
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠিল।
এ শোভা দেখাব কারে, দেখায়ে সন্তোষ যারে,
হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল !

(৩)

ত্যজিবে কি প্রাণনাথ ? ত্যজিতে কি পারিবে ?
কেমনে সে স্নেহলতা এ জনমে ছিঁড়িবে ?

সে যে স্নেহ সুধাময়, ঘেরিয়াছে সমুদয়,
প্রকৃতি-পরাণ-মন কিসে তাহা ভুলিবে?
আবার শরৎ এলে, তেমনি কিরণ ঢেলে,
হিমাংশু গগনে কিরে আর নাহি উঠিবে?
বসন্তের আগমনে, সে রূপে সন্ধ্যার সনে,
আর কি দক্ষিণ হ'তে বায়ু নাহি বহিবে?
আর কি রজনী-ভাগে, সেইরূপ অনুরাগে,
কামিনী রজনীগন্ধ, বেল নাহি ফুটিবে?
প্রাণেশ্বরি! পুনর্ব্বার, নিশীথে নিস্তব্ধ আর
ধরাতল সেইরূপে নাহি কিরে থাকিবে?
জীবজন্তু কেহ কবে, কখন কি কোন রবে,
ভুলে অভাগার নাম কণ্ঠেতে না আনিবে?
প্রেয়সি রে সুধাময়, স্নেহ ভুলিবার নয়,
কাঁদালি কাঁদালি সুধু পরিণামে জানিবে!

(৪)

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ঝরিল।
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল।
হরিত শস্যের কোলে, দেখ রে মঞ্জরী দোলে,
ভানুছটা তাহে কিবা শোভা দিয়া পড়েছে!
বহিলে মৃদুল বায়, চলিয়া চলিয়া তায়,
তটিনী-তরঙ্গলীলা অবনীতে খেলিছে।
গোঠে গাভী বৃষ সনে, চরিছে আনন্দ-মনে,
হরষিত তরুলতা ফলে ফুলে সেজেছে।
সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ,
শরতে সুন্দর হ'য়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।
আচম্বিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন,
উড়িয়ে অম্বরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে।
প্রেয়সি রে মনোহরা, এমন সুখের ধরা,
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে!

(৫)

আহা কি সুন্দর-বেশ সন্ধ্যা অই আসিল!
ভাঙা ভাঙা মেঘগুলি, ভানুর কিরণ তুলি,
পশ্চিম গগনে আসি ধীরে ধীরে বসিল,
অস্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধরি,
বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল।
গোধূলি কিরণ মাখা, গৃহচূড়া তরুশাখা,
প্রেয়সি রে, মনোহর মাধুরীতে পূরিল।
কাদম্বিনী ধীরি ধীরি, হয়, গজ, তরু, গিরি,
আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল।
দেখ প্রিয়ে সূর্য্য-আভা, গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
সুবর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের পরে উঠিল আনন্দ-ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধ'রে নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্য-মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল।

(৬)

আজি এ পূর্ণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে?
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহ মন জুড়াবে?
এখনি যে সুধাকর পূর্ণবিম্ব মনোহর,
পূর্ব্বদিকে পরকাশি সুধারাশি ছড়াবে।
এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ থরে থরে,
আসিয়ে মেঘের মালা সুধাকরে সাজাবে।
তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল,
চাঁদের কৌমুদীমাখা কারে আজি দেখাবে?
প্রেয়সি, অঙ্গুলি তুলি, কুসুম কলিকা গুলি,
শিশিরে ফুটেছে দেখি কারে আজি যোগাবে—
"অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক",
বলে সুধাইবে কারে, কে বাসনা পূরাবে?
তনু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,
তারে কাঁদাইলে, হায়, প্রাণ কি জুড়াবে?

কালচক্র।

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
উন্নত গগন'পরে,
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতিঃ ধরিয়া।—

মানবে দেখায়ে পথ
চলেছে তড়িতবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া।
হেরে সে নক্ষত্র ভাতি
দেখ রে মানবজাতি
ছুটেছে তাদের সনে
আনন্দ উৎসাহ মনে
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।

চলেছে চাহিয়া দেখ
যোদ্ধা যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।

জলধি, পৃথিবী, মেরু,
প্রতাপে হয়েছে ভীরু,
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।

চলেছে বুধমণ্ডলী
নরে ক'রে কুতূহলী,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
ছিঁড়িয়া আনিছে তারা
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞান-ডোরে বাঁধিয়া।

আকাশ পাতাল গত
পঞ্চভূত আদি যত
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া!
দেবতা অসুরগণ
ক্রমে হয় অদর্শন,
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।
সরস্বতী কুতূহলা,
সাহিত্য-দর্শন-কলা
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া।
কমলা অজস্র ধারে
ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে
ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।
কবিকুল কোলাহলে
মুখে জয়ধ্বনি ব'লে

উন্নতি তরঙ্গ সঙ্গে
ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,
স্বজাতি-সাহস-কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।
অই দেখ অগ্রে তার
পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসীজাতি দর্প শুদ্ধ করিয়া।

অস্থির শাসনানলে—
স্থাপিত অবনীতলে
সমাজ-শৃঙ্খলমালা নব সূত্রে গাঁথিয়া।
চলেছে রে দেখ চেয়ে
শতবাহু প্রসারিয়ে
অই সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া,
আমেরিকার জীবন,
নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।

অই শুন, ঘোর নাদে
পূরাতে মনের সাধে
পুরুষিয়া মত্তবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া।
বিনতা-নন্দন সম
ধ'রে নিজ পরাক্রম
দেখ রে আসিছে রুষ মেদিনী গ্রাসিয়া।

ইতালি উজ্জ্বলা হ'য়ে
স্বর্ণকিরীট শিরে ল'য়ে
আবার জাগিছে দেখ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া।
বিস্তারিয়া তেজোরাশি
দেখ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা,
মরু দ্বীপ সসাগরা,
যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।
প্রকাশি অসীম বল
শাসিছে জলধিতল,
শিরে কোহিনুর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া।
তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—

হতভাগা হিন্দুজাতি!
শোভে কি নক্ষত্রভাতি
উন্নত গগন'পরে ধরাতল ভাতিয়া?
ছিল সাধ বড় মনে
ভারত (ও) ওদেরি সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া;
আবার উজ্জ্বল হবে
নব প্রজ্বলিত ভবে
ভারত উন্নতি স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।
জন্মিবে পুরুষগণ,
বীর, যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত-নাম ক্ষিতি পৃষ্ঠে আঁকিয়া।
সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর;
এক জন (ও) কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।
এ ক্ষিতিমণ্ডল-মাঝ
আর্য্য কি রে নাহি আজ
শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।
সে সাধ ঘুচেছে হায়!
আয় মা জননী আয়,
ল'য়ে তোর মৃতকায়
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া!

কুহু-স্বর।

অই কুহরিল পিক ললিত উচ্ছ্বাসে!
হিমঋতু অবসান, ব্যাকুল পাখীর প্রাণ,
হৃদয়ের বেগ তার হৃদি-তটে রয় না।—
হায়! বঙ্গ-হৃদি কেন অই রূপে বয় না?
কি কুহু ডাকিল পাখী বলিতে না পারি!
প্রকৃতি কুন্তল মাজি, নব কিসলয়ে সাজি,
হাসির তরঙ্গ তোলে, অন্তরেতে ধরে না!
অমনি হাসিতে বঙ্গবাসী কেন হাসে না?
শুনিতে সে মধুময় কোকিল-কাকলি
অচেত মলয় বায়, সেও রে ছুটিল হায়!
ছুটিল কুসুম রেণু, সেও ধৈর্য্য মানে না!—
অমনি আবেগ-স্রোত বঙ্গে কেন ছোটে না?
তুমিও কি সরোবর অই কুহুস্বরে
চলেছ লহরী তুলে, মঞ্জরিত তরু-মূলে,
উতলা প্রাণের কথা জানাতে তাহায়?—
বঙ্গের নাহি কি আশা জানাতে কাহায়?
কল কল কল স্বরে তুমি প্রবাহিণী,
ছুটেছ সাগর-পাশে, মাতিয়া কি অই ভাষে,
বলো না লো কি আশ্বাসে? বলো সে কাহিনী;

শুনায়ে অচল বঙ্গে কর চিরঋণী।
জড়ে চেতনের ভাষা বুঝিয়া চেতিল—
কি বলিছে কুহুস্বরে, কে বুঝায়ে দিবে নরে,
ধরণী চঞ্চল করে কি কথা এমন?—
বনের পাখীর স্বরে চকিত ভুবন!
নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রাণী হায়!
সম্প্রতি আশার লতা শুনায় অমনি কথা?
অমনই নিগূঢ় ভাবে?—নাহি কি অমন
হৃদয় ক্ষেপানো কথা কাহার (ও) গোপন?
হাসি কান্না, কি উল্লাস নাহি কি রে আর
কাহার (ও) হৃদয়-মাঝে অমনি ধ্বনিত হচ্ছে,
বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছ্বাস তুলিয়া?
হাসে, কাঁদে, ভাসে বঙ্গ উৎসাহে ডুবিয়া!
কে আছ হে কবিকুলে গভীর-হৃদয়!
গাও একবার শুনি, জীবন সার্থক গণি,
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছ্বাস,
জুড়ায়ে এ গৌড়ের প্রাণের হুতাশ।
উচ্চতানে বঙ্গ-প্রাণে মিশাইয়া প্রাণ,
প্রাচীন যুবক জনে লও হে আশার বনে,
উন্মত্ত করিয়া গানে, কুহক দেখাও;—
প্রভাতের জ্যোতি বঙ্গ-নিশিতে মিশাও!
বলিব বঙ্গের ভাতি শুনাও বিদারি—

পরস্পরে রাখি ভর   পাষাণে পাষণ-স্তর
বিরাজে অনন্ত কোলে, বিনা অন্য ডোরে !
ভূধর করিছে চূর্ণ সিন্ধুর সলিলে।
বলো হে কিসের বলে   সে সলিলকণা চলে !
দিনে দিনে পলে পলে,—না হয় শিথিল !
জলে জলকণা বাঁধে কি গভীর মিল !
কার হৃদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ খেলায় ?
দেখাও হৃদয় খুলে   গউড় যাউক ভুলে,
সে তরঙ্গ স্রোতে মিলে ভাসুক তেমতি,
শুনে ও কোকিলধ্বনি প্রকৃতি যেমতি !
না যদি ভাসাতে পার উৎসাহে তেমন,
হাসাও হে বঙ্গে তবে   নিগূঢ় রহস্য-রবে,
বঙ্গ হৃদয়ের শিলা করি উন্মোচন।—
হাসিলে পাসরে ব্যথা গোলামের(ও) মন।
যে রসে হাসাতে পার হাসাও উচ্চেতে ;
যেন সে হাসির সনে   হাসে সবে ফুল্লাননে,
হাসে যথা কুহুস্বরে মহী পাগলিনী—
কে জানো, হে বঙ্গ-কবি, গাও সে কাহিনী।
যে হাসি-মধুতে নাই বাসির আঘ্রাণ,
সৌরভে পরাণ ভরি ছোটে জীবনের তরি,
যে হাসি তরঙ্গে ভাসি, কালের পাথারে !—
ভাসিত যে হাসি "রোমে" "হরেসের"
তারে।

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন,
প্রাবৃটের কাল ঘন   করে প্রিয় দরশন,
করে চারু গুল্ম, তরু, গহ্বর কানন !—
তেমতি হাসিতে তুষ্টি কর বঙ্গজন।
না যদি হাসিতে পার সে গভীর বেগে,
গাইয়া করুণ রবে   পরাণে কাঁদাও সবে—
বঙ্গবালা, বৃদ্ধ, যুবা শিশুক কাঁদিতে—
হৃদি ভ'রে জীবনের উচ্ছ্বাস তুলিতে।
ভেবো না হে বঙ্গনারী নিবারি তোমায়
পাতিতে সে চারু ফাঁদ—নেত্র কোলে অর্দ্ধ
ছাঁদ,
অন্য অর্দ্ধ ওষ্ঠাধরে মধুর মেলানি।—
সে হাসির অমিয়তা ভেবো না, না জানি।
ভেব না তরুণ যুবা কিবা হে প্রাচীন,
নিবারি তোমায় তাহা নিত্য তুমি হাসো যাহা,
সে হাসি হাসিয়া তব পরাণ জুড়াও,
যুবতী, প্রবীণা কিম্বা কিশোরে ভুলাও !
ভেবো না জানি না আমি কিবা সে মধুর
শিশুর অধরতলে   হাসির অমিয়া ছলে
ঢলে যাহা ধরাতলে জীবন জীয়াতে !
ঢেলেছি সে সুধারাশি তাপিত হিয়াতে।
ভেবো না জানি না বঙ্গ কাঁদে নিরন্তর
আপন আপন তরে   ক্ষুদ্র শোক তাপ ভরে,
ঘরে ঘরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত নীর-হার।—
বঙ্গেতে আছে হে জানি সে শোকসঞ্চার।
না চাহি সে কান্না, হাসি, সে উৎসব রোল ;
মাদকতা নাহি তায় ;   বসুধায় না ঢলায়।
হৃদয় পাথার তায় উথলিত হয় না।—
দেব-খাতে বিনা গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ নীর বয় না !
অসার নিঃস্রোত এই বঙ্গের হৃদয় !
হাসিতে কাঁদিতে প্রাণে গভীরতা নাহি জানে,
না জানে উৎসাহ বাণে প্রাণের প্রলয় !
জগৎ ভাসানো বেগ বঙ্গেতে কোথায় ?
বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ে,
গাও হে তবে সে গীত   শুনায়ে কর জীবিত,
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও ;—
রহস্য, রোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসাও।
এসো ভ্রাতঃ, কবিকুলে আর কোন জন,
শুন হে গভীর স্বর   কি ঝরিছে মনোহর
কোকিলের কুহুরবে —অমনি কীর্ত্তন
না শিখিবে যতদিন, ছেড়ো না বাদন।
হে কামিনীকুল, মৃত বঙ্গের পীযুষ।
কর পণ শিখিবারে   পতি, পুত্র, তনয়ারে,
সফল করিতে এই কবির স্বপন।—
রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী-বাঁধা পণ।—

ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুলো না আমায়।
হৃদয়ে গাঁথিয়া মালা দিলাম বৈশাখী ডালা;
বাসি ব'লে অনাঘ্রাত ফেলো না ইহায়।—
হায় রে নবীন-দাম বঙ্গেতে কোথায়?
হে বঙ্গদর্শন-প্রিয় ভামিনী যতেক!
কারে সম্বোধিব আর লইতে এ উপহার?
বাঁকা চাঁদ আঁকা যার হৃদয়-রাকায়,
সমর্পি তাঁহারই করে, স্মরিয়া সবায়!—
ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুলো না আমায়!

ভারত-সঙ্গীত।

(ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদসাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতসঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।)

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি;
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।

"মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

"মধ্যস্থলে হেথা আজন্ম পূজিতা
চির বীর্য্যবতী, বীর-প্রসবিতা,
অনন্তযৌবনা যুনানীমণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়॥

"আরব্য মিসর, পারস্য তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

"বাজ্ রে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গাহিতে লাগিল জনেক যুবা।

আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।—

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!

"আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা?

"ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোণার ভারত করিতে ছার।

"হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহা কুতূহলী
ভারতনিবাসী, যত কুলাঙ্গার।

"এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্ব-পিতৃগণ,
যখন তাঁহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাঁহারা ক'জন ছিল?

"আবার যখন জাহ্নবীর-কূলে,
এসেছিলা তাঁরা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্ম্মদা পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে;
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজিয়ি রণে,
তখন তাঁহারা ক'জন ছিল?

"এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ-উদ্ধার করা কোন ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

"তবে ভিন্ন, জাতি-শত্রু-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন?

"অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল!

"সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

"কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?

"সকলি ত আছে, সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
কোথা রে আর্য্য সে জাতি-মহিমা!

"হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি !
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি,—
আর কি ভারত সজীব আছে ?

"সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদ-ভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে !"

"এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে—

"এখন(ও) জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবি-কর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।

"এক্' বার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

"জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও !

"তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিত,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

"ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ, মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

"এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না,—হবে না—খোল্ তরবার :
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

"অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

"কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও ?

"অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;

"সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন (ও) উন্নত,
সে জাহ্নবী-বারি এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

কমল-বিলাসী।

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
মধুর স্বপন-লহরি!
নবীন প্রদেশে নবীন গগন,
মধুর মধুর শীতল পবন,
সরসে সরসে নীরদ-বরণ
সলিল ভ্রমিছে বিহরি।

কত সরোজিনী সরোবর, পরে,
পরিমলময় সদা নৃত্য করে,
ফুটে ফুটে জলে শত থরে থরে,
অপূর্ব্ব সুবাস বিতরি।

সরোবর-তীরে ভ্রমিছে বিহঙ্গ,
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল,
পরাণ শরীর সুবাসে শীতল
বাজায়ে বাজায়ে বাঁশরী।

ভ্রমে কত সুখে, কত সে আনন্দ,
যেন মাতোয়ারা লভিয়া সে গন্ধ,
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ—
চিন্তা শোক তাপ পাশরি।

ভাঙ্গে পদ্মকলি, ভাঙ্গে পদ্মনাল,
ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল;
ভখয়ে সুরস নবীন মৃণাল
কতই যতনে আহরি।

আনন্দে বিভোর মধুমত্ত মন
ত্যজে বারি পুনঃ উঠে কতক্ষণ
তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ—
হৃদয়ে সুখের লহরী।

পুনঃ গিয়ে জলে তুলে পদ্মদল,
কোরক বিকচ নলিনী অমল;
মকরন্দ লয়ে ঢালে অবিরল
পূরিয়া পূরিয়া গাগরী।

পুনঃ উঠে তীরে মৃদু মন্দ বায়,
ধীরে ধীরে সবে তরুতলে যায়;
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তখন সেথায়
প্রবেশে কতই সুন্দরী।

মধুমাখা হাসি বদনে বিকাশ,
পদ্মমধু-বাসে পরাণে উল্লাস,
পদ্ম-সুধা পিয়ে মিটায়ে পিয়াস—
কুবলয়ে বান্ধে কবরী।

বিছায়ে কোমল কমল-পাতায়,
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,
চারু মনোহর উপাধান তায়
গ্রথিত নলিনীমঞ্জরী।

তরু তলে তলে হেন মনোহর
কমলের শয্যা কোমল সুন্দর;
দুগ্ধফেননিভ সুচারু অম্বর
যেন রে মেদিনী-উপরি।

এরূপে পাতিয়া কুসুম-শয়ন,
হাসিয়া হাসিয়া বিলাসিনীগণ,
হৃদয়বল্লভ-পারশে তখন
ছড়ায় বিলাসলহরী।

কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ
হেমময় মালা জড়িত রতন,
পরায়ে প্রিয়েরে করিয়া যতন,
খেলায় নয়ন-সফরী ;

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া
জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী গাঁথিয়া,
বঁধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া,
অধরে হাসির মাধুরী ;

কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্জন
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন
প্রিয়-আঁখি'পরে—সলজ্জ বদন,
চঞ্চল বসনে সম্বরি ;

কোন বা ললনা ছলিয়া চাতরে,
রাঙ্গা পদ তুলি প্রিয়হৃদি-পরে,
অলক্তলাঞ্ছনে দেহ চিহ্ন করে,
জানাতে প্রেমের চাকরি

এরূপে বসিয়া যতেক ললনা,
হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা,
কেহ বা শিয়রে, কোন বা অঙ্গনা
চরণ-পারশে প্রহরী।

বসিয়া প্রভাতে যতেক সুন্দরী,
মধুর ললিত মোহন বাঁশরী,
সুরেতে বাঁধিয়া আলাপ আচরি,
পূরিছে পল্লব-বল্লরী।

সে সুরতরঙ্গে মিলিয়া তখন
উঠিল সঙ্গীত পূরিয়া কানন—
শ্যামা, কলকণ্ঠ, শারী অগণন
"বউ কথা কও" সুন্দরী

উঠিল ডাকিয়া পূরি চারি দিক—
জগৎ সংসার করিল অলীক,
বেণু-বীণা-রব হ'তে সমধিক
মধুর গীতের লহরী।

বাঁশীতে বাজিছে—"কিবা সে সংসার"
কোকিলা ভাষিছে—"সে সব মিছার"
"শ্রম, আশা, ভ্রম—সকলি অসার"
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি ;—

"কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে
পরাণ যদি না মাতে !
রসের বাগান—সখের মেদিনী—
নারীফুল ফুটে তাতে।
যে জানে মথিতে এ সুখজলধি
সেই সে পীযূষ পায় ;
সখের বাজার—সুখের মেদিনী—
রসের বেসাতি তায় ;"

* * * *

"হায়, সে পীযূষ ! কিবা তার সম
ভাব রে ভাবুক মনে !
হায়, ধন, মান, যশ,—প্রাণের নিগড়,
কণ্টক আশার বনে !
এ যে, সুখের ধরণী ; ভাবনা হুতাশ
ইহাতে নাহিক সাজে,
হেথা, প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মাজিলে
তবে সে আনন্দে বাজে !
শুধু, রসিক যে জন, রসের ধরায়
সেই সে হরষ পায় ;
ডুবে, নারীসুধাকূপে, লভে প্রেমসুধা,
দ্বিজ এই গীত গায় !"

বিহগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে
এই গীত শুধু বরিষে প্রপাতে ;

প্রকৃতি যেন বা মাতিল তাহাতে
বিন্যাসি বেশের চাতুরী।

চারু কিসলয় হইল বিকাশ;
তরুরাজি কোলে মৃদু মৃদু শ্বাস
কুসুম চুম্বিত মলয় বাতাস
লতিকা উঠিল শিহরি;

তুলিয়া কলাপ মদন-বিধুর
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়ূর;
নবীন জলদ নিনাদি মধুর
গগন রাখিল আবরি।

গাঢ়তর আরো বাজিল বাদন,
গাঢ়তর আরো গীত বরিষণ,
গাঢ়তর বেশ আরো সে ভূবন
আঁধারিল যেন শর্ব্বরী।

যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া,
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,
করিল মণ্ডপ কুসুমে ভূষিয়া,
ধীর নাদে মৃদু মর্ম্মরি!

মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল,
সুতন্দ্রা অলসে শরীর নিচল,
পড়িল পরাণী—অসাড় সকল—
রহিল চেতনা সম্বরি।

একাকী তখন ভ্রমিনু সে দেশ;
চারিদিকে খালি হেরি চারু-বেশ
কমল সরসী, কোমল প্রদেশ
রাজিছে ভূতল উপরি।

পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ,
সরোবর-তীরে সুখে নিমগন,
কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ
করি, সে অপূর্ব্ব নগরী।

ষড় ঋতু ধীরে ক্রমে আসে যায়।—
প্রাবৃটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়,
প্রাবৃট আবার শরতে লুকায়;
হাসিল শারদ শর্ব্বরী;

শিশিরের কোলে হিম ঋতু আসে,
নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে;
তখন (ও) উন্মত্ত অচেত বিলাসে
যতেক নাগর নাগরী।

যতদিন ক্ষুধা জঠরে না জ্বলে
সেই ভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে
অচেতন চিতে থাকয়ে বিহ্বলে
জগত সংসার পাশরি।

বসন্ত ফিরিয়া আইলে আবার,
জাগিয়া করয়ে মৃণাল আহার,
কমল পীযূষ পিয়ে পুনর্ব্বার,
পড়য়ে চেতনা সম্বরি।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়
ঋতুতে ঋতুতে ঘটনা ছলায়!—
নাহি জানে তারা—দিবস নিশায়
স্বভাবের কত চাতুরী!

নাহি জানে কিবা ঘোরতর সুখ!
ঘোরতর যবে প্রকৃতির মুখ
ঘনঘটাজালে—পতন উন্মুখ
বিজলী বেড়ায় বিচরি;

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন !
গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন
চলে দম্ভ করি ছাড়িয়া গর্জ্জন—
নাচায়ে প্রকৃতি সুন্দরী।

তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর
করে আন্দোলন, অধীর শরীর—
না জানে তাহারা না ভাবে মহীর
কত সে ঐশ্বর্য্য-লহরী !

যে ভাব-পরশে প্রাণে-পুষ্প ফুটে
থাকে চিরকাল প্রাণীচিত্তপুটে,
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে
জগতে সঞ্চারি মাধুরী ;—

যে ভাব-পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,
করে তেজোজ্বালে পৃথিবী দাহন,
মৃত্যুর মূরতি বিস্মরি ;—

না পরশে কভু তাদের পরাণ ;
জীবন কাটায় করি মধু পান ;
নারীগত মান-নারীগত প্রাণ—
নারী-পায়ে ধরা চাকরি !

এই রূপে হেরি সে চারু অঞ্চল ;
গেল কত কাল ভ্রমিতে কেবল ;
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল
ভাবিয়া সে ঘোর শর্ব্বরী।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় বিকার,
নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর ?
ধূধূ করে শূন্য পুরাবৃত্ত যার—
হেরে উঠে প্রাণ শিহরি।

কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়,
গুরুদত্ত ধন কি দেখিতে পায় ?
কিবা সে সঙ্কেত আছে রে কোথায়
ভ্রমিতে সংসার-ভিতরি !

পিতৃকুল গত কোন মহাভাগে
দিয়াছে সুমন্ত্র, শুনে অনুরাগে
পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে
ভবিষ্য-তরঙ্গে উত্তরি ?

নরজাতি যত হের ধরা-মাঝে
সকলেরি চিহ্ন কালবক্ষে সাজে ;
নিরখিলে তায় হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি !

এ ছার জাতির কি আছে তেমন,
কালের কপালে সঙ্কেত লিখন ?
অপূর্ব্ব কিবা সে নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য-উপরি ?

ভাবিতে ভাবিতে কত দূর(ই) যাই,
পুরী-প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—
তেমতি সরস কোমল সে ঠাঁই,
সজ্জিত পল্লবমঞ্জরী।

প্রাণিগণ সেথা করিছে বিলাস,
তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,
সেই নিদ্রা ঘোর তরুণের বাস,
সেই রূপে নারী প্রহরী।

সেখানে রমণী আরো সুচতুরা,
জানে কত আরো ছলনা মধুরা,
সদা মনে ভয় পাছে সে বঁধুরা,
ছাড়িয়া পলায় নগরী ;

কাছে কাছে আছে সোণার পিঞ্জর,
সুবর্ণ শিকলি শতেক লহর ;
যদি কেহ উঠে শুনে অন্য স্বর
বিলাস-প্রমোদ পাশরি ;—

তখনি তাহারে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে ;
অমনি পিঞ্জরে পূরে কত ছলে,
কত কাঁদে প্রাণী ভাসে চক্ষু-জলে,
তবু নাহি ছাড়ে সুন্দরী।

দেখে কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায় ;
ভাবি কেন হায়, প্রবেশি সেথায়,
কি রূপে বাঁচিব, করি কি উপায়,
কি রূপে ছাড়ি সে নগরী।

হেন কালে দেখি বিস্ফারি নয়ন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, সেই প্রাণিগণ,
আমারি স্বদেশী—নহে সে স্বপন !—
খেলিছে রঙ্গের উপরি !—

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
অপূর্ব্ব স্বপনলহরী।

ইন্দ্রের সুধাপান।*

১

এক দিন দেব দেবপুরন্দর,
বামে শচীসতী নন্দন-ভিতর,
বলিল গন্ধর্ব্ব সবারে ডাকি,—

যাও চিত্ররথ, সুধাভাণ্ড ভরি
আন ত্বরা করি পীযুষ-লহরী,
আনহ বাদিত্র-বাদকে ডাকি !

আন বাদিত্র সুধাতরঙ্গে,
যত দেবগণ বলিল রঙ্গে,
অমর মাতিল সুরেশ-সঙ্গে।

(২)

সুবর্ণ মঞ্চেতে সুর আখণ্ডল,
চারিদিকে যত অমরের দল,
বিজলীর মত করে ঝলমল,
শোভে পারিজাত-হার গ্রীবাতে ;

বামে দৈত্যবালা রূপে করে আলো,
কোথা সে চঞ্চল তড়িত উজ্জ্বল ?
কোথা বা উমার রূপ নিরমল ?
পলকে জগতে পারে ভুলাতে।

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
যার কোলে হেন নারী মনোহর,
কত সুখ তার হয় রে।

বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন,
বীর বিনা আহা রমণীরতন
কারে আর শোভা পায় রে !

[চিতেন *]

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
গায়িল যতেক কিন্নরী কিন্নর,
কত সুখ তার হয় রে ;

বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন
বীর বিনা আহা রমণীরতন
কারে আর শোভা পায় রে !

---

* ড্রাইডেন্ রচিত (Alexzander's Feast) "এলেক্‌জাণ্ডারস্ ফিষ্টের" অনুকরণ।

* ইংরাজিতে এইরূপ স্থলে কোরস্ বলে। ঐ শব্দের অনুরূপ ঠিক অন্য শব্দ না পাওয়ায় চিতেন লেখা হইয়াছে।

(৩)

এলো চিত্ররথ মনোরথ গতি,
স্বর্ণ পাত্রে সুধা, সঙ্গে বিশ্বাবসু, *
উঠিল সুর-রব "জয় শচীপতি"
অমর মণ্ডলী-মাঝেতে ;

দেব পুরন্দর দেবদল সহ,
সুধা, সোমরস পিয়ে মুহুমুহু,
গন্ধে আমোদিত মারুত প্রবাহ,
গগন কাঁপিল বেগেতে—

বায়ু মাতোয়ারা, রবি, শশী, তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা পানেতে।

হ'লো ভয়ঙ্কর, কাঁপে চরাচর
আকাশ, পাতাল, মহী, মহীধর,
জলধি হুঙ্কারে বেগেতে।
[চিত্রেন]
বায়ু মাতোয়ারা, রবি, শশী, তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা পানেতে।

(৪)

বসিয়ে উন্নত আসন উপরে,
গুণী বিশ্বাবসু বীণা নিল করে,
মেঘের গরজে গভীর ঝঙ্কারে,
মোহিত করিল অমরগণে ;
দেবাসুর-রণ গাহিতে লাগিল,
কি রূপে অসুরে অমর নাশিল,
কি রূপে বাসব দেবরাজ হ'লো,
শুনাইল বীণা বাজায়ে ঘনে !

"পুলোম দুহিতা তোমারি গৃহীতা ;
অহে দেবরাজ তুমিই দেবতা ;
রণে পরাজয় করি বাহুবলে,
এ অমরাপুরী নিলে করতলে,
সমুদ্র মথিয়া অমৃত লভিলে,—
অহে দেব তব অসাধ্য ক্ষমতা।"
হলো প্রতিধ্বনি—"পুলোম-দুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা ;"—
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,
উঠিল নিনাদি যতেক দেবতা।
ভাবে গদ গদ মুদিয়া নয়ন,
উঠিয়া গরজি গরজি সঘন
ছাড়িল হুঙ্কার দনুজঘাতী।

(চিত্রেন)
হ'লো প্রতিধ্বনি, "পুলোমজ হতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা"
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে,
কাননে, বিপিনে, নদী সরোবরে,
উঠিল নিনাদি যতেক দেবতা।

(৫)

অতি সুললিত মৃদু মধুস্বরে,
আবার গায়ক বীণা নিল করে,
মজাইল সুরললনা।—
"দেখ দেখ চেয়ে নাগরের বেশে,
চোখ ঢুলু ঢুলু আসে হেসে হেসে,
আড়ে আড়ে কথা নাহি অভিমান,
সদা আশুতোষ খুলে দেয় প্রাণ,
ওরে সুধা তোর নাই তুলনা।
সদা সেবে যারা সোমরস-সুধা,
ক্ষোভ লোভ শোক থাকেনাক ক্ষুধা,
রণজয়ী সেই সুধাপায়ী সেই,
শূর বিনে সুধাস্বাদ জানে না।

* এই অমং [illegible] কর আর একটী নাম। বিশ্বাব।

(চিতেন

"সুধার প্রেমেতে বাজুরে বীণা,
বল্ সুধা বই ধন চাহি না,
অমর মধুর নাই পিপাসা !
সুধা কিবা ধন, সুধা সে কেমন,
সাধক বিনে কে জানিবে চাষা ?"

(৬)

দৈত্য অরিদল দম্ভে কোলাহল,
করে আস্ফালন করিল কত,
মত্ত মধুপানে দিতিসুতগণে
কি রূপে কোথায় করেছে হত।
তখন আবার বীণা-বাদক
বীণা নিল করে, সকরুণ স্বরে,
অমর দর্প করিল চুর ;
আরক্ত লোচন ঘন গরজন
ক্রমে ক্রমে নব হ'লো অর্পণ,
স্তব্ধ হইল অমরপুর।
সকরুণ স্বরে বীণা করে ধরে ;
গাইল,—"যখন প্রলয় হবে,
যখন ঈশান হর হর বোলে
বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে,
জলে জলময় হবে ত্রিভুবন,
না রবে তপন শশীর কিরণ,
জগত মণ্ডল কারণ বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে ?
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে ?"
অতি ক্ষুণ্ণ-মন যত দেবগণ,
ঘন ঘন শ্বাস করে বিসর্জন,
ভাবিতে অধীর প্রলয় যবে ;
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী,
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে !

(চিতেন)

এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে,
বলিয়া কিন্নর গাহিল সবে,
জগতমণ্ডল কারণ-বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে !

(৭)

গুণী বিশ্বাবসু সঙ্গীতের পতি,
বীণা যন্ত্রে পুনঃ মধুর ভারতী,
গাহিতে লাগিল প্রেমের গাথা ;
বিলাপ ঘুচিল, প্রেম উপজিল
রসে ডগমগ তনু শিহরিল
এক (ই) সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা !
মৃদুল মৃদুল তাজ্ রে তাজ্, *
মৃদুল মৃদুল নও রে নও,
বাজিতে লাগিল মধুর বোলে,
শ্রবণে শীতল যতেক শ্রোতা।
"সংগ্রামে কি সুখ সদা লি অসুখ,
দিন রাত নাই প্রাণ ধুক্ ধুক্
মান মর্য্যাদা কথার কথা।
ঘোড়া-দড়বড়ি, অসি ঝন ঝনি,
কাটাকাটি, গোলা, তীর স্বন্‌স্বনি,
কাণে লাগে তালা, করে ঝালাপালা,
দেহ হয় আলা সমর-স্রোতে ;
গতি অবিরাম, নাহিক বিরাম,
সমরে কি সুখ নারি বুঝিতে !
চির দিন আর দনুজ সংহার
ক'রে কত ভার সহিবে দেব ;
বামে শচীসতী, হের সুরপতি,
কর সুখভোগ রাখ বুকেতে।"—

* দেবতারাই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং এই লক্ষৌই সুর দেবতাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকা সম্ভব।

বাখানিল যত কিন্নর কিন্নরী,
বাখানিল যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
বাখানিল দেবগণ পুলকে।
রতিপতি-জয় হলো সুরপুরে,
ললিত মধুর বীণার সুস্বরে ;
সঙ্গীতের জয় হলো ত্রিলোকে।
ঘর্ম্মে জর জর দেহ থর থর,
হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দর,
হৃদয়ে ব মারে রাখিতে চায় ;
নিমেষে হেরিছে, নিমেষে ফিরিছে,
নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তায়।
শেষে পরাজিত অচেতন-চিত,
শচী বক্ষঃস্থলে ঘুমায়ে রয়।

(চিতেন)

গায়িল কিন্নর,—"ঘর্ম্মে জর জর,
দেব পুরন্দর হলো পরাজয়,
নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে,
নিমিষে নিশ্বাস বহিছে তায়।
শেষে পরাজিত, অচেতন-চিত
শচী বক্ষঃস্থলে ঘুমায়ে রয়।"

(৮)

"বাজুরে বীণা বাজরে আবার,
ঘন ঘোর রবে বাজ্ এই বার,
আরো উচ্চতর গভীর স্বরে ;
যাক্ দূরে যাক্ কামের কুহক ;
মেঘের ডাকে ডাক্ রে পূরে !
"অহে সুররাজ ছিছি একি লাজ,
দেখ দেখ অই দনুজ-সমাজ,
রণসাজ ক'রে আসিছে ফিরে ;
শিরে ফণীবাধা, করে উল্কাপাত,
কর সুরনাথ দনুজ-নিপাত,
দেখ চরাচর কাঁপিছে ডরে।
জলদ-নিনাদে করে হুহুঙ্কার,
এ অমরপুরী করে ছারখার,
পূরণ আহুতি করিতে এবে।
কর দম্ভ চুর, বজ্রধর শূর,
রাখ হে ব্রহ্মাণ্ড, বাঁচাও দেবে।"
শুনে বজ্রধর বেগে বজ্র ধরে,
কড় কড় ধ্বনি গরজে অম্বরে,
ভয়ে হিমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে, বিদ্যারথী হেসে,
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।

[চিতেন]

"বেগে বজ্রধর, গায়িল কিন্নর,
কড় কড় নাদে গরজে অম্বর,
ভয়ে হিমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে বিদ্যারথী হেসে
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।

মদন পারিজাত। *

(একাদশ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে আবে
লার্ড নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলে
তিনি তর্কশাস্ত্র অধ্যাপন করিয়া প্র
যশস্বী হন। অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় ইলই
নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত কন্যা তাঁহার নি
অধ্যয়ন করিতেন। এই কামিনী অত
রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ক্রমে গু
শিষ্যের ভাবান্তর হইয়া উভয়ের প্র
উভয়ের আসক্তি জন্মে, এবং সেই ক
দেশমধ্যে প্রচারিত হয়। তাহাতে ইল
জার পিতৃব্য অসহ্য রোষপরতন্ত্র হ
ইলইজাকে একটি কন্‌ভেণ্টে আবদ্ধ কি

* পোপের "ইলইজা টু আবেলার্ড" (Eloisa Abelard) নামক কবিতার অনুকরণ

রাখেন এবং আবেলার্ডকে ক্ষতদেহ করিয়া অবমানিত করেন। রোমান কাথলিক-দিগের মধ্যে সংসারবিরাগী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী কি পুরুষ যে আশ্রমে বাস করেন, তাহার নাম কনভেণ্ট। ইলইজা সেই আশ্রমে অবরুদ্ধা হইয়া বহুকষ্টে দিনপাত করিত, এবং আবেলার্ডও প্রাগুক্তরূপে অবমানিত হইবার পর, সংসারে বিরাগী হইয়া অন্য এক আশ্রমে প্রস্থান করেন। ইঁহাদিগের পরস্পরের প্রণয়ঘটিত উপাখ্যান ইউরোপীয় নানা ভাষায় আছে। আলেকজন্দর পোপ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে একটি কবিতা লেখেন; তদ্দৃষ্টে "মদনপারিজাত" নাম দিয়া নিম্নোক্ত কবিতা লিখিত হইয়াছে।)

তাজিয়ে সংসারধর্ম্ম তপস্বিনী হয়েছি,
মায়ামোহ আশাতৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিয়েছি।

পরিয়ে বল্কল-সাজ কমণ্ডলু করে।
ধরেছি কঠোর ব্রত কানন ভিতরে।

দিবাসন্ধ্যা পূজা ধ্যান, দেব-আরাধনা
করি, তবু মনে কেন হয় সে ভাবনা?
যার জন্যে দেশত্যাগী, কেন পুনরায়
অশান্ত হৃদয় হেন তারি দিকে ধায়?
কেন রে উন্মাদ মন, কেন দিলি তুলে
যে বাসনা এত দিন আছিলাম ভুলে?
আলাকে নির্ব্বাণ বহ্নি কেন দিলি দেখা
ওরে সুধাময় লিপি, দয়িতের লেখা!
আয়, তোরে বুকে রাখি বহু দিন পরে
পেয়েছি নাথের লেখা অমৃত অক্ষরে!
এ জগতে ভালবাসা ভুলিবার নয়,
মদনের পারিজাত বক্ষাগু যোরয়!

ক্ষমা কর যোগী ঋষি জিতেন্দ্রিয় জন,
ক্ষমা কর সতী সাধ্বী তপস্বিনীগণ!
অয়ি শান্ত সুপবিত্র আশ্রমমণ্ডল,
তরু, বারি, লতা, পত্র যথায় নির্ম্মল,
নিষ্পাপ নিষ্কাম চিন্তা যথায় নিয়ত,
পরমার্থ ধ্যানে মুগ্ধ আনন্দে জাগ্রত;
ক্ষমা কর এ দাসীরে কলুষ চিন্তায়
কলুষিত করিলাম তোমা সবাকায়।
আসিলাম যবে হেথা ক'রে মহাব্রত,
ভাবিলাম হব শীঘ্র তোমাদেরি মত,
ধবল শিলার সম স্বেদ-ক্লেদহীন,
ধবল শিলার সম মমতাবিহীন।
কই হলো? অসাধ্য সে পবিত্র কামনা!
জীবিত থাকিতে নাথ, যাবে না বাসনা।
অর্দ্ধেক দিয়েছি প্রাণ, ঈশ্বর সেবিতে
অর্দ্ধেক রেখেছি, হায়! নাথেরে পুজিতে!
অনাহার জাগরণে হলো দেহ ক্ষয়,

তবু দেখ স্বভাবের গতিরোধ নয়।
কাটা'লাম এতকাল সন্তাপে সন্তাপে,
সে নাম দেখিবামাত্র তবু চিত্ত কাঁপে!
কাঁপিতে কাঁপিতে নাথ! খুলি এ লিখন,

প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রুবিসর্জ্জন।
যেখানে তোমার নাম দেখি, প্রাণেশ্বর,
সেইখানে কেঁদে উঠে আমার অন্তর!

কতই আনন্দ আর কতই বিষাদ
আছে ও মধুর নামে কে জানে আস্বাদ!
কতবার ধীরে ধীরে করি উচ্চারণ,
কতবার ফিরে ফিরে করি নিরীক্ষণ।
ফেলি কত দীর্ঘশ্বাস সে সব স্মরিয়ে
আছি হেথা একাকিনী যে সব তাজিয়ে।
যেখানে আমার নাম দেখিবারে পাই,
সেইখানে, প্রাণনাথ, আতঙ্কে ডরাই।
পাছে কোন অমঙ্গল সঙ্গে থাকে তার,
অমঙ্গল হেতু, নাথ আমি হে তোমার!
না পারি পড়িতে আর, সহে না হৃদয়;
শোকের সমুদ্র হেরি চতুর্দ্দিক্‌ময়।
অদৃষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালবাসা

এইরূপে হলো শেষ, শেষে এই দশা!
সে যশ-পিপাসা আর সে হেন প্রণয়
পত্রের কুটীরে হলো এইরূপে লয়!
যত পার হেন লিপি লিখ, তবে নাথ,
করিব তোমার সঙ্গে শোক অশ্রুপাত;
মিশাইব দীর্ঘশ্বাস তোমার নিশ্বাসে,
কাঁদিব তোমার সঙ্গে চিত্তের উল্লাসে;
ঘুচাইতে এ যন্ত্রণা সাধ্য নাই কার (৩),
তাই নিবেদন করি লিখ' যত পার।
অনাথা দুঃখীর দুঃখ করিতে সান্ত্বনা
হয়েছে লিপির সৃষ্টি বিধির বাসনা।
বুঝি কোন নির্ব্বাসিত পুরুষ প্রেমিক,
অথবা রমণী কোন প্রেমের পথিক,
ঘুচাতে বিচ্ছেদজ্বালা আরাধনা ক'রে
শিখেছিল এ কৌশল বিধাতার বরে।
প্রাণ ভোরে অন্তরের কথা প্রকাশিতে
এমন উপায় আর নাই এ মহীতে!
নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিম্বা ওষ্ঠে যাহা নয়,
লিপির অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয়।
খুলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট,
ধারে না লজ্জার ধার থাকে না ঝঞ্ঝাট।
উদয়-ভূধর হতে অস্তাচলে যায়,
প্রণয়ী জনের কথা গোপনে জানায়!

জান ত হে প্রিয়তম! প্রথমে কেমন
সখাভাবে কত ভক্তি করেছি যতন।
জানি নাই প্রথম সে প্রেমের সঞ্চার
ভাবিতাম যেন কোন দেবের কুমার;
ঈশ্বর আপনি যেন স্বহস্তে কছিয়া
নির্ম্মাণ করিলা তোমা নিজ রশ্মি দিয়া;
সুধাংশুর অংশু যেন ক'রে একত্রিত,
সহাস্য নয়নে তব করিলা স্থাপিত।
নেত্রে নেত্রে মিলাইয়া স্থিরদৃষ্ট হয়ে
দেখিয়াছি কতবার পবিত্র হৃদয়ে।
গাম্বিতে যখন তুমি অমর শুনিত,
কি মধুর শাস্ত্রালাপ বদনে ক্ষরিত।
সে সুস্বরে কার মনে না হয় প্রত্যয়—
প্রেমেতে নাহিক পাপ ভাবিনু নিশ্চয়।
ভক্তি ছিঁড়ে পড়িলাম ইন্দ্রিয় কুহকে
ভজিনু নাগর-ভাবে প্রাণের পুলকে।
দেবপুত্র ভাবিতাম, তা হ'তে অধিক,
প্রিয়তম হ'লে নাথ হইয়ে প্রেমিক।
তোমা হেন কান্ত যদি মর্ত্ত্যভূমে পাই,
ঋষি হয়ে স্বর্গসুখ ভুঞ্জিতে না চাই।
যে ভাবে অধিক সুখ, সে যাক্ সেখানে,
আমি যেন তোমা লয়ে থাকি এ ভুবনে।
অয়ি নাথ! কত জন, আছে ত স্মরণ,
বলেছিল পতিভাবে করিতে বরণ;
তখনি দিয়াছি শাপ হোক্ বজ্রাঘাত,
পরিণয় সংস্কার হোক্ রে নিপাত!
হাতে সূতো বেঁধে কভু প্রেমে বাঁধা যায়?
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়।
স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়।
পরিণয়ে ধন হয়, নাম হয়, যশ;
প্রণয় নহেক ধন বিভবের বশ।
ভূমণ্ডল-পতি যদি চরণে আমার
ধ'রে দেয় ভূমণ্ডল, সিংহাসন তার,
তুচ্ছ করে দূরে ফেলি; মনে যদি ধরে
ভিখারীর দাসী হয়ে থাকি তার ঘরে।
যে রমণী সে সৌভাগ্য ভুঞ্জে চিরকাল
কত ভাগ্যবতী সেই, হায় রে কপাল!
কিবা সুধাময় সেই সুখের সময়,
সুখের সাগর যেন উচ্ছ্বাসিত হয়।
পরাণে পরাণে বাঁধা প্রণয়ের ভরে,
পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে।
আশার থাকে না ক্ষোভ ভাষার যোজনা
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা প্রকাশে আপনা।

সেই সুখ—সুখ যদি থাকে মহীতলে—
পারিজাত মদনের ছিল কোন কালে।

সে সুখের দিন এবে কোথায় গিয়াছে,
কোথা পারিজাত, কোথা মদন রয়েছে।
কি হ'ল কি হ'ল হায় একি সর্ব্বনাশ,
নাথের দুর্দ্দশা এত, ক'রে নগ্নবাস
কে করিল অস্ত্রাঘাত? কোথায় তখন
ছিল দাসী পারিজাত অভাগী দুর্জ্জন?
সেই দণ্ডে প্রাণনাথ তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধ'রে
নিবারণ করিতাম পাষণ্ড বর্ব্বরে।
দুজনে করেছি পাপ দুজনে সহিব
লজ্জা করে প্রাণনাথ কি আর বলিব।
অশ্রু বিসর্জ্জনে এবে মিটাই সে সাধ;
দগ্ধ বিধি, ঘটাইল ঘোর পরমাদ!
আনিল আমায় হেথা সে বিষম দিনে,
বসাইল ধরাতলে পবিত্র অজিনে,
পরাইল বৃক্ষছাল, দণ্ড দিল হাতে,
ভাব কি সে দিন আমি ভুলেছিনু নাথে?
প্রাণেশ্বর, চারিদিকে ঋষিগণ যত
করে মন্ত্র উচ্চারণ, আমি ভাবি তত
তোমার বদন ইন্দু, তোমার লোচন,
মনে মনে করি তব গুণের কীর্ত্তন;
নয়নের কোণে মাত্র বেদী পানে চাই
মনে শুধু কিসে পুনঃ ফিরে কাছে যাই।
যৌবন-রূপের ঘটা তাহে অতুল,
হেরে চমৎকৃত হ'ল যত ঋষিকুল;
সংশয়ে বিস্ময়ে ভাবে এ হেন বয়সে
রমণী ইচ্ছায় কভু আশ্রমে কি আসে?
সত্য ভেবেছিল তারা, মিথ্যা কথা নয়—
যুবতীর যোগ ধর্ম্ম মিথ্যা সমুদয়!
যাহ হোক্ নাহি হবে গতি মুক্তি মম
বারেক নিকটে এস, ওহে প্রিয়তম!
সেইরূপে নয়নের বিষাক্ত অমৃত
করি পান মনসাধে হব বিমোহিত
অধরে অধর দিয়ে হয়ে অচেতন
মূর্চ্ছাভাবে বক্ষঃস্থলে দেখিব স্বপন।
না না না, দুরন্ত আশা হও রে অন্তর!
এসো নাথ ধর্ম্মপথে লও হে সত্বর;
পুণ্যধামে পুণ্যজন যে আনন্দ পায়
শিখাও এ অভাগীরে স্নিগ্ধ কর কায়।
আহা এই শুভ্র শান্ত আশ্রম ভিতরে
কতই পুণ্যাত্মা জীব আনন্দে বিহরে;
তরু লতা আদি হেথা সকলি নির্ম্মল,
সকলেই ভক্তিরসে সদাই বিহ্বল।
পর্ব্বত-শিখর গুলি সুন্দর কেমন
উঠিয়াছে চারি ধারে মেঘের বরণ
শাল, তাল, তমালের তরু সারি সারি
শুনাইছে মৃদুস্বর দিবস শর্ব্বরী,
সূর্য্যকরে দীপ্ত হয়ে স্রোতকুল যত
শিখরে শিখরে আহা ভ্রমে অবিরত;
করে কুলু কুলু ধ্বনি গিরি প্রস্রবণ,
গুহার ভিতরে অহা মধুর শ্রবণ।
সন্ধ্যা-সমীরণে এই হ্রদের উপরে
তরঙ্গ খেলায় যবে কিবা শোভা ধরে।
হেন স্নিগ্ধ তপোবন ভিতরে আমার
ঘুচিল না এ জনমে ইন্দ্রিয়-বিকার!
হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-পতি করুণা নিদান
করুণা-কটাক্ষপাতে কর পরিত্রাণ।
দাও, দেব, দেখাইয়ে মুক্তির আলয়,
ভক্তি ভাবে লইলাম তোমার আশ্রয়।"

উন্মাদিনী।

(১)

অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই,
কে রমণী ঐই পথে পথে গাই,
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।

কিবা উষাকাল, দিবা দ্বিপ্রহর,
বীণা ধ'রে করে ফিরে ঘরে ঘর,
পরাণে বাঁধিয়া মিলায়ে সুতান,
গায় উচ্চস্বরে সুললিত গান,
উতলা করিয়া কামিনী নরে!
অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই,
কে রমণী অই পথে পথে গাই
চলেছে মধুর কাকালী ক'রে।
নয়নের কোণে চপলা খেলিছে,
নিতম্বের নীচে চিকুর দুলিছে,
করুণা-মাখান বদনের ছাঁদ,
যেন অভিনব অবনীর চাঁদ,
কটি, কর, পদে ছড়ান মাধুরী,
গেরুয়া বসনে তনুয়া আবরি,
চলেছে সুন্দরী ভাবনা-ভরে।
বলিহারি যাই! অঙ্গে মাখা ছাই,
কে রমণী অই পথে পথে গাই,
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।

(২)

অই শুন গায়, প্রাণের জ্বালায়—
"পাবনা পাবনা পাবনা কি তায়?
নাহি কি বিশাল ধরণী-ভিতরে,
যেখানে বসিয়া স্নেহের নিঝরে,
মিটাই পিপাসা জুড়াই পরাণ,
দেখাই কিরূপ নারীর পরাণ,
প্রণয়ের দাম হৃদয় প'রে।
যেখানে বহে না কলঙ্কের শ্বাস
কাঁদাতে প্রণয়ী, ঘুচাতে উল্লাস,
বায়ুতে, তরুতে, মাটিতে আকাশে,
যেখানে মনের সৌরভ প্রকাশে,
ঘরের, পরের, মানের ভাবনা,
লোকের গঞ্জনা, প্রাণের যাতনা,
যেখানে থাকে না সদার তরে।

(৩)

"কিবা সে বসন্ত শরত নিদাঘ
নয়নে নয়নে নব অনুরাগ
ওঠে নিতি নিতি ফোটে অভিলাষ,
নিশিতে যেমন কাননে প্রকাশ
কলিকা-কুসুমে ফুটাতে শশী।
দিবা, দণ্ড, পল, প্রভাত, যামিনী,
বার, তিথি, মাস, নক্ষত্র, মেদিনী,
থাকে না প্রভেদ, প্রণয়-প্রমাদে
হেরি পরস্পর মনের অবাধে;
জীবনে পরাণে মিশিয়া দুজনে
নেহারি আনন্দে সুখের স্বপনে—
নয়নে নয়ন, গণ্ডে গণ্ডতল,
করে করযুগ, কণ্ঠে কণ্ঠস্থল,
যেন পরিমল পবন-হিল্লোলে,
যেন তরু লতা তরু-শাখা-কোলে,
যেমন বেণুতে বাঁশীর সুস্বর,
যেমন শশীর কিরণে অম্বর,
তেমনি অভেদ দুজনে মিশিয়া,
তনু মন প্রাণ, তনু মনে দিয়া,
ভুলে' বাহ্যজ্ঞান, ত্যজে' নিদ্রা ক্ষুধা,
পান করি সুখে আনন্দের সুধা,
অগাধ প্রেমের সাগরে বসি।

(৪)

"ত্যজে' গৃহবাস, হ'য়ে সন্ন্যাসিনী,
ভ্রমি পথে পথে দিবস যামিনী,
আকাশের দিকে অবনীর পানে,
দেখি অনিমিষে আকুল পরাণে,
জবাসম রবি, শ্বেত সুধাকর,
মৃদু মৃদু আভা তারকা সুন্দর,
তরু, সরোবর, গিরি বনস্থল,
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নদ, নদী, জল,
যদি কিছু পাই খুঁজিয়া তাহাতে,
স্নেহের অমিয়া হৃদয়ে মাখাতে,

যদি কিছু পাই তাহারি মতন,
হেরিতে নয়নে করিতে শ্রবণ,
দেবতা মানব নারী কি নরে।
সুখে থাকে তারা, সুখে থাকে ঘরে,
পতি-পদতল বক্ষঃস্থলে ধ'রে,
বিবাহিতা নারী—সখের খেলনা
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা,
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন,
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন,
ইহারাই সতী—বিঘত প্রমাণ
আশা, রুচি, স্নেহ, ইহাদের প্রাণ ;—
নারীর মাহাত্ম্য, রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কতজন,
প্রণয় কি ধন নারীর তরে ?

(৫)

"আমি মরি ঘুরে পৃথিবী-ভিতরে !
প্রাণের মতন প্রাণনাথ—তরে ;
কই—কই পাই পূরাতে বাসনা ?
পেয়ে নাহি পাই, হায় কি যাতনা !
অরে মত্ত মন, সে অনিত্য আশা,
ত্যজে, ধৈর্য্য ধর, মুখে ভালবাসা
ধরে' গৃহ কর, করে পরিণয়,
না থাকিবে আর কলঙ্কের ভয়,
পাবি অনায়াসে পতি কোন জন,
পাবি অনায়াসে অন্ন আচ্ছাদন,
তবে মিছে কেন এত বিবাদ ?
"জ্বলিতে না হয় পুড়িয়া পুড়িয়া
পরাণ হৃদয় প্রণয়, স্মরিয়া,
সাহারার * মরু তপনে যেমন,
কিম্বা অগ্নিগিরি-গর্ভে হুতাশন,
জ্ব'লে জ্ব'লে পুড়ে উঠিবে যখন,
হৃদয় পাষাণে রাখিব চাপিয়া,
মরিব না হয় মরমে ফাটিয়া,
তবু ত পূরিবে লোকের সাধ, ।
"সুখে থাকে তারা, জানে না কেমন
প্রাণের বল্লভ সখা কিবা ধন,
মনের সুখেতে থাকে যে ঘরে।"
বলিতে বলিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
চলিল সুন্দরী নয়ন মুছিয়া ;
গাহিয়া মধুর মৃদুল স্বরে।

(৬)

"কেনই থাকিব কিসেরি তরে,
তনু বাঁধা দিয়ে গৃহের ভিতরে ?
কারাবন্দি-সম চির-হতাশ্বাস,
কেনই ত্যজিব এমন বাতাস,
এমন আকাশ, রবির কিরণ,
বিশাল ধরণী, রসাল কানন,
প্রাণী কোলাহল বিহঙ্গের গান,
সাধের প্রমাদ—স্বাধীন পরাণ ;
কেনই ত্যজিব ? কাহার তরে ?
"ত্যজিতাম যদি পেতাম তাহায়,
যারে খুঁজে প্রাণ ভুবন বেড়ায়,
যাহার কারণে নারীর ব্যভার
করেছি বর্জ্জন, কলঙ্কের হার
পরেছি হৃদয় বাসনা ক'রে !!
"কোথা প্রাণেশ্বর, কই সে আমার,
কিসের কলঙ্ক—সুধার আধার—
সুধার মণ্ডলে সুধার শশাঙ্ক,
এসো প্রাণনাথ—নহে ও কলঙ্ক
তোমা লয়ে সুখে থাকি হে কাছে !
"তবুও এলে না ?—বুঝেছি বুঝেছি,
এ জনমে আর পাব না জেনেছি,
যখন ত্যজিব মাটির শিকল,
ভ্রমিব শূন্যেতে হইয়া যুগল,
হরিহররূপে তনু আধ আধ,
তখন মিটিবে মনের এ সাধ,

* আফ্রিকা খণ্ডস্থ স্বনাম প্রসিদ্ধ মরুভূমি।

রবির মণ্ডলে, চাঁদের আলোকে,
কৈলাস-শিখরে, শিব-ব্রহ্ম-লোকে,
বরুণের বারি, পবনের বায়ু,
এই বসুন্ধরা, প্রাণী, পরমায়ু,
হেরিব সুখেতে পলকে ভ্রমিয়া,
আধ আধ তনু একত্র মিশিয়া,
তখন মিটিবে মনের সাধ :—
তখন, পৃথিবী, সাধিস্ বাদ,
তুলিস্ কলঙ্ক যতই আছে।"

ভারত-কামিনী।

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সার—
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে !
এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?
বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি
অনাথা করিয়া, গলে দিয়া ফাঁসি
কাড়িয়া লয়েছ কবরী কঙ্কণ,
হার, বাজু, বালা, দেহের ভূষণ ;
অনন্ত দুখিনী বিধবা নারী।
দেখ রে নিষ্ঠুর, হাতে লয়ে মালা
কুলীন কুমারী অনূঢ়া, অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে,
কেহ বা করিছে বরমাল্য দান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ,
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি !
চারিদিকে হেথা ভারত-যুড়িয়া
সরসীকমল যেন রে ছিঁড়িয়া—
কামিনীমণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া ;
কোমল হৃদয় করেছ হতাশ,
না দেখিতে দাও অবনী আকাশ,
করে কারাবাস জগতে রয়ে।
অরে কুলাঙ্গার, হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?
এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া,
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া,
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে !
দেখ না কি চেয়ে জগত-উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?
জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল,
এই খানে ছিল, কলিঙ্গ, পঞ্চাল,
মগধ, কনৌজ,—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে ?
এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী জানকী, দে[illegible]ী, সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা,
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে ?
এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে ;
গলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া,
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।
কোথা সে এখন অসি-ভল্লধারী
মহারাষ্ট্র-বামা, রাজোবারা নারী,

অরাতি বিক্রমে পরাজিত হলে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে,
পতি, পিতা, সুত, সংহতি লয়ে ?
বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা-কিরণে জগৎ ভাতিল—
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ,
আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে !
আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরা
বিজয় নিনাদে বসুন্ধরা-ভরা ?
আর কি আছে সে মনের উল্লাস,
জ্ঞানের মর্য্যাদা, সাহস-বিভাস ;
সে সব রমণী কোথা রে এবে ?
সে দিন গিয়াছে, পশুর অধম
হয়েছে ভারতে নারীর জনম ;
নৃশংস আচার, নীচ দুরাচার
ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার
পিশাচের হেয় হয়েছে সবে !
তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি
নাম হিমালয়, শৃঙ্গ উচ্চে ধরি ?
তবে কেন আজও করিছে হুঙ্কার
ভারত বেষ্টিয়া জলধি দুর্ব্বার ?
কেন তবে আজও ভারত-ভিতরে
ন্দু [illegible] শুনে সমাদরে
ব্যাস বাল্মীকি ? বারিধারা ঝরে
সীতা-দময়ন্তী-সাবিত্রী-রবে ?
গভীর নিনাদে করিয়া ঝঙ্কার
বাজ্ রে বীণা বাজ্ একবার .
ভারতবাসীরে শুনায়ে সবে।
দেখ্ চেয়ে দেখ্ হোথা একবার—
প্রফুল্ল কোমল কুসুম আকার
য়ুনানী *-মহিলা হয় পারাপার
অকূল জলধি অকুতোভয়ে।

ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে
কানন, কন্দর, উন্নত গিরিতে
অপ্সরা-আকৃতি পুরুষ-সেবিতা
সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ভূষিতা
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে।
আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার ?
পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ
জ্ঞান, দম্ভ, তেজে পূরে নিজ দেশ
বীর বংশাবলী-প্রসূতি হবে ?
এ কেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড-মাঝে
নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে,
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে ?
চৈতন্য, গৌতম, নাহি কিরে আর,
ভারত-সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?
ঋষি বিশ্বামিত্র, রাঘব, পাণ্ডব,
কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সে সব,
ভারত যদি না উন্নত হবে ?
ধিক্ হিন্দুজাতি, হয়ে আর্য্যবংশ
নরকণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস !
ভুলে সদাচার, দয়া, সদাশয়,
কর আর্য্যভূমি পূতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে !
দেখ নাকি চেয়ে জগত-উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী-অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?
জাননা কি সেই অযোধ্যা, কোশল
এইখানে ছিল কলিঙ্গ পঞ্চাল ?
মগধ, কনৌজ—সুপবিত্র ধাম,
সেই উজ্জয়িনী—নিলে যার নাম,
ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে ?

* অর্থাৎ ইউরোপীর ?

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী, সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা,
সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে ?
অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া, সদাচার,
হয়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?
এখন (ও) ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া, মাতা, সুতা জায়া
এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?

কুলীনমহিলা-বিলাপ। *

"এই না, ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজত্ব তোমার ?
ক্রীতদাস তবে যেন হয় মা উদ্ধার;
সে ভূমি পরশমাত্র—সরস অন্তরে
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খলমালা স্বাধীনতা ধরে ?
তবে যেন রাজ্যেশ্বরী বাৎসল্য তোমার
সমান সবার তরে, অকূল অপার !
ভিন্ন ভাব নাহি যেন কন্যা—সুত প্রতি ?
নাহি যেন তব রাজ্যে নারীর দুর্গতি ?
শুনেছি না বৃটনের শ্বেতাঙ্গী মহিলা
পুরুষের সঙ্গে রঙ্গে সদা করে লীলা ?
সন্তান ধরেছ গর্ভে তুমি মা আপনি,
আমাদের প্রতি কেন নিদয়া, জননী !
কেন বল আমাদের দুর্গতি এমন ?
এখনো মা, ঘুচিল না অশ্রু বিসর্জ্জন।"

আয় আয় সহচর, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ?
আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
"সাতশত বর্ষ, মাতঃ, পৃথিবী-ভিতরে,
এই রূপে অহরহঃ অশ্রুধারা ঝরে;
মাতা-মাতামহী সঙ্কে জন্ম-জন্মকাল ;
আমাদেরও সে দুর্দ্দশা হায় রে কপাল !
কত রাজা হলো গেলো, কত ইন্দ্রপাত,
নক্ষত্র খসিল কত, ভূধর নিপাত,
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ম্লেচ্ছ অধিকার,
শাস্ত্র ধর্ম্ম মতামত কতই প্রকার
উঠিল ভারতভূমে, হইল পতন,
আমাদের দুঃখ আর হল না মোচন !
সেই সে দিনান্তে দুটী পরান্ন আহার,
নিশিতে কাঁদিয়া স্বপ্ন দেখি অনিবার।"

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ?
আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
"ডেকেছি মা বিধাতারে কত শত বার,
পূজেছি কতই দেব সংখ্যা নাহি তার,
তবুও গো, ঘুচিল না হৃদয়ের শূল,
অমরাবতীতে বুঝি নাহি দেবকুল !

* শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনদিগের বহুবিবাহ নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্যোগ করেন, এই কবিতা সেই উপলক্ষে লিখিত হয়।

বারেক বৃটনেশ্বরী আয় মা দেখাই
প্রাণের ভিতরে দাহ কিবা সে সদাই ;—
কাজ নাই দেখায়ে মা, তুমি রাজেশ্বরী,
হৃদয়ে বাজিবে তব ব্যথা ভয়ঙ্করী।

ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত,
কাঁদিতে হতো না, পতি থাকিতে জীবিত ;
পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ঠেলিয়াছে পায়,
ঠেলো না মা, রাজমাতা, দুঃখী অনাথায়।"

আয় আয় সহচরী, ধরিগে বৃটনেশ্বরী,
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি, পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !

"কি জানাব জননী গো, হৃদয়ের ব্যথা,—
দাসীর(ও) এ হেন ভাগ্য না হয় সর্ব্বথা !
কি ষোড়শী বালা, কিবা প্রবীণা রমণী,
প্রতিদিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।

কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক'রে !
কত পাপ-স্রোত মাতা প্রবাহিত হয় !
ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়,
হা নৃশংস অভিমান, কৌলীন্য আশ্রিত !
হা নৃশংস দেশাচার রাক্ষস-পালিত !
আমাদের যা হবার হয়েছে, জননী—
কর রক্ষা, এই ভিক্ষা, এ সব নন্দিনী !"

আয় আয় সহচরী, ধরিগে বৃটনেশ্বরী,
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি, পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !
আয় আয় সহচরী, ধরিগে বৃটনেশ্বরী,
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

বিধবা রমণী।

(১)

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে !
না হ'লে এমন দশা নারী আর কই রে ;
মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ !
রমণীর চির-সাধ চিকুর বন্ধন,
হাদে দেখ, সে সাধেও বিধি-বিড়ম্বন !
আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে !
আহা কি রূপের ছটা গিয়াছে মিলায়ে !
কি নিতম্ব, কিবা উরু, কিবা চক্ষু, কিবা ভুরু,
কি যৌবন মরি মরি শোকে হয় রে !

(২)

কুসুম চন্দনে আর নাহি অভিলাষ ;
তাম্বুল কর্পূরে আর নাহি সে বিলাস ;
বদনে সে হাসি নাই, নয়নে সে জ্যোতিঃ;
সে আনন্দ নাই আর মরি কি দুর্গতি !
হরিষ বিষাদ এবে তুল্য চিরদিন ;
বসন্ত শরৎ ঋতু সকলি মলিন !
দিবানিশি একি বেশ, বারমাস সেই ক্লেশ ;
বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে !

(৩)

হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয় ;
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ করে তুষ্ট করে দেশাচার।
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ?

পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে ;
অবলা রমণী বলে এতই কি সয় রে ?

(৪)

কেঁদেছি অনেক দিন কাঁদিব না আর ;
পুরাইব হৃদয়ের কামনা এবার।—
ঈশ্বর থাকেন যদি, করেন বিচার,
করিবেন এ দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার ;
অবিলম্বে হিন্দুধর্ম্ম ছারখার হবে !
হিন্দুকুলে বাতিদিতে কেহ নাহি রবে !
দেখ রে দুর্ম্মতি যত, চিরম্লেচ্ছ-পদানত—
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে।

(৫)

হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;
সোণার প্রতিমা গড়ে, বিধবা নারীর
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারত ভূমির ;
বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এদেশে আসিত,
পতিব্রতা ব'লে তারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে "কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে।"

(৬)

সে ধন সম্পদ নাই দরিদ্র কাঙ্গাল,
অনাথা বিধবা-দুঃখ রবে চিরকাল
আমার অন্তরে গাঁথা ; যখনি দেখিব,
সুগন্ধ কুসুমে কীট, তখনি কাঁদিব ;
রাহুগ্রাসে শশধর নক্ষত্র-পতন
যখনি দেখিব, হায় করিব স্মরণ
বিধবা নারীর মুখ ! হায় রে বিদরে বুক,
ইচ্ছাকরে জন্মশোধ দেশত্যাগী হই রে।
ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে॥

পরশমণি।

(১)

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন !
অই যে অবনীতলে, পরশ মাণিক জ্বলে,
বিধাতা নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশমণির সনে, লোহ অঙ্গ পরশনে,
সে লোহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়
বরিষে কিরণ ধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোণার কিরণ !

(২)

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত !
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎস্না ধ'রে,
তরঙ্গ মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে ?
কেবা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারত ভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ?
কে দেখাত তরুকুল, নানা [illegible] নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু আলো তুলে সাজায়ে বিহঙ্গ কুলে,
কে রাখিত শিখীপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

(৩)

দিয়েছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী অঙ্গে, নয়ন মণির সঙ্গে,
না হয় মানব চিত্তে আনন্দদায়িনী !—
নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী,

পক্ষীপাখা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিঁঝুকে চিক্কণী !
তাতেও আনন্দময়— অরণ্য কুজ্ঝটিময়,
জলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।

(৪)

ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে ;
ইহারি পরশ-বলে সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে,
শিখায়ে প্রেমের বেদ, ঘুচায় মনের ভেদ,
প্রণয় আহ্নিক করে সুখের সাগরে।
ধন্য এই ধরাতল, প্রেম-ভোগবতী জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে ;
যুগল নক্ষত্র দুটি, যেখানে বেড়ায় ছুটি,
সখারূপে মনসুখে পৃথিবী উপরে।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি, মানবে পায় রে বিধি—
গেল চলে চির দিন এই আশা ধরে !

(৫)

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ কাঞ্চন !
স্নেহরূপ কত ফুল ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ কানন !
জননী বদন ইন্দু, জগতে করুণা সিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশী-রশ্মি-মাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন,
সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব জনম সার সফল জীবন।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

—*—

জীবন মরীচিকা।

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে—
হ'য়ে এত লালায়িত কে,ইহা যাচিত রে !
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ, ভূধর, দেশ, ধরিয়া অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী-আকারে !
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায় বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
"পৃথিবী ললামভূত, নিত্য সুখে পরিপ্লুত,"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময়, সংসারে।
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ না থাকে কুসুম-গন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল, সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত !
মনোমত সাধ তত ভাঙে চিত্ত-বিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা লয়ে সৌদামিনী ডালা
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
প'ড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত এইরূপে হয় কত
মর্ত্তবাসি-মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতা রে !
ধর্ম্মনিষ্ঠাপরায়ণ, সুচারু পবিত্র-মন,
বিমলস্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে।
অসত্য-কলুষলেশ, বিধিবে শ্রবণদেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
বামাশক্তি বামাচার, শুনিলে শত ধিক্কার
জ্বলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথা রে ?

কোথা সে দয়ার্দ্রচিত্ত, সংকল্প যাহার নিত্য,
পরদুঃখ-বিমোচন এ দুরন্ত সংসারে ?
অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংযমন,
না করিত সেই জন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ, না জানিত তোষামোদ,
সে তেজস্বী মহোদয়-বাঞ্ছা এবে কোথা রে ?
কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি আশা-বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভা রে।
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গল ঘট,
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য, বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য,
হয়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরারে।
স্বদেশ হিতৈষী কেহ ভাবিয়া অসীম স্নেহ
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে।
কার চিত্তে অভিলাষ হবে সারদার দাস,
পীবে সুখে চিরদিন অমরতা সুধারে।
কালের করাল স্রোতে, ভাসে যবে জীবনেতে,
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে !
কিশোর গাণ্ডীবধারী, জামদগ্ন্য দৈত্যহারী,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে !
কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনোমত মালা,
সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম সবারে।
হৃদয় মার্জ্জিত করে, আহা কত প্রেমভরে
প্রিয়মূর্ত্তি চিত্র করে রাখে চিত্ত আগারে।
নব বিবাহিতা কত, পেয়ে পতি মনোমত,
ভাবে জগতের সুখ ভরিয়াছে ভাণ্ডারে।
এই সব অবলার, কিছু দিন পরে আর,
দেখ, মর্ম্মভেদী শেল দেয় কত ব্যথা রে।
দেখ গে কেহ বা তার, হয়েছে পঞ্জরসার
শুষ্ক হয়ে মাল্যদাম শূন্যে আছে গাঁথা রে।
মনোমত নহে পতি, মরমে মরিয়ে সতী,
উদ্‌যাপন করিয়াছে পতিসুখ-আশা রে।
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে, দিবানিশি কেহ কাঁদে,
বিষম বৈধব্য-দশা-নিগড়েতে বাঁধা রে।
দারুণ অপত্যতাপে, দেখ গে কেহ বিলাপে,
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদরে।
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
তা হলে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে ?
কোথা গেল সে প্রণয়, বাল্যকালে মধুময়,
যে সখ্যতা-পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে !
সহপাঠী কেলিচর, অভেদাত্মা হরিহর,
এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে !
পতঙ্গপালের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত,
স্বকার্য্য সাধনে রত, কেবা ভাবে কাহারে ?
আহা পুনঃ কত জন, করিয়াছে পলায়ন,
মর্ত্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগন-নক্ষত্রবৎ, তাহারাই অকস্মাৎ,
প্রকাশে কচিৎ কভু মৃদুরশ্মি মাখা রে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্র-শোভা নীলনভঃ মাঝারে।
বসন্ত, বরষাকালে, পিকবর, মেঘজালে,
হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আহা রে !
সে সাধ-তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচা'ল জীবনের হেন রম্য ধাঁধা রে ?
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী সিংহাসন,
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধচিন্তা আঁধারে ?

—*—

অশোকতরু।

(১)

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য ক'রে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ?
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর,
বিরাজে শাখীর'পর সদা হাস্যভরে—
সিন্দুরের ঝারা যেন বিটপী উপরে !
মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা,
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অম্বরে।—
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী ভিতরে ?

(২)

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর,
অন্তরও তোমার কি হে, ইহারি মতন ?
কিম্বা শুধু নেত্রশোভা মানব যেমন ?
আমি দুঃখী তরুবর, তাপিত মম অন্তর,
না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন ;
তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ?
অরে তরু খুলে বল, শুনে হই সুশীতল,
ধরণীতে সদানন্দ আছে এক জন—
"না হয়-সন্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন !

(৩)

জানিতাম, তরুবর, যদি হে তব অন্তর,
দেখা'তাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মনচিত্রে কি আছে কোথায় !
কত মরু, বালুস্তূপ, কত কাঁটা, শুষ্ক কূপ,
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
সরসী, নির্ঝর, নদী, কিছু নাহি তায়।
তা হ'লে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসভূমি,
নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায় ;
ত্যজে নর, ধরি কেন তোমার গলায় !

(৪)

তুমি তরু নিরন্তর, আনন্দে অবনী'পর,
বিরাজ বন্ধুর মাঝে, স্বজন সোহাগে !
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে।
ধরণী করান পান, সুরস সুধা সমান
দিবানিশি বার মাস সম অনুরাগে—
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে।
স্রোতোধারা ধরি পায়, কুলু কুলু করি ধায়,
আপনি বরষা নীর ঢালে শিরোভাগে ;
তরু রে বসন্ত তোরে স্নেহ করে আগে।

(৫)

কলকণ্ঠ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে,
শুনাতে আনন্দে ব'সে কুহু কুহু রব ;
তরুবর তোমার কি সুখের বিভব !
তলদেশে মখমল, তৃণ করে ঢল ঢল,
পতঙ্গ তাহাতে সুখে কেলি করে সব,
কতই সুখেতে তরু, শুন ঝিল্লীরব !
আসি সুখে পাঁতি পাঁতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
খদ্যোৎ যখন তব সাজায় পল্লব—
কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব !

(৬)

তরু রে আমার মন, তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা ;
আমি তরু, জগতের স্নেহ, সুখ হারা !
জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা ;—
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তাহারা !
এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।

(৭)

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে ,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।
এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী তীরে।
এক ভিক্ষা আছে আর অন্য যদি কেহ আর,
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু, তারে দয়া করে তুমিও পরাণে।

———

সুহৃৎ-সমাগম।*

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ্ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,

* কলেজ ইউনিয়নের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে।

ভাসা দেখি হৃদি সুখের তরঙ্গে
নাচায়ে তাহাতে আশার ফুল।
শুনিয়া প্রাচীন "অফিয়স"-গান
পাইল চেতন অচল পরাণ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল।
তুই কি নারিবি চেতন পরাণে,
সুহৃৎ সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয় তরুর মূল?
"কোথা বাল্য সখা"—বলি একবার
ডাক্ দেখি সুখে মিলাইয়া তার,
"এস হে শৈশব-সুহৃৎ আবার
আশা[illegible]নে খেলা'তে যাই।"
গাও, বীণা, গাও "নবীন জীবনে
খেলিতে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, ভেটিলে স্বপনে,—
আজি কি তাদের স্মরণ নাই?
"স্মরণে কি নাই সে সৌরভময়
শৈশবের প্রিয় পাদপনিচয়,
তড়াগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালয়,
জড়ালে যাহাতে শৈশব-মায়া?
"ভুলিলে কি সেই উৎসাহ লহরী,
ভাসাতে যাহাতে জীবনের তরী
তরঙ্গ তুফান হেয়জ্ঞান করি,
উড়াতে নিশান বিচিত্র-কায়া?
"পাড়ে না কি মনে কত দিন, হায়,
'মা' 'মা' বলি প্রবেশি আলয়,
কত সুখে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা?
"সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন মধ্যাহ্নে এস সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্লভ
সংসার তুফানে ডুবেছে আহা।

"নবীন প্রবীণ এস সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।
"লঘু আশা, হায়, লঘু তৃষা লয়ে
শিশুকালে যদি উন্মত্ত হয়ে
বাধিতে পেরেছ হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে,
"তবে কি এখন নারিবে মিলিতে?
গাঢ় চিন্তা, আশা, যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা-ঝটিকা বহিছে যবে?
"করিলে যে আগে এত সে কল্পনা,
ধরিলে যে হৃদে এতই বাসনা,
শুধু কি সে সব প্রলাপ জল্পনা—
ছিন্ন তৃণবৎ বিফল হবে?
"চেয়ে দেখ, সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুন্দর সুঠাম-মূরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায়!
"আমরাও তবে না হাসিব কেন?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টিধারা ধরি মাথায়॥
"অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন হের কত বার,
ভেবেছ কি কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করিল চুরি?
কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
অতুল্য "দ্বারিক" বঙ্গের মিহির!
কোথা "অনুকূল" মলয়-সমীর!
"দীনবন্ধু" বঙ্গ-সাহিত্য-মুরী
"শ্রীমধুসূদন" কোথায় এখন!
তার তরে আজু কে করে ক্রন্দন

সহপাঠী তার—এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা !
"কিছু দিনে আর আমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইব এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে—
কালেতে হইব সকলি হারা !
"বাঁচি যত দিন এস একবার
সম্বৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে।
"আর কত কাল বাঁচিব তা বল—
বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র জীবনসম্বল
কবে যে ফুরাবে ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে !
"এ শোকের ছায়া হায় রে যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয়-দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী, সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময়।
"সবে সখ্য ভাব—না ছিল বিচার
কিবা সে কাঙ্গাল রাজপুত্র আর,
একই আসন পঠন সবার—
সদাই হৃদয় আনন্দময়।
"সেই সুখময় সুহৃদের মেলা
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,
সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।"
বাজ্ বীণা আজ্ মিলে সব তার,
করিয়া মৃদুল মৃদুল ঝঙ্কার,
প্রণয়-কুসুম ফুটা রে সবার,—
বাজ্ রে মধুর জলদ তালে।
বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
জাগ্ বীণা, জাগ্ আনন্দের সঙ্গে,
খেলাইয়া হৃদে সুখের তরঙ্গে,
নাচায়ে তাহাতে আশার ফুল।
শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিয়স" গান
উঠিল চেতিয়া অচল পাষাণ ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
ছুটিল উল্লাসে রসায়ে কূল ;
তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃৎ সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত অলপ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ?

দুর্গোৎসব।

(১)

সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানা জাতি ফুলে ;
তুলে আন চাঁপা ফুল রতির শ্রবণদুল
জবাফুল রক্তিম হিঙ্গুলে ;
কুমুদ তড়াগ শোভা আন তুলে মনোলোভা
মনোলোভা মল্লিকা-মুকুলে ;
রসময়ী চিরসুখী নিশিগন্ধা মধুমুখী
অরবিন্দ অপূর্ব্ব পারুলে ;
সুতনু অপরাজিতা কৃষ্ণচূড়া আনন্দিতা
আন রসবতী কেয়া ফুলে ;
নানা ফুলে সাজা অঙ্গ আজি প্রস্ফুটিত বঙ্গ
শারদ পার্ব্বণে দুঃখ ভুলে।
আয় কুলবধূ যত মুকুতা কহ্লার মত
চামেলি গোলাপ বান্ধি চুলে ;
পর শাটী নীলাম্বরী, বুটি, বেল ত্রিলহরী—*
দিগম্বরী † চিত্র করা কূলে ;
সুচিকণ বারাণসী কটিতে বাঁধিয়া কসি
রাঙা কর অধর তাম্বুলে ;
কচি মুখে সুধা হাসি অবিরল পরকাশি
বিকাশিয়া যৌবন-মুকুলে ;

---

* তেপেড়ে। † ক্রেপ

শরতে চাঁদের সঙ্গে   রঙ্গে আলো কর রঙ্গে
ভাবুকের মন যাহে ভুলে।—
সাজা বঙ্গে আজি-রঙ্গে নানা জাতি ফুলে॥

(২)

আজি কি সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ!
এসো গো প্রাচীনা যারা,   লয়ে কড়ি ফুল ঝারা
কৌটা ঝাঁপী চিরুণী দর্পণ;
সীঁথিতে সিন্দূরভাজ   ধর আরতির সাজ
পর খুলে পাটের বসন;
দধি দুগ্ধ মনোহরা   ছানা চিনি থালা ভরা
তিল-লাড়ু সুধা-আস্বাদন;
ঘুচুক চক্ষের পাপ   চাও দুঃখীর তাপ
খই লাড়ু কর বিতরণ;
দাও সুখে হাতে তুলে,   চির দুঃখ যাক্ ভুলে,
পুরাতন অজীর্ণ বসন।
রাঁধ অন্ন পালি পালি,   পাতে পাতে দাও ঢালি
পরিপাটী মধুর রন্ধন।
"দেও অন্ন দেও এনে,   পেট পূরে খাব মেনে"
আহা শোন বলে দুঃখী জন;
দরিদ্রের মনোরথ   পূরাতে সহজ পথ
হেন আর পাবে কদাচন;
দেও অন্ন দেও ঢালি,   এ সুখ রবে না কালি,
দশভুজা ত্যজিলে ভবন।—
শরতে সুখের কাল আশ্বিন কেমন!

(৩)

হাস্‌রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি,
পথে মাঠে কি বাহার   চেয়ে দেখ এক বার
পদব্রজে পথিকের সারি!
অই গৃহ দেখা যায়,   বলিতে বলিতে ধায়
আশার কুহকে বলিহারি!
আশায় মানস ফুটে,   হাসির তরঙ্গ ছুটে,
বঙ্গে আজি রঙ্গ দেখি ভারি;
হাসা রে বিনোদ শশী   বিনোদ গগনে বসি
প্রাচীন কিশোর যুবা ধনাঢ্য ভিখারী।
বিপুল বঙ্গের মাঝে   সুর-বিমোহন সাজে
পাতিয়াছ ভাল যাদুকারী।—
জলে জলে চলে তরি   তরঙ্গ বিদার করি
মনসুখে দেখি আঁখি ভরি,
পুষ্প যেন জলময়   আলো মাখা তরিচয়
ভেসে যায় নদী নদোপরি;
করে খেলা দলে দলে   তরুই চেতাঙ্গা জলে
পড়ে দাঁড় ঝুপ ঝুপ করি;
ধীরে তরি আগুয়ান   উচ্চে হয় সারি গান
শ্রুতিমূলে সুধা বৃষ্টি করি;
আনন্দে বিহ্বল মন   ভাসে জলে কত জন
বঙ্গে আজি কি সুখ লহরী!
হাস রে শরত চাঁদ কিরণ বিস্তারি!

(৪)

হাস রে আকাশে বসি কুমুদ-রঞ্জন।—
জ্বালা ধূপ, জ্বালা ধুনা,   শঙ্খ ঘণ্টা রব দুনা
কর বঙ্গবাসী যত জন।
পড় মন্ত্র দ্বিজগণ,   জবা বিল্ব অগণন
বৃষ্টি কর, মাখায়ে চন্দন;
দাও জল দূর্ব্বাদল   পঞ্চগব্য সিন্ধু জল
স্বাহা স্বাহা বল অনুক্ষণ;
ঢাল চরু, ঢাল সুরা   অঞ্জলি অঞ্জলি পূরা
কর হোমে হব্য বরিষণ;—
নর-দুঃখ-নিবারিণী   আর্য্যকুল-নিস্তারিণী
বঙ্গে বামা উদয় এখন।
নৌবতে মধুর বোল,   কড়া কড় কড় রোল
শানায়ের মধুর নিক্কণ,
মৃদঙ্গ গম্ভীর-তাল   খরতাল সু-রসাল
বেণুযন্ত্র ললিত বাদন,
সারঙ্গী মৃদুল-সুরা   ঘোর রব তানপূরা,
এস্রাজ মধুর গর্জ্জন,
বেহালা সুপরিপাটী   জল-তরঙ্গের বাটী
বীণাতন্ত্রী কোকিল-লাঞ্ছন,

আজি রঙ্গে বাজা বঙ্গে গভীর দামামা সঙ্গে-
আজি রে সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ!

প্রিয় বয়স্যের মৃত্যু।

জীবনের বন্ধু মম আর এক জন
কাল-রূপ মহাসিন্ধু-সলিলে ডুবিল।
এতকাল ছিলে, সখে ভূতল-রতন,—
এখন এ ভবে তব কি চিহ্ন রহিল?
হায়! না দেখিব আর সে প্রিয় মূরতি!
সে ভোলা পাগল মন আপনা বিস্মৃত,
সে পাণ্ডিত্য, একাগ্রতা, সে প্রগাঢ় স্মৃতি,
অনন্তকালের মত হয়েছে নিভৃত!
প্রকৃতি, সখা হে, তব কি মধুর(ই) ছিল,
যখনি হেরিত হিয়া হরষে ভাসিত,
জানিতে না জীবনের প্রথা কি জটিল,।
অবিরত জ্ঞান-সুধা পানে বিমোহিত।
লভিলে কতই রত্ন বিদ্যার ভাণ্ডারে!
সে জ্ঞান-পিপাসা, হায়, আছে ক'জনার?
আজীবন পর্য্যটন বাণীর বিহারে,
ভক্ত-চূড়ামণি, সখা ছিলে সারদার।
হৃদয়ে বড়ই ব্যথা রহিল আমার—
দু'জনে হ'ল না দেখা শেষের সে দিন,
ছড়াইতে তব নেত্রে নিবিড় আঁধার,
যে দিন শমন করে এবিশ্ব মলিন!
আঁধার এ ভব রাজ্য তোমার নয়নে,
চির দিন তরে রবি শশী লুকাইল!
ভবের কি কিছু তবে ভেবেছিলে মনে?
অথবা সে তমোজাল মানস(ও)ঢাকিল?
কে পারে ছাড়িতে এই প্রফুল্ল অবনী—
সুন্দর রবির করে এ মহী মণ্ডিত?
মুমূর্ষু পরাণী নরে কে আছে এমনি,
পরাণে না হয় যার বাসনা উত্থিত
কোন প্রিয়-জন-বক্ষে শিরস রাখিতে,
পরাণের দাহ যত জুড়াবার তরে?
কোন প্রিয়জন-হস্তে অশ্রু মুছাইতে,—
উছলে নয়নে যাহা গত মনে করে?
মোহময় এ ধরায় মৃত্যুর(ও) শয্যায়
পারে কি ভুলিতে মোহ মানবের মন!
বিন্দুমাত্র শ্বাস (ও) যবে বহে নাসিকায়,
তখন (ও) এ দেহে রহে মায়ার লক্ষণ।
হৃদয়-কন্দরে, সখে কি ভাবিলে; হায়,
অনন্ত নিদ্রায় যবে নয়ন মুদিলে?
প্রিয়জন কার(ও) পানে, কোন বা সখায়
কটাক্ষ ক'রে কি অশ্রুকণা ফেলেছিলে?
মনে কি পড়িল সখা সে দিনের কথা,
বিদ্যার সমর-ক্ষেত্রে যৌবনে প্রথম,
যুঝেছি ক'জনে যবে—সহপাঠি-প্রথা?
লভিতে বিজয়-কেতু কত বা উদ্যম?
মনে কি পড়িয়াছিল পূর্ব্বের সে সব?
দরিদ্র বাসনা যত হৃদে হ'ত লীন?
আশার আশ্বাসপূর্ণ বাঁশরীর রব?
হৃদয়ে মধুর কিবা আকাঙ্ক্ষার বীণ?
মনে কি পড়িল, হায়, সংসার-সোপানে
উঠিতে কতই ক্লেশ—হরিষে বিষাদ;
হাসি কান্না সে কালের বসিয়ে নির্জ্জনে,
রহস্য কৌতুক কত অমৃত আস্বাদ।
দরবিগলিত অশ্রু নয়নে আমার,
সেই সব ভাব আজি হৃদয়ে উঠিছে;
বিভাবরী-কোলে যেন শত তারকার
মৃদু রশ্মি ধীরে ধীরে আঁধারে ছুটিছে।
কোথায় গিয়াছ, ভাই, কিছুই জানি না,
অজ্ঞাত সে দেশ—নরে, জানে না কেহই,
প্রবেশিয়া কেহ তায় কভু ত ফেরে না,
প্রবেশ করিছে পান্থ অজস্র কতই!
যেখানেই থাক, সখে, থাক যেই ভাবে,
তমের আঁধার কিবা দিবার কিরণে,

আমাদের চিত্ত মাঝে নিত্য বিরাজিবে,
আছিলে ধরণী'পরে যেরূপ ধরণে!
সাঙ্গ না হইল হায় জীবনের ব্রত,
ডুবিল দেহের তরি—ফুরাল সকলি!
ভাসিতে সাগর-নীরে তরঙ্গ-তাড়িত,
সমপাঠী এবে দুটী রহিনু কেবলি!
অন্ধ এ জগৎ, সখা,—ধরণী-ভূষণ
মানব যাহারা, তারা দুর্লক্ষ্য মহীর!
যশের কিরণ করে মুকুটে ধারণ
চক্রী, চাটুকার, ভণ্ড, কত অবনীর!
অন্ধ এ জগৎ তোমা চিনিবে কি? হায়,
চিনি ত আমরা—ছিলে ভবের ভূষণ!
আমরা সখা হে, সবে পূজিব তোমায়,
হৃদয় মন্দিরে করি প্রতিমা স্থাপন।
প্রাণের বিগ্রহ হেন রাখিব যতনে,
জ্বালি স্মৃতিরূপ দীপ করিব অর্চ্চন,
প্রণয়ের ভক্তিসহ বিহ্বলিত মনে
দিব অর্ঘ্য প্রেম-পুষ্প সজল নয়ন!—
মধুর পবিত্র ভাব—বন্ধুর স্মরণ!

ভারতে কালের ভেরী।

[১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে]

(১)

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার!—
অই শুন ঘোর ঘন ভীম নাদ তার!
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে আকুল অধীর বঙ্গে;
উঠিছে পূরিয়া দিক্ প্রাণী-হাহাকার!—
বাজিল অকাল ভেরী—বাজিল আবার।

(২)

চলেছে প্রাণীর কুল হের চারিধার;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির বালক নারী হা অন্ন, হা অন্ন বারি
বলিতে বলিতে ধায়, চক্ষে নীরধার;
ধরাতলে চলে ধীরে কালীর আকার!

(৩)

দেখ রে চলেছে আহা শিশু কত জন,
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী বদন;
আকুল জননী তার মুখ চাহি বারবার
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ!

(৪)

হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে,
বলিছে কামিনী কেহ, "কই নাথ অন্ন দেহ
কালি আর চাহিব না রাখ আজ প্রাণে"—
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

(৫)

ছুটেছে যুবতী কন্যা ফেলিয়া পিতায়;
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ সকলি বৃথায়!
কেবা কন্যা, কেবা পিতা, কে জননী, কেবা মিতা,—
অন্নদাতা, পিতা মাতা, আজি বাঙ্গালায়—
হের হেন কত জন আজি এ দশায়।

(৬)

হের কত জন আহা উদর-জ্বালায়
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়—
তুলিয়া যুগল পাণি শিশু ডাকে 'মা' 'মা' বাণী,
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়—
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়!

(৭)

চলেছে প্রাণীর কুল এরূপে আকুল,
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল—
নৃত্য করে ভেরী নাদে, কঙ্কাল তুলিয়া কাঁধে,
খপুর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখ বঙ্গবাসি, দেখ মূর্ত্তি কি ভীষণ!

(৮)

ছুটিছে নয়নে বহ্নি স্ফুলিঙ্গ সমান ;
ফিরিছে উন্মত্ত ভাব উল্কার প্রমাণ ;
দন্ত ঘরষণে শব্দ ভারতভুবন স্তব্ধ,
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান—
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান !

(৯)

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ আলয়,
নন্দিনী নন্দন রূপ, সুগপুষ্পময়,
আজি পূর্ণ কলরবে অচিরে নীরব হবে,
শকুনি বায়স কিম্বা পেচক আশ্রয়—
ধরিবে শ্মশান বেশ মৃত অস্থিময়।

(১০)

কত সে জনতাপূর্ণ পণ্যবীথি হায়,
এ রাক্ষস অনাচারে হবে মরু প্রায়—
ভীষণ গহন সাজ, ধরিবে পুরীর মাঝ
পূরিবে বনের গুল্ম পাদপ লতায়।
ভ্রমিবে শার্দ্দূল শিবা আনন্দে সেথায়।

(১১)

আজি হাসিভরা মুখ প্রফুল্ল যে সব,
আজি সুখপূর্ণ বুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি রবে শবদেহ হবে সবে,
শৃগাল কুকুরে মেলি করিবে উৎসব—
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব !

(১২)

কেমনে হে বঙ্গবাসি, নিদ্রা যাও সুখে ?
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে না কি দুখে ?
নিজ সুত পরিবার না জানিছে অনাহার,
ভাবিয়ে, না চাহ কি হে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি-শোকের শেল বিন্ধে না কি বুকে ?

(১৩)

প্রিয়ে' বলি গৃহে আসি ধর যবে কর,
হয় না উদয় কি রে হৃদয়-ভিতর—
কত সতী অনাথিনী পথে পথে কাঙ্গালিনী
ভ্রমিবে হতাশ হয়ে ত্যজি শূন্য ঘর—
নাহি লজ্জা কুলমান, ক্ষুধায় কাতর !

(১৪)

ক্রোড়ে ধরি হের যবে কন্যা পুত্রগণ,
ভাবিয়া জগৎ মাঝে অমূল্য রতন—
কভু কি পড়ে না মনে সেই সব শিশুগণে
অন্ন বিনে মরে যারা করিয়া রোদন ?
তাহারাও অইরূপ নয়ন-রঞ্জন

(১৫)

হে বঙ্গ কুল কামিনী আর্য্যা যতজন,
জান যারা পতি পুত্র পিতা সে কেমন—
ভাব দেখি একবার বদন সে সবাকার
ঘরে যারা প্রাতঃসন্ধ্যা করে দরশন
নিরন্ন বিষণ্ণ পতি, জনক, নন্দন !

(১৬)

একদিন অনশনে দিন যদি যায়,
জান না কি বঙ্গবাসী কি যাতনা তায় !
আজি সেই অনশনে দারুণ হতাশ মনে
লক্ষ নরনারী শিশু করে হায়, হায়—
তবুও চেতনা কি হে নাহি হয় তায় !

(১৭)

ভাব, অহে বঙ্গবাসী, ভাব একবার
কি কাল রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে দ্বার—
নাশিতে সে দুরাচার বৃটনের হুহুঙ্কার
বৃটিশ কেশরীনাদ শুন একবার—
ঘুমাইও না বঙ্গবাসী, ঘুমাইও না আর ;
ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার ;

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী।

(১)

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী ?
যৌবনের সুখময়ী সুধাতরঙ্গিণী ?

এই কি সে করতল শিরীষ কোমল,
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল ?
এই কি সে প্রাণহরা চোরা প্রিয় আঁখি,
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধরে'রাখি,
এই কি রে সেই তনু স্বর্ণ জিনি যার
লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে—এই সে আমার ?—
পালঙ্ক উপরে নারী পার্শ্বদেশে বসি তারি
ধীরে কোন প্রৌঢ়জন বলে ;
অলকার কেশগুলি হেরে ধীরে করে তুলি
ঘরে দীপ ধিকি ধিকি জ্বলে।

(২)

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলায় !
সোণার বিগ্রহে যদি পূজ এক দিন,
সেও রে পরশ-দোষে হয় রে মলিন !
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ-দর্পণ,
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন !
কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে ;
পরশ বারেক তারে,—তারো শোভা হ্রাসে !
সংসারের সুখ পদ্ম নারীও শুকায় সদ্য
পুরুষের দরশ পরশে !
বলে, আর ফিরে ফিরে নেহারে নেহারে ধীরে
নারী আশু নিদ্রার সবশে।

(৩)

প্রবেশি সংসারে যবে—কি সুখের কাল।
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল, জড়ান তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে !
কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া,
ছুটিয়া বেড়া'ত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী লতায়,
ভেবেছিনু সমুদয় পৃথিবীর সুখময়
নবতরু রোপেছি আনিয়া !
সে নবীন তরু এই, হায় রে আমিও সেই ;
কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া !

(৪)

"কেন নাথ কেন কেন", বলিয়া তখন
উঠিলা রমণী সেই ত্যজিয়া শয়ন,
তুলিয়া পরিয়া গলে বিগলিত হার,
বলে "নাথ, হের দেখ এখনও বাহার,
চারা গাছে পাতা ছিল এবে ফুল তায়
ফুটেছে কেমন দেখ পাতায় পাতায়
কে ব'লেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশা
সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা।'
মন দিয়ে খেল নাথ ফিরে হবে বাজি মাত
সেই খেলা আবার খেলিব ;
সেই পুঁজি সেই পণ সেই প্রাণ সেই মন
প্রাণনাথ সকলি সে দিব।"

(৫)

কি দিবি রে পাগলিনী—পাবি কি কোথায় !
সাধের বাগান ভাঙ্গা চেয়ে দেখ হায় !
ছায়া করে, ছিল তাহে যেই দুটি তরু,
বসিতাম তলে যার যবে ভার গুরু,
একটি তাহার হায়, সমূলে ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে কোথায় চলে—সঙ্গিনী ছাড়িয়া
বল্মীকেতে জর জর নীরস শরীর,
সেও হায় গত-প্রায় বজ্রাহত শির !
রোপিনু যে এত সাধে ফুলতরু কাঁধে কাঁধে
ক'টী তরু আছে বল তার ?
ক'টী বল ফুটে আছে দাঁড়াইলে কার আছে
সেই ঘ্রাণ ছোটে পুনর্ব্বার !

(৬)

পাগলিনী কোথা পাবি সে শোভা আবার ?
সে ফুলের মধু, বাস, এখন আবার !
"কোথা পাব ? এস নাথ দর্পণের কাছে ;
দেখাই সে শোভা যত, এবে কোথা আছে।
কেন নাথ, নাই কি হে ?—এই ত সে সব,

সেই চারু চাঁদমুখ, প্রাণের বল্লভ,
সেই ত অমিয়মাখা, এখনও তোমার,
নয়ন বচন, হাসি—দর্পণ মায়ার!—
সেই বাহুলতা এই অধরে সে তিল এই
তখন এখন কই প্রভেদ ত নেই।"

(৭)

'প্রভেদ কি নাই,—হায়, হায়, রে কপটী,
দেখ্ দেখি একবার নয়ন পালটি'
যৌবনের কুঞ্জবন—কত ছিল তায়
সারি, শ্যামা, শুক, পিক্ পাতায় পাতায়!
যতনে ডাকিলে কাছে হরিষে আসিয়া;
হৃদয়ে মাথায়, কোলে পড়িত লুটিয়া
এখন(ও) কি সেই পাখী, আছে কি সে সব?
সেইরূপে কাছে এসে করে কি রে রব?
কত উড়ে গেছে তার, উড়ু উড়ু কত আর,
কত হায় নীরবে বসিয়া,
অসুখে শাখীতে লুটে, ডাকিতে আসে না ছুটে
কাঁদে বসি সঙ্গীত ভুলিয়া!

(৮)

এখন বাজে না আর সে কুহক বাঁশী
মোহিনী মায়ার মুখে—সকলিরে বাসি,
নির্গন্ধ জগতে সবে,—নির্গন্ধ হৃদয়
বসন্তের বাসশূন্য, ফণীর আলয়!
যা ছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে,
এখন ভিখারী—কাচ পাই না কুড়ায়ে।
ভেঙ্গেছে, প্রেয়সী, সেই আশার আরসি,
হাসি, কাঁদি, খেলি বটে তবুও উদাসী।
"তবুও উদাসী নাথ, কর দেখি দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন"
ব'লে তুলে আনি সুখে রাখিল স্বামীর বুকে
পুনঃ মায়া নিগড়ে বন্ধন!

কামিনী কুসুম।

(১)

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে?—
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম হার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে?—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে?

(২)

কি ফুলে তুলনা দিব, বল, চূতমুকুলে?
কোথায় এমন স্থল,
খুজিলে এ ধরাতল,
যেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে?
যেখানে এমন বাস
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলে?
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে?

(৩)

মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি, চামেলি
চাদে কি অতুল বাস
ফুল্লমুখে মৃদু হাস,
তরুকোলে তনু রেখে, অলিসনে আকুলি।
কি জাতি বিদেশী ফুল
আছে তার সমতুল,
রাখিতে হৃদয় মাঝে ক'রে চিত্তপুতুলি?—
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি!

(৪)

আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা—
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ,
মন নাহি জানে ছলনা;

না জানে বেশ বিন্যাস,
প্রস্ফুটিত মুখে হাস,
অধরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবা-সম কোথা পাব ললনা !

(৫)

কে দেয় বিলাতি "লিলি" নলিনীতে উপমা ?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।
বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরী মরি তায় কে বোঝে সে মহিমা !
কোথায় বিলাতি "লিলি" নলিনীর উপমা ?

(৬)

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গ রসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ঈরাণী "গুল"
এ ফুলের সমতুল ?
কোথা কিঁকে "ভায়োলেট,' গন্ধ নাহি তাহাতে।
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে ?

(৭)

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ আগারে—
মালতী, কেতকী, জাতি
বান্ধুলি, কামিনী পাতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে।
কে করে গণনা তার—
অশোক, আতস আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি তুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ মাঝারে !

(৮

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী !
লতায়ে লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায়,
লাজে অবনত মুখী, তনুখানি আবরি।
তাই এত ভালবাসি
মেঘেতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ?
মরি কি অপরাজিতা, নীলিমার লহরী !

(৯)

এ মাধুরী, সুধারস কোথা পাব কুসুমে,
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম যার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা সরমে—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

চাতক পক্ষীর প্রতি।*

(১)

কে তুমি রে বল পাখী,
সোণার বরণ মাখি,
গগণে উধাও হয়ে,
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,
এত সুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাও ?

(২)

বিহঙ্গ নহ ত তুমি ;
তুচ্ছ করি মর্ত্যভূমি
জ্বলন্ত অনল প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল পথে সুস্বর ছড়াও ?

* শেলি রচিত "স্কাইলার্কের" অনুকরণ।

(৩)
অরুণ উদয় কালে
সন্ধ্যার কিরণ জালে
দূর গগনেতে উঠি,
গাও সুখে ছুটি ছুটি,
সুখের তরঙ্গে যেন ভাসিয়া বেড়াও।

(৪)
আকাশের তারাসহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু শুনি উচ্চ স্বরে
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে;
আনন্দপ্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও ?

(৫)
একাকী তোমার স্বরে
জগত প্লাবিত করে,
শরতের পূর্ণ শশী
বিমল আকাশে বসি,
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়,

(৬)
কবি যথা লুকাইয়ে,
হৃদয়ে কিরণ লয়ে,
উন্মত্ত হইয়া গায়,
পৃথিবী মাতিয়ে তায়
আশা মোহ, মায়া,ভয় অন্তরে জুড়ায়।

(৭)
রাজার কুমারী যথা,
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা,
গোপনে প্রাসাদ'পরে
বিরহ সান্ত্বনা করে
মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায় !

(৮)
যেমন খদ্যোৎ জ্বলে
বিরলে বিপিন তলে,
কুসুম তৃণের মাঝে
আতোষী আলোক সাজে
ভিজিয়া শিশির নীরে আঁধার নিশায়।

(৯)
পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা
গোলাপ অদৃশ্য যথা
সৌরভ লুকায়ে রয়,
যখনি পবন বয়,
সুগন্ধ, উথলি উঠি বায়ুরে ক্ষেপায়।

(১০)
সেই রূপ তুমি, পাখী,
অদৃশ্য গগনে থাকি,
কর সুখে বরিষণ
সুধাস্বর অনুক্ষণ
ভাসাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায় !

(১১)
কেবা তুমি জানি নাই,
তুলনা কোথায় পাই ;
জলধনু চূর্ণ হয়ে
পড়ে যদি শূন্য বয়ে,
তাহাও অপূর্ব্ব হেন নাহিক দেখায়।

(১২)
যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—
নবীন মেঘের জল
মুক্তা মাখা তৃণদল—
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয় !

(১৩)
পাখী কিম্বা হও পরী
বল রে প্রকাশ করি
কি সুখ চিন্তায় তোর
আনন্দ হয়েছে ভোর ?
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই !

(১৪)

সুধা প্রণয়ের গীত
প্রাণ করে পুলকিত—
তারো সুললিত স্বর
নহে এত মনোহর
এত সুধাময় কিছু না হেরি কোথাই।

(১৫)

বিবাহ উৎসব রব
বিজয়ার জয় স্তব,—
তোর স্বর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়—
মেটে না মনের সাধ, পূর্ণ নাহি হয়।

১৬

তোর এ আনন্দময়
সুখ-উৎস কোথা রয়,
বন কিম্বা মাঠ গিরি
গগন হিল্লোলে হেরি—
কারে ভালবেসে এত সুখ সমুদয়?

(১৭)

তুমিই থাক রে সুখে
জান না ঔদাস্য দুখে,
বিরক্ত কাহারে বলে
জান না রে কোন কালে
প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত।

(১৮)

আমরা এ মর্ত্ত্যবাসী
কভু কাঁদি কভু হাসি,
আগে পাছে দেখে যাই
যদি কিছু নাহি পাই,
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত।

(১৯)

যত হাসি প্রাণ ভরে
যাতনা থাকে ভিতরে,
এ দুঃখের দুমগুলে
শোকে পরিপূর্ণ হ'লে
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর!

(২০)

ঘৃণা ভয় অহঙ্কার
দূরে করি পরিহার,
পাখী রে তোমার মত
যদি না কাঁদিতে হ'ত—
না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর!

(২১)

গগনবিহারী পাখী
জগতে নাহি রে দেখি,
গীত বাদ্য মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায়।

(২২)

যে আনন্দে আছ ভোরে
তাহার তিলেক মোরে
পাখী তুমি কর দান,
তা হ'লে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতা-তরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়।

প্রলয়।*

(১)

ফিরে কি আসিছে প্রলয়ের কাল
নাশিতে পৃথিবী?—ফিরে কি করাল,

* ১২৮২ সালে সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুৎপ্রকৃতি জ্যোতিরেখা নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে; প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে; এবং যেরূপ বেগে আসিতেছে তাহাতে অনতিবিলম্বে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করা সম্ভব। সেই উপলক্ষে ইহা বিরচিত হইয়াছিল।

বাজিবে বিষাণ ভীষণ নিনাদে ?
জ্বলন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে ?
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি ?

(২)

ভয়ঙ্কর কথা—ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ
করিতে আসিছে প্রচণ্ড হুতাশ
ভানুর মণ্ডলে তড়িতের শিখা
গিরি-চূড়াকৃতি, বায়ু-পথে দেখা
দিয়াছে অদ্ভুত অনল-ছবি।
স্থির বায়ু ভেদি তড়িত-কিরণ—
রাশি স্তূপাকার করিছে গমন
পৃথিবীর দিকে—আকৃতি ভীষণ
দেখিতে অদ্ভুত অনল-ছবি।
জ্বলন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি ?

(৩)

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি,
(দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিতমণ্ডলী)
জগত ব্রহ্মাণ্ড করিবে গ্রাস !
এ কি ভয়ঙ্কর—বিশ্ব চরাচর,
সোম, শুক্র, বুধ, মহী, শনৈশ্চর,
বিদ্যুৎ অনলে হবে বিনাশ !
আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী
অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শূন্যময়,
সমুদ্র, পবন, প্রাণী সমুদয়,—
এমন পৃথিবী হবে বিনাশ !

(৪)

হইবে বিনাশ এমন পৃথিবী ?
অথবা যেমন চন্দ্রমার ছবি,
প্রাণীশূন্য মরু হয়ে চিরকাল,
ভ্রমিবে শূন্যেতে হিমানীর তাল—
মানব বিহঙ্গ কিছু না রবে ?
না রবে জলধি, নদ-নদী জল
অগাধ সাগর হবে মরুতল,
শীত গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাবে সকল,
মানব পতঙ্গ কিছু না রবে ?
না রবে মানব—বিপুল মহীতে
মানবের মুখ পাব না দেখিতে,
পাব না দেখিতে জগতের সার
রূপের প্রতিমা, সুখের আধার
রমণীর মুখ—ভবের ভূষণ
বিধাতার চারু মানস-সৃজন—
চিরদিন তরে বিলীন হবে ?

(৫)

বিহঙ্গের স্বর, তরঙ্গ নির্ঝর,
কুসুমের আভা, ঘ্রাণ মনোহর,
বালকের হাসি, আধ আধ বোল,
ঘনঘটা ছটা, জলের কল্লোল,
চাঁদের কিরণ, তড়িতের খেলা,
ভানুর উদয়, ভূধরের মেলা,
দেখিতে শুনিতে পাব না আর !
এত যে সাধের এত যে বাসনা,
আশা, অভিলাষ, কিছুই রবে না,
আনন্দ, বিষাদ, ভাবনাকলাপ,
প্রণয়ের সুখ, প্রতাপের তাপ,
ধনের মর্য্যাদা, মানের গৌরব,
জ্ঞানের আস্বাদ, প্রেমের সৌরভ,
কিছু কি রবে না, রবে না তার ?

(৬)

বিরলে বসিয়া এ মহীমণ্ডলে,
উজানে ভাসিয়া কালের হিল্লোলে,
আর কি পাব না সে ভাবে ভাবিতে,
আর কি পাব না সে সবে দেখিতে,
নয়নে কাঁদিয়া, স্বপনে ডুবিয়া,
মানসে ভাবিয়া পুলকে পুরিয়া,
যে সবে দেখিতে বাসনা হয়

শিশু বাল্যকাল, যৌবন সরল,
(কখন অমৃত কখন গরল)
কুটিল প্রবীণ মানব-জীবন,
লহরী লুকায়ে হবে অদর্শন,
এ জীব প্রবাহ—হবে প্রলয় ?

(৭)

এত যে সহস্র জীবের রতন—
দেবের সদৃশ মহামতিগণ
যুগে যুগে যুগে পরাণ সঁপিয়া
আকাশ, জলধি, পৃথিবী খুঁজিয়া
জ্ঞান সঞ্চারিল, মানব-জাতিতে,
আনন্দ নির্ঝর অজস্র করিতে,—
সকলি কি হায় বৃথায় যাবে ?
তবে কি কারণ, বৃথা এ সকল
এ মানব জাতি, এ মহীমণ্ডল,
এমন তপন, তারা, শশধর,
এত সুখ দুখ, রূপ মনোহর—
বিধির সৃজন কেন, কি ভাবে ?
নাহি কি কোনই অভিসন্ধি তার ?—
জীবাত্মা, জীবন, সকলি অসার
এত যে যাতনা, যাতনাই সার—
সুধুই বিধির সাধের খেলা !
তবে ভস্মসাৎ হোক্ রে এখনি
দেহ, পরমায়ু, আকাশ, অবনী,
আঁধারে ডুবিয়া হোক ছারখার,
কিবা এ ব্রহ্মাণ্ড, জীব জন্তু আর—
চিরদিন তরে যাক এ বেলা !
এ মানব জাতি, এ মহীমণ্ডল
বৃথা এ সকল—সকলি নিষ্ফল—
এই কি বিধির সাধের খেলা !
বিধাতা হে আর করো না সৃজন
এমন পৃথিবী এমন জীবন ;—
কর যদি প্রভু, ধরা পুনর্ব্বার
মানব সৃজন করো নাক আর ;
আর যেন, দেব, না হয় ভুগিতে
জীবাত্মার সুখ—না হয় আসিতে,
এ দেহ, এ মন ধারণ করিতে,
এরূপ মহীতে কখন আর।

সম্পূর্ণ

চিত্ত-বিকাশ।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

"RENOUNCE ALL STRENGTH BUT STRENG H DEVINE;
AND PEACE SHALL BE FOR EVER THINE."

Cowper.

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে
শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা
মুদ্রিত।

আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত, পদ, নেত্র
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে।

চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে,
যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে।

কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান,
ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান্।

সব ঘুচাইলে বিধি, হরে, নিয়া চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল চিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে॥

জীবের বাসনা-যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা ভাণ্ডার
চির অস্তমিত দিনমণি।

ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশদিক ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার॥

প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে,
আমার রজনী শেষ, হবেনা কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে?

আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু স্থলে,
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে!

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার ক্ষেত্রে, পাবনা দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানব বদন।

নিজ পুত্র কন্যা মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।

কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভব লীলা ঘুচেছে আমার
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।

ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হ'বে আমার?

কি হ'বে কাঁদিয়া

কি হ'বে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া,
সবারি এ দশা, কিছু চির নয়,
চির দিন কারো নাহি রয় স্থির,
চির কাল কারো সমান না যায়।

পরিবর্ত্তময় সদা এ জগৎ।
নাহি ভেদাভেদ ক্ষুদ্র কি মহৎ।
হ্রাস বৃদ্ধি নাশ যার যে নিয়ত,
পল অনুপল পৃথিবীময়।

আমি কিবা ছার নগণ্য পামর,
শত শত কত মহাভাগ্যধর,
বিরাট সম্রাট দেবতুল্য নর,
উন্নতি পতন সবারি হয়।

কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম?
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম?
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা?
কোথায় মথুরা কোথায় দ্বারকা?

কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট শৃঙ্খলে?
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?

এস ভগবান, কর ধৈর্য্য দান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি॥

সুচির বসন্ত, হাসে না ধরায়,
না চির হেমন্ত ধরণী কাঁপায়,
উত্তপ্ত নিদাঘ প্রাবৃটে জুড়ায়,
অনিত্য সকলি বিধির ইচ্ছায়।

দুর্দ্দিনের দিনে যেই বলীয়ান,
সহিতে বিধির কঠোর বিধান!
নমেনা টলেনা নহে ম্রিয়মাণ,
যে পারে তাঁহারি জীবন ধন্য!

এ ভব-সাগরে ধ্রুব লক্ষ্য করে,
রাখিতে আপনা আবর্ত্তের ঘোরে,
না হারায়ে কূল না ডুবে, পাথারে।
নাহি-রে নাহি-রে উপায় অন্য।

আমা হ'তে আরো কত ভাগ্যধর,
হারায়ে সাম্রাজ্য শৌর্য্য বীর্য্য আর,
পড়িছে ভূতলে অদৃষ্টের ফলে,
ধৈরযে আবার বাঁধিছে হিয়ে।

কি ছার আমি যে হ'য়ে ভাগ্যহীন,
কাঁদি এত, ভাবি দেখিয়া দুর্দ্দিন,
কেন কাঁদি এত কেন বা কাঁদাই।
রাখ নাথ, মোরে ধৈরয দিয়ে॥

আপনারই দোষে আপনি হারাই,
বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই।
এ সান্ত্বনা কেন পরাণে না পাই?
নিজ কর্ম্ম ফল অদৃষ্ট কেবল।

কত দিন তরে এ জীবন রয়,
সংসারের খেলা সবই স্বপ্নময়,
বুঝিয়াও মন বুঝে না ত তায়,
কেন সদা ভাবি হইয়া বিকল।

আমি আমি করি, কে আমি রে ভবে?
কেন অহঙ্কার এত দম্ভ তবে।
নাম গন্ধ চিহ্ন সকলই ফুরাবে,
দুদিন না যেতে ভুলিবে সবে।

ভুলনা ভুলনা শেষের সে দিন,
মহানিদ্রা ঘোরে ঘুমাবে যে দিন।
আবাস ভাণ্ডার বিভব বিহীন,
যার ধন তার পড়িয়া রবে।

দাসে দয়াবান, হও ভগবান,
ঘুচাও মনের ঘোর অভিমান।
কর কৃপাময়, কৃপাবিন্দু দান,
হৃদয় বেদনা ঘুচায়ে দাও।

ডাকি হে শ্রীহরি শ্রীচরণে ধরি,
মোহ অন্ধকার দাও দূর করি,
দেহ শান্তি প্রাণে, এই ভিক্ষা করি,
অভাগার শেষ আশা মিটাও॥

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন,
বিভুগানে মাতোয়ারা, জগৎ আনন্দে ভরা,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন॥
কাননে কুসুম ফুটে, আনন্দে পবন ছুটে,
পরিমল মাখি গায় করয়ে ভ্রমণ।
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
বিহঙ্গ প্রফুল্ল প্রাণ, সুখে করে বিভুগান,
সুমধুর কণ্ঠ স্বরে পূরিয়া কানন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
শূন্যেতে সঙ্গীত করে, অমর-কণ্ঠের স্বরে,
বেণু বীণা জিনি রব বাদ্যের নিক্কণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
সকল ব্রহ্মাণ্ডময়, জয় বিভু শব্দ হয়,
প্রেমময় বিভুগানে মত্ত ত্রিভুবন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
হেরে বিশ্বরূপ যাঁর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
প্রকৃতি প্রণতি করি করয়ে অর্চ্চন,
চমকিত বিশ্ববাসী করে দরশন।
প্রজ্বলিত অন্তরীক্ষে, সুমাল্য শোভিছে বক্ষে,
ঢেকেছে বিরাট বপুঃ ব্রহ্মাণ্ড ভুবন।
জলে চক্ষু জ্বালাময়, যেন শত সূর্য্যোদয়,
সহস্র সহস্র বক্ত্র, শ্রবণ নয়ন,
সহস্র সু-ভুজ দণ্ড, সহস্র সহস্র মুণ্ড,
মণ্ডিত কিরীটে শূন্য করে পরশন,
সহস্র সহস্র গ্রীবা, সহস্র সহস্র জিহ্বা
সহস্র সহস্র করে বজ্র আকর্ষণ,
সহস্র সহস্র পদ, যেন কোটি কোকনদ
ফুটিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়ায় কিরণ,
শত সিন্ধু পদতলে, কত নদ নদী চলে,
ছুটে সে চরণ তলে কোটি প্রস্রবণ;
হেরে বিশ্ববাসিগণ বিস্ময়ে মগন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

ভুবনমোহন রূপ নেহারি আবার,
মহানন্দে বসুন্ধরা করয়ে বিহার,
যখন বসন্ত কালে, নাচিয়া তরঙ্গ চলে,
ধীর সমীরণে খেলে, তটিনীর পুলিনে!
নিদাঘে জোছনা নিশি, হাসিয়া অমিয় হাসি,
যখন উদয় হয় তারাহার গগনে।
পুন যবে বরষায়, বেগে স্রোতোধারা ধায়,
কুতূহলী বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে।
যখন সুধার আশে, শরৎ চন্দ্রমা পাশে,
চকোর চকোরী ভাসে দূর শূন্য গগনে।
দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত মনে,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদনে।
জয় জগতের ভূপ, জয় হে অনাদিরূপ,
জয় পরমেশ জয়, অচিন্ত্য পুরুষ জয়,
জয় কৃপাময় জয় জগৎ জীবন।
ঈশ, হরি, জগদীশ গাওরে বদন;
অনাদি অনন্ত রূপ জয় নারায়ণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
বিহর বিহর হরি, জগজন মনোহরি
ভুবনমোহন রূপে ভুলাও ভুবন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়
জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্ড তারণ,

জয় জগদীশ জয় বল রে বদন !
গে করিয়া নতি বলি হে তার শ্রীপতি,
কর হে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

কৌমুদী।

হাস রে কৌমুদী হাস সুনির্ম্মল গগনে,
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে।
সুধা পেয়ে সিন্ধুতলে
দেবতারা সুকৌশলে
রেখিলা চন্দ্রকোলে,—লেখা আছে পুরাণে,
বুঝি কথা মিথ্যা নয়,
নহিলে চন্দ্র-উদয়,
কেন হেন সুধাময় ব্রহ্মাণ্ডের নয়নে।
আহা কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমার কিরণে,
যেখানে যখন পড়ে,
প্রাণ যেন লয় কেড়ে,
ভুলে যাই সমুদয়,
চেতনা নাহিক রয়,
জাগিয়া আছি কি আমি কিম্বা আছি স্বপনে।
আহা কি অমিয় খনি শরতের গগনে !
কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি,
যেই হেরি পূর্ণ শশী,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই,
শুধু সেই দিকে চাই,
হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমিষ নয়নে।
পড়ে কিরণের ঝারা ঢাকি হৃদি বদনে,
যত হেরি সুধাকরে,
হৃদয়ের জ্বালা হরে,
কোথা যেন যাই চলে
স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,
সংসারের সুখ দুঃখ নাহি থাকে স্মরণে।

স্মৃতি সুখ।

শ্রীরাধার উক্তি।

নাচ্‌রে ময়ুর নাচ্‌ অমনি,
নেচে নেচে তুই আয় রে কাছে ;
বড় সাধ মোর দেখিতে ওনাচ্‌,
দেখিলেও মোর পরাণ বাঁচে।

আয় নেচে নেচে ছড়ায়ে পেখম,
শশাঙ্কের ছাঁদ ছড়ান যায়,
জলধনু-তনু কিরণের ছটা,
প্রতি চাঁদ ছাঁদে প্রকাশ পায়।

পা দুখানি ফেল তালে তালে তালে,
নীল গ্রীবাতল সুউচ্চ করি,
নাচিতিস্‌ আগে তুইরে যেমন,
নিকুঞ্জ মাঝারে গরবে ভরি।

তোর নাচে তিনি তুড়ি দিয়াদিয়া,
নাচাতেন আরো ঠারি আমায়
কভু তোর নাচে উল্লাসে মাতিয়া,
নাচিতেন হেম-নূপুর পায়।

নাচিতিস্‌ যেই শুনিতিস্‌ কাণে
তাঁহার চরণ-নূপুর-ধ্বনি,
কিম্বা করতালি অঙ্গুলি বাদন,
যেখানে সেখানে থাক্‌ যখনি।

নিকুঞ্জ ভিতরে কদম্বের ডালে,
কিবা কেলি-শৈল শিখর উপরে,
বিপিনে, কি বনে যমুনা-পুলিনে,
সরোবর-কূলে কি হ্রদ-তীরে।

যখন ধ্বনিত মুরলীর তান,
থাকিত না তোর চেতনা বা জ্ঞান,
শশাঙ্ক-শোভিত কলাপ প্রসারি,
নাচিতিস্ হয়ে উন্মত্ত প্রাণ।

বড়ই সম্ভ্রম করিতেন তিনি,
সেই প্রিয় সখা তোর আমায় ;
তোর পাখা লয়ে বাঁধিয়া চূড়ায়,
ধরিলেন কিনা আমার পায়।

কি যে এ সম্ভ্রম আদর মনেতে,
তুই কি বুঝিবি বনের পাখী !
আমি রে মানবী আমি বুঝি তায়,
এখনো তাঁহারে হৃদয়ে দেখি !

সে পদ সম্পদ সে আদর মান,
কত দিন হ'লো কোথায় গেছে,
তবু রে ময়ূর, দেখে নৃত্য তোর,
সকলি আবার প্রাণে জাগিছে।

সকল(ই) ত গেছে সব ফুরায়েছে।
আর ত ফিরিয়া পাব না তায়,
তবুও এখন(ও) স্মৃতিগত সুখ,
ভেবেও তাপিত হৃদি জুড়ায়।
আয়রে ময়ূর নাচিয়া অমনি,
আয় রে আমার নিকটে আয়।

খদ্যোত।

কি শোভা ধরেছে তরু খদ্যোত মালায়,
শাখাকাণ্ড সমুদয়, হয়েছে আলোকময়,
কি চারু সুন্দর শোভা জুড়ায় নয়ন !

নীল আভা পুচ্ছে ঝরে, শোভিতেছে তরু' পরে,
লক্ষ আলোকের বিন্দু ফুটিছে যেমন।

হেরে মনে হয় হেন, সোণার তরুতে যেন,
লক্ষ হীরাখণ্ড জ্বলে, জড়িত কাঞ্চন !

কখনো বা মনে হয় তরুটী যেমন,
আলোকে ডুবিয়া আছে, সর্ব্ব সঙ্গে ঝকিতেছে,
মনোহর নীলকান্তি কাঞ্চন কিরণ।

অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে,
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণ ফুলে, চারু কারুকার্য্য তুলে,
ঢাকিয়া রেখেছে তরু করি আচ্ছাদন।

কিন্তু পরদিন প্রাতে উদিলে তপন,
কাছে গিয়া হের তায়, কোথায় কাঞ্চন হায়,
দারুময় তরু সেই পূর্ব্বের মতন।

কোথা বা হীরক মালা নয়ন-রঞ্জন,
তরুতলে ডালে গাছে, দেখিবে পড়িয়া আছে,
কেবল জোনাকীপোকা-পাতি অগণন।

হায় রে কতই হেন বিচিত্র দর্শন,
মানবের সুখকর, নয়ন মানস হর,
করেছেন ভগবান ভূতলে সৃজন।

দিবা বিভাবরী যোগে কতই এমন,
শ্রুতি দৃষ্টি মনোলোভা, সৃষ্টি করেছেন শোভা
মূলহীন সত্বহীন স্বপন যেমন।

আহা বিধাতার এই মায়ার সৃজন,
নহে বঞ্চনার তরে, সুধুই জুড়াতে নরে,
মায়াজালে জড়ালেন নিখিল ভুবন।

না বুঝে কৃতঘ্ন নর বিধির মনন
নিন্দা করে এ কৌশলে, তাঁহারে নিষ্ঠুর বলে,
বলে তিনি জীবগণে করেন বঞ্চন।

আলোক।

আলোক সৃজন হইল যখন,
জগতের প্রাণী উল্লসিত মন,
অবনী গগন জলধি-জীবনে,
করে বিচরণ পুলকিত মনে,
মহাসুখে হেরে প্রকৃতির মুখ,
হেরে পরস্পরে হইয়া উৎসুক।
চমকিত চিতে করে দরশন,
লাবণ্য-মণ্ডিত জগত বদন,
কিরণ ভূষিত ভূতল আকাশ,
অতুল সুষমা চন্দ্রমা প্রকাশ।

জগতের জীব আনন্দিত মন,
প্রাণী-কণ্ঠ-রবে পূরে ত্রিভুবন,
আলোকে উজ্জ্বল লোক সমুদয়
জয় জয় শব্দ ত্রিভুবনময়।

জগত হইল আলোকময়,
ঘুচিল আঁধার জড়তা ভয়।
বিধাতার এই অতুল ভুবন,
হইল তখন আনন্দ কানন,
তরুলতা তৃণ মৃৎ ধাতু জল,
নিজ নিজ রঙে সাজিল সকল।
পতঙ্গ বিহঙ্গ কুরঙ্গ কুঞ্জর,
কিরণ মাখিয়া অতি মনোহর,
রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে,
নানা বন-ফুল ফুটিল কাননে।
আলোকে প্রকাশ হইল তখন,
সুন্দর স্বর্গীয় মানব বদন,
হেরি সে বদন পশু পক্ষী যত,
নিজ নিজ শির করিল আনত।
কি আশ্চর্য্য বিধি-সৃজন-প্রণালী,
এক জাতি কিন্তু বিভিন্ন সকলি।

আলোক পাইয়া মানব মণ্ডলী,
দেখিতে লাগিল হয়ে কুতূহলী,
নব সৃষ্টি শোভা সৃজন-কৌশল,
বিধিনিয়মিত শৃঙ্খলা সকল,
দিবস রজনী চন্দ্র সূর্য্য গতি,
ষড় ঋতু ধারা নিয়ম পদ্ধতি;
হেরি সৃষ্টি লীলা স্তম্ভিত হইয়া,
রোমাঞ্চিত কায় বিস্ময় মানিয়া।

আলোক মাহাত্ম্য কেবা নাহি জানে,
যে দেখেছে কভু নিশা অবসানে,
প্রাতঃসূর্য্যোদয় কিম্বা সন্ধ্যাকালে,
পূর্ণ ষোলকলা শশাঙ্কমণ্ডলে,
যে দেখেছে কভু সরস বসন্তে,
চারু ফুলদল নব নব বৃন্তে,
প্রস্ফুট কমল সরসীর কোলে,
হাসি মুখে সুখে ধীরে ধীরে খোলে;
নানা বর্ণ রঙ্গে সুচিত্রিত কায়;
বিহঙ্গ সকল কিরণে খেলায়,
দেখেছে কখন(ও) অহর্য্য গগনে,
আলোক-মাহাত্ম্য সেই সে জানে।

আলোক-মাহাত্ম্য জানিয়াছে সেই,
চরাচরময় দেখিয়াছে যেই,
লতা পাতা তরু নির্ঝরের গায়,
আলোকের গুণে স্বতঃ ব্যক্ত হয়
বিধি হস্তলিপি; কোথা তার কাছে
গীতা উপদেশ! জগতে কি আছে
অমূল্য পদার্থ হেন কিছু আর
আলোকের সহ তুলনা যাহার?

———

ফুল।

দেখ কি সুন্দর ফুলটী বাগানে,
ফুটিয়া উদ্যান আলো ক'রে আছে,
লাল রঙে মরি! কি শোভা উহার,
অরুণের প্রভা অঙ্গে মাখিয়াছে।

এ সৌন্দর্য্য আর ক দিন থাকিবে
জুড়াবে এ রূপে নয়ন মন?
কাল্ না ফুরাতে পরশু হেলিবে
বোঁটাটি উহার, ফুরাবে যৌবন।

হবে নতশির, ঝুলিয়া পড়িবে,
এ শোভা তখন থাকিবে না আর,
ক্রমে পত্রচয় শুকায়ে আসিবে,
ভূতলে পড়িবে ক'রে ঝর্ ঝর।

মানুষের (ও) দেহ-সৌন্দর্য্য এমনি,
দিন কয় মাত্র তরুণ তরুণী,
যৌবনের কাল ফুরাল যখন,
সে শোভা সৌন্দর্য্য শুকায় অমনি।

দেখিলে তখন শ্লথ শুষ্ক কায়,
সে যুবা যুবতী চেনা নাহি যায়,
বার্দ্ধক্য যখন পরশে তাদের,
দেখিলে তখন হৃদি ব্যথা পায়।

জগতের অঙ্গে নিয়ত নিরখি,
পূর্ণ শোভা আজ প্রকাশিয়া আছে,
কাল্ আর তার চিহ্ন মাত্র নাই,
ভেঙ্গে চুরে যেন কোথায় গিয়াছে।

কেন ভগবান হেন নিষ্ঠুরতা,
জগতের প্রতি এত কি বাম?
না থাকিতে দাও কিছুকাল তরে,
যা দেখে পরাণে এতই আরাম?

বিধি, কিহে তুমি মনে ভাব লাজ,
নিজ নিপুণতা দেখাইতে ভবে?
কিবা জীব-সুখে এত হিংসা তব,
না ভুঞ্জিতে দাও তব বিভবে।

এত কি হে সুখ দিয়াছ জগতে
এ সুখের আর প্রয়োজন নাই?
দোহাই তোমার তুমি জান ভাল,
এ ভব তোমার কি সুখের ঠাঁই।

সরিৎ—সময়।

তর্ তর্ করে চলেছে সলিল
শিলা তরু-মূল করিয়া শিথিল।
ধীরে ধীরে মাটি ফেটে ছড়ে ছড়ে
কূলে কূলে জলে ধস্ ভেঙ্গে পড়ে।
লতা পাতা বেত, স্রোতোবেগে কাঁপে,
তরু লতা ঝোপ তীর ছাপি ক[illegible]পে।
ঝির্ ঝির্ করে মাটি ঝরে পাড়ে,
তরু লতা স্রোতে সমূলে উপাড়ে।
সর সর বালি জল তলে সরে,
বাধা পেয়ে শেষে দ্বীপ রূপ ধরে।
আম, জাম, শাল, কাঁটাল, তিন্তিড়ী,
তীরে ছায়া করি চলেছে দুধারি।
ফুল-তরু-দল দুকূলে সুন্দর,
ফুল গন্ধে বায়ু করে ভর ভর।
জল-চর পাখী তীর ছাড়ি ছুটে,
মীন মুখে করি পাখা ঝাড়ি উঠে।
চলে স্রোতোধারা ভাঙ্গে গড়ে কত,
আপনার বলে খুলে লয় পথ;

বাঁধ বাধা বাঁক্ কিছু নাহি মানে,
দিবা নিশি চলে আপনার মনে।
উজির আমির কাঙ্গাল না গণে,
চলে দিবা নিশি আপনার মনে!

তর্ তর্ করে চলেছে সময়,
পল অনুপল কার(ও) লক্ষ্য নয়।
গতি চিহ্ন খালি ধরা অঙ্গে লেখা,
কালের প্রবাহ তাই যায় দেখা।
কত ভাঙ্গে গড়ে স্রোতোধারা তার
ভূমণ্ডলময় সংখ্যা করা ভার।
নব কিসলয় সম শিশুগণ
প্রফুল্ল কুসুম সম যুবা জন,
কাল নদী কূলে তরুলতা মত,
বাড়ে দিনে দিনে শোভা ধরি কত।
তরুণ যৌবন পূর্ণ হ'লে পরে,
সারাল সুঠাম প্রৌঢ় কান্তি ধরে।
বার্দ্ধক্য জরায় শুকায়ে যখন,
কাল গর্ভে প'ড়ে হয় অদর্শন।
অবিচ্ছেদ গতি বহে কাল স্রোত,
ধরা অঙ্গে কত করি ওত-প্রোত।
রেণু রেণু করি পর্ব্বতের চূড়া,
কালে ভগ্ন হয়ে হয়ে যায় গুড়া।
বালুকার স্তূপ বেড়ে বেড়ে কালে,
পর্ব্বত আকারে ঠেকে শূন্য-ভালে।
আজ মরুভূমি, কাল জলে ঢাকা,
বিপুল তরঙ্গ চলে আঁকা বাঁকা॥
আজ রাজ্য পাট অট্টালিকাময়,
কাল মহাবন শ্বাপদ-আশ্রয়।
কালস্রোত ধারে নর ক্রৌঞ্চ কত,
নীরে লক্ষ্য করি ভ্রমে অবিরত;
অবসর বুঝে স্রোতে মগ্ন হয়,
ভক্ষ্য মুখে করি বৃক্ষে উড়ে যায়।
পক্ষ ঝাপটিয়া পূর্ব্ব বেশ ধরে,
উচ্চ ডালে বসি ভক্ষ্য জীর্ণ করে।
চলে কাল স্রোত নাহি দয়া মায়া,
চলে মুখে নিয়া শিশু বৃদ্ধ কায়া।
রাজা দুঃখী ধনী প্রভেদ না গণে,
চলে অবিরত আপনার মনে।
তর্ তর্ করি কাল স্রোত যায়,
সরিৎ সময় দুই তুল্য প্রায়।

কল্পনা।

কি দেখিনু আহা আহা,
আর কি দেখিব তাহা,
অপূর্ব্ব সুন্দরী এক শূন্য আলো করি,

চাঁদের মণ্ডল হ'তে,
উঠিছে আকাশ পথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি

ভাব ভরা মুখ খানি,
আহা মরি কি চাহনি,
কটাক্ষে ভুলায় নর অমর ঋষিরে,

কি ললাট কিবা নাসা,
মন-ভাষা পরকাশা,
ওষ্ঠাধরে হাসি রেখা নৃত্য করি ফিরে

বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্র-ধনু শোভা পায়,
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়;

যেখানে উদয় হয়,
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক্ আমোদে পুরায়

কখন শিখর শিরে,
বসিয়া নিঝর তীরে,
মিশা'য়ে বীণার স্বরে গানে মত্ত হয়

কভু কোন কুঞ্জবনে,
প্রবেশি প্রমত্ত মনে,
নৃত্য করে নিজ মনে অধীরা হইয়া ;

কখন তটিনী নীরে,
ধৌত করি কলেবরে,
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া।

কভু মরুভূমি গায়,
কুলোদ্যান রচি তায়,
শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ।

কভু কি ভাবিয়া মনে,
একাকী প্রবেশি বনে,
হাসে কাঁদে নিজ মনে উন্মাদ যেমন।

কখন মন্দিরে ধায়,
পূজা করে দেবতায়,
জগৎ মাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়।

কখন নন্দন বনে,
অপ্সরী অমরী সনে,
খেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলায়।

কখন অদৃশ্য হ'য়ে,
ছায়া পথে লুকাইয়ে,
দেখায় কতই ছলা কত রূপ ধরি।

সদাই আনন্দ মন,
সর্ব্বত্র করে গমন,
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণী-দুঃখ হরি।

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সব (ই) তার লীলা-স্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে,

তিন লোকে আসে যায়,
সর্ব্বত্র আদর পায়,
সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি সকলেই জানে।

কভু ছায়া পথ ছাড়ি,
আর (ও) শূন্যে দিয়া পাড়ি,
দেখায় অপূর্ব্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া,

উঠিতে উঠিতে বালা,
দেখাইছে কত ছলা,
কত রূপে কত মতে নাচিয়া গাহিয়া।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রাণী,
হেরিয়া আশ্চর্য্য মানি,
বিস্ফারিত নেত্রে সবে বামা পানে চায়

ধরা উলটিয়া ফেলে,
স্বর্গে আনে ধরাতলে,
অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায়

চলে বামা বায়ু পথে,
পূরাইয়া মনোরথে,
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয়।

কখন (ও) পাতালপুরী,
আলোকে উজ্জ্বল করি,
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্য্যোদয়,

মরুতে উদ্যান রচে,
মরে' প্রাণী পুনঃ বাঁচে,
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভানু স্নিগ্ধ কায়

চপলা চাপিয়া রাখে,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়।

কতই বিস্ময়-কর
কার্য্য হেন হেরি তার,
সুচতুর বাজিকর যাদুর সমান

হেলায় পূরায় সাধ
সাগরে বাঁধিয়া বাঁধ,
অগাধ জলধি জলে ভাসায়ে পাষাণ

পশু পক্ষী কথা কয়,
"বানরে সঙ্গীত গায়"
গিরি অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায়

কখন নাবিক দলে
ছলিবারে কুতূহলে
অতল সাগর জলে কমল ফুটায়।

ক্ষণ নিমেষের মাঝে,
মহানগরীর সাজে,
সাজায় কখন বন গহন কাননে
কখন বা মহারঙ্গে,
ভাঙ্গিয়া ধরণী অঙ্গে,
সৌধমালা অট্টালিকা, মথয়ে চরণে।

কভু মহাশূন্য পারে,
সৌর জগতের ধারে,
দেখায় নূতন সূর্য্য নূতন আকাশ,

নবীন মেঘের মালা,
নবীন বিজলী-খেলা,
নব কলাধর-শশী-কিরণ প্রকাশ।

স্বর্গ শূন্য ধরা' পর,
কত হেন কল্পনার,
অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,

বিচারি, ব্রহ্মাণ্ডময়,
হর্ষ-পুলকিত কায়,
হেরি কত অস্তোদয় হয়-ধরণীতে।

ভাবি কত দূর যাই,
যেন তার অন্ত নাই,
শেষে না দেখিতে পাই কোথা যাই চলে;

সুদূর গগন গায়
শেষে মিলাইয়া যায়,
চপলা চমকে যেন মেঘের মণ্ডলে।

সহসা চৌদিকে চাই,
তখন দেখিতে পাই,
সেই আমি সেই ধরা সেই তরু জল;

যাইনি নিমেষ পল,
ছাড়িয়া এ ধরাতল,
তবুও ভ্রমিনু স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।

এ হেন প্রভাব যার,
প্রসাদ লভিতে তার,
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি!

প্রতি দিন কল্পনারে,
পাই যদি পূজিবারে,
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি।

এ চির মনের সাধ
মিটিল না, অপরাধ
লয়োনা দুঃখিনী মাগো, দৈব প্রতিকূল,

কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈলা সারদায়,
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল।

— —

প্রজাপতি।

কে জানে মহিমাময় মহিমা তোমার,
সামান্য পতঙ্গ এই,
ইহার তুলনা নেই,
কি চিত্র বিচিত্র করা অঙ্গেতে ইহার।

কিসে ফলাইয়ে রং করেছ এমন!
কে জানে জগৎ মাঝে?
কে পারে তুলির ভাজে
তুলিতে এমন চিত্র, সুন্দর চিকণ!

খেলায়ে রঙের ঢেউ কি রেখাই টেনেছ,
ভিতরে ভিতরে তার,
বিন্দু বিন্দু চমৎকার,
কিবা ছিটা ফোঁটা দিয়ে সাজা'য়ে রেখেছ।
লতায় বসিয়া পাখা দুলায় যখন,
কিরণ পড়িলে তায়,
কার চক্ষু না জুড়ায়,
এ মহীমণ্ডল মাঝে কে আছে এমন!

কি এ শোভা আকর্ষণ বলিতে না পারি,
ভুলায় শিশুর (ও) মন,
কত আশা আকিঞ্চন,
কতই আনন্দে ছোটে ধরি ধরি করি।

ধরিতে না পারে যদি কি হতাশে চায়,
ধরিতে পারিলে সুখ,
ভুলে সর্ব্ব শ্রম দুখ,
মুখেতে কি হাসি-ছটা, পুলকিত কায়
দেব-শিল্পকর-কীর্ত্তি বাখানে সবাই,
বল ত বিশাই শুনি,
কি কার্য্য তোমার গুণি,
এর সঙ্গে তুলা দিতে কোথা গেলে পাই।

সামান্য পতঙ্গে এই শোভা কারিগুরি,
ক্রমশ উন্নত স্তর,
আরো কত শোভাধর,
কি আশ্চর্য্য বিধাতার নৈপুণ্য চাতুরী।

এত দম্ভ কর নর আপন কৌশলে!
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি গাত্রে,
প্রতি রেখা প্রতি ছত্রে,
দেখ শোভা দেখ বিশ্ব কি কৌশলে চলে।

কিছুই না পাই ভেবে আদি অন্ত সীমা,
সকলি আশ্চর্য্য তব
অদ্ভুত তোমার
কে জানে মহিমাময় তোমার মহিমা।

জন্মভূমি।

এই ত আমার, জগতের সার,
স্মৃতিসুখকর জনম ঠাঁই
যেখানে আহ্লাদে নবীন আস্বাদে,
শৈশব-জীবন সুখে কাটাই॥

সে সুখের দিন আজ(ও) পড়ে মনে,
ভুলিব না যাহা কভু এ জীবনে,
যেখানেই থাকি যেথাই যাই;
হেরেছি কতই নগরী নগর,
কত রাজধানী অপূর্ব্ব সুন্দর,
এ শোভা ঐশ্বর্য্য কোথাও নাই।

গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়,
স্মৃতি-পরিমল-মাখা সমুদয়,
হেন স্থান আর কোথায় আছে,
জগতে জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব গৌরবে তুই অতুলন,
স্বরগ(ও) নিকৃষ্ট তুয়ের(ই) কাছে।

এই সে মণ্ডপ পবিত্র আলয়
(দশভুজা পূজা কত সেথা হয়)
গীতবাদ্যশালা সম্মুখে তার।
সেই আটচালা নীচেই অঙ্গন,
ইষ্টক মৃত্তিকা প্রাচীরে বেষ্টন,
বোধনের বিল্ব পারশে যার।

হেরে, হেন সব চারিদিক্‌ময়,
প্রাণভরা সুখে ভরিল হৃদয়,
আবার যেন বা আসিল ফিরে
শৈশব কৈশোর সুখের যৌবন,
বাল্য-সখা-সখী, বৃদ্ধ, গুরু জন,
আবার যেমন চৌদিকে ঘিরে।

কত পুরাতন কথোপকথন,
হাস্য পরিহাস সঙ্গীত বাদন,
মানসের চক্ষে দেখিতে পাই।
পুনঃ যেন খেলি সঙ্গিগণে মেলি,
মাঠে ঘাটে ছুটি করি জলকেলি,
কালাকাল তার বিচার নাই।

কখন যেন বা, ক্ষুধা তৃষাতুর
আতপ উত্তপ্ত ফিরি নিজ পুর,
জননী নিকটে ছুটিয়া যাই;
কখন(ও) যেন বা মার কোলে শুয়ে
জড় সড় হয়ে আঁধারের ভয়ে,
আঁচলে ঢাকিয়া মুখ লুকাই।

কত দিন(ই) হায় সে মায়ের মুখ,
হেরি নাই চখে—দিয়া চির দুখ
কাল দেছে মুছে সে আনন্দ ছবি
কত সুখ কথা হইল স্মরণ,
আনন্দময়ীর হেরে সে বদন,
অন্ধকারে যেন উদিল রবি।

কতই এ হেন স্মৃতির লহরী,
উঠিতে লাগিল প্রাণ মন ভরি,
ভূতল আকাশ যে দিকে হেরি
পুনঃ এল সেই নবীন যৌবন,
পুনঃ সে ছুটিল মলয় পবন,
কামিনী কুসুমে পুনঃ শিহরি।

ইন্দ্রিয় উত্তাপ উন্নতির আশা,
ধন যশ লোভ বিজয় পিপাসা,
আবার যেমন প্রাণে জড়াই।
যাহার আদরে বাল্য সুখে যায়,
যৌবন আরম্ভে হারা'য়ে যাহায়,
কবিতা সুধার আস্বাদ পাই।

কতই আগের সুখ ভালবাসা,
কতই আকাঙ্ক্ষা কতরূপ আশা
ফুটে উঠে প্রাণে যে দিকে চাই।
কখন একত্র কভু একে একে,
অনিমেষ চক্ষু আনন্দ পুলকে,
হৃদয়-মুকুরে হেরি সদাই।

আগেকারি মত যেন হেরি সব,
আগেকারি মত পশু পক্ষী রব,
আগেকারি মত করি শ্রবণ।
জুড়াতে পরাণ ইহার সমান,
নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান-
চির তৃপ্তিকর মধুর এমন।

মহাহিমময় হয় যদি স্থান,
দারুণ উত্তাপে জ্বলে' যায় প্রাণ,
তবুও সে দেশ স্বদেশ যার,
তাহার নয়নে তেমন সুন্দর,
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
নাহিক ভূতলে কোথাও আর।

কে আছে এমন মানব সমাজে,
হৃদি তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহু দিন পরে হেরি স্বদেশ
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রেম ভক্তি মোহ অনুরাগ ভরে,
এই জন্মভূমি আমার দেশ।

তুমি বঙ্গমাতা এত হীন প্রাণা,
এত যে মলিনা এত দীন হীনা,
তোমার(ও) সন্তান স্বদেশে ফিরে।
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ,
প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক,
নিজ জন্ম দেশ আনন্দে হেরে।

হে জগৎপতি এ দাস মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গ মাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ
যেখানেই থাক্ যেখানেই যা'ক্,
যতই সম্মান যেখানেই পাক্,
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।

কি সুখের দিন।

কি সুখের দিন মনে পড়ে আজ,
আনন্দ নির্ঝর হৃদয়ে বয়,
হ'ল বহু দিন আজ (ও) ভুলি নাই,
এখনও সে দৃশ্য তেমনি রয়।

শৈশব সময় বর্ষ বার তের,
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি এক দিন তরে,
জানিনা কখন দুঃখ কেমন।

তখন (ও) পূজার্হ মাতামহ মম,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর,
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্ব জন,
সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।

সুখে হাসি খেলি সুখে আসি 'যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখে পূর্ণ ধরা শূন্য সুখে ভরা,
সুখের (ই) প্রবাহ ভাবি জীবন

আদরে লালিত আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের (ই) প্রতি,
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।

আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে,
জানাই'ল তাঁয় মনের সাধ,
কখন অপূর্ণ থাকিত না তাহা
পূরাতেন তিনি করি আহ্লাদ।

বৎসরে বৎসরে শারদীয়া পূজা,
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি ধরি করি উৎসাহ।

আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে,
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল মুখে,
নব বস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি,
সাজায়ে বালিকা বালকে সুখে।

সে আনন্দ ছবি তাহাদের মুখে
হেরি কতবার সংশয়ে ভাবি,
কার বেশি শোভা—প্রতিমার কিবা
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।

আসে যায় হেন কতই দর্শক,
গ্রাম পল্লীবাসী কতই আসে,
ভিক্ষুক যাচক গীত বাদ্য-কর,
অতিথি অভ্যাগত কত কি আশে।

ক্রমে গৃহাগত আত্মীয় স্বজন,
কলরব পূর্ণ সদা আলয়,
প্রিয় সম্ভাষণ, মধুর আলাপ,
গৃহের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়।

সদা হৃষ্ট মতি কুটুম্ব জ্ঞেয়াতি,
আমোদে প্রমোদে রত সদাই,
সর্ব্ব পরিজন আনন্দে মগন,
নিরানন্দ ভাব কাহার (ও) নাই।

সে আনন্দ মাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী ঘরে,
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।

সে কালের প্রথা রামায়ণ গান,
অপরাহ্ণে শুনি, মোহিত হয়ে,
সমুদ্র লঙ্ঘন পুষ্পকে গমন,।
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয় ফলকে লিখিয়া রাখি।

ষাট্ বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজ ত সে দিন ভুলেনি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজ ত আছে।

জননীর স্তন ক্ষীরের আস্বাদ,
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার,
যে জেনেছে বাল্য-ক্রীড়ার আহ্লাদ,
জগতে কিছু কি চায় সে আর ?

ধনবান্।

ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল,
বিনা ধনী কে অবনী সাজাত এমন ?
কে পরাত ধরা অঙ্গে এত আভরণ ?
প্রাসাদ-মন্দির-মালা স্বরগে অতুল।

কাশ্মীর ভূধর শিরে যক্ষ সরোবর
অচ্ছোদ যাহার নাম কাদম্বরী প্রিয়,
কে সেখানে বিরচিত ক্রীড়াবন স্বীয়,
ধনী যদি না থাকিত পৃথিবী ভিতর।

তাজ্ অট্টালিকা চখে কে দেখিত আজ,
যার শোভা দেখিবারে ধরা প্রান্ত হ'তে,
প্রতি দিন কত লোক আসে এ ভারতে
অমূল্য প্রাসাদ রত্ন অবনীর মাঝ !

বিনা ধনী সুখকর শিল্পের প্রবাহ,
থাকিত না ধরাতলে বিদ্যার আহ্লাদ,
জানিত না নর-চিত্ত সাহিত্য আস্বাদ,
কি আনন্দকর চিত্ত সুখে অবগাহ।

উজ্জ্বল ধরণী অঙ্গ ধনীর উদয়ে,
রবি-ছটা সম ছটা তাদের প্রকাশে,
এক জন ধনী যদি হয় কোন দেশে,
চির দীপ্ত সে অঞ্চল তার দীপ্তি লয়ে।

কোন কালে ছিল আগে ভারতমণ্ডলে
ভবানী অহল্যা বাই মহিলা দু'জন,
আজ (ও) দেখ তাহাদের নামের কিরণ
জাগায়ে স্বদেশ খ্যাতি জগতে উজ্জ্বলে।

কত হেন লব নাম প্রতি দেশে দেশে,
ধনবতী ধনবান্ স্বদেশ-কল্যাণ—
সাধন করিয়া নিত্য, লভিয়া সম্মান,
স্বনাম স্বদেশ পূর্ণ করিছে সুযশে।

সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর সৃজন,
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন,
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন।

নিত্য স্মরণীয় সেই, মহাত্মা ভূতলে,
কত দুঃখ প্রাণী জ্বালা করে নিবারণ,
জগতের কত হিত করে সে সাধন,
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে।

পরের হিতার্থ ধন না বুঝে যে ধনী,
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা বাঞ্ছা করে,
পর-হিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে,
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি।

বিধাতার বর-পুত্র ধনী এ ধরাতে,
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে,
ইচ্ছা করে' যেতে পারে নরক ভিতরে
স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।

মহীতে মহীপ-বৃন্দ ধনীর প্রধান,
দৈব ঘটনায় আজ মহীপতি তারা
আবার চক্রের গতি হলে অন্য ধারা
পশিয়া ধনী মণ্ডলে হবে শোভমান।

ধনীরাই সংসারের সুখ দুঃখ মূল
যে ধনী না বুঝে ইহা ভ্রান্ত পথে যায়
ধরার কণ্টক সেই ; যে বুঝে ইহায়,
ফুটে রয় ভবময় শোভায় অতুল।—
ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল।

ভালবাসা।

ভালবাসাবাসি এত পৃথিবী ভিতরে,
সে তৃষ্ণা মিটেনা কেন আমার অন্তরে ?
বাল্য হ'তে নিরন্তর খুঁজিয়া বেড়াই,
প্রাণ জুড়াবার সখা তবু নাহি পাই।

কারে ভালবাসা বল, কিবা তার ধারা ?
কি পেয়ে প্রাণের তৃষা মিটাও তোমরা ?
পিতা ভালবাসে কন্যা পুত্র আপনার,
স্বামী ভালবাসে ভার্য্যা প্রিয়তমা তার।

ভাই ভালবাসে ভা(ই)য়ে সোদরা সোদর,
প্রতিপালকেরে ভালবাসে পোষ্য তার,
আশ্রিতে আশ্রয়দাতা ভাবে আপনার,
প্রণয়িনী প্রণয়ীর হৃদয়ের হার।

এ যে ভালবাসা ভরা দেখি এ সংসার,
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,
স্নেহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল,
ভালবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল।

প্রাণে প্রাণে বিনিময় ভালবাসা সেই,
সে ভালবাসা ত হেথা দেখিবারে নেই,
কত জনে হাতে তুলে দিয়াছি তাহায়,
সে ত নাহি প্রাণ তার দিয়াছে আমায়।

আমি চাই এক জীউ এক তৃষা মন,
এক চিন্তা এক দৃষ্টি একই শ্রবণ,
এক রাগ অনুরাগ একই মনন,
দুই দুই ঘুচে গিয়ে একত্র মিলন।

অনন্ত মনের গতি
অনন্ত কল্পনা স্মৃতি,
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আশা,
অনন্ত প্রাণের তৃষা,
এক জ্ঞান এক ধ্যান একই স্বপন,
তার(ই) নাম ভালবাসা দু'জনে মিলন।
এক প্রাণ দুই দেহ,
অভেদ শক্রতা স্নেহ,
অভেদ আচার ভক্তি,
দুই দেহে এক(ই) শক্তি,
পাষাণে পরাণ গাঁথা একাত্মা জীবন,
এ ভালবাসারে মোরে দিবে কোন জন ?

এই ভালবাসা আশে উন্মত্ত হইয়া,
লজ্জা ভয় লোকনিন্দা সব তেয়াগিয়া
পরাণে পরাণে তার হইতে সমান,
অনেকের হাতে সঁপে দিয়াছি পরাণ।

কত জনে কতবার সোদর অধিক
জড়ায়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,
বৃশ্চিক দংশিত হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,
কেঁদেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে।

কতবার কত জনে কণ্ঠের ভূষণ
করিয়া রেখেছি বুকে ভাবিয়া রতন,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুঝিয়া স্বপন,
করেছি কতই তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন।

ভালবাসা বলি যারে পরাণে ধেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই ?
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই।
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই ?

অতৃপ্তি।

বিধাতা হে নাহি জানি, প্রাণে কেন হেন গ্লানি
মাঝে মাঝে বিরক্তি উদয়।
থাকিতে এ ভবনিধি, পরাণে কেন এ ব্যাধি,
বল বিধি বল হে আমায়।
আজ নয় নহে কাল, এই ভাব চিরকাল,
কেন মন হেন তিক্ত হয়।
কিছুই না ধরে মনে, অসাধ সদাই প্রাণে,
কিছুতেই সাধ নাহি রয়।
আমোদ প্রমোদ হাসি, সব(ই) যেন যায় ভাসি
কিছুতেই মন নাহি বসে।
নিকটে প্রাণের, মিতা, শুনায় রসের গীতা,
তাহাতেও চিত্ত নাহি রসে।
সুত সুতা স্নেহভরে, চিবুক তুলিয়া ধরে,
কণ্ঠ ধরি কোলে বসি হাসে।
তাতেও চেতনা নাই, সে দিকে ফিরে না চাই
যেন কোন অমঙ্গল ত্রাসে।
এ অতৃপ্তি কেন সদা, ধন যশ কি প্রেমদা,
কিছুই সন্তোষকর নহে।
নাহিক আকাঙ্ক্ষা আশা, নাহিক কোন লালসা,
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে।
মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস, হৃদে খেদ বারমাস,
ফল্গু সম লুকাইয়া চলে।

বাহিরে আলোকপূর্ণ, হৃদয়ে অঙ্গার চূর্ণ,
প্রাণে সদা বহ্নি-শিখা জ্বলে।
কেন হেন তিক্ত প্রাণ, দিলে মোরে ভগবান্,
এত সুখ জগতে তোমার;
নাহি কি কিছুই তায়, মম সাধ মিটে যায়,
কোন হেন সুন্দর সুতার।
ফুলতরু কত জাতি, কত বর্ণ কত ভাতি,
আছে এই জগৎ মণ্ডলে।
ধরা শূন্য শোভাকর, কত পশু পক্ষী নর,
শৈবাল মৃণাল মীন জলে।
আকাশে চাঁদের শোভা, জগতের মনোলোভা
মনোহর তারকা ঝলকে।
যেটি মনে ধরে যার, সেটি আদরের তার,
চিরকাল এই ধারা লোকে।
উদ্যানে কাহার(ও) সাধ, কুসুমে কারো আহ্লাদ,
কারো সাধ প্রাসাদ ভবনে।
কেহ বা পাখীর গান, শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ,
কেহ মুগ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে।
কেহ ভুলে চিত্রপটে, কেহ বা কবিতা পাঠে,
কারো মন সৌন্দর্য্যে মগন।
কেহ সুখী ধনার্জ্জনে, কেহ সুখী ধন দানে,
কারো সাধ সমৃদ্ধি সাধন।
কেহ রত বিদ্যাভাসে, কেহ বা বেশ বিন্যাসে
বিলাস বাসনা করে কেহ।
ভোগ সুখ কেহ চায়, কেহ অনাদরে তায়,
বনে যায় তেয়াগিয়া গেহ।
হেন রূপে সর্ব্ব জন, কোন না কোন বন্ধন,
হৃদয়ে বেঁধেছে সুখ আশে।
পূর্ণ করি সেই আশা, জুড়ায় হৃদি-পিপাসা,
অকূল সাগরে নাহি ভাসে।
আমারি হৃদি কেবল, মায়া শূন্য মরু-স্থল,
কোন বাসনায় বদ্ধ নয়।
এত শোভা ধরণীতে, কিছুই না ধরে চিতে,
শূন্য প্রাণে দেখি সমুদয়।
কি হেতু হে ভগবান্, দিয়াছ এমন প্রাণ,
সুখের সাগরে সবে মজে।
স্থলে জলে ভূমণ্ডলে, সুখের লহরী চলে,
কিসে সুখ আমি মরি খুঁজে।
সহেছি অনেক দিন, স'ব আর কত দিন,
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে।
সত্বর এ প্রাণ হরি, এ দুঃখ ঘুচাও, হরি;
এ যাতনা দিওনাক কারে।

মৃত্যু।

কে আসিছে অই আঁধার বরণ,
লৌহদণ্ড করে করিয়া ধারণ!
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ নয়নের ছটা
দেহের বরণ ঘোর ঘন ঘটা,
চুপে চুপে আসি, ছায়ার মতন,
মুমূর্ষু প্রাণীরে করে নিরীক্ষণ।

মৃত্যু শয্যাশায়ী-শিয়রে দাঁড়ায়ে,
নিজ দণ্ড তার শরীরে ঠেকায়ে,
বলে ওরে আয়, আর দেরী নাই,
আয় সঙ্গে মোর, আমি নিয়ে যাই,
যে দেশে নাহিক সূর্য্য চন্দ্র তারা,
যেখানে দেখিবি অদেহী যাহারা।

কোথা এবে তোর বয়স্য যাহারা,
যাহাদের পেয়ে হয়ে জ্ঞানহারা,
যৌবন মদিরা পিয়াছিলি রঙ্গে,
কৌতুক, বিলাস, ব্যসন তরঙ্গে,
ভাবিতিস্ ধরা সরার মতন;
এখন তাদের কাঁদিছে ক'জন?

দেখ একবার এই শেষ দেখা,
যাহাদের চিত্র তোর প্রাণে লেখা,

যাহাদের পাইয়া মনের মতন,
সাজাইলি তোর ভব-নিকেতন,
পুত্র-পৌত্র-রূপ ভবরত্নচয়,
কোথা র'বে এবে সেই সমুদয় ?

দেখেনে রে তোর স্নেহময়ী মায়,
(আর কভু চখে দেখিবি না যায়,
কাঁদিছে এখন হ'য় দিশেহারা,
ধরায় পড়িছে পাগলিনী পারা,
সেও যাবে ভুলে কিছুদিন পরে,
কদাচিৎ যদি কভু মনে করে !

অই দেখ তোর প্রাণাধিকা নারী,
যারে লয়ে তুই হ'লিরে সংসারী,
তোর মুখ চেয়ে করিছে ক্রন্দন,
নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ পাষাণ যেমন ;
কিছু কাল পরে সেও রে ভুলিবে,
ফিরে এলে কাছে চিনিতে নারিবে !

দাঁড়ায়ে শিয়রে, হারায়ে সম্বিৎ,
অই যে তোমার প্রাণের সুহৃৎ,
যারে কাছে পেলে আর সব ফেলে,
থাকিতে দিবস রজনী বিরলে,
কত দিন মনে রাখিবে তোমায়,
ভুলিবে যে দিন পাবে অন্য কায়।

এই যে রে তোর গৃহ অট্টালিকা,
মঠ, অশ্বশালা, তোরণ, পরিখা,
এ নাটমন্দির, হ্রদ, পুষ্করিণী,
বিচিত্র চক্রিণী পতাকাশালিনী,
কোথা রবে সব মুদিলে নয়ন,
কে ভোগ করিবে এ সব তখন !

তুই নিজে যাবি ভুলিয়া সকলি—
দারা, পুত্র, সখা, এ ধরামণ্ডলী,
ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, বিভব,
দয়া, মায়া, স্নেহ, জনকলরব,
একাকী উলঙ্গ সঙ্গে যাবি মোর,
কিছুই সঙ্গেতে যাবে না রে তোর !

এই সব তরে হ'য়ে চিন্তাকুল,
আজন্ম ঘুরিলি যেন বা বাতুল,
সকলি ফেলিয়া যেতে হ'ল এবে,
কার ধন, হায় ! এবে কেবা নেবে ?
সব(ই) ফেলে গেলি সব বিলাইলি,
পথের সম্বল কিবা সঙ্গে নিলি ?

আচম্বিতে নাভি-শ্বাস দেখা দিল,
মৃত্যু-শয্যাশায়ী নয়ন মুদিল,
ধীরে ধীরে মুখ হইল ব্যাদান,
সেই পথে প্রাণ করিল পয়ান,
ফুরাইল এক জীবের জীবন,
ভাঙ্গিল ভবের একটি স্বপন।

দিবস রজনী কত হেনরূপ
শুনিছে মানব শমন-বিদ্রূপ,
দেখিছে নয়নে কত শত জনে
মরে ফুরাইছে প্রতিক্ষণে ক্ষণে,
তবুও কিবা যে মায়ার বন্ধন,
সে কথা কাহার(ও) থাকে না স্মরণ !
কার সাধ্য বুঝে সংসার-রচনা ?
ধন্য, বিধি ! মায়া-সৃজন-কল্পনা !

শিশু বিয়োগ।

একি শুনি, কার কান্না হেন নিদারুণ,
বুঝিবা জননী কোন হয়ে শূন্য কোল
কান্দিতেছে হেন রূপে করি উতরোল,
দিবা নিশি কেঁদে চক্ষু করেছে অরুণ।

কেন হেন ভগবান্ দুর্ব্বল মানবে,
কর দগ্ধ চির দিন শোকের অনলে,
একি খেলা খেলাও হে এ ভবমণ্ডলে,
ভাসাইয়া নর নারী দুঃখের অর্ণবে।

কি পাপ করিল শিশু এই অল্পকালে,
অনাহারে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপিলে তারে?
হ'ল না দয়ার পাত্র তোমার বিচারে?
কেন কর্ম্মভূমে তবে তাহারে পাঠালে?

না না, কিবা কোন পাপ ছিলনা উহার,
মাতা পিতা পাতকের(ই) শুধু এই ফল।
কেন তবে দেখাইলে তারে এ ভূতল,
নির্দ্দোষ জীবন কেন করিলে সংহার।

অথবা সে পূর্ব্ব জন্মে ছিল মহাতপা,
তাই তারে না ছুঁইতে ধরণীর ক্লেদ,
সকালে সকালে তার করিলে উচ্ছেদ,
ভালবাসা জানাইতে করিলে হে কৃপা।

এই যদি ছিল মনে ওহে দয়াময়,
কেন তবে মায়ে তার দিলে গর্ভক্লেশ,
কেন আশা দিয়ে, বুকে ছুরি দিলে শেষ,
প্রভু, এ তো করুণার কার্য্য কভু নয়।

একবার মার মুখ চেয়ে দেখ তার,
কি ছিল বা গত নিশি হয়েছে এবে,
ডাকিছে তোমায় দেব পূরাতে অভাবে,
সে শক্তি, ব্রহ্মাণ্ডপতি, নাহি কি তোমার?

সে শক্তি না থাকে যদি আপনিই এস,
কোল শোভা কর তার শিশু রূপ ধরি,
তুমি ত সকলি পার ব্রজনাথ হরি,
কেন না এরূপে আসি অভাগীরে তোষ?

বুঝিনা তোমার দেব ভবলীলা খেলা,
এরূপে কেন বা জীবে হাসাও কাঁদাও,
কেন মার কেন কাট কি সাধ পূরাও,
আচার বিচার কি যে কেন বা এ খেলা?

জানি তুমি আছ সত্য ব্যক্ত চরাচরে।
সত্য তুমি দয়াময় বুঝিতেও পারি,
ভবের রহস্য শুধু বুঝিবারে নারি,
নিষ্ঠুরতা হেরি তায় পরাণ শিহরে।

দয়াল নামটি নাথ বড়ই মধুর,
কলঙ্ক হেরিলে তায় প্রাণে ব্যথা পাই
তাই জিজ্ঞাসিছি এত, ক্ষম হে গোঁসাই,
মনের এ ঘোর ধাঁধা ভেঙ্গে কর চুর।

ব্রজবালক।

সুচারু সুন্দর বিনোদ রায়,
কে সাজালে তোমা হেন শোভায়,
নয়ন বঙ্কিম কিবা সুঠাম,
চারু গ্রীবাভঙ্গি ঈষৎ বাম,
ভালে ভূরুযুগ আকর্ণ টান,
অপাঙ্গ ভঙ্গীতে চমকে প্রাণ,
মোহন মূরতি চিকণ কালা,
রূপের ছটায় জগ উজলা।
মুখে মৃদু হাসি, অলকা সাজে
মধুর মুরলী অধরে বাজে,
শিখিপুচ্ছচূড়া ঈষৎ বাঁকা
ললাটে কপোলে তিলক আঁকা,
নব ঘনঘটা দেহের কান্তি,
দেখিলে নয়নে উপজে ভ্রান্তি,
পীতধড়া আঁটা কটিতে তায়,
মেঘেতে যেন বিজলী খেলায়,

বক্ষঃ সুবিশাল, কটি সুক্ষীণ,
মনোহর বপুঃ উপমা হীন,
ভুজ দণ্ডলতা জিনি মৃণাল,
করপদতল ছটা প্রবাল।
বন-ফুল-মালা গলায় সাজে,
চলিতে চরণে নূপুর বাজে,
নটবর বেশ রসিকরাজ.
সদাই বিহরে নিকুঞ্জ মাঝ,
সুগন্ধ সৌন্দর্য্যে সদা বিহ্বল,
সদা রঙ্গরসে ক্রীড়াকুশল,
কদম্বের তলে মুরলী মুখে,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়ায়ে সুখে,
বাঁশরীর রবে শিখী নাচায়,
বাঁশরীর রবে ধেনু চরায়,
যাহার মধুর বাঁশীর গানে,
যমুনার জল চলে উজানে,
ব্রজের রাখালে অতুল রূপ,
দিয়া সাজায়েছে জগৎ ভূপ,
হেন কাল রূপ আর কি আছে ?
এখন (৩) নাচিছে নয়ন কাছে,
প্রেমভক্তি পথ শিখাতে লোকে,
যার হৃদিপূর্ণ হয় আলোকে,
এ মুরতি যার মনে উদয়,
সে জন কখন মানুষ নয় !

কবিতা সুন্দরী।

অশোকের তলে, যেন শশী জলে,
হেন রূপবতী নারী,
ভাবিছে একাকী, করে গণ্ড রাখি,
অপূর্ব্ব শোভা প্রসারি।
সুনিবিড় কেশ, ঢাকি পৃষ্ঠদেশ,
ছড়ায়ে পড়েছে এলা,
ঘুরিছে ফিরিছে, উড়িছে পড়িছে,
পবনে করিছে খেলা।
নব তৃণদল, আসন কোমল,
বসেছে চরণ মেলি ;
রাঙ্গা পদতল, করে ঝল মল,
তরু দেহে আছে হেলি।
করী-শুণ্ডাকার, ক্রমে লঘুভার,
উরু যিনি সুকদলী।
নিতম্ব পীবর, স্তন মনোহর,
অস্ফুট কমল-কলি।
ত্রিবলী অঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর।
সিন্দুরে মাজ্জিত, মুকুতার মত,
দন্ত পাঁতি শোভাকর।
শ্রবণ-কুহর, মদনের গড়
বাঁশরী সদৃশ নাসা।
শ্বেতাভ্র বরণ চন্দ্রনিভানন,
খঞ্জন নয়ন ভাসা !
পুষ্প থরে থর, শোভা মনোহর
শাখা এক শিরোপরে,
মন্দ মন্দ দোলে, পবন-হিল্লোলে
বৈসে বামা গণ্ড করে।
ডালে ডালে পাখী, নানা বর্ণ মাখি,
করিছে মধুর গান ;
থেকে থেকে থেকে, ডালে অঙ্গ ঢেকে,
কেহ ধরে উচ্চ তান।
মন্দ মন্দ বায়, তরু অঙ্গে ধায়,
পত্র কাঁপে থর থর ;
পবন-হিল্লোলে পল্লবের দোলে
শব্দ হয় মর মর।
কত বনচর, তনু মনোহর,
আবৃত রঞ্জিত লোমে,
অভয় পরাণে, দূরে সন্নিধানে,
অবিরত সুখে ভ্রমে।

হরিণী সুন্দরী, শিশু কাছে করি,
ভ্রমে নৃত্য করি সুখে।
করিণী সুখিনী, তুলে মৃণালিনী,
দেয় নিজ শিশু মুখে।
গাভী, বৎস চরে, হাম্বা রব করে
কেহ না দেখিলে কায়।
চরিতে চরিতে, চমকিত চিতে
তৃণ মুখে মৃগ ধায়।
ভ্রমে নীলগাই প্রাণে ভয় নাই
অদূরে অথবা দূরে।
বিচরে চমরী, লোমশী সুন্দরী,
বন মাঝে ঘুরে ঘুরে।
সেথা পরকাশে, প্রমত্ত উল্লাসে,
কবি-প্রিয় ঋতুচয়,
বসন্ত, বরষা, সরস, সুরসা
শরৎ সৌন্দর্য্যময়!
নিকটে উদ্যান, অতি রম্য স্থান,
দেবতা গন্ধর্ব্ব ভুলে;
সুগন্ধে মোদিত, সদা সুশোভিত,
নানা জাতি তরু ফুলে।
ফুলে রেণু গায় সদা ভ্রমে তায়,
মন্দ মন্দ সমীরণ।
আকাশে সৌরভ, মাটীতে সৌরভ,
সুগন্ধ বর্ষে যেমন।
গাছে মধু ক্ষরে, লতা পত্রে ঝরে,
উড়ে ভৃঙ্গ মধুকর।
সুষমা সুঘ্রাণ, ভরিয়া উদ্যান,
গন্ধে ভরা সরোবর।
সে দেব উদ্যানে, মহিমা কে জানে,
নিত্য চন্দ্রোদয় হয়।
নিত্য ষোলকলা, শশাঙ্ক উজলা,
চির জ্যোৎস্না ফুটে রয়।
ভ্রমে কত সেথা, অপ্সর-বনিতা
গীত বাদ্য নৃত্য করি;
কত নিরজনে, নির্ঝর দর্পণে,
নিজ নিজ বিম্ব হেরি।
কত বন দেবী, ফুল ঘ্রাণ সেবি,
ভ্রমে সাজি ফুল-সাজে,
নর্ত্তন বাদন, রত সর্ব্বক্ষণ,
সে দেব কানন-মাঝে।
নাচিয়া গাইয়া, পুলকে পূরিয়া,
এরা সবে মাঝে মাঝে!
প্রেম ভক্তি ভরে, প্রফুল্ল অন্তরে,
আনন্দে বামারে পূজে।
মিলি রস নয়, করে অভিনয়
বামার প্রীতির তরে।
বীর রৌদ্র হাস্য, করুণার দৃশ্য,
নয়নে তুলিয়া ধরে
সব রস যেন, মূর্ত্তিমান হেন,
হৃদয়ে প্রত্যয় হয়।
ক্রোধ ভয় আদি, মথে বামা হৃদি,
কভু অশ্রু ধারা বয়।
হেন রূপে কেলি, নবরস মেলি,
ক'রে সমাদর রাখে;
ক্রীড়া সমাপনে, তৃষিত নয়নে,
বামারে ঘেরিয়া থাকে।
সে বামারে ঘেরি, বসিয়াছে হেরি,
মহাপ্রাণী কত জন।
অনিমিষ নেত্র, নাহি পড়ে পত্র
হেরে সে রাঙ্গা চরণ॥
কত ঋষি নর, মহা জ্যোতির্ধর,
বসেছে বামারে ঘেরে।
স্বদেশী বিদেশী, কতই যশস্বী,
কেবা সংখ্যা তার করে।
সেখানে বসিয়া, জ্যোতিঃ ছড়াইয়া,
মহাকবি ঋষি ব্যাস।
নব প্রভাকর সম ছটাধর,
বাল্মীকি সেথা প্রকাশ।

কবি কালিদাস সুধা সম ভাষ,
বাণী-বরপুত্র যেই ;
অমরের ছবি সেক্সপীর কবি,
বিজলি যেন খেলই
ধরণী উজলি, বুধের মণ্ডলী,
বসে সেথা স্তরে স্তরে ;
নিজ যন্ত্র ধরে, সুধা কণ্ঠ স্বরে,
সে চরণ পূজা করে।
দেব মনোলোভা, হেরি সেই শোভা
কাঙ্গালা বাসনা করে,
এ যশোমালায় পরিতে গলায়,
রাখিতে হৃদয়ে ধ'রে।
অয়ি নিরুপমে, মম হৃদি ধামে,
বাসনা আছিল কত ;
তব আরাধনা, তোমার সাধনা
করিব জীবন-ব্রত।
ভুলে নিজ ভ্রমে, বৃথা পরিশ্রমে,
জীবন ফুরায়ে এল।
না লভিনু ধন, না সাধিনু পণ,
দুকূল ভাসিয়া গেল।
এবে নহে সাধে, পড়িয়া বিপদে,
আবার তোমায়ে ডাকি,
হয়োনা নিদয়া, কর দাসে দয়া,
ভক্ত ব'লে মনে রাখি।
তুমি ক্ষেমঙ্করী নিজে ক্ষমা করি,
ভুলনা মায়ের মায়া।
ক্ষমি অপরাধ, পূরাইও সাধ,
দিও দেবি ! পদ ছায়া ॥

সম্পূর্ণ।

বিবিধ কবিতা।

—⟡—

বিদ্যাসাগর।

(রচয়িতা কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত)

(১)

ফুরাল বঙ্গের লীলা মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী
হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ, বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ !
কি মহা পরাণ ল'য়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা—বুদ্ধি প্রভা - করুণা গভীর !
বিদ্যার সাগর খ্যাতি,—আরো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর !—
তেমন সন্তান, মাগো, কে আর তোমার ?

(২)

কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন :—
"কেবা অন্ন দিবে আর—কে ঘুচাবে দুখ,
দরিদ্র দুঃখীরে হেরে কে চাহিবে মুখ !
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে করিবে আর কেবা সে আদর !"
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান,
সার্থক তাঁহারই জন্ম যশঃ কীর্ত্তিমান,—
প্রাতে নিত্য স্মরণীয় যাঁর গুণগান !

(৩)

আপনার বেশ ভূষা সামান্য আকার,
দেখিলে পরের দুঃখ নেত্রে জলভার !
সমাজ-পীড়িত দুঃখ করিতে মোচন
জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন,
সমাজ পীড়িত জনে করিতে উদ্ধার
আপনি সহিলা নিন্দা কত তিরস্কার ;
ঋণে বদ্ধ অবশেষ—তবু দৃঢ় পণ,
সংকল্প সাধন কিম্বা শরীর পতন !—
এ হেন পুরুষ-সিংহ জন্মে মা, ক'জন ?

(৪)

অদ্বিতীয় বাঙ্গালা-ভাষার শিক্ষাগুরু—
বর্ণমালা হতে বঙ্গ-সাহিত্যের তরু
স্বহস্ত অর্জ্জিত যাঁর,—যাঁর প্রতিভায়
উজ্জ্বল বাঙ্গালা আজ প্রখর প্রভায় !
বালক বৃদ্ধের মুখে নাম ঘরে ঘরে,
জীবন্ত সুচির কীর্ত্তি রবে যাঁর পরে !
উপাধি উল্লেখে যাঁর নাম পরিচয় ;
ধন্য, বঙ্গমাতা, গর্ভে ধর এ তনয় !—
কর-চিহ্ন কার এত কাল-বক্ষময় ?

(৫)

স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত কাহার তেমন ?
দর্প, নির্ভীকতা, বীর্য্য—যে কিছু লক্ষণ
তেজীয়ান্ পুরুষের—সবই ছিল তাঁয়।
তৃণজ্ঞান পদ-মান অবজ্ঞা যেথায়,
শ্বেতাঙ্গ প্রসাদ (ও) গর্ব্বে ঠেলিত হেলায়।
হেন পুত্র, হায় মাতঃ, হারালে কোথায় ?—
হারালে কোথায় পুত্র হেন পুণ্যতম,
আত্ম যাঁর সত্য আর সাধুতা আশ্রম,—
হৃদয় যাঁহার দয়া—সাগরের সম।

(৬)

প্রচণ্ড উত্তাপ-দগ্ধ ভারত গগন,
সকলি অসাড় স্তব্ধ নিঃস্পন্দ যেমন
দুর্জ্জয় কলির দর্পে,—ধন উপার্জ্জন।
আর পদ-অন্বেষণ, শুধুই এখন
কার্য্য ভূ-ভারত মাঝে !—তবুও যে আজ
তাহার ভিতরে দীপ্ত করিছে সমাজ
মহাপ্রাণ—দুইএক,—বিদ্যুৎ যেমন
চকিতে চমকি দিক্ করায় দর্শন ;—
হে বিধাতঃ, সে কি, ওহে, ভাবী সুলক্ষণ ?

(৭)

এ হেন অদিনে জন্মি অতি দুঃখীকুলে,
আপনার কীর্ত্তিধ্বজা নিজ হস্তে তুলে,
পবিত্র করিয়া তায় জগৎ-পূজায়,
স্থাপিলে শিখর পরে সমাজ-চূড়ায়,
অসামান্য দ্বিজবর !— তব দেবদেহ
মরণেও বঙ্গবাসী ভুলিবে না কেহ।
অমর তোমার সেই খর্ব্ব দেহ-ঠাট,
সেই দয়াপূর্ণনেত্র—বিশাল ললাট
বঙ্গের হৃদয়ে নিত্য করুণার পট।
দরিদ্র সন্তান হ'য়ে জিনিলে সম্রাট।

এবে কোথা চলিলে ?

(স্যার রমেশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে)

এবে কোথা চলিলে ?
প্রখর সূর্য্যের প্রায়
উজ্জ্বল করি ধরায়
এতদিন ধরাতলে স্বকার্য্য সাধিলে,
দেশ অন্ধকার করি' কোথায় চলিলে ?
জগতের হিত-ব্রত
সাধিতে মনের মত
ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে উদয় হইলে,
কোথা, ওহে মহাপ্রাণ, কোথায় চলিলে ?

এখন চলেছ যেথা সে দেশ কেমন ?
কিবা তার স্থল জল,
কি ঋতু সেথা প্রবল,
কুসুমের কি সুগন্ধ, কেমন কিরণ ?
কি পাখী সেখানে গায়,
কি বর্ণ রঞ্জিত তায়,
প্রকৃতির কিবা সজ্জা কেমন গঠন ?

সে ক্ষিতি মাটীর কিম্বা গঠিত কাঞ্চনে ?
বায়ু বহে কি প্রকার,
ফল বৃক্ষ কি আকার,
গগনে আছে কি সেথা চন্দ্র তারাগণে ?
দিবাকরে কিবা দ্যুতি,
অনলের কি আহুতি
জীবের সুখের গতি কেমন সেখানে ?
সেথা কি নির্ঝর খেলে,
সেখানে কি শোভা ঢালে,
নদ, নদী, শৈল-মালা, গিরি-কুঞ্জবনে ?

যে দেশে প্রাণের সখা গিয়েছ এখন
দয়া মায়া কোমলতা সে দেশে কেমন ?
খেলা ঘরে খেলা সারি'
সেই দেশ লক্ষ্য করি';
বহিতেছি এক প্রান্তে দুর্ব্বহ জীবন ;
একাকী যাইতে হয়,
থেকে থেকে তাই ভয়,
তোমারে সুধাই তাই বল বিবরণ—
যেতে পথ কি প্রকার,
আলো কিম্বা অন্ধকার,
আছে কি কণ্টক কিম্বা ভুজঙ্গ গর্জ্জন ?

সুখে কি ক্লেশেতে সেথা হয়েছ উদয় ?
পথে পেয়েছিলে তরু ?
কিম্বা পথ শুধু মরু,
একা যেতে ক্লান্ত হ'লে কি করিতে হয় ?
যেতে পথে মেলে ফল ?
মেলে কি তৃষ্ণার জল ?
প্রাণী তো চীৎকার ক'রে কাঁদে না সেথায় ?
একাকী অজানা পথে,
নিঃসহায় যেতে যেতে
অকস্মাৎ প্রাণে যদি পেয়ে ওঠে ভয়,
আতঙ্কে শিহরি' ডরে
ডাকিলে চীৎকার ক'রে,
আসে কি রক্ষক কেহ মহাদয়াময় ?

সখা ! জীবনের প্রহেলিকা
ভেদি, ভব-কুহেলিকা
জীবন পরিখা পারে কিছু কি বুঝিলে ?
ঘেরিয়া নশ্বর কায়া
কেন এত দয়া মায়া
ফুরায়ে যায় কি তাহা এ দেহ ভাঙ্গিলে ?
জড় জীবে কি বন্ধন,
কে করিল সংঘটন,
জীবাত্মা মানব-দেহে কা হ'তে সঞ্চার ?
এ গূঢ় রহস্য-কথা
প্রকাশ হয় কি সেথা
অথবা সেথাও এই আলো অন্ধকার ?
কাল অঙ্গে চিহ্ন রাখি'
মহিমার জ্যোতিঃ মাখি'
জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-ধামে তুমি তো চলিলে ;
তোমারে হইয়া হারা,
ধরাতে রহিল যারা
কে সান্ত্বনা দিয়ে হেথা জুড়াতে আসিলে ?
তুমি কোথায় চলিলে ?
তোমারে পাইলে কাছে জুড়াত পরাণ,
কি মধুর মাদকতা,
সৌরভের কি স্নিগ্ধতা,
সরস আনন্দ ভরা কি সুধা আঘ্রাণ !
শুনিলে তোমার কথা,
ভুলিতাম সব ব্যথা,
শোক দুঃখ ব্যাধি জ্বালা পাইত নির্ব্বাণ
কোথা ওহে মহাপ্রাণ করিলে প্রস্থান ?
হা মিত্র ! মিত্রতা তব করিয়ে স্মরণ
বঙ্গ ভূমি আজি কত করিছে ক্রন্দন ;
কাঁদিলে জনম ভূমি
দেখিতে পারনি' তুমি
আজি দেখ দেশময় উঠেছে রোদন,
রোদনের প্রতিকার
করিতে পার না আর ?
হায় সখা, সে ক্ষমতা গেল কি এখন ?
ঢালি অশ্রু অবিরত
"সখা" ব'লে ডাকি কত,
নিদারুণ বধিরতা যে দেশে এমন,
কোন প্রাণে সেথা তুমি করিলে গমন ?
কেমনে বা ভোল আজ, আবাল্য প্রণয়,
একত্রেতে সব হয়,
কোথাও পৃথক নয়,

বিশ্রাম ভবন কিম্বা বিচার আলয়,
কত নিরজনে বাস,
কত হাস্য পরিহাস,
কত সুখ আলোচনা, শোক পরিচয়;
মন-কথা বলা বলি,
প্রেমে কত কোলাকোলি,
মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার, কত সুখময়,
যৌবনে যশের আশা,
একত্র বিজয়-তৃষা,
যুগান্তের কথা যত আজি মনে হয়!
তুমি রোগে শয্যা'পরে
অন্ধ হ'য়ে আমি দূরে,
দেখিতে নারিনু শুধু যাবার সময়!
আমারো বার্দ্ধক্য,-কষ্ট দেখিলে না হায়!

কি আর বলিব সখা চির সুখী হও।
স্বভাব দেবের ন্যায়,
কার্য্য দেবতার প্রায়,
মলিন মর্ত্ত্যের তরে তুমি সখা নও,
দেবলোক হ'তে এলে, দেব-লোকে যাও।

সেবিবে দেবতাচয়,
সে রাজ্য দেবত্বময়;
দেব মাঝে দেবতার ভালবাসা লও,
দেব-লোক হ'তে এলে, দেব-লোকে যাও।
দেব বাসে দেব-পাশে,
দেবে দেবে ভাল বাসে,
দেব-ভাবে দেবতারে ভালবাসা দাও,
দেব-লোক হ'তে এলে, দেব-লোকে যাও।
কত সাধ হয় মনে,
মিলিয়া তোমার সনে,
ভ্রমি' চরাচরময় করি নিরীক্ষণ;
জীব-স্তরে পরে পরে,
সুখ দুঃখ কিবা ঝরে,
জীবের অনন্ত গতি কিসে সমাপন।
ফলিবে না সে আশা কি, বৃথা আকিঞ্চন?
আমার বিশ্বাস এই
প্রণয়ের অন্ত নেই,
একবার প্রাণে প্রাণে প্রণয়ে বাঁধিলে
অনন্ত কালেও আর
পার্থক্য নাহিক তার,
দুই স্রোতোধারা যথা একত্র মিলিলে।
ভুলনা ভুলনা সখা,
কখনো স্বপনে দেখা —
দিও এই অভাগারে কাতরে ডাকিলে,
ফুরালে কালের খেলা
অকূলে ভাসিলে ভেলা
ডেকে নিও নিজ পাশে ত্রাসিত হইলে।
কোথা ওহে, মহাপ্রাণ, কোথায় চলিলে?
প্রখর সূর্য্যের প্রায়
উজ্জ্বল করি'ধরায়
এতদিন ধরাতলে স্ব কার্য্য সাধিলে!
দেশ অন্ধকার করি' কোথায় চলিলে?

আজি কি আনন্দ বাসর!

(ভারতেশ্বরীর জুবলি-উৎসব উপলক্ষে।)

দেখো দেখো চেয়ে ধরণীমণ্ডলে,
ধরণী আজি কি সেজেছে!
যেন ধৈর্য্য-হারা হ'য়ে বসুন্ধরা
আনন্দ-উৎসবে মেতেছে!
রক্ত নীল পীত পতাকা উড়িছে
রণতরি-দুর্গ-শিখরে,
বলাকার-মালা যেন দলে দলে
আকাশ-প্রাঙ্গণে বিহরে!
লতা-পুষ্প-ঝারা নগর-তোরণে,
পথে, ঘাটে, মঠে, রচনা;

পথে, ঘাটে, মাঠে,　　নদহ্রদকূলে,
　বাজিছে মঙ্গল-বাজনা।
বাজে মনোহর　　বাদ্য নিরন্তর,
　বাজিছে দুন্দুভি সঘনে,
রণতুরী-ধ্বনি,　　ঘন ঘণ্টানাদ,
　উচ্ছ্বাসে উঠিছে পবনে!
খেলে সিন্ধুজলে　　জলযান শত,
　রণতরি খেলে বহরে;
ঘন ঘন ধ্বনি　　গরজে কামান,
　পৃথিবী জলধি শিহরে!
দেশ দেশান্তরে　　জাতীয় সঙ্গীত
　'বৃটিশের' ব্যাণ্ডে বাজিছে,
'বৃটন'-আনন্দে　　যেন ভূমণ্ডলে
　আনন্দ-ঝটিকা ছুটিছে।
কোথা, কবে, কা'র　　ছিল রে ভূতলে
　এ দীপ্ত প্রতিভা, প্রভুত্ব, বল?
কার অভিষেকে　　হেন জয়োৎসবে
　কবে সে কেঁপেছে পৃথিবী, জল?
শুনি সত্যযুগে　　নৃপতি মান্ধাতা,
　রামরাজ্য শুনি ত্রেতায় পরে,
কবে কা'র রাজ্যে　　রাজলক্ষ্মী হেন
　গৌরব-পূর্ণিত মহিমা ধরে?
নেহারো পশ্চিমে——এক　　রাজ্যসীমা——
　পৃথিবীর প্রান্তে 'ক্যানেডা'-দেশ
পূর্ব্বদিকে সীমা——মহাদ্বীপপুঞ্জ——
　প্রশান্তসাগরে হয়েছে শেষ।
উত্তরে আপনি,　　অসীম প্রতাপ,
　সাগর-প্রাচীরে-বেষ্টিত-কায়,
স্বাধীনতা-খনি　　স্বয়ং 'বৃটানী'
　'কোহিনুর' মণি জ্বলে মাথায়!
দক্ষিণ-সাগরে——এক　　ভুজলতা——
　অখণ্ড ভারত শোভা ছড়ায়।
অন্য　ভুজলতা——হেরো　　অন্যদিকে——
　উত্তমাশা তীর ধ্বজা উড়ায়!

বাঁধা করতলে　　সপ্ত সিন্ধুজল,
　চির-আজ্ঞাবহ বারিধিপতি;
উদয়াস্ত নাই এ রাজ্য-ভিতরে————
　দিনমণি করে সতত গতি!
সার্থক-জনম,　　হে 'বৃটন'-জাতি,
সার্থক ভূতলে　　তব　　সুখ-ভাতি,
　কি আনন্দ সদা হৃদয়ে তোর!
ভূমণ্ডলময়　　হেরো যেই দিকে,
সূর্য্যোদয় যেন　　হেরো সেই দিকে
পিতৃকুল-যশে　　হ'য়ে বিভোর!
　স্মৃতির নয়নে　　'ক্রেশি'-রণক্ষেত্রে
　যে মুহূর্ত্তে চাহ　　পুলকিত নেত্রে,
　কি সুখ-সাগর হৃদে উথলে!
হেরিলে 'পয়টীয়া'　　কিবা হরষিত!
কি সুখ-স্বপনে　　সুবর্ণ-মণ্ডিত-
'এ'জনকোর্ট'-সভা স্মৃতিতে জ্বলে!
'ব্লেনিমের' জয়ে কি আনন্দ-ধারা
বহে হৃদিতলে—ভেবে 'মায়োল্‌বরা'
কি সুখে হৃদয় মথিত হয়!
আসিছে 'আর্মেডা' 'বৃটানী'র তীরে,
শুনে যে উৎসাহ স্বজাতি-শরীরে—
সে উৎসাহ আজো প্রবাহে বয়।
খেলে রে পরাণে　কি　সুখ-নির্ঝর
স্মরি 'ট্রাফল্‌গারে'—শোভা-প্রভাকর—
'নেল্‌সন্' বীর মহা-শয়নে!
'ওয়াটলু'র' পানে চাহিলে চকিতে,
ভাবো যেন কেহ নাহি এ মহীতে
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে সমুখ-রণে!
এ হৃদি ঐশ্বর্য্য বলো আজ কার?
বক্ষেতে কৌস্তভ- বিজয়ের হার!
　স্বনামে প্রসিদ্ধা ধরণীময়!
ধন্য ভিক্টোরিয়া, রাজদণ্ড ধরি,
রাজত্ব করিছ এ জাতি উপরি,
　রাজরাজেশ্বরি, তোমার জয়!

দেখো চেয়ে দেখো 'বৃটন'-জননি,
দেখো গো চলেছে কি সাজে সেজে
তব প্রজাবৃন্দ——চারি ভূমণ্ডলে——
কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রে অমিত তেজে।

দূর-সিন্ধু-জলে, ধরাধর-শৃঙ্গ,
ধরণীর-প্রান্ত—দ্বীপ—মালায়,
'ইউরোপ, 'আসিয়া, 'আফ্রিক্, আম্রিকে'
কিবা হাস্যমুখে সুখে বেড়ায়!
কোথা 'স্যাণ্ডউইচ,' 'সেণ্ট-হেলেনা,'
'নিউজিলণ্ড'-দ্বীপ কোথায়?
নাহি স্থল জল ভূমণ্ডল-অঙ্কে
জয়ডঙ্কা যেথা নাহি বাজায়!
হেথা ভারতেশ্বরি, কখনো কি গো,
আমাদের ভাগ্যে হবে সে দিন?
ওদেরি মতন অভয় হৃদয়ে
তব নাম মুখে ল'য়ে যে দিন
ভ্রমিব ওরূপে অমনি সাহসে,
অমনি উৎসাহে জাগ্রত র'ব?
অসীম বাণিজ্যে বাধিয়ে কমলা
অমনি প্রভাবে মণ্ডিত হ'ব?
যাবো দেশেদেশে অমনি উল্লাসে,
দেখাবো তুলিয়া ভুজের 'রক্ষি'?
নিঃশঙ্কহৃদয় মরু, গিরি, বনে—
স্বদেশ স্বজাতি স্মরণে লক্ষি্য!
এ ধরামণ্ডলে না পারিবে কেহ
পরশিতে দেহ প্রাণের ভয়ে,
স্বনাম-গৌরবে সতত গর্ব্বিত
স্বদেশ অথবা বিদেশে রয়ে!
থাকি বা একাকী দুরন্ত প্রান্তরে,
নগরে, পল্লীতে, কিবা মশানে,
রাজ্য-দেশ নামে সবে সশঙ্কিত,—
পশুপক্ষিগণও ত্রাসিত প্রাণে!
কবে গো আমরা—হবে কি সে দিন?—
ওদেরি মতন সহাস্য-মুখে
অমনি করিয়া সদর্পে আসিয়া
দাঁড়াবো, জননি, তব সম্মুখে?
দেখাবো তুলিয়া জগতের চিত্র,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তায়
বলিব আনন্দে———'হে রাজনন্দিনি,
এই ধরাভাগ পূজে তোমায়'!
অর্দ্ধ শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল আজ
রাজদণ্ড তুমি ধরেছ,
নানা মণিময় মুকুটমণ্ডল
রাজ্ঞীরূপে শিরে পরেছ;
হের নেত্র মেলি অভিষেক যজ্ঞ—
হের সে যজ্ঞের মহিমা—
দশদিক্ আজ দশভুজে যেন
সাজায় তোমার প্রতিমা!
'বৃটন' জননি দেখো একবার
কি সৌন্দর্য্য আজ ভারতে,
হেন শোভা যেন নহে বিকশিত
পূর্ণ-জ্যোৎস্নাময়ী শরতে!
কত জয়োৎসব, কত যুগে যুগে,
এ ভুবন হেরে নয়নে,
এ আনন্দধারা বহে নি কখনো
সমূহ ভারত-ভুবনে।
সাজে নি সাজে নি কখনো ভারত
এ হেন সুন্দর ভূষণে,
কিবা সত্যযুগে, কিবা সে ত্রেতায়,
অথবা দ্বাপর-যৌবনে।
মধ্যে বিন্ধ্যাচল, দুইধারে 'ঘাট,'
উত্তরে হিমাদ্রি আপনি,
কবে সে সেজেছে পতাকামালায়
এরূপে সাজায়ে অবনি?
কোন্ কালে হেন ভারত-বেষ্টন
সাগরের কূল ঘেরিয়া
সুমাল্য-শোভিত নেতের নিশান
উড়িছে পবনে দুলিয়া?

কবে রে সরযু, জাহ্নবি, যমুনে
শতদ্রু, কাবেরি, নর্ম্মদে,
অঙ্গে এ ভূষণে খেলায়ে হিল্লোল,
ছুটেছ এ হেন প্রমোদে ?
কিবা সে দিলীপ, কিবা যুধিষ্ঠির——
হিন্দুর রাজকুল-শশাঙ্ক,
কিবা আকব্বর, কিবা আলমগীর——
ভারত-জীবন-আতঙ্ক।
না হেরে কখনো——স্বপনেও কভু——
এহেন পর্ব্বের সূচনা,
যে উৎসব আজ তব জয়োৎসবে
ভারতভুবনে জল্পনা !
এ জুবিলি'-দিনে, 'বৃটন'-জননি,
কি ভয় বলিতে মা'কে !
এ মহা-যজ্ঞের প্রাচীন পদ্ধতি
স্মরণে যেন গো থাকে !———
থাকে যেন মনে————এ আনন্দ-দিনে
য়িহুদি-জগতময়
দাসত্ব-কলঙ্ক থাকিত না কারো,———
প্রভু ভৃত্য এক হয়।

———

জয় ভিক্টোরিয়া জয়।
জয় ভিক্টোরিয়া, রাজরাজেশ্বরী,
জগত-আরাধ্যা, ধন্যা !
জয় পতিপ্রাণা, রাণী-কুললক্ষ্মী,
রাজমাতা, রাজকন্যা !
এ মহা-উৎসবে, হে ভুবনেশ্বরি,
কি দিয়ে পূজিব আর,
দিনু অর্ঘ্য, লহ,———ভক্তিবিমিশ্রিত
চির-কৃতজ্ঞতা-হার !—
আজি কি আনন্দ-বাসর !

———

বন্দে মাতর্গঙ্গে।

হরিপদ সংস্কৃতা, ত্রিলোক বিরাজিতা,
ধীর সমুন্নত বিবিধ তরঙ্গে,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু, জঠর বিঘাতিনি,
শূন্য বিহারিণি সহস্রভঙ্গে,
চন্দ্রশেখরশির—মৌলিবিলাসিনি,
কেলি কুতুহলা সুরবালা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

বহুবল ধারণ সুরেন্দ্রবারণ,
দর্পবিনাশন তব ভ্রূভঙ্গে,
শৈলনিবাসিনি, বহুভাষভাষিণি,
তুষারচর্চ্চিত হিমাচলশৃঙ্গে,
নির্ম্মল সলিলে ত্রিভুবন অখিলে,
পিতৃতর্পণ মাগো তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

স্বচ্ছ-তটশালিনি সু-অটবীমালিনি,
স্বর্গস্রোতস্বতি ক্ষিতিতল অঙ্গে,
শশাঙ্ককরহারা, শীতল শ্বেতধারা,
সাগরগামিনি বহুবিধ রঙ্গে,
সুরনর-অর্চ্চিতা, অবনি-আবির্ভূতা,
ভারতভূষণ ভগবতি সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

বেদে প্রকট নাম পুরাণে গুণগ্রাম
কত যুগ মাগো আরাধ্যা জগতে,
ঋক্-সামন্-ঋষি হর্ষ পীযুষে ভাসি,
স্তোত্র গাঁথিলা তব ছন্দস্ গীতে,
বাল্মীকি ব্যাস পরে, ঐ পদ ধ্যান করে,
কি মধুর গুঞ্জিত পদ-তরঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

তুই মা জাহ্নবি আর্য্যমহিমাচ্ছবি,
উজ্জ্বল উন্নত যত ইহ ভুবনে,

তোমারি নীরধারে যুগযুগান্তরে
হৈল প্রকাশিত ভারত জীবনে,
রাজ্য বাণিজ্য দেশ, দুর্গপুরি অশেষ,
অস্ত উদয় কত হেরিলে অপাঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।
ধন্য ভাগীরথি পাতকিজনগতি,
চঞ্চলিবারিণি নীর তরঙ্গে,
কিবা নিরুপমা তব ধৃতি ক্ষমা,
সমূহ ভারত পাপবর অঙ্গে,
আর্য্য ভুবনবাসী অন্তিমে তটে আসি,
অস্থি নিমজ্জয় তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।
ধীরাজ মহীপাল ধনাঢ্য কি রাখাল
পশ্বাদি প্রাণিগণ অভেদ ও নীরে,
কি ঋষি ব্রাহ্মণ চোর দস্যুগণ,
নাহি নিবারণ একই প্রাণীরে,
সর্ব্ব পাতকি দেহ অঙ্কে তুলিয়া লহ
দেহ মুক্তিদান কীট পতঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে॥
মাতর্জাহ্নবি, ঐ তব পদ সেবি,
পূর্ব্ব পিতৃ যত গত কালে কালে,
বংশাবলী কত এখন হবে গত,
তব কোলে মাতঃ পূত সলিলে,
ভবজনতারণ পাপবিমোচন,
সমাধি স্থান হেন কোথা মহী অঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।
গঙ্গে অঙ্গে তব, অন্তে কি স্থান পাব,
দেহ মিলাব মাগো, তব পুণ্য তোয়ে,
ভ্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদচ্ছায়া
তাপতপ্তকায়া বড় রিপু রঙ্গে,
সর্ব্বপাতকহরা, গঙ্গে রুদ্রশেখরা,
স্বর্গসরিদ্বরা লৈও মা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।
ফাল্গুন চৈত্র, ১২৯৫ প্রচার।

কেন কাঁদ।

১

বহিল বসন্ত— অনিল রঙ্গেতে
আহা কি মধুরতর!
বাজিল বাঁশরী বঙ্কিম অধরে
কি সুন্দর মনোহর!
কল্পনা-প্রসূত প্রসূন কতই
স্বর্গের সুষমা ধরি,
ফুটিতে লাগিল অতুল ছটায়
বঙ্গপ্রাণ মন হরি।
উল্লাসে উৎসাহে মাতিয়া উঠিল
বঙ্গ নর-নারীগণ।
ছিলে মরুময় বঙ্গের সাহিত্য
হ'ল সে নিকুঞ্জবন!

(২)

যাদুকর যেন কৌশলে দেখায়
কতই বিচিত্র ছবি,
তেমনি বিচিত্র চিত্র নব নব
ভাষায় আঁকিল কবি।
প্রতিভা ছটায় অপূর্ব্ব শোভায়
গাঁথিয়া ঘটনাবলি,
'নভেলে'র ছলে নব রসে খেলে
করে কত চতুরালি!
কখন(ও) হাসায় কখন(ও) কাঁদায়
কখন(ও) আশায় ছলে,
মাতাইয়া প্রাণ, গায় বীরগান
"বন্দে মাতরং" বলে॥

(৩)

কভু বর্ম্মসার— কভু কর্ম্মভার,
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা—
বাখানে সুচারু সরল ভাষায়
ধরিয়ে নূতন প্রথা।

বাগানে আবার ইতিহাস বাণী
ভারত নির্ঘণ্ট করি—
কিবা অকলঙ্ক পূর্ণ নরদেব
ভারত কাণ্ডারী হরি।
নাস্তিক এমন সাহিত্য ভাণ্ডার
সুদৃষ্টি ছিল না যায়,
এবা ছিল এক সহস্র জিনিয়া
ধীরেন্দ্র বীরেন্দ্র প্রায়।

(৪)

কোথা আছ তুমি কোথা সে তোমার,
জ্ঞান পরিষদ যত,
গেলে কি ছাড়িয়া প্রিয় জন্মভূমি
পুরাণ না হ'তে ব্রত ?
কে পারিবে তব রাজদণ্ড নিতে
তিলক ধরিতে ভালে ?
তোমার মতন সাধক রতন
পা'ব আর কত কালে ?
বিহনে তোমার করে হাহাকার
বঙ্গ নর-নারী আজ,
হে বঙ্গভূষণ প্রিয় অতুলন
বঙ্গের সাহিত্যরাজ।

(৫)

ধন্য ক্ষণজন্মা জনমিলে ভাই
আজন্ম ভগিনী কোলে,
ভুলালে বঙ্গের নরনারীগণে
অমিয়া মধুর বোলে ;—
গেলে কীর্ত্তি রাখি চিরদিন তরে
এ ভারত মহীতলে !
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে
জ্বালাইলে শিখা তায়,
জাগ্রত করিয়া বঙ্গ নারী নরে
ভাতিলে নব বিভায়।
আপনি গঠিলে আপনার দল
সোদর সদৃশ প্রেমে,
শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে
কত রবি চন্দ্র হেমে !

(৬)

সে মলয়ানিল সহসা থামিল
ফুরাল বঙ্কিম-আয়ু,
সমূহ বাঙ্গালা কাঁদিয়ে আকুল
যেন হারা প্রাণবায়ু !
কেন কাঁদো বঙ্গ এ প্রাণীর তরে
এঁর যে মরণ নাই,
ধরার বিজলি এ জীব মঙ্গলী
এ নহে এঁদের ঠাঁই !
যে দেব মণ্ডলে মহাপ্রাণী দলে
জ্বলে চির জ্যোতির্ম্ময়,
হের কি শোভায় সেই দেব ধামে
বঙ্কিম উদয় হয় !
পেয়ে যাঁর সঙ্গ পবিত্র এ বঙ্গ
গাও তাঁর চির জয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাখিবন্ধন।

(কংগ্রেস উপলক্ষে) *

কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে—
ভারতজননী জাগিল !
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপোলে জ্বলিল !

---

* (এ কবিতাটি কতকগুলি গ্রন্থাবলীর পরিশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

মরি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজ্জ্বল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল !—
ভারতজননী জাগিল !
পূরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্মাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;
প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক, কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।
প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দে মাতরং ;
"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগত মাতিল।
আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি-সিংহাসনে,
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল,—

পূরব বাঙ্গালা, অউধ, বিহার
দূর কচ্ছ দেশ, হিমাদ্রির ধার,
তৈলঙ্গ, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
মা ব'লে ভারতে ডাকিল।
যোগনিদ্রা শেষ জননীর তায়,
হাসি মৃদু হাস নয়ন মেলায়,
নবীন কিরীট নব শোভাময়
যেন জ্যোৎস্নারাশি ভাতিল।
ভারতজননী জাগিল।
গাও রে যমুনে, ভাবায়ে পুলিনে,
গাও ভাগীরথি ডাকি ঘনে ঘনে,
সিন্ধু গোদাবরী গোমতীর সনে
ভুবন জাগায়ে গাও রে—
"যোগনিদ্রা শেষ আজি ভারতের
ভারতজননী জাগে রে !"
আর নহে আজ ভারত অসাড়,
ভারত সন্তান নহে শুষ্ক হাড়,
দ্রাবিড় পঞ্জাব অউধ বিহার
এক ডোরে আজ মিলিল ;
ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহ্বল
চাহিছে মায়ের বদন-মণ্ডল,
দেখ রে মুহূর্ত্তে ভারত-কঙ্কাল
জীবনের স্রোতে ভরিল
আজি শুভক্ষণে ভারত উত্থান,
এ দেউটি কভু হবে কি নির্ব্বাণ ?
হে ভারতবাসি হিন্দু মুসলমান
হের দুখ-নিশি পোহাল !
শত হৃদি বাঁধা একই লহরে,
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে
হিমগিরি আজি মিলিল ;—
ভারতজননী জাগিল।
দেখ রে কিবা সে উজ্জ্বল নয়ন
উৎসাহ ভাসিত মানব ক'জন
দৈববাণী যেন করিয়ে শ্রবণ
জীবনের ব্রতে নামিল !

জয় জয় জয় বল রে সবাই—
পূরবী পঞ্জাবী আজি ভাই ভাই—
সম তৃষানলে আশাপথে চাই—
একতার হার পরিল,—

ধন্য রে 'বৃটন' ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ যুগান্তের অমানিশি ঘোর
তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত ভুবন
এ সখ্য-বন্ধনে বাঁধিল।
হবে কি সে দিন হবে কি রে ফিরে
বিশ কোটি প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে
হয়ে এক প্রাণ, ধ'রে এক তান
ভারতে আপনা চিনিবে;
বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা
ভারত সন্তান জানিয়ে আপনা,
চিনিবে স্বজাতি—স্বজাতি কামনা
আপনার পর জানিবে!

আর কেন ভয়—হের তেজোময়
ভারত আকাশে নব সূর্য্যোদয়
নবীন কিরণ ঢালিল,
ভারতের চির ঘোর অমানিশি
তরুণ কিরণে ডুবিল!
গাও রে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে
গাও ভাগীরথি ডাকি স্বনে স্বনে
গাও রে যামিনী পোহাল!
সবে ব'ল জয় ভারতের জয়
ভারতজননী জাগিল।
যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর
কে নহে রে আজ রোমঞ্চ শরীর,
কার না নয়ন তিতে রে?
সহস্র বৎসর গোলামের হাল,
ভারতের পক্ষে এত যে জঞ্জাল,
আজি তার ফল ফলে রে।

জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ রাখি'-বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির মনোরথ
পূরাবার তরে চলিল।—
যে নীরদ উঠি 'রীপণ'-মিলনে
শুষ্ক তরু-ডালে সলিল সিঞ্চনে
অসার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি রে ফুটিল!
জয় ভারতের ভারতের জয়
গাও সবে আজ প্রমত্ত হৃদয়
ভারতজননী জাগিল॥

দোহাঁবলী।

দোহাঁ

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ্ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।
তও কোয়লা কি ময়লা ছোটে,
যও আগ করে পরবেশ॥
সদ্‌গুরু যদি হয়, ভাব ভেঙ্গে জ্ঞান দেয়,
উপদেশে যদি বসে মন।
সব্ মলা ঘুচে যায়, কালো আঙ্গারের গায়,
অগ্নি তায় প্রবেশে যখন॥
তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে,
সব গোড়িয়াকি খেল্।
যব্ প্রিয়সে সরবর্ হোয়ি,
তো, রাখ্ পেটারি মেল্॥

তুলসীরে জপ্ তপ্ ভজন্ পূজন্।
সকলি পুতুল খেলা পতি যেই মেলা
অমনি সে পেটারায়, গুটোনো তখন॥

তুলসী যব জগমে আয়ো,
জাগো হসে তোম্ রোয়।
অ্যায়সে কর্ণি কর্ চলো কি,
তোম্ হসো জগো রোয়॥

তুলসী সংসার মাঝে, আইলে যখন।
জগৎ হেসেছে, তুমি, করেছ ক্রন্দন॥
হেন কাজ করে চলো, জগৎ মাঝার।
তুমি হেসে চলে যাবে, কাঁদিবে সংসার॥
চল্‌তি চক্কি দেখ কর, মিঞা কবীরা রো।
দো পাটন্ কি, বীচ আ, সাবিৎ গয়া না কো॥

জাঁতা ঘোরে দেখে দুঃখে কবীর মিঞা বলে।
আস্ত নাহি থাকে কেহ, পড়ে পাটের তলে॥

চল্‌তি চক্কি সব কোই দেখে,
কীল্ দেখেনা কোই।
যো কীল্‌কো পাকড়কে রহে
সাবেৎ রহা হেয় ওই॥

জাঁতা ঘোরে সবাই দেখে,
খিল্ দেখে না কেই।
খোঁটা ধরে যে জন বসে,
গোটা থাকে সেই॥

সবকি ঘটমে হরি হেয়,
পহছান্‌তো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহি জানত,
ঢুঁড়ৎ ব্যাকুল হোই॥

সকল ঘটেতে হরি, কেউ না চিনিতে পারি,
হরি হরি করিয়ে বেড়ায়।
সুগন্ধি নাভির মাঝে, তবু মৃগ সেই খোঁজে,
ছুটে ছুটে চারি দিকে ধায়

দুখ পাওয়ে তো হরি ভজে,
সুখে না ভজে কোই।
সুখমে যো হরি ভজে,
দুখ কাঁহাসে হোই॥
দুঃখে সবে ভজে হরি, সুখে ভজে কবে।
সুখে যদি ভজে হরি, দুঃখ কেন তবে॥
হরিকে হরিজন্ বহুৎ হেয়,
হরিজনকো হরি এক্।
শশীকে কুমদন্ বহুৎ হেয়,
কুমদন্ কো শশী এক॥
হরির অনেক আছে, হরিভক্ত জন।
ভক্তগণে আছে মাত্র, সেই হরি ধন॥
চাঁদের অনেক আছে কুমুদিনীগণ।
কুমুদের একা সেই, কুমুদ রঞ্জন॥
সুখমে বাজ পড়ুঁ"
দুখকে বলিহারি যাই।
আয়সে দুখ আওয়ে, যো,
ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম সোঁরাই॥
সুখে পড়ুক বাজ দুখে বলিহারি,
আয় রে এমন দুখ।
ঘড়ি ঘড়ি যেন হরিনাম স্মরি,
পাইরে পরম সুখ॥
তুলসী পিন্‌নে হরি মেলে তো,
মেয় পেন্দে কুঁদা আউর ঝাড়।
পাত্থর পুজনে হর মেলে তো,
মেয় পুজে পাহাড়॥
তুলসীর মালা নিলে, তাতে যদি হরি মিলে,
আমি তবে ধরি গুঁড়ি ঝাড়।
পাথর পূজিলে ভাই, হরে যদি দেখা পাই,
কেন তবে না পূজি পাহাড়॥
নিত নাহেনে সে, হরি মেলে তো,
জলজন্তু হোই।
ফল্ মূল্ খাকে, হরি মেলে তো,
বাওড় বাঁদরাই॥

তিরণ ভখন্ কে হরি মেলে তো,
বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মেলে তো,
বহুৎ রহে হেঁয় খোজা।

দুদ্ পিকে হরি মেলে তো
বহুৎ বৎস বালা।
মিঞা কহে বিনা প্রেম্‌সে,
না মিলে নন্দলালা॥

নিত্য যদি প্রাতঃস্নানে হরি মিলে ভাই,
জলজন্তু হয়ে সবে, এসো না বেড়াই॥
ফল মূল খেয়ে যদি, হরি মেলে ভাই;
বান্দর না হই কেন, করি বাঁদরাই॥
তৃণ ঘাস খেলে যদি, হরি মেলে ভাই,
হরিণ ছাগল মৃগ, আছে ত মেলাই॥
স্ত্রী ছাড়িলে তাহে যদি, হরি পাওয়া সোজা;
জগতে আছে ত ভাই বহুতর খোজা॥
দুগ্ধ পানে দেহ ধরে, হরি যদি পাই,
দুগ্ধপোষ্য বালকের অভাব ত নাই।
কহিছে কবীর মিঞা, সবারে সুধাই;
বিনা প্রেমে নন্দলালে মিলে না কোথাই॥

বোলকে মোল্ নাহি,
যো, কহেনে জানে বোল্।
হৃদয় তরাজু তৌল্‌কে,
তঁহু বোল্‌কে খোল্॥
সে কথার মূল্য নাই, বল্‌তে যদি জানো।
মনতৌলে ওজন্ করে, তবে কথা এনো॥

যো যাকো শরণ লিয়ে,
সো রখে তাকো লাজ।
উলট জলে মছলি চলে,
বহি যায় গজরাজ॥

যে যার শরণ লয়, সে তার সহায়।
উজানে চলেছে মাছ, হাতী ভেসে যায়॥
বেহা বেহা সবকোই কহে,
মোরা মনমে এহি ভাওয়ে।
চড় খাটোলি ধো ধো লগড়া,
জেহেল পর্ লে যাওয়ে॥

বিয়ে বিয়ে বলে সবে, আমার মনে ভয়।
বাগ্যভাণ্ড চতুর্দ্দোলে জেলে নিয়ে যায়॥

দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী,
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে,
ঘর্ ঘর বাঘিনী পোষে।
দিনের মোহিনী, রাতের বাঘিনী,
রক্ত খায় পল্ পল্।
তবু ঘরে ঘরে দুনিয়া পাগল,
পুষিছে বাঘিনীদল।

বহুৎ ভালা না বোলনা চলনা,
বহুৎ ভালা না চুপ।
বহুৎ ভালা না বর্ষা বাদর,
বহুৎ ভালানা ধুপ॥
বেশী ভাল নয় বলা কি চলা,
বেশী ভাল নয় চুপ।
বেশী ভাল নয় বর্ষাবাদল্,
বেশী ভাল নয় ধুপ॥
ভাটকে ভালা বোল্‌না, চাল্‌না,
বহুড়ীকে ভালা চুপ।
ভেককে ভালা বর্ষা বাদর,
অজকে ভালা ধুপ॥
ভাটের বলা চলাই ভাল, বয়ের ভাল চুপ।
বর্ষা বাদল্ ব্যাঙের ভাল, ছাগের ভাল ধুপ॥
বিপদ্ বরাবর্ সুখ নহি,
যো থোড়া দিন হোয়।

লোক বন্ধু মৈত্রতা,
জান পড়ে সব কোয়॥
বিপদ্ সুখের হয়, অল্প দিনে যদি যায়,
সে বিপদ্ বন্ধু বলে মানি।
লোক মিত্র সঙ্গী জন, মৈত্রতায় কে কেমন,
অল্পক্ষণে সব জানাজানি॥
প্রীত ন টুটে অন মিলে,
উত্তম্ মনকি লাগ।
শও যুগ পাণিমে রহে,
মিটে না, চকমককে আগ॥
ভালোর নিকটে খাটে না প্রণয়
আরো যদি শত মিলে।
শত যুগ জলে থাকিলে চকমকি
তবুও আগুন জ্বলে॥

জল বিচ কুমুদ বসে,
চন্দা বসে আকাশ।
যো জন যাকে হৃদ্ বসে,
সে জন তাকো পাশ॥

জলে কুমুদের বাস, চাঁদের আকাশে।
যে যার বুকের মাঝে, সেই তার পাশে॥
যো যাকো পেয়ার লগে,
সো তাকো করত বাখান।
জ্যায়সে বিষকো বিষমখি,
মানত অমৃত সমান॥
যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাকে বাখানে।
বিষ-মাছি বিষ খেয়ে অমৃতই জানে
যো প্রাণী পরবশ পরো,
সো দুখ সহত অপার।
যূথপতি গজ হোই, সহেঁ,
বন্ধন অঙ্কুশ মার॥
পরাধীন পরাণীর দুঃখ না নিবাড়ে।
যূথপতি গজরাজ, তাহারও বন্ধন সাজ,
ডাঙ্গসের বাড়ি কত দিন্ পড়ে ঘাড়ে॥

উদর ভরণকে কারণে, প্রাণী ন করতহি লাজ।
নাচে বাচে রণ ভিরৈ, বাছে ন কাজ অকাজ॥
উদর পূরাতে না করে ডরম্
কেহই দুনিয়া মাঝে।
রণে যায় ভীরু কেহ খেলে বাচ
কেহ নাচে কেহ সাজে।
উদরের তরে দুনিয়া ভিতরে
বাছে না কাজ অকাজে॥
তেনকি ভুক তনক হেঁয়, তিন পাপকে সের।
মনকি ভুক অনেক হেঁয়, নিগলত মেরু সুমের॥
তিন্ পোয়া, নয়, সেরের ওজনে,
উদরের ক্ষুধা যায়।
মনের যে ক্ষুধা মিটে না সে কভু,
সুমেরু যদিও পায়॥

গোধন গজধন বাজীধন,
আওর রতন ধন খান।
যব আওত সন্তোষ ধন,
সব ধন ধূরি সমান॥
গজবাজীধন কিবা সে গোধন
কিবা রতনের খনি
ধূলির সমান সব হয় জ্ঞান
মিলি[illegible] সন্তোষমণি॥
কৌন কাহু সুখ দুখ কর্ দাতা,
নিজ কৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা।
জন্ম হেতু সব কহ পিতু মাতা,
কর্ম্ম শুভাশুভ দেই বিধাতা॥
কেবা কার্ কহ শুনি, সুখ দুঃখ দাতা।
নিজকৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা॥
জন্মহেতু ভবতলে পিতা আর মাতা।
শুভাশুভ কর্ম্ম দেন কেবল বিধাতা॥

কাহা কহোঁ বিধিকি গতি,
ভুলে পড়ে প্রবীণ!

মুরখকে সম্পতি দেখি,
পণ্ডিত সম্পতি হীন ॥
কে জানে বিধির খেলা, জ্ঞানীও অজ্ঞান্।
পণ্ডিত সম্পদ হীন, মূর্খ ধনবান্ ॥

ধনমদ তনুমদ রাজমদ,
বিদ্যামদ অভিমান।
এ পাঁচকো আউটকে,
পাওয়ে পদ নির্ব্বাণ ॥
ধনমদ বিদ্যামদ রূপ অভিমান,
রাজপদ আর এই পাঁচখান্,
এ পাঁচে জিনিতে পারো পাইবে নির্ব্বাণ ॥

তুলসী জগৎমে আইয়ে,,
সবসে মিলিয়া ধায়।
না জানে কোন ভেকসে,
নারায়ণ মিল যায় ॥
জগতে আসিয়া তুলসী ভকত
সবে মিলে জুলে পায়।
জানে না কখন্ কোন্ পথে গিয়া
নারায়ণে দেখা পায় ॥

ভক্তিবীজ পল্টে নহি,
যৌ যুগ যায় অনন্ত।
উঁচ নীচ ঘর আওতরে,
ফের সন্তকে সন্ত ॥
ভক্তিবীজ বসে যদি বিঁধিয়া হৃদয়।
অনন্ত যুগেও তার নাহি হয় ক্ষয় ॥
উচ্চ কিবা নীচ ঘরে যেথাই ভ্রমণ;
জনম্ জন্মান্তরে সাধু সেই জন ॥

নির্গুণ হেয় সো, পিতা হামারা,
সগুণ হেয় মাহতারি।
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো,
দুয়ো পাল্লা ভারী ॥

পিতা সে নির্গুণ মাতা সে আমার
সগুণ স্বরূপ তাঁর্।
দুই দিকে ভারী কারে নিন্দা করি
কারে বন্দি বলো আর ॥

সবমে রসিয়ে সবমে বসিয়ে,
সবকা লিজিয়ে নাম্।
হাঁজি হাঁজি কর্তে রহিয়ে,
বসিয়া আপনা ঠাম্ ॥
সাব রস্ নেবে সবেতে মিলিবে
সব নাম করো ভাই।
আজ্ঞে হ্যাঁ বলে সবে আয় দিলে,
না ছেড়ো আপন ঠাঁই ॥

কবীরা খড়ে বাজারমে,
লিয়ে লুকাটি হাত।
যোঘর ফুঁকে আপনা,
চলো হামারে সাথ ॥
হাতে নিয়া আলো বাজারের মাঝে
কবীরা দাঁড়ায়ে আছে।
ঘর্ ঘর্ ফিরে ডাকিছে সবারে
কে আসিবি আয় কাছে ॥

অলী পতঙ্গ মৃগ মীন গজ,
ইয়াকো একহি আঁচ।
তুলসী ওয়াকো ক্যা গৎ,
যাকো পিছে পাঁচ ॥
ভ্রমরা পতঙ্গ মৃগ হাতী মাছ,
এক্ রিপু মাতোয়ারা।
ঘ্রাণ, রূপ, রস, শ্রবণ, পরশ,
জ্বালাতে অস্থির তারা।
তাদের কি গতি হবে রে তুলসী
যাদের পেছনে পাঁচ।
রিপু মিলে সদা জ্বলন্ত অনল,
জ্বালায়ে আগুণ আঁচ ॥

দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সুধাংশু গগন বুকে শীতাংশু ঢালিছে সুখে
জগৎ শীতল হ'য়ে সে আলোকে ভিজিছে
সুধীর সমীর বয় দুলিছে পল্লবচয়
উদ্যানে রজনীগন্ধা নিশি মুখে ফুটিছে।
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

স্বভাবের ভাবে ভোর স্বপনে ছুটেছে জোর
পরাণ হৃদয় মন কত স্রোতে ডুবিছে।
অসাড় ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিশ্ব প্রাণে যুক্ত প্রাণ
মধুর মুরলী গানে যেন শুধু শুনিছে
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সে স্বপ্ন মুরলী ধ্বনি সহসা ভুলি তখনি
রমণী-কণ্ঠের স্বর কাণে যেন পশিল—
"শেষ দেখা এইবার এবে সে ব্রত উদ্ধার
এখন বৈরাগ্য পথে সখি তব চলিল।"
রমণীর ছায়া এক তরুতলে পড়িল।

নয়নে ঝরিল বিন্দু কোথা বা কিরণ ইন্দু
যৌবন লীলার সিন্ধু স্মৃতি পথে খেলিল,
মনে হ'ল সমুদয় এইরূপে চন্দ্রোদয়
যবে এই তরুতলে আমারে সে বলিল—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল।

বলিল "কপালে লেখা হবে পুনঃ হবে দেখা,
আজি হ'তে শেষ এই" বলে ফিরে চলিল।
ফুরায়েছে যত বর্ষ যত খেদ যত হর্ষ
সে দিন—সে সব(ই) আজ স্মৃতি পথে জ্বলিল।
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল।

যে ছবি হৃদয়ে ধরে' ফিরেছি ভুবন' পরে,
এসেছি বসেছি ঘরে ক'টি তার জাগিছে ?
আশার মোহের ছল বাহুতে দিয়াছে বল—
এবে তার আছে ক'টা—ক'টা তার ফুটিছে ?
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

উদাসে দেখিনু তায়, সে কান্তি কোথারে হায়
যে কান্তি কল্পনা পথ আলো ক'রে শোভিছে
এই কি সে নিরুপমা প্রতিমা জিনিয়া রমা—
কিম্বা এ তরুর(ই) ছায়া—প্রতিবিম্ব ছলিছে।
সে যে এই—দ্বিধা হৃদে কিছুতেনা ঘুচিছে।

চেয়ে দেখি যতবার হিয়া কাঁদে তত বার
সে মুখের সনে যেন কত যুগ(ই) ফিরিছে !
"যাও" বলিবারে তারে রসনা জুয়াতে নারে,
কি যেন কোথায় থেকে কণ্ঠ আসি রোধিছে
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় "যাও"—শেষে দিনু সায়
অমনি নয়ন তটে বারিধারা বহিল,
ক্ষণেক না থাকে আর "এই শেষ"—শেষবার
ব'লে অপাঙ্গের কোণে একবার চাহিল—
ধীরে ধীরে রজনীর ছায়া সনে মিশিল।

পুরুষ রমণী ছাঁচে প্রভেদ কি এত আছে ?
একি সাধ দু'জনায় হৃদিতল মথিছে
এক বাঁচে মরে আর একি লীলা বিধাতার—
পাষাণে কুসুমহার কেন বিধি গাঁথিছে ?
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

যার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জগতের সুধা পিয়ে
জেগেছি জগতীবলে—সে কোথায় কাঁদিছে ?
আমি সেই তরুতলে ভ্রমি সেই ভ্রম ছলে,—
হিয়া মাঝে তার ছায়া কতবার বসিছে ?
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

আবার গগন বুকে সুধাংশু উঠিছে সুখে,
জগৎ শীতল হ'য়ে সে আলোকে ভিজিছে,
সুধীর সমীর হয় দুলিছে পল্লবচয়,
উদ্যানে রজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে।
কঠিন পুরুষ প্রাণ সকলি ত সহিছে !
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

আমায় কেন পাগল বলে পাগলে।

লোকে করে যা আমি করি না।
লোকে ভাবে যা আমি ভাবি না
পাচের মত নই হ'তে পারি না
—পারিলাম (ও) না এ ভূতলে
আর যত সবে কত সুখে ধায়
কত আশা করে কত দিকে চায়,
দুখ-শূলে বেঁধা—তবু সুখময়
ভাবে সকলে।
তারা জানেনা পর বেদনা,
কভু ভাবেনা—নিজ যাতনা—
হৃদি তারণা—সহে বাসনা—
কু—ছলে !
আমি হেরি যত চাহি যেবা পথ
হেরি ছায়াময় সব মনোরথ
যত আশাচ্যুত কিছু মনোমত
নহে ভূতলে।
সবি দুখময় সদা জ্ঞান হয়,
ভব সমুদয় যেন ঢাকা রয়
ছেঁড়া—জরা আঁচলে।
যত খুঁজি আমি খুঁজি কতবার (ই)
খুঁজে পাই কই—কিবা নরনারী
যত পরিবার সার জানি তার
ভাবে নিজ নিজ ভোর যেবা যার
আমি যে ভিখারী আশা ঝুলি সার
আজো—ভূতলে !
ভেবে ভেবে হিয়া হাসে মনে মনে
ভেবে দেখে যত ভব-ক্ষেপা জনে
পাচে কাঁদে খেলে মিশে ভবরণে
আমি কাঁদি বনে অচলে।
আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ?
কিবা শিশু যুবা—কিবা সদাচারী
হেন নির্ম্মলে ?
নাহি ছায়া রেখা যায় হিয়া' পরি
যারে হৃদি মাঝে পূরে পূজা করি
হিয়া মুকুরেতে যারে দিলে ধরি
সদা উজলে !
কোথা পাই হেন ভব চরাচরে
হিয়া দিলে যারে হিয়া দেয় পরে
বিনি কোন ছলে।
সখা সখা বলি কত সাধে বলি
দিছি কত বার(ই) হিয়াতলে দলি
শূন্য তবু প্রাণ জীর্ণ আশা কলি
তবু কপালে !

বিশ্ববিদ্যালয়ে

বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে।*

(১)

কে বলেরে বাঙ্গালীর জীবন অসার ?
সৌরভে আমোদ দেখ্ আজ্ কিবা তার !

* ১৮ অব্দে শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু [এক্ষণে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নামে পরিচিতা] ও শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এই কবিতা রচিত হয়।

বাঙ্গালীর হৃদয়ের যতনের ধন,
তার মাঝে দেখ অই দুইটী রতন
রজনী করিতে ভোর উজলি গগন
আশার আকাশে উঠি জ্বলিছে কেমন !—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে !

(২)

কি ফুল ফুটিল আজি বঙ্গের মরুতে
ফোটে কিরে হেন ফুল কোন সে তরুতে ?
কোন্ নদী কোন্ হ্রদ পাহাড় উপরে
ফুটন্ত কুসুম হেন আনন্দ বিতরে ?
রে যামিনি ! তারা হারা, কিবা আভরণ
আছে বল্ তোর বুকে দেখিতে এমন ?
এত দিনে বুঝিলাম সে নহে স্বপন,
ভারত-বিপিনে বীজ হয়েছে বপন ॥—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে !

(৩)

এত দিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস,
ঘুচিল হৃদয় হ'তে কালের হতাশ ॥
বাঙালীর কামিনীর হৃদয়-কমলে
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে ॥
সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গ-নয়নী,
ছুটেছে যুবক সঙ্গে যুবতী রমণী ॥
পরেছে উপাধি হার—সুনীল বসন
সেজেছে অঙ্গেতে কিবা চারু-দরশন ।—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে !

(৪)

কবে দেখিব রে বল্ এ বিপিন মাঝে,
আর (ও) হেন কুরঙ্গিণী এ মোহন সাজে !
সে দিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার
নারী হবে পুরুষের জীবন আধার !
গৃহরূপ কমলের কমলা আকারে,
ছড়াইবে সুখ রাশি চাহিয়া সবারে
হবে কি সে দিন, ফিরে যাবে এ বাঙালী
অলকা পাইবে হাতে অভাগা কাঙালী।—
কি আশা জাগালি হৃদে, কে আর নিবারে ?
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !

(

হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুনো ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি এক জন,
অই বেশ, ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙালীর মেয়ে,"
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে ॥
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চির সুখে আর !
কে বলেরে বাঙালীর জীবন অসার।—
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে ?
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে ॥
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।

নব বর্ষ।

(টেনিসনের অনুকরণ)

ঐ বাজে হোরা প্রভাত নিশিতে,
বিগত বৎসর তায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে চেয়ে চেয়ে
অতীতে মিলিতে যায়!
ভরা মধু ঋতু, তরু শাখা'পরে
শোভে কচি পাতা থর;—
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
নবীনে আদরে ধর।
ঐ বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রুধারা
প্রাচীনে বিদায় দাও,
বাজে সুখ হোরা, আনি আম্রঝারা
নূতনে ডাকিয়ে লেও;
গত আয়ু প্রায় গত বর্ষ যায়,
যাক্—দেও গত হ'তে;
হৃদয়-মন্দিরে অসত্য নিবারি
শিখহ পূজিতে সতে।
ঐ বাজে হোরা ঘুচাইতে জরা
মানস যাহাতে জরে,
অবনী-ভিতরে নিরখিতে ফিরে
হৃদিপুষ্প যাহে ঝরে!
হোরা বাজে ঘন, ধনাঢ্য-নিধ'ন
কলহ করহ দূর,
ধরণীর শেল দৌরাত্ম্য আধার
ভাঙ্গিয়ে করহ চুর।
বাজে সুখ হোরা, অসুখের ভরা
ডুবায়ে অতীত নীরে—
মৃতকল্প—হত, পুরাগত যত
কু-ব্রতে মানব ফিরে,
পুরাগত যত কটু মতামত
কু-আচার আদি পালে—
আনি অভিনব ঘুচায়ে সে সব
ডুবায়ে অতীত কালে;
ধর সাধুতর সু-আচার আরো,
জটিল কুবিধি হর;—
পুরাতনে সরা ঐ বাজে হোরা,
নবীনে আদরে ধর।
ঐ বাজে হোরা, কুচিন্তা পসরা
ভাস রে কালের জলে,
অনাটন তাপ, কলুষকলাপ,
ত্যজ অলীকতা ছলে;
সুখে বাজে হোরা, ধরা হতে সরা
এ মম দুঃখের গীতি,
পূর্ণ মধুময় নবীন গায়কে
ডাকিয়ে কর অতিথি।
হোরা বাজে থর, পদ-দর্প হর,
কুলস্পর্দ্ধা কর ছেদ,
সত্যে গেঁথে ডোর স্বত্বেরে পালিতে
শিখহ নবীন বেদ।
ধরণীর বিস হর হিংসা বিষ,
পর দুঃখে কর খেদ;
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
ঘুচায়ে অবনি ক্লেদ।
বাজে সুখ হোরা, কালে ঢেলে দেও
কদর্য্য রোগের কায়া
ক্ষুদ্র ধনতৃষা ধরা মাঝে নাশি
কৃপণে শিখাও হায়া।
সহস্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ
উত্তাপে ধরণী জরা,
সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে
শীতল হউক ধরা।
ঐ বাজে হোরা হৃদিবীর্য্য ধরা
অভয় পরাণী যেবা,
স্বভাবে উদার দয়ার শরীর
কর রে তাদেরই সেবা;

পৃথিবী আঁধার ঘুচায়ে আবার
জ্বলুক্ তরুণ ভাতি,
নরকুল তায় সুধর্ম্ম প্রভায়
পোহাক্ বিঘোর রাতি।
প্রভাত নিশিতে, ঐ বাজে হোরা
বিগত বৎসর তায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে চেয়ে চেয়ে
অতীতে মিশিতে যায়!
ভরা মধুঋতু, তরু শাখা'পরে
শোভে কচি পাতা থর;—
পুরাতনে সরা ঐ বাজে হোরা,
নবীনে আদরে ধর।

দেখা দিও কাছে যবে ধীরে ধীরে
জীবনের আলো জ্বলে,
যবে শিরে শিরে ধীরে ধীরে ফিরে,
সভয়ে শোণিত চলে;
যবে স্নায়ু নলি দপ্ দপ্ জ্বলি
শলা যেন ফুটে গায়,
যবে হৃদিতল শিথিল দুর্ব্বল,
শরীর বিকল প্রায়।
দেখা দিও কাছে যবে যাতনায়
ভূতময় দেহ পেষে,
আলম্ব খুঁটিতে কুঠার আঘাতি
আশ্বাস আঁধারে শোষে;
যবে ইহকাল উন্মত্ত করাল
চৌদিকে উড়ায় ধূলি,
জীবায়ু হতাশে রাক্ষসের পাশে
জ্বালায় যখন চুলি॥
দেখা দিও কাছে জীবনের আলো
যবে ধীরে ধীরে জ্বলে,
যবে শিরে শিরে ধীরে ধীরে ফিরে
সভয়ে শোণিত চলে।
যবে স্নায়ু-নলি দপ্ দপ্ জ্বলি
শলা যেন ফুটে গায়,
যবে হৃদিতল শিথিল দুর্ব্বল,
শরীর বিকল প্রায়॥

ছোট ছোট যত পরাণের শোক
কোথায় প্রকাশ হয়,
শত শত ক্ষুদ্র ভালবাসাব্রতে
যেন শোক গাঁথিয়ে রয়!
গৃহীর আলয়ে দাস দাসী যত
সে শোক তাদেরই মত,
প্রভু মরে যেই কথায় নিবারে
মনের উদ্বেগ যত!
মৃতজনে হেরে কেঁদে কেঁদে বলে
ঘুচাতে মনের ভার,
পাব না কোথাও খুঁজিলে আবার
এ হেন চাকুরী আর!
সমুত্তর যত শোকের লহরী
আমারও হৃদয়ে ধায়,
তাদেরি মতন প্রবোধ বচনে
তেমতি সান্ত্বনা পায়!
কিন্তু গুরুভার শোকবারিধারা
বহে যাহা হৃদিতলে;
নির্ঝরের মুখে তুষারের মত
না ঝরে না পড়ে গ'লে!
গৃহস্থ মরিলে গৃহীর আবাসে
পুত্র কন্যা তাঁর যথা—
শয্যা পানে চেয়ে অসাড় ইন্দ্রিয়
অসার পরাণ তথা—
না পারে ফেলিতে না পারে তুলিতে
শ্বাসবায়ু নাসামূলে,
প্রেতযোনি প্রায় আসে যায় যেন
অশব্দে চরণ ফেলে।

প্রকাশ্য আলাপ না করে কথায়
শূন্য গৃহ পানে চায়,
মনে মনে ভাবে কি দয়া! কি স্নেহ!
ফুরায়ে গেছেন হায়!

কথায় বলিতে প্রাণের বেদনা
পাপের আশঙ্কা হয়,
কথা—স্বষ্ট যথা আধখানি খোলা
আধখানি ঢাকা রয়!
তবুও— তবুও সুহৃদ ভাষায়
উতলা পরাণ মন,
করে শান্তি লাভ, যথা সুস্থ ভাব
মাদকে দেহ বেদন!
এ মম অন্তর শোকে জর জর
তাই সে কথায় ঢাকি,
শীতে পরতর যথা বাঁচে নর
হীন বস্ত্র গায়ে রাখি॥
কিন্তু যে বৃহৎ শোকের প্রমাদ
পরাণে উথলি ধায়,
লিখি খালি তার ছায়ার আকৃতি
ভাষাতে ধরে না তায়!

মন্ত্রসাধন।

সুধন্য ইংরাজ তোমার মহিমা!
সুধন্য তোমার স্ববীর্য্য-গরিমা!
স্বজাতি গৌরব, সাহস-ভঙ্গিমা,
অসীম তোমার হৃদয়-বল্!

নির্ভীক-হৃদয়—অনতগ্রীবায়
কর পদাঘাত ধরণী মাথায়,
ও ভুজপ্রতাপে না পরশ যায়
ধরাতে এ হেন নাহিক স্থল!

জগৎবিজয়ী রোমক সন্তান
ভূতলে ভ্রমিত তুলে যে নিশান,
তেজোগর্ব্বশিখা যাহে মূর্ত্তিমান্
তোমাদের (ই) স্কন্ধে ধরেছ তায়।

নিষ্কম্প নিশ্চল (অচল মূরতি)
সঙ্কল্পদৃঢ়তা একতার গতি
অনিবার্য্য বেগ যেন স্রোতস্বতী,
উৎসাহ, সাহস প্রলম্ফে ধায়।

সে ভুজ-বিক্রম কিবা ভয়ঙ্কর
সে সাহস বেগ কতই প্রখর
একতা-বন্ধন কিবা দৃঢ়তর
তোমারাই আগে শিখালে সবে,

শিখালে স্বদেশে কিবা সে প্রকারে
প্রজাতে নিবারে রাজ অত্যাচারে,
বিদ্রোহ অনল জ্বালিয়া হুঙ্কারে
রাজমুণ্ডপাত করিলে যবে—(১)

শিখালে আবার অভ্রান্ত প্রথায়,
অসহ্য পীড়নে উন্মাদের প্রায়
প্রজারা যখন, কিরূপে রাজায়
নিক্ষেপে তখন চরণতলে। (২)

যে দর্পে কাটিলে প্রথম চার্লসে,
যে দর্পে তাড়া'লে দ্বিতীয় জেম্‌সে,

---

(১) ইং ১৬৪৯ সালে ইংলণ্ডের ভূপতি ১ম চার্লসের দৌরাত্ম্যে উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহী প্রজাবর্গ তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখ।

(২) ইং ১৬৮৮—৮৯ সালে দ্বিতীয় জেম্‌সে কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।

যে তেজোগর্ব্বেতে আজিও স্বদেশে
রাজত্ব করিছ আপন বলে—

পুত্তলিকা মত রাজসিংহাসনে
সাজায়ে রেখেছ রাজা একজনে,
স্বদেশ ঐশ্বর্য্য দেখাতে নয়নে,
করিতে উজ্জ্বল আপন মান

সেই দর্প তেজ নির্ভয় অন্তরে
দেখাইলে আজ জ্বলন্ত অক্ষরে,
রাজপ্রতিনিধি পদপিষ্ট ক'রে
শিখালে ভারতে গূঢ় সন্ধান;

দিলে শিক্ষাদান ভারত নন্দনে
দিব্যচক্ষু দিয়া—কি মন্ত্রসাধনে
পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে
বাসনা সফল করিতে পায়।

শিখিবে ভারত—শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে' না হবে অন্যথা—
এক দিকে কোটি প্রাণী কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষ তায়;

তবুও ক'জনে চরণে দলিল
রাজপ্রতিনিধি, রাজমন্ত্রিদল—
স্বজাতি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিল
এমনি তাদের অমিত বল।

শেখরে এখন ভারত সন্তান
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতি কুল মান—
রাজস্তুতিগান সব বিফল!

যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীরব্রত—একতার ধারা,
সে সাহস উৎস—সে উৎসাহ ধারা,
হৃদয়কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—

তবে অগ্রসর হৈও কভু আর
করিতে এরূপে স্বজাতি উদ্ধার
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—
নতুবা যা আছ তাহাই থাকো॥

শুনহে রিপণ—ভারতের লাট্
আর নাহি ক'রো এ তাণ্ডব নাট
বিষময় ফল—বিষম বিরাট
মনুষ্য হৃদয় সহিত খেলা!

অতি হীনবল—ঘোর কৃষ্ণকায়
সে জাতিও যদি আশার দোলায়
দুলে বহুক্ষণে—আশা না জুড়ায়,
সে নিরাশাঘাত রোধে না বেলা॥

সুধাছলে তুলে দিলে হলাহল
সম্প্রীতি করিলে সহ নিজ দল
বাড়ালে তাদের শত গুণ বল
"পৃটোরীয় গার্ড"(৩) রোমেতে যথা।

ছিল কি অতুল প্রতাপ(ই) দের
সে তেজোগরিমা কোথা অসুরের!—
পরিণামে তার(ই) কি হইল ফের
ভুলোনারে কেহ সে গূঢ় কথা॥

না হৈও নিরাশ—ভারত সন্তান,
সাহস উৎসাহে সে গর্ব্ব নির্ব্বাণ
করিলে অনার্য্যে—আজও সে বিধান
এ মহামন্ত্রের সাধন প্রথা॥

(৩) রোমক সম্প্রদায়ের পতন দশায় ইঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহারা অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত এবং প্রথমে সম্রাটদিগের দেহরক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন।

জয়মঙ্গল গীত।

অভিষেক।

—*—

অৰ্দ্ধ কোরস্।

কাছে এস ভাই করি আশীর্ব্বাদ
চির সুখে হর কাল।
তোমার কল্যাণে ভারত-বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল !

পূর্ণ কোরস্।

উজ্জল আজি হে বাঙ্গালির নাম,
উজ্জল ভারত ভূমি।
বঙ্গের প্রধান বিচার আসনে
আজি হে প্রধান ভূমি॥

কাছে এস ভাই করি অশীর্ব্বাদ
বিপুল ভারত যুড়ে,
জয় জয় জয় ধ্বনি ছড়াইয়া
তব কীর্ত্তিধ্বজা উড়ে॥

অৰ্দ্ধ কোরস্।

আজি রে এ রবে কেবা ঘরে রবে
আনন্দে বাজিছে ভেরী।
"রিপণের জয় রিপণের জয়"
আনন্দে বাজিছে ভেরী॥
বৃটিশের বেশে ঋষিতুল্য নর
এদেশে উদয় যবে।
ভারতের লক্ষ্মী ফিরিয়ে আবার
ভারতে উদয় হবে॥
আনন্দে বাজুরে মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজুরে ভেরী।
"রিপণের জয় রমেশের জয়"
সঘনে নিনাদ করি॥

পূর্ণ কোরস্।

কৈ বরণ. ডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজ আজ পরাব।
আগে দিব তুলে রিপণের গলে
পরে প্রিয়জনে সাজাব॥

র্ণ কোরস্।

আনো বরণ্ ডালা বাটী বাটী বাটী
সুগন্ধ তাহাতে থাকিবে,
গোটা গোটা ফুল ভোর বেলা তুলি
পরিপাটী কোরে রাখিবে;
অগুরু চন্দনে ছিটা দিয়া তায়
মাঙ্গল্যবিধানে ধরিবে।
আনো বরণ্ডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজে আজ সাজাব।

আগে দিব তুলে রমেশের গলে
পরে রিপণেরে পরাব;
আনো বরণ্ ডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজে আজ্ সাজাব॥

(সকলে একত্রে)

অন্নদা চন্দর ঈশ্বর সারথি।
ঘেরিল চৌধার দেশী বিলাতী।
আর্ম্মাণি "গ্রিগরি" "টুইডেল" সঙ্গে।
মিলিল সকলে কৌতুক রঙ্গে॥
আরতি হেরিয়া অন্দরে বামা।
হুলুধ্বনি দিল সুন্দরী রামা॥
অন্নদা চন্দর ঈশ্বর সারথি।
চৌদিকে ঘেরিল দেশী বিলাতী।
দিল সুখে সবে চন্দন ভালে,
দিল সুখে সবে দূর্ব্বার দলে
তণ্ডুলে গাঙ্গেয় ঢালি।
হোমভস্মেতে অভিষেক দিল
ললাটে ছোঁয়ায়ে ডালি॥

অৰ্দ্ধ কোরস্।

আওয়ল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে।
ভাগ-লছমী আজু বাঢ়ল জোয়ারে॥
তুয়া সনে মো সবে বেরি বেরি মেলি।
পাঠ পচঁছ কতি কতনহি খেলি॥
অবহুঁ তুহারে চাহি প্রীত ভগবান।
হাম্ সব আশীসে তুয়া ভাগবান॥
কহল বহুজন করজোরি বাণী।
করল সেলাম কহু পরশল পাণি॥
হিন্দি পারসিক আংরেজি ভাখা।
খৎ ভেজল কহু চন্দন মাখা॥
হলাহল ঢাকল দুস্‌মন যেহি।
ক্ষীর উগারল পদরজঃ লেহি॥
ভেটল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে।
ভাগ-লছমী আজু বাঢ়ল জোয়ারে॥

সভে দেল সুখে চন্দন ভালে।
সভে দেল সুখে কুসুম মালে
তণ্ডুল গাঙ্গেয় বারি।
হোম ভসমে অভিষেক দেল
কপালে ছোঁয়াই ভারি॥

(অৰ্দ্ধ) তুলিল সঙ্গী মালতীমাল
(একক) গন্ধে মোদিল দেহ।
(অৰ্দ্ধ) তুলিল মল্লিকা যূথিকাজাল
(একক) পরাণে জাগিল স্নেহ॥
(একক) মোদিল দেহ মালতীমাল।
মোদিল দেহ মল্লিকাজাল
মোদিল দিশ পূরে।
"রিপণের জয় রিপণের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে॥
(অৰ্দ্ধ) তুলিল সঙ্গী সুগন্ধা শিউলি
(একক) সোহাগে হৃদয়ে দেল।
(অৰ্দ্ধ) তুলিল যতনে রজনীগন্ধা
(একক) পবনা মাতিয়া গেল॥

(অৰ্দ্ধ) আনন্দে তুলিল গুলাব গুচ্ছ
চিকণ গাঁথনি হারে—
"রিপণের জয় রমেশের জয়,
বংশী বাজিছে দূরে।

পূর্ণ কোরস্।

মোদিল পুরী সেঁউতি হার
মোদিল পুরী কামিনী ভার
মোদিল পুরী গুলাব গুচ্ছ
চিকণ গাঁথনি হারে।
"রমেশের জয় রমেশের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে॥

(সকলে একত্রে।

বংশী বাজিছে রমেশের জয়
আজরে হৃদয়ে বড় সুখোদয়—
কাছে আয় ভাই করি আশীর্ব্বাদ
চিরসুখে হয় কাল।
তোমার কল্যাণে ভারত বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল।
উজল আজি হে বাঙ্গালির নাম
উজল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান বি[illegible]-আসনে
আজি হে প্রধান তুমি॥
আনন্দে বাজরে মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজরে ভেরী।
জয় জয় জয় সবে বল মুখে
সঘনে নিনাদ করি॥
বাজরে আনন্দে মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজরে ভেরী॥

মদন পূজা।

কি দিয়ে মদন, পূজিব তোমায়,
অনঙ্গ তুহারি নাম!
বসন্ত সমীর, নিশোআশ্ তোর,
কুসুম লাবণ্য ঠাম!
সুবাদ্য-ঝঙ্কার সঙ্গীত-উচ্ছাস,
বচন তুহার মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর,
তুহারি পরাণ জানি!
কৈমনে মদন, পূজিব তোমায়,
তুহারি ধনুর ভয়ে,
নয়ন দিঠিতে, দিঠি ওড়াইয়া,
দাড়াই অথির হয়ে।
বলি বলি বলি, শুনি শুনি শুনি,
থমকে চমকে চাই,
জাগি দিবা নিশি, তুহারি তরাসে,
জুড়াতে নাহিক পাই!
পূজিব কিরূপে, তোমায় মদন,
তুহার পূজার প্রথা!
কেহ না জানিল, কেহ না শিখিল,
সে গূঢ় রহস্য কথা!
মুনির ধেয়ানে, জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে,
তুহার আকার-ভেদ,
সুজন প্রেমিক, আঁখিতে কেবলি,
প্রকাশ তুহার বেদ!
পূজিব তুহারে, তাহারি বিধানে,
না জানি না মানি আন,
"একমেব" বাণী, বদনে উচারি,
তুয়া পদে দিব প্রাণ।
পূজিব তুহারে, বিহানে মধ্যাহ্নে,
পূজিব সাঁজেরই বেলা,
ইন্দ্রিয়-কাননে, আঁধার ডুবাতে,
প্রেমের জোছনা খেলা!
পূজিব তুহারে— চরণে বিথারি,
জীবন-জাহ্নবী-জল,
পূজিব তুহারে— মানস ব্রহ্মাণ্ড,
করিয়া তীরথ-স্থল।
তুহারি পূজাতে, কুল পদ মান,
অবনী উৎসর্গ দিয়া,
দেখিব আনন্দে, তুয়া ধ্যান ধরি,
হিয়াতে প্রতিমা নিয়া!
সে দেহ গঠনে, মূরতি গঠিব,
সে দু'হু নয়নে আঁখি,
তেমতি সুটানে, ভুরুযুগে টান;
দেখিব মানসে আঁকি।
বলন চলন, কটি উরুদেশ,
সকলি তেমতি ঠাম,
দিব সাজাইয়া, অনঙ্গ তুহারে,
সেই নামে তুয়া নাম।
চাদের আলোকে, আরতি করিব,
পরাব বাসনা ফুল,
অনঙ্গ তুহারি, বদন হেরিব,
নিখিলে নাহিক তুল!
পূজা পাঠাবধি, এই সে তুহার,
একহি প্রেমিকে জানে,
নাহি কালাকাল, দেশ পরদেশ,
তুয়া বেদ এহি মানে।
"কি দিয়া পূজিব, মদন তোমায়"—
আর না আনিব মুখে,
শিখিনু শিখাব, তুয়া পূজাবিধি,
কিয়া সুখ কিয়া দুখে!
এ বিধি-বিধানে, যে জানে পূজিতে,
তুয়া দরশনে তেঁহ,
কঁহু নাহি জানে, কি তাহে প্রভেদ,
নিশি, দিবা, বন, গেহ!
চিনেছি এখন, মদন তোমায়—
অনঙ্গ কেবলি নাম,

বসন্ত-সমীর, তুয়া নিশোআশ,
কুসুম লাবণ্য ঠাম।
সুবাগু ঝঙ্কার, সঙ্গীত উছাস্,
বচন তুহারি মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর
তুহারি পরাণ জানি ;—
অবহি পূজিব, অনঙ্গ তুহারে,
তুহু সে পরম প্রাণী !

সংসার

সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ?
সংসার অসার এই, সংসারে কিছুই নেই,
সংসার বিষের তরু দুঃখফলময় !
কেহ বলে এই সার, এই, ছাড়া নাই আর,
এই কয় অক্ষরেই জগত জড়ায় !
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ?
সংসার সকলি ভুল, সংসার পাপের মূল,
সংসার ত্যজিলে "জীব মুক্তিপদ পায়,
শুনি কোনো শাস্ত্র-মুখে, কোনো বা
শাস্ত্রের বুকে,
সংসার, প্রণব লেখা সোণার পাতায়,
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ?
বিধাতার যত লীলা, তোরই কোলে ছড়াইলা
তুই না থাকিলে সৃষ্টি জড়পিণ্ডময় !
তুই বিনা এ আকাশ, শূন্য খালি পরকাশ,
এ সূর্য্য নক্ষত্র চাঁদ প্রাণশূন্য হয় !
সংসার তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায় ?
যেখানে রে তোর ঘটা, সেইখানে দেখি ছটা
এই মাঠ এই বন এই মরু-গায় !
হেরি রে নগরতলে তোরই সে তুফান্ চলে
নর-কঙ্কালের কায়া কত ভাসে তায় !
সংসার তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায় ?
তোরই ষড় রস জলে ধরণী ভাসিয়া চলে,
তোরি ফুলে ফুলময় আকাশ ভূতল !
তুই রে মোহন বাঁশী, তুই রে প্রকৃতি হাসি,
তুই রে একাই এই জীবন সম্বল !
কি ভাবে সংসার, তোরে সুধাই রে বল্ ?
তুই নরকের রথ, তুই পুনঃ স্বর্গপথ,
ইহ-পরলোক তুই, নিত্যের স্বরূপ,
সদসৎ যত আর তড়িচ্ছটা কল্পনার,
তুইরে সুধার হ্রদ, তুই বিষকূপ।
সংসার, তোরে রে আমি ভাবিব কিরূপ ?
ত্যজিয়ে সংসার তোরে, কি নিয়ে এ ভবঘোরে
হাসিবে কাঁদিবে প্রাণী, হেরিবে কি আর ?
হাসিকান্না নাহি যায়, কি লাভ হেরিয়ে তায়,
সংসার বিহনে ব্রহ্মরূপই নিরাকার !
জীবজগতের চক্ষু তুই রে সংসার !
আমারে চরণতলে, মথিস্ যতই বলে,
যতই গরল তুই করিস্ উদ্গার,
সংসার, তোরই মুখে, চাহিয়া থাকিব দুখে,
তোরে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর ?
তুই এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সত্যের সাকার।
সংসার, তোরই ও মুখে, হেরিব আবার সুখে
হেরিব যেরূপ ভাবি আশাপথ চাই।
"আমি যার সে আমার" এই বাক্য যবে সার,
হবে এই ভবতলে, সবার সবাই !
সংসার তোতেই আমি ব্রহ্মরূপ পাই ॥

গঙ্গা।

কোথায় চলেছ তুমি
গঙ্গে ?

শাল, পিয়াল, তাল,

তমাল, তরু, রসাল,

ব্রততী—বল্লরী—জটা—
সুলোল-ঝালর ঘটা,—
ছায়া করি সুশীতল
ঢেকেছে তোমার জল
চলেছে অচলরাজি ধারানীর—অঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি
গঙ্গে ?

কল-কল-কল স্বর
ধারা জলে নিরন্তর—
বিশাল বিস্তৃত ধারা,
সমতল তৃণহারা
ধরণী চলেছে সঙ্গে,
দু'ধারে নিবিড় রঙ্গে
বট, বেল, নারিকেল,
শালি শ্যামা ইক্ষু মেল,
অরণ্য, নগর, হাট,
গবাদি রাখাল মাঠ
প্রফুল্ল করেছে কূল নীরধারা সঙ্গে,—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

মন্দির দেউল মঠ
পাটিকেলে হর্ম্ম্যপট
কূলধারে সারি সারি,
ধারাজলে নর নারী
ঢাকিয়ে সোপানকূল—
ঘাটে ঘাটে ফুটে ফুল !
কল-কল-নর-ভাষা
হৃদিকোষ পরকাশা
হাস্য রব স্তুতি গানে
তুলেছে তোমার কাণে
নগর পল্লীর সুখ, বিমল তরঙ্গে ;—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

বাণিজ্য বেসাতি পোত
ভাসায়ে চলেছে স্রোত
তরি ডিঙা ডোঙা ভেলা
বুকে করি, করি খেলা
নাচায়ে চলেছ অঙ্গ—
ধবল ধীর তরঙ্গ
দুলিয়া দুলিয়া সুখে
নর নারী গ্রীবা মুখে
ছড়ায়ে চিকুর জাল ভ্রমিতেছ রঙ্গে ;—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

ফুলদাম' ফুলথর,
দীপরাজি হৃদি'পর—
আকাশ অলক মালা
হৃদয় মুকুরে ঢালা,
অরুণ-কিরণ ভাতি,
শশধর, জ্যোৎস্না পাতি,
বায়ুগন্ধ, পরিমল,
পানিবক, মীনদল,
শঙ্খ, শুক্তি, কোলে করি কোথা যাও রঙ্গে ?
কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী
গঙ্গে ?

বাঙ্গালায় প্রাণী নাই,
প্রাণী দেহে প্রাণ নাই,
অস্থি নাই, শিরা নাই,
মেদ নাই মজ্জা নাই,
অন্তঃহীন—চিন্তা হীন,
সাধাহ্লাদ—দ্রাঢ্য হীন—
জীবন সঙ্গীত হীন নর নারী বঙ্গে।
সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে
গঙ্গে ?

কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী
পুণ্যতোয়া তুমি নদী

কেন ছাড়ি নিজ স্থল
নামিলে এ ধরাতল ?
কি পাপে তারিতে এলে,
কি পাপ তারিয়া গেলে,
কে বুঝিবে, দ্রবময়ি, সে মহিমা রঙ্গে !—
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী
গঙ্গে ?

ভগীরথে দিয়ে কূল
উদ্ধারিলে পিতৃকুল—
এই কি শিখালে গতি
ভবে এসে ভাগীরথী ?—
দিয়ে তিল তব জলে
ঢালিলে অমৃত ব'লে
দেহাঞ্জন নাহি রয়
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়
পতি পুত্র পিতা মাতা—তিলোদক সঙ্গে !
এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে
গঙ্গে ?

পরহিতব্রত করি
দ্রব হ'লে দেহ হরি,
বারিরূপে, সুমঙ্গলে,
শিখাইলে ধরাতলে—
শিখাইছ প্রতিক্ষণ—
ত্যাগ শিক্ষা পুণ্য ফল,
দয়া করুণার রেখা
তোমার শরীরে লেখা,
পরহিত চিন্তা ব্রত
তরঙ্গিণী তোমাগত,
তাই পুণ্যময় ধারা
হে গঙ্গে, পাতকহরা !
পতিতপাবনী তোমা সবে বলে বঙ্গে !—
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে
গঙ্গে ?

পবিত্র তোমার জল,
পবিত্র ভারত তল ;
সর্ব্ব দুঃখবিনাশিনী,
সর্ব্ব পাপসংহারিণী,
সর্ব্বশোকতাপহরা,
মুক্তিগতি নীরধারা,
নিস্তারিণী ভাগীরথী
সুখদা মোক্ষদা সতী
"গঙ্গৈব পরমা গতি"—উদ্ধার গো সঙ্গে !—
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে
গঙ্গে ?

উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা
শিখাইয়া এই কথা—
ত্যজে স্বার্থ আরাধনা
সাধুক নিজ সাধনা ;
ত্যজে কুল তিল ফল,
তুলুক তোমার জল
হৃদয়ে সঙ্কল্প করি
তোমার দীক্ষা লহরী,
চলুক তোমারি গতি—
স্রোতস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
ঘুচুক চিত্তের কারা ;
উদ্ধার—উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে !—
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী
গঙ্গে ?

———

গঙ্গার মূর্ত্তি। *

শ্বেতবরণা শ্বেতভূষণা
কাহার রচিত মূরতি অই ?

* রামনগরে কাশীরাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত [illegible] মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

চন্দ্রবিভাসি বদনমণ্ডলে
কর্পূরে যেন শশি খেলই !
শান্তনয়নে শান্তি উথলে,
ওষ্ঠ অধরে হিঙ্গুল রাগ,
শঙ্খ-লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠেতে
ঈষৎ রেখাতে ত্রিবলিদাগ ;
দক্ষিণ বামেতে উৰ্দ্ধ দ্বিভুজ
স্বর্ণকলস কমল তায়,
অধঃ দুই ভুজে দক্ষিণ বামেতে
করতলে ধৃত বর অভয়
রক্ত রাজীব চরণ-প্রতিমা
শুভ্র মকরে আসীন সুখে,
শান্ত নয়না শান্ত বদনা
প্রসাদ প্রতিমা শরীরে মুখে !—
কে তুমি বরদে বরাঙ্গধারিণী,
কোথা হ'তে এলে মরত' পরে ?
কেন গো বসিয়া ওভাবে ওখানে,
কাহারে দিতেছ অভয় বরে ?
আছ কত কাল এ মর ভবনে
কিরূপে কোথায় পাতকী তার ?
জীয়ন্ত জীবনে যে জ্বালা পরাণে
সে জ্বালা তুমি কি জুড়াতে পার ?
পরকালে যদি পাতকী তরাবে,
তবে কেন এলে অবনী পরে ?
কত পাপী প্রাণ পাপের জ্বরাতে
ধরাতে তাপিয়া জ্বলিয়া মরে !
মানবের ব্যথা ব্যথে কি ও হৃদি,
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ ?
দেবের পরাণে পশে কি কখনও
কলুষে তাপিত মানব দুখ ?
বল গো বরদে বল গো সে কথা,
হৃদয়-মণিতে গাঁথিয়া রাখি ;
না জানি কখন শমন ডাকিবে
কখন উড়াবে পরাণ-পাখী।
সান্ত্বনা বিলাতে দেবের সৃজন,
না যদি বলিবে—কি রূপে তবে
চপল-হৃদয় মানব-মণ্ডলী
পাপের পীড়নে ধরাতে রবে ?
কেন নিরুত্তর ? হে বরবর্ণিনি
পীড়িত প্রাণীরে নিদয়া হও ?
বলবল যেন মুখের ভঙ্গিমা
তবু কেন মৌন ধরিয়া রও ?
অথবা তুমি সে কেবলি পাষাণ—
অসাড় অহৃদি মমতাহীন,
বারি বায়ু মত সদা অচেতন
জান না চেতন প্রাণীর ঋণ !
কিবা সে এখন কালের প্রভাবে
অজীব হয়েছ—অজীব যথা
সৌন্দর্য্য ভূষিত শরীরী পরাণী,
দেহেতে জড়ালে বিনাশলতা !
মৃত যদি তুমি তবে কেন এত
ও মুখমণ্ডলে লাবণ্য মাখা—
এখনও যেন সে জীবন-চন্দ্রমা
সর্ব্ব অবয়বে করেছে রাকা !
নাহি কি তোমার স্মৃতির ধারণা,
নাহি কি তোমার বিনাশগতি ?
ভূত কাল ছায়া নাহি কি পরাণে—
নাহি কি তোমার ভবিষ্য রাতি ?
হায় রে পাষাণী পারিতাম যদি
দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,
জানিতে তা হ'লে, এ ভবমণ্ডলে
কিবা সে পার্থিব মানব রাজ !

———

কাশী-দৃশ্য।

অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে—
বিশাল সলিলরাশি
সম্মুখে চলেছে ভাসি,
জাহ্নবী কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে!

শোভিছে সলিলকোলে সারিসারি সাজিয়া
শত সৌধ-চূড়া-মালা
কপালে কিরণ-ঢালা,
স্তম্ভ'পরে স্তম্ভবর,
গবাক্ষ গবাক্ষ'পর
কাঁধে কাঁধে বাঁধা যেন শৃঙ্গদেশ যুড়িয়া।

উঠেছে সলিল-গর্ভে বারিদর্প নিবারি
কত শিলাময় মঠ,
কত অট্টালিকা পট,
জঙ্ঘা, কটি, স্কন্ধদেশ অর্দ্ধনীরে প্রসারি।

শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে—
শিলা-বাঁধা স্থলে জলে
সোপানের শ্রেণী চলে,
উর্দ্ধদেশে সৌধশ্রেণী,
নিম্নে সোপানের বেণী
চলেছে সলিলকূলে সরীসৃপ বিধানে।

না উঠিতে রবিচ্ছবি প্রাচীতের আকাশে,
কলরবে কল্‌কল্
করে জাহ্নবীর জল;
দিগন্তে সে কলরব উঠে নিশি-বাতাসে।

প্রাণীময় যেন কূল নরদেহে চিত্রিত!
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে
পথে, মঠে, স্থলে, জলে,
কত বেশে নারীনর
আসে যায় নিরন্তর,
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।

অই দেখ উড়িতেছে "মাধোজীর ধরারা" *
শৃঙ্গ ভেদি কাছে তার
অই দেখ উঠে আর
দ্বিচূড়া † মস্‌জীদ অই, আলমগীর পাহারা।

অই দিল্লীশ্বর ছায়া-তলে এই নগরী,
এ উচ্চ শিলা ঘাট
এই পাহাড়ের পাট,
শতচূড়া অট্টালিকা,
ক্ষুদ্র যেন পিপীলিকা,
অগাধ সলিলে কিম্বা ক্ষুদ্র যেন সফরী!

হের হে দক্ষিণে তার আজো বর্ত্তমান
হিন্দুর উন্নতিছায়া
মানমন্দিরের কায়া,
মানসিংহ রাজকীর্ত্তি—খ্যাত সর্ব্ব স্থান;

অঙ্কিত কতইরূপ দেহেতে উহার
গ্রহাদি নক্ষত্রগতি
গণনার সুপদ্ধতি,

* দুরন্ত মোগল সম্রাট্‌ আওরঙ্গজীব কাশীর অনেক হিন্দুমন্দির বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থলে মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই একটী প্রধান মস্‌জীদ, এখনও দেদীপ্যমান আছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের এক মন্দির ছিল। মস্‌জীদের অতি নিকটে এক্ষণে আর এক মন্দির স্থাপনা হইয়াছে; তাহাকে "মাধোজীর ধরারা" বলে। যেখানে এখন মস্‌জীদ, পূর্ব্বে ঐখানে মাধোজীর ধরারা ছিল, সে জন্য কেহ কেহ ঐ মস্‌জীদকেই মাধোজীর ধরারা বলিয়া পরিচয় দেন।

† বস্তুতঃ চারিচূড়া; কিন্তু দুইটীই অত্যুচ্চ, দূরগম্য, এবং সহসা দৃষ্ট আকর্ষণ করে।

গ্রহণ-অয়ন-চক্র
পূর্ণখণ্ড রেখা বক্র,
ভারতের "গ্রীন্ উইচ" অই আগেকার।

পড়েছে সূর্য্যের আলো সুবর্ণের কলসে,
ঝকিছে দেখ রে তায়
যেন সূর্য্য শত-কায়,
সুবর্ণমণ্ডিত-চূড়া দেউলের পরশে!

কাশীমধ্যস্থলে অই সুবর্ণের দেউটি—
অই বিশ্বেশ্বর-ধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম
হিন্দুর ধর্ম্মের শিখা,
অই মন্দিরেতে লেখা,
অনন্তকালের কোলে জ্বলে অই দেউটি!

এ দিকে নদীর পারে বৃক্ষরাজী উপরে
অর্দ্ধ বপু ঊর্দ্ধ ক'রে
যেত বায়ুস্তর ধারে
দুর্গা-মন্দিরের চূড়া * বিরাজিছে অন্তরে;

চলেছে তাহার তলে বনরাজি কালিমা—
শুভ্র কোলে রেখা মত
তরুশ্রেণী সারি যত,
স্বভাবের চিত্রকরা,
স্বভাবের শোভাধরা,
হরিত বরণে ঢাকা স্বভাবের প্রতিমা!

উঠেছে অদূরে তার দ্রবময়ী সলিলে
স্তূপাকার সৌধরাশি,—
যেন সলিলেতে ভাসি;
কোলেতে গঙ্গার মূর্ত্তি নিন্দা করে ধবলে।

পুরাণের ব্যাস-কাশী ছিল অই ভুবনে,‡
অই চইতের গড়,
বুরুজ-গম্বুজ-ধড়
সুদৃঢ় প্রস্তরে ঢাকা,
ব্যাসমূর্ত্তি চিত্রে আঁকা,
কাশীরাজ নিকেতন অই "সিংহ" ভবনে †

হে দুর্গে, দুর্গতিহরা কাশীশ্বর গৃহিণী—
ভিখারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্ত্ত্য' পরে
এ সুন্দর বারাণসী, ওগো 'শব-মোহিনী?

বিশাই গঠিলা কিনা জানি না এ নগরে,
দেখি নাই কাসীপুরী
"পারিস্"—ধরাসুন্দরী;
কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে
এ ভুবনে—কারো বক্ষে
এত শোভা দেখি নাই—নিন্দা করে ইহারে।

যাই থাক্ তব মনে হে নগেন্দ্রবালিকে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব,—
একত্র করিলা ভব
কাশীতলে দয়াময়ী দীনদুঃখিপালিকে!

হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে
নাহিক এমন প্রাণী,
হেন জাতি নাহি জানি,
কি বাণিজ্য ব্যবসায়
ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যায়
আশা করে' যে না আসে অন্নপূর্ণা নগরে।

---

* রামনগরের দুর্গামন্দির।

† কাশীরাজ চৈৎ সিংহ লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সশস্ত্র অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ ভবন এই গড় পরিত্যাগ করিয়া যান। ‡ এই বেল্লা ইমান কাশীরাজের নিকেতন।

আমিও ভিকারী এই ভবরাজ্য ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা
পাব কি আমার দীক্ষা
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দ্ধদগ্ধ অন্তরে ?—
দু'ধারে বরুণা, অসি,
অই কাশী—বারাণসী,
বিরাজে গঙ্গার কূলে ধ্বজা তুলে অম্বরে।

মণিকর্ণিকা। *

কোন কালে—এই কথা শুনি লোক মুখে—
শিব শিবা তপস্যায় ভ্রমিছেন বনে,
এক দিন শিবা আসি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
বলি মন ধীরে ধীরে মধুর বচনে—

"বিশ্বেশ্বর, তব পুরী ধরা ধন্য কাশী
মানবের মোক্ষধাম তোমার কথায়,
বল, দেব, কিবা মোক্ষ লভে কাশীবাসী
কাল পূর্ণ করি ভবে মরিলে হেথায় ?

দেখেছি জন্মিতে প্রাণী, দেখি নাই কভু
করিলে কি হয়, পরে কোথায় নিবাস,
অনন্ত কালের কোলে কিবা করে, প্রভু,
মোক্ষ প্রাপ্ত জীব যত—মনে কি উল্লাস ?

জীবরূপে কাল সঙ্গে খেলে কি তাহারা,
খেলে যথা প্রাণিরূপে থাকিয়া ধরায়,
অথবা মুক্তির ফল ত্যজে দেহ কায়া
লীন হয় প্রাণিগণ তোমার প্রভায় ?"

শুনিয়া শিবার বাণী কহিলা ভবেশ
"হে প্রকৃতি, মানবের পরকাল প্রথা
দুর্ব্বোধ—দুজ্ঞেয় অতি অপার—অশেষ,
সে কথা শ্রবণে, শিবে, মনে পাবে ব্যথা ;

জপ কর, তপ, কর, সঙ্কল্প সাধন,
নিত্য-ব্রত শুদ্ধচিত্তে কর মহামায়া,
দুরন্ত পরকাল প্রণালী কেমন
বাসনা করো না চিত্তে ধরিতে সে ছায়া।

সুখের অবনীতলে, দুঃখ যত তায়—
ভাবিলেই দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ হয়।
জগৎ সৃজিত, শিবে, সরল প্রথায়
সরল ভাবিলে ভব সর্ব্ব সুখময়।

মৃত্যু শোক বলি লোকে দুঃখ করে চিতে,
দেখেনা ভাবিয়া তত আহ্লাদের ভাগ—
মানবের মৃত্যু শোক মানবেরি হিতে,
আগে সুখ—দুঃখ পরে জগতে সজাগ।

* কাশীর "মণিকর্ণিকা" কুণ্ড সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। উহাতে যে বিবরণ লিখিত হইল, তাহা একজন পাণ্ডার নিকট শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার নিকট যেরূপ বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল গ্রহণ করি নাই; স্থূলভাবটীমাত্র গ্রহণ করিয়াছি। পাণ্ডার নিকট যে বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা এই;—মহাদেব শিবানীর সহিত তপস্যায় নিরত ছিলেন। একদিন শিবানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মানুষ মরিলে পর কি হয় ? শিব উত্তর করিলেন, সে কথা স্ত্রীলোকের শুনিবার যোগ্য নহে, তাহাদের পক্ষে তপ জপ-ব্রতাদিই বিধেয়। তাহাতে মহাদেবী রুষ্টা হওয়ায় শিব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া পূর্ব্বে যেখানে চক্রতীর্থ নামে বিষ্ণুর তীর্থস্থান ছিল, সেইখানে মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন। শিব শিবা দুই জনেই দরিদ্র বেশে মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শিবানীর কুষ্ঠাশ্রিত পদদ্বয় দর্শনে গঙ্গাপুত্র ও পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে প্রথমে কূপে স্নান করিতে দেন নাই; পরে লক্ষ্মী আসিয়া মহাদেবীর পাদোদক পান করিলে সকলে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে কূপে নামিতে দিল। স্নানের সময় শিবানীর কর্ণ হইতে কর্ণিকা" ভূষণ এবং শিবের মস্তক হইতে "মণি" ঐ কূপের সলিলে পতিত হয়, তদবধি চক্রতীর্থের নাম "মণিকর্ণিকা" হইয়াছে।

দিবানিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন,
আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী—
এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন,
কে আগে—কে পরে, কেহ না পায় বিচারি;

কে জানে নরের মাঝে সে নিগূঢ় কথা,
কিন্তু শিবে, না থাকিলে ধরাতে শর্ব্বরী
দিবার আদর এত হতো নাকো সেথা—
সেইরূপ সুখ দুঃখ বুঝহ শঙ্করী।"

শুনিয়া শিবের বাক্য নগেন্দ্রবালিকা
হাসিলা ঈষৎ মৃদু কহিলা তখন
"বুঝিলাম, বুঝাবে না বিধির সে লিখা,
তপস্যায় থাক, প্রভু, যাই অন্য বন।"

"হয়োনা মলিনমনা নগরাজবালে
তপস্যা নহিলে শেষ, সে গূঢ় বচন
বুঝিবে না ক্ষেমঙ্করী—বুঝাইব কালে;
এখন চল গো, শিবে, আলয়ে আপন—

ধরা-ধন্য কাশীধামে চল গিরিবালা,
স্থাপিয়া পুণ্যের কূপ পূরাও বাসনা,
সুপথে লইতে নরে নাশি চিত্তজ্বালা,
ভবের মঙ্গল সেতু করহ স্থাপনা।

রত যা'তে থাকে জীব নিত্য সদা কাল,
ভক্তির সুপথে থাকি ভুলে শোক তাপ,
ঘুচায়ে মনের মলা মায়ার জঞ্জাল,
পরমার্থ পথে পশি করে সদালাপ।"

এত বলি, শিব শিবা ছাড়ি তপঃরূপ
উপনীত কাশীক্ষেত্রে—চক্রতীর্থ নামে
বিষ্ণুর চক্রে অঙ্কিত যেথা শুভ্র কূপ,
স্নানে রত লোক যাহে শুদ্ধি মুক্তি কামে!

গিরিশ গিরিশজায়া আসিয়া সেথায়
বসিলেন কূপপার্শ্বে ধরি নররূপ—
শিবের ভিক্ষুকবেশ, শিবানী মায়ায়
ধরিলেন জরা দেহ যেথা সিদ্ধকূপ।

কটির উপরিভাগ অতি মনোহর,
নাসিকা নয়ন ভুরু সুচারু গঠন—
পরিধানে চীরবাস উরস উপর,
চরণ যুগল কুষ্ঠে কুৎসিত দর্শন;

ক্ষত অঙ্গে মক্ষিকায় করিছে বিব্রত,
অঙ্গেতে দারিদ্র্য মলা ঢেকেছে কিরণ,
নিকটে বসিয়া শিব চিন্তায় নিরত
মক্ষিকুল দুই করে করেন তাড়ন॥

অতি কষ্টে উঠি ধীরে চলিলা কূপেতে
কুণ্ডের পবিত্র জলে করিবারে স্নান,
সোপানে চরণতল স্থাপন নহিতে
নিবারিলা রক্ষকেরা করি অসম্মান;

"অপবিত্র হ'বে কুণ্ড, না ছোঁবে অপরে
দূষিত হইবে বারি"—কহিলা সকলে
ভর্ৎসনা করিয়া কত ঘৃণা তুচ্ছ করে;—
দুঃখে শিবা চাহিলেন শিব মুখতুলে।

ভিক্ষুবেশী বিশ্বনাথ বলেন সবায়
"চক্রতীর্থ শুনি ইহা—এ কুণ্ডের জলে
সকলেরি অধিকার শাস্ত্রের কথায়
কি দরিদ্র, কিবা রোগী, বলিষ্ঠ দুর্ব্বলে।

কেন নিবারিছ এরে?—পুণ্যে হস্তাদিক
যে হয়, তাহার নাই পরকালে গতি,
অসজ্জন সেই জন পরশে পাতক
দুঃখিত পতিত নিত্য সেই পাপমতি;

দরিদ্র এ নারী এবে, রাজার দুহিতা
ছিল আগে, হিমালয় যেখানে উদয়
নৃপতি কৃপণ ধনী সবার সেবিতা
ও চরণ-সরোজিনী সুরের আশ্রয় ;

পবিত্র হবে এ কুণ্ড ও অঙ্গ পরশে
আর্য্য মান্য ধীর ধন্য আসিবে সকলে
ভরিবে ভারত-স্থল এ কূপের যশে
নামিতে ইহারে দাও এই কুণ্ড জলে।"

ভিখারীর বাক্যে সবে কৈলা উপহাস
বাতুল বলিয়া করে কতই লাঞ্ছনা,
ধূলি ভস্ম ছড়াইয়া পূরে জটাপাশ
যষ্টি লয়ে অবশেষে করিল তাড়না।

তখন কাতর স্বরে যাচিলা মাহেশী
বিনয় মিনতি করি স্তুতি কৈলা কত ;
দরিদ্র ক্রন্দন করে পরচিত্ত-ক্লেশী ?
উড়াইলা উপহাসে শিবা বলে যত।

বিস্তর কাকুতি স্তুতি বিনয়ের পর
বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়ি দিলা শেষে,
শিব শিবা প্রবেশিলা কুণ্ডের গহ্বর
স্নান করি সুপবিত্র কৈলা কূপদেশে।

উঠিলে কুণ্ডের তীরে আবার তখন
ঘেরে চারিধারে লোভী আকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ,
বলে "স্নানে নাহি ফল পাইবে কখন,
স্নানের দক্ষিণা দান নহে যতক্ষণ।"

"কি দিব দক্ষিণা, কাছে নাহি কপর্দ্দক,"
বলিলা শিবানী চাহি শিবের বদন ;
"যা'ছিল শ্রবণে "কাণ" তাম্রের বালক
কূপের সলিল-গর্ভে হয়েছে পতন"!

বলিলা ভিক্ষুকবেশী দেবদেব ঈশ
"আমারও মাথার মণি পড়েছে সলিলে
খুলিনু যখন স্নানে জটার বঁড়িশ ;"—
শুনে ব্যঙ্গ করে সর্ব্ব যাচকেরা মিলে।

দেখি বিশ্বনাথ ধরিলেন নিজবেশ
"রজতগিরি সন্নিভ" শরীরের ছটা,
কপালে চন্দ্রমা-ভাতি, গলদেশে শেষ,
শিরে কল্লোলিনী গঙ্গা বিভাসিত জটা।

ধরিলেন বিশ্বরমা মূর্ত্তি আপনার
মস্তকে মুকুটচ্ছটা সুচারু শোভন,
শ্রবণে কুণ্ডল, গলে মণিময় হার,
চারু রশ্মিময় মুখে ভাসে ত্রিনয়ন!

চাহিয়া যাচকবৃন্দে সর্ব্বশিবধাম
কহিলেন সদানন্দ বিরূপাক্ষরূপ—
"আজি হৈতে ঘুচে এর চক্রতীর্থ নাম
"মণিকর্ণিকার" নামে খ্যাত হবে কূপ।

এত বলি প্রবেশিলা মন্দির ভিতরে
অদৃশ্য করিয়া রূপ ভবেশ ভবানী :
তদবধি ভক্ত যত পবিত্র অন্তরে,
স্নান করে সেই কুণ্ডে মহাতীর্থ মানি।

বিশ্বেশ্বরের আরতি। *

[আকারাদি দীর্ঘ স্বরবর্ণের প্রকৃতি রূপ উচ্চারণ এবং অকারান্ত পদের শেষ 'অ' উচ্চারণ করা আবশ্যক।]

---

* কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের আরতি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তদবলম্বনে এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা

জয় দেব জয় দেব জয় গিরিজা-পতি
শিব, গিরিজা-পতি দাসে পালহ নিত্য
শিব,পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপাকর হে।১
জয় দেব জয় দেব কৈলাস গিরি শিখরে
কল্পদ্রুম-বিপিনে শিব, কল্পদ্রুম-বিপিনে
গুঞ্জরে মধুকর-পুঞ্জে কোকিল কূজয়ে
কুঞ্জবন গহনে খেলয়ে হংসাবন ললিত
শিব, হংসাবন ললিত প্রসারি কলাপ কলাপী
নাচয়ে অতি সুখিত ॥২ জয় দেব জয় দেব
তব সুললিত দেশে মণিময় আলয়ে
শিব, মণিময় আলয়ে বসিয়া হর নিকটে
গৌরী অতি সুখিতা হেরি ভূষণ ভূষিত
নিজ ঈশে
হেরি ভূষিত নিজ ঈশে সেবে ব্রহ্মা আদি দেবতা
শিব-চরণ ধরি শিরসে ॥৩ জয় দেব জয় দেব
নাচয়ে সুরবনিতা হৃদয়ে অতি সুখিতা
শিব, হৃদয়ে অতি সুখিত কিন্নর করয়ে গীতি
সপ্তস্বর সহিত থৈ থৈ নাদয়ে মৃদঙ্গ
শিব, নাদয়ে মৃদঙ্গ তাংধিক তাংধিক তাং তাং
শবদে,
বীণা বাদয়ে অতি ললিত ক্বণ্‌ক্বণ্ ক্বণ্‌ক্বণ
নিনাদে ॥৪
জয় দেব জয় দেব ! ক্বণ্‌ঝুণ্ ক্বণ্‌ঝুণ্ ক্বণ্‌ঝুণ্ চরণে
শিব, নূপুর সমুজ্জ্বল ভ্রময়ে মণ্ডলে মণ্ডলে
শিব, মণ্ডলে মণ্ডলে তাং ধিক তাং ধিকতা
চথচথ লুপ্‌চুপ্ লুপ্‌চুপ্ চপচথ তালধ্বনি
করতালে
শিব, তালধ্বনি করতালে অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠে
ঘন নাদে।৫
জয় দেব জয় দেব, নাদয়ে শঙ্খ নিনাদে ঝল্লরি
শিব, নিনাদয়ে ঝল্লরি আরতি করয়ে ব্রহ্মা
বেদধ্বনি পাঠে ধরি হৃদি কমলে
তব মৃদু চরণসরোজ অবলোকয়ে তব রূপ
শিব, অবলোকয়ে তব রূপ নিজ পরমেশ্বর
জ্ঞানে ॥৬
জয় দেব জয় দেব কর্পূরদ্যুতি গৌর
ধারণ আনন পঞ্চ শিব, আনন পঞ্চ
বিষ কণ্ঠে গ্রহিত সুন্দর জটা কলাপ
পাবকযুত ভাল, শিব, পাবকযুত ভাল
বাম বিভাগে গিরিজা তবরূপ অতি ললিত ॥৭
জয় দেব জয় দেব ত্রিশূল বজ্র খড়্গ
ধারণ পরশু শিব, ধারণ পরশু
পাশ বরাভয় অঙ্কুশ নাদয়ে ঘন ঘন ঘণ্টা
মস্তকে শোভয়ে গঙ্গা উপনীত সুরতটিনী
শিব, শিরে উপনীত সুরতটিনী, উপবীত পন্নগ
রুদ্রাক্ষালঙ্কৃত বরবক্ষে ॥৮ জয় দেব জয় দেব
মনসিজভস্ম বিভূষিত অঙ্গ শিব, ভস্ম
বিভূষিত অঙ্গ
ত্রিতাপনাশন সাযুজ্য প্রাপণ ধ্যানে ধারণ
করে যে ভকতে,
করে যে ভকতে ধারণ শ্রুতিতে এই তব
বৃষভধ্বজ রূপ ॥৯
ওঁ জয় দেব জয় দেব জয় জয় গঙ্গাধর হর
জয় শিব জয় গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য
শিব পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা করহে॥১০
শিব শিব শম্ভো ॥

আরতি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের সাহায্যে এই অনুবাদ করিয়াছি। প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শব্দগুলি ঠিক ঠিক আছে ; তবে বাঙ্গালোভাষায় পঠন ও ভাবগ্রহণ হইতে পারে, তজ্জন্য যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে, তাহাই করিয়াছি। হিন্দিভাষাতেও বিশ্বেশ্বরের আরতি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং দ্বারা মুদ্রিত সঙ্কলনের ন্যায় উহা পরিশুদ্ধ নহে। এই সঙ্কলনকার্য্যে কলিকাতা শোভাবাজারের ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা পরলোকপ্রাপ্ত অমৃতলাল মিত্র মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন

বিন্ধ্য-গিরি। *

উঠ উঠ গিরিবর—অগস্ত্য ফিরেছে ;
ভারতে ইংরাজ রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে ;—
সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান তিমির নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে ;
তুমি কি এখনও শুয়ে দেখিছ স্বপন ?
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।
উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো তুফান,
পুনঃ বেজে তোল মাথা,
পুনঃ বল সেই কথা,
সে কালে জাগায়ে নাম শুনালে যেমন ;
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।—
সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান তিমির নীরে
ভারত জাগিছে ফিরে,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন ?
নীল অজগর কায়া কর উত্তোলন।

সূর্য্যপথ রোধিবারে
উঠেছিলে অহঙ্কারে
সে শক্তি আছে কি আর ?
ধর দেখি একবার
যে সূর্য্য ভারতাকাশে উদয় এখন !

ঊর্দ্ধপথে উঠ তার,
তবে বুঝি অহঙ্কার !
এ আলো সে আলো নয়,
এ রবি সে রবি নয়,—
এ জ্যোতিঃ ভারতে কভু হয়নি পতন !

এই জ্যোতিঃ ধর গিরি
ভারতে প্রভাত করি,
ধরুক্ নূতন জ্ঞান,
ধরুক্ নূতন প্রাণ,
নূতন স্বপনে সবে দেখুক্ স্বপন !—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন।

উঠ উঠ গিরিবর অগস্ত্য ফিরেছে,
উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো তুফান,
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে !

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে ?—
"নিশির প্রভাত নাই",
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবী বেদ পড়ে নি কখন,—

জানে না সে জগতের
কিবা গতি কিবা ফের ;
ফের এ ভারতবাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি,

* এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, বিন্ধ্য পর্ব্বত অহঙ্কৃত হইয়া এককালে এত উচ্চ হইয়াছিল যে, সূর্য্যাদির গতিরোধ আশঙ্কায় দেবতাদিগকে তাহার গুরু অগস্ত্য ঋষির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাহাতে অগস্ত্য, বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরু দর্শনে বিন্ধ্য তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য প্রণত হইলে ঋষি কহিলেন—যাবৎ আমি দক্ষিণ দিক্ হইতে না আসি, তাবৎ তুমি এই ভাবে থাক। তিনি আর ফিরিলেন না, এবং গুরুর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া বিন্ধ্য তদবধি সেই প্রণত অবস্থাতেই আছে। অগস্ত্য যাত্রা বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে তাহাও এই প্রবাদমূলক।

হাসিবে অপূর্ব্ব-হাসি, লভিয়া জীবন—
চলিবে নূতন পথে
সাধিবে নূতন ব্রতে,
ফিরাতে নারিবে তায়
এ তরঙ্গ নাহি যায়
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ,—

যাবে আগে—যাবে সদা,
অন্যথা নহিবে কদা,
চিরদিন এই রীতি,
জীবনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিদ্রা—চির জাগরণ।
দিয়াছে সে রশ্মিতেজ
ভারতে আসি ইংরেজ ;
ধ'রে তার পথ ছায়া
আবার তোল রে কায়া,
আবার শিখরে শৃঙ্গ কর রে ধারণ—
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।

এই সে জীবনারম্ভ,
উদরের মুখারম্ভ—
কত না জ্বলিতে হবে,
কত না ভাবিতে হবে
যে জ্বালা—সে বেগ—কেবা জানিবে এখন ?
ভুলিতে হ'বে আপন
ভুলিতে হ'বে স্বপন,
জাগা'তে হ'বে জীবন ;
তবে সে পারিবে
ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে
খেলাইতে এ তরঙ্গে
তবে সে পারিবে ;
জ্ঞানের শকতি ল'য়ে
জগতে যুঝিতে হ'বে,
তবে সে আসন পাবে,
সঙ্কল্প সাধিবে !
জেনো সত্য—জেনো কথা
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা
ভারত উদ্ধার পথ,
ত্যজ অন্য মনোরথ—
ভুলে যাও আগেকার পুরাণ কথন।
না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ,
কে দেখা'ত, কে শিখা'ত,
কেবা পথে লয়ে যে'ত—
যে পথ অনেকদিন করেছ বর্জ্জন !

মুখে বল জয় জয়,
ধর ধ্বজা শিলালয়,
ছিঁড়ে ফেল পূর্ব্বভেদ,
ভোলো সে প্রাচীন ভেদ—
অই—ভারতের গতি রেখো রে স্মরণ—
হে ভারতব্যাপী গিরি রেখো রে স্মরণ,
ভবিষ্যৎ পারাবার
পার হ'তে অন্য আর
ভারতের নাহি ভেলা,
ভারত জীবন খেলা
একত্র ওদেরি সঙ্গে—উদ্ধার, পতন !
বলহে গুরুর জয়,
তোল মাথা, সন্ধ্যালয়,
ভোলো সে পুরাণ কথা,
ধর নব গুরু প্রথা—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন,—
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।
কুম্ভজন্মা যে অগস্ত্য *
সে কি তোমা কৈল স্তব্ধ

* প্রবাদ আছে যে, অগস্ত্য কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

অই ভাবে থাকিবারে,
বলিলা কি সে তোমারে
চির তরে থাকিবারে? ত্যজ সে বচন।

আমি তোমা দিনু বর
পুনঃ উঠ গিরিবর,
ভারত সন্তান নাম
জানুক এ ধরাধাম—
মৃত ভারতের নাম জানিত যেমন!

উঠ উঠ বিন্ধ্যাগিরি অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজ রাজ্ মধ্যাহ্নে সেজেছে;—
সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান তিমির নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে;
উড়েছে নব নিশান,
ছুটিছে আলো তুফান,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন?
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন!—
জাগাতে তোমারে হের অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজ রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে।

চিন্তা।

হে চিন্তা উদয় তোর
কেন রে?
কি হেতু মানব মনে
এসো যাও ক্ষণে ক্ষণে
কেন রে?
কোথা হ'তে এসো, বল, ফিরে কোথা যাও?
মানব হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও!
খেলায় দামিনীলতা আকাশে যেমন—
চকিত মেঘের কোলে চিকণ বরণে দোলে—
মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন!

কি খেলা খেলাতে এস, কি খেলায়ে যাও?
খেলা সাঙ্গ হ'লে পুনঃ কোথায় লুকাও?—
লুকাতে কতই যেন আনন্দে মগন!
বালক বালক সনে খেলে যথা প্রীত মনে,
তুমিও মানব-মনে খেলাও তেমন!

এই আছে, এই নেই, ফিরে ক্ষণকাল
ঈষৎ চঞ্চল-ভাবে থাকিয়া আড়াল,
চুপি চুপি দেখা দিয়ে চঞ্চল করিয়া হিয়ে
আবার লুকাও কোথা তব লীলা-জাল!

দেখাও কতই রঙ্গ লহরী তুলিয়া,
কত বেশে দেখা দাও ভুলায়ে ভুলিয়া!
উধাও গগন-কোলে উঠিয়া কখন
সঙ্গে করি লয়ে চল দেখাও কত উজ্জ্বল
কতই নক্ষত্র-মালা—কতই ভুবন!

এই দীপ্ত প্রভাজালে জড়িত করিয়া
অনন্ত হৃদয়ক্ষেত্র অনন্তে তুলিয়া,
দেখাও কতই লীলা—কতই লহরী
তপনের সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ঘুরিয়া রঙ্গে,
কত ভঙ্গিমার ভরে, হে চিন্তা সুন্দরী!

আবার ধরণীধামে নামায়ে, চপলে,
ঘুরায়ে পৃথিবীময় সাগর অচলে
কত রূপ ধরি, চিন্তা, কর রে ভ্রমণ—
নগর তটিনী বন কান্তার মরু ভুবন
চিত্রিত করিয়া চিত্তে, কর রে রঞ্জন!

নিশাকালে পুনরায় উল্লাসে অবশা
নিদ্রাগত ভাববৃন্দে জাগায়ে সহসা
বিরাজ হৃদয়ক্ষেত্রে, ওলো সুরঙ্গিণী,
কখনও উজ্জ্বল হাস, কখনও বা পরকাশ
ভয়ঙ্করী কালিমায়— ঘোর কলঙ্কিনী।

কখনও বা দিবাভাগে জাগ্রত স্বপনে
সজ্জন-পদাঙ্ক-রেখা লিখিয়া কিরণে
আনন্দে নাচায়ে মন, ছুটিয়া বেড়াও—
তখনি মুছিয়া তায় কুপথের দোলনায়
ইন্দ্রিয়-খেলনা ল'য়ে আনন্দে খেলাও।

কখনও নৃপতি ভাবে বসাও আসনে,
কখনও সুযশমাল্য সহাস্য বদনে
গ্রীবাতে পরায়ে দেও—পুনঃ কতক্ষণে
সঙ্গে করি নিরাশায় ধীরে ধীরে পায় পায়
আসিয়া দেখাও ভয়, ওলো কুলক্ষণে।

কখনও সহসা আসি হও লো উদয়,
লইয়া শাসন-নীতি নানা লীলাময়,
কভু ভবিষ্যের পট প্রসারিত রয়
উৎসুক নয়ন পথে, তোল কত মনোরথে—
জড়িত কতই আশা, কত খেদ ভয়।

কার রাজ্য, কেন হয়, কিসে হয় যায়,
উদয় অস্তের গতি কিরূপ কোথায়,
কতবার কাণে কাণে শুনাইলে হায়,
হে চিন্তা, তরঙ্গবতী, মানবের দুঃখ-গতি
ফেরে না কি, ফিরাইলে নূতন প্রথায়?

কত জ্ঞান, ও সুন্দরী, খেলার ভঙ্গিমা—
কত নৃত্য বাদ্য গীত, কতই রঙ্গিমা—
ভুলাতে ধর গো তুমি কতই মহিমা!
এই আপনার তরে পরেরে কেমন করে,
আবার হৃদয় পরে পরের প্রতিমা!

শুধু কি আমারি চিত্তে একরূপে খেলাও
কিম্বা সকলেরি মন এমনি ভুলাও
বাঁধি সূক্ষ্মতম ডোরে—হাসাও কাঁদাও
বল লীলাময়ী চিত্তে, সবারি কি মন বৃন্তে
এমনি ভাবনা ফুল নিয়ত ফুটাও?

অন্ধকারে আততায়ী লুকায়ে যখন
আপন নিরীক্ষ্য জনে করে দরশন,
যখন সে ভীম অস্ত্র করে উত্তোলন,
তখনও কি তার মনে থাক তুমি সেইক্ষণে,
শুনাও তাহার কাণে তোমার ক্রন্দন?

কি বল, রে চিন্তা, তুমি তাহার শ্রবণে
নন্দন শুইয়া যার মৃত্যুর শয়নে
হেরে পিতা-মাতা মুখ—যেন বা স্বপনে!
কি বলরে সে পিতায়, সে মায়েরে কি প্রথায়
দেখা দাও, বহুরূপী, কিরূপ ধারণে?

কিরূপে বা দেখা দেও নবীন প্রণয়ী
দম্পতি নিকটে তুমি—যবে মায়াময়ী
সুখের লহরী চলে মৃদুমন্দ বহি।
অথবা নিকটে যবে শিশু আসে হাস্যরবে,
হে চিন্তা, তখন তুমি কিবা লীলাময়ী?

অনন্ত আকাশ-প্রায় অনন্ত রে তুই
রে চিন্তা;
অকূল কালের মত বহ তুমি অবিরত,
আদি কোথা, অন্ত কোথা, কে জানে রে তোর,
রে চিন্তা?

জানি না রে কতকাল ধরার সৃজন,
জানি না কতই যুগ মনুষ্যজীবন
চলেছে এ ধরাতলে—কিরূপে কেন বা চলে;
জানি কিন্তু, চিন্তা, তুই করিস ভ্রমণ
এইরূপে চিরকাল মনের মন্দিরে;
হাসায়ে কাঁদায়ে রাজা, কিবা সে বন্দীরে;
না জানিস্ জাতিভেদ, না মানিস্ বেদাবেদ
কাফের, মোগল, হিন্দু সবে তোর বন্দীরে!

কালাকাল নাহি তোর, স্থানাস্থান জ্ঞান,
পৃথিবী, পর্ব্বত, নদ, আকাশ, গীর্ব্বাণ,

সকলি আশ্রয় তোর, নিশি সন্ধ্যা দিবা ভোর
চপলার মত খেলা—প্রদীপ্ত নির্ব্বাণ !
হে চিন্তা,

কৈকেয়ী নিকটে যবে আসি দশরথ
পূর্ণ কৈলা সত্যব্রত পূরি মনোরথ,
ছিন্ন করি মায়াদামে অরণ্যে প্রেরিলা রামে—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

কৃষ্ণের মায়ার জালে পাণ্ডব-মহিলা
সভাতে আইলা যবে ভীতা লজ্জাশীলা,
ফেলিলা নেত্রের জল কাঁদায়ে পাণ্ডবদল—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !
যখন "কার্থেজ্" ভস্মে বসি "মেরায়স্" *
হেরিলা অতল-তলে অস্তগত যশ,
রোমক ব্রহ্মাণ্ড-লাভ আশা ইচ্ছা তিরোভাব
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন
যবে "এণ্টয়িনেট" † ভুলি রাজত্ব-স্বপন
এক ত্রিযামার কালে দুরন্ত উদ্বেগ-জালে
যৌবনে পলিত কেশ করিলা ধারণ।
হে চিন্তা,
অনন্ত অদ্ভুত তোর লীলার বিভঙ্গ,
ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহূর্ত্তেক নহ শ্রান্ত
মানব-হৃদয়-তটে খেলায়ে তরঙ্গ—
বহুরূপী-রূপ ধরি করিতেছ রঙ্গ !

শিশুর হাসি।

কি মধু মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে !
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্ত্যে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিতে সৃজন ?
সৃজিলে কি নিজ-সুখে ?
কিম্বা, বিধি, নরদুঃখে
মনে করে—ও হাসিটি করেছ অমন ?
জানি না তুমিই কি না আপনি ভুলিলে
সৃজনের কালে, বিধি ?
গড়েছ ত এত নিধি,
উহার মতন, বল, কি আর গড়িলে ?

নবনীর সর ছাঁকা,
সুন্দর শরৎ রাকা,
তরুণ প্রভাতে কি হে কোমল অমন ?

* মরা এবং মেরায়স এক সময়ে রোমকরাজ্যের সর্ব্বনিয়ন্তা ছিলেন। উভয়ের পরস্পরের প্রতিযোগিতানিবন্ধন মেরায়স রোম হইতে পলাইয়া যান এবং ভস্মীভূত কার্থেজ্ নগরীর ভস্মরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া আপনার বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য ও কার্থেজের অস্তগত তেজ এবং ঐশ্বর্য্য পরিলোচনা করিয়া ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণকে শান্ত করিতেছিলেন; এমন সময় প্রাদেশীয় পীটরের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার প্রেরিত একজন চর তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হওয়ায় মেরায়স্ তাহাকে এইরূপ উত্তর করেন—তোমার প্রভুকে এই মাত্র বলিও যে, তুমি মেরায়স্‌কে কার্থেজের ভস্মরাশিতে উপবিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছ।

† অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বিদ্রোহী প্রজারা তখনকার ফরাসীনৃপতি ষোড়শ "লুয়ের" এবং [illegible] … তাহার "মেরি এণ্টয়িনেটের" শিরশ্ছেদন করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা দুইজনেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারাবাসের সময় রাজ্ঞী "এণ্টয়িনেট" এরূপ উৎকট চিন্তায় দগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক রাত্রের মধ্যেই তাঁহার কেশকলাপ জরাজীর্ণের ন্যায় শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশি অনুরাগে
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন?

ফুলের লাবণ্য, বাস
অথবা শিশুর হাস
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ?

ছিল কি হে নরজাতি-সৃজনের আগে
এ কল্পনা তবে মনে?
অথবা শশি-কিরণে
গড়িলে যখন—এরে গড় সেই রাগে?

দেখায়েছিলে কি উটি সৃজিলে যখন
অমৃত-পিপাসু দেবে?
কি বলিল তারা সবে
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন?

অমৃত কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে?
তবে কেন ছাড়ে তারা
সুধা-অন্ধ দেবতারা—
অমৃত অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে!

কিম্বা চেয়েছিল তারা তুমিই না দিলে;
দিয়াছ এতই, হায়,
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
কে না ভাসে, কে না চায়
আবার দেখিতে তায়?
একমাত্র আছে অই অখিল মোহন—

জাতি দেশ বর্ণভেদ ধর্ম্মভেদ নাই
শিশুর হাসির কাছে,
সবি পড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই!

নাহি পর, আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,
দেখিলে তখনি মন
মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি উঠে পূর্ণ করে বুক!

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের উষা,
অই অমরের ভূষা
তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভুলায়ে!

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী,
এক হৃদয়ের আলো
উহারে করো না কালো,
অতুলনা দীপ ওটি—নিও না ও হাসি!

চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল-অমিয়,
চন্দ্রকর বারি কোলে
নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
তাও নাহি চাই, বিধি?—ও হাসিটি দিও

ভাসরে চাঁদের কর—হাস রে প্রভাত,
ডাক্ পাখী প্রিয় স্বরে
দোল্ পাতা ঝুরে ঝুরে
পিঠে করি প্রভাকর কিরণ-প্রপাত;

উঠুক মানব কণ্ঠে-ললিত সঙ্গীত,
বাজুক "অর্গান" বাঁশী;
তরল তালের রাশি
ছুটুক নর্ত্তকী-পায় করিয়া মোহিত;—

কিছুই কিছুই নয়
ও হাসির তুলনায়,
জগতে কিছুই নাই উহার মতন!
কি মধুমাখানো বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে?

পদ্মফুল।

যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল,
ওরে শতদল পদ্ম?
কি আছে ও শ্বেতবর্ণে,
কি আছে ও নীল পর্ণে.
যখনি নিরখি—আঁখি তখনি শীতল!
যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল,
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম?
যখন সূর্য্যের রশ্মি মাখিয়া শরীরে,
হাসিটি ছড়ায়ে মুখে
ভাসো নীল বারি-বুকে
টল-টল তনুখানি কতই সুখী রে—
হেরিলে তখন কেন আমিও হাসি রে
ওরে মোহকর পদ্ম?
আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর
ফোটে রে আপনি আসি,
তোমারি হাসির হাসি
পরকাশে হৃদিতলে—আহা কি মধুর!
কেন, বা, না হেরে তোরে হৃদয় বিধুর
ওরে সর-শোভা পদ্ম?
আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে
ভিজিয়া মনের খেদে,
খেটে করি কেঁদে কেঁদে
দলগুলি মোদ, ফুল, গুণ্ঠনের তলে—
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
ওরে রে মুদিত পদ্ম?
দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে
পাই রে কতই ব্যথা,
মনে পড়ে কত কথা
ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন-উদয়ে—
খেলাত চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে!
ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম!

কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে,
পত্রদলে, শতদল!
হৃদি তোর কি কোমল!
সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে!—
আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে
হে কমলবাসী পদ্ম?

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে
শুভ্র নীল লাল আভা,
কাহার শরীর প্রভা,
কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে,
এত সুখে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে
রে চিত্ত-মাদক পদ্ম?

দেখেছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই
সকালে খেলেছি যবে,
সখারা মিলিয়া সবে,
তৃণময় হ্রদতীরে বিহ্বলিত হই—
ওরে ভাবময় পদ্ম?
তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবিনি ত কই

এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানিনে!
যৌবনেতে সুখোদয়
হায় রে সকলে কয়—
প্রৌঢ় সুখ কাছে আমি সে সুখ মানিনে!

পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানি নে
ওরে মনোহর পদ্ম !

যে বাস তোমাতে, হায়, সে বাস কি আর
আছে অন্য কোন ফুলে ?
অমন বাতাস তুলে
ছোটে কি সুরভিগন্ধ জুঁই মল্লিকার ?
তোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার
রে কুন্দলাঞ্ছন পদ্ম ?

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে
এত কি শোভে রে বন ?
এত কি মোহে রে মন ?
হেরি যবে তোরে ফুল্ল হ্রদের লহরে
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নির্ঝরে
হে সরোরঞ্জন পদ্ম।

কথাটী ত নাহি মুখে—জাননা ত বাণী—
তবু, ওরে শতদল,
কেমনে প্রকাশে, বল্,
যে কথা হৃদয়ে তোর—কেমনে বা জানি
ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম ?
কেহ কি দেখে না আর এ তোর সরল
মাধুরী-প্রতিমাখানি ?
কেহ কি শোনে না বাণী
তোর ও কোমল মুখে ?—আমিই পাগল !
আমিই একা কি মত্ত পিয়ে ও গরল
ওরে উন্মাদক পদ্ম ?

কেন, বল, এইরূপে ঘুরি নিরন্তর
যেখানে তোমার দল
ফুটিয়া সাজায় জল ?
না দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর—
কেন দেখি শূন্য মহী যেন বা গহ্বর
বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম ?

ঘুরি ত কতই স্থানে—কত দেখি, হায়,
রাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
পাই ত কতই স্নেহ,
তবু কেন, বল্, চিত্ত তোরি দিকে ধায়—
বল্ রে নিকটে তোর ধায় কি আশায়
ওরে চিত্তচোর পদ্ম ?

ধন, মান, বিভবের সৌরভ শোভায়
এত ত মোহে না হৃদি,
থাকে না ত প্রাণে বিধি
এমন সুরভি শোভা সংসার-লীলায়
ভ্রমেছি ত এত কাল খেলায়ে সেথায়
রে ক্রীড়াকুশল পদ্ম !
কতবার করি মনে ভুলিব রে তোরে,
ধরিব সংসারী সাজ
ভাঁজিয়া হৃদয়-ভাজ,
অন্য সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মর্ত্ত্য-ঘোরে—
ভুলে যাই গুরুবর্ণ ভুলে যাই তোরে।
হায়, মহোকর পদ্ম,
না পশিত চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল
শুকায়ে সে সাধ-লতা !
ভুলি রে সে সব কথা !
ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল—
কি মাধুরী তোর তোর, হায় রে, অতুল
ওরে মধুময় পদ্ম !
সত্য কি রে তোরি দেহে এত শোভা বাস ?
কিম্বা সে আমারি মন
প্রমাদে হয়ে মগন,
ভাবে আপনার প্রভা তো'তে পরকাশ—
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ
ওরে জড়দেহ পদ্ম ?
যাই হোক্ যে বিধানে আমার হৃদয়
মিশুক মাধুর্য্যে তোর,
হ'লে জীবনের ভোর,

তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়—
ভুলিব না শুধু তোরে, রে সুষমাময়
সুগন্ধ-নিবাস পদ্ম !
ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন ?
জানি না বিধির হায়, রহস্য কেমন
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম !
হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে
বাঁধিলা এ দেহপুটে ?
কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাসে বানে ?
বুঝেছি, রে শতদল অচ্ছেদ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
এক সঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে।
ভুলিব না তোরে, পদ্ম,
ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে !

ইউরোপ এবং আসিয়া।

আবার উঠিছে ওই রণবাদ্য ঘোষণা !
শোন হে ভারতবাসী
কি উল্লাস পরকাশি
হিন্দুকুশ * চূড়ে আজি বৃটিশের বাজনা !
এ নয় দামামা ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা ;
আতঙ্কে "আসিয়া" কাঁপে,
বাজিছে সমর দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ
ঢালিয়া উৎসাহ মদ—
বাজিছে "বৃটিশ ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা !

উড়িল পাঠান রাজ্য ইংরাজের ফুৎকারে—
সমভূম ভস্মছার
অর্দ্ধেক "বালাহিসার"
"সুতরগর্দ্দান"-শিরে "হাইলণ্ডর" বিহারে।
"সের আলি," "ইয়াকুব, দোরাণী" আফগান
"খিলিজি" "হেরাটী" দল
পদে দলি ছোটে বল—
অশ্বারোহী, পদাতিক,
"আইরিশ" গুর্খা, শিখ,
পাহাড় পর্ব্বত ছিঁড়ে দৌড়ে তোপ্ খানা।
ইংরাজ আফ্‌গানে খালি নহে এই যোঝনা,
জানিহ ভারতবাসী
"ইউরোপ" "আসিয়া" আসি
এ রণ তরঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি তুলনা !
তুলনা করিল শক্তি পুনরায় দু' জনে
হেন তুরস্কের গায়
"প্লেভানা" দুর্গ (১) যেথায় ;
চমকি ধরণীতল
শিরে বাঁধি যশোজ্জ্বল
লুটাইল "আসমান্" (২) রুশিয়ার চরণে।

লুটাইল "জুলুরাজ (৩) পশুরাজ বিক্রমে
যুঝিয়া ইংরাজ সনে
দুর্জ্জয় সমর পণে,
ঘুচাইল বঙ্গজাতি "আফ্রিকের" বিভ্রমে।

লুটে "গোলন্দাজ" পায় এখনও "জাভায়" (৪)
"আচিনী" (৫) সমর প্রিয়
হারায়ে সর্ব্বস্ব স্বীয়,

* আফগানস্থানের উত্তর সীমাস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী।

(১) সম্প্রতি রুশিয়ার ও তুরস্কদিগের সহিত এইখানে শেষ যুদ্ধ হয়। (২) তুর্কিসেনাপতি।

(৩) দক্ষিণ আফ্রিকার "জুলু" নামক অসভ্য জাতির রাজা সিতাব। (৪) যবদ্বীপ।

(৫) বহুকাল যাবৎ গোলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্প্রতি পরাজিত হইয়াছে।

লুটিয়াছে বার বার
ব্রহ্ম, পারসিক আর
ন, শ্যাম, আরবীয়,—ইউরোপের পায় !
পূর্ব্বে যথা হিমালয়-অধিবাসী দেবতা
কলির অসুরে জয়
ঐশ্বরিক প্রতিভায়,
ার তরে আর্য্যজাতি-খ্যাতি আজও জাগ্রতা !

সেই ঐশ্বরিক তেজে এ ধরণীমণ্ডলে
উন্নত উন্নতি পথে
সদা সিদ্ধ মনোরথে,
বিজ্ঞান বিদ্যাভাসে
দুর্জ্জয় দ্যুতি প্রকাশে,
চলেছে ইউরোপ-বাসী উপহাসি অচলে !
বেঁধেছ পৃথিবী অঙ্গ লৌহপাত প্রসারি,
পবনে শকটে বাঁধি
চলেছে উড়ায়ে আঁধি,
ফেলেছে ধরণী-পৃষ্ঠে লতা যেন বিথারি !
শূন্য হ'তে টানি আনি উন্মাদিনী দামিনী—
আজ্ঞাবহা করি তায়
ঘুরাইছে বসুধায়,'
অগাধ অতলস্পর্শ
সিন্ধুতল করি স্পর্শ
খেলাইছে সে লতায় কিবা দিবা যামিনী।
খুলিতে বাণিজ্য-পথ মিলাইছে সাগরে
অন্য সাগরের জল,
ভেদ করি মহীতল,
ভূধর, বালুকা মাঠ—দূর করি অন্তরে।
নদীর উপরে নদী সশরীরে তুলিয়া
চলেছে দেখায়ে পথ—
কোথা বা সে ভগীরথ !
উপরে অর্ণবপোত
ধারাবাহী বহে স্রোত—
জঠরে প্রশস্ত পথ দুই কূল যুড়িয়া !

কি গড়েছ, হে বিশাই, এ সবের তুলনা !
দেবতার শিল্পী তুমি,
হের দেখ মর্ত্ত্য-ভূমি
নির্ভয়ে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাঞ্ছনা !
শোন হে গর্ব্বিত বাণী কি বলিছে বদনে—
শূন্য-পথে বায়ু-স্রোতে
চালাবে মারুত-পোতে,
জলে যথা জলযান-
শূন্যে তথা ভ্রাম্যমান
কর্ণ দণ্ড পা'ল তুলি গগণের গহনে।
না দিবে থাকিতে রোধ ধরাতল আকাশে,
না কাটি "প্যানেমা" চল (১)
সসজ্জ তরণীদল
"অতলন্ত" সিন্ধু (২) হ'তে উর্দ্ধে তুলি বাতাসে।
নামায়ে "শান্তসাগরে (৩) পূর্ব্বভাবে ভাসাবে !
স্থির করি চপলায়,
নগর নগরী-কায়
ফুটায়ে সূর্য্য-আকারে,
ঘুচায়ে নিশি-আঁধারে,
ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দামিনীরে হাসাবে !

বল হে "আসিয়া খণ্ড" অধিবাসী যাহারা—
অর্দ্ধভাগ ধরাতল
তোমাদের বাসস্থল—
কোন্ পথে—কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা !

"ইউরোপ" ব্রহ্মাণ্ডজয়ী যে বীর্য্যের ধারণে,
শরীরে কিবা অন্তরে
কোন্ অংশ তার ধ'রে,
বিরাজিছ এ জগতে ?
সাধিতেছ কোন্ ব্রতে ?
চলেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তায় মগনে ?

(১) উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থ যোজক।
(২) ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।
(৩) আসিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।

অদৃষ্টে নির্ভর করি নামিতেছ পাতালে !
"ইউরোপ" বাঁধিছে সিঁড়ি
আকাশ ভূধর ছিঁড়ি—
কেবল উর্দ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে ?

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী
সকলি সমান জ্ঞান !—
আছে কি না আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়
ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষী তুষ্ট হ'বে তখনি !

কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে
কি না, বল, দিলা বিধি ?
করিতে ধরার নিধি
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে !

দিয়াছে এতই এরে, কখন স্বপনে
"ইউরোপ" না হরে তায় !
বল হে কোথা সেথায়
এমন পর্ব্বত, নদ,
এমন দারু, নীরদ,
এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য রতনে ?
কোথায় সেখানে, হায়, হেন রশ্মি তপনে ?

এত জাতি ফুল ফল,
এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশিকিরণে ?

সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—
আমাদের হৃদিতলে
সে স্রোত নাহিক চলে
আশ্রয় করিয়া যায়
পাশ্চাত্য আগুয়ে যায়—
বাঁচিতে—মরিতে, হায়, জানি না রে কেবলি !

অই দেখ জানে যারা করিতেছে ঘোষণা—
শোন হে "আসিয়া-বাসী"
কি উল্লাস পরকাশি
"হিন্দুকুশ"-চূড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা !

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা ;
আতঙ্কে মেদিনী কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ,
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ-ব্যাণ্ড' বিজয়ের বাজনা !

সাবাস হুজুক আজব সহরে।

ছেলাম টেম্পল্ চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
ভোজং দিয়ে, ভোটিং খুলে, মিউনি-
সিপাল বিলে।
ফ্যাক্‌ট বলি, সহর যুড়ে ভারি আড়ম্বর।
একুট জারি হবে নূতন পয়লা সেতম্বর ॥
বলিহারি সুবেদারি সুসভ্য কেতায়
ভেকি বাজি ইংরাজের হদ্দ মজা হায় !

কুরায় আগষ্ট নিশি একত্রিশা বাসরে।
সহরে পড়িল চবর, পর্ব্ব ঘরে ঘরে।
শয্যা ছাড়ি রাতারাতি না হইতে ভোর।
বাসাড়ে, বাসিন্দা, বেওয়া, বেশ্যা করে সোর ॥
প্রাতঃকালে জারি হবে নূতন আইন।
ফ্রেম্ বাঁধা "ফ্রানচাইসে" নেটিব স্বাধীন ॥
কেরাণী, কারিন্দা, ক্লার্ক, মুচ্ছুদি, দেওয়ান ॥
মোল্লা, মুদি, মিউনিসিপেল রেকে
পাবে স্থান ॥

হর খোঁড়া কলের কাটি নেটিব
প্রজার হাতে ॥
দেখ্‌বো জারি বাহাদুরী কল্য দিবা প্রাতে।
গর্ব ক'রে দুপুর রেতে "ক্যাণ্ডিডেট" যত!
ব্যস্ত হয়ে, বস্তা খুলে, সজ্জা করে কত ॥
নেদি বাবুর বাড়ি টোটাবাতি জ্বলে।
গ্যাস লাইটে ফাইন আলো আধুনী মহলে।
উকিল, এটর্নি, মুদি, পোদ্দারের ঘরে।
রেড়ির তেলে আলো জ্বেলে, পিরান্
পোসাক পরে ॥
খোসপোসাকে সজ্জা করি বাহাল তবিয়ৎ।
স্বর্ণ চাঁপা স্মরণ করেন, সভা তবিবৎ ॥
দুর্গা, কালী, শিব নাম শিকেয় তুলে রাখি।
সিদ্ধ হ'ন কুলকুমারী, কিরণময়ী ডাকি ॥
বিল্বপত্র বিনিময়ে "বটন হোলে" আঁটা।
শ্রীমতীর কুন্তলের বাসি ফুলের বোঁটা ॥
হৃদ্ধ জপ পদ্মমুখে গন্ধ শুঁকি সুখে।
মন্দ যান্ "মৌনী শিয়ান" হ'তে, ছাতি ঠুকে ॥
কোন বা বাবুজী বালা-সহিত বাগানে।
চক্ষু রাঙা, ওঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে ॥
চোগা, ঘড়ি, টুপি, ছড়ি, টাঁকিয়া চাপকান্।
গড়াগড়ি পায়ে ধরি, নাছোড় বিবিজান ॥
ছাঁদন দড়ি বাহুলতা, ছেদন কঠিন।
বাবুজী ভয়েতে ভেকো, বদন মলিন ॥
দুঃখ দেখে মায়াবিনী বাঁধন দিল খুলে।
টপ্পা গেয়ে তেরিয়ান্ উঠিলেন ফুলে ॥
রুমালে মুছিয়া মুখ ঝাড়িয়া চাপকান।
"দেহি পদপল্লব"—বলিয়া প্রস্থান ॥
কোথাও কর্কশ কথা, বিষম ব্যাপার।
কর্ত্তাটি বলেন, 'খেপি, তলব রাজার ॥
প্রত্যূষে হাজির যদি না হইতে পারি।
সর্ব্বনাশ হবে, খেপি, পর্দ্দ আত্মভারি ॥
দয়াল্ দাদা "রয়াল" চড়ে যাচ্ছে করে জাঁক।
কম্‌বক্‌তি, ওক্ত গেলো, তক্ত যাবে ফাঁক্ ॥

ব'লে আঁচল খুলে একদাপটে পগার
হলো পার।
ঘোষজা খুড়ী অবাক্ ভেবে ভোটের ব্যাপার ॥
পীরবক্স, রামগোবিন্দ, নব্য ভোটর যত।
"ফ্রানচাযিসের" ফ জানে না, ভয়ে বুদ্ধিহত।
সারা রাত্রি বসে' জাগে ভোটের রগড়ে ॥
হৃদ্ধ তবিবৎ পায় মশার কামড়ে ॥
হুগের হুকুম শক্ত, সময় যদি বয়।
চাবুকে করিবে লাল্, সদা প্রাণে ভয় ॥
পরিবার পুত্র, কন্যা, হাহাকার করে।
সাবাস্ হুজুক আজ্ আজব্ সহরে ॥
সবাই তুফান ভাবে, ভয়ে হবু থবু—
কবি বলে, "সাধন বিনে সভ্যতা কি কভু?"

———

"ভোটিং হলে" মিটিং এবার ঘোটে
কত লোক্।
কেহ গোরো, কেহ দুধে কেহ কৃষ্ণ জোঁক ॥
বাঁকা তেড়ি, হাতে ছড়ি, একমেঠে গড়ন।
কামিজ আঁটা নধর বাবু নাগর কোন জন।
কেহ বা দোমেটে গাঁদা, কেহ ঘেঁটুরাজ।
মাথাছাঁটা মেইদি কেহ, কেহ সিমুল্ ভাঁজ ॥
গাড়ি গাড়ি নামে বাবু, বণিক, কেরাণী।
কাঁড়ি কাঁড়ি কাণ্ডিডেট্, ক্রেণ্ডের কোম্পানি ॥
কেহ চড়ে যুড়ি ফেটিন্, কেহ আপীস্ জানে।
কেরাঞ্চি কাহারো ভাগ্যে কারো বা ঠন্‌ঠনে ॥
কেহ বা আড়ানি তোলা "ব্রাকবুটের" ছাল্।
কারো শিরে "প্যারাসল্" বিবিয়ানা চাল্॥
"এল্‌বো" ঠেলে "হলে" ঢোকে সেথো
লয়ে সাং।
ইংরেজী ধরণে গতি সাবাস্ ক্যাবাং ॥
"মাচ" করে পিছে পিছে "ভোটর ভায়ারা।
আগে আগে যষ্টিধারী পুলিস্ পাহারা ॥
কেঁদে বলে হুঁসিয়ার ভোটর সে কোনো।
ছেড়ে দেও "দণ্ডবিধি," কাণ্ড কিতা শোনো ॥

ঘরে আছে পাঁচটি ছেলে একা রোজ্‌গারী।
আমার ওপর বিনি দোষে "পত্তর" কেন জারি?
"ফরেণ চৌন্থ" চাইনা বাবা ছেড়ে দাও যাই।
ঘরের খেয়ে, বনের মোষ, কি হেতু তাড়াই?
তার সঙ্গে অন্য কেহ বলে কিন্তু হয়ে॥
যমের ঘরে আমাদের কেন যাও বয়ে॥
আমীর উজ্জীর ওরা, কেহ বা মনিব।
ওদের সাতে পারবো কিসে আমরা গরিব॥
ভোটের লড়াই এমনধারা আগে জানে কেটা।
তা হ'লে কি ধরা দিয়ে ভুগি এত লেটা॥
কান্নাকাটি; ঝটাপটী, কত করে সোর।
"হগের" প্রুণ্যে কত পিণ্ডি--পুলিসের জোর॥
"ব্যাটন" গুঁতোর চোটে তোলে
ভোটের কলে!
মর্ম্ম "হীটে" চর্ম্ম ফাটে, ভাসে ঘর্ম্ম জলে॥

———

বার থাড়া দুই দল "হলের" দুধারে।
মধ্যস্থলে মধ্যবর্ত্তী "লাইন" হাকারে॥
"ইলেক্‌টর""ক্যাণ্ডিডেট" হবে জোঁকাজুকি।
পল্লীবাসী "ফ্রেণ্ড"দের গাত্র শোকাশুকি॥
কোথায় ঈশ্বরগুপ্ত তুমি এ সময়!
চতুর রসিকরাজ চির রসময়॥
দেখিলে না চর্ম্মচক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগৃহ রঙ্গ বাঙ্গের বাজার॥
কিছু কাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে!
"লিবার্টির" জন্ম দেখে কলম নিতে কেঁচে॥
সাজাতে কতই রঙে নব্যতন্ত্র সঙ॥
তসর, গরদ, গজে ঢালতে কত রঙ॥
বল্‌তে কেমন পাকাগোঁফ কলপ
শোভা পায়।
বলিহারি জরির টুপী বুড়োর মাথায়॥
ঝুঁটিদার মোড়াসায় আহা কিবা ঘটা।
বায়াত্তুরে শিরে তাজ, কচ্ছক্ষেত্র ছটা॥
ঘুন-ধরা বনেদি বুড়ো, শিরে ন্যাড়া টুপী।
লেস্ বসানো "বেলাকু ক্যাপে" ঝোলে
"শিল্ক" থুপী॥
অপরূপ শোভা, আহা, বাব্‌রিছাঁটা চুলে।
শ্মশানশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভুলে॥
সাম্‌লার স্থকার্ণিস, মোড়াসার ফের।
মোগ্‌লাই ধুনুচির মাথা ধরা ঘের॥
"ব্লাক হাট্‌" "ফেল্ট" টুপী, বোম্বায়ে লণ্ঠন।
লাইন বাঁধা সারি সারি "জাইন" কেমন॥
বাঙ্গালী বাবুর সাজ্ আমার চখে বালি।
নকলে মজবুৎ বঙ্গ, আসলে কাঙালী॥

———

ফন্দ হাতে মধ্যস্থলে মধ্যস্থ দাড়ায়।
মেম্বর বাছনি হলে "ব্যাটন্" হেলায়॥
ভোটর ধরে "আস্ক" করে তুমি কারে চাও?
কোন জন বলে, সাহেব,ঐটী আমায় দাও॥
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্ত্তি, বগলে যাহার।
এসেম্‌ভরা, 'ডি এল" যারা পছন্দ আমার॥
"রাইট" বলে 'ব্যাটন" তুলে বাছন্দার চায়।
"ইলেক্‌টর" অন্য জনে ইঙ্গিতে সুধায়॥
সে জন বলে পরিপক্ক খাসা কালো জাম্।
"নিগর্‌কুলে" কালাচাঁদ ঐটী নেব হাম্॥
এক্‌তুরুপে, টেকা মেরে, "ব্যোম"
ধরে বসেছে।
"অম্বল" থেকে "অনারেবল," আর কে
অমন কাছে?
হেসে পুনঃ "আপিসার" "ব্যাটন"
ধরে তুলে।
বৈষ্ণব ভোটর বলে মনের কথা খুলে॥
আমি লবো রাঙা অই মুরলী রসিক।
রস ভরা মুখখানি, হাসি ফিক্ ফিক্।
মাথা ঘুরে পড়ে হেরে নয়নের ঠার!
অমন সুন্দর ছেলে কোথা পাব আর?
বলিছে ভোটর কোন অই যে ও সেরে।
ছাঁটা গোঁফ, কাঁচা পাকা, ঘটা করে ফেরে॥

দোহারা চেহারা খাসা, চোগা বুটিদার।
টাকার আণ্ডিল উট "ফণ্ডের" ভাঁড়ার।
দানদার দাতা তবু "পস" নহে "লুস্"।
ঈশপের উপন্যাসে অই সে "গোল্ড গুস" ॥
গিনি কাটা খাঁটি সোণা, আছে "টুরু" রিং ॥
দেখে শুনে নিতে হলো "দ্যাট্ ঈজ্ দি থিং" ॥
কে বলে আমি চাই অই সুব্রাহ্মণ।
পাকা দাড়ী,—সাদা চুল, ঋষিটি যেমন ॥
বিজ্ঞের জাহাজ বুড়ো, বৃদ্ধের নবীন।
খৃষ্টানের মুখপাৎ, চোখানো সঙ্গিন।
আমার পছন্দ অই খৃষ্টভেক্‌ধারী।
সাপোটে দিলাম ভোট, জিতি আর হারি।
'হোর্রা' দিয়ে, হেনকালে, ঢোকে দেখি 'হল'
ভঙ্গীতে বুঝিনু তারা উকিলের দল ॥
চমকে চমক্ ভাঙে, "টিণ্ট" হ'তে নামি।
"এণ্ট্রান্স" আটক করে, দাড়াই গিয়া আমি ॥
সকলের আগে এক মন্দ দিল সাড়া।
দিগ্‌গজ ছ হাত, যেন তালের কাঁড়ি খাড়া ॥
আদ্‌পাকা চুলেতে তেড়ি, বুরুসে বাগানো।
"পারফিউমে" ভরা কেশ, রুমালে ছড়ানো ॥
সখের প্রাণ, সাদাসিদে, বলছে যেন হাসি।
"দেল্‌দারিতে" খ্যাতি আমার, আর সকলি বাসি ॥

"সেকেন্" করে ছাড়ি তারে অন্য কথা নাই।
হীরে বাঁধা হৃদয় খানি, ঐটি আমি চাই ॥

এবার টিকিট হেরে হাস নাহি ধরে।
লেখা তাতে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে
গণিত, গায়ক, গাড়ি, "চটকে মহল"
হিন্দুয়ানি হেকমতে হদ্দ বাহাদুর;
বারো মাসে তের পর্ব্ব, বাই, খেম্‌টা নাচ ॥
"হেল্‌থ" ভালো, চিরকাল চালাই করা ছাঁচ ॥
বাড়ীঘুড়ো "ফাষ্ট" খ্যাতি, ডঙ্কা মারা নাম।
সঙ্গ ঘটে অধিষ্ঠান, বর্ণচোরা আম্ ॥

দুই "পাস" একেবারে শূন্যেতে উত্থান।
এইবার রক্ষা কর মুস্কিল্ আসান ॥
দুই বাঙালে এক সঙ্গে "হলে" যেতে চায়।
কারে রাখি কারে ছাড়ি, পড়ি ঘোর দায় ॥
এক বাহাদুর "হক্কে" ভারী বক্ষ ফাঁপা পেট।
হাল্কাদেহ কঞ্চিকাটী অন্য ক্যাণ্ডিডেট ॥
ছিপ্‌ছিপে বাঙাল বাবু রাগেতে ফেঁপায়।
নুদো পেটা ভুঁদো দাদা মজবুৎ কথায়?
রাকাড়ে রাকাড়ে ওটে কন্দলের ঝড়।
হাঁকাহাঁকি চেঁচাচেঁচি, বেহদ্দ বেগড় ॥
বিদ্‌কুটে বাঙালে গোসা বড়ই বালাই।
আহেলী বেলাতি বোল্, আনকোরা ঢাকাই ॥
গরম গরম আচ্ছা রকম ইংরাজি ফোড়ন।
ভাসচে তাতে সাধু ভাষা মিষ্ট বিলক্ষণ ॥
ভোটিং গেল ভাস্তা হয়ে, "ফ্রেন্‌সিপ্ কুল"
কবি বলে দুজনাই "ডাউন্ রাইট্ ফুল্" ॥
"অনর" বজায় কত্তে হলে, ঘুশি সাফাই চাই।
"ভল্‌গার" ব্যবস্থা কেন কথার লড়াই?

আলীপুর যুড়ি যুড়ি গাড়িতে ছয়লাপ।
চোপ্‌দার চোপ্‌রাশি, ভৃত্য, কটিকসা ছাপ ॥
পেগম্বর জমিদার, খোঙ্গ রদি রাজা।
শিল্ক, সাটিন্, গরদ, চেলি চাপ্‌কানেতে ভাঁজা ॥
গলবস্ত্র সেক্রেটারী সাহেবানে ঘেরে।
"পার্লমেণ্ট" পাস পাইতে দ্বারে দ্বারে ফেরে ॥
কেহ বলে খোদাবন্দ দুই লক্ষ আয়।
কেহ বলে "ভারত তারা" আমার গলায় ॥
কেহ বলে আমার "ফনে" ব্যাঙ্ক খাড়া আছে
কেহ বলে "ফ্যামিন্ ফনে" অনেক টাকা গ্যাছে ॥

"মা বাপ" সাহেব তুমি রক্ষা কর মান।
নৈলে ঘরে ফিরে গেলে, বোঁচা হবে কাণ ॥
অতি বৃদ্ধ পিতামহের খেলাৎ তুলে কেহ।
বলে সাহেব, সবার আগে আমায় "পাস্" দেহ ॥

কেহ বলে কৃষ্ণদাস আমার প্রতিবেশী।
খোদাবন্দ ফেল্ কল্লে পাড়া শুদ্ধ হাসি॥
মৌলভী বলেন আমি মুসল্মানের চাঁই।
হুজুর্ যেন ইয়াদ থাকে, বান্দার দোহাই॥
নবাব বলেন আমি নমুদী উজীর।
হকিয়তে আমার হক্ ফিদ্ বি হাজির॥
ফেসাদ করে, কত সেধে, মাথা কুটে কেঁদে।
একে একে ফেরেন সবে জয়পত্র বেঁধে॥
বাঙ্গালায় বন্দনীয় যত অবতার।
বলিহারি বঙ্গবাসী তারিপ্ তোমার॥

নগর ভিতরে হেথা নাগরীর হাট।
নবীন তরঙ্গ তুলে করে কত নাট॥
বাছ্নি, "ভোটিং হলে" নাচনি পাড়ায়।
ব্যঙ্গভরা বামাস্বরে শ্রবণ জুড়ায়॥
বিবিয়ানা তেড়িকাটা তরুণ তরুণী।
তেফেরা সাড়ীতে বেড়া, গাজের উড়নি॥
"রুজ" মাখা মুখ খানি, পাখা নিয়ে হাতে।
গরবে গজেন্দ্রগতি ঘুরিছেন ছাতে॥
উদ্দেশে কাহারো বলে ভাঙ্গ বুকের পাটা।
মিউনিসিপেল কমিসনর হবে আবার সেটা॥
মেগের হাতে রাঁড়া রুলি, পেগের বড়াই
খালি।
বাগীচা, বাগান, বোট, নাই একটী মালী॥
সে আবার হইতে চায় ভোটের মেম্বর;
পোড়া কপাল, কালামুখ, ধিক্ ধিক্ ছার॥
বাড়ীর নিকট ছাতে, সাড়ী কালাপেড়ে।
আঁচলে চাবির থোবা ফেলে গলা বেড়ে॥
বসিয়া অনেক রামা "উলেন্" বিনায়।
সিঁথিতে সিন্দুর ছটা চাঁদের শোভায়॥
শুনে কথা, মরালের মত মাথা তুলে।
বলে হায়, হাসি পায়, যম আছে ভুলে॥
কড়িতে কি যোটে মান, বড়িতে খিচুড়ি।
গুড়েতে কি খাজা হয়, এক আঙ্গুলে তুড়ি?
আঙটি, ঘড়ির চেন, বানরে কি সাজে?
আমার্ ভাতার্ হলে, আমি পালাতাম
লাজে॥
হরপের এক অক্ষর যার ঘটে নাই।
সে হবে মেম্বর! তার মেগের মুখে ছাই॥
কোন গবাক্ষের কাছে রমণী আহ্লাদে।
লক্ষ্য করি অন্য জনে কথা কহে ছাঁদে॥
কিপ্টে ভাতার, কেয়া কাঁটা, কুম্ড়ো
বলিদান॥
মুখ মিষ্ট মধুপর্ক, সকলি সমান॥
সে বলে জানি, জানি পুরুষ বড় দাতা।
লম্বা কোঁচা পরের কাছে, ঘরে ছেঁড়া কাঁথা॥
বল্যে—পালটা গেয়ে, আল্তা মাখা পা
দুখানি তুলে।
আয়না ফেলে, জানলা দিয়ে, চল্লো খোলা
চুলে॥
কবি কহে "ফিমেল" বাছাই হয় যদি কখন।
বাছুনির বাহাদুরী দেখাব তখন॥

পোলিং শেষে হাজুরে ডাকা, পরক্ ভারী দড়।
বাছাই করা মেম্বরেরা কাউন্সেলে জড়॥
কাগজ হাতে, হগ্ বাবাজী, হাকিম বরণ।
একে একে, ডাকেন সবে ত্যাড়া উচ্চারণ॥
নবাব নমুদ আলী, খান্সামা গোলাম,
রায় রাজেন্দ্র, শ্রীরাম যুগী? উত্তর—'সেলাম'
কুমার ভেকেন্দ্র কৃষ্ট, কানাই নাজির,
সাহেব জাদা সেকেন্দর? উত্তর—"হাজির"
নাপিত নদের চাঁদ, পদ্ম বাহাদুর,
ছিদাম মালী, শ্রীধর মুচী?—"হাজীর হুজুর॥
রামভদ্র তেলঙ্গী, নবি বর্কন্দাজ,
অনারেবেল শিষ্টদাস?—"গরিব নমাজ॥"
প্যাগম্বর "সি, এস, আই" পরেশ তৈলং,
শ্রীরাম মস্তফি "হায়"—সাহেব দণ্ডবৎ॥

মৌলভী তালিম্ মিঞা, ইন্দ্রেন্দ্র পিরালী,
ঘড়েল সাবুই বাগ্ ?—"হাজির হুজুরালি ॥"
ডিপুটি নফর বক্স, সৈয়দ নবিস্তে,
জো হুকুম শিরপ্যাচা ?—"আপ্ কি ওয়াস্তে।"
হাজুরে ডেকে সাহেব গেল, যাত্রাভঙ্গ গোল !
হল্লা দিয়ে ছুটলো পাছে তারুই মাঝের "শোল"
কোলাকুলি, গালাগালি, "সেকেনের" ধূম।
মিউনিসিপেল মক্স দেখে, আক্কেল গুড়ুম ॥

হায় কি হলো ?—

(১)

হায় কি হোল ?—কলম্ ছুঁতে হাসি এলো
মুখে !
ভেবেছিলুম্ মনের কথা লিখ্‌বো ছাতি ঠুকে !
এলো হাসি—হাসিই তবে, ঢেউ খেলিয়ে
চ'লে,
ছড়াক্ খানিক্ রসের কথা—"হায় কি হলো"
ব'লে !

(২)

হায় কি হলো দেশের দশা রিপণ রাজার
ভুরে ?
সাদা কালায় সমান্ হবে,—সবার মুণ্ডু ঘুরে।
আসল্ কথা রইল কোথা, কেউ না সেটা
খোঁজে ;
কথার লড়াই, কথার বড়াই,—হাওয়ার
সঙ্গে যোঝে !
সফেদ্ কালা মিশ খাবে না,—সমান্ হওয়া
পরে !
নাচের পুতুল্ হয় কি মানুষ, তুল্লে উঁচু ক'রে।

(৩)

হায় কি হলো—পেটের কথা বেরিয়ে গেল
কত !
ইস্তক্ সে লাট্ টম্‌সন—বেরাল ইন্দুর যত—
"রাষ্ট্র ক'রে ব'লে দিলে গুপ্ত প্রেমের কথা"
উচ্চপায়া, নেটিবদিগের সেটা কথার কথা !
ধর্ম্মভীরু এদিশীও তাদের ভিতর ছিল,
স্পষ্ট কথা ব'লে দিয়ে—"পুরস্কার" নিল !

(৪)

হায় কি হলো—কত লোকের ভ্রমটা গেল
ঘুচে,
বিলেত ফেরা এ দেশীতে প্রভেদ নাইক ছুঁচে !
যতই বলুন, যতই শিখুন তাদের চলন চাল,—
ইংরেজেরা ভোলে না তায়,—হায় রে
কলিকাল্ !

(৫)

হায় কি হলো—কপাল পোড়া, উমেদারের
পেসা,
পড়লো চাপা, জুতোর তলে—সাহেব বড়
গোষা !
অন্ন গেলো বাঙালিরই, আর কি হলো তায় !
এ পোড়া ছাই "ইল্‌বার্ট বিল্" কেন হায় হায় !

(৬)

হায় কি হলো—দেশের দশা বিলেত গেলে রমা,
তিন্ দিন্ না যেতে যেতে খৃষ্ট ভজে, ওমা !
পুরুষ পাছে মেয়ে আগে, সুফল্ তাতে
ফল্‌বে না,
চাই এ দেশে, আর কিছু দিন, এ দিশী
"জানানা"

(৭)

হায় কি হলো—কথার্ দোষে সুরেন্ গেলো
জেলে !
ইংলিস্‌ম্যানে "কন্‌টেম্পট"ও"সিডিসন্" চলে ?

আহেল্ বেলাত নরিস্ সাহেব ধর্ম্ম অবতার
দেশের ছেলে খেপিয়ে দিয়ে ক'ল্লে একাকার !
ফিন্‌কি ছুটে ভারত জুড়ে আগুণ গেল
লেগে :—
হায় কি হলো—ছেলেগুলো পুলিশ দিলে!
দেগে !

(৮)

হায় কি হলো ?—বঙ্গদেশের কপাল গেলো
ফিরে !
গুলি পূরে গোরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাকপুরে !
আস্‌ছে স্বরেন্ ঘরে ফিরে—এইত কথা সাদা,
এতেই এতো আড়ম্বরি ? ইংরেজ কি গাধা !

(৯)

বোঝে যারা "হায় কি হলো"—তাদের
কাছেই বলি,
"গ্লাসনেল ফনের" ব্যাপারটা নয় কি
ঢলাঢলি ?
পরের অধীন দাসের জাতি "নেসেন"
আবার তারা !
তাদের আবার "এজিটেসন্"—নকুন উচু করা !

(১০)

হায় কি হলো—দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে !
পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত রাজ্য পরে।
সবাই "লীডর"—কর্ত্তা স্বয়ং আপনি বাহাদুর,
কতই দিকে তুলচে কতো কতই তরো সুর।

(১১)

হায় কি হলো—আকাল এলো আবার
ধ্বজা তুলে,
রাজার পুণ্যে প্রজার কুশল—লেখাই আছে
মূলে !
হায় কি হলো তাদের আবার,—অন্ন যাদের
ঘরে !
জমিদারের গলা টিপে স্বত্ব চুরি করে !

"টেনেন্সিবিল" নামে আইন হ'চ্চে তৈয়ার
করা,
গয়া গঙ্গা গদাধর ভূস্বামী প্রজারা !

(১২)

হায় কি হলো—বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম দেছে ছেড়ে !
হায় কি হলো—দেশটা গেছে "সাপ্তাহিকে"
যুড়ে !
হায় কি হলো—ভূদেব গেলো, ছেড়ে গুরুগিরি !
হায় কি হলো—হেম্, নবীনের, নাইকো
জারিজুরি !

(১৩)

সবার চেয়ে হায় কি হলো—ওই যে হাসিপায়,
"হেষ্টি পিগট" মিষ্ট কথা—"মিষ্টিরি" তলায় !
কি কাণ্ডটা ছি ছি ছি ছি "ল"জ্জার কথা বড় !
পাদরী হয়ে উভয় দলে—ঝগড় এত বড় ?

(১৪)

হায় কি হলো—আধ খানা মাঠ জুবার্ট
নেচে ঘেরে।
বিষয়টা কি, বুঝতে নারি কাণ্ডখানা হেরে !
আদ্দেক বাড়ী সহর্ মাঝে হ'চ্চে মেরামৎ ;—
শুনতে ভালো "একজিবিসন্"—এক [illegible]
কিস্মৎ !
দেশের শিল্পী কারিগুরি শিখবে বিলাতীরা—
অন্নাভাবে দুদিন্ বাদে মরবে এদেশীরা !
হাস্‌বো কত "একজিবিসন্" দেশের ভাল
করে।
খেতে অন্ন নাইক যাদের—একি তাদের তরে ?

(১৫)

হায় কি হলো, দাঁড়াই কোথা ?—ইংরেজে
ইংরেজে
তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে—সবাই মল্ল সাজে !
বলচে যত "কলোনিরা" আম্‌রা হিস্‌সে চাই,
"আষ্ট্রেলিয়া" ভাগ্ বসাবে অন্য কথা নাই।

এ দিশী ইংরেজ যত বাঁধ্‌ছে সবাই দল্‌,
রাখ্‌বে ভারত নিজের হাতে—দেখিয়ে
বাহুবল
"ইংলিস্‌ম্যানে'র ফরেল্‌ সাহেব কচ্চে
"কমাণ্ড"
পেছন থেকে পাইওনিয়ার্ হাঁক্‌চে ফরওয়ার্ড
বাপ্‌রে বাপ্‌ কি চেহারা "ভলণ্টিয়ার" গণ
দাঁড়িয়ে গেছে সঙ্গিন হাতে—কাঁপচে
কম্প মন
আর কি থাকে রাণীর রাজ্য ? নীলকর চা-কর
সঙ্গিন্ খাড়া দিচ্ছে সাড়া—উঁচিয়ে হাতিয়ার ;
ছেড়ে দেবে ছররা-ভরা—পাখী-মারা "গন্"—
উড়ে যাবে দুলাখ সেপাই—"আর্ম্মি"—
"সেলর" গণ !
তাইত বলি "হায় কি হলো"—রাজ্য
আলমগিরি !
একেই বলে দেশোন্নতি—সাবাস বলিহারি !
বুঝ্‌বে যদি "হায় কি হলো"—পয়সা কটি দিও,
যত্ন ক'রে বঙ্গদর্শন্ কাগজ্ খানি নিও !

"নেভার্—নেভার।

(১)

গেল রাজ্য, গেলমান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক্ ছাড়ে ব্রানশন কেম্ব্রিক, মিলার—
"নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার ;"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সম্মান, আমাদের "জানানা ?"
বিবিজান্ ! দেহে প্রাণ, কখনো তো হবে না ॥
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হাট্ কোট্ বুট্ পরে
সদা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে ?—নেভার্—নেভার" ॥
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সম্মান আমাদের "জানানা।"
দেহে প্রাণ, বিবিজান্ ! কখনো তা হবে না।

(২)

কাঁপিল মেদিনীতল, ধরা যায় রসাতল,
অস্ত্র ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে "ভলেণ্টিয়ার ছুটেছে,
কাগজ কলম ধরে কামিনীরা উঠেছে ! !
হুরে হিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।"

(৩)

বিলাতি বৃষেব রব কামিনী মেপিল সব,
বল্লভের কাছে গিয়া কাণে দিল পাক্,
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দ ভরে
ডাকিল বৃটিশ-বৃষ গাঁক্ গাঁক্ ডাক ॥
হুরে হিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা—"ফ্রীডম্—এভার।"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান
নেটিবে পাবে সম্মান আমাদের "জানানা।"
দেহে প্রাণ বিবিজান, কখনো তা হবে না ॥

(৪)

আয়রে ফিরিঙ্গি ভাই সিন্ধুপারে চলে যাই
সেখানে "লিবার্টিহল" আমাদেরই সভা।
পাত্র মিত্র যত জন সকলেই গবা !—
বুঝাইব খাঁটি হাল্ আছিলাম এতকাল
হিন্দুদেশে ভালবেসে হিন্দুর সন্তানে,
সিংহ যেন মৃগ কোলে স্বর্গের উদ্যানে ! !
লাথি কিল পটাপট, জুতো চড় চটাচট্
লিভর্"পীলে ফটাফট আপনি যেতো ফেটে
আমরাই করুণায় মলম মাখায়ে গায়
রাখিতাম কোলে করে হিন্দুর সন্তানে।

সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের বাগানে!
হুরেহিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার"।

(৫)

হুঁসিয়ার ইলবার্ট দেখো হে রিপণ্ লাট—
সাহেব-রক্ষণী সভা সংগঠিত হয়েছে।
ছপোঁচ তেপোঁচ মিলে লক্ষ টাকা দেছে তুলে
চামড়া কটা কতগুলা এ"ক্ষিবিয়স্" যুটেছে।—
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে,
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা?
আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই সবরঙা ডাকে সবাই—
সিন্ধু পারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।
পালে ঢুকে মিশে যাব, আন্দ্রু পিন্দ্রু নাহি রব
সিংহদলে স্থান পাব বেছে নেবে কেবা!
হুরে হিপ্—হুরে হো শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ
এ দিশী "বৃটন" মোরা গোরাদের ব্যাটা!!

(৬)

জয় জয় বৃটনের জগৎ পেয়েছে টের—
ভারত উদ্ধার হবে আমাদের "মিসনে।"
সে বাসনা যতকাল পূর্ণ নহে, তত কাল
আমরা থাকিব হেথা কি করিবে রিপণে?—
ভারত উদ্ধার হবে, আমাদেরই "মিসনে!!!"
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে
বেড়াব শিকার ধরে যেথা পাব ভুবনে—
কি করিবে আমাদের "টেরেটর" রিপণে!!
শত্রু যদি করে গোল, ধরিব বুবস্ত বোল,
উচ্চতানে শুনাইব নিছক খেঁউড়।
সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি,
লাঙ্গুলে বেঁধেছ ভাল সভ্যতা নেযুড়!!
হুরে হিপ হুরে হো—শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।"
হুরে হিপ—হিপ—হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে?—"নেভার নেভার!"

(৭)

কলরবে কুতূহলী নেটিবের দল।
জনবুলে দেখাইল শিংভাঙা বল॥
দেখাইল বাড়ি গাড়ি ঝুড়ি বাছা বাছা।
"ম্যাঙ্গো ফিশ" মনোহর আনন্দের খাঁচা॥
ছড়া হুড়া পরিপক তাজা বর্ত্তমান।
দেখিলে ইংরেজ যাহে সদা মুগ্ধ প্রাণ॥
দেখাইল রত্নগর্ভা বাঙ্গালার সুবা।
মান্দ্রাজ বোম্বাই দেশ চক্ষুমনোলোভা॥
রত্নমঞ্চ "রেসিডেন্সি" দেখাইল কত,
জলিছে ভারত জুড়ে মাণিক পর্ব্বত?
চলেছে তাহার তলে এদেশী রাজারা,
পৃষ্ঠপরে শ্বেতকায় রাণীর প্রজারা!!
হুরে হিপ—হুরে হো শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার॥"

(৮)

হঠাৎ পড়িল ডাক সামাল্ সামাল।
বলি শোন ওরে ভাই ইংরেজ ছাবাল।
এ রাজত্ব ছেড়ে আর কোথা যাবি বল?
চির শিক্ষা বৃটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাবো—টুট টুট টুট!!
ধূপছায়া ভায়ারা সবে শোন তবে বলি,
আরমেনিয়া যাও হে কেহ—কেহ চুনাগলি॥
স্পষ্ট কথা বলা ভাল গিয়ে বড় ভারি—
মিলচ্ কাউ" ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি!
সবাই মিলে "আ্যা হেম্" বলে পকেট
পানে চায়,

উচ্চতানে ধীরে ধীরে হাম্বা সুরে গায়—
হুরে হিপ—হুরে হো—শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা—"হেথা ফরেভার॥
হিপ্ হিপ্-হিপ্ হুরে, হেথা ছেড়ে যাব ফিরে ?
"ড্যাম্ দি নেটিব বিল "নেভার নেভার ! ?"

— * —

বাজিমাৎ।

বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে
শালুক ফোটে॥
"ফিক্র" দানে, এক তাড়াতে,কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো-কেয়াবাৎ
কেয়াবাৎ॥

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায় !
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুলতলায় !
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥
কোথায় কৈশবী দল ? বিদ্যাসাগর কোথা ?
মুখুর্য্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা॥
হরেন্দ্র নগেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি,
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥
ধন্য মুখুয্যের বেটা বলিহারি যাই !
সস্তা দরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই !
ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস ! একবার দেখ চেয়ে
বকুলতলার পথের ধারে কত শত মেয়ে—
কালো, ফিকে, গৌর, সোণা হাতে গুয়া পান
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান॥
আসবে রাজা রাজপারিষদ্, লাট
সাহেবের মেয়ে—
মারবেল মারা গিল্টী হলে, একবার
দেখ চেয়ে॥
বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন।
বিষ্ণুপুরে মিন্সের দেখ ব'ড়ে টেপার গুণ॥
ছি রাজেন্দ্র, কাল্ কাটালে পুথি ঘেঁটে ঘেঁটে।
শেষে, আইনপেসার পেক্কারিতে মান্টা
গেল ঘেটে।
ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টা দরে সাং করিলে খেতাব
"সি, এস্, আই"॥

হেসে ও সহরবাসি, আর কি হাসি হাসবি
বেড়ো বলে ?
দেখনা চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব—
নাড়ীটেপা কেয়ার সাহেব, বারটেল নায়েব॥
আর কেন গো ঘোমটা খোল, কবির
কথা রাখো।
"লাইট" পেয়ে "রাইট" হয়ে, পার
হওলো সাঁকো॥
ভয় কি তাতে, লজ্জা কি তায়, কাল বদনখানি
দেখ্‌বে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি॥
কঞ্জা তুলে দেখ্‌বে বাজু, দেখ্‌বে কাণের দুল,
দেখ্‌বে কন্ঠী, কণ্ঠহার পিঠের ঝাঁপাফুল॥
আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে, চরণচাপ—
শিবের বিয়ে নয়লো ইহা, ধরবে নাকো সাপ॥
এগিয়ে এসো বড় ঠাক্রুণ, সাত
পোয়াতির মা।
তত্ত্ব পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না ?
সোণার থালে হীরের মালা তাতে
ঢাকাই ধুতি,
নজর দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিননো পুতি॥

বাহবা বুক, বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে,
রাজু পূজাটী কল্লে ভাল, ফুলের মালা নিয়ে !
কোন্ শাস্ত্রে লেখে বল বাম্নের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে॥
এখন—দাঁড়াও সরে বুড় দিদি, হাসিল্ হলো কাজ—
দেখ্বো আমি ভাল করে আর এয়োদের সাজ॥
আয় না লো সব, একে একে, গোলাপী কাঞ্চন।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘট্কালি কেমন॥
ভয় করোনা একলা আমি দেখ্তে নাহি চাই ;
রাজার ছেলে আড়ালেতে উঁকি মারবো ভাই॥
আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হ'তে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে?
বল্তে কথা বাছা বাছা কদম্ ফুলের ঝাড়।
ঘেল্লে আসি রাজকুমারে, ভাঙ্গলো কবির ঘাড়।
হীরার ঝলস্, সোণার কলস্, হাত ঝুম্কার বোল্ !
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি, শাঁখের গণ্ডগোল,
বারাণসীর খস্খসানি, উঠলো মহা ধুমে ;
মাঝেমেঝেতে মলের ঠমক্ বাজ্লো ক্রমে ক্রমে॥
কবি হৈল হতভোম্বা হিঁদুর পর্দ্দা ফাঁক।
পালিয়ে যেতে পথ পায়না ঘোরে কলুর চাক॥
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালী-কুলকামিনী হইল স্বাধীন॥

সে নিশিতে কি সহরে কিবা পল্লীগ্রামে।
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে॥
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাহাটি।
সারানিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি॥
কহে কোন রাজনারী বিনায়ে বিনায়ে।
শয়ন গৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে॥
"খালি সাটিনের সাজ, ফেটিন্ হাঁকান্।
কেবল সেলাম্ বাজি, লেবিতে বেড়ান্॥
দিন রাত ঘুরে ঘুরে মরেন কেবল।
ঘোড় দৌড়ে টাউন্ হলে, মুড়িয়া মকমল॥
ক্লাইব লাটের আমল হতে পেশা খোসামুদি।
তাতেও গলদ এত—কি কব লো দিদি !
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি।
চাঁদা দিতে চাঁদি ফাটে মানের গুড়ে বালি॥"
শুনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান।
কর্ত্তাটী জানালা খুলে স্নিগ্ধ বায়ু খান॥

অন্য কোন অট্টালিকা ভিতরে আবার।
পতি পাশে কোন রামা করেন ঝঙ্কার॥
"পর্ব্বটা কি, শুনেছ তো, লজ্জা নাই মুখে॥
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে সুখে॥
রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদ মাখা হাত।
সাত পুরুষে সভ্য মোরা হলেম গুদামজাৎ॥
পড়তে পারি, বল্তে পারি, ইংরাজী ভাষায়।
পিয়োনা বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায়॥
"এন্লাইটেন, সবার আগে, কর্ত্তা বিলেত যান।
তোমার গুণে, গুণমণি, হারালে সে মান।
পায়ে বুট, জোব্বা গায়ে, গলায় সোণা চেন।
তকমাওয়ালা আড়দালিতে হয় না শুধু "ফেম"।
বাপ পিতামোর নামে খালি হয়নাকো রাজভেট।
"টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট্ চাই ষ্ট্রেট্॥"
ধিক্ তোমারে ধিক্ সে তোমার হিরাল্ডরিবুক
এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগিয়ে দিলে ছক্॥
খোঁটা খেয়ে অধোমুখে পতি তার চায়
এইরূপ গঞ্জনায় সারানিশি যায়॥

বলে কোন ধনাঢ্যের অভিমানী নারী।
"বড় নাম, বড় জাঁক, বোঝা গেছে জারি॥
দূর করে টেনে ফেল—টাকা দিও শয়ে।
এ হিড়িকে দাঁড়ালে না একটা কিছু হ'য়ে॥
"বাধা রোসনাই আলো সব কি গেল ভেসে।
রায় বাহাদুর নামটাও ছি, না পাইলে শেষে!
সুযোগ বুঝে হুজুকে বামুন নাম কল্লে জারি।
তোমার কেবল আতস বাজি, মন্দ তুমি ভারি!

জজের গৃহিণী কন "জ্বালা জজিয়তি।
নামে শুধু অনারেবল্, পদ বিলায়তি।
ছোট লাটে আজ্ঞাকারী তোমা হতে দেখি,
লক্ষ গুণ বড় লোক, বল দেখি এ কি?
কুঠি নিলে বাড় ছেড়ে সাহেব পাড়ায়—
তোমার কোর্টের উকীল তোমাকে হারায়!
ছিছি, ছিছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরি।
শুদ্ধ খালি মাকা মারা পেয়াদার "লিবরি"
ভাবতেম্ বুঝি কেষ্ট বেষ্ট তুমি একজন—
জরাসন্ধ রাজা কিম্বা লঙ্কার রাবণ!
ওমা ওমা পড়া ভাগ্যি, উকিলের ভঁড়া।
হাড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোড়া"
বলে, ঠোনকা মেরে জজমহিলা বারাণ্ডায় যান
মিত্র ভায়ার রাত্র শেষ ভাঙ্গতে তাঁর মান॥

পোনা, পুঁটি, খয়রা, চেলা, গিন্নি আর যত।
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত।
কেহ বলে আমার সে কর্ত্তাটি মুৎসুদ্দি।
ফ্যাটা বেঁধে যান খালি এই বিদ্যা বুদ্ধি।
বাপের কামানো টাকা বিলাতি চাটকে।
দিয়া, নিজে জুজু হয়ে ঢোকেন ফাটকে॥
তাঁর টাকা তাঁর কড়ি তাঁরি লোক জন।
মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন॥
শেষ যবে "হোমে" যায় দু বছর পরে।
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে॥
এই তো বল্লেম্ তার বিদ্যার ওজন।
তা হ'তে আমার আর কি হইবে, বোন?
বলে দালালের মাগ্ দাগালি ব্যাপারে
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ রোজগারে॥
পেটেতে কড়িটি ভোর্ কাল আঁচড় নাই।
সে কেমনে রাজপুত্র আনে বল ভাই?
কাগজের এডিটরি করে মরে যারা।
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে কেঁদে সারা॥
রাত্রি দিন এত খাটে হায়লো হঠাৎ।
হপ্তায় মিনিট পাচ হয় না সাক্ষাৎ॥
এত লেখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে!
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে!
কবি বলে কামিনীরা কৃষ্ণ নাম কর।
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর॥
ডেপুটির ভার্য্যা কন আমাদের তিনি।
চৌকিদারী কাজে পটু, মফস্বলে "গিনি"॥
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার।
বল্‌বো কিলো ওলো দিদি অদৃষ্ট আমার—
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি।
সাত শ টাকা মাইনে হলে হদ্দ ঠাকুরালি॥
মন্দ বড় তবু এতে চোখ রাঙান কত!—
খুঁটের ঢিপে ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত॥
হ'তাম যদপি কোন উকীলের মাগ।
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ॥
সে রমণী বলে "বোন্! এপিট ওপিট।
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টাকিট॥
যে টাকাটী মাসে মাসে করে উপার্জ্জন।
চৌদ্দ ভূতে পড়ে করে অন্নেক ভোজন॥
কপালে প্রভাত ঝাঁটা এজ্‌লাসে এজ্‌লাসে।
তিন তেরোটি লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে॥
বেহ্ণাৱ বেহদ্দ পেসা কথা বেচে খায়।
পদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায়॥
আমি উকীলের মাগ্ কথা শোন্ বোন্।
মুখুয্যের সঙ্গে কার করোনা ওজন॥"

বটে বোন্ বটে বটে মানি তোর কথা।
ন, ধীরে ধীরে এক নারী আসে সেথা॥
মার্ কর্ত্তাটি দেখ সরকারি উকীল।
য্যের "সিনিয়র" উকীল সিবিল॥
সও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে।
টি বড় কর্ম্ম কাজ অনেক করেছে॥
া হিন্দু, প্রতিদিন দুর্গা নাম করে।
ও রাণীর ছেলে ঢুক্‌লো না সো ঘরে॥
ডাক্তারের নারী কহে ভারিত মন্দানি।
গী টীপে জারি কত, ঘরেতে শাসানি॥
রেন কেবল পাড়ায় পড়ায় পিটিতে ধম্মল,
নকালে শরণ "চিবর" "পাটিজ" সম্বল॥
নে ঘুরে পথে পথে রোদে ধুকে ধুকে।—
। শুতে এলে এবার খেম্বরা দেব ঢুকে॥
কেরাণীর নারী যত পাঁদাড়ে কোঁপায়।
রের "মিষ্ট্রেস্‌রা" সোনা ঘরে যায়॥
বর ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
নক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়॥
য়া আসি হাস্য মুখে বলে "কই দেখি।
পাইলে কত্যা লিখে, সোণা কিম্বা মেকি॥
জ্বালাতন কর জেগে সারা রাতি।
গা ফেলে, কাগজ ছিঁড়ে, পুড়িয়ে
মোমের বাতি॥
নে সোয়াস্তি নাই, বিরাম নিদ্রায়।
চ রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি বয়ে যায়॥
ও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা।
রিবন, চাকি-চাক্তি, কিম্বা জরির খোপা।
। কবে পায় কিবা, কি দেখাবে ধনি?—
বলিতে রাঙ্গা ঠোঁট ফুলায়ে তখনি॥
। দিবে গরবিণী গর্ গরিয়ে যায়।
রে পড়িয়া কবি ফ্যান্ ফ্যান্ চায়॥

রেলগাড়ী।

এসো কে বেড়াতে যা'বে—শীঘ্র করে সাজ্।
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!
শীঘ্র উঠ—ত্বরা করি
বাক্স, ব্যাগ্, তল্পি ধরি;
এখনি বাজিবে বাঁশী,
ঠং—ঠং—ঠং—কাঁসী
বাজিবে ইস্পাৎ-বোলে,
ছাড়িবে নিশান-দোলে,
শীঘ্র উঠ—পড়ে থাক্ ছড়ি, ঘড়ি তাজ;—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!
অই শুন টিকিটের ঘরে কিবা গোল!—
মানুষের গাদি যেন—ঠেকাঠেকি কোল!
টকস্ টকস্ নাদে
বাবুর টিকিট ছাঁদে,
হাপায়ে হাপায়ে ছোটে,
সাড়ী, ধুতী, হ্যাট্, কোটে
ঠেকা ঠেকি—ছুটে যায়
কেহ কারে না সুধায়,
গ্যালো গ্যালো মুখে বোল্,
আয়, নে রে, খোল্, তোল্
ফের চলে কাণাকাণি
কিবা লাট্, রাজা, রাণী!
অই ফুকারিল বাঁশী,
ঠং—ঠং শেষ কাঁসী,
গাড়ীতে পড়িল চাবি—আর নাহি গোল,
দুলিল সবুজ-রাঙা পতাকার দোল্।

চলিল পুষ্পকরথ ফু'কারে ফু'কারে,
এখন নিশ্বাস ছাড়ি দেখ হে দু'ধারে—
হরিত বরণ মাঠ,
ধান্য, নীল, ইক্ষু, পাট,

আকাশ ঢেকেছে যেথা
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা!
দেখ হে দু'ধারে চেয়ে
পশ্চাতে চলিছে ধেয়ে
সারি সারি নারিকেল,
তাল, বট, আম, বেল,
জাঙাল, পগার, বাঁধ,
বেড়, বাড়ী, নানা ছাদ,
সৌদামিনী-বাঁধা হার
ছুটেছে তামার তার,
উড়িয়া চলেছে রথ
বেগেতে কাঁপিছে পথ—
পক্ষী মৃগ দূরে পড়ি মানিতেছে লাজ—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!

চলুক্ চলুক্ রথ—যে যার ভাবনা
ভাবো বসে নিরুদ্বেগে ছুটায়ে কল্পনা;
স্বভাবের প্রিয় যারা
হের গিরি বারিধারা,
নিবিড় ভূধর গায়
হের খেলা কুয়াসায়,
নিশিতে নক্ষত্র পাতি
হের চন্দ্রমার ভাতি,
দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ান মাথায়—
দেখ দিগন্তের কোলে কি শোভা খেলায়।
হের হের তীর্থ মনে চলেছে যাহারা
পথের দু'ধারে তীর্থ—শীঘ্র নামো তারা,
গেলো চলে—গেলো রথ,
অই বৈদ্যনাথ পথ,
তাড়াতে সবে না দেরি,
কাজ নাই সঙ্গী হেরি,
দেখিতে দেখিতে যাবে
সীতাকুণ্ড আগে পাবে,
কিছু দূর আগে তার
বাঁকিপুর গয়া দ্বার,
দণ্ড কত থাক্ যান
পাবে কাশীতীর্থ স্থান,
প্রয়াগ, অযোধ্যা ছাড়ি পাবে অগ্রবন—
মথুরা তাহার পরে হের বৃন্দাবন!
মানব জনম, হায়, সার্থক হে আজ—
সাবাস্ বাষ্পীয় রথ—সাবাস্ ইংরাজ!
আরো দূরে যাবে যারা
শীঘ্র রথে উঠ তারা
হরিদ্বার, গঙ্গাঝরি,
পুষ্কর, দ্বারকাপুরী,
নর্ম্মদা, কাবেরী নদ,
কৃষ্ণা গোদাবরী পদ,
ইলোরা বৌদ্ধ-গহ্বর,
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর,
ভ্রমিবে নক্ষত্র-গতি,
পর্ব্বত শৃঙ্গেতে পথি
হেরিবে বিমানে চড়ি—ত্রেতায় যেমন
সীতারামে ইন্দ্ররথে সিন্ধু-দরশন!

এসো হে কে যাবে, চল ভারত-ভ্রমণে
দুয়ারে পুষ্পক রথ ছাড়িছে নিস্বনে!—
আর কেন বঙ্গবাসী
পায়ে বেঁধে রাখ ফাঁসী,—
বাঙ্গালীর যে দুর্নাম
ঘুচায়ে, সাধ হে কাম,
আর যেন স্ত্রৈণ ব'লে
বাঙ্গালীরে নাহি বলে,
এবে পরিষ্কার পথ,
যাও যথা মনোরথ,
বোম্বাই কিম্বা কলিঙ্গ
সিলং দুর্জ্জয়লিঙ্গ,
সিমলা পাহাড় পাট,
কাশ্মীর, মারহাট্টা ঘাট,

যেখানে করে, গমন,
সাধিতে পার হে পণ
্পক বিমানে চ'ড়ে সেইখানে যাও—
াঙ্গালীর লজ্জাকর দুর্নাম ঘুচাও !
ারত-ভ্রমণে চলো শীঘ্র কর সাজ,
দুয়ারে পুষ্পক রথ বেঁধেছে ইংরাজ !
ধন্য রে বিমান ধন্য !
ধন্য হে ইংরাজ ধন্য !—
কলে জিনিয়াছে কাল,
অঙ্গারে জ্বালায়ে জ্বাল,
বহ্নিরে বেঁধেছ রথে,
পবনের মনোরথে
তুচ্ছ করি, কর খেলা
কি নিশি মধ্যাহ্ন বেলা,
বেঁধেছ ভারত অঙ্গ
লৌহ জালে, করি রঙ্গ,
ের অসাধ্য কাজ সাধিতেহ জগতে !—
ড় প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,
 না কি বাঁচাইতে নির্জ্জীব ভারতে ?

বাঙ্গালীর মেয়ে।

যায় কে যায় অই উঁকি ঝুঁকি চেয়ে ?
ত বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
ুলে তামাকু রস—রাঙা রাঙা ঠোঁট,
ালে টিপের কৌটা, খোঁপা বাঁধা চুল,
াতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল,
হারি কিবা সাটী দুকূলে বাহার,
াপেড়ে শান্তিপুরে কল্মে চুড়িদার,
ক্লাবে ফেটে পড়ে, চলে যেন নেয়ে—
হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে
হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—

মুখের সাপটে দড়, বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—পা ছড়ায়ে বসা,
আঁচলের খুঁটি তুলে অমঙ্গলা ঘষা !

নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায় বেড়ানী
পেটভরা কুঁজ্‌ড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি।
কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ,
যার পায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ি চলে রাত্রি দিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গীন,
খেয়ে যান নিয়ে যান, আর যান চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাসুরায়ী ছড়া !
চিত্রকাজে চিত্রগুপ্ত—পীঁড়িতে আল্‌পনা !
ছন্দ বাহাদুরি—"হরি", বিচিত্র কারখানা !
অঙ্কশাস্ত্রে—বররুচি, গ্যালিলো নিউটান,
গণ্ডা কড়ি গুণে হ'লে জ্ঞানের বাড়ি যান ;
পাত্তাড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ লেখা সাধ !
ক্ষীরপুলি, পায়েস, পীঠা মিষ্টান্নের সীমা
বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা !
জলো দুধে পুষ্টদেহ তেলে জলে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
শুমুখে দুধের কড়া—কাটীতে ঘোটন,
খোলা চুলে চুলো জ্বেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন !
তপ্ত ভাতে ভরা হাঁড়ী বেড়ী ধরে তোলা,
মসগুর মৎস্যের ঝোলে ধনে বাঁটা গোলা,
খাড়া বাড়ী শাক পাতাড়ে বিলক্ষণ টান,

কালিয়ে কাবাব্ রেঁধে দেমাকে অজ্ঞান!
শাঁখেতে পাড়িতে ফুঁক চূড়ান্ত নিপুণ,
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্গুণ খুন!
রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া, গাড়ি মুদে যাওয়া
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া!
বাসর-ঘরে ঝুমুর করি চণের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হ'লে পিস্‌শাশুড়ী ঘোম্‌টা মুখে চেয়ে,

সাবাস্ সাবাস্ তোরে বাঙালীর মেয়ে!
ব্রতকথা, উপকথা, সেঁজুতি পালন,
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ!
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্ব্বে গাজনের গোল,
যাত্রা সঙে নিদ্রাত্যাগ—ছেলে ভরা কোল,
ভূত পেরেতে দিনে ভয় অন্ধকারে কাঠ,
শক্ত রোগে রোজা ডাকা স্বস্ত্যয়ন পাঠ,
তীর্থস্থানে পা পড়িলে আঁচল দে পুঁছুন,
হাটি বাজারে লজ্জা হীনা, ঘরে কুঁড়ি হুল!
গুঁড়িকাঠ, গুড়িশিলা ভক্তিপথে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
রসের মরাল যেন জলটুকু ছেড়ে
দুধটুকু টেনে খ্যান আগে গিয়া তেড়ে,
চিনের পুতুলে সাধ, বাক্স টিনে পেটা!
"ব্র্যাকেন" বাঁধা ছবিগুলি ঘরে দোরে সাঁটা!
খেলায় দিগ্‌গজ কৈয়ে, চোরের সর্দ্দার,
লুকোচুরি যমের বাড়ি—পৈষ্ট করে ঠার!
আয়েস খালি খোঁপা বাঁধা, নয় বিননো মারা,
দ্বন্দ্ব হলো কচি ছেলে টেনে এনে মারা!
কার্পেটে কারচুপি কাজ কাক নবা চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধতে ডাল!
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুখসাপটে দড়,
হুজুতে হারিলে কেঁদে পাড়া করে জড়;
বাঙালী মেয়ের গুণ কে ফুরাবে গেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মৃদু মৃদু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন,
সাবাস্ সাবাস্ নাক চোখের গড়ন;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোখে কাল তারা,
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক্ তারা!
ভসা ভসা কালো চোখ তুলি দিয়ে আঁকা,
তা উপরি কিবা সরু ভ্রূযুগ বাঁকা!
থমকে থমকে থির গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর!
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে—
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখ চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

দেশলায়ের স্তব।

নমামি [বিলাতি অগ্নি] দেশলাইরূপী,
দেহখানি চেঁচা ছেলা, শিরে বাঁধা টুপি!
যেমন ডেপুটী বাবু একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বেড়—রাগে দেহভরা!

নমামি [গন্ধকপক্ক] মুণ্ডটী গোলালো,
সর্ব্বজাতি প্রিয় দেব গৃহ কর আলো,
শান্ত সভ্য অতি ধীর—চাপে যতক্ষণ,
ঘাসে উঠে চটে লাল—গৌরাঙ্গ যেমন!

নমামি সর্ব্বত্রগামী [দারু অবতার,]
চৌর্য্য বিঘ্ন-বিনাশন কুটুম্ব টীকার!
নিদ্রিতের গুপ্তচর, পাচিকার প্রাণ,
লম্বাদাড়ি কাবুলীর শিরে যার স্থান!

নমামি [খদ্যোৎশিখা] নয়নরঞ্জন,
লালেতে নীলের আভা দিব্য দরশন!

পোয়াতির প্রিয়সখা বালকের অরি,
বিরাজ হে কাষ্ঠদেব কতরূপ ধরি!

প্রণমামি [জ্বালামুখ] শুভ্র দেশলাই,
সাহেব গোলাম তব কি কব বাদসাই!
সোণা টিন্ রূপা তামা গায়ে বাঁধা ফিতে,
কোটের পকেটে ওঠো লেডীর ঝাঁপিতে!

মামি সহজদাহ্য বরবাদমন,
মাঁচড়ে কিরণ ধর [সখের জ্বলন]]
াখা জলে বিনা ফুঁয়ে বিনা চক্ষে জল,
দিয়া কাটি] তোর গুণে মাগীরা পাগল।

মামি কলির কীর্ত্তি [কাষ্ঠের চকমকি,
তামার চমকে বিশ্বকর্ম্মা গেছে ঠকি!
ল, খাল, বন. জল, যেখানেই যাই,
রে ভাটা সাদা শলা দেখি সেই ঠাঁই।

মামি নমামি দেব ["লাইন" নন্দন,]
মার প্রসাদে হয় সংসারে রন্ধন.
জগতের তুমি সোহাগের বাতি,
টি ভক্তের [মোক্ষ] পদার্থ বিলাতি!

মামি [ফর্‌রশব্দ] নাসিকা পীড়ন,
ীর নিকটে তুচ্ছ, কাঙালের ধন!
্যার সোণার কাটি, জোছনার ছবি,
ক্কার পঞ্চম মুখ, [ত্রাইমেণ্টে রবি !]

মামি [কিরণদণ্ড] কোপন-স্বভাব,
জগৃহ চালাঘরে সমান প্রভাব!
জঙ্গলে, পথে, মাঠে, গাড়ি, ঘোড়া, রেলে
লে তোমায় পূজে সূর্য্য শশী ফেলে!

খারী কুটীরে সুখী, ভীরুতে সাহসী,
ব বলে খোড়া খাড়া, বুড়ীরা ষোড়শী!

বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি সাহস-তারণ,
দীনবন্ধু তবগুণ কে করে কীর্ত্তন॥

প্রণমামি খর্ব্বদেহ অন্ধকারহারি!
নমামি অশেষরূপ অবনি-বিহারি!
নমামি মোমের ডাঁটি "ফস্ফরে"তে মলা!
উনবিংশ শতাব্দীর অনলের শলা!
তব গুণে, গুপ্ততাপ, তৃপ্ত জগজ্জন।
প্রণমামি দেশলাই দেবের ইন্ধন!

রীপণ উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ।

ভাঙ্গিল কি তবে— এতদিন পরে—
ভাঙ্গিল কি ঘুম ভারতমাতা?
জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমার
ফিরে কি জীবন দিল বিধাতা?
উঠ—উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ,
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবজন
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ॥
ডাকিছে তোমায় মহারাষ্ট্রবাসী—
ডাকিছে পারসী—পঞ্জাবী—শিখ,
ডাকিছে তোমার বীরপুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক॥
তোমার নন্দন মহম্মদীগণ,—
বাহুবলে যার ধরণী টলে,
ডাকিছে তোমায় সবে একস্বর
জাগো মা ভারত—জাগো মা ব'লে॥
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,

আজি এক প্রাণ হিন্দু মুসলমান—
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ ॥
"আর ঘুমাইওনা" ব'লে কতদিন
কেঁদেছি—কেঁদেছে কত সে আর,
আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক—
তোমার কণ্ঠে এ মিলন হার ॥
কতবার মাতঃ উদাসীর মত
দেখেছি তোমায় ভুবনময়
স্থাবর জঙ্গম কত দিকে কত
অরণ্য যেমন ছড়ায়ে রয় ॥
দেখেছি তোমার গিরি উপত্যকা,—
শস্যক্ষেত্র ভূমি, নগর, দেশ,
ছায়ামাত্র তায় প্রাণিবৃন্দ যত
কালের কালীতে কালিমা বেশ ॥
জীবনের বিন্দু না হেরি কোথাই,
সব শূন্যময়—সকলি খালি,
চারিদিকে যত নরাস্থি কঙ্কাল,
চারিদিকে ধূ ধূ করিছে বালি ।
উঠ গো জননি দেখো চক্ষু মেলি
সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীরে,
মৃদুল হিল্লোলে দেখো কি নিশ্বাস
সে শব-পঞ্জরে বহিছে ফিরে ॥
একমাত্র শ্বাস মিলিত ভারত
নাসিকারন্ধ্রেতে ছাড়িল যেই,
কি মহা উৎসব বহিল উচ্ছ্বাসে—
ভারতে যাহার তুলনা নেই ॥
"আর ঘুমাইও না" ডাকি মা আবার
ভাবী আশাফল ভাবিয়া দেখো,
"দীপণ-উৎসব" সোণার অক্ষরে
হৃদয়ের মাঝে লিখিয়া রেখো ।
শূন্যতল হ'তে নেমেছে পবন
বহিছে তোমার ভুবনময়,
নব-পল্লবিত করিতে তোমারে
ফুটাতে জীবন মঞ্জরীচয় ॥

এ ধীর হিল্লোলে, যে বায়ু উঠিছে
কার সাধ্য আর নিবা'রে তারে,
অগ্রসর গতি কেবা রোধে তার—
কেবা আর তারে বাঁধিতে পারে ?
নব শিখাময় নব প্রভারাশি
ভারত ভস্মেতে মিশেছে ফের,
যে অস্থি কোলেতে কাঁদিলে ভারত
সজীব হ'বে সে শিখাতে এর ।
জীবন দায়িনী এ দহন শিখা
ভারত অন্তরে ধরেছে ধীরে,
নারায়ণ মুখে হয়েছে উদ্ভব—
ভারতের বুকে থাকিবে স্থিরে ॥
জ্বলিবে আরো এ যাবে যত কাল,
জ্ঞানের আলোক—বিদ্যুৎছটা
দমে না দমনে, দমিলে দ্বিগুণ
ধরে অন্তরে তেজের ঘটা ॥
ভুলো না ভারত "দীপণ-উৎসব"
ছিঁড়ো না যে ডোরে মিলেছ আজ,
এক বাণী ধর ভারত-সন্তান
যেখানে যে থাকো—পরো যে সাজ ॥
মনে ক'রো সবে নিভৃতে—উৎসবে
"দীপণ-বিদায়" নহে এ খালি,
সম আশা ভয় ভারত-অন্তরে
এ মিলন তার প্রকাশ্য ডালি ॥
নহে আকস্মিক দৈব সুঘটনা—
বহুদিন হ'তে অঙ্কুর এর
জড়ায়ে জড়ায়ে ভারত-অন্তরে
শিকড়ে শিকড়ে বেঁধেছে ফের ॥
আজি প্রস্ফুটি হ'য়ে দিছে দেখা
তরুমূল যেন পল্লবময়,
ধরণীর গর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে
ফলে ফুলে শেষে সাজিয়া রয় ॥
ভারতের আশা ভারত-প্রত্যাশা-
জীবন উন্নতি ইহারই সার,

সুবারি-সেচক সে সব তলায়
"রীপণ" কেবলি লক্ষ্য রে তার ॥
হবো অগ্রসর সেই আশাপথে
তিলেক তাহাতে নাহি সংশয়,
দিয়াছে দেখায়ে যে পথ উঁহারা
হ'বে পরিসর ধ্রুব নিশ্চয় ॥
দিয়াছে যখন দেখায়ে সে আলো
দিয়াছে যখন দেখায়ে পথ,
আজি আর কালি তাহাতে পশিব
সাধনে পূরাবো স্ব-মনোরথ ॥
আজি আর কালি পাবো রে সকলি—
আর এ ভারত নিদ্রিত নয়,
নাম তৃষ্ণাতুর সব পুত্র তার
এক(ই) পথপানে চাহিয়া রয় ॥
এক(ই) পথ পানে চাহে মহারাষ্ট্র
চাহে সে পারসী—পঞ্জাবী—শিখ,
চাহে ভারতের বীরপুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥
ভারতনন্দন মহম্মদীগণ—
তাহারাও আজি—জাগো মা-বলে ;
সেই পথপানে একদৃষ্টে চাহে
সাধনা সাধিতে সে পথে চলে।
উঠ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ,
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবাদল
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ ॥
একা বঙ্গ নয়— হিমালয় হ'তে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,
আজি এক প্রাণ হিন্দু মুসলমান
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ ॥
উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ো নিদ্রা ঘোর
পূরিয়া নিশ্বাস ফেল গো-মাতঃ,
দেখি কি না হয় অরুণ উদয়—
তরুণ ছটাতে প্রভাত প্রাতঃ ॥

সম্পূর্ণ।

রোমিও-জুলিয়েত।

[ছায়া]

বাণী বর-পুত্র তুমি, দেব অবতার ।
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার ॥

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রণীত।

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা

মুদ্রিত।

ভূমিকা।

এই পুস্তক খানি, সেক্সপিয়রের "রোমিও জুলিয়েট" নামক নাটকের ছায়ামাত্র, তাহার অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকৃতি-গত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজী নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, লোকাচার ও ধর্ম্মভাবাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্যকঠোর হয় যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেই জন্য আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবল ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম। মূলের কোন কোনও স্থান পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি, কোথাও দু একটী নূতন গর্ভাঙ্কও সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষদিগের নাম ও কথাবার্ত্তা দেশীয় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাগণ ও তাহাদের চিত্ত বা চরিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে, সেইরূপই রাখিতে যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ সেক্সপিয়রের নাটকের গল্পের, ও তাহার প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্রের সারাংশ লইয়া, তাহা দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া, স্বদেশীয় পাঠকের রুচিসঙ্গত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। তবে আমার ধারণা এই যে, এইরূপ কোনও প্রণালী অবলম্বন না করিলে, কোনও বিদেশীয় নাটক, বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না, এবং তাহা না হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ ও প্রকৃতিগত উন্নতি হইবে না। এইরূপ করিতে করিতে, ক্রমশঃ বিদেশীয় নাটক কবিতাদির অবিকল অনুবাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ কিছুকাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরিহার্য্য বলিয়াই আমার ধারণা।

উপাখ্যানাংশে মূলের গল্পটি এইরূপ। ইতালি দেশের অন্তর্গত "ভেরোনা" নামক নগরে, ধনাঢ্য ও মহা প্রতাপশালী দুই সম্ভ্রান্ত বংশ বাস করিত। এক গোষ্ঠীর নাম "ক্যাপিউলেত," আর এক গোষ্ঠীর নাম "মন্তাগিউ"। ইহাদের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরা বৈরভাব চলিয়া আসিতেছিল। এমন কি, উভয় পরিবারের কোনও ব্যক্তি বা ভৃত্যের পরস্পরের সহিত পথে ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই, একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইত। উহাদের দৌরাত্ম্যে সহরশুদ্ধ লোক ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ের কথা নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে "ক্যাপিউলেত" গোষ্ঠীর কর্ত্তা, বৃদ্ধ "ক্যাপিউলেতের" জুলিয়েট নামে এক কন্যা, ও "মন্ত্যাগিউ" গোষ্ঠীর কর্ত্তা, বৃদ্ধ "মন্ত্যাগিউয়ের" রোমিও নামে এক পুত্র ছিল। ইহা ছাড়া মন্ত্যাগিউয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বেনভোলিও তাহার সহিত একত্র থাকিত, এবং ক্যাপিউলেতের পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র তৈবলতও ক্যাপিউলেত পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিত। বেনভোলিও বীর প্রকৃতির

লোক এবং রোমিওর বড় বন্ধু। মার্কুশিও নামে রাজার একজন জ্ঞাতিও রোমিওর পরম সুহৃদ্ ছিল। তৈবলত অতিশয় উদ্ধতস্বভাব এবং রোমিওর মহাশত্রু। ঐ ভেরোনা নগরে সাধুদিগের একটি প্রসিদ্ধ আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমের অধিকারী বা মোহান্তের নাম "ফ্রাইয়ার লরেন্স"। তিনি রোমিওর আশৈশব পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপদেশদাতা। ইনি একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ ও ভৈষজ্যাভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার নানাবিধ ঔষধ সংগ্রহ করা ছিল।

দৈববশতঃ, রোমিও ও জুলিয়েতের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে। তাঁহাদের পিতামাতা এ প্রণয় কখনও অনুমোদন করিবেন না জানিয়া, তাঁহারা গোপনে বিবাহ করা স্থির করেন, এবং ফ্রাইয়ার লরেন্সের দ্বারা বিবাহ সম্পাদন করিয়া লয়েন। ঐ সময়ে তৈবলত কিসে রোমিওর সহিত বিবাদ বাধে, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল, এবং ঐ গোপন বিবাহের অনতিবিলম্বেই তাহার উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ যত্নবান্ হয়। প্রথমে রোমিওকে না পাওয়ায়, তাহার বন্ধু মার্কুশিওর সহিত "ডুয়েল" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে আঘাত করে, এবং তাহাতেই মার্কুশিওর মৃত্যু হয়। তাহার কিছুক্ষণ পরেই রোমিওর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ দুইজনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া রোমিওর অস্ত্রাঘাতে তৈবলতের প্রাণবিয়োগ হয়। এই অপরাধে, রাজা রোমিওকে মাঞ্চুয়া নগরে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ প্রদান করেন, এবং রোমিওকে অগত্যা নির্ব্বাসনে যাইতে হয়। এদিকে, জুলিয়েতের পিতা মাতা জুলিয়েতের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ ভেরোনানিবাসী প্যারিস নামক জনৈক আঢ্য যুবকের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া অতি সত্বর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। জুলিয়েতের একবার বিবাহ হইয়াছে, সে আবার কিরূপে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবে ভাবিয়া, উন্মত্তার ন্যায় সাধু ফ্রাইয়ার লরেন্সের কাছে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বলেন যে, তিনি যদি এ বিপদে রক্ষা না করেন, তবে সে আত্মঘাতিনী হইবে। জুলিয়েতের নিতান্ত জেদে, ফ্রাইয়ার লরেন্স এক প্রকার আরোকের শিশি দিয়া, বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রে ঐ আরোক পান করিতে বলিয়া দেন, এবং আরও বলিয়া দেন যে, ঐ আরোকের গুণে তাহার গাঢ় মূর্চ্ছা হইবে, দেড় দিন দুই দিন কাল ঐ মূর্চ্ছা থাকিবে, এবং মৃত্যুর লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইবে। তদ্দৃষ্টে পরিজনেরা তাহাকে মৃত ভাবিয়া, তাহার গোর দিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে ফ্রাইয়ার লরেন্স গুপ্তচর পাঠাইয়া রোমিওকে মাঞ্চুয়া হইতে আনাইয়া, তাহার সঙ্গে জুলিয়েতকে সেইখানে পাঠাইয়া দিবেন। পরে, কৌশলক্রমে, তাহাদের পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবগণকে পূর্ব্ব বিবাহের কথা অবগত করাইয়া সে বিবাহে তাহাদিগকে সম্মত করাইবেন। শেষে, রাজার আদেশ লইয়া তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিবেন। জুলিয়েত সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করে। কিন্তু দৈবগতিকে ফ্রাইয়ার লরেন্সের পত্র রোমিওর হস্তগত না হওয়ায়, এবং রোমিওর চাকর তাহাকে জুলিয়েতের মৃত্যু সংবাদ দেওয়ায়, তিনি মাঞ্চুয়া হইতে অতি সত্বর আসিয়া দেখেন যে, সত্যই জুলিয়েত মৃত ও কবরস্থ। দেখিবা মাত্র রোমিও তৎক্ষণাৎ বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে মূর্চ্ছাভঙ্গে জুলিয়েতও রোমিওকে মৃত দেখিয়া আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বৃদ্ধ ক্যাপিউলেত ও মন্তাগিউ, কন্যা ও পুত্রের, ভয়ানক শোকাবহ মৃত্যু দৃশ্যে স্তম্ভিত, পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, আপনাপন

কুলপরম্পরাগত বৈরনির্য্যাতন ও দ্বেষ হিংসাদি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, পরস্পরে সৌহার্দ্দ্যে মিলিত হইয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন।

ইহাই এই উপাখ্যানের স্থূল কথা। বলা বাহুল্য যে, গোরস্থানের দৃশ্যটির পরিবর্ত্তে শ্মশানের দৃশ্য সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। আর আর যাহা কিছু অদল বদল করা হইয়াছে, তাহা পুস্তক পাঠেই প্রকাশ পাইবে, সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই পুস্তক কিয়দ্দূর ছাপা হইতে না হইতে, আমি বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি, এখনো সুস্থ হইতে পারি নাই। সুতরাং প্রুফ অনেকাংশই দেখিতে পারি নাই, তজ্জন্য অনেক স্থলেই ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গেল। প্রুফ দেখিবার সময় যাহা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহাও করিতে পারিলাম না।

খিদিরপুর

বাং ১৮ই ফাল্গুন ১৩০১ সাল।
ইং ১লা মার্চ্চ ১৮৯৫ সাল।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নাম।

পুরুষ।

রাজা।—বরণানগরের রাজা।

পারেশ।—উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক, রাজার মাসতুতো ভাই।

কপলত ও মন্তাগো।—চিরশত্রুভাবাপন্ন দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তাদ্বয়।

কপলত।—বয়স্থ।

মণ্টাগো।—বয়স্থ।

রোমিও।—মন্তাগোর পুত্র।

মরকেশ।—রোমিওর বন্ধু এবং রাজার জ্ঞাতি।

বেন্বুবল।—রোমিওর বন্ধু এবং মন্তাগোর ভ্রাতুষ্পুত্র।

তৈবল।—কপলত-পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

মধুরানন্দ।—মঠের অধিকারী গোঁসাই বা মোহান্ত।

গুহাবাসী।—মঠের জনৈক বাবাজী।

বল্লভ।—রোমিওর ভৃত্য।

শম্ভো ও গিরে।—কপলতের দুইজন পাইক।

ভূতোর বাপ—ধাত্রী-অনুচর।

অভিরাম ও রাঘব।—মন্তাগোর দুই ভৃত্য।

হরকরা।

বেদিনী, বাজকর ও বাউলের দল।

পারেশের দুইজন ভৃত্য।

বরণাবাসিগণ। অন্যান্য ব্যক্তি ও দাসদাসীগণ। নগররক্ষক। ঐক্যতানবাদক।

দৃশ্যস্থান।—বরণা ও মাকুয়া নগর।

স্ত্রী।

মন্তাগো-পত্নী।

কপলত-পত্নী।

কপলতের মাতা।

সোহাগ, সুতার, সুভাব প্রভৃতি কপলতের স্বসম্পর্কীয় স্ত্রীলোকগণ।

জুলিয়েত।—কপলতের কন্যা।

জুলিয়েতের ধাত্রী।

সূচনা।

—:*:—

সুচারু সুন্দর, বরণা নগর, এ দৃশ্য ঘটনা যেখানে হয়;
বহু ধন মান, সম্ভ্রান্ত সমান, দুই ঘর ধনী ছিল সেথায়।
দ্বেষ হিংসা তরে, ছিল পরস্পরে, বহুদিন হ'তে মনোবিরাগ।
সময়ে সময়ে, অসূয়া উদয়ে, করেছে রঞ্জিত রুধির রাগ।
অদৃষ্টের বশে, দুই ঘরে শেষে, জনমিল দুই প্রণয়ী প্রাণী,
সহিয়া কত না, প্রণয় যাতনা, ম'রে ঘুচাইল কুলের গ্লানি।
পিতৃ হৃদিতল—নিহিত অনল, কভু না কিছুতে নিবিত যাহা,
অপত্য-হনন—যজ্ঞ সমাপন, নিধনে অপত্য, নিবিল তাহা!
সেই ভয়ঙ্কর, ঈর্ষা-প্রাণীহর, সেই নিদারুণ প্রণয় কথা,
দণ্ড দুই ধরি, এই মঞ্চোপরি, দেখাইব আজি, ঘটিল যথা।
যদি দয়া করি, কর দরশন, করহ শ্রবণ আদরে তাহা;
যতনে শোধন, করিব পশ্চাৎ, আজি মনোমত না হবে যাহা।

রোমিও-জুলিয়েত।

প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য।

(বরণা নগর সাধারণের গমনাগমনের স্থান।)

ঢাল তলওয়ার প্রভৃতিতে সজ্জিত

শম্ভো ও গিরের প্রবেশ।

। দেখ গিয়ে! ফের বল্‌চি, এবার আর সইব না—রাগের জ্বালা বড় জ্বালা!

। হুঁ- ঠিক্ যেন ঢাকাই জ্বালা।

। না হে না, আমি তা বল্‌চি না; বল্‌চি কি যে, এবার রেগেচি কি—আর হেতের

গি। চাল্‌বে?—না নিজে চল্‌বে?

শ। দেখিস্ দেখিস্—তেতেচি কি, মেরে বসেছি।

গি। বসেচো, বটে,—বস্‌তেই ত দেখি, তাত্‌তে ত বড় দেখিনে।

শ। মন্তাগোর গুষ্টীর একটা বেড়াল দেখ্‌লেও আমার গাটা রগ্ রগ্ ক'রে ওঠে, থির হয়ে আর দাঁড়াতে পারি নি।

গি। তবে কি দৌড় দিস্ না কি?—থির হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকাই ত মরদের কাজ।—বড় বড় জাঁদরেল্ টাঁদ্রেল্দের কাজই ত স্থির হয়ে সক্কলের পেছনে নাকে দূরবীণ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।—তারা কি হেতের ছোঁয় ?

শ। যা যা শালা,—তুই কোনো কাজেরই নোস্, কেবল ভয়েই মরিস্।

গি। বলি, ঝক্‌ড়া ত আমাদের মনিবে মনিবে,—তা আমাদের কি এত্তো মাথাব্যথা ? আমরা চাকর বই ত নই।

শ। ও কিরে—ও কি কথা ? দেখিস্ এবার, আমি কেমন ধড়িবাজ—মেয়ে মদ্দ ছেলে, এবার আর কারো মাথা থাক্‌বে না।—হেতের খোল্, ঐ দেখ্ মন্তাগোর দলের দু'জন লোক আস্‌চে।

গি। আমার হেতের তো খোলাই আছে, তা আগুবাড়িয়ে যা না—ঝক্‌ড়া বাধাগে না—আমি তোর দোসর হব এখন।

শ। ও গিরে,—পালাচ্চিস্ না কি—ফিরে দাঁড়ালি যে ?

গি। ভয় কি ? কোনো ভয় নেই বাবা,—আমার জন্যে তোকে ভাব্‌তে হবে না।

শ। ভাব্‌না তো তোরই জন্যে রে।

গি। আমি বলি কি, ওরাই আগে সুরু করুক্ ; এখনকার দিনে আইন্ আদালত বাঁচিয়ে চলা ভালো।

শ। কাছে এলেই কিন্তু আমি ভেংচোব,—শালারা যা কর্ত্তে হয় করুক্।

গি। ও বেটারা আবার করবে কি ?—হেক্‌মৎ তো ভারি ! কাছে এলেই আমি বুড়ো আঙ্গুলটা দেখাব।—সে অমান্নি যদি সয়, তো বেটারা বড়ই বেহায়া।

অভিরাম ও রাঘবের প্রবেশ।

অভি। তুই কি আমাদিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্চিস্ ?

শ। হাঁ, তা দেখাচ্চিই ত।

অভি। জবাব দেনা—আমাদিকে ?

গি। (চুপে চুপে শম্ভোর কাণে) হাঁ ব'ল্লে আইন আদালত বাঁচ্‌বে ত ?

শম্ভো। (গিরের প্রতি অনুচ্চস্বরে)—উঁহুঁ।—(প্রকাশ্যে) তোদের দেখাচ্চি কে ব'ল্লে ?—দেখাচ্চিই ত বটে। কি একটা ঝক্‌ড়া বাধাবি না কি ?

অভি। ঝক্‌ড়া কেন বাধাবো ?—আমি তেমন্ ঝক্‌ড়াটে নই।

শ। শোন্ বলি,—চাস্ ত আমি তোর সঙ্গে এক হাত্ আছি। তুইও যত বড় মনিবের চাকর, আমিও তাই—তা জানিস্ ?

অভি। তার চেয়ে ত বড় নয়।

শ। কি বল্লি ?

গি। (চুপে চুপে শম্ভোর কাণে)—বল্‌না, তার চেইতেও বড়।—ঐ দেখ্ আমাদের মনিবগুষ্টীর একজন সদ্দার আস্‌চে।

শ। বড় না তো কি ? তোদের মনিবের চেয়ে আমাদের মনিব ব—হু—ৎ বড়।

অভি। ঝুটবাৎ।

শ। কি বল্লি ? খোল্ হেতের—মরদ্ হোস্‌ত এখনি খোল্। গিরে দেখিস্—খুব্ হুসিয়ার

গি। শম্ভো, তোর সেই ওস্তাদি চাল্‌টা ছাড়িস্ নে।

(দুইজনের হেতের চালান।)

বেনুবলের প্রবেশ।

বেনু। থাম্ পাজিরা—থাম্ বল্‌চি।

(নিজের তলোয়ার দিয়া দুইজনের হাত থেকে তলোয়ার ছটকাইয়া ফেলা।)

তৈবলের প্রবেশ।

বেশ্—বেশ্; এই যে চাষা ভূষোদের সঙ্গে তলোয়ার খেলা হ'চ্চে? বেশ্—বেশ্, বেনুবল্, সাহস থাকে ত আমার দিকে ফের।—দেখ্, তোর যম এসেছে।

। আমি এদের থামাচ্চি—শান্তি রক্ষা কচ্চি। অস্ত্র খাপে তোলো, আর না হয় ত আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে এদের থামাও।

। শান্তিরক্ষা?—কচু রক্ষা! হাতে নাঙ্গা তলোয়ার, আবার শান্তিরক্ষা! তোর ও কথায় থু! তোর মুখে থু! তোর মন্তাগোর গুষ্টির মুখে থু!—সামাল্—

(দুইজনে অস্ত্র চালনা।)

ক্রমে উভয় গোষ্ঠীর আরো অনেকানেক ব্যক্তিকে দাঙ্গায় যোগ দিতে দেখিয়া, কুড়াল; কোদাল, লাঠি, সড়্কি লইয়া নগরবাসিগণ সেই-খানে উপস্থিত)

নগরবাসিগণ। মার্ বেটাদের—মার্ মার্!—ভাই সব এগো—মোন্তাগো, আর কপলতের দুই দলকেই ঠেঙ্গা—মার—মার—ঘাড় পিষে দে।

বৃদ্ধ কপলত ও তাঁর বয়স্যের প্রবেশ।

। কিসের গোল হা?—কেআছিস্ রে, দেতো—আমার তলোয়ার খানা দেতো।

বয়স্য। ওহে—যষ্টি—যষ্টি—খড়ের যষ্টি! —তলোয়ার কেন?

। কে আছিস্—তলোয়ার—তলোয়ার আন—কেউ শুনচিস্‌নে, ঐ যে দেখ্‌চি প্রাচীন মন্তাগো আমাকে দেখিয়ে তলোয়ার ঘুরুচ্চে।

মন্তাগো ও তাঁর বয়স্যের প্রবেশ।

মন্তাগো। হা দুরাত্মা কপলত!—(বয়স্যের প্রতি) আমাকে ছাড়্ বল্‌চি—দে ছেড়ে।

কপ-বয়স্য। তুমি আর শত্রুর কাছে এক পা এগুতে পাবে না।

অনুচরগণ সঙ্গে স্বয়ং রাজার প্রবেশ।

রাজা। এ বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দ শান্তিক্ষয়-কারী, প্রতিবেশি-রক্তে অসি রঞ্জিত

এদের—
শুনিবে না—কভু কি ইহারা রাজাদেশ?
হ্যাঁ রে, ও পশুস্বভাব নর-অবয়ব,
হৃদয় উৎসের রক্তে প্রবাহ ছুটায়ে
নিবাইতে ক্রোধবহ্নি সদা তৃপ্ত যারা—
শোন্ বলি—এ আজ্ঞা লঙ্ঘিলে রক্ষা নাই।
আজ হ'তে তোদের—ও রুধির-রঞ্জিত—
অস্ত্র যত, হস্ত হ'তে ফেল নিক্ষেপিয়া
দূরে ধরাতলবক্ষে।—শোন্ বলি আর
এ আজ্ঞা লঙ্ঘনে দণ্ড যেবা। তিন বার
এইরূপে মুখের কথায়—অশরীরী
ভাষার সংযোগে—তোমাদের দু'জনার
দলভুক্ত জনগণ হয়ে উত্তেজিত
হরিলা এ নগরের শান্তিময় সুখ—
রাজপথ জনাকীর্ণ প্রাচীন স্থবিরে,
পরিহরি বয়োচিত বেশ পরিচ্ছদ,
সাজি নিজ জীর্ণ প্রহরণে—জীর্ণ যথা
নিজ দেহ—আসি দেখা দিলা যুদ্ধ বেশে।
রাজবর্ত্মে সেরূপে আবার অগ্রসর
হও যদি পুনঃ কেহ কলহ বিবাদে
ভাঙ্গিতে শান্তির সুখ,—নিশ্চিত তা হ'লে
হবে প্রাণদণ্ড তার। এবার নির্ভয়ে
করো সবে নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান।
কপলত, এস তুমি আমার সহিত;
তুমিও মন্তাগো আজি অপরাহ্লে আসি
হৈও উপস্থিত—শ্রীমণ্ডপে—ধর্ম্মাসনে
আমাদের অধিষ্ঠান যেথা,—সেই খানে

শুনাইব আরো কিছু আদেশ আমার।
অন্য সবে যাও নিজ নিজ নিকেতন,
প্রাণদণ্ড দণ্ডে যদি ভয় থাকে মনে।

[মন্তাগো, তস্য বয়স্য এবং বেন্বল ভিন্ন আর সকলে নিষ্ক্রান্ত]

মন্তাগো। বেন্বল, জানো যদি বলো, পুনরায়
কে জাগায়ে দিল এই দ্বন্দ্ব পুরাতন ?
ছিলে কি নিকটে এর সূচনা যখন ?

বেন্ব। হে আর্য্য ! দুই পক্ষের দুষ্ট ভৃত্যগণ,
আসিবার আগে মম, কলহেতে মাতি
অস্ত্র চালাইতেছিল ; দেখিয়া যেমনি
খুলি নিজ তরবারি দ্বন্দ্ব নিবারিতে
অগ্রসর হই আমি, সহসা তখনি
মহাক্রোধী তৈবল আসিয়া দেখা দিল !
ক্ষণমাত্রে তরবারি নিষ্কাসি তাহার,
দুর্ব্বাক্য ভৎসনে মোর ধিক্কারি শ্রবণ,
স্বন স্বন শব্দে বায়ু বিদীর্ণ করিয়া,
অস্ত্র ঘুরাইয়া ঘন মস্তক উপরে
যুদ্ধে সম্ভাষণ কৈলা মোরে। অচিরাৎ
অগত্যা আমিও অস্ত্র চালাই তখন,
পার্শ্ব-নিম্ন-পুরঃ-গুপ্ত প্রহার কতই—
খেলাই দু'জনে ক্ষণ মুহূর্ত্ত ভিতরে,
ঘাত প্রতিঘাতে শব্দ—অস্ত্রের ঝনঝনা ;
কত লোক ক্রমশঃ দু'দলে দিল যোগ ;
হেনকালে স্বয়ং ভূপতি আসি সেথা
নিবারিয়া দিল দ্বন্দ্বী দু'ভাগে ভাঙ্গিয়া।

ম-বয়স্য। রোমিও কোথায় ?—
তারে ত দেখিনে হেথা
ভালই করেছে সে এ দ্বন্দ্বে নাহি থাকি।

বেন্ব। হে আর্য্য, জগতসেব্য সবিতা যখন ;
অতীব প্রত্যুষে আজ, পূর্ব্বাশার কোলে,
সুবর্ণের বাতায়ন খুলি আপনার
আড়ে নিরখিতেছিলা জগতের পানে,
দণ্ড দুই তারো আগে, মনের অসুখে,
উঠে গিয়াছিনু আজ ভ্রমিতে বাহিরে,
নগরের উপপ্রান্তে পশ্চিম প্রসরে,
যেথা উড়ুম্বর বৃক্ষরাজি মনোলোভা
বিরাজিত কুঞ্জরূপে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে
হেরি অকস্মাৎ সেথা একা রোমিওরে।
দেখে তার নিকটে চলিনু। অমনি সে,—
সতর্ক থাছিল যেন, অতি দ্রুতগতি
লুকাইল গুল্ম অন্তরালে। হেরি তাহা,
অনুসার আর তার না করি তখন।
নিজ মনোভাবে বুঝি চিত্তগতি তার,
নিভৃতে ব্যাপৃত ছিল প্রাণের চিন্তায়।
চলিলাম অন্যদিকে, তিনিও তখন
গেলা চলি অন্য কোনো পথে

মন্তাগো। আরো অন্য বহুদিন এরূপে প্রভা
অনেকে দেখেছে তারে ভ্রমিতে সেথায়
মিশাইয়া নেত্রাসার প্রভাত নীহারে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসধূমে করি গাঢ়তর
প্রভাতী নীরদমালা ; কিন্তু সূর্য্য যেই
জগৎ প্রফুল্লকর কর প্রসারিয়া
উষার পালঙ্ক হ'তে সরাইয়া দেন
চারুশয্যা প্রাবরণ তাঁর, তখনি সে
গৃহমুখ হয় পুনঃ ত্যজিয় আলোক ;
ধীরগতি প্রবেশে মন্দিরে আপনার ;
রুদ্ধদ্বার থাকে সারা দিন ; বাতায়ন-
দ্বার রুদ্ধ, গবাক্ষ সকলি রুদ্ধপথ,
রজনীর তমসায় আঁধারি দিবস।
ইথে বুঝি হৃদি তার আচ্ছন্ন তিমিরে
দুশ্চিন্তা হুতাশে কোনো ; হিত উ
এখন না পারি যদি নিবারিতে তা
বিষময় ফল হবে শেষে।

বেন্ব।—
জানেন কি কিছু ?

মন্তাগো।— জানি নাই, জ
পারি নাই কেন সে এমন

।।— আপনি কি
করেছেন চেষ্টা জানিবার ?
গো।— নিজে আমি
করেছি কতই চেষ্টা, করেছে সুহৃদে
কত যত্ন অনুযোগ, কিন্তু সে আপনি
মন্ত্রদাতা আপনার, হৃদয়ের কথা
খোলে না কাহারো কাছে, গোপনে আপন
মনে রাখে লুকাইয়া, থাকে মৌনভাবে।
যথা কীটদষ্ট হ'লে কুসুম কলিকা
টে না—খোলে না পাতা, না ছাড়ে সৌরভ
সমীরণ কোলে আর, না উৎসর্গে
আর তার সৌন্দর্য্যমাধুরী সূর্য্য-করে।
পারো যদি জানিবারে কেন সে এমন,
কি দুঃখে হৃদয় তার এত জরজর,
যত্নে তবে দেখি প্রতিকার।
।— অই যে সে !
অলক্ষ্যে কিঞ্চিৎ এবে দাঁড়ান সকলে।
নিশ্চয় জানিব আজ কেন মনভার,
নহিলে সে নহে মোর—আমি নহি তার।
—পারো তো বড়ই ভাল।—এসো হে এখন,
হেথা আর থাকা নয়, চল, সরে' যাই।
[নিষ্ক্রান্ত]

রোমিওর প্রবেশ।

। প্রাতঃ নমস্কার।
! সে কি, এখনও সকাল ?
। এই তো ন'টা।
। হবে! দিন, দুঃখীর ত যায় না।—
কে গেলো হে, অত তাড়াতাড়ি,-বাবা বুঝি?
। হাঁ রোমিও, কিসে দুঃখ এতোই
তোমার, দিন যে আর যায় না ?
। তা না পেয়ে, যায় দিন শীঘ্র যেতো !
।— পীরিতের একা নাকি ?
।—ঠিক্‌রে গেছে ভাই !
। ফের কেন আন না টেনে ,

রো। সে যে রাজী নয় !
বেন্থ। সে কি, তাও কখনো হয় ?
দেখ্‌তে কোমল প্রণয়,অ্যাতো ভেতর কড়া
তায় ! তবে কি কাঠের পুঁতুল ?
রো। আর ভাই, সে ঠাকুরটী একে কাণা,
তায় অনঙ্গ, তাতে বক্রগতি, তবু ইচ্ছা যে
পথে তাতেই নিয়ে যায়।
মধ্যাহ্ন কোথায় হবে?—একি কাণ্ড হেথা!
কিসের এ রক্তপাত ? কি বিগ্রহ হেন ?
না না, আর হবে না বলিতে তায়—জানি
সে সকলি। হায়, এ কি প্রেমের উত্থান ?
হিংসার মশান এ যে প্রেতের শ্মশান ;
অহো ! প্রেম হিংসাময়, তুইই কি আরাধ্য ?
কলহী প্রণয়, ওরে, প্রণয়ী কলহ
তুইই হৃদয়ের ধন ? তুই যে অসাধ্য ?
অয়ি শূন্য চিত্রের আকাশ-উদ্ভূত
অয়ি, চিত্ত লঘুর সুগুরুভারযুত !
অয়ি, মনোমরীচিকা সত্যের স্বরূপ !
তন্নাম তন্নাম মাত্র—প্রাণের বিদ্রূপ !
অগঠিত আবর্জ্জনা সুমূর্ত্তি দর্শন !
সীসার লঘু কার্পাস, ধূমের জ্বলন !
শীতাগ্নি, সুস্বাস্থ্য রুগ্ন, নিদ্রাজাগরণ !
নহে তাহা দৃশ্য যাহা অঘট-ঘটন !
এই প্রেমে মজে আমি প্রেমিক হয়েছি ?
না চাহি সে ছদ্ম ছল কহিনু সঠিক।—
হাস্‌চ না যে বড় !
বেন্থ।—হাস্‌ব কি হে, কান্না পাচ্ছে।
রো।—কান্না কেন ?
বেন্থ।—দেখে তোর প্রাণের যাতনা !
রো। বেন্থবল্' প্রণয়ের দোষই এই জেনো
নিজ প্রাণে যতক্ষণ লুকাইয়ে রয়,
ততক্ষণ ভারগ্রস্ত নিজেরই হৃদয় ;
সে দুঃখের ভাগী যদি অন্য কেহ হয় ,
দুখের উপরে চাপে—সে খেদ ছড়ায় !

আমার ব্যথায় তুমি ব্যথিত যে হ'লে,
শতগুণ দুঃখ মম বাড়াইয়া দিলে।
প্রণয়-ধুঁয়ার সম শোকের নিশ্বাসে
আরো গাঢ়তর হয়,—বুঝাও সে শ্বাসে—
তখন প্রণয় ধ'রে উজ্জ্বল বরণ
প্রণয়ী নয়নে জ্বলে দীপ্ত-হুতাশন।
কিম্বা যদি অবরোধে উচ্ছ্বাসিত হয়,
প্রেমীর নয়ননীরে পারাবার বয়!
ধীরের ক্ষিপ্ততা প্রেম, বিষকণ্ঠরোধী,
অথবা জীবনপ্রদ মধুর ঔষধি!
প্রণয় ইহারি নাম—আসি হে এখন।
বেন্থ। ধীরে হে, আমিও সঙ্গে করিব গমন,
রোমিও, যে ফেলে যাও, কি দোষে এমন?
রো। রোমিও কে? কোথায় সে?—
আমি তো সে নই।
দেখো গে কোথা সে এবে করে হই হই।
বে।—বল ভাই, এ খেদ কেন? কারে
ভাল বাসো।
রো।—কারে ভালবাসি? তবে বলি বসো
বসো। বল্‌তে ত পারি না ভাই, কান্না
পায় খালি,—হা হুতাশ শুনতে চাও—
বলো, কই বলি।
বেন্থ। হা হুতাশ কেন ভাই, বলোনা সে কে?
রো। উইল্‌ কর্ত্তে বল যথা মুমূর্ষে সহসা—
যেমন কঠোর তার কাণে সেই ভাষা—
আমাকেও তেমনি হে, সে নাম জিজ্ঞাসা।
শুনবে তবে,—সে একটী কামিনী।
বেন্থ।— আগেই
এ চেছি তাতো—বলেছি—প্রেম যখনি।
রো। বেন্থবল্‌, সাবাস্‌ তোকে বলিহারি যাই।
তীরন্দার বটে তুই! জিজ্ঞাসি এখন
বুঝতে কি পেরেছ—সে সুন্দরী কেমন?
বে। সে আর কঠিন কিহে?—আমার রোমিও
সুন্দর যেমন, সেও সুন্দরী তেমন।

এ কি আর বুঝতে বাকি, পড়েই ত আছে
রো। এতাগ্‌ লাগেনা ভাই, তীর হ'তে গেছে
অন্যের সমান তারে ভেবোনা কখনো।
মন্মথ-বাণের লক্ষ্য নহে সে রমণী,
হার মানে তার কাছে কন্দর্প আপনি।
গার্গীর সমান বুদ্ধি, শকুন্তলা সমা,
মধুরভাষিণী বামা সাধ্বী শুদ্ধমতি,
সতীত্ব-কবচে ঢাকা সে চারু-মূরতি!
অনঙ্গের ফুলশরে অক্ষত সে দেহ,
শ্রবণে না দেয় স্থান প্রেম নাম সেহ,
প্রণয়-কটাক্ষে প্রতি-কটাক্ষ না হানে,
মুনিমনোলোভা স্বর্ণ ঠেলে লোষ্ট্র জ্ঞানে
রূপে ধনী বড় ধনী—দরিদ্র বিচারি,
মরিলে সে ধনে কেহ নহে অধিকারী।
বেন্থ। তবে কি চিরকৌমার্য্য প্রতিজ্ঞা তাহার
রো। সে পণ করেছে সত্য, কিন্তু ফল তার-
বৃথায় হইবে নষ্ট এ সৌন্দর্য্য তার।
সৌন্দর্য্য ধনের যদি না থাকে দায়াদ
কৃপণের দীনতা সে সঞ্চারে বিষাদ।
যেমন সুন্দরী ধনী তেমনি প্রবীণা—
বুঝিতে পারিবে পরে বৃথা এ কল্পনা!
বুঝিবে তখন—মোরে এ নৈরাশ্যে ফেলে
সুখী সে হবে না কভু প্রেমে পায়ে ঠে
কি দারুণ পণ! প্রাণে দিবে না সে স্থ
প্রণয়ের মোহসুখ!—তাই, মৃত্যুবাণ
সেই পণ হৃদয়ে আমার! শুনলে তো
আমার সে প্রণয় আখ্যান?
বেন্থ।— ভোলো তা
কথা রাখো মোর।
রো।— ভাই, ভুলিব কেম
পন্থা দেখাইয়া দাও—স্মৃতি প্রক্ষা
শক্তি নাই।
বেন্থ।—হেরো আরো সুরূপা ললনা,
রূপে তার তুলনা করিয়া তুলা ধরি।

সে তুলনা হ'লে পরে সেই জয়ী হবে।
যতই খুঁজিব, হায়, ! যতই দেখিব,
নিরুপমা ব'লে মনে তারেই মানিব
কি সুখী রমণীমুখ অবগুণ্ঠ যত,
পরশি চারু ললাট সুখ ভুঞ্জে কত !
বরণে দেখিতে কালো অবগুণ্ঠ চয়,
লুকাইয়া রাখে কিন্তু চন্দ্রের ছটায়।
প্রকাশ্যে যে দেখে তার দৃষ্টি হয় হারা,
ভুলিতে কি পারে সে—যে হয় দৃষ্টিহারা ?
পরমা রূপসী নারী হেরিলে নয়ন,
থাকে কি সে তা হ'তে রূপসী কোন্ জন ?
সৌন্দর্য্য দর্শনে, হায় ! এই যদি ফল,
থাকুক গুণ্ঠনে ঢাকা সে চারুকমল !
এখন বিদায় হই ;—তুমি পারিবে না
শিখাইতে ভুলিবারে হৃদয়যাতনা।
প্রণয় পাঠের গুরু আমি তব হব,
সে শিক্ষা শিখাবো—নয় চিরঋণী রব।

(উভয়ের প্রস্থান)

১ম অঙ্ক।—২য় দৃশ্য।

(বরণা নগর)

(কপলত-বয়স্য ও পারশের প্রবেশ।)

পা। মহাশয়, কি আদেশ করিলেন তিনি—
আর্য্য কপলত মহোদয়—আমার সে
প্রার্থনায় ? তিনি কি সম্মত কন্যাদানে ?
সে প্রসঙ্গে কোনো কথাই হয়েছিল কি ?

ক-ব। অনেক অনেকবার, পারশ, সে কথা
হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, শেষ উক্তি তাঁর
বলি শুনো অবিকল তাঁহারই কথায়—
"বালিকা এখনও কন্যা, জানে না সে কিছু
রীতি নীতি সংসারের ; হয় নি বয়স
আজো পূর্ণ চতুর্দ্দশ; যাউক আসুক
ফের শরতের কাল আরো দুইবার
দেখায়ে-গৌরব তার পল্লবকুসুমে,
তখন বিবাহযোগ্যা হবে কন্যা মম—
সম্পূর্ণ যৌবন লভি—তখন সে কথা।"

পা। তার চেয়ে ছোট ছোট কত যে বালিকা
হইতেছে ঘরে ঘরে পুত্রপ্রসবিনী !

ক-ব। সে তর্ক করিতে কি হে ছেড়েছিনু আমি;
তাহার উত্তর তাঁর—"সে সব বালিকা
তেমতি শুকায়ে গেছে—যথা শুষ্কলতা
একমাত্র আছে সেই, গেছে আর সব
আশার আশ্রয় মম, সেই কন্যাধন
আছে মাত্র ধরাতলে ! পারশেরে ব'লো,
প্রেমভিক্ষা করে তার কাছে, পারে যদি
সম্মতি লভিতে তার, আমিও সম্মত ;
আমার সম্মতি তার রুচিরই কিঙ্কর।
সে যদি সম্মত হয় জেনো সে সম্মতি
আমার স্বীকার বাক্য স্থির সুনিশ্চয়।"

পারশ।—যথা আজ্ঞা তাঁর।

ক-বয়স্য।— আর এক অনুরোধ
আছে হে তাঁহার শোনো—আজ নিশাকালে
হবে নিকেতনে তাঁর, চিরপ্রথা মত
বসন্ত-উৎসব-ক্রীড়া ; বহুজন তায়,
প্রিয়তম তাঁহার বান্ধব বন্ধু যত,
হবে নিমন্ত্রিত সবে ;—তাঁর অনুরোধ
একান্ত আগ্রহ সহ বলেন আমায়—
তোমাকে নিশিতে আজ আসিতে হইবে।
আনন্দবাজার তাঁর তবে পূর্ণ হবে।
এসো ভাই, ইহাতে আমারও অনুরোধ,
ঠেলো না এ নিমন্ত্রণ রেখো মোর কথা।
সে সুহর্ম্ম্যে আজ নিশি দেখো কত নব
নক্ষত্র উদয় হবে নিশি-তমঃহর,
ক্ষিতি স্পর্শ করি চারু চরণপল্লবে,

পালাবে তখন তমোরাশি, যথা খঞ্জ
হেমন্ত পালায় দূরে বসন্তে নিরখি।
তখন, যেমন সুখী যৌবন প্রমোদ
যুবকযুবতীগণ, আজ নিশি সেথা
তেমতি আনন্দ তুমি ভুঞ্জিবে অবাধে
উৎফুল্ল-কামিনীকুল—ফুলদল মাঝে।
দেখো সবে,—শুনো সবে—এক্ এক্ করি,
সকল হইতে যেবা গুণে গরীয়সী
হৃদয় আকাশে তুলি লৈও সেই শশী।
অনেক অনেক রূপ গুণ নেহারিবে,
হৃদয়ে ধরিতে শুধু একটীই পাবে।
এসো ভাই একান্তই অনুরোধ মম।

[পারশ ও কপলত-বয়স্য নিষ্ক্রান্ত]

একখানা কাগজ হাতে একজন হরকরার প্রবেশ।

হর। না, দিব্বি, যার যার নাম লেখা তাকে খুঁজে বের করো।—সকলের কাজেরই একটা ধরাবাঁধা আছে,—মুচির কাজ, গজকাটী নিয়ে, দর্জির কাজ কাঠের ছাঁচে, জেলের কাজ তুলিতে—আর পটোর কাজ ফ্যাটা জালে;—কিন্তু আমার কাজ, তাদের খুঁজে বের করা, যাদের নাম এইতে লেখা।—তা আককাটা আকুঁরে বেটা কি যে আঁচড়েচে মাথামুণ্ড কিছুই তার ঠিক কর্ত্তে পাচ্চিনে। দেখি, একজন লিখিয়ে পড়িয়েকে জিগ্‌গেস্‌তে হলো।

[এ দিক ও দিক পরিক্রমণ]

রোমিও ও বেন্বলের প্রবেশ।

বেন্। ক্ষেপলে নাকি ?

রোমি। ক্ষেপিনি কিন্তু হেরাহেরি।—পাগলা গারদে পূরে সপাসপ্ বেত লাগালে যে জ্বলা, সে এর কাছে কোথা লাগে ? এই বেলা সরি।—বেন্বল নমস্কার।

হর। বাবুজি, তুমি লেখাটেকা পড় পারো ?

রো। হাঁ, আমার দুঃখের দশা বিবেচনা কপালকুষ্টি কতক্ মতক্ বুঝ্‌তে পারি।

হর। হ'তে পারে সেটা মুখস্থ আছে। লেখা পড়া শিখেছ ?—হাতের পড়তে পারো ?

রো। হ্যাঁ খুব পারি—যদি সে ভাষাট আর অক্ষর ক'টা জানা থাকে।

হর। সুখে থাকো বাবু—বেঁচে বর্ত্তে থাব ঠিক কথাই বলেচ।

রো। নারে না—দাঁড়া, দে কাগজখান (কাগজ লইয়া পাঠ) মহামহিম মা পালক স্থার মহারাজ মুলুক্‌ফক্কা, জবর সবলোট বাহাদুর, মহামান্য গোত গাধ্‌ধা, রাজাবাহাদুর চাঁদা দেহেন্দা, বাহাদুর জয়জয়কার, রায় বা চালাক্‌চোস্ত, মীরমুর্দ্দা হুজুরঠাণ্ডা, বাহাদুর খপরদেহেন্দা, অনারে হাজিরবন্দা, মহামহোপাধ্যায় চাটু যথাযোগ্য কপালমন্দ ও মহিমাবর মধু নন্দ গোস্বামী, মান্যবর ৈৈৈৈৈরাজ কল্যা পারশ চিরজীবী তৈৈৈৈ আরো—আ (কাগজ ফিরাইয়া দিয়া) এ তো অ গুলি ভদ্র ভদ্র লোকের নাম দেখ্‌চি— বাড়ি নিমন্ত্রণ হে ?

হর। আমাদের বাড়ি।

রো। তোমাদের ত বটে, তবু কে সে ?

হর। আমার মনিব মোশয়।

রো। তাইতো, আগেই সেটা জিজ্ঞ করা উচিত ছিল।

হর। তা নাই ক'রে জিজ্ঞাসা, আমিই বল আমার মনিব মহা ধনাঢ্য কপলত মহা —তুমি মন্তাগো দলের কেউ যদি না

ত যেইও, লুচি মোণ্ডা একপেট খেয়ে যেতে পার্‌বে—ঢালাও জিনিব—দেদার—দেদার দে—খেয়ে ফুরোয় কে? বাবুজী এখন আসি, সুখে থাকো।

[হরকরা নিষ্ক্রান্ত]

। রোমিও, আজ যে'ও হে, ভারি পর্ব্ব সেথা।

বসন্ত উৎসব পর্ব্ব বহুদিন হ'তে
হয় কপলত গৃহে মহা আড়ম্বরে—
আনন্দ বাজার আজ বসিবে সেখানে।
আসিবে কতই সেথা সুরূপা সুন্দরী,
বরণার সুবিখ্যাত মহিলা মণ্ডলী
বিরাজিবে সেথা আজ বেশভূষা পরি।
অরঞ্জিত চক্ষে চেয়ে দেখো সে সবারে।
দেখাব যাদের আমি—দেখে মোহ যাবে।
তার পর মনে মনে করিও বিচার
তাদের তুলনা ধরি প্রেয়সী তোমার
কোথা দূরে পড়ে রবে বুঝিবে তখন।
রাজহংসী সম তব চিত্ত সরোবরে
খেলায় যে—ক্ষণিকে সে দেখাবে বায়সী!

।। সত্যের আকর মম এই নেত্র তারা,
হেন মিথ্যা তাহে যদি কভু ব্যক্ত হয়,
তবে অশ্রুধারা—এতদিনে বহে যাহা
ধারার আকারে, অগ্নিরূপে যেন শেষে
প্রবেশে হৃদয়ে মম চিত্ত মনঃ দহি।
অশ্রুস্রোতে এত কাল ডোবে নাই যাহা,
সে তারা অনল তাপে দগ্ধ যেন হয়।
প্রিয়া হ'তে নারীকুলে গরীয়সী কেহ
থাকে যদি এ ব্রহ্মাণ্ডে সৃজিতের মাঝে;
কিম্বা সর্ব্বদর্শী সূর্য্য না দেখেছে যাহা—
তা হ'লে এ নেত্র তারা যেন খসে' যায়।

। মিছা ও বড়াই!—কাছে ছিলনা ত কেহ
পরমা সুন্দরী, তাই, মনে করো তারে
তাহারি তুলনা নিজে সেই; কিন্তু আজি
নিশাকালে দেখাবো তোমায় যে ক'জন,
তাঁদের তুলনা করে' তুলা যদি ধরো,
নিরুপমা মনে ক'রে ভাবিছ যাহায়,
তখন ভাবিবে কেন ভাল বলি তায়;

রো। চলো, সঙ্গে যাব তব—মিছা এ বড়াই—
আমার প্রিয়ার সমা নারী আর নাই;
যেরূপ দেখিয়া সদা পোড়ে এ নয়ন।
সেইরূপই দেখে ফিরে জুড়াবে এখন।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

প্রথম অঙ্ক।—৩য় দৃশ্য।

—*—

[কপলতের বাটীর একখণ্ড।]

কপলত-জননী ও ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। আমার মাথার দিব্বি, কর্ত্তামা, এমন মেয়ে আর হবে না। কেমন ঠাণ্ডা—কেমন ধীর—যেন পোষা পাখিটী। চৌদ্দ বচ্ছর বয়েস হ'তে গেলো, এখনো যেন আমার হুকুমে চলে।—তাই ত, কোথা গেলো?—আহা ঠাকুর দেবতারা বাঁচিয়ে রেখো।—ওমা জুলিয়ে, কোথা গেলি গা?

[জুলিয়েতের প্রবেশ]

জু। কেও ডাকে?

ধা। তোমার ঠাকুর মা ডাকচেন

জু। কেনো ঠানদিদি, এই যে আমি এখানে। কি বল্‌চো?

ক-জননী। বল্‌চি কি,—ধাই একবার তুই সর তো, আমরা আড়ালে গোটা দুই কথা

কই।—না ধাই, আয় ফিরে আয়। এ কথা তোমারো শোনা দরকার।—জানিস্ তো, নাতনীর আমার বয়েস হয়েচে।

ধাই। ওর বয়েস আমি আর জানিনে? আমি চুল চিরে হিসেব ক'রে দিন ক্ষ্যাণ পল বিপল পর্য্যন্ত বলে দিতে পারি—ওর নাড়ী নক্ষত্তোর কি না জানি।

ক-জননী॥ চোদ্দ পেরইয়েচে কি?

ধাই। ওমা! সে কি গো—কোথা যাবো গো—চোদ্দ পেরইয়েচে কি?—সে আবার কি কথা—আমার আরও চোদ্দটা দাঁত কেন পড়ে যাক্ না—(স্বগত।—চাট্টে বই আর নেই কিন্তু)—আহা জুলির আবার বয়েস—শিবচতুর্দ্দশী কবে?

ক-জননী। এই পোনের দিনের ওপর আর ক'দিন ন্যাকি বাকি আছে।

ধাই। ষাট্—ষাট্—বেঁচে থাক্, সেই শিব-চতুর্দ্দশীর দিন ওর চোদ্দ পূরবে।—আহা, আমার সুসোর বেঁচে থাকলে সেও ওর বয়স পেতো।—পোড়া মুখো যম কি তা রেখেচে? আমার সুসোর আর ও একদিনের ছোট বড়ো গো।—সে দিন কি ভোলবার গা। ওগো এই শিবচতু-র্দ্দশীর দিনে ওর চোদ্দ বছর পূরবে। আহা, ভূঁইকম্প গেছে আজ বারো বছোর হলো, জুলিয়েত তখন সবে এই মাই ছেড়েচে,—সে কি ভোলবার দিন গা—কত্তা মা আমার বেশ মনে হচ্ছে, আমি মেইয়ের বোঁটায় নিমের পেলেপ দিয়ে পুকুর পাড়ে বসে রোদ পুইচ্চি—কত্তা তখন বিদেশে হাওয়া খাচ্চেন—আমার কি তেমনি ভোলা মন? তা—তা কি বলছিনু—হ্যাঁ বটে বটে, পুকুর পাড়ে বসে রোদ পোয়াচ্ছিনু, এমন সময় জুলি যেই কাছে এসে মাইটা ধ'রে মুখে পূরেচে, অমনি থু থু করে দু'হাত দিয়ে মাইটা ঠেলে ফেলে দে মুখটা এমনি বিকট সিকট কত্তে লাগলো যে, দেখে আমি হেসেই খুন। এমন সময় হঠাৎ কাছের সেই পায়রার টোংটা দুদ্দাড় দুদ্দাড় করে নড়ে উঠলো, তার নীচেই বসে আমি—আর সব্বাই পলাও পলাও কত্তে কত্তে কে কোথায় ছুটলো, তার ঠিকানা নাই।—সে হলো আজ বারো বচ্চর। জুলি তখন একলাটি ছুটোছুটি কত্তে পাত্তো। না না, বালাই—পড়ো পড়ো হয়ে দুপা চারপা হাঁটতে পাত্তো। আহা, বাছা তার আগের দিন এমনি মুখ থুবড়ে পড়ে গিছ্‌লো যে, কপালটা একেবারে থেঁতো মেতো—হয়ে গিছ্‌লো। আহা ষাট ষাট—বাছা আমার কত কান্নাই কাঁদলে গো; কিন্তু তখনই আমার বুড়ো কত্তাটী—লোকটা বড় রসিক ছিলো গো—বুকে না তুলে নিয়ে কত আদরই কল্লে। কত রসিকতাই কত্তে লাগলো—আর মাঝে মাঝে "বিবি আমাদের মনে ধরে কি" বলে জিগ্‌গেস কত্তে লাগলো—কি অভাগ্যি মা মেয়েটা তাতে বল্লে কি না—"হু"।

ক-জননী। ও ধাই একটু থাম্ না—ঢের বকেচিস মা।

ধাই। গিন্নি মা থাম্‌চি—থাম্‌চি, হাসি রাখতে পাচ্চিনে যে। ওগো সে কথাটা যেই মনে পড়ে, অমনি যেন হাসিতে পেটটা ফুলে ওটে। হ্যা গা কি লজ্জার কথা—মেয়েটা আদো আদো করে কেবল উঁ আঁ কত্তে পাত্তো—তা সেই বুলিতেই বল্লে কি না—"উঁ"! ওমা কোথা যাবো!

ক-জননী। একটীবার থাম্, ধাই,—একটি-বার থাম্।

ধাই। এই নেও—আমি থামলুম্!—এখন ঠাকুর দেবতার আশীর্ব্বাদে বেঁচে বর্ত্তে থাক্। কিন্তু বাবু অনেক ছেলে মানুষ করেছি, এমনটি আর চখে পড়েনি—এমন ফুট্‌ফুটে চাঁদের কণাটি আর কখন দেখ্‌তে আসেনি।—ষাট্ ষাট্,—মা ষষ্ঠী বাঁচিয়ে রাখো!—এখন ওর বেটা বেটী দেখে মর্ত্তে পাল্লেই আমার সকল সাধ মেটে।

ক-জননী। ও ধাই, আমি সেই কথাই বল্‌তে এসেছি। জুলি!—এখন তোর মনের ভাবটা ভেঙ্গে বল্ দেখি।

জু। ঠান্‌দিদি, এ তো ভারি সম্মানের কথা! কিন্তু এ কথা একদিনও ত আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

ধা। ওমা, বলে কি!—সম্মানের কথা কিগো? ও জুলিয়ে। তুই আমার মাই খেয়েই মানুষ হয়েছিস্—তুই এ বুড়ুমি শিখ্‌লি কোথা?

ক-জননী। তা, যাই হোক্ দিদি, এখন তো সে কথাই ভাব্‌তে হবে। এই বরণা সহরে কত বড় বড় ঘরে তোমার চেয়েও কত ছোটো ছোটো মেয়েদের কবে বে হয়ে গেছে—এখন তারা সব খোকার মা, আর দিদি তুমি এখনও আইবুড়ো!—তা সে সব যাক্, এখন সাদাসিধে একটা কথার জবাব দেও দেখি,—এক কথাতেই বলি—পারশ তোমাকে বিবাহ কর্ত্তে চায়, তুমি তাতে কি বলো—তাঁকে মনে ধরে কি?—পারশ ছেলে অতি ভাল, সর্ব্ব-গুণের আধার বল্লেই হয়।

ধা। পারশ!—পারশ বে কর্ত্তে চায়? এ যে বড় ভাগ্‌গির কথা! সমস্ত পিরথিবীটা খুঁজলেও তার যে যোড়া মেলা ভার। ও মেয়ে! তোর বড় ভাগ্‌গি—বড় বাগ্‌গি গো! হা দেখ, দেখ্‌তে যেন ঠিক একটী মোমের পুতুল—মোমের পুতুল গো।

ক-জ। বরণার বসন্তে ফোটেনা হেন ফুল।

ধা। তা ফুল্ই ভাল!—আহা যেন একটী ফোটা ফুল।

ক-জ। কি বলো, তারে কি তোর মন নিতে চায়?
দেখিস্, কি সুপুরুষ, আজ্ নিশাকালে।
প্রফুল্লযৌবন দেহে ঢল ঢল ঢলে;
সে দেহ—তুলিতে যেন আঁকিয়া তুলেছে!
নাক্ মুখ চোক্ ভূরু পটে যেন লেখা,
প্রতি অবয়বে তার লাবণ্যের রেখা।
বদন রেখায় ভাব যা না ফোটে ভাল,
নয়ন ছটায় তায় করেছে উজ্জ্বল।
সুন্দর পুস্তক খানি সোণার মলাটে
বাঁধলে, অধিক আরো শোভা তায় ঘটে;
সেইরূপ তারে যদি তুমি পতি করো,
শোভাতে শোভা মিশিলে শোভা হবে আরো
তাহার গুণের ছটা তোমাতে ভাতিবে,
তোমার যে শোভা, তাহা তোমারই থাকিবে,
তাই বলি পারশেরে করো আপনার।
চুপ ক'রে যে,—বলনা কি—পারবে দিতে হার?

জু। পারি কি না দেখি আগে—দেখে, ভালবাসা
হয় যদি হলো তবে। কিন্তু তাও বলি—
স্ব ইচ্ছায় সে দিকে না কটাক্ষেও হেলি।

চাকরাণী। ও গিন্নি মা ঠাকুরুণ—একবার হেথা এসো, নিমন্ত্রনে মেয়েরা সবাই এসে গেছে; আসন পাতা পাত পাতা সকলি

হয়েছে ; মা ঠাকুরুণ তোমার তরে ছট্‌-ফট্‌ কত্তেছে। আর ভাঁড়ারী মিন্‌সে ধাইকে গাল মন্দ পেড়ে বাড়ি ফাটিয়ে দিচ্চে। ওগো বড্ড তাড়াতাড়ি—দাঁড়াতে পাচ্চিনে আর এসো শীগ্‌গির করে।

ক-জ। যা বলগে যা, আমরা এলুমব'লে।

(চাকরাণীর প্রস্থান)

ও নাত্‌নি সেই জরি আঁটা কাঁচুলিটা পরে নে না।

ধা। যা মা, যা, প'রে আয়।—আহা সুখের নিশি সুখেই পোহায় যেন।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

প্রথম অঙ্ক—৪র্থ দৃশ্য।

---:*:---

বরণা নগরের রাজপথ।

নাচ্‌তে নাচ্‌তে ও গাইতে গাইতে একদল বাউলও সেই সঙ্গে

[রোমিও মরকেশ ও বেন্বলের প্রবেশ।]

রো। ভাই, একটা মশাল দেও, তাই
নিয়ে যাই
মন্‌টা বড় বিগ্‌ড়ে আছে নাচ, গাও-
নায় নাই।

ম। তাই তো বটে, সেঙ্গাৎ আমার।
সেটী হবে নাই,
ঘুঙ্গুর নূপুর পায়ে দিয়ে নাচন গাওন চাই,
এই দাড়ি গোঁপ মুখোস্‌ পরো একতারা
বাজাও।

রো। না, ভাই, সত্যবলচি—বুকে পাথর
যেন চাপা।
হাত পা যেন বাঁধা সব —এক পাও
সচ্চে না।

ম। প্রেমমন্ত্রে সিদ্ধ তুমি কামের কর সাধনা,
মন্ত্র পড়ে ডানা নেড়ে উড়ে কেন যাওনা ?

রো। প্রেমে অঙ্গ জরজর থরথর কাঁপে—
ডানায় ভর দিতে গেলে পড়ে যাব পাকে।
কাণে কাণে ডুবে আছি আরো দিলে চাপ,
তলিয়ে যাবো রসাতলে বন্ধ হবে হাঁপ্‌।

ম। প্রেম কি এতো ভারি নাকি ? আমার ছিল
জানা,
খুব হাল্‌কা পাত্‌লা প্রেম যেন পরাগ
পানা।

রো। প্রেম কি কোমল ভাই ? ঠেকে শিখে
জানি।
যেমন কঠিন প্রেম নীরস তেমনি।
সেই জানে প্রণয়ের কণ্টক কেমন।

ম। প্রেম যদি কড়া হয়—তুমিও কড়া হও,
কণ্টক ফুটায় প্রেম—তুমিও ফুটাও,
তা হলেই প্রেম জোনো হবে পরাজয়।—
দেও তো মুখোস্‌ একটা মুখটা ঢেকে নি।

(মুখোস্‌ পরণ)

আর কারে বা ভয়—মুখে মুখ দি'ছি ঢাকা,
লজ্জা সরম্‌ ভরম্‌ যত এতেই [illegible]ঢাকা।
যে যতো পারিস্‌ এখন্‌ তাক। আঁকা বাঁকা।

বে। এই যে ফটক্‌—ওহে শীগ্‌গির ঢুকে
পড়ো,
ভিতরে ঢুকিয়ে পরে সবে হৈও জড়।

রো। ওহে, আমায় ছেড়ে দেও, কেনো
গোবধ করো ?
না হয়—এ বেশ ছেড়ে ভদ্রলোকের মত
যাচ্চি চলো এক্‌লা আমি—কিন্তু বাউলে
সাজে
এমন্‌ করে পারব নাকো ভিতরে সেঁধুতে।

(বল্‌তে বল্‌তে ভিড়ের ঠেলায় ফটক পার)

ইস্! এ যে ভারী ভিড়—এই বেলা যাই সরে।
ম। মাঝদরিয়া—বেগোন পাড়ি—বাতাস জোরে চলে,
মাঝির পোলা হাল্ ছেড়েদে আল্লা আল্লা বলে।
প্রেম করেছো, ডুবজল দেখে এখন কেন ভয়?
পাতাল কত দূরে দেখো—বলো প্রেমের জয়।—
আ মলো যা, কি কচ্চে সব—জুড়ে দেব না কেন?
রো। ভাই, মন কিছুতেই সরচে না আমার।
ম। কেন, শুনি বলো, দেখি, কারণটা কি তার?
রো। রেতে একটা স্বপন দেখে মনটা আছে ভার।
মর। স্বপন্ তো আমিও দেখেছি।
রো। কি স্বপন্ তোমার?
ম। স্বপন আবার কি? স্বপন তো ঝুটোই সব।
রো। না হে না মিছে নয় যদি নিশি ভোরে
স্বপ্ন দেখো নাক্ ডাকিয়ে আধা ঘুমের ঘোরে।
ম। কাল রাত্রে তবে তোমায় "খুদেগিন্নি ধরে।
রো। যাও যাও, আর কাজ নি অতো রস করে।
ম। না রোমিও, সত্যি বল্‌চি—আমার শোনা আছে
বড় বড় দাড়িওয়ালা মোল্লা কাজির কাছে।
বালিখিল্য পরি একজাত থাকে মধ্যাকাশে,
রাত্রি দিন খেলা করে বাতাসে বাতাসে।
সন্ধ্যাকালে—ভোর-রেতে শিশির-ভেজা মাঠে।
কচি কচি ঘাসের উপর ডোরা ডোরা কেটে—
হাতে হাতে ধরাধরি দলে দলে মিশে
ঘুরে ঘুরে নৃত্য করা বড়ই ভাল বাসে।
আঙ্গুলের পর্ব্ব মত ক্ষুদে ক্ষুদে তারা,
কৌতুক করিতে ধরে কতই চেহারা।
কখনও বা কুঁড়ী ফুলের পোকাটী যেমন
ছল ক'রে দেখা দেয় তাহারি মতন,
কিম্বা ভুঁড়ে জমীদারের আংটী শোভাকর
চুলের মতন ক্ষুদে যেমন নামের অক্ষর
তেমনি ধারা হয় কখনো:—কিম্বা এখনকার
বঙ্গ বিবির সীঁথির যথা টিপের বাহার।
তাদের রাণী "খুদেগিন্নি" চড়ে দিব্য যান,
মশকের চৌ-ঘুড়িতে চলে সে বিমান,
চাঁদের কিরণে তাদের চক্কার বেষ্টন,
রথের কাটামো তাঁর আসফলের খোসা,
মাকড়সার ঠ্যাঙ্গে চাকার পুঁটে গুলি খাসা
গঙ্গাফড়িঙ্গের ডানা রথের ছাপ্পোর,
মাকড়সা জালের সুতো ঘোড়া যোতা ডোর,
ঊইচিংড়ীর সুঁয়ো তার ঘোড়ার চাবুক;—
কেমন বিমান খানি ভাবো হে ভাবুক!
"খুদেগিন্নি" হাসি খুসি বড় ভালবাসে,
রাত্রিকালে ঘুমন্ত লোকের কাছে আসে,
রথে চড়ে ঘুরে বেড়ায় নাকের ডগায়
নিদ্রিত অমনি কত স্বপ্ন দেখে তায়।
কখনো বা কুতূহলে ঘোর নিশি হ'লে
প্রেম্ পাগলা পুরুষ মেয়ে ভুলায় কত ছলে!
মগজে সুস্‌সুড়ি দিয়ে অঙ্গুলি বুলায়
অম্নি তাদের প্রেমের স্বপ্নে তুফান্ বয়ে যায়!

ঘুমন্ত যুবতী কাছে কখনো বা গিয়ে
সকলে চুমকুড়ি দেয় অধর ছুঁয়ায়ে,
সোহাগে তাদের মুখে আর কি ধরে হাসি,
সারা রাতই চুম্‌কুড়ির স্বপ্ন রাশি রাশি!
খোসামুদে বাবুদের হাঁটুতে কখন
উঠিয়ে সুস্‌সুড়ি দিয়ে দেখায় স্বপন,
তখনি দাঁড়ায়ে উঠে নমাজ পেড়া পারা

সেলাম্ কুর্ণীস্ কত্ত যুড়ে দেয় তারা।
কখনো আবার উকিল কৌনস্থলির হাতে,
ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে কুতু দেয় তাতে,
অম্নি তাদের পড়ে যায় তোড়া গোণার ধুম্
দাঁত কপাটী খানিক্ পরে যেম্নি ভাঙে ঘুম্!
কখনও বা উমেদারের নাকের ডগায়
উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে থাপ্পড় কসায়,
ঘুমের ঘোরে অম্নি তাদের স্বপ্নে লাগে গাদি—
জাইগীর খেলাৎ পঞ্-সনদ্ উপাধি!
আবার কখনো গিয়ে অতি সাবধানে
গুরু পুরুৎ পূজরির টিকি ধরে টানে,
অম্নি তারা ধড়ফড়িয়ে কাছা দিয়ে উঠে
কেউবা পুঁথি করে হাতে, কেউবা বসে পাঠে,
কেউবা ক'সে ঘণ্টা নাড়ে, নৈবিদ্দি সাজায়
কেউ ফলারে বসে যায়, কেউ বসে পূজায়।
কখনও বা চুপি চুপি সেপাই সান্ত্রী কাছে
ঘাড়ে উঠে কুতু দিয়ে কাণের কাছে হাঁচে।
অম্নি তারা স্বপ্নে ছাখে ফউজ নস্কর
দমকুচ্, ছাউনি হল্লা ঘোড়ার দড়বড়
কাণে শোনে জয়ঢাক বাজে, বন্দুকে কাওয়াজ,
কেল্লাফতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ কামানে আওয়াজ,
তাড়াতাড়ি উঠে বসে ঘাড়ে বুলোয় হাত
ছাখে মুণ্ড আছে কিনা হ'য়েছে নিপাত;
"সীতারাম" করে করে আবার চিতপাৎ।—
হবে বুঝি সেই পরিটা তোমায় ধরে ছিল।
রো। আর্ কাজ্ নি চুপ কর্ ভাই, ঢের জ্যাটামি হলো

ম। কেনো ভাই স্বপ্নেরই ত টীকে কচ্চি আমি
শোনো বলি স্বপ্নগুলো অসার চিন্তা খালি,
অলস চিত্তের শুধু ধূলি আবর্জ্জনা,
বাতাস হ'তেও শূন্য,—চঞ্চল—অস্থির,
এই যা বহিছে দেখ উত্তর কেন্দ্রেতে
হিমানী মাখিয়া অঙ্গে, তখনি আবার
ক্রোধে অন্ধ, গোটা কত ফুৎকার ছাড়িয়া
আসি উপস্থিত হয় কুমেরু যেখানে
মাখিয়া শিশির বিন্দু বহিতে হিল্লোলে।
বে। তাইত হে—যে বাতাস, আমরাই বা উড়ি।—
ওদিকে যে আহারাদি শেষ হয়ে গেলো;
শেষটা কি শুধু পেটেই যাবে?
রো। সে কি হে,
এরি মধ্যে কি?—না, ভাই, মন সচ্চে নাক।
মনে হচ্চে কি একটা দুর্ঘটনা যেন
ঘট্‌বেই ঘট্‌বেই আজ। তিথি লগ্ন কাল
দেখে মনে হয় মম, এ বসন্তোৎসব
হবে সাঙ্গ জীবনের সঙ্গেতে আমার।
এ হৃদয় তলে খেলে যে আয়ু তরঙ্গ
ফুরাবে অকালে তাহা—অপমৃত্যু শেষে
ঘৃণাকর। কিন্তু যিনি আমার এ দেহ-
তরণীর কর্ণধার, তিনিই আপনি
চালাবেন সুবাতাসে সে তরণী সদা।
ম। চলো হে মদ্দেরা—মন্দিরেয়্ লাগাও ঘা,—
বাজাও একতারা।
(মুখে তদনুকরণ এবং ঘুঙ্ঘুর নূপুর পায়ে দিয়ে সকলের নৃত্য ও গান)
(পরে সকলেই নিষ্ক্রান্ত।)

১ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্য।

কপলতের অন্দর মহল।

(কপলত-পত্নী ও দাসীর প্রবেশ।)

ক-পত্নী।—ও-বামা, খাওয়া দাওয়া ত শেষ হলো, এখন যেখানে বসে মেয়েরা গান বাজনা শুনবেন, সে জায়গাটা সাজানো গোজানো হ'তে কত দেরি, একবার দেখে আয় না।

দাসী।—বিছানা টিছানা পেতে, মখমলের জাজিম্ বিচিয়ে, সব গোচ গোচ করে, এই আমি আস্‌চি। কোনো কিছুতে কেউ যে খুঁত ধরবে, তার যো-টি নেই। কারো ছেলেপিলে কাঁদলে মায় তাদের শোবার জায়গা পর্য্যন্ত কোরে এসেছি।

ক-পত্নী।—আর, ফুলের মালা ঝারাটারা গুলো ঝোলানো হয়েছে তো ?

দাসী।—ওগো, সব ঠিক্ ঠাক্ হয়েছে,—সেখানে গেলে ফুলের বাসে গা-টা যেন এলিয়ে পড়ে।

ক-পত্নী।—আতরদান, গোলাপ-পাস্, সেণ্ট-বোতল্ ও পার্ফ্যুমের আস্‌বাবগুলো কেতামত সব রাখা হয়েছে তো ?

দাসী।—মা ঠাকরুণ, কিছু ভাব্‌তে হবে না—যার্ যা দরকার, কোনো জিনিস্‌টাই ফাঁক্ পড়েনি।

ক-পত্নী। পান্ জল্ খাবার আস্‌বাব, রূপোর বাটাবাটী গেলাস্ সরপোস্, ডিপে, ডাবর্ গুলো ভুলিস্ নে তো। সহরের বড় বড় ঘরের মেয়েরা আস্‌তে কেউ আর বাকি নেই,—দেখিস্ কেউ যেন নিন্দেবান্দা করে না।

দাসী।—মা ঠাক্‌রুণ, কিছু ভেবোনা; বামী এখনো হিঁজিপিঁজি লোকের বাড়িতে চাক্‌রাণীগিরি করে নি,—আর এই বাড়িতেই আমি যে বুড়িয়ে গেনু—আমাকে কি আর ও সব শিখ্‌তে হবে, না বল্‌তে হবে ?—ওগো আমি খোড়কে গাছটী পর্য্যন্ত ভুলিনি; যেখানকার যিটি সব ঠিক্ ঠাক্ আছে, ত'পা কা'কেও নড়তে হবে না।

ক-পত্নী। কোনো কিছুতে যদি একচুলের তফাৎ হয়, তো টের্ পাবি।—ও সুবাস্, সুসার্, সুভাব—তোরা সব কোথা গো, গান্ বাজ্‌না কি শুন্‌বিনে,—আর্ ওখানে কেন ?—যাও না মা, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে তোমাদের জায়গায় যাওনা।—বাহিরের চকের পূবের বারাণ্ডায় মেয়েদের বৈঠক্ হয়েছে।

নেপথ্যে। যাই—গো—যাই।

(সুবাস, সুতার, সুভাষ প্রভৃতি পুরস্ত্রী ও দাসীগণের প্রবেশ।)

সুতার।—মা, এই চল্লুম।—আয় লো আয় সব্ আয়।

(অভ্যাগত মহিলাগণের প্রতি)

এসো বোন্ এসো, এসো মা এসো, এসো এসো ন-পাড়ার বৌ এসো;—রাঙ্গা খুড়ী কোথায় গো—এসো না; এই যে এ দিকে পথ।

(ক্রমে সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

কপলত-জননীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। মা, তুমি জুলিকে নিয়ে মেয়ে-বৈঠকে যাও, আমার হাতে এখনো ঢের কাজ, আমি যেতে পাচ্ছিনে—তুমি গিয়ে সব দেখাশোনা আদর অপেক্ষা করো

—যে যেমন, দেখো, মা, কারো যেন যত্নের ত্রুটী হয় না।

(নিষ্ক্রান্ত)

একটী পর্দ্দা পতন ও সেই সঙ্গে অন্য একটী উত্তোলন। স্ত্রীলোকদের বৈঠক তড়িদ্দামিনী, নিশি-যামিনী, সুতার, সোহাগ, সুভাষ প্রভৃতি।)

তড়িদ্দামিনী। ও সোহাগ, বলি, বড় বাহার যে—বসন্তী রঙ্গের ওড়না বড় উড়িয়েছ!

সো। বটে বটে, আমার ত আর অমন নিটোল চোস্ত ফিট্‌কট, (Fitcut) জ্যাকেট নেই,—আর তার বয়েসই বা কই? আমাদের এখন ওড়না চাদর ঢাকাঢুকিই ভালো।

কাঞ্চনমালা। আর অমন পকেট ঘড়ি, ঘড়ির চেনের বাহারই বা কার?—সোহাগ্ সে কথাটাও বলিস্।

তড়িদ্দামিনী। সত্যিই তো, তোরা এ ফ্যাসন্ পাবি কোথা, এ হালি আম্‌দানি, হঠাৎ বাবু হুতুম্‌হাঁদা বাবুদের ফ্যাসন।

কাঞ্চন। তবে আর সাম্‌লা গাম্‌লাটা বাকি থাকে কেনো? সেইটে হলেই তো ঠিক্ উকীল্ এটর্ণাদের সাজ্ হয়।—আর দশটাকা কামাতেও পারো, মিন্‌সে-গুলোকে অতো নাকানি চুবুনি খেতে হয় না, ঘরে বসেই দুটী দুটী খেতে পায়।

সোহাগ। আর তার সঙ্গে চোগা চস্‌মা—তা হলেই চূড়ন্ত হয়,—মজ্‌লিস দর্‌বার্ পর্য্যন্ত ফেরা ঘোরা চলে—

তড়িদ্দামিনী। তা মিছে কি? তা হ'লে তো আর তোদের মতন দু'বুড়ি চারবুড়ি গয়নাগাঁটী পরে বসে থাক্‌তে হয় না। দু'পা চল্‌বার যো নেই, পা ফেল্লিই ঝমর্ ঝমর্ ঝম্—পাড়া শুদ্ধ চম্‌কে উঠে।

কাঞ্চন। তা গয়না যদি না পর্‌বে—জ্যাকেট শেমিজ্ গায়ে দেবে, ঘড়ির চেন্ পকেটে ঝোলাবে, তবে এখানে কেন? ঐ মিস্‌দের মজলিসে মিশলেইতো হয়।—নিশি, তুই কি বলিস্; তুই যে একটী কথাও কচ্চিস্‌নে।

নিশিযামিনী। আমি আর কি কথা কবো? আমার জ্যাকেট, শেমিজও নাই, আর গয়না গাঁটীও নাই।

সোহাগ। ক্যান্‌লো—তোর ভাতার্‌কে বল্‌তে পারিস্‌নে; সে মিন্‌সেরই বা কি আক্কেল, একালে কতো রকম্ রকম্ হয়েছে, তার দশখানা তোকে দিতে পারে না!

নিশি। দিদি, তোমার ঐ হাথনবাহার হার-ছড়াতে কত পড়েছে?

সোহাগ। কি এমন্ পড়েছে, হাজার দেড়েক্ কি দু হাজারই হবে।

নিশি। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।—তা বোন্, আমার তিনি কোথা পাবেন্।

সুভাষ। ঐ জুলি আস্‌চে।

(সকলের সেই দিকে দৃষ্টি।)

কপলত-জননী ও জুলিয়েতের প্রবেশ।

তড়িদ্দামিনী।—ও ঠান্‌দিদি, তুমি যে এখানে রাত জাগ্‌তে এয়েছ? দুটো গান শিখ্‌বে না কি?

ক-জননী। আর বোন্, গান শেখবার কি আর দিন আছে।—না ভাই, আমি জুলির পাহারা, ওর মা আস্‌তে পাল্লে না, তাই আমি এসেছি।

তড়ি। জুলি কি কচি খুঁকি, যে কেউ ওর কোমর্‌পাটা কেটে নেবে, না ওর কোনো বাইটাই হয়েছে, ছট্‌কে পালাবে? তা

ঠান্‌দিদি, তাই যদি হয়, তুমি কি ওকে আট্‌কাতে পার্‌বে?

ক-জননী। আট্‌কাবো আর কি? আজকাল্ যে দিন পড়েচে।—কে লো—তড়িদ্দামিনী না কি?—না ভাই, বেশ সাজ্ হয়েছে।—এখন্ ঘোড়ায় ওঠো।

তড়ি। ঠান্‌দিদি, তা ভেবেচো কি ঘোড়ায় উঠবো না।

ক-জননী। উঠবে বই কি দিদি, ঘোড়ায় কি, বেদেদের দড়ায় উঠবে, বাশবাজি কর্‌বে, ডিগ্‌বাজি খাবে, আরো কত কি কর্‌বে।

সকলে। ঠান্‌দিদি বেশ বলেচে—বেশ বলেচে।

নিশি। (জনান্তিকে) দেখলি ভাই, সেকেলে লোক্।

ক-জননী। ওমা, বলে কি!—ঘোড়ায় চড়বে? যে দেশের ব্যাটাছেলেরাই ঘোড়ায় চড়তে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়, সে দেশের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়বে? ধন্নি দেশের মেয়েতো। আমাদের আর দেখতে হবে না।

তড়ি। ঠান্‌দিদিগো, যাই ভাবোনা, মনকে সেটা ঠার্,
দেখবে মেয়ে চড়বে ঘোড়ায়—কদ্দিন সে আর।

(যবনিকা পতন অন্য দিকে যবনিকা উত্থিত।)

নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রবেশ।

কপলত। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আসুন; এই যে এদিকে স্থান আছে। আসুন সকলে, ভাল হয়ে বসুন্।—উঃ কি গ্রীষ্মই আজ।—ওরে ব্যাটারা তোরা কি কচ্চিস্, এদিক্‌কার্ এই দেয়ালগিরিগুলো জেলে দেনা।—টানো—জোরে টানো, ব্যাটারা দড়িতে হাত দিয়েচে কি অমনি মরেচে। টান্ জোরে টান্।

ঐক্যতান বাদক ও বাউলের দলের প্রবেশ।

সরো—সরো, পথ ছাড়ো—এদের আস্‌তে দেও;—আসর যোড়া ক'রো না।—(স্বগত)—হায় এক্‌কালে আমিও বাউল সেজে কত নেচেছি, এখন্ আর সে দিন কোথা!—গেছে—গেছে—সব ফুরিয়েচে। (প্রকাশ্যে)—এসো এসো দাদা এসো। (জনৈক আগন্তুকের প্রতি।)—ক্যামন্ দাদা মনে পড়ে কি? এককালে কত আমোদই করা গ্যাছে। সেই শেষবারের কথাটা মনে আছে কি? বলো দেখি—সে কদ্দিন হলো?

আগন্তুক। হরি হরি, সে আজ কি—৩০ বছরের কম তো নয়।

কপ। আরে বলো কি,—না না—অতো হবে না। সেতো সেই কমলকিশোরের বের্ বছর, হদ্দ পঁচিশ হবে।

আগন্তুক। পঁচিশ কিহে—বেশী—বেশী এই তার ছেলেরই যে পঁচিশ পেরিয়ে গেছে, তিরিশের কম্ নয়।

কপ। কি বল্‌চো হে?—এই দুবছর্ বই ত নয় তার ছেলের ওছিয়তি আমাদের হাত থেকে গেছে।

(ঐক্যতান বাদন ও বাউলের নৃত্যগীত)

(পরে সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

১ম অঙ্ক—৬ষ্ঠ দৃশ্য।

(বৈঠকখানার পার্শ্বের কামরা।)

রোমিও ও একজন পরিচারকের প্রবেশ।

রো। ওহে, এ বাড়িটি কত দিনের—ভারী ত জমকালো বাড়ি!

পরিচারক।—তা আমি বল্‌তে পার্‌বো না, মোশায়।

রো। (স্বগত)—আহা কি সুন্দর!—কিবা গঠনপ্রণালী

উন্নত প্রশস্ত কিবা গৃহ-পরিমাণ!
স্তম্ভগুলি সারি সারি উঠেছে কেমন!
সরল সালের প্রায়; চিত্রিত বিচিত্র
কারুকার্য্যে স্কন্ধদেশ কিবা মনোহর!
প্রাচীর শরীরে আঁকা মাণিক হীরকে
লতা পাতা ফল পুষ্প সুরুচি সুখদ।
বাহিরে অন্তর হ'তে কি শোভা দেখিতে—
শূন্যে যেন চিত্রপট ভাসিছে কিরণে!
বিভাবরী কালে চন্দ্রকিরণে যখন
ভাসে অট্টালিকা দেহ, মনে হয় যেন
কোনো যক্ষালয় কিম্বা পরি-নিকেতন!

তৈবলের প্রবেশ।

তৈ। এ কি! এ কার্ গলা? কণ্ঠস্বর শুনে
মনে হেন হয় কোনো মন্তাগো-সন্তান।
কে আছিস্ রে, তরবারি এনে
দেতো মোর।
এতো স্পর্দ্ধা এতো তেজ এতই সাহস
ছদ্ম বেশে এ পুরীতে করেছে প্রবেশ,
আমাদের রীতিনীতি পদ্ধতি ঠেলিয়া!
বাক্‌ছল বিদ্রূপ কৌতুক পরিহাস
বাসনা মানসে ধরি।—মন্তাগোর বংশ
যদি কেউ তোম্ তুই, তোর রক্ত
দেখিবই আজ,
নিন্দা নাহি তায়,—নাহি পাতকের লেশ।
কে আছিস্ রে—তোর মৃত্যু মোর
হস্তে লেখা।

(ভৃত্য কর্ত্তৃক তরবারি আনয়ন ও হস্তে প্রদান।

কপলতের প্রবেশ।

কপ। কি হে এত রাগ কেন?

তৈ। দেখুন, মহাশয়,
কি আস্পর্দ্ধা! ব্যাটা এক্ জঘন্য অন্ত্যজ
মন্তাগো বংশজ হেয়,—ব্যাটা কি না হেথা
চিরশক্রপুরে দন্তে করেছে প্রবেশ
বিদ্রূপিতে আজিকার নিশির উৎসব।

ক। এ যুবা রোমিও না?

তৈ। এ সেই ছুঁচোই ত।

ক। ওহে, ও তৈবল্, ক্ষান্ত হও—যাক্ যেতে দেও।
ওর চাল্‌চলন তো দেখচি মন্দ নয়।
সত্যকথা বল্‌তেই কি—বরণা ভিতরে,
গুণের বাখান ওর শুনি সর্ব্ব ঠাঁই!
এ হেন যুবায় (পাইলেও বরণার
সমূহ বৈভব অর্থ) নারিব হিংসিতে।
সাবধান, কেহ এর অনিষ্ট ক'রোনা।
আনন্দ উৎসব দিনে পালন উচিত
সাধু আচরণ সদা।

তৈ। এরি যোগ্য বটে
সে ভদ্রতা!—আমার হবেনা সহ্য তাহা।

ক। তুই ত ভারী বে-আদব্।

তৈ। যাই বলুন, আমি
কখনও তা পারব না—কখনই না।

ক। তৈবল,আবার—ফের? চুপ্ কর্!—ত্যাখ
আমি বল্‌চি আমার হুকুম্ মান্‌তেই সে হবে
এ বাড়ি আমার জানিস্—
আমি কর্ত্তা এর।
বরদাস্ত কর্ত্তেই হবে,—কি?
তুই তা পার্‌বি না?
তবে কি হাতাহাতি কর্‌বি না কি?—
হতভাগা!
বরদাস্ত হবে না!—বটেই তো
রক্তারক্তি হোক্,
তা হ'লে আর্ পায় কে তোকে?—

তৈ খুড়ো! হ'লে কি গো?
এ ভারী লজ্জার কথা।

ক। ফের্ বেল্লিক্—ফের্!
তুই ত বড় বেহায়া?—অ্যাঁ তুই
হলি কিরে?
এ নয় সুধারা তোর—অবাধ্য দুর্ম্মতি,
পাবি ফল হাতে হাতে জানিস্ নিশ্চয়!
আমার কথায় চোপ্‌রা—সম্মুখে দাঁড়ায়ে?
কাল্‌ধর্ম্ম বটে তা এ,—তোর দোষই কি!
ভাল চাস্ তো এখনো যা—চুপ্ করে থাক্।

(নিষ্ক্রান্ত।)

তৈবল। খরতর বহে মম ক্রোধের সরিৎ,
ইচ্ছা বিপরীত তায়—ধৈর্য্য অবরোধ!
দুই দিকে দুই স্রোতে শরীর কাঁপায়,
এ স্থান ছাড়াই ভাল;—কিন্তু বিষময়
হবে এই অনাহুত শত্রুর উদয়!

(নিষ্ক্রান্ত।)

যবনিকা পতন, অন্য দিকে যবনিকা উত্তোলিত।
নৃত্যগীতের স্থান।
পরিচারকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম পরিচারক। ওরে, সে সুদোপেটা শালা কোথা গেল র‍্যা? সবই কি একলা আমাকে কত্তে হবে না কি?—হাঁ! সে আবার এক্‌টা কাজে হাত দেবে! শালা,—ফক্‌র দালালিতে খুব।

২য় পরি। ওকি হে, ভদ্দর কথা কও,—ভদ্দরলোকের চাকোর, লোকে শুনলে বল্‌বে কি?

১ম পরি। ঐ ম্যাজ কেদেরাগুলো ওখান থেকে সরাতো ভাই, বাওলেরা নাচবে, একটু জায়গা ফাঁক রাখা চাই।—দ্যাখ তোর জন্যে আমি দুখানা পাতের দুটো মাছের মুড়ো সরিয়ে রেখেছি। আর মাঝখান্ থেকে অম্‌নি আর এক্‌টা কাজ সেরে আসিস্। দরয়ান্‌জীকে বলিস্ যে মুকি আর বিদু এলে যেন পথছেড়ে দেয়।—ও রামা, ও জগা, ও মানকে, কোথা গেলিরে—সব, একবার হেথা আয় না।

২য় পরি। ওহে তোমাকে কে একজন খুঁজচ্চে—ঐ ওদিকার বারাণ্ডায়। লোক্‌টা ভদ্দর লোক গোচ,—অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

১ম পরি। এখন্ কোন্ দিক্ রাখি বল্।—
হেথা একবার—সেথা একবার করে করে দম্ বেরুলো যে।—ভালা মন্দ সব এইত হয়েছে,
এইবার পায়ের ওপর পা দিয়ে
ব'সে গুড়ুক ফোঁকো আর কি।

কপলতের প্রবেশ।

কপ। (অনুচরদিগের প্রতি।)—ভালা মোর ভাই সব,—হাত চলিয়ে নে। (নিষ্ক্রান্ত।)
(ঐক্যতান বাদন ও বাউলের দলের সকলকার স্ব স্ব স্থান গ্রহণ)
(প্রথম ঐক্যতান বাদন,—তার পর বাউলদের নাচ গান; পরে সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

১ম অঙ্ক—৭ম দৃশ্য।

—*—

(বাহির ও অন্দর বাটীর সংযোজক বারাণ্ডা—লণ্ঠনে ক্ষীণ আলোক)

রো। আহা কিবা দেখিলাম্, রূপ্ ত সে নয়।
রূপে যেন সে মণ্ডল আলো করে আছে!
নিশির শ্রবণে যথা কিরণের দুল্
কিম্বা শ্যামাঙ্গীর কর্ণে স্বর্ণের কুণ্ডল
শোভাকর—তেমতি সে রমণীও
রমণীমণ্ডলে শোভা করে! আহা সেই
ধরণী-দুর্লভ রূপ নরভোগ্য নয়!

তুষারধবল দেহ কপোতী যেমন
দেখা দিলে কাকীদলে, তেমতি সে নারী
শোভা ধ'রে সঙ্গিনী কামিনীদল মাঝে!
থাকি এই খানে আমি আরো ক্ষণকাল
চেয়ে আশাপথ পানে—দৈবে সে যদ্যপি
আসে এই পথ দিয়া, লভিব সাক্ষাৎ।
হবে কি সৌভাগ্য হেন,—দেখি কিবা ঘটে।
প্রেম যে এমন আগে জানিনি ত তাহা?
হৃদয়! কখনো আগে চিনেছ কি প্রেম?
হে নেত্র করিয়া সত্য বল সত্য করি
সৌন্দর্য্য কখনো পূর্ব্বে দেখে ছিলে কভু!

(কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ ও অগ্রসর হওন।)

জুলিয়েতের প্রবেশ।

(রোমিও কর্ত্তৃক তাঁহার হস্ত ধারণ।)

রো। ধনি,
রূপের মন্দির এই ইহারে ছুঁইতে নেই
ছুঁয়ে যদি অকস্মাৎ হয়ে থাকি পাপী।
ক্ষম অধমের দোষ যে ইচ্ছা প্রকাশো রোষ
অধরে দণ্ডিয়া চিত্তে কর অনুতাপী॥

জু। ক'রে পাতকের ভাণ করে করো অপমান,
করে অর্ঘ্য পুষ্পাঞ্জলি ধরে।
করে ধুয়ে পুঁছে নিয়ে করে গঙ্গোদক দিয়ে
দেবের মন্দির শুচি করে॥

রো। কর স্পর্শে শুচি করে ভাল শিখিলাম, পরে
বলো তবে কি দোষ অধরে?

জু। নরনারী ওষ্ঠাধরে দোষ গুণ দুই-ই ধরে
নির্দ্দোষ অধর—ওষ্ঠ স্তুতি যবে করে।

রো। দেবী রূপা তুমি ধনী তুমি রমণীর মণি
হেরো এ অধর মম তব স্তুতি করে!

জু। এতো মোর কথা নয়, এ স্তবে কলুষ হয়;
পথ ছাড়ো—সরো সরো—সরো যাই সরে।

রো। থাকো ধনী ক্ষণ আর দেখিবে ওরূপ সার
হৃদয় ভরিয়া লই পূরিয়া অন্তরে।

জু। কি জানি কি হবে দোষ না করো না করো
রোষ।
এখনি আসিবে কেহ পালাবো কি ক'রে!
পথ ছাড়ো—সরো সরো-সরো যাই সরে।

রো। একান্তই রূপনদী অন্তরে সরিবে যদি
ছোঁয়াইয়া যাও তবে অধরে অধরে।

(অধরস্পর্শ।)

জু। ধর্ম্মসাক্ষী—হ'লে নাথ।

রো। সত্য সত্য তাই,
যত দিন নহে মম এ দেহ নিপাত।

ধাইয়ের প্রবেশ।

ধাই। জুলিয়ে, তোমার মা ডাক্‌চে।

রো। কে ডাক্‌চে?

ধাই। ওঁর মা;—এ বাড়ীর গিন্নি —
কেও পারশ?—ভাল ভাল! অহে এখনো
একটা জলপাত্র যোটাতে পাল্লে না।—
আখো একে যদি হাত কত্তে পারো। আমি
কে তা জানো?—আমি এই জুলিয়ের
ধাই—ওকে মানুষ করেছি। এতক্ষণ
মজলিসে ওরই কথা বলাবলি হচ্ছিল!
একটা কথা কাণে কাণে বলি (কাণের
কাছে)—এর মাবাপের ঢের টাকাকড়ি—
এয়ো যার—সেও তার।

রো। ইনি কপলত কন্যা!—(স্বগত) দেখতে
হলো শেষ শত্রু হস্তে জীবনের হিসেব
নিকেশ!

বেন্‌বলোর প্রবেশ।

বেন্‌। এই যে—সরে পড়ো, সময় হয়েছে।

রো। আমিও জেনেছি মনে সময় হয়েছে,
আমারও হৃদয়ে তাই এ বেগ ছুটেছে!

(জুলিয়েত এবং ধাত্রী ছাড়া
আর সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

জু। ধাই মা, এ দিকে এসো,—কে উনি গা?

ধা। উনিত পারশ—রাজার মাস্‌তুতো ভাই।

জু। ও কেন পারশ হবে—কি বল্‌চো ধাই!
তুমি?
এ আলোতে ভালো বুঝি চিন্‌তে পারো
নাই।

ধা।। ওমা কি বলে গা, পারশকে কি চিনি
না, চোখের মাথা খেয়েছি কি, বলিস্‌ কি
জুলিয়ে?

জুলিও। না, ধাইমা,—বালাই বালাই!—
আমি কি তা বল্‌চি, তবে কি না এ
আলোটা তত ভাল নয়—

ধাই ওগো বেশ করে দেখেছি আমি—বেশ
ক'রে।

জু: বেশ তো, ধাই, একটীবার জিগ্‌গুসে
আয় না।

ধাই। বাপ্‌রে বাপ্‌—কি মেয়ে গা? সন্দ
আর এঁর যায় না।

(যেতে যেতে স্বগত)

না হয় একটু ঝাপ্‌সা দেখি—জল্‌ই না হয়
সরে, এ বয়সে কার চক্ষই বা হীরে ঝক্
ঝক্ করে? ওঁদের যেমন—

(নিষ্ক্রান্ত)

জু। কি সংবাদই আনে ধাই!—স্থির হ'না
মন।

ধাত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

ধা। না, বাছা, তোর কথাই ঠিক্—পারশ
ইনি নন,
রোমিও ইহার নাম মন্তাগো নন্দন—
চির শত্রু তোমাদের!

জু। এ কি হলো, হায়!
প্রথম আমার এই প্রণয় সঞ্চার,
সে প্রেম সঁপিনু কি না শত্রুরে আমার!
চিনিবার আগে আঁখি হরিল অন্তর,
আগে গলে প'রে ফাঁসি পরে চিনি তায়
একি বিপরীত প্রেম অদৃষ্টের ফেরে!

ধা। এ আবার কি—এ আবার কি?

জু। না ধাই, ও কিছু না।—
পথে যেতে কারো কাছে শোলোক
শিখিছি,
পড়ে পড়ে তাই সেটা মুখস্ত কত্তিচি।

নেপথ্যে!—জুলিয়ে জুলিয়ে গো।

ধাই। যায় গো যায়।—
(জুলিয়েতের প্রতি) আয় গো মা আয়
যাই।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

২য় অঙ্ক—১ম দৃশ্য।

(কপলতের উদ্যান—প্রাচীরের ধারে
এক সুঁড়ি পথ।)

রোমিওর প্রবেশ।

রো। ফেরো দেহ, পারিবে না ছেড়ে যেতে
প্রাণ-
এই খানে, খোঁজ সেই হৃদয়-পুত্তলি!

(প্রাচীর লঙ্ঘন)

বেন্বলি এবং মরকেশের প্রবেশ!

বেন্‌। ও রোমিও!—কোথা হে?
কোন্‌দিকে পালালো

মর! সে বড় সেয়ানা ছেলে—ঘরে গেছে
চলে।

বেন্‌। আমি কিন্তু দেখেছি সে এ দিকে
ছুটেছে।
পাচীল টপকে গেলো নাকি—বাগানে বা তবে?
মরকেশ, ডাক্‌ না ভাই।

মরকেশ। রও তবে, অমি হবে না,
মন্তর পড়ে ডাকি।—ও রোমিও হতভাগা

ও খেপা উন্মাদ, ওরে বায়ুপিত্তিকফ,
কোথা মত্তে গেলি—আর এক্‌বার দেখা দে
নয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানান দে।
একবারটী না হয় বল্—উঃ উঃ প্রাণ যায়,
না হয় বল্—হা পিরীতি সুধার বোতল!
না হয় সেই কাণা-চকো ঠাকুরটীর কুচ্ছ ছুটো গা;
যিনি খুঁজে খুঁজে আর কাকেও না পেয়ে
জেলের মেয়েটাকে দিলেন পরাশর ঋষিটা
কই হে কিছু হচ্চে না যে, নড়েও না ত কেউ?
তবে সেটা ম'লো না কি ক'রে—"খেউ খেউ"?
এবার রসো আর একটা মন্ত্র তবে ঝাড়ি,
ফিরবে এতে গিয়েও যদি থাকে যমের বাড়ি।
হ্যা হ্যাক্ তোকে তার দিব্বি—সেই যার মাথায় চূড়ো
সেই উঁচকপালী, ভাঁটাচোখী, গায়ে শাদা গুঁড়ো
সেই বেগনি রঙ্গা ঠোঁটের দিব্বি এক্‌বার দেখা দে,
না দিস্‌তো তোর সেটাকে যম্‌কে ডেকেদে।

বেন্থ। অতো কড়া নয় হে—শুনতে পায় ত ভারী চট্‌বে।

মর। এতে সে চট্‌বে না হে—চট্‌তো তবে খাঁটী যদি কেউ গণ্ডী কেটে হাত কত্তো তায়। মন্দও তো এমন্ কিছু বলিনে তাকে, তার ভালই তো বল্‌চি আরো—ওহে, রোম্যো সমজদার?

বেন্থ। হ্যাখো—নিশ্চয়ই সে আছে এই বাগানে লুকিয়ে তা দিব্বি মিলে গেছে,—কাণা যেমন কাম, তেমনিই ভিদ্‌ভিদে রাত—স্যাঁৎসেঁতে বাগান

মর। কাম যদি কাণা তার মিছে ধনুক টানা,
তার তাগ্ তো ঠিক হয় না—
ও রোমিও, আজ্ রাতটে বিদেয় তবে হই,
মেঠো মড়া হয়ে কেনো হেথা পড়ে রই,
ঘরে গে গরম হইগে;—বেন্থ, তোরও চ্যারা সই,
না থাক্‌বি হেথা?—

বেন্থ। চলো যাই,—আমিই কেন রই;—
সেতো দেখা দেবে না—মিছে তার সাধনা।
(নিষ্ক্রান্ত)

২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য।

কপলতের উদ্যান।

রোমিওর প্রবেশ।

রো। অঙ্গে যার অস্ত্রাঘাত হয় নি কখন,
হাসে সেই, ক্ষত চিহ্ন করি দরশন।

বাগানবাটীর উপরের তলের এক বাতায়নপথে জুলিয়েটের প্রবেশ।

কিসের ও আলো—অই বাতায়ন পথে!
অহো! পূর্ব্বাসার অই, জুলিয়েট তাহায়
জ্বলে দিক্ আলো করি—রূপের মিহির।
ওঠো অংশুমালী মম, নাশো নিশানাথে।
এখনি সে পাণ্ডুবর্ণ করেছে ধারণ
রূপের হিংসায় তব—ক্লিষ্ট শোভাহীন।
ও শশী কি লাবণ্যের উপমা তোমার,
শরতের জ্যোৎস্না ছটা নখে ঝরে যার?
আমার হৃদয়রাজ্যে তুমিই ঈশ্বরী!
হায়, প্রিয়ে জানিতে তা যদি!—কি বল্‌চে না?

কই কিছুই ত না !—নাই হোক্ যেন,
চখে চখে কখনো তো কথা কওয়া যায়,
আমিও উত্তর দিব নেত্রের ভাষায় ।
বড় দুঃসাহসী আমি, আমায় সম্ভাষি
বলে না তো কোনো কথা নয়ন তাহার !
আহা, কিবা চক্ষু দুটী, মরি কি উজ্জ্বল !
আকাশের তারা যেন যাবে অন্য স্থানে
তাই ও দুটিরে ডাকে—হেথা এসে বসো,
ধরো জ্যোতিঃ কিছুক্ষণ আমাদের হ'য়ে
যে অবধি না ফিরি আমরা ! কিন্তু তারা
নেমে এসে বসে যদি অই গণ্ডপাশে,
দেখায়—যেমতি দীপ দিবার আলোকে !
এ নক্ষত্র দু'টী যদি অন্তরীক্ষে উঠি
জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া বসে আকাশের মাঝে,
এ হেন উজ্জ্বল আলো ধরে নভোদেশ
সমূহ জগতময় বিহঙ্গ সকল
কাকলি করিয়া উঠে—দিন হ'লো ভেবে ।
অহো ! হেলিয়াছে কিবা করতলে রাখি
সুন্দর কপোলখানি, হেরে ইচ্ছা হয়
অঞ্চল হইয়া থাকি করে জড়াইয়া
সুগণ্ড পরশে হই সুখী ।

জুলি !— হা কপাল !

রো । অই যে কি বল্‌চে না ?
হে অমরি, বলো ফিরে, শুনি অই বাণী,
জুড়াক্ শ্রবণসুধা—বর্ষণে আবার !
অলকাবাসিনী তুমি উদ্ধেও তেমনি
বিরাজিছ এবে মম শিরসি উপরে ।
এ রজনী শোভাময়ী হয়েছে তেমতি
শোভা ধরে যথা যবে কোনো ব্যোমচারী,
চলে শূন্যে ঘনপৃষ্ঠে পদ বিক্ষেপিয়া,
দ্বিধা করি বায়ু-স্তর, মর্ত্তবাসিগণ
বিস্ময়ে প্লাবিত চিত্ত চাহে শূন্যপথে !

জু । হা, রোমিও !—রোমিও তোমার নাম
কেন ?
বলো হে, ও নাম নয় তব,—নহ তুমি
বিপক্ষ-তনয় !—তাও যদি নাহি বলো,
বলো হে আমার তুমি—আর কারো নও ।
তা হ'লে এখনি আমি করি প্রত্যাখ্যান
পিতা, পিতৃকুল আর আমারো এ নাম ।

রো । (স্বগত) আর কি শুন্‌বো, না, এখনই
কথা কবো,

জু । নাম (ই) তোমার শুধু বিরোধী আমার ;
তুমি যা তুমিই আছ—তুমি কিছু আর
মন্তাগোকুলের কিম্বা অন্য কারো নও ।
হলো বা রোমিও নাম ক্ষতি কিবা তায় ?
নাম কিছু হাত নয়, নয় নেত্র মুখ,
মানুষ মানুষ যাতে কিছু তার নয় ;
যে নাম সে নামে কেন ডাকোনা গোলাপে
গোলাপের মিষ্ট গন্ধ গোলাপেই থাকে !
তেমতি রোমিও যা, তা থাকিবে রোমিও
যে নামেই ডাকো তারে ; তাঁহার গরিমা
ধারে না সে কোনো ধার নামের তাঁহার ।
হা, রোমিও ! ও নামটী শুধু পরিহর
তার বিনিময়ে মোরে আপনার কর ।

রো । তাই সই, অই বাক্য শিরোধার্য্য মম,
এখন হইতে আমি রোমিও সে নই,
প্রিয় ব'লে ডাকো শুধু-সেই নামই রাখো !

জু । কে হে তুমি, রজনীর তিমিরে লুকায়ে,
আমার প্রাণের কথা করিছ শ্রবণ ?

রো । নাম ধরে পরিচয় দিতে ত পারি না ।
যে নাম আমার, ধনি, শত্রু সে তোমার,
তখন ছিঁড়িব তায়, কভু যদি লিখি ।

জু । সত্য বলো কোন্ পথে এসেছ এখানে ?
এসেছ বা কি মানসে ? উদ্যান প্রাচীর
অতি উচ্চ, তুচ্ছ নহে, কিরূপে লঙ্ঘিলে ?
এ স্থান সঙ্কটপূর্ণ একান্ত তোমার,
হেথা কেন এলে ? জ্ঞাতি মম কেহ
দেখে যদি, সর্ব্বনাশ হইবে এখনি ।

রো। প্রণয় পাখার ভরে লঙ্ঘেছি প্রাচীর,
পাষাণ প্রাচীরে প্রেম রোধিতে কি পারে ?
অসাধ্য প্রেমের নাই, সংকল্প সাধনে
বিপদে না করে ভয়, না ডরে শমনে,—
তোমার স্বজনে বাধা কি দিবে আমায়।
জু। কেনো হেথা এলে, হায়, তারা যদি কেহ
দেখে তবে এখনি যে পরাণে বধিবে !
রো। তার চেয়ে শত গুণ বিপদ, সুন্দরি,
অপাঙ্গলহরে তব ; বিংশতি কৃপাণ
তাহাদের করে নহে তত বিঘ্নকর,
যে অনিষ্ট ধনি, তব কটাক্ষের বিষে।
এক বিন্দু সুধা, হায়, ক্ষরে যদি তায়,
তাহাদের সে শত্রুতা মনেও না গণি।
জু। হে ভগবান যেন এখানে উঁহাকে
কেহই না দেখে তারা—না আসে নিকটে !
রো। রজনীর অন্ধকার ঢেকেছে আমায়
সে সবার দৃষ্টি হতে। কিন্তু তাহাদের
হাতেও মরণ ভাল, তবু ইচ্ছা নয়
বিহনে প্রণয় তব পরাণে বাঁচিতে।
জু। এখানে আসিতে পথ কে দেখায়ে দিল ?
রো। প্রণয়ই মন্ত্রণা দিয়ে এনেছে হেথায়।
নহি আমি সুনাবিক, কিন্তু সুলোচনে,
থাকো যদি পৃথিবীর শেষের সীমায়
সেখানেও যেতে পারি এ রত্ন লভিতে।
জু। যামিনীর অন্ধকারে ঢেকেছে বদন,
না পাও দেখিতে তাই—লজ্জার লাঞ্ছন
পড়েছে কতই কর্ণ কপোল গ্রীবায়,
অনলের দাহে যেন গণ্ড পুড়ে যায় !
পোড়ামুখে কত না বলেছি কত কথা—
দিবসে জিহ্বার অগ্রে আনিনে সে সব
বদনে রসনা কাটি বলিতাম—না না।
ক্ষম অপরাধ মম, অবলা হৃদয়
বলহীন ! আর না—পারি না আর এই
মিথ্যা ভণ্ড আচরণ ! অলীক ভদ্রতা
হও দূর !—বলো হে আমায় ভালবাস ?
ভুলাইও না—ছলিও না—মিথ্যা বঞ্চনায়।
শুনেছ যখন মম প্রাণের কথন
কি হবে তখন আর করিলে গোপন ?
সত্য যদি ভালবাসো, বলো সত্য করি,—
আমরণ তবে আমি হ'লেম তোমারি।
রো। এই ইন্দু—যার কর বিন্দু বিন্দু পড়ি
পল্লব নিচয় প্রান্তে, রজতের টিপ
পরাইছে সাধ ক'রে, ওরি নাম ধরি
শপথ করিয়া বলি—
জু। না না, তা ক'রো না,
ও শশী বিভিন্নরূপ ধরে মাসে মাসে,
কলানিধি নাম তাই ওঁর—
রোমিও।
কি শপথ বলো তবে, করি তা এখন।
জু। কিছুই না
কিম্বা যদি কর দিব্য—কর আপনার,
আমার আরাধ্য দেব তুমিই সাকার ;
তোমাতেই পূর্ণরূপে প্রত্যয় আমার।
রো। যদি মম হৃদয়ের পরাণপুত্তলি—
জু। থাক্ থাক্,
মনে দ্বিধা অকস্মাৎ হতেছে আমার
রজনীর এ ব্যাপারে সুখ নাহি পাই ;
আচম্বিতে অকস্মাৎ মুহূর্ত্ত ভিতরে
ঘটিতেছে এ ঘটনা, ভাবী না ভাবিয়া,
দামিনীলহরী যথা চমকে আকাশে
আলো দেখিবার আগে ফুরাইয়া যায় !
তাই মনে ভয় হয়, কি জানি কি ঘটে !
সুধাময়, আমায় বিদায় দাও এবে ;—
আগামী গ্রীষ্মেতে এই প্রণয়-কলিকা
প্রস্ফুট কুসুম হবে, তখন দু'জনে
আবার হইবে দেখা—বিদায় এখন।
রো। ধনি, হেন তৃষাতুরে ছাড়িয়ে কি যাবে ?
জু। বলো তৃষা মিটে কিসে—কিরূপে—কি হ'লে

রো। প্রেমবিনিময়ে প্রেম ডোরেতে বাঁধিলে।
জু। না বলিতে বেঁধেছি তো আগে ইচ্ছা ক'রে
তবু সাধ ফিরে নিয়ে বাঁধিতে আবার।
রো। ফিরে নেবে? কেন প্রিয়ে দিয়ে
ফিরে চাও?
জু। অকপটে ফিরে তাহা, অর্পিতে তোমায়—
যত দেই, ইচ্ছা হয় আরো করি দান।
সাধ করে—দিয়ে যেন ফিরাতে না পারি।
অগাধ বারিধি সম দানশক্তি প্রেমে
তুই-ই অশেষ দানে—দুই ই না ফুরায়!—
কে ডাক্‌চে যেন?—প্রিয়তম আসি
তবে এবে।

(নেপথ্যে ধাত্রী কর্ত্তৃক উচ্চে সম্বোধন)

ধাই। কোথা গো—ও জুলিয়ে?
জুলিয়েত। এই যাই ধাই।
(রোমিওর প্রতি) একটু দাঁড়াও।
(নেপথ্যে পুনরায়।)
ধাই। ও মেয়ে, কোথা গো তুই?
। যাই, যাই, যাই!—
দাঁড়াও নিমেষ আর—এই এনু বলে।
(জুলিয়েত নিষ্ক্রান্ত)

রো। কি সুখ যামিনী, আহা, কি সুধামধুর!
কিন্তু নিশাকাল তাই এ আশঙ্কা হয়—
স্বপ্ন ত নহেক ইহা? অ্যাতো সুখোদয়
সত্য সত্য ঘটেছে কি—না প্রপঞ্চময়!
গবাক্ষে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ।
জু। তিন্‌টি কথা প্রিয়তম—তবে হই বিদায়—
সাধু অভিলাষ যদি হয় এ তোমার,
সাধু যদি হয় তব প্রণয়ের গতি,
বিবাহে বাসনা থাকে আর—কাল প্রাতে
পাঠাবো জনেক লোক বলিও তাহায়
কোন্ স্থানে কোন্ দিনে বিবাহ কামনা
সিদ্ধ হবে; তখনি চরণ তলে, নাথ,
সর্ব্বস্ব আমার দিয়ে হইব সঙ্গিনী
যেথা যাবে ধরামাঝে সেই খানে আমি।
(নেপথ্যে) ও মেয়ে, কোথা গো তুই—
জু। যাই, গো, যাই।—
ক্ষণকাল আর থাকো এই এনু বলে।
(ধীরে ধীরে পরিক্রমণ)

রো। পাঠার্থী ছাড়িতে পুথী তৎপর যেমন
প্রণয়ী প্রণয়ী পাশে আসিতে তেমন,
অনিচ্ছা তেমতি ফের ছাড়িবার বেলা
পোড়ো যথা পাঠশালে যায় ছেড়ে খেলা।
(জুলিয়েত নিষ্ক্রান্ত।)

গবাক্ষে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ।
জু। শোনো—শোনো—প্রিয়তম—রোমিও—
রোমিও।
হায়! বাজ-কীড়কের স্বরের তীব্রতা
থাকিত আমার স্বরে যদি, সেই স্বরে
ফিরাতাম পক্ষীরাজে মম। কিন্তু নারী,
চিরপরাধীনা ভগ্নস্বর!—তা না হলে,
রোমিও-রোমিও-বলে উচ্চে উচ্চারিয়া
ফাটাতাম গিরি-গুহা, যেখানে নিবসে
প্রতিধ্বনি, ভগ্নস্বর করিতাম তায়—
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
রোমিও। আহা! প্রাণেশ্বরী মম
ডাকিছে আমার নাম ধরি! আহা কিবা
শ্রুতিমোহকরধ্বনি প্রণয়িনী-
কণ্ঠস্বর, যামিনী সংযোগে মনোহর
যেন গীত শ্রোতার শ্রবণে।
জুলিয়েত। রোমিও!
রোমিও। এই যে প্রিয়ে।
জুলি। ক'টায় পাঠাবো লোক?
ন'টায় পাঠালে-দেখো যেন ভুলিও না!
জু। পাঠাবোই—পাঠবো।—কেনো ডাকলুম?
মনে ত পড়ে না কিছু!

রো। প্রিয়ে! যতক্ষণে
পড়ে মনে, আমি হেথা আছি ততক্ষণ।
জু। তা হ'লে ত কিছুতেই মনে তা হবে না;
তোমাকে পেলেই কাছে, সব যাই ভুলে।
রো। ভালই ত, ভোলো যত। তত আরো কাছে
থাকিতে পাইব আমি।
জু। একি! ভোর নাকি?—
যাও যাও—থেকো না আর।—হায়, বলি বটে,
কিন্তু এ তেমনি বলা যথা দুষ্ট কোনো
শিশু বলে পাখিটীরে, পায়ে বাঁধি সূতা,
"পাখি তুমি উড়ে যাও,"—কিন্তু সেটী যেই
চায় যেতে সূতার বাহিরে, অমনি সে
সূতা ধরি টেনে তায় পুনঃ আনে কাছে,
লাফায়ে লাফায়ে পাখী ঘুরিয়া বেড়ায়।—
এমনি হিংসাই তার প্রেমে।
রো। আমার ও
সাধ, প্রিয়ে, তেমনি পাখিটী হই তব।
জু। সে সাধ আমারও প্রিয়তম; কিন্তু পাছে
অতি যত্নে বিপদ ঘটাই—পাই ভয়।
প্রিয়তম, বিদায় এখন, পুনর্ব্বার,
আবার বিদায়!—তবে, নাথ, আসি এবে।
অসুখে যামিনী যাবে প্রভাত অবধি।
(নিষ্ক্রান্ত)
রো। নিদ্রা যাও প্রাণেশ্বরী, সুষুপ্তির কোলে,
দুর্ভাবনা হৃদয়ের দূর হোক্ সব।
হায় যদি আমারও সুনিদ্রা হ'তো আজ!—
যাই মঠে,—জানাইগে গুরুকে আমার।
(নিষ্ক্রান্ত)

২য় অঙ্ক—৩য় দৃশ্য।

গোঁসাই মধুবানন্দের আশ্রম।
সাজি হস্তে গোঁসায়ের প্রবেশ।

গোঁ। প্রভাত হাসিছে পূবে, পলাইছে নিশি
বিরক্ত-বদন ঢাকি; ঘনদলে মিশি
ঝরিছে সূর্য্যের রশ্মি শত রজ্জুবৎ!
চলে ধীরে ভাস্করের অগ্নিবর্ণ রথ;
পথ ছাড়ি তার—দূরে করিছে গমন
অন্ধকার, গায়ে মাখি অরুণকিরণ,
টলিতে টলিতে যথা মাতোয়ারাগণ।
এখনি প্রচণ্ড নেত্র প্রকাশি মিহির
দিবারে করিবে সুখী শুষিয়ে শিশির;
তার আগে তুলে তুলে মহৌষধি গুলি
সাজি পূর্ণ ক'রে রাখি। ধরণী মণ্ডলী
ধরে যে কতই হেন ভেষজ সুন্দর
জীব জগতের হিত—কি অহিত-কর!
ধরণী উদ্ভূত যত তরুলতাগণ,
ধরণীর নানা রস করিয়া হরণ,
ধরে নিজ দেহে তারা, সেই রস পরে
বহু অল্প পরিমাণ কত গুণ ধরে,
উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট, অধিকই তাহার।
একবারে গুণহীন কেহ নহে তার।
আহা, শক্তিময় হেন কতই ধরায়
লতা গুল্ম প্রস্তর গণনে নাহি যায়!
গুণহীন হেন কিছু নাহি ভূমণ্ডলে
কোনো উপকারে নাহি আসে কোনোকালে
এমন উত্তমও কিছু নাহি বসুধায়
অপব্যবহারে মন্দ যাহে না ঘটায়।
অযথা সংযোগে পুণ্য পাপে পরিণত,
কার্য্যের গতিকে পাপ কভু পুণ্য মত!
এই যে দুর্ব্বল লতা, বল্কলে ইহার

বিষও আছে গুণও আছে রোগনাশকর,
এই খানে ঘ্রাণ এর করিলে গ্রহণ
শরীর প্রফুল্ল হয়—হেথা আস্বাদন
করো যদি; ইন্দ্রিয়াদি বিলুপ্ত তখন!
মনুষ্যশরীরই হোক—অথবা ওষধি
দুই শক্তি ধরে তায়—এ ওর বিরোধী!
শুভাশুভ দুই শক্তি জগতী মণ্ডলে,
দুই দ্বন্দ্বকারী নৃপ, যথা যুদ্ধস্থলে!
যেখানে অশুভ ভাগ অধিক প্রমাণ
মৃত্যুকীট ততো শীঘ্র নাশে তার প্রাণ!

রোমিওর প্রবেশ।

রোমিও। ঠাকুর, প্রাতঃপ্রণাম।
গোঁসাই। জয়োস্তু—কল্যাণ।
কে হে প্রাতে এ সুমিষ্ট ভাষায় আমায়
করে হেন সম্ভাষণ! হবে বুঝি তবে
কোনো যুবা-পুরুষ বা দুশ্চিন্তা প্রভাবে
কাটায়েছে নিশাকাল কষ্টের নিদ্রায়!
চিন্তাজরা, বৃদ্ধের নিকটে নাহি যায়
সুনিদ্রা—চিন্তায় হেরে অন্তরে পলায়;
অক্ষত পরাণ পেলে তরুণ যুবায়
কোলে ক'রে সোণার পালঙ্কে রাখে তায়।
তাই ভাবি দগ্ধচিত্ত যুবা কেহ এই
ত্যজিয়াছে শয্যা ভোর ফুটিয়াছে যেই,
তা যদি না হয় তবে রোমিও নিশ্চয়
জেগে কাটায়েছে নিশি না ছোঁয় শয্যায়।
রো। শেষ অনুমানই সত্য, সত্যও ইহাই—
গত নিশি জাগরণে আরো তৃপ্তি পাই।
গোঁ। নারায়ণ!—নারায়ণ ঘুচান তোমার
রজনীর সে পাতক—ছিলে কার কাছে?
পাপীয়সী রঙ্গিনীর?—
রো। রঙ্গিনী?—না গোঁসাই,
সে নাম ভুলেছি আমি, দুঃখ খালি তায়।
গোঁ। উত্তম করেছ বাপু—তবে ছিলে কোথা?
রো। জিজ্ঞাসিতে হবে নাক বলচি সব কথা।
বিপক্ষ ভবনে কাল প্রমোদভাজন,
গিয়াছিনু সেইখানে, সেথা কোনো জন
আঘাত করেছে মোরে, আমিও তাহারে
করিয়াছি প্রতিঘাত, কিন্তু সদুপায়—
ঠাকুর তোমার হাতে, নিস্তারো আমায়!
ঘৃণা হিংসা নাহি চিত্তে ক্ষমিয়াছি তায়।
শত্রুর ভালোর তরে করি এ গোঁয়ারি
করি অনুনয়, প্রভু, ভালো করো তারি।
গোঁ। সাদাসিদে বলো, বাপু! শুনে তার পরে
ঔষধি বিচার হবে!
রো। শোনো বলি তবে
ভেঙ্গে চুরে সব কথা।—জুলিয়েত নামে
আছে কপলত-বালা, তাহাতে আমার
প্রেমের সঞ্চার গাঢ়, সেও মম প্রতি
তেমনি প্রণয়ে মুগ্ধ, প্রস্তুত আমরা
পরস্পরে বিবাহ করিতে শাস্ত্রমত।
আপনি প্রস্তুত হয়ে করুন সমাধা
সেই কাজ—মন্ত্র কটা পড়াইয়া দিয়ে।
কখন কোথায় হবে করুন আদেশ।
কেন ভাবে সাধিতে হইবে, যেন কেহ
ঘুণাক্ষরে জানিতে না পারে সে বারতা।
কেমনে কিরূপে কোথা প্রেমপরিচয়
পরস্পরে আমাদের—কিরূপে কোথায়
হয় সত্য বিনিময়—পরে নিবেদিব
শ্রীচরণে সমুদায়; কেবল এখন
সম্মত হউন দোঁহে বান্ধিতে বিবাহে।
গোঁ। একি-একি-ও রোমিও-একি বিপর্য্যয়!
তবে কি সে মনোরমা আর তব নয়
এত দিন যার প্রেমে ছিলে ক্ষিপ্ত প্রায়!
যুবকের ভালবাসা নয়নের দেখা!
নহে তাহা হৃদয়ের মর্ম্মতলে লেখা!
হরি হরি! কত মণ লবণাক্ত জল,
ভাসায়ে দিয়াছে যায় ঐ গণ্ডতল,-
এখনো লবণাস্বাদ নাহি ঘুচে যায়-

এতো বরুণের বারি বৃথা গেল, হায়!
বায়ুতে ছড়ায়েছিলে-"হা-হুতোশ" যত
তপন পারেনি আজো করিতে নির্গত।
সে নিশ্বাসধূমে পড়ে আকাশে যে কালী,
আজো মুছাইতে নারে দেব অংশুমালী!
কাণে আজো "ঝা ঝাঁ" করে "ঝিঁ ঝিঁ"
কান্না ঘটা!

আজো গণ্ডতলে ল্যাপা—গোটাক ত ফোঁটা
সেই যদি তুমি হও—এ দুঃখ বিলাপ
"প্রাণের রঙ্গিণী" তরে করেছিলে বাপ;
তবে কি সে তুমি নও—বলো হে নিশ্চয়—
এরি মধ্যে শুকালো সে গভীর প্রণয়!
পুরুষ এতই যদি হীনবল সবে,
খসিলে নারীর পদ অ্যাতো কেনো তবে!

রো। সেই প্রণয়ের তরে কত তিরস্কার
করেছো তো আগে তুমি কত শতবার।

গোঁ। প্রণয়ের তরে নয়—কামে দিয়ে ঝাঁপ
হাবু ডুবু খেতেছিলে তাই রে সে বাপ্‌।

রো। তখন বলিতে প্রেম উদ্‌যাপন করো

গোঁ। বলি নাই—এক্ ছেড়ে আরে গিয়ে ধরো

রো। ভর্ৎসনা ক'রোনা আর, এ প্রেম
যাহারে—
প্রেম বিনিময়ে প্রেম সে দেছে আমারে।
তার ত ছিল না তাহা—

গোঁ। সেই বুঝেছিল ঠিক্
মুখস্থ তোমার প্রেম বানানে বেঠিক।—
যাই হোক্ সঙ্গে এসো, না করো ভাবনা,
প্রণয় পথের পথী—যুবক বিমনা।
হইব সহায় তব, ইহার উদ্দেশ—
কুল-পরম্পরা-গত চির হিংসাদ্বেষ!
ইথে নিবারিত হয়ে হয় যদি শেষ।

রো। একটু তৎপর হও—গোঁসাই ঠাকুর,—
আমার বড় ত্বরা।

গোঁ। কিঞ্চিৎ সবুর!
ধীরে—ভেবে যাওয়া ভাল, ত্রস্ত ভাল নয়,
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেলে হোঁচট্ খেতে হয়।

(নিষ্ক্রান্ত।)

২য় অঙ্ক—৪র্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

বেন্বল এবং মরকেশের প্রবেশ।

মর। রোমিওটা কোথা গ্যালো হা?
রাত্রে কাল্ বাড়ি মাড়ায় নি।

বেন্ব। সে যে ভিটে ছাড়া—সে কথা আমি তার বাড়ীর একজন চাকরের কাছে শুনেছি।

মর। সেই কাষ্ঠপ্রাণ—পেঁশুটে নচ্ছারী দেখছি তাকে পাগল্ করবে।

বেন্ব। কপলতের ভাইপো তৈবল. রোমিওদের বাড়ীতে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে।

মর। আমি নিশ্চয় বলচি—"ডুয়েল" লড়তে।

বেন্ব। রোমিও সে চিটির জবাব দেবে কি?

মর। যে কেনো হোক্—আঁকর পড়্‌তে জান্‌লেই তেমন চিটির জবাব দেয়।

বেন্ব। আমি তা বল্‌চি না,—লড়বে কি?—চিটিতে যে জন্যে তলব, তার জবাব দেবে কি?

মর। হায়, রোমিও, তুই মরেই আচিস্।—একটা ফ্যাঁস্ ফেঁসে কটা ছুঁড়ীর কালো

কালো ডবডবে চোখ দুটোই তোর বুকে ছোরা বসিয়েছে—তার দুটো পিরীতের গান শুনেই কাণে তীরবিঁধে গ্যাছে—তোর সেই বুকের কলজেটা পর্য্যন্ত সেই বাঁশপোড়া ছোঁড়ার একটা ভোঁতা বাণেই দু'খানা হয়ে গেছে—তা, তুই আবার তৈবলের সঙ্গে "ডুয়েল" লড়বি কি?

বেন্থ। কেনো—তৈবল কি?

মর। তৈবল একজন তলোয়ারবাজ—"ডুয়েলের" ওস্তাদ্। তুই যেমন একটা টপ্পা গাস্, সেও তেমনি তলোয়ার খেলে। কত দূরে—কখন কি ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হবে, কখন আপনাকে বাঁচাতে হবে, কখন শত্রুকে তাগ্‌তে হবে—সব যেন তার নখদর্পণ।—"বাঁচো,—এই এক্—এই দুই—এই তিন"—আর্ অমনি তার আধখানা হেতের বুকের ভেতর ভ্যাঁস্ করে সেঁধোলো। রমো আবার তৈবলের সঙ্গে "ডুয়েল" খেল্‌বে। পেলিয়ে বটে তৈবল! "ডুয়েল" বিত্তায় সিদ্ধ—কতো ঝোটোন-টুনটুনেদের সাটিন্ কিন্ খাবের যে ছাদ্দ করেচে, তার আর ঠিকানা নাই। সাবাস্ শিক্ষা! সাবাস্।

রোমিওর প্রবেশ।

বেন্থ। এই যে—রোমো—আস্‌চে।

মর। স্যাখোনা—যেন শুকিয়ে একটা শুট্‌কি মাছের মত হয়ে গেছে!—কোথা সে মাংসপেশী—সে হাতের গুল্—যেন শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে। ভায়ার এখন বুঝি বিদ্যাপতির ভাব—বিরহগাথা আওড়াচ্চেন। ভাবচেন বুঝি বিদ্যেপতির সেই লছমিরাণী ওঁর সেই প্রেয়সী—হুঁ—তার কাটকুড়োনিরও যোগ্য নয়। যদিও ওর চেয়ে তার নাগরের প্রেমের ভাঙ্গটা ঢের চ্যাটালো, তাই তার নামে "প্রেমের শ্লোক বেঁধে গেছে।" কিন্তু ভায়া আমার ভাবেন যে, ওর রসবতী যেন পদ্মিনী—না—লক্ষ্মহীরে—না বিন্দে—না নুরজেহান।—হায় এঁদের কাছে সে এঁটো কুড়ুনীরও যোগ্য নয়।—ওহে, মাষ্টার রোমিও, যে হটিংবুট্ পিন্দেচো গুডমর্ণিং—না নমস্কার কর্‌বো। কাল্‌রাত্রে আমাদের আচ্ছা নাকাল্ করেছিলে।

রো। নমস্কার নমস্কার,—দুজনকেই আমার সাদর নমস্কার। কি, নাকাল্ আবার কি? কেন কি করেছিলুম?

মর। সেই যে আগ্‌লিকেটে—দে চম্পট।—কথাটা কি মশয়ের ভাল বোধগম্য হচ্চে না?

রো। ভাই আর লজ্জা দিস্‌নি—মাপ্ কর্। একটা ভারী জরুরী কাজ ছিল। তা সে কাজের খাতিরে ভদ্রতার যদি একটু কিছু নড়চড় হয়ে থাকে, ত ভাই মাপ্ কর্।

মর। হাঁ—তার খাতিরে হাঁটু দুটো ধনুকের মত করে দাঁড়ান ওঁচলে,—ক্যামন?

রো। হাঁ, শিষ্টাচারের খাতিরে বটে।

মর। ঠিক ঠেঁচেচো—আমি শিষ্টাচারের আঁটির শাঁস্।

রো। না, লাটের বাড়ীর ফরাস্।

মর। না না, আমি শিষ্টাচারের শাঁস্।

রো। না হয় বকুল ফুলের বাস্।

মর। ভাল, না হয় বাস্।

রো। তবেই তুমি "ফুল" হলে।

মর। বা, রোমিও,—সাবাস্। তা আমি যদি ফুল্ হই, তুমিতো ফুলের বড় দাদা অর্থাৎ খেড়ে বোকা।

রো। কই আমার তো এখনও দাড়ি ওঠে নি, গলা বসে নি, কাণ ঝোলেনি,—

আর পাঁটীও যোটেনি ; তবে আমি কিসে হলুম বোকা,—বরং খোকা বল্লেও চলে।

মর। ও বেনুবল, তুমি একটু মধ্যস্থি করো না হে—এর রসিকতার চোটে ত আর টেঁকৃতে পাচ্চিনে !

রো। লাগাও চাবুক্—রসিকতাকে ছুটিয়ে দেও, নইলে এখনি বল্‌বো' বাজিমাৎ।

মর। আমি না হয় হারই মানলুম্ ; তবু বলো দেখি এ কেমন ! আর সেই—"আহাহা উহুহু—ওহোহো"—সেই বা ক্যামোন্ ? ক্যামোন্ হাসিখুসি, লোকের সঙ্গে মেশাঘোশা,—এই ত মনুষ্যত্ব !

বেনু। অহে থামো থামো।

রো। তাই তো, যোগাড় মন্দ নয়।

ধাত্রী এবং ধাত্রী-সহচরের প্রবেশ।

মর। এ কিরে বাবা,—এ যে এক খানা ভড়।

বেনু। একখানা নয় মায় ল্যাংবোট্ সাদিমদ্দা।

ধাই। ও ভূতোর বাপ,—গতরখেকো।

ভূঃ বাপ। র না গো—যাচ্চি যাচ্চি।

ধাই। আমার পাখা খানা !

মর। ক্যানরে—পাল্ তুল্‌বি না কি ?

ধাত্রী।—(ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করবার চেষ্টা।—না পারায় হাঁপাতে হাঁপাতে অঁাচল দিয়ে মুখের ঘাম পোঁচা।

মর। ও রং কি আর মুচলে যাবে ?—ও যে ধান্‌সিজোনো হাঁড়ির তলা !

ধাই। (হাত তুলে—মুখে মুখে)—বাবুজী, পেন্নাম্।

মর। পেন্নাম্ কি ?—দণ্ডবৎ- না হয়—লগুড়বৎ বলো।

ধাই। তবে কি "লগুড়বৎ" বলে—তো, ভাল—"লগুড়বৎ" বাবুজী।

মর। ওরে দুপুর বাজ্জে যে—ঐ যে ঐ ঘড়ির কাঁটার হুল্‌টা দু'পুরের ঘরের কোলে গিয়ে ঢুকেচে।

ধাই। ড্যাগ্‌রা ঢ্যামন্ মিন্‌সে তো বড় বেহায়া !—তুমি কি ভদ্দর নোক ?

রো। আহা, ভালমানসের মেয়ের কি কষ্ট !

ধাই। দ্যাখো দেখি ক্যামোন্ ভদ্দর আনা কথা ! হাঁগা, তুমি বল্‌তে পারো গা, রোমিও বাবুর কোথা দেখা পাবো ?—জোয়ান্ মদ্দ।

রো। কোথা দেখা পাবে বল্‌তে পারি না। তোমাকে তাঁকে খুঁজে বের কত্তে হ'লে তদ্দিনে সে আর "জোয়ান মদ্দ" থাক্‌বে না।—কিন্তু আমিও সেই গুষ্টির মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ একজন বটে।

ধাই। আহা, তোমার কথাগুলি তো বড় ভাল।

মর। ও কি আর ভাল বলেচে—ও তো মন্দই বলেচে—ভাগ্যে সেটা ধত্তে পারে নি।—ছোক্‌রা খুব স্যাস্তামি খেলেচে।

ধাই। তুমিই যদি তিনি হও, তো তোমাকে আড়ালে গোটা দুই কথা বল্‌বো।

বেনু। মাগী ওকে নেমন্তন্ন কত্তে এসেচেই এসেচে।

মর। হ্যাঁ, তাই বটে।

রো। কি হে আবার কি তাগ্‌চো ?

মর। না, এমন কিছু নয়। বলি বাড়ি যাবে ? আম্‌রা আজ তোমাদের বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন করবো।

রো। এগোও—আমি পেচু পেচু যাচ্চি।

মর। ভুঁড়ে গিন্নি—এখন তবে আসি।

(নাঁকি সুরে গান কত্তে কত্তে ভুঁড়ে গিন্নি এখোন্ তবে আসি ইত্যাদি।)

(মরকেশ ও বেনুবল উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

ধাই। যাও, যমের বাড়ি যাও।—এ ড্যাগ্‌রা কে গা ? মিন্‌সে তো বড় ফচ্‌কে।

রো। ওগো উনি একজন বড় সদাগরের ছেলে।—ওঁর নিজের গলার স্বর উনি নিজে শুন্‌তে এতো ভালবাসেন—যে উনি থাকৃতে আর কাকেও কথা হইতে হয় না।

ধাই। ও লোক্‌টা যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বল্‌তো তো দেখতে পেতো—আমি কি নাকাল্ ক'রে ওকে ছেড়েদিতুম—পোড়ার মুখো, নচ্ছার—আট্‌কুড়ো—আমাকে একজন রাস্তার গস্তানি পেলে কিনা?—আমার সঙ্গে ওর কিসের সম্পর্ক বলোতো। (ভৃত্যের বাপের প্রতি) আর ভূতোর বাপ, তোরই বা কি আক্কেল, মিনসে আমাকে যা ইচ্ছে তাই ব'লে গেলো, আর তুই কাপড়ে হেগোর মতন চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি?

ভৃঃ বা। কই—তোমাকে কি ক'রে গ্যালো, তা ত আমি কিছু দেখিনি।—তা যদি দেখতুম, তবে কি আর হেতের খানা খাপ্ থেকে বেরুতো না? যখন যেমন দেখবো, তখন তেমন্ করবো আর্ আইন আদালতে কোনও দোষ না পৌঁছয় তো কড়া মিঠে গোচ লাট্টোবাজি করে ছেড়ে দি।

ধাই। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'চ্চে—পোড়ার মুখো বিটলে হাড়পেকো মিনসে কোথাকার! ওগো বাবুজী, তোমাকে একটা কথা বলি,—বলেচি ত, তোমাকেই খুঁজতেই আমার মনিবকন্যা আমাকে পাঠিয়েচেন্। তিনি যা বল্‌তে বলেচে, এখন্ সে কথা বল্‌বো না, আগে আমার খাস্ কথাটা বলে নি।—যদি তোমার ফাঁকি দেবার ইচ্ছে থাকে, তবে সেটা ভদ্দর-নোকের কাজ হবে না, ঐ নোকে যেমন বলে, মেয়েটী ভদ্দরের ঘরানা—নিতান্ত কচি মেয়ে, সেই জন্যেই বলি, যদি তার সঙ্গে ছল কপট্ করো তো সেটা ভদ্দর-নোকের হক্কে বড় নজ্জার কথা, ঐ নোকে যেমন বলে—ভদ্দরের কাজ নয়।

রো। ঝি, কোনো ভয় ক'রো না,—তোমার মনিবকন্যাকে আমার প্রিয় সাদর সম্ভাষণ জানাইও, আমি এই দিব্বি দিব্বান্তর কচ্চি—

ধাই। আহা বড় ভালো—ছেলেটী বড় ভালো। আমি তাঁর কাছে সব বল্‌বো, আহা, দোহাই ঠাকুর দেবতার—সে শুন্‌লে বড় খুসী হবে!

রো। ঝি, তাঁকে তুমি কি বল্‌বে?—আমার কথায় মন দিচ্চো?

ধাই। আমি তাঁকে বল্‌বো—তুমি দিব্বি দিব্বান্তর গেয়ে বলোচো—ভদ্দর নোকের কাজই তো তাই—আমি যদ্দুর বুঝি।

রো। তাঁকে ও সব্ কিছু বল্‌তে হবে না—ঐ দিব্বি দিব্বান্তরের কথা গুলো। তবে তাঁকে বলো যে, আরতি দেখবার নাম ক'রে আজ সন্ধের সময় তিনি লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দিরে যেন আসেন—নিশ্চয় যেন আসেন।—দেখো, ভুলো না—এই কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক ধরো।

ধাই। ছি—ছি—ও কি ও—মা, ঘেন্নার কথা (দাঁতে জিব্ কাটা)—ছি—ছি—আধ কড়া কড়িও না।

রো (হাতে মুদ্রা গুঁজিয়া দিয়া) আজ্ আরতির সময়—দেখো, ভুলো না।

ধাই। আর বল্‌তে হবে না।—সন্ধের সময় তিনি সেখানে যাবেনই যাবেন্।—এখন্ আসি,—বাবুজী, পেন্নাম হই।

রো। একটু রও।—স্তাখো আর এক ঘন্টার মধ্যেই আমার একজন লোক যাবে, গিয়ে মঠের পেছন্‌দিকের দেওয়ালের কানাচে

দাঁড়িয়ে থাকবে।—তার হাত দিয়ে আমি একটা দড়ির সিঁড়ি পাঠিয়ে দেবো—সেইটে যানো—খুব সাবধানে রাখা হয়।—সেইটেই আজ আমার আনন্দগিরির চূড়ায় ওঠবার সিঁড়ি!—দেখো ধাই, অতি সাবধানে।—এখন এসো কল্যাণ হোক্। তোমার আমি মেহনোৎ পুষিয়ে দেবো।—এসো এসো।—আর তোমার মনিবকন্যাকে আমার সংবর্দ্ধনা জানাইও।

ধাই। বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো ঠাকুরদেবতারা তোমার ভাল করুন্। শোনো বলি।

রো। কি ঝি—কি বল্‌চো গা?

ধাই। তোমার সে লোক্‌টার পেটে কথা থাকে তো? জানতো, কথায় বলে,—

ছকাণে হয় শলা মন্ত্রনা, চারকাণে হ'লেগোল তার ওপরে পাড়া পড়শে হাট্‌বাজারে ঢোল্

রো। সে খুব মজবুৎ—

ধাই। তবে, শোন্ বলি;—আমার মনিবকন্যাটীর মত মিষ্ট মেয়ে আর দেখ্‌তে আসে না;—মা ষষ্ঠী তাকে বাঁচিয়ে বত্তে রাখো। সে যখন এমিন্‌টী (হস্ত দ্বারা দেখানো)—আদো আদো কথা বলে, তখন তার কথাগুলি কি মিষ্টই ছিল। স্তাখো এই সহরে পারশ নামে একজন মস্ত বড় ঘরের ছেলে আছে, সে এ মেয়েটীকে বে কত্তে পাল্লে বত্তে যায়, কিন্তু মেয়েটীর আমার সে কুচক্ষের বিষ। তাকে সে এতো ঘেন্না করে যে, লোকে শেয়াল কুকুরকেও তেমন্ করে না।—কখনো যদি খেপাবার জন্যে তার হয়ে ডুটো কথা বলি তো মেয়ের আমার মুখ্‌টী একবারে চুপসে যায়—আর সাদা ফ্যাক্ ফেকে হয়ে গিয়ে আমার মুখের দিকে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে।

রো। আমার হয়ে ছুটো কথা ব'লো।

ধাই। তোমার কথাইত অষ্টপোর বলি

—হুঁ! তার নাম আবার মুখে আন্‌বো?
ভূতোর বাপ্ পাখা খানা তুলিস্‌নে।
(ধাই ও ভূতোর বাপ্ নিষ্ক্রান্ত।)

২য় অঙ্ক—৫ম দৃশ্য।

কপলতের উদ্যান।

জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। ন'টা বাজে ঘড়িতে তখন গেছে ধাই,
এখনো ফেরেনা কেন?—গ্যাকো দিব্বি করি
অর্দ্ধঘণ্টা না ফুরাতে ফিরিবে আবার।
খুঁজে বুঝি পায় নাই, না, বুঝি তা নয়।
বটে বটে, খোঁড়া যে সে, তাহাতে প্রাচীনা
একি তার কাজ! হবে মনোরথগতি
প্রেমদূতী যারা, জিনি ক্ষিপ্র রবিকর
শতগুণ আরো দ্রুতগতি যার সদা,
যখন সে রবিকরে ছায়াদলে ঠেলি
ফেলায় অচল পৃষ্ঠে।—মনোভব নাম
তাই ধরে ফুলধনু! এবে সূর্য্যরথ
অতি উচ্চ ধরাধর শিখর উপরে,
মধ্যাহ্ন এখন দিনমানে হয় গত
প্রহর অধিকও কাল—তবু না ফিরিল!
হায়! সে তাপিত যদি প্রণয়ের তাপে,
কিম্বা নবযৌবনের উত্তপ্ত রুধির
দেহেতে বহিত তার, তা হ'লে হইত
ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত বর্ত্তুলের গতি;
মধুর সংবাদ লয়ে ছুটিত ফিরিত
যথা ঘাত প্রতিঘাতে ক্রীড়ার বর্ত্তলি।
অনেক প্রাচীনে, কিন্তু করে হেন ভাণ

যেন জড়বৎ তনু অলস শিথিল
গুরুভার পাণ্ডুবর্ণ সীসক সমান!
জীয়ন্তে মৃতের প্রায়!—হা জগদীশ!—
[ধাত্রী এবং ভূতোর বাপের প্রবেশ।]
ঐ আসে ধাই মা!—ওগো কি খপর গা?
বল্ শীঘ্র বল্ ধাই—দেখা হয়েছিল?
ওকে সরিয়ে দে।

ধাই। যা, তুই ফটোকে।

(ভূতোর বাপ নিষ্ক্রান্ত।)

জু। ধাই মা, লক্ষ্মী মা—বল্ শীঘ্র বল্।
হা হরি! অমন্তর মুখটো ভার কেনো?
হোক্ মন্দ খপর—তুই হেসে হেসে বল্;
আর যদি ভাল হয়—হয় সুখপর
কেনো বল্, ঝাপ্সা মুখে সব তিক্ত কয়ো?

ধা। একটু দেরি করোনা গো,—উঃ বাপরে
বাপ! হাড়্গুলো সব ভেঙ্গে যাচ্চে—কি
চলাই চলেচি। উঃ—গেনু গেনু!

জু। অতি আহ্লাদের সহ দিতেছি তোমাকে
আমার দেহের অস্থিগুলি,—শুধু—খালি
সে খপর বল্!—তোর অস্থি দে আমায়।

ধা। আরে বাপরে কি ধিঙ্গি মেয়ে?—পারিস
নে কি। একটু আর সবুর কত্তে?—হাঁপিয়ে
মচ্চি আমি।

জু। হাঁপিয়ে মচ্চো কই? ঐ যে অত কথা
ব'ল্লে এতক্ষণ—কই হাঁপাওনিত তায়।
বিলম্বের বাহানায় যাচ্চে যে সময়
আসল বেওরাটা আগে কবে বলা হ'তো!—
ভাল কি মন্দ, নিদেন কথা একটা বল্।
তাতেই সন্তুষ্ট হব, পশ্চাৎ না হয়
বাখান শুনিব তার—এখন আমায়
খালি বল্ মন্দ কিম্বা ভাল সে খপর।

ধা। তবে বলি—তোমার পছন্দ ভাল নয়,—
পুরুষ পছন্দ কত্তে কবে জানো তুমি?
রোমিও—ওঃ—কি(ই) বা সে রূপ!
কি(ই) বা চেহারা!
মুখটি সবার চেয়ে ভাল বটে মানি;
পা দুখানি তেমনি আবার মস্ত সবার চেয়ে!
হাতদুটো পা'য়চেটো কারো কাছে লাগে না।
শিষ্টাচার তাও ত সেরা সবার চেয়ে নয়!
কোনখানটা প্রশংসার যোগ্য আছে তার!
তবে ধীর-নম্র একটি গো বেচারা বটে।
আমার যদি কথা,শোনো,ওসব ছেড়ে দিয়ে
ধর্ম্মকর্ম্মে মতি দেও,—পেটে কিছু দিয়েছ?

জুলিয়েত। না, খাই নি।
তা এ সব ত জানা কথা—নূতন আর কি?
বিয়ের কথা কিব'ল্লেন—সেইটে বল্ দেখি।

ধা। বাবারে বাবা! মাথা কি ব্যথাই ক'চ্চে!
দুখান হয়ে পড়চে যেন—টিপ্‌টিপুনিই কি?
বাপরে বাপ—গেনু বাবা—উহুহু উ!
মা, তোর প্রাণে কি দয়া মায়া কিছু নেই,
এতোটা দৌড় ধাপে পাঠালি আমায়?
হায়! ছুটে ছুটে প্রাণটা হারানু!

জুলি। ধাই মা,
তোর দুঃখু দেখে বড় দুঃখু হ'চ্চে, বাছা;
লক্ষ্মী মা, যাদু মা,বাছা শীগ্‌গির করে বল্,
বল, মা, তিনি কি বল্লেন?

ধাই। ভদ্দরে যা বলে,
তোমার প্রিয় তাই বল্লেন—খল ক্রুর নয়।
মিষ্টভাষী শিষ্টাচারী দেখ্‌তেও সুরূপ,
আর ধর্ম্মনিষ্ঠা(ও)আছে তার—ঠিক্ বল্‌চি;
তোর মা কোথা গা?

জু। মা, আর কোথা ধাই?
মা ঘরেই আছেন।—ধাই ও কি উত্তর,
হলো "তোমার প্রিয় বলেন" ভদ্দরে যা
বলে, তোর্ মা কোথা গা?"

ধা। আ আমার কপাল!আমি সব বুঝি গো সব।

আমার ভাঙ্গা হাড়ের প্রলেপ বুঝি এই?
এখন্ থেকে নিজের খপর নিজে গিয়ে এনো।
জু। একি গণ্ডগোল! বল্,ধাই মা কি বল্লেন?
ধা। আজ আরতি দেখতে যেতে হুকুম পেয়েছ?
জু। পেয়েছি।
ধা। তবে শীগ্‌গির মঠে যা,কেউ একজন্ সেথা
পত্নীবরণ করবে বলে আছে পতির কেতা।
ঐ যে ঐ এখন্ দেখি রক্ত ছুটে গাল্
দেখতে দেখতে রাঙ্গিয়ে তুলে
কল্লে লালে লাল।
যাও শীগ্‌গির মঠে যাও।—অন্যদিকে আমি
যাই খুঁজিগে মই একটা,
উঠবে তোমার স্বামী
পাখীর ছ্যানা পড়বে বেতে অন্ধকার হলে,
জু। কেউ মরবে মজুর খেটে—
কেউ বা চতুর্দ্দোলে।—
যা, শীগ্‌গির মঠে যা।—
জু। যাই শীগ্‌গির উঠিগে যাই—
ভাগ্য চূড়ায় মোর!—
ধাই মা তোর ব্যথা সারবে
এখন বে-ওজোর।
ধা। কাজেই তাই—ফের খাটুনি
হলেই পরে তোর।

২য় অঙ্ক—৬ষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

(মঠ—মধুরানন্দের কুটীর।)
গোসাই ও রোমিওর প্রবেশ।

গোঁ। কৃষ্ণের কৃপায় যেন এ মঙ্গল কাজে
হয় শুভোদয় পরে, না হয় পশ্চাৎ
দুঃখ অনুতাপ কিছু।
রো। কৃপা কর, হরি
কিন্তু প্রভু, সহিব সকল দুঃখ, পরে
মুহূর্ত্তেক তরে যদি তাহারে এখন
দেখিয়া হইতে পারি সুখী, তুলনায়
এ সুখের অতি তুচ্ছ দুঃখ সে সকল।
এখন আপনি শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
নিবদ্ধ করুন পাণিদ্বয়; শমনেও
না ডরি তা হ'লে—সেই প্রণয়ি-খাদক যমে
পাই যদি প্রিয়ারে বলিতে আপনার!
গোঁ। এই সব প্রখর আনন্দ ক্ষয় হয়,
বন্দুকে বারুদ যথা বহ্নি পরশনে!
অতি মিষ্ট মধুও সুতৃপ্তিকর নয়
উৎকট মিষ্টেতে রুচি ক্ষুধা করে নাশ!
প্রণয়ে ধৈরয চাই, প্রণয় তবে সে
হয় স্থায়ী, কালব্যাপী—প্রণয় তাহাই।
(জুলিয়েতের প্রবেশ)
ঐ আসে বরাননা! আহা লঘুপদ
চলিছে কি লঘুগতি! ও পদ চালনে,
ক্ষয়িবে না পাষাণের অক্ষয় শরীর!
প্রেমিকে চলিতে পারে উর্ণনাভ-জালে
অথবা তাহার মত সূক্ষ্মজাল যত
গ্রীষ্ম সমীরণে শূন্যে উড়ে উড়ে যায়
না হয়ে ধরায় চ্যুত; অবস্থ তেমতি
বৃথা—প্রেমের উল্লাস।
জু। প্রভু! প্রণিপাত!
গোঁ। জয়োস্তু—মঙ্গল!
রো। প্রেয়সি, আমার চিত্তে আনন্দলহরী
বহিছে খেলায়ে ঢেউ, তোমার (ও) হৃদয়ে
তেমতি উচ্ছ্বাস যদি বহে এ মিলনে,
এসো তবে দুইজনে বসি এইখানে;
করো ব্যক্ত সে আনন্দ সঙ্গীত-লাঞ্ছন-
বাক্যে তব, সুমধুর শ্বাসে পূর্ণ করি
সমীরণ।—শুনি আমি প্রাণের আহ্লাদে।
জু। সারবস্তু পূর্ণ যার কল্পনা ভাণ্ডার

সে কভু করে না দম্ভ বৃথা আভরণে ;
নিজ ধন গণিতে সমর্থ হয় যারা
কাঙ্গাল তাহারা সুনিশ্চিত। প্রেমধন
মম প্রাণে এতই প্রচুর, শক্তি নাই
সংখ্যা করি অর্দ্ধভাগ তার।

গাঁ। এসো সঙ্গে,
যত শীঘ্র পারি কার্য্য করি সমাধান।
তোমরা দুজনে একা থেকোনা এখন,
নহে তা উচিত এবে—নহ যতক্ষণ
একাঙ্গ, মিলিত হয়ে শাস্ত্রের বিধানে।
(নিষ্ক্রান্ত।)

৩য় অঙ্ক।—১ম দৃশ্য।

সাধারণের প্রবেশ।

মরকেশ ও বেন্বলের প্রবেশ।

বেন্। মরকেশ, আমি তোমার হাতে ধর্চ্চি, চলো আমরা এখন থেকে যাই। আজকের দিনটা বড় গরম, আর কপলতের দলের লোকেরাও বার্ হয়েছে; দেখা হলেই এখনি একটা দাঙ্গা ফেসাদ্ হবে। এ গরম দিনে সবারই রক্ত সহজে আরো গরম হয়ে উঠেছে।

মর। তুমি দেখচি তাদেরই একজন, যারা শুঁড়ির দোকানে সেঁধিয়েই তলওয়ার খানা কোমর থেকে খুলে মেজের ওপর রেখে বলে, আজ যেন তোকে আর ছুঁতে না হয়, আর দু গেলাস টান্‌তে না টান্‌তেই হঠাৎ একজন্‌কে মেরে বসে!

বেন্। আমি কি তেম্‌নি ছোট লোক?

মর। যাও যাও, তুমি দেখচি তাল পাতার আগুন, রাগলে আর হুঁস্ থাকে না। তাতেও যেমন, আর তাতলেও তেম্‌নি।

বেন্। তাতলেও তেম্‌নি কি?

মর। তোমার মত আর একটা থাক্‌লে শীঘ্রই দুটোর একটাকেও থাক্‌তে হতো না—দুজনেই মর্ত্তে।—তুমি কি কম্ ঝগ্‌ড়াটে? তোমার দাড়ির চেয়ে আর কারো দাড়িতে যদি একগাছি চুল কম্ কি বেশী থাকে—তুমি তার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করবে—সুপুরী কাট্‌তে কেউ আঙ্গুল কেটে ফেল্লে, তুমি তার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করবে—কেন না তোমার চখের তারা কটা। কেউ রাস্তায় কেশেচে তো তার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া—কেন না তোমার কুকুরটা রোদ পোয়াচ্ছিল তার ঘুম ভেঙ্গে গেচে। গ্যালো বছর মহরমের আগে একজন দর্জ্জি একটা নূতন কোর্‌তা গায়ে দিয়েছিল, তাইতে তার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কল্লে। আর কার্ সঙ্গে না করোচো। আর একজনের সঙ্গে, সে এক যোড়া জরি-বসানো জুতো পরেছিল বলে। ঝগ্‌ড়া খুঁজে বের কর্ত্তে তোমার মত আর একটী নেই। উনি আবার আমাকে উপদেশ দিচ্চেন কি না—ওহে ঝগ্‌ড়া বিবাদ ক'রো না।

বেন্। আমি তোমার মতন ঝগ্‌ড়াটে হলে আমার "লাইফ ইন্‌সিওরেন্স" খানা কেউ এককড়া কাণাকড়ি দিয়েও কিন্‌ত না।

মর। দুত্, ওঁর আবার জীবনস্বত্বের ইনসিওরেন্স!—তার কি আবার কিছু মূল্য আছে!—কি নির্ব্বোধ!

বেন্। ঐ ত্যাখো কপলতের দলের লোক আস্‌চে।

মর। কচু আস্‌চে,—আমি কি ওদের গ্রাহ্য করি?

তৈবল প্রভৃতির প্রবেশ।

তৈ। (নিজ অনুচরের প্রতি) তুই আমার পেছু পেছু আয়, আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা কচ্চি।—(মরকেশের প্রতি) বলি ওহে শোনো, তোমাদের এক জনের সঙ্গে একটা কথা আছে—একবার এদিকে আস্‌বে?

মর। একটা কথা খালি?—তার সঙ্গে আর কিছু না?—একটা কথা আর এক হাত তলোয়ার হোক্ না।

তৈ। আমি তৈয়েরি। একবার ঘাঁটিয়ে দ্যাখো না।—কে ও, মরকেশ? তুমিই একজন রোমিওর সেথো না?

মর। সেথো—সেথো আবার কি? আমি কি তবে তীর্থের পাণ্ডা না কি?—যাত্রী ধরে বেড়াই?—এই আমার পাণ্ডাগিরির ছড়ি দ্যাখো,—গায়ে একবার ছোঁয়ালেই সেই বৈতরণীর পারে গে দাখিল হবে।—অ্যাঁ, সেথো—আমি সেথো?

বেন্‌। দেখো, এখানটায় সকলে যাওয়া আসা ক'চ্চে, একটু আড়ালে যাই চলো। আর না হয় তো তোমাদের দুজনের কারো ওপর কারো আক্রোশ থাকে তো ঠাণ্ডা হয়ে বলা কওয়া করো।—সকলে আমাদের দিকে তাকাচ্চে।

মর। তাকাবার জন্যেই তো চোখ্। তাকাচ্চে? তাকাক্ না কেন। আমি কিন্তু এখান্ থেকে নড়্‌চি না;—কারো খাতিরে না।

রোমিওর প্রবেশ।

তৈ। ভাল, একটু স্থির হও, আমার যে জনকে দরকার, আমি তাকে পেয়েচি।

মর। উনি কি তোমার জোন্—কৃষেণ?—লাঙ্গল ঘাড়ে তোমার আগে আগে যান? তা ডাক্‌বার মত ক'রে ডাকো না,—এখনি মাঠে গিয়ে খাড়া হবে এখন,—সে হিসেবে উনি এক জন বটেন।

তৈ। রোমিও শোন, তোকে আমি এতই নীচ মনে করি, এতই ঘৃণার চক্ষে দেখি, তা আর কি বলবো! তুই পাজী—ছুঁচো—ছুঁচোর পাজী—বদ্ধ হারামজাদা।

রো। তৈবল, আমার প্রতি এ ভাষা তোমার
সাজেনা তোমার মুখে!—বরং আমি আরো।
ভালবাসা সৌজন্যের পাত্র সে তোমার;
হেতু তার জাননা এখন। তাই বলি
ক্রোধ সম্বরণ কর এবে! আমি তোমা
ক্ষমিলাম, তোমার এ অসদ্‌সম্ভাষ;—
পাজী ছুঁচো নই আমি—জানিবে পশ্চাৎ।

তৈ। অরে ছোঁড়া, মিছে কেনো এ সব ওজর;
পারিবি না এড়াতে আমায় বাক্‌ছলে।
ফের্ বল্‌চি—ফের্ পাজী—খোল্ হেতিয়ার্।

রো। শোনো বলি, তৈবল এখনো কথা রাখো।
কখনো অহিত কোনো করিনে তোমার।
যত দিন হেতু তার না পারো জানিতে
ক্ষান্ত হও তত দিন। নিশ্চয় জানিও,
কপলত-বংশধর, ও নাম তোমার
আদরের যতনের সামগ্রী আমার
স্বয়ং আমার নাম যথা।

মর। কি হীনতা!
কলঙ্কের কথা, ধিক্—কি ঘৃণার কথা!
আত্মগ্লানিকর ধৈর্য্য একি ভয়ঙ্কর!
অরে ও মূষিকহন্তা, তৈবল—এদিকে ফের্।

তৈ। আমার সঙ্গে তুই কি চাস্?

মর। আর কিছু না,
খালি তোর তলোয়ার খানার কাণমুচড়ে দে খাপ থেকে বার্ কর একবার—নে জলদি নে। দেরি হলে আমার খানা লাফিয়ে ঘাড়ে প'ড়ে তোর দুটো কাণই কেটে দেবে—বুঝলি ত?

ত। আয় তবে—আয়

(অসি নিষ্কাষণ)।

রো। ভাই মরকেশ, তলোয়ার তোলো খাপে।

মর। আয় তবে—দেখি তুই ক্যামন লড়াক্।

(উভয়ের অস্ত্র চালনা।)

রো। বেন্নুবল, কচ্চো কি হাঁ করে? শীঘ্র খুলে তলোয়ার, দুজনেরই হেতের ছট্‌কে দে।—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও ত্বরা তৈবল, মরকেশ—রাজপথে অস্ত্র খোলা রাজার নিষেধ।—ক্ষান্ত হও হে তৈবল ক্ষান্ত হও মরকেশ।

(তৈবল, রোমিওর বাহুর নীচে দিয়া মরকেশকে আঘাত করিয়া সঙ্গিগণ সহিত প্রস্থান করিল।)

মর। ওঃ—চোট্ লেগেছে!
ওদের দুটো গুষ্টিই অধঃপাতে যাক্।—
বোধ হচ্চে চোটটা বুঝি সাংঘাতিকই হবে;
বিনি চোটে সে গ্যালো হা?

বেন্নু। অ্যাঁ—চোট্ লেগেচে?

মর। সামান্য-সামান্য-চোট্ ত্যামন কিছু নয়;
আঁচোড় লাগা খালি—উঃ— এ যে বিলক্ষণ
চাকরটা গ্যালো কোথা?-শীগ্রি ডাক্তার ডাক্।

রো। ভয় কি ;-চোট্ ত বড় বেশী নয়

(চাকর নিষ্ক্রান্ত।)

মর। তা কি আর?
ইঁদেরার মতোও না—চ্যাটালো গভীর,
সিংদরোজার মতো—আড়ে দীঘেও চৌড়া নয়;
কিন্তু, এতেই বাবা, বস্! হা ফাথ তোদের
দুটো গুষ্টিই জাহান্নমে যাক্—ছি-ছি-ছি-ছি!
মানুষের মত মানুষ একটা মাটি করে গ্যালো
একটা কিনা জেকো ছোঁড়া
আঁক্-কাটা-খেলুড়ে,
ব্যাটা আর্জ্জিধরে তলোয়ার্ খেলে
গুভঙ্করের মত।
(রোঃ প্রতি) তুই কেন আমাদের
মাঝ্ খানে সেঁধুলি?
তোর হাতের নীচে পড়েই ত
চোট্‌টা খেতে হলো।

রো। ভালো ভেবেই গেছলুম্।

মর। বেন্নুবল, আমায় ধরে বাড়ি নিয়ে চলো।
নয় তো হেতাই মূর্চ্ছা হবে।—যা নিব্বংশ
তোরা দুটো ঘরই যা!

(বেন্নুবলও মরকেশ নিক্রান্ত।)

রো। এই ভদ্র লোক, ইনি কুটুম্ব রাজার,
আমারও প্রাণের বন্ধু হারালেন প্রাণ
আমারই সহায় হয়ে। ওদিকেও, হায়,
তৈবলের মুখে দুর্ভৎসনা,—যে তৈবল
(সম্বন্ধে শ্যালক) আপ্তসুহৃৎ আমার।
হায় প্রিয়ে, সে সৌন্দর্য্য-মদিরা-পানে তব
হয়ে আছি বলহীন তেজোহীন আমি
জীবন্ত সাহস যার ছিল আগে হৃদে।

বেন্নুবলের পুনঃ প্রবেশ।

বেন্নু। হে রোমিও, হায় হায়, গতায়ু এখন
মহাপ্রাণ মরকেশ, অভ্রস্পর্শী যার
ছিল হৃদয়ের আশা, গ্যালো সে অকালে
ছাড়ি ক্ষুদ্র ধরাধাম—চির তুচ্ছ তার!

রো। এ অশুভ ঘটনা হে কাল মেঘবৎ
ঢুলিবে গগন-বক্ষে আরো বহু দিন,
দুঃখের সূচনা মাত্র এই,—নহে শেষ।
হবে অন্য দিনে পূর্ণ পূর্ণমাত্রা তার।

বেন্নু। তৈবল আক্রোশে ফের এদিকে আসিছে।

তৈবলের পুনঃ প্রবেশ।

রো। জয় মত্ত বিজয়ী এ এখনও জীবিত!
মরকেশ গত আয়ু! ধৈর্য্য সম্বরণ
যারে দূরে, আয় হৃদে ক্রোধাগ্নি দুর্জ্জয়—
হও পথ প্রদর্শক মম!—রে তৈবল!
যে দুর্ব্বাক্য বলিলি আমায় কিছু আগে,
প্রত্যুত্তর এবে তার্ শোন্—তুই পাজী

নরাধম মানবকুলের কুলাঙ্গার।
অহো! দেখ প্রেতরূপী মস্তক উপরে
ফিরে মরকেশ অই, সঙ্গে লয়ে যেতে
তোর কি আমার আত্মা, কিম্বা দু'জনার!
তৈ। তুই-ই ছিলি সঙ্গী তার—তুই-ই সঙ্গে যা।
রো। আয় তবে,—কে যাবে এখনি হ'বে ঠিক্‌।
(উভয়ের অস্ত্রচালনা; তৈবল
আহত এবং ভূপতিত।)
বেন্থ। পালাও রোমিও—শীঘ্র পালাও—পালাও
আসিছে নগরবাসী, ভূতলে তৈবল।
হতবুদ্ধি হয়ে হেন দাঁড়ায়ে কি হেতু,
হ'লে ধৃত, জল্লাদের হাতে যাবে প্রাণ
নৃপাদেশে!—এখনি সরিয়া যাও দূরে।
রো। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা!
বেন্থ। হায়, এখনো দাঁড়ায়ে!
(রোমিও নিষ্ক্রান্ত।)
নগরবাসিগণের প্রবেশ।
১ম নগরবাসী! মরকেশকে খুন্‌ করে খুনে
কোনদিকে পালালো হা?
বেন্থ। ঐ যে—হোথা পড়ে।
১ম ন-বা। ওঠো হে—ওঠো,—চলো আমার
সঙ্গে। দোহাই মহারাজের, তুমি খুন্‌ করেছ,
—এসো সঙ্গে এসো; ওঠো শীগ্‌গির।
(পারিষদবর্গের সহিত রাজা এবং
মন্তাগো কপলত প্রভৃতি)
রাজা। এ দাঙ্গাহাঙ্গামা পুনঃ কে করে আবার?
কোথা গেল তারা?
বেন্থ। মহারাজ, আজ্ঞা হয় আমি বলি সব।—
ঐ যে পড়ে ওখানে, আঘাতিত উনি
তরুণবয়স্ক যুবা রোমিওর হাতে,
কিন্তু অগ্রে তায় তার হাতে গত-জীব
মহাতেজী মরকেশ নৃপতি-আত্মীয়!
ক। কি—তৈবল! আমার সেই শ্যালক-আত্মজ?
আমার জায়ার ভ্রাতৃ-সুত?—মহারাজ
প্রিয় কুটুম্বরে মোর করেছে হনন্‌
মন্তাগো-পুত্রের রক্ত করান্‌ দর্শন।
রাজা। বেন্থবল, খুলিয়া বলত কা হ'তে সূচনা।
বেন্থ। রোমিও সুমিষ্ট বাক্যে বুঝায়ে বিস্তর
করেছিল বহুচেষ্টা দ্বন্দ্ব নিবারিতে;
বলেছিল রাজনের বিদ্বেষ কতই
এ সব অসূয়া প্রতি, আগ্রহ করিয়া।
আরো বলেছিল, স্থির নেত্রে মৃদুভাবে
কৃতাঞ্জলিপুটে কতই অনিচ্ছা তার
দ্বন্দ্বে প্রবেশিতে।
কিছুতেই তৈবলের অদম্য আক্রোশ
নিবারিত নহে তবু, তুচ্ছ করি সব,
স্থিরদৃষ্টে মরকেশ বক্ষ লক্ষ্য করি
খেলিতে লাগিল নিজ সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ।
অতি ক্রোধে মরকেশও উত্তেজিত এবে,
সাহসী পুরুষচিত্ত প্রকৃতি-সুলভ
তেজে, মৃত্যু তুচ্ছ করি, বাঁচায়ে কৌশলে
আপনারে এক হস্তে, অন্য হস্তে ধরি
চালাইয়া নিজ অসি অতি তীব্র বেগে,
আক্রমিলা তৈবলেরে। রোমিও তখন—
"থামো ভাই—থামো থামো' বলে
উচ্চৈঃস্বরে
আপনি ছুটিয়া গিয়া দুজনার মাঝে
অসিঘাতে দুজনার অসি নোয়াইল।
তখন তৈবল বাহুতলে রোমিওর
অস্ত্র হেলাইয়া ঘাতি বিপক্ষের কুক্ষি
ছুটে পলাইয়া গেলা।—অকস্মাৎ পুনঃ
অবিলম্বে আইলা ফিরে রোমিওর কাছে।
রোমিও তখন প্রতিহিংসা উত্তেজিত,
বিলম্ব না করি আর, ক্ষণপ্রভাবৎ
খেলিতে লাগিল অসি তৈবলের সহ।
আমি পল্‌ না পাই খুলিতে তরবারি,
নিমেষ ভিতরে হেরি তৈবল আহত;
তখনি রোমিও ছুটে পলাইলা দূরে।

এ যদি না, মহারাজ, সত্য কথা হয়
জল্লাদে করুন আজ্ঞা, করে শিরচ্ছেদ।
j। মহারাজ, সত্য নহে এর কথা, শত্রু-
দলভুক্ত এই জন, পক্ষপাতী হ'য়ে
সর্ব্বৈব বলেছে মিথ্যা,-সকলি অলীক।
একা তৈবলেরে ঘেরেছিল বিশজনে—
বিংশতি বধিবে একে বিচিত্র কি তায়।
সুবিচার-প্রার্থী আমি, আপনি ভূপতি
স্বীয় ধর্ম্মগুণে করিবেন সত্যরক্ষা ;
রোমিও করেছে খুন তৈবলে নিশ্চয়,
ইথে যেন রোমিওর প্রাণদণ্ড হয়।
রাজা। রোমিও করেছে সত্য তৈবলে হনন,
তৈবল করেছে হত্যা মরকেশে আগে—
তার প্রাণনাশ হেতু অপরাধী কে ?
মন্তাগো। মহারাজ, অপরাধ রোমিওর নহে,
মরকেশ রোমিওর বয়স্য প্রিয় অতি,
বয়স্যে করেছে বধ প্রতিদণ্ড দেছে—
এতে অপরাধ কিবা তার ?
রাজা। সেই অপরাধ জন্য—আমার আদেশে—
হবে নির্ব্বাসন তার দেশান্তরে কোনো।
তোমাদের দুজনের এ অসূয়া দ্বেষ
সদা দ্বন্দ্ব বিসম্বাদে আমাকেও শেষ
করেছে পাতকগ্রস্ত ; অর্থদণ্ড তার
এতাধিক পরিমাণে করিব এবার,
বহিতে সে দণ্ডভার ভারগ্রস্ত হবে
অনুদিন অনুতাপ যন্ত্রণা সহিবে।
স্তব স্তুতি আপত্তি ওজর অশ্রুনীর
মানিব না কোনো কিছু কহিলাম স্থির,
নিষ্ফল সে সব চেষ্টা নাহি প্রয়োজন,
নির্ব্বাসন আজ্ঞা মম করো গে পালন।
মুহূর্ত্ত বিলম্ব যদি শুনি তাতে হয়
প্রাণ দণ্ড সেই দণ্ডে জানিহ নিশ্চয়।—
শবদেহ ল'য়ে যাও। আইস সত্বর
অবশিষ্ট আদেশ শুনাব অতঃপর।

হত্যাকারী জন নহে ক্ষমার ভাজন,
প্রশ্রয়ে হত্যার হয় দুরাশা বর্দ্ধন।
(নিষ্ক্রান্ত।)

৩য় অঙ্ক—২য় দৃশ্য।

(কপলতের উদ্যান।)

জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। যাও—যাও—যাও শীঘ্র সূর্য্যরথবাহী
তুরঙ্গ তরস-গতি, অগ্নিময় ক্ষুর!
ঘাতি ঘনদলপৃষ্ঠে—যাও অস্তাচলে ;
কি হেতু বিলম্ব করো এত ? ত্বরা করি
শ্রান্তি হরো, দিবসনাথেরে লয়ে গৃহে।
সুসারথী সূর্য্য-রথে আপনি অরুণ,
কষাঘাতে কেন না চালায় তুরঙ্গমে,
আনি দেয় তমসাবসনা তমস্বিনী
আয় লো যামিনী সখী,—প্রিয় সহচরী,
ছড়াইয়া দেলো তোর ঘন প্রাবরণ,
দেশত্যাগী প্রবাসীরা যেন শীঘ্র তায়
হয় তন্দ্রা অভিভূত,—প্রাণেশ আমার
প্রবেশে সহসা আসি এ ভুজ-লতায়-
অলক্ষিত অন্যের—অন্যের অবিদিত !
আয়, সখি, সু-কৃষ্ণ বসন পরি তোর,
ঢেকে দে আমার এই কপোলযুগলে
মত্ত রুধিরের ক্রীড়া—অঞ্চলে লো তোর।
এসো, প্রিয়তম, এসো—রজনীর দিবা—
তামসী নিশিতে তুমি প্রকাশো তেমতি
দ্রোণপৃষ্ঠে হিমানী যেমতি ! এসো নিশি,
প্রিয় সখি, দেখায়ে শ্যামল ভূরু-শোভা,
দে আমারে, দে স্বজনি, প্রাণেশ্বর মম !

গত-আয়ু যখন হবে লো প্রাণেশ্বর
রাখিস্ তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করি
তারকার রূপে করি দেহের ভূষণ!
তখন লো প্রিয়তম হবি এ ভূতলে,
করিবেনা কেহ আর সূর্য্যের অর্চ্চনা।
এত সাধে প্রেম-অট্টালিকা করি ক্রয়
এখনও হলো না ভোগ, কি বিরক্তিকর।
এ দিবা কি ফুরাবে না!—বালকের যথা
পর্ব্বাহের পূর্ব্ব নিশি ফুরায় না আর—
আছে যার পরিবার নব বাস ভূষা
(পরিধান করুক্ বা'না) এ দিবসও
তেমতি আমার!—অই আস্‌চে ধাই মা!
সম্বাদ আছেই কিছু; শুধু যদি তাঁর
নাম করে উচ্চারণ, তৃষিত শ্রবণে
সে বাণীও অতুলনা দেবের ভুবনে!
[দড়ীর সিঁড়ী লইয়া ধাত্রীর প্রবেশ।]

জু। ধাই মা খপর কিগা—ওকি তোর হাতে?
আনিতে যে রজ্জু আরোহণ আজ্ঞা দিলা,
তাই বুঝি?

ধাত্রী। হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই।
(ভূমিতে নিক্ষেপ)

জু। ওগো, কি খপর,—হ্যাঁ গা? অমন্ করে
তুই বসে পড়লি যে?

ধাই। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ!—বেঁচে নেই আর
(মুখে কপালে চাপড়ানো)
বেঁচে নেই—বেঁচে নেই—বেঁচে নেই—আর
ওমা, আমাদের কি হ'লো মা—কিহবে মা—
কোথা যাবো গা?
হা কপাল্—হা অদেষ্ট—প্রাণে মারা গেল!

জু। ভগবান, নিদারুণ হবেন কি এত?
হায়, কি ঈশ্বর জীবের হিংসুক এমন!
কে আগে এ ভেবেছিল?—হা রোমিও হা!

ধাই। ঈশ্বর না হোন্—হ'তে পারে অন্যজন।—
হা রোমিও! রোমিও! এ কে আগে ভেবেছে।

জু। রে পিশাচি, নরক যন্ত্রণা কেন দিস্!
দয়া মায়া প্রাণে তোর কিছুই কি নাই?
রোমিও কি আত্মঘাতী হয়েছে রে তবে?
বল্ শুধু—হাঁ কি না।—হাঁ যদি বলিস্—
কঠোর পরাণে তোর দয়া বিন্দু নাই।
ও হাঁ-তে এতই বিষ—তক্ষকেরও বিষ
অতি ছার তার কাছে, আনিস্‌নে মুখে—
জিহ্বা জ্বলে যাবে তোর সে বিষ-দাহনে।
হত্যা ক'রে থাকে তাঁকে কোনো আততায়ী
তাতেও বলিস্ হাঁ কি না—
এ'হাঁ'"না"-তে মরা বাঁচা আমার নিশ্চিত।

ধাই। নিজের চোখে দেখেছি গো কি চোটই
বা সে!
আহা—সে দিকে কি চাওয়া যায়,—ওগো
এতো খানি গো!
ঠিক্ পাঁজোরের নীচে—কি গহেরা বাপ!
বীর পুরুষের বুক—রক্ত ক্ষত-মুখে
ছোটে যেন পিচকারিতে—মাঝে মাঝে তার।
গাঢ় ঘন কালিবর্ণ রক্ত পিণ্ডাকার!
সর্ব্বাঙ্গ ধূসর, আহা পাঁশের মতন!
দেখে হায় আমারই যেন বা মূর্চ্ছা হয়!—

জু। হৃদয় বিদীর্ণ হ—বিদীর্ণ হ রে তুই
ফেটে যা শতধা হয়ে! হত ভাগা প্রাণ
নিঃস্ব হলি একেবারে সর্ব্বস্ব খোয়ায়ে!
রে তুচ্ছ মৃত্তিকা তুই মাটীতে মিশে যা!
চলচ্ছক্তি এইখানে যারে শেষ হয়ে;—
যা দেহ, হ'গে যা তাঁর এক চিতাশায়ী!

ধাই। তেমন্ সহায় আর কে ছিল আমার,
অমন ভদ্দর কেউ আছে কি গো আর?
হা টৈবল—হা টৈবল! তোমার মরণ
আমাকেও দেখ্‌তে হ'লো!

জু। একি? ঝড় এক্‌বারে উল্‌টে গেলো যে?
তবে কি রোমিও নয়? টৈবল্ গেছে মারা—
প্রিয়তম ভাই সে আমার?—না দুই-ই হত—

প্রাণ তুল্য প্রিয় ভাই, পতি প্রাণাধিক।
এ জড় জগৎ তবে বৃথা কেন আর,
কেননা নিনাদে ঘোর প্রলয় বিষাণ
বিচূর্ণ করিতে বিশ্ব ভূমণ্ডল। কেবা আর
আছে তায়—নাই যদি তাঁরা প্রাণাধিক
পতি প্রিয়, প্রাণ-তুল্য ভাই!
ই। তৈবল্ মরেছে—আর মেরে তৈবলেরে
রোমিও-ও দেশান্তরী।
। হা ঈশ্বর!
রোমিও তৈবল্ হত্যাকারী!
ই। সেই তারে মেরেছে গো!
কি দুঃখ কি হায়!
। কে জানে এ কাল সর্প ছিল সে কুসুমে
সে বদন যার—তার হৃদি কি এমন?
কে জানে রাক্ষস-বাস সে রম্য গুহায়!
দুরাত্মা স্বরূপ হেন! প্রেত দেবরূপী!
দ্রোণকাক কপোতের পক্ষ আচ্ছাদিত!
তরক্ষু দেখিতে মেষ শিশু! অতি হেয়
বস্তু, তায় স্বর্গোপম শোভা। বাহ্যদৃশ্য
বিপরীত—হৃদয় পরাণ ঘৃণাকর!
গুরুাত্মন্ গুরুজাবী, অথবা সুভদ্র
নরাধম! হায়, বিশ্ব-প্রসূতা প্রকৃতি
গঠিলে যখন সেই স্বর্গের দেউল
মানব সৌন্দর্য্যরূপে, নরকে তখন
কি কাজে ব্যাপৃতা ছিলি তুই! নহে কেন
শঠতার বাস-গৃহ হেন অট্টালিকা!
াই। ক'রোনা কাহারো আর কথাটী প্রত্যয়,
ক। পুরুষ কি মেয়ে, জেনো কেউই ভাল নয়,
অবিশ্বাসী মিথ্যুক সবাই গঙ্গাজ'লে
তামা তুল্‌সি হাতে ক'রে মিথ্যা কথা কয়!
সব শঠ সব মন্দ খাঁটি কেউই নয়।
এই সব ভেবে ভেবে এ দশা আমার—
সাধে বুড়িয়ে গেছি এতো—এতো কি বয়স!
ধিক্ সে রোমকে—তার মুখে কালীচুণ!—
ভূতোর বাপ্ আমার সে শিশিটা কোথা র‍্যা?
জু। ও কথা বলিস্‌নে তোর জিহ্বা দগ্ধ হবে,
হইতে কলঙ্কভাগী জন্ম নয় তাঁর।
সে ললাট সিংহাসনে প্রকৃতি আপনি
অভিষেক করেছে স্বয়ং মর্য্যাদায়
সম্রাট করিয়া মহীতলে! আমি তাঁর
ভৎর্সনা করিনু!
ধাই। ওগো করো কি—যে, ভাইকে তোমার
প্রাণে মেরে কল্লে খুন্ তারই গাচ্চো গুণ?
জু। গা'বনা পতির গুণ,—গা'ব তবে কার?
করিব কি পতিনিন্দা?—হা জীবিতেশ্বর,
কে এবে তোমার নাম উচ্চারিবে মুখে
মধুমাখা রসনায়, আমিই যখন
এতো নিন্দা করি-তব, পুরেনি এখন (ও)
পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল, বরিনু তোমায়!
দুর্ব্বৃত্ত আমার ভাই মারিতে উদ্যত
তাই সে মারিলে তুমি তারে নিজ হাতে।
যারে ও নির্ব্বোধ অশ্রু নেত্র হ'তে ফিরে
আদি উৎস তোদের যেখানে। এসেছিলি
ভুলে কর দিতে আনন্দেরে, সে এখন
নহে রে তোদের রাজা—তোদের ভূপতি
রবে খেদ! জীবিত আমার যিনি পতি,
তৈবল বধিত যাঁরে নিহত তৈবল্
পতি-হন্তা হ'তো যেই; সুখের এ বটে!
কিন্তু হায় শব্দ এক পশিল শ্রবণে
সেই ক্ষণে প্রাণে ব্যথা এত পাই তায়
মৃত্যু বার্ত্তা হতে (ও) অধিক। কত ইচ্ছা
করি ভুলিবারে, হায়, কিন্তু পারি কই?
মোছে না সে প্রাণ হ'তে, মোছে না রে যথা
পাপীর হৃদয় হ'তে দুষ্কৃতির স্মৃতি!
"তৈবল মরেছে আর রোমিও নির্ব্বাসে।"
অই শব্দ অই "নির্ব্বাসন" শব্দ, হায়,
বাজিল এতই প্রাণে—সহস্র তৈবল
মরিলেও, সে বেদনা হ'তো না মরমে।

তৈবলের মৃত্যু বার্ত্তা শুধুই প্রচুর,
অন্য বার্ত্তা সঙ্গে নাহি ছিল প্রয়োজন ;
অথবা দুরন্ত দুঃখ ভালবাসে সদা
আসিতে লইয়া সঙ্গী ; নতুবা কি হেতু
পিতা কিম্বা মাতা, কিম্বা পিতা মাতা দুই,
মৃত্যুর কবলগ্রস্ত কেন না শুনিনু ;
সে দুঃখও, হায়, ঘুচিত আক্ষেপ খেদে
না শুনিতাম যদি ঐ নিদারুণ কথা—
অই বাক্য "নির্ব্বাসন"—একাই উহাতে
পিতা মাতা—তৈবল্—রোমিও জুলিয়েত
সবারই মরণ, হায়, এক সূত্রে গাঁথা
কতই যে শোক তায়, পরিমাণ তার—
গভীরতা—বিস্তীর্ণতা—দৈর্ঘ্য —ব্যাপকতা—
উপজে না মনে মাপ সংখ্যা কি ওজনে !
ধাই, বাবা কোথা—মা কোথা ?

ধাই তৈবলের শব যেথা—
কাছে বসে আহা উহু কচ্চে গো কতই !
সেখানে যাবে কি—চলো ।—

জু। চক্ষু-জলে প্রক্ষালন করিছেন তাঁরা
তৈবলের ক্ষত-দেহ, থামিবে যখন
অশ্রুজল তাঁহাদের, আমার তখন
প্রবাহিত হবে অশ্রু-ধারা, কেহ আর
ফোঁটা মাত্র ফেলিবে না রোমিওর তরে !
রজ্জুগুলি তুলে রাখো। হা, মন্দ-কপাল,
আমারও মতন তোরা বঞ্চিত হলি রে,
এনেছিল রাজ পথ গঠিতে তো সবে
মিলন-সুখের আশে কত ! কিন্তু হায়
অদৃষ্টে আমার বাল-বিধবার দশা !

ধাই। শোনো বলি যাও এবে নিজের কুটীরে ;
সান্ত্বনা করিতে তোমা—যাই আনিবারে
প্রিয় রোমিও রে তোর, জানি কোথা তিনি—
লুকায়ে আছেন সেই গোঁসাই-কুটীরে।

জু। যা ধাই যা-আনুগে খুঁজে, আমার
মাথা খাস্।
এ অঙ্গুরী দিস্ তাঁকে, বলিস্ একবার
শেষ দেখা দিয়ে যেতে।
(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

৩য় অঙ্ক—৩য় দৃশ্য।

মধুরানন্দ গোঁসাইয়ের মঠ।

গোঁ। রোমিও, বাহিরে এসো। এত ভয় কেন ?
তোমার গুণে কি দুঃখ মুগ্ধ হ'লো এতো
না তুমিই দুঃখেতে এতো আসক্ত হয়েছ !

রো। গুরুদেব, কি আদেশ করিলেন ভূপ,
কি দণ্ড আমার ? শীঘ্র বলুন সংবাদ।
নূতন দুর্ভাগ্য হেন কিবা আছে আর
পরিচয় তার সহ হইবে আবার।

গোঁ। সত্য, বাপু, পরিচয় হয়েছে অনেক
দুর্ভাগ্য সহিত তব ; শুনো এবে বলি
করিলেন যে আদেশ নৃপ তব প্রতি।

রো। আর কি আদেশ হবে--প্রাণদণ্ড বিনা !

গোঁ। না হে না, সে দণ্ড নয়, মৃদুতর আরো
দিলা আজ্ঞা নরপতি। দণ্ড সুধু এই—
দেশান্তরে নির্ব্বাসন।

রো। নির্ব্বাসন ? হায় প্রভু, করুণা করিয়া
বলুন নৃপতি-আজ্ঞা—প্রাণদণ্ড মম ;
নির্ব্বাসনে ভয় যত, মরণে তা নয়,
বলো বলো কৃপা ক'রে—নহে "নির্ব্বাসন"

গোঁ। বরণা হইতে শুধু নির্ব্বাসিত হ'লে
পৃথিবী আছেত প'ড়ে বিপুল—বিশাল।

রো। বরণার প্রাচীরের বাহিরে, গোঁসাই
পৃথিবী ত নাই আর ; যা আছে কেবল
নরক—নরককুণ্ড—যন্ত্রণার দাহ !
এখান হইতে হওয়া নির্ব্বাসিত যাহা—
পৃথিবী হইতে হওয়া নির্ব্বাসিত তাই !

অতএব নির্ব্বাসন নাম নহে ঠিক্,
মৃত্যুই স্বরূপ নাম,—পৃথিবী সে এই।
নির্ব্বাসন নাম দিয়ে সোণার কুঠারে
হাসিতে হাসিতে যেন শিরচ্ছেদ করা!
গোঁ। মহাপাপ—মহাপাপ অকৃতজ্ঞ হওয়া;
দেশের বিধির মতে অপরাধ তব
বিচারে বধের যোগ্য; নৃপতি কৃপালু
তব পক্ষপাতী হ'য়ে, তাহে অবহেলি
নিদারুণ "মৃত্যু" পরিবর্ত্তে "নির্ব্বাসন"
বাক্য ধরিলেন মুখে;—এ নহে করুণা
তবে করুণা কি আর?
রো। করুণা এ নহে প্রভু—পীড়ন নিষ্ঠুর—
মৃত্যুর হতেও এতে অধিক যন্ত্রণা;
স্বর্গ এই, এই স্বর্গে জুলিয়েট আমার;
কুক্কুর বিড়াল ক্ষুদ্র মূষিক প্রভৃতি
অপকৃষ্ট যত জন্তু এখানে থাকিয়া
নিরখিবে জুলিয়ার বদন মহিমা,
রোমিও একাই তাতে বঞ্চিত থাকিবে!
অতি তুচ্ছ মক্ষিকা (ও) পাইবে যে সুখ
রোমিও মনুষ্যদেহে না পাইবে তাহা!
স্বাধীন উহারা—শুধু আমি নির্ব্বাসিত!
বলিছেন আপনি প্রবাস মৃত্যু নয়;
ছিল না কি আপনার কোনো বিষৌষধি,
ছিল না কি আপনার ছুরিকা শাণিত,
কোনো কিছু উপায় যতই হেয় হোক্
অপঘাত মৃত্যু মম করিতে সাধন,
কেবল নিষ্ঠুর অই বাক্য এক মুখে
"নির্ব্বাসন"—হে গোঁসাই অপবাক্য উহা
স্বর্গ বিরহিত শুধু অসুরেরই সাজে!
গোঁসাই, বৈরাগ্যভাবে চিত্তে কি তোমার
নাহি করুণার বিন্দু, জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে,
নির্ম্মম-পাষাণ-প্রাণ পাপক্ষয়কারী,
সুহৃৎ আমার হয়ে—কোন্ প্রাণে তুমি
ছিঁড়ে কুটি কুটি কর এদেহ আমার
নির্ব্বাসন—নির্ব্বাসন বলে বারবার।
গোঁ। ওরে ও-নির্ব্বোধ,ক্ষেপা,একটা কথা শোন্-
রো। তুমিতো আবার সেই ঘুরায়ে ফিরায়ে
আনিবে সে কথা মুখে—সেই "নির্ব্বাসন"
গোঁ। রক্ষা-মন্ত্রে কবচ লিখিয়া দেব তোরে
না যাবে নিকটে সেই কথা;—দিবে তোরে
তত্ত্বজ্ঞান—দুর্ভাগ্য প্রাণীর সুধামৃত—
যাবি ভুলে নির্ব্বাসন-যাতনা তাহাতে।
রো। ফের "নির্ব্বাসন"—দূর হোক্ তত্ত্বজ্ঞান!
একটী জুলিয়েট তায় হয় কি গঠন?
পারে কি সরাতে তায় একটী নগর?
পারে কি সে পালটিতে দণ্ডাজ্ঞা রাজার?
এ যদি না পারে সে কিসের তত্ত্বজ্ঞান!
রেখে দেও—রেখে দেও, ও-কথা তোমার
গোঁ। বটে বটে—ক্ষেপায় শোনে না বটেকাণে!
রো। শুনবে কিসে—বিজ্ঞে যখন্ চখেও দেখেনা
গোঁ। ভালো,তোর অবস্থারই বিচার করাহোক্।
রো। বোঝো না যা তার বিচার কি করবে তুমি?
আমার মত হতে যুবা নব বিবাহিত;
জুলিয়েট প্রেয়সী হ'ত, বধিতে তৈবলে,
মজিয়ে এ হেন প্রেমে হ'তে নির্ব্বাসিত,
তবে কথা বলিবার অধিকার হ'ত—
অধিকার হ'ত কেশ ছিঁড়িয়ে মাথার
লুণ্ঠিত হ'তে ভূতলে—যথা আমি দেখো!
(নেপথ্যে কপাট ঠেলার শব্দ।)
গোঁ। ওঠো ওঠো ওঠো বাবা, রোমিও, লুকাও
হা দেখো কে আসে বুঝি!
রো। আমি উঠ্‌ছিনে, পারো লুকাইতে
যদি নিশ্বাসের ধূমে—লুকাও আমায়!
(নেপথ্যে ফের শব্দ।)
গোঁ। অই শোনো। (উচ্চৈঃস্বরে)—কে ওখানে?—
ওঠোনা রোমিও।
ধরা গেলে আর কি।—(উচ্চৈঃস্বরে)

একটু থামো—যাই—যাই।—
যাও শীঘ্র আমার শয়ন গৃহে।—
(উচ্চৈঃস্বরে) যাচ্চি
কি বিপদ! নারায়ণ-তোমারই ইচ্ছা হে!
কি বোকামি হায়। ওঠো বাপ(উচ্চৈঃস্বরে)
আস্‌চি আস্‌চি—
কে তুমি হে।—কোথা থেকে?
কি জন্যে এসছো?

ধাই। আগে সেঁধুতেই দেও, বলচি তার পর
কে আমি,কি জন্য আসি,কার কাছ থেকে।
(দ্বার খোলন।
আস্‌চি আমি জুলিয়ের কাছে থেকে।

গোঁ। তবে এসো।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। গোঁসাই ঠাকুর,ওগো শীগ্‌গির করে বলো
আমার মনিব সেই রোমিও কোথায়?।

গোঁ। অই যে ধূলায় পড়ে কাঁদছে দেখ না।

ধাই। ঠিক্ যে ঠাকৃরুণের দশা, তাঁরো এই ভাব

গোঁ। কি কষ্ট, কি কষ্ট, হায়!

ধাই। মেয়েটাও ঠিক্ অমনি দিন রাত ধরে
ফোঁৎ ফোৎ কচ্চে আর ফেল্‌চে চখের জল;
মুখ-চোক্ ফুলে গেছো—ওঠোওঠো ওকিগো
পুরুষ হয়ে কচ্চো কি-ও! উঠে দাঁড়াও-ওঠো।

রো। কে-ও, ধাই?

ধাই। আজ্ঞে হ্যাঁ।—ম'লেই তো সব ফুরুলো।

রো। তুমি কি বল্‌ছিলে, হ্যাঁগা, সেই জুলিয়ের
কথা?
কি বল্‌ছিলে ধাই? তিনি ভেবেছেন কিগা
হত্যা-ব্যবসায়ী আমি—ক্রূর আততায়ী?
আমাদের আনন্দের শৈশবেই বটে
হয়েছে আনন্দস্রোত রুধিরে মিশ্রিত!
সে রুধিরও অন্তরঙ্গ জনের আবার!
কি বল্লে? ক্যামন্ আছেন্—কি কচ্চেন হ্যাঁগা?

ধাই। কখনও শয্যায় পড়ে—কখনও ধরায়,
কখনও শিহরি উঠি করেন বিলাপ
"তৈবল—তৈবল ব'লে," কখনও চীৎকার
"রোমিও কোথায় গেলে" ব'লে ভূমে পড়ে

রো। আমারই এ নাম তবে অগ্নি-অস্ত্র-রূপে
নির্গত হইয়া তাঁর বক্ষ করে চূর!
গোঁসাই, আমায় বলে'দিন কোথা এই
শরীরে আমার—কোন বা জঘন্য ভাগে
স্থিতি সে নামের, আমি এখনি তাহায়
শাণিত ছুরিকা ঘাতে খণ্ড খণ্ড করি।"
(অসি নিষ্কাষণ।)

গোঁ। থামো থামো, কর কি? নিবারো অর্ব্বাচীন
নৈরাশ্য-উত্থিত হস্ত।—পুরুষ কি নও?
আকারে নেহারি বটে, কিন্তু নেত্রনীরে
নারী হইতে হেয়। ক্রোধের অধৈর্য্যে
অরণ্যের পশুসম। সত্য বলি, আগে
ভাবিতাম ধীর শান্ত প্রকৃতি তোমার।
ভালো যেন বধেছ তৈবলে, তা ব'লে কি
আপনারে বধিবে আপনি? বধিবেও তারে
তুমি যার দেহমন প্রাণের পরাণ?
হিংসি নিজ প্রাণে হবে ঘোর পাপভাগী!
দৈব—জন্ম—এ সংসার—সকলি সদয়
তোমা প্রতি; চাও কি হারাতে একবারে
এ শুভ সংযোগ এ তিনের! ধিক্ তোমা—
ধিক্ ও গঠনে—প্রেমে—বুদ্ধিতে তোমার!
মোমের পুতলি মাত্র তোমার ও দেহ,
পুরুষের সাহস বিহীন। সত্যবদ্ধ
প্রেম—সেও হবে মিথ্যা বাণী! হায়! হায়!
হ'তে চাও হন্তারক সে প্রেমের তুমি
শপথ করিয়া যায় করেছ গ্রহণ,
হুতাশন সাক্ষী করি সত্য কর যায়
আজীবন পালন করিবে প্রাণপণে।
বুদ্ধি—যাহা স্বরূপের প্রেমের ভূষণ
তোমাতে বিকৃতি প্রাপ্ত দুর্ব্বুদ্ধি সে আজ।

বৃথা নষ্ট হয়, যথা নষ্ট হয় বৃথা
মূর্খ সৈনিকের হস্তে, অজ্ঞতায় তার,
বারুদ অনল কণা পরশে হঠাৎ!
তুমিও তেমতি নিজে প্রজ্বলিত হয়ে
অজ্ঞতায় আপনার ভস্মীভূত হও
আপন দেহ-রক্ষণ প্রহরণ ঘাতে!
কি হয়েছে, কি কারণ নিরুৎসাহ এত?
হও পুরুষের যোগ্য; জুলিয়েৎ তোমার—
যাহার কারণ এই ক্ষণকাল আগে
হয়েছিলে মৃতবৎ—এখনও জীবিত।
সুখের কারণ এক এই।
তৈবলের অভিলাষ বধিতে তোমায়
তুমি করিয়াছ সেই বিপক্ষে নিধন।
সুখের কারণ সেও এক।
বিধির বিধানে দণ্ড মৃত্যুই তোমার,
অনুকূল সেই বিধি তুষ্ট নির্ব্বাসনে।
সুখের কারণ সেও বটে।
সৌভাগ্যের ধারা বর্ষে তোমার উপর।
সুসজ্জ হইয়া সুখ ডাকিছে তোমায়
ক্রীড়া করিবার সাধে, তুমি কি না তায়
অসন্তুষ্ট নারী সমা ওষ্ঠ বক্র করি
সৌভাগ্য—প্রেয়সী—সবই ঠেলিছ চরণ
সাবধান—সাবধান, এই সব লোক
মরে অতি কষ্ট ভুগি। যাও এবে ত্বরা
প্রিয়ার! নিকটে—যথা ভাগ্যের লিখন।
গিয়া কাছে করগে সান্ত্বনা সুধা দান,
বিলম্ব ক'রো না আর শীঘ্র যাও সেথা।
দেখো, কিন্তু এসো চলে না ফুটিতে আলো,
প্রহরায় প্রহরীরা বসিবার আগে,
নতুবা নারিবে যেতে মাঞ্চুয়া নগরে!
সেই খানে কিছুদিন থাকো গে এখন,
সময় বুঝিয়া পরে করিব প্রচার
তব পরিণয়তথ্য, ক্রমে বন্ধুগণে
শান্ত করি সকলেরে স্বমতে আনিব,
ভূপতি প্রসাদে শেষে মার্জ্জনা লভিয়া
ফিরায়ে আনিব দেশে। দেখিবে তখন
ছাড়িবার কালে খেদ হয় এবে যত
ফিরিবার কালে সুখ শত গুণ তার!—
যাও ধাই, আগে তুমি; মেয়েকে তোমার
জানাইও মম আশীর্ব্বাদ। ব'লো আরো
বাটীর সবারে শীঘ্র শয়নে পাঠান,—
শোকভার-গ্রস্ত সবে শীঘ্র রাজী হবে।
রোমিও এখনি যা'বে সেথা।

ধাই। উঃ! কি বিদ্যেই গো।—যে কথক ঠাকুর
এমন জ্ঞানের কথা—সারা রাত ধরে
দাঁড়িয়ে শুনলেও তায় পা ব্যথা করে না
কি হুজুর, আসি তবে, বলি গে ঠাকরুণকে
ঠাকুরটী আসচেন তোমার।—

রো। হ্যাঁ, যাও বলো গে;—আর্গো
আরো বলো তাঁরে
আমায় গঞ্জনা দিতে থাকেন প্রস্তুত!

ধাই। এই অঙ্গুরিটী নিন্—সঙ্কেত-স্বরূপ
দিতে দিয়াছেন তিনি।—আসুন্ সত্বর,
সন্ধ্যা হয়ে এলো।

(নিষ্ক্রান্ত।)

রো। (অঙ্গুরী হস্তে লইয়া) কতই আশ্বস্ত হলাম।

গো। এসো বাপু, আর হেথা থেকোনা।—
জয়োস্তু—
যাও শীঘ্র।—এই হেথা দ্রব্যাদি তোমার।
হয় ছেড়ো রাত্রি শেষে চৌকি না বসিতে,
নয় কল্য প্রাতে ছেড়ো ছদ্মবেশে কোনো।
কিছু কাল মাঞ্চুয়াতে থাকগে এখন;
ভৃত্যকে তোমার আমি পরে খুঁজে নেব।
তার হাতে সমাচার পাঠাব পশ্চাৎ
ঘটনা যেমন হেথা ঘটিবে যখন।
এসো বাপু একবার কর আলিঙ্গন;—
জয়োস্তু-কল্যাণ হোক্। এসো-এসো তবে।

রাত্রি হয়, শীঘ্র যাও ;-স্বস্তি স্বস্তি—এসো।
(পদধূলি লইয়া—রোমিও নিষ্ক্রান্ত।)

৩য় অঙ্ক।—৪র্থ দৃশ্য।

কপলতের বাটীর একটী কুঠারি

কপলত, তাঁহার স্ত্রী এবং পারশের প্রবেশ।

কপ। ছ্যাখো বাপু, নানাখানা বিপদ আপদে
এতই ছিলাম ত্রস্ত, এ কদিন আর
কোন দিকে পারি নাই কিছুই করিতে।
তৈবলের মৃত্যু-শোক এতই লেগেছে
মেয়েটাকে, এ সময়ে তারে পারি নাই
বল্‌তে কিছু সাহস করে।—তবে কিনা
জন্মিলেই মৃত্যু আছে—সবাই মরিবে
এ শোক তাহার কিছু নিয়ত রবে না।
রাত্রি আজ্ হয়েছে অনেক, আজ্ আর
বলাই হবে না কোনো কথা। বল্‌তে কি
তুমি আছ তাই ; তা না হলে কোন্ কালে
যেতাম শয্যায়।

পা। এ ঘোর দুঃখের দিন
আমিও বল্‌ব না কিছু তায় ; কিম্বা হেন
সুযোগও দেখিনা কিছু। আসি তবে আজ

ক-পত্নী। আজ ভোরে বলবই নিশ্চয়ই,তবে কি না
তার ইচ্ছা সেই জানে মনে। দিন রাত
দ্বার রুদ্ধ রয়েছেই ঘরে ; শোকে তাপে
আহা যেন মরারই দাখিল।

ক। কপালে যা থাকে কাল্ বলবই সে কথা,
আমার কথা কি আর পারবে সে ঠেলিতে?
যা বল্‌বো করতেই হবে,—সে কথা নিশ্চয়
গো গিন্নি, শুইতে যাবার আগে আজ্,
একবার বলে যেতে চাও তার কাছে
পারশের বিয়ের কথাটা।

ক-পত্নী দেখ্‌বো চেষ্টা।

ক। হাঃ হাঃ, আজ সোমবার ; বুধবার তবে,
বড় কাছাকাছি হচ্চে। ভাল, তবে হো'ক্
বৃহস্পতিবার দিন।—পারশ, কি বল' ?
পারবে ত উদ্যোগ করতে এরি মধ্যে সব ?
তত কিছু আড়ম্বর হ'তে ত পাচ্চে না—
হচ্চে বড় তাড়াতাড়ি, আর অন্তরঙ্গ
গুটি কত নিয়ে কাজ সেরে নিতে হবে।
নইলে লোক-নিন্দা হবে, বল্‌বে গত-আয়ু
তৈবল সে দিন এই—এরি মধ্যে এতো
ধূম্‌ধাম্। তাই—ভাল,বৃহস্পতিবারই তবে।
পারশ, ইহাতে কি বল' তুমি ?

পারশ। ভালই তো ;
আপনার আজ্ঞা তার আর কি অন্যথা ?
(স্বগত)
আমি বলি কাল হ'লে আরো ভাল হ'ত।

ক। এসো, বাপু, বৃহস্পতিবারই তবে ঠিক্।
গিন্নি তাকে শোবার আগে বলে যেতে চাও
সে যেন প্রস্তুত থাকে। তাকেও ত বটে
চেয়ে চিন্তে নিতে হবে।—এসো তবে বাপ্
কে আছিন্ রে, আলো ধর—তাই ত একি
কত রাত্তিই হয়েছে,—এ কি ভোর না কি ?
[নিষ্ক্রান্ত।]

৩য় অঙ্ক।—৫ম দৃশ্য।

জুলিয়েতের ঘর।

রোমিও ও জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। এখনি যাবে কি নাথ, এখনও রজনী,
অই যে ডাকিছে শ্যামা—পাপিয়া ও নয়!

ওরি স্বর ভয়াতুর শ্রবণে তোমার
বিন্ধিছে সুতীক্ষ্ণতর। প্রত্যহ নিশিতে
দাড়িম্বের ডালে বসি ডাকে ও অমনি।
সত্য বলি প্রাণনাথ—শ্যামা ডাকে অই।
রো। ও ত শ্যামাপাখী নয়, পাপিয়া ডাকিছে
প্রভাতের দূত ও যে প্রভাতী গায়িছে,—
দেখো প্রিয়ে, আকাশের পূর্ব্ব দিকে চেয়ে
হের দেখো আহা! ভাঙা ভাঙা মেঘগুলি
পাশে পাশে কিবা জরি দিয়ে সাজায়েছে
সূর্য্যকর রেখা! হিংসা করি আমাদিগে
যামিনীর দীপ সব নিবিয়া গিয়াছে।
দেখো কি সহাস্য মুখ, কুজ্ঝটি আবৃত
অচল-মালার শৃঙ্গে দাঁড়ায়েছে দিবা
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে করি ভর।—যাই, প্রিয়ে যাই,
বাঁচাই জীবন—হেথা মরণ নিশ্চয়।
জু। ও নহে দিবার আলো জানি আমি জানি,
কোনো উল্কা-পিণ্ড হবে, সূর্য্যবাষ্পময়,
সূর্য্যরথ সঙ্গে শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে
আকাশে পড়িছে খসে পথ হারাইয়া,
দীপ্তিধারী হয়ে এবে নামিছে ধরায়
পথ দেখাইয়া তোমা সঙ্গে নিয়ে যেতে
মান্তুয়াতে—থাকো নাথ, আরো কিছুকাল,
যাইবার সময় এখনো হয় নাই।
রো। প্রিয়ে ইচ্ছে তব থাকি হেথা, ভাল থাকিলাম
ধরে ওরা ধরুক্—পরাণে মারে—সই—
প্রিয়ার বাসনা যাহা আমারও তাহাই।
বলিছেন উনি "নহে ও অরুণ আঁখি"
আমি(ও) বলি তাই,—পাংশুবর্ণ শশী-আভা
মেঘের আড়ালে। কিম্বা নহে শুনি উহা—
পাপিয়ার স্বর, উচ্চে উঠি যাহা
ঠেকিছে গগন-বক্ষে অভ্র-ভেদ করি।
চিন্তাভারে নত আমি, আমিও চাহি না
ছাড়িতে এস্থান—সাধ থাকিতেই হেথা!
এসো মৃত্যু স্বাগত সম্ভাষ করি তোরে,
প্রিয়ার বাসনা এবে তাই! প্রাণেশ্বরি,
এসো করি সুখালাপ—দিবা এ তো নয়!
জু। দিবা বটে—দিবা বটে! যাও নাথ যাও,
যাও ত্বরা করি ক্ষণ বিলম্ব ক'রো না।
পাপিয়ারই স্বর অই।—হায়! আজি মম
তান লয় সুর জ্ঞান সকলি গিয়াছে!
সকলি ঠেকিছে আজ বিরস কর্কশ
শ্রুতিমূল-বিদারক। আহা কি মধুর
প্রভাতে পাপিয়া স্বর—সে স্বরও আমার
শ্রবণ-কুহরে বাজে কুঠার সমান!
কেহ বলে ভেক আর পাপিয়া পাখীতে
চক্ষু বিনিময়ে করে, স্বরও বিনিময়
করিত যদ্যপি আরো ছিল ভাল তায়
বাহুর বন্ধন ছিন্ন হ'ত না এরূপে
আমাদের।— এসো নাথ, এসো ক্রমে আলো
বাড়িতে চলিল।
রো। বাড়িতে চলিল ক্রমে
আমাদেরও বিপদ আঁধার।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। ও মেয়ে।
জুলি। কে গো,—ধাই?
ধাই। ও মা, দেখ বেড়েছে আলো, আস্ছেন্ এ দিকে
গিন্নি মা ঠাক্রুণ, দেখো সাবধান হৈও।
(ধাত্রী নিষ্ক্রান্তা।)
জু। রে গবাক্ষ, আন্রে দিবার আলো ঘরে,
নে নিবায়ে জীবনের আলো চিরতরে।
রো। প্রাণেশ্বরি!—বিদায় এখন হই তবে,
একটী বার অধরে অধর স্পর্শ কর,
তা হ'লে এখনি নামি আমি।
(চুম্বন দান ও রোমিওর অবরোহণ।)
জু। গেলে কি,—হে প্রাণেশ্বর হৃদয় বল্লভ!
হে আর্য্য, হে প্রাণপতি, স্ব-সুহৃৎ মম!
প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টা লিপি লিখো, নাথ,
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমি দিবস গুণিব।—

এ গুণনে কতই বরষ হবে গত
আবার যখন পুনঃ পাইব সাক্ষাৎ ?
রো। বিদায়, হৃদয়েশ্বরী। ছাড়িব না আমি
কখনো কোনো সুযোগে জানাতে তোমায়
প্রণয় উচ্ছ্বাস আর প্রিয় সম্ভাষণ।
জু। ফের দেখা হইবে কি, নাথ ?
রো। সংশয় কি তায় ?
তিলার্দ্ধ করো না দ্বিধা। সে পুনঃ মিলনে
কতই না হবে সুখ এ সব স্মরিয়া !
জু। কি মন্দ ভবিষ্যভাবী হৃদয় আমার,
তোমায় নিরখি, নাথ, যেন শব-দেহ—
পাংশুল বিবর্ণ জীর্ণ শ্মশানে শায়িত।
হয় দৃষ্টিহারা আমি—নয় তোমা হেরি
পাণ্ডুর নিশ্চয় অতিশয়।
রো। হায়, প্রিয়ে,
আমিও তোমায় ঠিক দেখি সেই মত !
কিছুই ও নয়, শুধু খেদে আমাদের
হৃদয়-শোণিত, শুষ্ক হয়েছে এ তাই।—
বিদায়, হৃদয়েশ্বরী, বিদায়—বিদায় !
(রোমিও নিষ্ক্রান্ত)
ক-পত্নী। (নেপথ্যে)
জুলিয়ে, জুলিয়ে ? শয্যা ত্যাগ করেছে কি ?
জু। কে ডাগে গা, মা, না কিও ওমা এত ভোরে
এখনো শোওনি হাঁা গা? না কি এতো ভোরে
উঠিয়ে এসেছো হেথা।—একি ভাগ্য মম,
হাঁা মা হেথা পদার্পণ তব ?—কেন মা এ
রীতি বিপরীত গতি তব ?
কপলত-পত্নীর প্রবেশ।
ক-পত্নী। ওমা একি ?
কি হয়েছে,—এমন্ কেন ?
জু। অসুখ বড়, মা।
ক-পত্নী। তা হবে না,খালি কান্না, খালি দীর্ঘশ্বাস,
তা কাঁদ্‌লে কি আর ভাইকে পাবি ফিরে ?।
তাই বলি, মা, ক্ষান্ত দে। কখনো তা বটে
অতি শোক হয় অতি স্নেহের লক্ষণ !
কখনো বা অতি শোক অজ্ঞান লক্ষণ।
জু। তা হোক্ মা,আমায় কাঁদ্‌তে দেও মা
এ দুঃখে,
না কেঁদে এহেন শোকে কেমনে থাকিব ?
ক-পত্নী। লাভ কি বল ক্ষতিই শুধু তাতে। হায়,
হারা'-বন্ধুরে কিরে ফিরে পাওয়া যায় ?
জু। কিন্তু যারে হারাইয়ে প্রাণ কাঁদে এতো,
না কেঁদে তাহার তরে, থাকা কিগো যায় ?
ক-পত্নী। বুঝিবা সে নরাধম বেঁচে আছে বলে,
প্রাণে তোর এত শোক, নহে সে কেবল
ভায়ের মৃত্যুতে তোর।
জু। কে নরাধম হাঁা মা ?
ক-পত্নী। আর কে—রোমিও নরাধম।
জু। (স্বগতঃ) তাঁতে আর নরাধমে অনেক অন্তর
(প্রকাশ্যে)নারায়ণ,অপরাধ ক্ষমা কর তাঁর!
আমি ক্ষমা করি তাঁয় প্রাণের সহিত।
অথচ তাহার জন্য এত দুঃখ প্রাণে
তত আর কারো তরে নয়।
ক-পত্নী। দুরাচার।
আজো মরে নাই তাই বুঝি।
জু। হাঁা, মা, তাই ;
না পাই ছুঁইতে তারে এ ভুজ প্রসা[illegible]
তাই এ দারুণ দুঃখ হৃদয়ে আমার—
এত ইচ্ছা নিজ হাতে দণ্ড দিতে তায়।
ক-পত্নী। সে দণ্ড আমরা দিব প্রতিহিংসা শোধ
দিবই—দিবই—তারে, ভাবনা কি তায় ?
সে জন্যে কেঁদোনা তুমি। দুরাত্মা পামর
পলাইয়া আছে এবে মাঞ্চুয়া নগরে,
অতি শীঘ্র সেখানে পাঠায়ে কোন লোক
ব্যবস্থা করিব হেন, কোন সুঔষধি
সেবন করায়ে তায় পাঠাবো সেখানে
তৈবল গিয়াছে যথা।—তা হলে তো হবে?
জু। মা, আমার হবে না তায় ; যতক্ষণ আমি

না হেরি সে রোমিওরে—মৃত—ততক্ষণ
এ হৃদয় শোকতপ্ত র'বে সর্ব্বক্ষণ।
দেও, আমায় হেন কোন লোক তুমি
দিব হলাহল আমি মিশ্রিত করিয়া
পান মাত্র তখনি সে ঘুমায়ে পড়িবে।
যে নাম শুনিয়ে হায় ভাবিয়ে অস্থির
পারি না নিকটে গিয়া হৃদিমথি তার
ভ্রাতার স্নেহের শোধ দিতে।

ক-পত্নী। চিন্তা নাই,
দিব লোক একজন অতি শীঘ্র আমি,
প্রস্তুত করিয়া রাখো দ্রব্যাদি তোমার।—
এখন শোন গো এক হর্ষের সংবাদ

জু। এ দুঃখের সময়ে মা হর্ষের সংবাদ
একান্তই প্রয়োজন, বলো মা, কি বলো,
কি এমন আহ্লাদের কথা?

ক-পত্নী। শোন বলি,
তোমার কারণ সদা সতত চিন্তিত
পিতা তব, তাই তিনি ঘুচাতে তোমার
দারুণ এ মনস্তাপ, আনন্দের দিন
এক করেছেন স্থির, যা তুমি কখনও
আশাও করোনি, আর আমিও ভাবিনি।

জু। এমন হর্ষের দিন কি, মা, তা বলো না;
মা তোমার পায়ে পড়ি, বলো না কি দিন?

ক-পত্নী। ওগো এই বৃহস্পতিবারে বিয়ে তোর?
সম্ভ্রান্ত সৎকুলজাত সর্ব্বগুণধর,
রাজার আত্মীয় আর সাহসী শ্রীমান্
পারিশ পুরুষ ধীর মহা ধনবান
পরিণেতা হবে তোর হয়েছে সুস্থির;
বড় সুখী হবি মা তুই!

জু। হা কৃষ্ণ, হা দেব!
এই আহ্লাদের দিন! কখনো তো এতে
হব না গো সুখী আমি। এতো তড়াতাড়ি
কথাবার্ত্তা হ'ল না,—হ'ল না দেখাদেখি
মজনায় আমাদের, হঠাৎ অমনি
বিবাহের দিন স্থির—এ কি কথা হ্যাঁ মা?
মা তুমি বাবাকে বলো এ বিয়ে করবো না,
কোনো বে-ই এখন্ করব না' মা আমি।
পরে যদি কখনও ইহার পরে করি,
বরং সে রোমিওকে বিবাহ করিব,
(জানো ত মা আমি তারে কত ঘৃণা করি)
তবু পারিশেরে আমি বরিব না কভু।
বড় আহ্লাদেরই কথা বটে!

ক-পত্নী। অই আস্‌চেন তিনি,
নিজেই তুমি বলো তারে, শোনো কি বলেন।

কপলত ও ধাত্রীর প্রবেশ।

ক। সূর্য্য যখন অস্তে যায় তখন্ শিশির ঝরে,
ভাইপো রূপ সূর্য্য অস্তে ঝড় বৃষ্টি করে।
কি কচ্চে সে, এখনে কি তেম্‌নি জলের কল
দিবা রাত্রি কান্নাকাটি চক্ষে ঝরে জল;
ক্ষুদ্র দেহে বেশ করেচে তিনটিরই নকল,
একটি সাগর, একটি জাহাজ, একটি ঝড় বাদল
চক্ষুদুটি সাগর—তাতে জোয়ার ভাটা খেলে,
দেহটি তার জাহাজ—যেন পালে উড়ে চলে,
শ্বাস্ নিশ্বাস নেত্র-জলে ঝড়ঝাপটের বল্,
হঠাৎ বন্ধ না হয় যদি—যাবে রসাতল।—
শুনিয়েচ কি, ওগিন্নি, আমাদের সে কথা?
ডিক্রি করে বসেছি তা হবে না অন্যথা।

ক-পত্নী। বলেছি তা, ও কিছুতেই শোনেনা সেকথা
হতভাগী, হাড় হাবাতি, চুলোর সঙ্গে ওর
বে হয় ত বাঁচি আমি।

ক। রেগো না রেগোনা,
একটু স্থির হও, গিন্নি, একটু থামাই করো;
আমার সঙ্গে এসো দেখি, শুনি ও কি বলে।
সে কি কথা—চায়না তাকে, পারিশ যদ্যপি
বিবাহ করে উঁহাকে, ওরি ত সে শ্লাঘা।
সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা ওর;—রূপগুণ
কি ওর এত—সৌভাগ্যশালী হবে না ও তাঁর

তবে কিনা এ ঘটনা কত যোগাযোগে
আমরা ঘটিয়েছি তাই। আমাদের প্রতি
কৃতজ্ঞ না হয়ে আরো অমত তাহাতে ?
জু। না বাবা, ইহাতে কিছু শ্লাঘা ত দেখি না,
ঘৃণা যায় হয়, তার শ্লাঘা কি আবার ?
কিন্তু ভালবেসে যাঁরা প্রণয়(ও) সামগ্রী
দিতেন ত, কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে আমি।
ক। কি বলি, পাজী বেটী তও-কুতার্কিক!
"শ্লাঘা" নাই—"কৃতজ্ঞতা ?" বটে, আর
"কৃতজ্ঞতাও"নয়। শোন্ বলি আমি তোকে
"শ্লাঘা, কৃতজ্ঞতা তোর" শিকেয় তুলে রাখ,
প্রস্তুত হ'গে যা এখন, ভাল যদি চাস্,
ভাল মানুষের মত কথাটী না কয়ে
ধীরে ধীরে বোস্ গিয়ে দানের আসনে
না যদি তা করবি তবে হিঁচড়ে নিয়ে যাবো।
দূর হ এ বাড়ি থেকে শুটকি প্যাঁচামুখী।
জু। বাবা তোমার পায়ে ধরি, একটী কথা শোনো,
একটু স্থির হও বাবা—
ক। দূর হ লক্ষীছাড়ী—
বেরো আমার বাড়ি থেকে, নইলে এখনি
মুণ্ডুটা না ধরে তোর দ্যালে দেবো ছেঁচে।
তবে আমার গায়ের এ জ্বালা দূর হবে।
শোন্ বল্‌চি, বৃহস্পতিবার যদপি না তুই
স্বচ্ছন্দে বে করে তাঁর ধর্ম্মপত্নী হোস্,
তবে তোর মুখ আর কখন দেখ্‌বো না।
চুপ করে রইলি যে? জবাব দিস্‌নে ক্যানো?
উঃ হাত্‌টা নিস্‌পিস্ কচ্ছে, কি বল্‌বো আর
দু'হাত দিয়ে মুণ্ডুটা তোর টেনে ছিঁড়ে নিলে
তবে আমার রাগ এ যায়। গিন্নি হ্যাদে দ্যাখো
কতদিন তোমায় আমায় করি কত খেদ
ভগবান্ একটী বই দেননি আমাদিকে,
একটীই এখন দেখ্‌ছি একশ হ'তে বাড়া।
হায় কেনো এ পাপিষ্ঠা আমাদের ঘরে!—
দূর হ প্যাঁচামুখী—দূর হ মর।

ধাত্রী। ভগবান্ ওর্ ভাল করুক্।
আহা এমন্ করে গালমন্দ পাড়্‌তে আছে
গা। মনিবই হও আর যেই হও—
তোমারিতো দোষ।
ক। ক্যানো, বিস্তু ঠাক্‌রুণ্‌টী, ক্যানো
বলো দেখি, চুপ কল্লে হয় না ভাল; না হয়
বক্‌বক্ কর্‌গে যা তোর্ ইয়ার্‌নীদের
কাছে।—থাম্ বল্‌চি।
ধাই। ওমা, আমি কি এমন মাথাকাটনা
কথা বলেছি, এতো রাগ্ কেন ?
ক। যা যা—যা সরে যা, দ্যাখ্।
ধাই। ও বাবা, হাঁ পাত্তে পাবে না কেউ!
ক। থুব্‌ড়ী বুড়ী থাম্ বল্‌চি—নয়
এখান থেকে যা। কান্দানি দেখাগে তোর
কল্লানীদের কাছে, যা হেথেকে—হাঁদী।
ক-পত্নী। বড্ড বেশী রেগেচো।
ক। রাগ্‌বো না? এ যে খেপে যাবার কথা।
দিন্ নেই, রাত নেই, সন্ধ্যে কি সকাল
অষ্টপোর অহর্নিশি ঘুমন্ত জাগ্রত
সদা চিন্তা কিসে ওকে সুপাত্রকে দি,
এতকাল পরে পাই সুপাত্র একটী—
উচ্চ বংশ, সম্ভ্রান্ত, কুলীন, উচ্চ পদ,
ধন অর্থ, জমিদারী, বাগান বাগীচা,
ঘর বাড়ী গাড়ী ঘোড়া অঠেল্ অগাধ,
সুপুরুষ সাহসী সুন্দর বুদ্ধিমান,
নানা গুণে বিভূষিত, সমাজে সুখ্যাত,
এ পাত্রকে লক্ষীছাড়ী আবাগী নির্ব্বোধ,
প্যান্‌পেনে কাঁদুনে ছুড়ী, বলে কি না"চাই না,"
"ও বিয়ে করবো না, আমি" "প্রণয় হবে না"
"আমি কচি খুকি আমায় অব্যাহতি দেও"।—
ভালো, না করিস্ বিয়ে আইবড়ো থাক্,
তা হ'লে না হয় আমি করি সে মার্জ্জনা।
কিন্তু এ বাড়ীতে আর পাবিনে থাকিতে;
যা খুসি—যেথানে ইচ্ছা—চরে খেগে যা।

এই আমার সার কথা জানিস্ নিশ্চয়,—
ব্যঙ্গ পরিহাসে নাই আমার অভ্যাস।
এখন দেখ্‌গে ভেবে বুঝগে ভালো করে,
বৃহস্পতিবার স্থাথ অতি সন্নিকট,
ঠিক্ ঠিক্ ভেবে, বুকে হাত দিয়ে বুঝে
বলিস্ আমাকে, আমি তাতেই হ'ব রাজি।
এই পাত্রে দেব বিয়ে, আমার যদি হোস্;
তা যদি না হোস, তবে প্রতিজ্ঞা আমার
ভিক্ষা কর্—শুকিয়ে মর্—পথে থাক্ মরে—
চেয়েও দেখ'ব না। পিতৃকুল নরকস্থ—
এই দিব্য করিলাম সবার সাক্ষাৎ—
তারপর যদি আর মেয়ে বলি তোকে।
আমারো যা কিছু তার কড়া কপর্দক
কোন উপকারে তোর কখনো আসবে না।
সত্য বলি এ কথায় করিস্ প্রত্যয়—
চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ মিথ্যা—যদি হয়।
(নিষ্ক্রান্ত)

জু। হায়, স্বর্গবাসী দেব, কেহ কি তোমরা
পাওনা দেখিতে মম হৃদি মধ্য তল,
কি দুঃখে আমি যে দুঃখী কেহ কি দেখো না?
হে জননী, তুমি গো মা, ত্যেজোনা আমায়,
পথের ভিখারী করে দিও না তাড়ায়ে।
একটি মাস—সাতটি দিন—বিলম্ব করো মা
এ বিবাহ করিতে সমাধা, তা না হয়
সাজাও বিবাহ স্থান তৈবল-শ্মশানে।

ক-পত্নী। কথাটী বলিস্‌নে আর। বলিস্‌নে আমায়,
যা ইচ্ছা করগে যা তুই, চাইনা তোকে আর।
(নিষ্ক্রান্ত)

কপতক-জননীর প্রবেশ।

ক-জ। হ্যাঁ নাতনি একি কথা শুনতে পাচ্ছি সব?
পারশকে বিয়ে কত্তে চাস্‌নে নাকি তুই?
একি বুদ্ধি হোল তোর, ও পোড়া কপালী,
রূপে গুণে ধন্ দৌলতে যোড়া যার নেই
তাকে যদি মনে ধরে না, তবে তোমার বর,
পৃথিবীটে খুঁজেও আর মিল্‌বে না কোথাও
মনের কথাটা তোর বল্ দেখি কি, খুলে?

জু। মনের কথা আবার কি?—বে করবোনা আমি

ক-জ। বে করবে না বটে! তোর যে বড় দেখচি তেজ
তোর কথাতেই হবে নাকি? তাই বুঝি
ভেবেছ?
ঢের দেখেছি কলির মেয়ে—তুই সবার সেরা,
বাপের কথা, মায়ের কথা, পিতামহীর কথা,
এমন করে ঠেলে ফেল্‌তে কোথাও ত
শুনিনি।
কি মেয়ে হয়েছিস্ তুই, ধিক্ ধিক্ তোকে।
বলে গেল বাবা তোর—ওজর করিস যদি
সবাইকে মারবে ঝাঁটা, নিজে হবে খুন।
মিছে ন্যাকা করিস্‌নে আর, থাক্‌বে না ওজর।
পারশকে বে কত্তে হবে, সেটা জানিস্ ঠিক্।
ভাল যদি চাস্ তবে বুঝে সুঝে চল্।
জেদ্ জিদ্ না ছাড়িস্ যদি, যা ইচ্ছে কর।
[ক-জননী নিষ্ক্রান্ত]

জু। ধাই মা' কিরূপে ইহা নিবারিত হবে?
ভগবান্—ভগবান্ রাখো হে আমায়,
তুমিই সহায় দেব! তুমি স্বর্গবাসে
একাকী রমণী আমি পৃথিবীতে পড়ে।
কি হবে কি হবে ধাই, বলো কি উপায়!
হা দেব জগৎপতি ছলিতে কি আর।
ছিল না তোমার কেহ, বালিকারে তাই
ফেলিয়াছ, হে নিষ্ঠুর, বিড়ম্বনা জালে?
কি উপায় বল্ ধাই। হ্যাঁ গা তোর মুখে
একটীও কি সান্ত্বনার মিষ্ট কথা নাই?
হায় কি হবে আমার!

ধাই। আছে বই কি, এই শোনো, রোমিও প্রবাসী
প্রকাশ্যে এখানে আর পাবে না আসিতে;
দাবি দাওয়া করিবে যে তোমার উপর—
সে পথ নাহিক আর তার। দুঃসাহসে,
ফেরেও যদি সে হেথা, থাকিবে লুকায়ে।

অতএব আমি বলি, বিচারে আমার
তোমার উচিত হয় এ বিয়েই করা—
এই ধনী পাত্রটীকে। আহা, কি সুন্দর!
বাজপক্ষী সম চক্ষু কিবা তেজ (ই) তায়।
এঁর কাছে রোমিও ত ছড়াইড়ীর ন্যাতা!
দেখো মেয়ে বড়ই সৌভাগ্য এ তোমার;
দ্বিতীয় পতিকে নিয়ে খুব সুখী হবি,
কেন না, এ তার চেয়ে সর্ব্বাংশেই ভাল।
আরো দেখো প্রথম্‌টা— সে মরারই দাখিল
বেঁচেও যখন তাকে পাবেনাক আর
এবে তার মরা বাঁচা দুইই সমান!

জু। ধাই, তোর, এ সব্ কি মনোগত কথা?

ধা। "মনোগত" কি গো-এ যে প্রাণগত কথা!
না হয় তো দুয়ের মাথাই খাই।

জু। তথাস্তু।

ধাই। কি—কি বল্লে?

জু। বল্‌ছি যে সান্ত্বনা তুমি উত্তমই দিয়েছ,
অতি পরিপাটি, ধাই, সান্ত্বনা এ তোর,
বলোগে গিন্নিকে, এবে আমি মঠে যাই।
বাবার আমার প্রতি বড়ই বিরাগ,
তাই আমি যাই সেথা ঠাকুর দর্শনে;
অন্তর সুস্থির কিছু হয় যদি তায়,
আর যদি মাথা খুঁড়ে ঠাকুর দেবতায়
বাবার বিরাগ কিছু কমাইতে পারি।

ধা। উত্তম ঠাওরেচ,—এত বড় ভাল কথা।
এখন আমি যাই।

[ধাত্রী নিষ্ক্রান্ত।]

জু। কি পিশাচী মাগী এ যা, পাপিষ্ঠি চণ্ডাল।
কিন্তু এর পাতকের কোন্‌টা গুরুতর,—
এরূপে আমায় ধর্ম্মচ্যুত হ'তে বলা,
না, যে মুখে প্রিয়তমের শত শত বার
প্রতিষ্ঠা করেছে কত, সেই মুখে ফের্
হেন কুৎসা নিন্দা তার।
যা কুটিলা কু-মন্ত্রিণী—দুষ্টা পাপীয়সী,
আজ্ হ'তে তো আমার প্রাণ দুই ছুই।
যাই গোঁসায়ের কাছে—তিনি কি বলেন;
সব ব্যর্থ হ'লে শেষ মৃত্যু নিজ হাতে।

[নিষ্ক্রান্ত।]

৪র্থ অঙ্ক। ১ম দৃশ্য।

গোঁসায়ের মঠ।—কুটীর।

(গোঁসাই উপবিষ্ট।—জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। ঠাকুর, সময় হবে কি, না আস্‌বো পরে।

গোঁ। না তেমন কাজ হাতে নাই,কেনো গা মা!

জু। কপাটটা ভেজিয়ে দিন,—ঠাকুর আমায়
বিপদে উদ্ধার করে বাঁচান বাঁচান।
একা আমি বিপদ সাগরে মরি ডুবে।
কি উপায় বল' প্রভু, নিরুপায় আমি!
সকল ভরসা আশা ফুরায়ে গিয়াছে
আপনি চরণে যদি রাখেন এখন।

গোঁ। দুহিতে, তোমার দুঃখ আগেই জেনেছি,
ভাবিয়ে না পাই খুঁজে বুদ্ধিতে আমার
প্রতিকার কিছু তার।—শুনিয়াছি নাকি
এই বৃহস্পতিবারে বিবাহ তোমার
ধনাঢ্য পারিশ সঙ্গে সুস্থির হয়েছে,
তার আর কিছুতেই হবেনা অন্যথা।

জু। শুনেছেন বলে দেব, বলুন কি ফল,
না পারেন যত্তপি সে অশুভ বারিতে?
উপায় তাহার যদি বলেন আপনি
আপনার বহুদর্শী জ্ঞানের বাহির,
বলেন যত্তপি আরো মম প্রতিজ্ঞায়
কলুষ নাহিক কিছু, তা-হ'লে এখনি
উপায় করিব নিজে এই অস্ত্রাঘাতে।
জগতের পতি যিনি তিনিই আপনি

আমাদের দুই হৃদি করিলা সংযোগ
আপনি করেন যোগ কর দোঁহাকার ;
সে কর আবার যদি অন্য কারো করে
হয় বদ্ধ পুনরায়, কিম্বা এ হৃদয়
হয় অন্যজনগামী—হেন অবিশ্বাসী,—
তা হ'লে করিব দুইই ছিন্ন এ আঘাতে।
বহুদর্শী বহুজ্ঞানী আপনি গোঁসাই
উপদেশ হেন কোন করুন আমায়
যাতে রক্ষা পাই এই বিপদসাগরে।
বলুন সংক্ষেপে—আর চাহিনা বাঁচিতে
গোঁ। মা তুমি সুস্থির হও;—এক যুক্তি আছে,
পারো যদি অবলম্ব করিতে তাহায়।

এ বিবাহ নিবারণ উদ্দেশে যখন
মরিতে উদ্যত তুমি, তখন বা বুঝি
সে উপায়ও অবলম্ব করিতে পারিবে,
মৃত্যু অনুরূপই তাহা, পারো যদি বলো
সাহসে বান্ধিতে বুক, বলি সে উপায়।
জু। এ কুকার্য্য অপেক্ষা বলেন যদি প্রভু,
পড়িয়া মরিতে অই দুর্গচূড়া হতে,—
তাও পারি ; পারি তা—এ বলেন যদ্যপি—
ভ্রমিতে দস্যুর সাথে ; অহি সঙ্গে বাস
এক গৃহে ; ক্রোধিত ঋক্ষের সহ এক-ই
শৃঙ্খলে থাকি বাঁধা ; কিম্বা থাকি একা
শবদেহ সঙ্গে বাঁধা অস্থিশয্যা পরে
শ্মশানেতে। হৃৎকম্প হতো আগে ভাবি
যে সকল, পারি সবি এবে অকাতরে,—
নারি কিন্তু কুপত্নীর কলঙ্ক সহিতে।
গোঁ। ধরো তবে যাও গৃহে এ আরক ল'য়ে,
হওগে সম্মত এ বিবাহে। কালনিশি—
কাল বুধবার—বিবাহ পূর্ব্বাহ্নকাল
থাকিবে একাকী, দাইও যেন নাহি থাকে
নিকটে তোমার, কিম্বা সে শয়ন-গৃহে।
ল'য়ে এই শিশি সঙ্গে উঠিবে শয্যায়,
উঠিয়াই, এই যে দেখিছ এতে জল
করিও তখনি পান ; পানমাত্র ইহা
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে তব শিরায় শিরায়
বোধ হবে ছুটিতেছে যেন কোন রস
সুশীতল, সুনিদ্রালু অতি ; দ্রুতগামী
হইবে ধমনী—দেহে না রবে উষ্ণতা,
রুদ্ধ হ'য়ে যাবে শ্বাস ; সজীবতা চিহ্ন
কিছু দেহ অবয়বে না র'বে তখন।
শুকাইবে ওষ্ঠাধর, গণ্ডের গোলাপ
হইবে পাণ্ডুর বর্ণ, নয়ন গবাক্ষ
নিমীলিত,—নিমীলিত যথা অক্ষি, যবে

যমরাজ মুদেন জীবনরূপ দিবা।
বিশিথিল, আড়ষ্ট, অনুষ্ণ, হিমবৎ,
হবে দেহ গ্রন্থি সর্ব্ব, সর্ব্বাঙ্গ শরীর,
এহেন নির্জ্জীবভাবে থাকি দেড় দিন
উঠিবে জাগিয়া পরে সুপ্তোত্থিত যেন।
বিবাহ-বাসর প্রাতে আসিবে যখন
গৃহ পরিজন সবে নিকটে তোমার,
দেখিবে নির্জ্জীব তুমি, তখন তোমার
দেহ নিক্ষেপের আগে (আত্মঘাতী দেহে
নহে বিহিত সংকার) মঠে আনি শব
লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির সম্মুখে
অর্দ্ধদিন কাল রাখি যাইবে চলিয়া,—
যথা চির কুলপ্রথা তব। ইতিমধ্যে
মাণ্টুয়া নগরে লোক পাঠাইব আমি
রোমিওরে এখানে আনিতে অতি ত্বরা
পূর্ব্ব হ'তে সাবধানে থাকিব শ্মশানে
দুইজনে প্রতীক্ষা করিয়া মোহচ্ছেদ।
জাগ্রত হইবা মাত্র সেই নিশিযোগে
তোমা লয়ে রোমিও ফিরিবে মাণ্টুয়াতে।
স্ত্রীস্বভাব-সুলভ ভয়েতে যদি নহ
ভীত, কিম্বা লুব্ধচিত্ত (নানা বাসনায়—
চঞ্চল রমণী চিত্ত সদা) তবে এই

সদুপায় একমাত্র বিপদে তরিতে।

জু। দেও ঠাকুর, এখনি দেও,—ভয় পাবো—
সে ভয় ক'রো না; —এবে নির্ভয় পরাণ
মন মম।

গোঁ। তবে ধর লও, শীঘ্র যাও।
দৃঢ়মনে এ সঙ্কল্প কর গো সাধন;
আশীর্ব্বাদ করি, হও সিদ্ধ মনোরথ।
অবিলম্বে দিব বার্ত্তা ভর্ত্তারে তোমার
দূত পাঠাইয়ে তাঁর কাছে—এসো তবে।

(জুলিয়েত কর্ত্তৃক শিশি ও গোঁসাইয়ের পদধূলি গ্রহণ)

জয়োস্তু-কল্যাণ হোক্।—স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

(জুলিয়েৎ নিষ্ক্রান্তা)

৪র্থ অঙ্ক। ২য় দৃশ্য।

কপলত-ভবন।

কপলত,কপলত-পত্নী ও ধাই ইত্যাদির প্রবেশ।

ক। কে কোথা কি ক'চ্চে,একবার দেখে আসি;
নিজের চোখে না দেখ্‌লে কোন কাজই হয়না।
ও গিন্নি, বেটীতো ঠাকুর বাড়ি গিয়েছিল
গোঁসাই তাঁকে দুটো চাট্টে বুঝিয়ে বলে থাকে
মনটা তার নরম কিছু হলেও হতে পারে।
নচ্ছার বেটী—পাজি বেটী-একগুঁয়ের শেষ।

জুলিয়েতের প্রবেশ।

এই যে আমার আপ্তগর্জ্জি মেয়েটি আস্‌ছেন।
তারপর-খপর কি? কোথা গিছ্‌লি হ্যাঁগা?

জু। বাবা, আমি গিছলুম গোঁসায়ের মঠে;
গালমন্দ খেয়ে প্রাণে বড় ব্যথা পাই,
তাই গিয়াছিনু সেথা। দেব আশীর্ব্বাদে
পারি যদি কিছু শান্তি করিবার তার,
সেই সঙ্গে তোমারও ক্রোধের কিছু,শান্তি।

ক। তার পর—তার পর।

জু। গোঁসায়ের উপদেশে মনটা এখন
হয়েছে অনেক সুস্থ, এখন বুঝেছি
মহাপাপ অবাধ্যতা কথায় তোমার।
অকৃতজ্ঞ হওয়া ঘোরপাপ। উপদেশ তাঁর—
পদানত হয়ে, পিতঃ, তোমার চরণে
করিতে ক্ষমা প্রার্থনা—হইতে সম্মত
এ বিবাহে। পিতঃ, ক্ষম অপরাধ মম।
এ মিনতি আমার তোমার শ্রীচরণে।

(চরণে-প্রণিপাত)

ক। (মহা উল্লাসে জুলিয়েতকে উঠাইয়া এবং তাহার শিরঃঘ্রাণ ও মস্তক চুম্বন করিয়া)
ওঠো ওঠো; ও কি করিস্ কেনো ও আবার
ওরে—কে আছিস্ যা-যা এখনি—এই দণ্ডে
আন্ গিয়ে পারশেরে, কাল্‌ই গোধূলিতে
এ দুটোর গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে বাঁচি।
কি জানি কখন কিসে আবার ফস্‌কাবে।

জু। না, বাবা,—আর ফস্‌কাবে না।

ক। ভাল—ভাল, বেশ বেশ,—এম্নিইত চাই।
মুখ তুলে কথা কও, মেশো ঘেঁসো হেসে
ওরে,কে গেলিরে আন্‌তে তাঁকে,শীগ্‌গির যা
ভাল গোঁসাই-ভাল-ভাল বাহাদুরি বটে,
দেশশুদ্ধ লোক্‌টাকে রক্ষা করে দেছো।

জু। ধাই মা আমার সঙ্গে তুমি যাবে কিগো ঘরে
কোন্ গয়না কোথা চাই, কি সজ্জা করিলে
খুলবে ভালো দেখে শুনে,বেচে গুচে দেবে!
কালই হ'ল' দিন।

ক-পত্নী। কাল্ নয়গো—পরশু
কাল সবে বুধবার, কাল্ কি হ'তে পারে।

ক। রেখো দেও ও কথা, ঢের সময় আছে।
সব দিক আমি দেখ'ব, একা করব সব।
তুমি ঘরে বসে থেকো, একপাও ন'ড়োনা।

যাও ধাই যাও, যা বলে, করোগে তাই।
আঃ—তবু ঘুরে ফিরে, শেষ একগুঁয়েটা
ঠিক পথে দাঁড়িয়েছে এসে। কি স্ফূর্তিই
হচ্ছে প্রাণে! বুক থেকে যেন কি একটা
বোঝা নেমে গেল।
(কপলত নিষ্ক্রান্ত)

৪র্থ অঙ্ক—৩য় দৃশ্য।

— * —

জুলিয়েতের কক্ষ।
(জুলিয়েত ও ধাত্রী।)

জু। ঝি-মা, তবে এসো এখন ঢের রাত হয়েছে
বাছা গোছা এক রকম্ ত শেষ করা গেছে,
একটু এখন শোও গে যাও আবার খাটুনি
আছে কাল্ সারা দিন, আমারও চোখ ছুটো
যেন জড়িয়ে আসছে ঘুমে।
কপলত-পত্নীর প্রবেশ।
ক-পত্নী। তোরা কি এখনো জেগে?
আমিও যাব না কি?—দরকার থাকে বল্
জু। না, মা, না, তুমি শোওগে কোনোও
কাজই নেই।
দু'জনেই আমরা সব প্রায় শেষ করেছি।
ধাইমাকেও শুতে যেতে বলেছিনু এখন।
ক-পত্নী। যো-ওকি থাক্‌বে না কাছে?—
ও থাক না কেন?
থাক্‌নই বা সারা রাত, তায় ক্ষতি কি?
জু। কাজত কিছু নেই,তবে মিছে কেন থাকা;
ঘুম ধরেছে বড় আমি এখনি ঘুমোবো,
কাছে থাক্‌লে কেউ, তাতে ঘুমের ব্যাঘাৎ
হ'বে দু'জনেরই আরো—গল্প গুজব ক'রে
না, মা, না,—দুজনেই তোমরা যাও।
না হয় ধাই
থাকুক্‌গে তোমার কাছে, ঢের কাজ হাতে
আছে ত তোমার ওকে তোমার(ই) দরকার।
ক-পত্নী। তবে ঘুমো তুই, ঘুমে তোর প্রয়োজন
বটে।
কদিন ঘুমুস্ নে—আহা, ঘুমো।
(ক-পত্নী ও ধাত্রী নিষ্ক্রান্তা।)
জু। ঈশ্বর(ই) জানেন্ কবে দেখা হ'বে ফের—
এ কি হ'লো! শীতে যেন রিরি করে দেহ,
রক্তের কণা ছোটে শিরায় শিরায়,
অবসন্ন যত অঙ্গ, হৃৎকম্প ঘন,
হৃদয়ের রক্ত যেন জমিয়া যেতেছে।
ডাকি ওদের—ভয় হচ্ছে—ধাই মা—ও ধাই?
না না না,কেন বা ডাকি,কি করবে সে এসে!
সে ভীষণ কাজ হবে একাই সাধিতে।—
আয় তবে,
(শিশি গ্রহণ)
এ ঔষধ না ফলে যগুপি
তবে কি আমার কাল্ বিবাহ নিশ্চয়!
না;—তুমি থাকো হেথা,
(কোমর হইতে ছোরা খুলিয়া নিকটে স্থাপন)
ওখন আছে এই।
যদি এ বিষাক্ত হয়, গোঁসাই আমায়
বধিতে কৌশলে যদি দিয়ে থাকে ইহা,
আপনার অপযশ করিতে গোপন?
আমার ও রোমিওর গোপন বিবাহ
তিনিই ইহার আগে করেন সাধন,
বোধ হয় ইচ্ছা তাই বধিতে আমায়।
না, তা কদাচ নয়, তিনি শুদ্ধমতি
চিরদিন, সকলে বিদিত সর্ব্বকালে।
তাই যেন নাই হলো, কিন্তু সব ভূমে
অসাড় এ দেহ রেবে ফেলে, প্রিয় যদি
পূর্ব্বে তার না হন সেখানে উপস্থিত,

কি হবে আমার দশা হায়, নিশাকালে
সে শ্মশানে একা আমি থাকিব কেমনে !
ভয়ঙ্কর স্থান সেই, শুনেছি সেখানে
ত্রিযাম নিশীথ ঘোরে প্রেতযোনি যত
নর-অস্থি নৃকপাল লয়ে ক্রীড়া করে ;
হাসি ঘোর অট্টহাস বিকট চীৎকার
জীবিত পাইলে করে কত বিভীষিকা,
কেহ যদি বাধা দেয় তাদের ক্রীড়ায়
জীবন্ত ধরিয়া তারে দশনে চিবায় !
কেমনে শুনিব একা সেখানে পড়িয়া,
সে অট্ট বিকট হাসি, ক্রন্দনের রোল
শ্রবণ মাত্রেতে নরে হৃৎকম্প যায়,
কিম্বা মূর্চ্ছাপাত কিম্বা মৃত্যু অকস্মাৎ !—
তিন দিন মাত্র হ'ল মরেছে তৈবল,
প্রেতত্ব ঘোচেনি আজো তার,
সে যদি আসিয়া কাছে সম্মুখে দাঁড়ায়
রুধিরাক্ত ক্ষত-স্থানে অঙ্গুলি ছোঁয়ায়ে,
কিম্বা অস্থিখণ্ড তুলি ক্রোধে হানে শিরে
প্রচণ্ড মুদ্গর তুল্য, কে বাঁচাবে তবে !
অই যে নেহারি অই প্রচণ্ড আভায়
জ্বলে তার আঁখিদ্বয়।—করে অন্বেষণ
ছুটে ছুটে চারি দিকে বিপক্ষেরে তার।—
দাঁড়াও তৈবল, ভাই, দাঁড়াও দাঁড়াও
দাঁড়াও রোমিও, আমি এই এস্ত বলে,—
তোমারই-উদ্দেশে পান করি এ গরল !
(আরক পান এবং শয্যায় পতন।)

৪র্থ অঙ্ক। —৪র্থ দৃশ্য।

—*—

কপলতের ভবন।

[কপলত-পত্নী ও ধাত্রীর প্রবেশ]

ক পত্নী। ধাই ধর এই নে চাবি গুলো,
রান্নাঘরে কিসের জন্যে চেঁচামেচি ক'চ্চে, যা
একবার দেখে আয়।

ধাই। রান্নাঘরে নয় গো ভেন্ ঘরে।
গরম মসলা আর জাফ্‌রান এলাচ বাদাম্
কিস্‌মিস্ আর কি কি চাচ্চে।

ক-পত্নী। তা যা-ই চাক্, দিগে যা বার্ ক'রে।
[ধাই নিষ্ক্রান্ত]

[কপলত স্বয়ং ভেন্‌শালের দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া]

কি হে তোমাদের কদ্দুর ;—নেও হাত
চালিয়ে নেও—কদ্দুর এগিয়েচে—মতিচুর,
নিখুতি, সিতেভোগ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন
ছানাবড়া, পান্তুয়া, পরেটা, পাপোর,
শিঙ্গেড়া, আলুর দম, পটোলের পূর, চপ,
কট্‌লেট, কোফ্‌তা, কাবাব, কোরমা, লুচি,
রুটী, মালপো আরো যে কি কি, এসব
কদ্দুর হয়েছে ? আর বাকি কি কি ?

ধাই। তুমি যাওনা, শোওগে যাও,
অত কপোরদালালী কেনো, রাত জেগে
কাল একটা ব্যামো করে বস্‌বে দেখ্‌চি।

কপ। আরে না, এতে আমার কিছু হবে না ;
রাত জাগা আমার অভ্যাস্ আছে, দরকারে
কখনো সারারাতই জেগেছি তাতেও কিছু
হয় নি। আমাকে আবার ব্যামোর ভয়
দেখাও কি? একটী রগও ধরবে না।
(একটা বস্তা ধরাধরি করে তিনজন চাকরের প্রবেশ)

কি গ্যা ও ?

১ম চাকর। এজ্ঞে ভেন্‌শালের জন্যে এক বস্তা
রিফাইন চিনি।

কপ। যা যা, শীগ্‌গির নিয়ে যা !
[ভৃত্যগণ নিষ্ক্রান্ত]

ওরে ও তুই যাতো, খুব শুক্‌নো শুক্‌নো দেখে
কাঠ বোঝা কত, ভেন্‌শালে দিয়ে আয়। তুই

পারবি বাচাই করে নিতে, না হয় ভূতোর বাপকে ডাক্, চিনিয়ে দেবে এখোন।

চাকর। হুজুর, আমাকে আর কাট্ চেনাতে হবে না।

[কিঞ্চিৎ অনুচ্চস্বরে]

আমার মত কাট্‌চোটাকে আর কাট্ চেনাতে হবে না, কাট কেটে' আমি আকাট চিনি।

কপ। মন্দ বলে নি, এ ব্যাটার দেখচি রসিকতা বোধ আছে।

[নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি]

ঈস্—রাত পুইয়েছে—ভোর যে !—ও ধাই, ও গিন্নি, এখনো কি কচ্ছ, উঠে তোমাদের কি কি মেয়েলি শাস্ত্রের কাজ-টাজ কত্তে হয়, করে ফ্যালো না। জল সওয়া—ছিরি সাজানো—চালধোয়া আর যা কিছু থাকে। আরো সব মেয়েদের ডাকো না। তাড়াতাড়িতে ওবাড়ীর মেয়ে-ছেলেদের কাকেও তো আনা হয় নি। ছুটো চাট্টে পাড়াপড়শির মেয়ে চেয়ে আনো না। চাওয়া চাউই বড় কত্তেও হবে না, শুনলিই এখন লাফিয়ে আসবে—বের নামে বুড়ীরা পর্য্যন্ত ছুঁড়ী সাজে। ওঠো, শীগ্‌গির ওঠো।

[নিষ্ক্রান্ত।]

৪র্থ অঙ্ক।—৫ দৃশ্য।

জুলিয়েতের শয়ন-গৃহ।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। ও মেয়ে ওঠনা গো, কি অগাধ ঘুমই বাবু
ও বাছা জুলিয়ে, তুই এখনও শুয়ে কেন,
দেখ দেখি এদিকে কত রোদ্দুর দেখা দেছে
ও মা লক্ষ্মী তুমি যে মা, আজ বের কনে,
ওঠো মা, ওঠো শীগ্গি, ওঠো সোণার চাঁদ!
সাড়া শব্দ নাই—একি, ঠেলে তুলতে হলো;
ও খুদে মা, মাঠাক্‌রুণ, ওমা কাঁচা সোণা,
তবুও ওঠে না, এ যে,—দেখি কি হয়েছে।

[মসারির কোন্ তুলিয়া]

এক, এযে সাজগোজ ক'রে শুয়ে আছে !
ঘুমের ঘোরে দেখচি ফের শুয়ে পড়েছে !
ঠেলে তুলতে হ'ল। (গায়ে হাতদিয়া ঠেল্‌তে ঠেলতে।) ওমা রাজলক্ষ্মী,—ওঠো;
লক্ষ্মী মা আমার ওঠো না গো-ওঠো-ওঠো।
একি সর্ব্বনাশ ! ওগো কে কোথা তোরা গেলি
মেয়ে যে আড়ষ্ট কাঠ, নিশ্বেস পড়েনা,
হা কপাল, হায় হায় ! ওগো একি হ'ল
আয়না গো একজন কেউ—ছুটে আয় হেথা
চোখে মুখে দেনা জল ;—হা অভাগ্গি হায় !
হা, জুলিয়ে তোর মৃত্যু চখে দেখতে হ'ল ?
হা কপাল, হা কপাল,—হায়, হায়, হায় !
ও কর্ত্তা—ও গিন্নি, শীগ্গির হেথা এসো, এসো
দেখ এসে কি হয়েছে। (শিরে করাঘাত।)

কপলেত-পত্নীর প্রবেশ।

এতো কিসের গোল ?

ধাই। [মাথা চাপড়াতে ২] হা কপাল হা কপাল

ক-পত্নী। ওগো কি হয়েছে বল ?

ধাই। আর কি হবে গিন্নি ঠাকরুণ কপাল পুড়েছে।
ওগো বাছা জুলিয়েকে যমে কেড়ে নেচে !

[উৰ্দ্ধশ্বাসে আসিয়া।]

ক-পত্নী। কি হয়েছে ?—কি হয়েছে ?

ধাই। আর কি হবে, গিন্নিঠাকরুণ-কপাল ভেঙেছে।
হায় হায় ! জুলিয়েকে যমে কেড়ে নেছে।

ক-পত্নী। ও জুলিয়ে, ওমা তুই অমন করে কেন ?

একবার খানি চেয়ে দেখ ! আমি যে তোর মা,
তুই যে চখের মণি, ও মা, পরাণ পুতলি !
তি রাজারধন মাণিক তুই যে-কে হরিল তোরে!
তুই বিহনে ফকির হ'ব-ওমা একটী কথা ক
ধড়ে প্রাণ আসুক ফিরে-একটীবার চা।
আমি যে দুখিনী মা তোর-কোথা যাবি ছেড়ে !
এক্‌বার কোলে আয় মা আমার, ডাক্ মা
মা মা ব'লে।
ও কর্ত্তা, কোথা গেলে একবার হেথা এসো !
ও গো তোরা কে কোথা-গো এক্‌বার ডেকে দে
হায় হায় কি হ'ল গো—প্রাণ ফেটে যায় !
কপলতের প্রবেশ।
ক। ঘর থেকে বার কত্তে তোরা এখনো
পাল্লি নে !
চল'ত কোথা সে, দেখি—আমি সঙ্গে যাই।
ধাই। আর কোথা সে—যমে কেড়ে নেছে।
ক-পত্নী। দাঁড়িয়ে কেন আর-হায় কপাল ভেঙ্গেছে
হৃদয়-সর্ব্বস্ব ধন যমে হরে নেছে !
হা রে দগ্ধবিধি, তোর দুই ছিল মনে !
ক। আঁ্যা বলো কি ? চলতো যাই আমি ;
দেখিগে কি !
[গৃহে প্রবেশ করিয়া গায়ে হাত দিয়া।]
তাই তো এ যে নাড়ী নেই,হাত পা ঠাণ্ডা সব
সর্ব্বাঙ্গে বরফ যেন—দেহ কাষ্ঠবৎ !
ওষ্ঠ দুটী ফাঁক, যেন সেই পথ দিয়া
নির্গত হয়েছে শ্বাসবায়ু হায় যথা—
অকালে তুষার রাশি হইলে পতন
সকল মাঠের শোভা পুষ্পটী যেমন
হইয়ে তুষারময় হয় শোভাহীন,
এ দেহ-কুসুম পরে ছড়ায়ে তেমতি
শমন হয়েছে শোভা এর।
কপলত-জননীর প্রবেশ।
কং-জ। কৈ কোথা জুলিয়ে সব-সব দেখি সব,
দেখি।

এই যে আমার মা জননী—সোণার প্রতিমে
মা আমার তুমি চলে আমি থাক্‌বো পড়ে।
পারবো না তা পারবো না তা,সঙ্গে নিয়েচল
[জুলিয়ের বক্ষে পতন]

ধাই। পোড়া দিন
হায় হায় কোথা থেকে এলো।
ক-পত্নী। কি দুর্দ্দিন,
কি দুর্দ্দিন হায়।
ক। হারে, নিদারুণ কাল,
এরে চুরি করে নিলি আমাকে কাঁদাতে
শুধু, তবে কেন এবে না দিস্ কাঁদাতে
জিহ্বা বাধিয়ে নিগড়ে ?
মথুরানন্দ গোস্বামীর প্রবেশ।
গোঁ। কৌলিক প্রথানুমত কন্যা তো প্রস্তুত
যাইবারে বিগ্রহ দর্শনে ?
ক। যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু ফিরিবারে নয় !
বিবাহ করেছে যম কন্যাকে আমার
গতনিশি। এবে যম জামাতা আমার।
ওই দেখো কোলে ক'রে কাল আছে বসে—
আহা, কি কুসুম নষ্ট করেছে পাষণ্ড
দুরাচার।—এখন মরিব আমি, যমে
দিব ধন অর্থ যথা সর্ব্বস্ব আমার,
এখন সে যমই একা সে ধনে দায়াদ !
[গোঁসাই ও কপলতের বহির্ব্বাটীতে গমন।
ক-পত্নী। হা দগ্ধ, দুর্দ্দশাপূর্ণ দুঃখময় দিন,
অনাদি অনন্তগতি কাল(ও) কখনো
এমন কদর্য্য ঘৃণ্য জঘন্য কু-দিন
দেখে নাই চক্ষে তার ; হা, নির্দ্দয়,
একাকী—দোসর-শূন্য—সবে মাত্র এই
ছিল কন্যাধন মম এ জগত মাঝে
হর্ষ প্রবোধের তরে, তারেও শমন
চুরি করি নিয়ে গেলি দৃষ্টির বাহিরে
[নিষ্ক্রান্ত।

।পোড়াদিন, আঁটকুড়ো, লক্ষ্মীছাড়া দিন
পোড়ামুখো, ভাল থেকো, সর্ব্বনেশে দিন,
ও দিন—কুদিন তুই—ঘোর মন্দ দিন,
কালামুখো হেন দিন কখনো দেখিনি।
হায় হায়, কি দুঃখের—কি দুঃখের দিন!
[রোরুদ্যমানা কপলত-জননীকে
লইয়া নিষ্ক্রান্তা।]

৪র্থ অঙ্ক।—ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

কপলতের বাটীর সদর মহল।

কপলত ও গোঁসায়ের প্রবেশ।

[পারশের বাটী হইতে দ্রব্যাদি লইয়া
কতিপয় লোকের প্রবেশ।]

আগন্তুক। (জনৈক লোকের প্রতি) বাড়ীতে কান্না গোল এত কিসের? কি হয়েছে গা?

ভৃত্য। হবে আর কি—এতো জাঁক, এতো ধুম্, এতো বাজ্না, এতো বাজী, এতো রোস্নাই—সব মাটী হলো হায়,—কনেটী মারা গেছে।

আগঃ। কি বল্লে, কি বল্লে,—কি সর্ব্বনাশ! মারা গেছে? কি ব্যামো হয়েছিল?

[কপলতের নিকটবর্ত্তী হইয়া]

হুজুর, এই সব দ্রব্যাদি আপনকার জামাতার বাটী থেকে উপঢৌকন এসেছে।

ক। আর কেন? আর কেন? কি জন্যে এ সব
ফের্ নিয়ে যাও ঘরে; দুহিতাকে মম
সঁপিয়া দিয়াছি তুলে কৃতান্তের কোলে;
যম তাঁরে নিয়ে গেছে আপন আলয়ে।

আগঃ। হুজুর, কিসে এমন হলো? হঠাৎ এমন্ কিসে হলো?

ক। মাথামুণ্ডু জিজ্ঞাস কি?—বিষপান ক'রে
প্রাণ-ত্যাগ করেছে সে আপনা আপনি।
কোথা বিষ পেলে, তারে কেই বা দিলেএনে
অদৃষ্টের ফের সব। কি হবে ভাবিলে।
এ সব এখানে আর কেন? নিয়ে যাও
নিয়ে যাও—দীপ কর দৃষ্টির বাহির!
নিয়ে যাও—নিয়ে যাও এখনি তফাৎ
করো সব।

[আগন্তুক ভৃত্যেরা দ্রব্যাদি লইয়া নিষ্ক্রান্ত]

গৌ। ছি ছি এতো অধীরতা কেন? স্থির হও
এই কন্যাটিকে ভাবো, ঈশ্বর—তোমার
দু'জনেরই অংশ ছিল; এখন ঈশ্বর
একাই নিলেন তারে—সৌভাগ্য সে তার।
তোমার যা ছিল অংশ—না পারিতে তায়
রক্ষিতে কালের হস্ত হ'তে, এবে ভগবান
রাখিবেন চিরকাল নিজবাসে তারে।
তোমার আকাঙ্ক্ষা সীমা পার্থিব বৈভবে
বিভূষিত করিবারে দুহিতারে তব,—
সেই স্বর্গ তোমার—না জানো অন্য আর।
কি হেতু ক্রন্দন তবে, গিয়াছে সে যবে
যে স্বর্গ আকাশ-ঊর্দ্ধে সেই স্বর্গবাসে?
এ যদি হে স্নেহ তব তনয়ার প্রতি,
অস্নেহ তবে কি আর? সুস্থ হেরি তারে
ছুটিতেছ জ্ঞানশূন্য উন্মাদের প্রায়।
বিবাহিতা নারী যেবা জীয়ে বহুদিন
বিবাহে অসুখী সেই; সুখী মানি তারে
যৌবনে বিবাহ ক'রে অল্প দিনে মরে!
মোছ অশ্রু, মুক্তালতা করহ স্থাপন
মৃতার হৃদয়োপরে; যথা—কুলপ্রথা,
সুসজ্জিত করি শবে সজ্জা আভরণে,
লও অভ্যন্তরে লয়ে, মঠের প্রাঙ্গণে
রা'খ সার্দ্ধ দিনমান, শুদ্ধি কামনায়;

পরে তায় (আত্মঘাতী দেহীর সংকার
নিষিদ্ধ শাস্ত্রের মতে) ল'য়ে শবদেহ
প্রেতভূমে করিহ বর্জ্জন! সত্য বটে
স্বজন মৃত্যুতে রীতি, স্বভাবের (ও)গতি,
ক্রন্দন বিলাপ করা, কিন্তু জেনো সার
স্বভাবের অশ্রুধারা জ্ঞানিহাস্যকর।

পারশের প্রবেশ।

পার। নিদারুণ, নিদারুণ, নিদারুণ কাল,
ঈর্ষা ছল শঠতা—এই আমা প্রতি,
একেবারে, আমারে করিলি ধরাশায়ী!
হা প্রিয়ে! হা প্রাণধন! হা জীবন মম
মৃত্যুই কামনা মোর শ্রেয়।

গৌ। আপনি অন্দরে যান, শান্ত হোন গিয়া
সান্ত্বনা বাক্যেতে সবে দিনগে প্রবোধ।
পারশ, আমার সঙ্গে তুমি এসো মঠে।
মৃতের মঙ্গল কার্য্য সাধ্য যত দূর
সকলে প্রস্তুত হও সমাধা করিতে।
নারায়ণ তোমাদের দিলেন এ দুখ
অবশ্য পাপেতে কোন, করো না বিমুখ
আরো তাঁয়।-জয়োস্তু ;-এখন আমি আসি
(সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান।)

৫ম অঙ্ক।—১ম দৃশ্য।

—:*:—

মাণ্টুয়ানগর।—রাজ পথ।

রোমিওর প্রবেশ।

রো। স্বপ্ন যদি সত্য হয়, এ শুভ স্বপনে,
মনে হেন হয়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন মম;
অতি শীঘ্র পাব এবে হর্ষের সংবাদ।
স্বচ্ছন্দ পরাণ আজ, হৃদি সিংহাসনে
হৃদয়ের অধিপতি হইয়া বসেছে,
দুর্ল্লভ আনন্দে চিত্ত হেন প্রফুল্লিত
স্ফূর্ত্তিতে শরীর যেন শূন্যে ভাসিতেছে।
স্বপন দেখিনু যেন প্রিয়তমা মম
কাছে আসি দেখিল আমায় মৃতবৎ,
(আশ্চর্য্য স্বপন, মৃতে (ও) ভাবিতে পারে)
দেখিয়া, চুম্বিয়া ওষ্ঠ, নিশ্বাস প্রবাহে
প্রাণবায়ু দিয়া দেহে, দিল প্রাণ দান।
বেঁচে উঠে দেখি, যেন হয়েছি সম্রাট!
আহা কি মধুর প্রেম—প্রকৃত হইলে,—
ছায়াতে যখন তার এ সুখ আস্বাদ!

বল্লভের প্রবেশ।

কি বল্লভ, সংবাদ কি, বরণা হ'তে এলে?
ভালো তো সব? চিঠিপত্র আছে কিছু
দিয়াছেন গোঁসাই? মা আছেন কুশলে?
বাবা ভাল? প্রিয়তমা আছেন কেমন?
আবার জিজ্ঞাসি ভুলিয়ে ত ভাল আছে?
সে ভাল থাকিলে ভাল সকলি আমার।

বল্ল। তবে আর ভাল বই কি মন্দ হ'তে পারে
ভালই আছে সে তবে। দেহ খানি তাঁর
ঘুমায়ে রয়েছে মঠে, আত্মা গেছে চলে
স্বর্গধামে পুণ্যাত্মা সাধুর নিকেতনে।
কুলপ্রথা মতে তাঁকে মঠে নিয়ে গেলে
পরে আমি এসেছি এ কুসংবাদ লয়ে।
এ মন্দ বারতা দিনু ক্ষম, প্রভু মোরে
কুসংবাদ আনিবার হেতুই ত দাসে
ফেলে এসেছিলে সেথা।

রো। সত্য কি,বল্লভ,প্রিয়ে প্রাণে বেঁচে নাই?
তবে রে গগনচারী গ্রহতারা যত
অতি তুচ্ছ হেয়, আমি, ভাবি তো সবায়
আর ভয় করি না তোদের। বলভ্ শোন্,
প্রবাস আবাস মোর জানিস্ ত তুই,
আন শীঘ্র কাগজ কলম কালী হেথা,
আজি রাত্রে রওনা হইব আমি ডাকে।

বন্দবস্ত করে আয় ডাবের ঘোটক,
সকলি প্রস্তুত যেন থাকে।—ছাড়িবই
এ মাঙ্কুয়া আজি নিশাভাগে সুনিশ্চিত।

ব। আমার ব্যাগ্‌গত্তা আপনি একটু স্থির হও।
দুই চোক্ ফ্যাকাসে হয়েছে যেন খড়ি,
চেহারা দেখিলে হয় ভয়।—কি জানি কি
কাণ্ড একটা হয়ে পড়ে শেষে!—

রো। আরে না না;
তোর ভ্রম হয়েছে, যা, কাছ থেকে সরে।
যা বলেছি করগে যা তাই, চিঠি পত্র কিছু
গোঁসাইজী কি দেছে তোকে?

ব। আজ্ঞে না।

রো। ভাল নাই দিন কিছু, দরকার নেই যা।
দেখিস্ যেন ডাকের ঘোঁড়া রাখিস্ ঠিক্
করে, এলুম বলে, যা।

[বল্লভ নিষ্ক্রান্ত]

আজি নিশি, প্রিয়তমে,
মিলাব আমার তনু তনুতে তোমার।
দেখি কি উপায় তার; অহো, কু কল্পনে
কত দ্রুতগামী তুই পশিতে হতাশ
চিত্তমাঝে। মনে হয় যেন এই খানে,
ইহারি নিকটে কোথা ঔষধ বিক্রেতা—
ছিল এক—

হঠাৎ এক বেদিনীর প্রবেশ।

বেদিনী। (উচ্চৈঃস্বরে)
বাৎ ভালো করি-দাতের পোকা বের করি
—কাণকুটারে ভালো করি।—হেঁটে বাৎ—
গেঁটে বাৎ—কুম্‌রে বাৎ—ভালো কোরি।—
সোঁৎ ভালো কোরি-ঘা ভালো কোরি—
আঙ্গুলহারা—চোয়াল ধরা-ঘাড়্ ফোঁড়া—
হাড়্ যোড়া—কোত্তে পারি গো।—বাৎ,
হেঁটে—বাৎ গেঁটে বাৎ—মিগি মূচ্ছো
ভালো কোরি গো—বাৎ ভালো কোরি।

রো। এতো দেখি আরো ভাল, দিব্বি মুটে গেছো
দোকানদানে কেনা বেচা বহু বিঘ্ন তায়,
এদের কাছে না পাওয়া যায়, হেন জিনিস্ নাই,
হয় ত, খুঁজ্‌চি আমি যা তা এখনি পাইব।
ওগো বাছা তোমার কাছে কি কি দ্রব্য আছে?

বেদিনী। আমার কাছে নাই আবার
কি? গাছগাছড়া বলো,—লতাপাতা—
শেকোড় বাকোড়-আকোড় আঙ্গরা—
পাথরকুচি—বাঘের দাঁত—প্যাঁচার পালক্
—ছুঁচোর নাক্—বাঁদরের নোখ্—সবই
আছে।—চাও কি তুমি?

রো। ওগো আমি ওসব কিছুই চাই না,
পারো দিতে কাঁচাটাক হেন দ্রব্য কিছু
খাইলে, তখনি রস তীব্রতর যার
ছড়াইয়া পড়ে সর্ব্ব শিরায় শিরায়
অগ্নিবৎ;—জীবনের ভারগ্রস্ত প্রাণী
মুক্তি পায় সংসার কারার ক্ষেত্র হ'তে—
একটী নিশ্বাসে আয়ু মিশায় আকাশে;
বারুদে অনল ফিন্‌কি পরশিলে যথা
কামান জঠর হ'তে শূন্যে উড়ে যায়;
পারো দিতে হেন কিছু? এই ধরো লও—
সুবর্ণের দশ মুদ্রা দিতেছি তোমায়।

বেদিনী। "সুবর্ণের দশমুদ্রা"। কেনো তা
পারবো না;
এই ঝুলিটীতে রকম্ রকম্ আছে কত—
ঘ্রাণমাত্র জীবনের প্রদীপ নিবায়।
কি করে বা রাজারাজড়া কঠোর শাসনে,
আইনের কড়াকড় বিষ বেচা কেনা,
কোন কালে আমাদের ছুঁতেও পারে না।
বেদের বেটীরে ধরে সে বড় চতুর
মানি মনে।—বলো-তা কি চাও তুমি—কেটো
না পাথুরে—না জহুরে বিষ-বলো কি তা চাও
আরোক্—জারোক্—নাকি নিরেট কঠিন

রো। যাই হোক্, চাই শুধু ক্ষণিকে যাহায়
জীবন বন্ধন ঘুচে যায়, দেও শীঘ্র।

বেদিনী। এই ধর।

(ঔষধি দান ও থলি কাঁধে তুলিয়া নিয়া)

বাং ভালো করি--বাং গেটে--বাং কুমরে
—বাং কয়ুয়ে বাং ভালো কোরি—দাঁতের
পোকা বার কোরি গো।

(নিষ্ক্রান্ত)

রো। বিষ বেচে গেলো মোরে,ভাবচে মনে মনে,
পেয়ে সোণার চাক্তি কটা—হায় বিষ যাহা
উঁহাকে দিলাম আমি ইহার বদলে
তার তুল্য হলাহল আছে কি জগতে ?
কত হত্যা মহাপাপ উঁহার প্রলোভে
কতই ভীষণ কাণ্ড ঘটে ভূমণ্ডলে,
তুলনায় তার এ গরল তুচ্ছ অতি।
হে ঔষধি, জীবনদায়ক তুমি মম,
নহ হলাহল বিষ। চলো সঙ্গে মোর
সেখানে, যেখানে মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে !

(নিষ্ক্রান্ত)

৫ম অঙ্ক।—২য় দৃশ্য।

মঠ। মধুরানন্দের কুটীর।

মধু। জ্ঞানানন্দের গলা না ও—কে ওখানে ?
আরে এসো এসো এসো তবে,কখন এসেছ
মাণ্টুয়া নগরী হ'তে ? কি বলে রোমিও ?
চিঠি পত্র থাকে কিছু দেও।—

গুহাবাসী। সঙ্গে করে
কাহাকেও যাবো ভেবে মনে,গেলাম খুঁজিতে
আমাদের দলভুক্ত লোক কোন(ও) জন ;
তার সঙ্গে এক ঘর পীড়িত গৃহীকে—
(জানেন সহরে মহামারী উপস্থিত)—
দেখিতে গেলাম দোঁহে বার্ত্তা জানিবারে।
দ্বারের বাহিরে তার আসিয়াছি যেই
অমনি কজন স্বাস্থ্যরক্ষকে রোধিল।
ভাবিল আমরা বুঝি কোন সংক্রামিত
নগরবাসীর গৃহে করেছি প্রবেশ !
আট্‌কাইল আমাদিকে ; দরজায় দিল
সীল মোহরের চিহ্ন।—গতিকে আমরা
নারি যেতে মাণ্টুয়াতে।

গোঁ। কার হাতে তবে
আমার সে পত্রখানা পাঠাইয়া দিলে ?

গুহা-বা। কারোহাতে পাঠাইতে পারি নাই তায়,
না পারি পাঠাতে ফিরে প্রভুর(ও) নিকটে
সংক্রামন ভয়ে সবে ভীত অতিশয়,
নারাজ গৃহের বার হ'তে।

(চিঠি ফিরিয়া দেওয়া)

এই নিন !—

মধু। কি দুর্ভাগ্য ! পত্রখানা গেলো না হে,
জরুরি সংবাদ ছিল। ভাল কারো নাই,
পাঠাতে তাচ্ছিল্য করে—অশেষ অনিষ্ট
শেষে পারে সংঘটিতে।—এসোগে এখন।

গুহা-বা। নমস্কার। (নিষ্ক্রান্ত)

মধু। একাই আমাকে এবে সেথা যেতে হ'লো।
তিন ঘণ্টা পরে আর উঠিবে জাগিয়া
সেই বালা। ভয়ঙ্কর কথা—একাকী সে
শ্মশান-ভিতরে নিশিঘোরে ! রোমিওকে
আবার লিখিবো।

[নিষ্ক্রান্ত।]

৫ম অঙ্ক।—৩য় দৃশ্য।

মঠ। গুহাবাসী ও রোমিও।

রো। মহান্ত গেলেন কোথা, দেখাটা হ'লো না,
কোন পথে গেলেন, ছাই তাই নয় বলো ?

গুহা-বা। ওহে একে রাত্রিকাল, তাপে মেঠো পথ,
ঠিক্ বলা যে কথা কঠিন, তবে বোধ হয়
যেন অই সুড়ী পথে যান্ নদীতীরে।
শ্মশানের পথ ওটা, ভয় হয়, পাছে
ভূতেটুতে ছোঁয় রেতে ; তবে কিনা তিনি
শুদ্ধাচারী সাধু ব্যক্তি ; রাম রাম-রাম]
রো। ভালো, এনগরে কোনো প্রধান ঘরানা
মরিলে কখনো কেহ, সৎকার্য্যে তাঁহার
যোগ দিতে যেতেন কখন কি ?
আছে কি তেমন কোনো যোগাযোগ আজ ?
গুহা-বা। বটে বটে, কপলত ডুহিতার শব
প্রেরিত হয়েছে বটে মঠ হ'তে আজ
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে শ্মশান-ক্ষেত্রেতে,
সুমার্জ্জিত সুভূষিত সজ্জা অলঙ্কারে,
চির-কুল-প্রথা যথা তার।—
রো। [স্বগত] আর দেরি করা নয়, প্রিয়ে মম গেছে
প্রেতভূমে, সত্বর চলো রে পদ সেথা।
পাবো না দেখিতে আর সেই নিরুপমা
এ ধরণী মাঝে কভু। (প্রকাশ্যে)
মহান্তও তবে
সেই সঙ্গে গিয়াছেন শ্মশানে নিশ্চয় ;—
আসি তবে বাবাজী এখন, পাও লাগে
(যাইতে উদ্যত)
গুহা-বা। আরে করো কিহে? কোথা যাবে এতরেতে
আরে না—না নানা তা কখনো হবে না,
প্রাণটা শেষে পেঁচো দক্ষির হাতে কি খোয়াবে!
প্রাতঃকালে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রো কাল,
আজ রাতটা মঠেই কাটাও, আহারাদি করো
তার যোগাড় করে দেই।
রো। না, বাবাজী, দেখা কত্তে হবেই এখুনি,
তিলেক লহমা কাল বিলম্ব সবে না
এতই জরুরী কাজ,—দোহাই বাবা
(হাত ছাড়াইয়া লয়ে।)
পাঁও লাগে পায়। ওরে গেলি কোথা,
আয় সঙ্গে পিছু পিছু।
বল্লভ। উনি কি মন্দই বল্‌চেন রাতটে আজ হেথা
খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে থাক্‌লেই তো হ'তো
সকালেই গোঁসায়ের সঙ্গে হ'তো দেখা।
সন্ধের পর মড়া শ্মশান মাড়িয়ে যেতে হবে'
ও বাবা, তা আমার কর্ম্ম নয়, আমি পারবো না
রো। কেনো, কি হয়েছে সন্ধ্যের পর ?
বল্ল। সে হ'লো পবিত্তির ঠাঁই উপদেবতার বাস-
সেখানে সন্ধের পর কাউকে যেতে নাই।
পেরেত্ যোনি ভূত যোনি—যোনি বেম্মোদত্তি
শাকিচিন্নি কন্ধকাটা কতো কি সেখানে—
রেতের বেলা বাপরে বাপ সেখানে কেউ যায়
দিনের বেলা যেতেই যার পেরাণ বেরিয়ে যায়
না মশাই—আমি পার্‌বো না।
রো। তবে তোর, মস্ত মস্ত দুটো পা—মস্ত
দুটো হাত।
ধড়্‌টা যেন গাছের গুঁড়ি বুক্‌খানা আগোড়,
কি জন্যে এ সব তোর! থাকেন্ তাঁরা
থাক্‌লেন্ বা।
ভয় কি তাতে এতো তাদের হাত পাও নেই
ধড়টাও নেই; ধুঁয়ের মত গা, চখেও দেখা
যায় না।
তাদের—কিসের তবে ভয় ?
বল্লভ। ঐ তো মোশয় ঐ তো আরো বেশী
ভয়ের কথা।
দেখ্‌তে যদি পেতুম আর্ চল্‌তো হুড়োহুড়ি
তা হলেও বা কথা ছিল। তাতো নয় কো,
কোথাও নেই।
ঝড়ের মতো ঝাপ্‌টা মেরে, ঘাড়ের
ওপর্ প'ড়ে।
সামনের মুখ্ ঘুরিয়ে এনে, এক্‌টী
মোচড় দিলে।
অম্নি কাজফর্‌সা হ'লো। না মশাই, আমার
সাধ্যি নয়।

যেতে হয় তো যাও গে তুমি। একেই
আর কি বলে।
সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো!
রো। বস্—আর কথা না।
দ্যাখ তোকে বল্‌চি আমি, বাঁচই আর মর্
তোকে সেথা যেতেই হবে, ভাল
চাস্ তো চল।
না যাস্ তো—(অসি নিষ্কাসন)
আধখানা তোর বুকে পূরে দিয়ে।
এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে তোকে
সেইখানে পাঠাবো।
চল বলচি আগে আগে।—
পাও লাগে বাবাজী।
গু-বা। আমি ভালোর জন্যে বলছিলুম তা
শুনবে কেনো নেহাত মতিচ্ছন্ন কিনা?
রো। (বল্লভের প্রতি) চল এগো।
বল্ল। যেতে হয়তো পেছু পেছু যাবো, এগুতে
পারবো না।
(রোমিও পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ান)
রো। ভাল, পেছু পেছুই আয়।
(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

শ্মশান ও তৎসংলগ্ন রাজার মৃগয়াটবী
রোমিও ও বল্লভ।

বল্লভ। (অটবীর বাহির হইয়াই।)
আমি আর এগুচ্ছি নি, এই খানেই
দাঁড়াব। ভয় কি মশাই, মশাই এগুন্।
কাছে ত আছি; আমি চাদ্দিকে তাকাবো,
যেই দেখবো ত্যামন কিছু অম্নি জানান
দেবো, ভয় কি এগুননা।
রো। ভালো, তুই এইখানেই থাক্; আর
এগুতে হবেনা,
আর অন্ধ খপরাখপর কিছুই দিতে হবে না।
কেবল, দেখ্‌বি যখন মানুষ আস্‌চে কেউ
অম্নি এই বাঁশীটায় সিদ্ দিবি কোসে।
(অগ্রসর হইয়া)
(স্বগত) এ কি এ বিষম স্থান নিঝুম্ চারিদিক্
সাঁ সাঁ করিছে শুধু দিগন্ত আকাশ;
আকাশ উপরে শূন্য বিশাল বিস্তার
বিশাল বিস্তার নিম্নে ঘোর মরু দেশ।
ভগ্নকুম্ভ খর্পর মিশ্রিত বালুরাশি
তরু তৃণ হীন দেশ চণ্ড বিভীষণ;
ঘোর ভয়ঙ্কর দৃশ্য চৌদিকে কেবল
বিকট ধবল আভা নরাস্থি কঙ্কাল
শমনের উপযুক্ত সাম্রাজ্য এ বটে।
একা শ্মশানে প্রবেশ।)
প্রবেশ করিবা মাত্র রোমাঞ্চ শরীর,
হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন সহসা কম্পিত,
কি বিচিত্র, বল্লভ চকিত প্রাণ ভীত
পশিতে এহেন স্থানে, আমিই যখন
সশঙ্কিত মাঝে মাঝে ভ্রমমুগ্ধ মন।
কখনো পবনখন্ প্রখর উচ্ছ্বাসে
নাড়িয়া কঙ্কাল রাশি, কাষ্ঠ অৰ্দ্ধাঙ্গার
ঘুরিছে শ্মশানময় নানা শব্দ করি,
হয় ভ্রম মনে তায়, ক্ষণে ক্ষণে কভু
যেন কথা কহে কত অমানুষী স্বরে
অশরীরী প্রাণিগণ দূরে কি নিকটে।
কখনো বা পত্রহীন পাদপের ছায়া
মাটীতে পড়িয়া হালে, হেরে মনে হয়
বাহু তুলাইছে যেন ছায়ারূপী কত,
কখনো বা শূন্য কুম্ভ, ছিন্ন বস্ত্রে ঢাকা,
ভিতরে প্রবেশে বায়ু বিকট চীৎকারি,
শুনিয়া শিহরে প্রাণ,—সম্মুখে নেহারি
যেন কোনো মানুষী বিশুষ্ক শীর্ণ কায়া
উপুড় হইয়া শুয়ে চিতার উপরে
ক্রন্দন করিছে খেদ স্বরে ভয়ঙ্কর।
কখনো বা ঘূর্ণ বায়ু, ঘুরায়ে ঘুরায়ে
তুলিছে চিতার ভস্ম ধূলি শূন্য পরে,

ভ্রমে তায় হেরি যেন কত মূর্ত্তিধারী
বায়ুর শরীর প্রাণী নৃত্য করি করি
নিকটে আসিয়া চক্ষে মারিয়া চপেট
বলে,"হ্যাঁরে প্রেতযোনি তবে যেন নাই ?"
বলি' হাসি খিলি খিলি পলাইয়া যায়।—

পারশ। কত সাধে কুসুমে সাজানু কতো ক'রে
তোমার বিবাহ-নিশি পালঙ্ক-শয্যায়
তার চন্দ্রাতপ আজি এ শূন্য আকাশ !
হায়, বিধি নিদারুণ, কি যাতনা দিলে !
অশ্রুজলে প্রতিনিশি এখন ভিজাবো
সাজাইব পুষ্পহারে তব চিতাস্থান !
এখন নিশিথে খালি শোক অশ্রুজল
সমাধি-মন্দিরে তব কাঁদিয়ে ছড়াবো !

বল্লভ। ঐ তো মানুষের গলা, বাঁশীতে এখন
আওয়াজ তো দিতে হয়, তাঁর কথা মত।
(বাঁশীতে সিস্ দেওন।)

রো। ঐ বল্লভের বাঁশী নয় ! দেখতে হলো
কে আসচে।
(কিঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিয়া।)

রো। কে হে হেথা ? কে এখানে,নিশীথে এরূপ
ভ্রমে এশ্মশান ভূমে, যেখানে শয়ান
আমার হৃদয় মণি—অতুলা জুলিয়ে ?

পা। রোমিওর গলা না এ—দুরাত্মা দাম্ভিক
বধে সেই প্রেয়সীর পিতৃ[illegible] তনয়
তৈবল সুবীরবরে,লোকে বলে,শোকে যার
এ দুর্দ্দশা আজ প্রেয়সীর ! হা নির্লজ্জ !
লঙ্ঘিয়া রাজার আজ্ঞা অনিষ্ট সাধিতে
বুঝিবা এসেছে দেশে ফিরে,-এতো স্পর্দ্ধা!
এখনি উহাকে আমি করিব গ্রেফতার।
(অগ্রসর হইয়া।)
দুরাত্মা এখানে কেন তুই ? এত হিংসা
সেধে সাধ্ তবু কি মিটেনা অন্ত্যজ পামর

রো। এসেছি তো সেই হেতু—মতোই এসেছি
মরিয়া এখন আমি।—তাই বলি শোনো,
কিশোর বালক ওহে, স্থির হও কিছু,
মরিয়া জনেরে ক্ষিপ্ত করিও না আর,
পালাও এস্থান হ'তে,ঘাঁটাইও না মোরে।
পালাও ত্রাসিত প্রাণে, ভাবিয়া তাদের
যারা মোরে প'ড়ে হেথা। পালাও এখনো
কাছ থেকে ; আর পাপ চাপাইও না শিরে
মিনতি আমার এই—যাও—সরে যাও।
আমারি বিপক্ষ সেজে আসিয়াছি আমি,—
ভাল চাও—পলাও—পলাও।

পা। আরে পাজি,
তোকে ভয়?—এই দ্যাখ করিনু গ্রেফতার।

রো। তবুও রাগাবি ? তবে বাঁচা আপনাকে।
(দুজনের অস্ত্রচালন।)

পাঃ ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ !-হেতের চালায় যে !

পারশ। উঃ,-মলুম (ভূপতিত।)—হা ঈশ্বর !

রো। অদৃষ্টের ফের !—ফের হত্যা পাপ ভার
পড়িল মস্তকে আর একটা ! না জানি
দুর্গতি কতই আর আছে ভাগ্যে মম !
কিন্তু হেথা কই সেই প্রিয়তমা মম,
পূর্ণচন্দ্র-রূপিণী সে লাবণ্য-প্রতিমা !
খুঁজিলাম কতো—কই পাই না ত তারে,
কিম্বা মহান্তর (ও) কোনো চিহ্ন বা উদ্দেশ
ছলিল তবে কি মোরে সে ভণ্ড চেলাটা ?
তাই বুঝি লিখেছিলা এতো সে আমায়
আসিবারে এইস্থানে ;—সর্ব্ব মিথ্যা তার,
ভণ্ড প্রতারক সেটা—বলিল সে কিনা
সুসজ্জিত শবদেহ পালঙ্ক-শায়িত
বিবাহ-বাসরে যথা কুমারী সজ্জিত !
কোথা খট্টা—কোথা সজ্জা—কোথা শবদেহ
না—না সকলি মিথ্যা ! সকলি অলীক !
অথবা সে কোনো জন্তু, মাংসাশী নিষ্ঠুর,
শৃগাল, কুক্কুর, কিম্বা শ্মশান-বিহারী
জঘন্য শকুনিকুল, পেয়ে একা তায়
প্রহরী রক্ষক শূন্য এ ভীষণ স্থানে,

করাল কবলগ্রস্ত করেছে বুঝিবা।
কিম্বা নখে, ক্ষুরধার, খণ্ড খণ্ড করি
কমনীয় কোমল সুন্দর দেহখানি,
করেছে উদরসাৎ! হায়! প্রিয়ে, হায়
সেই কমনীয় মূর্ত্তি—সে কান্তি উজ্জ্বল,
এই পরিণাম তার!—না পাই দেখিতে
আইলাম এতো যে দ্রুত মাণ্ডুয়া হইতে
মিশাতে শরীরে তব এ মম শরীর—
চক্ষেও বারেক তায় না পাই দেখিতে!
(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া এবং ইতঃস্তত ঘুরিয়া)
এই যে আমার সেই মূর্ত্তি অতুলনা!
অয়ি প্রাণাধিকে প্রিয়ে! অয়ি কান্তা মম!
শমন হরেছে তব নিশ্বাস-পীযূষ
হরিতে তো পারে নাই সে শোভা তোমার
কৃতান্ত তোমারে প্রিয়ে নারে পরাজিতে।
এখন(ও) উড়িছে সেই সৌন্দর্য্য-পতাকা,
তব গণ্ড ওষ্ঠাধরে—প্রবাল-রক্তিমা,
কালের নীলিমা-ধ্বজা নাহি উঠে সেথা।
হা জুলিয়ে, এতো রূপ কেনো হলো তোর,
অতনু মৃত্যুও কিরে ইন্দ্রিয়ের বশ—?
সেই শীর্ণ রাক্ষস(ও) কি লাবণ্যে ভুলিয়া
স্পর্শ করে নাই তোরে সম্ভোগ লালসে!
একা তোরে রাখি হেথা—জীবিতে—কখনো
যাবোনা কোথাও আর-যাবো না যাবো না
থাকিবো শ্মশানে এই—এই প্রেতভূমে
(যেখানে আজিরে তোর প্রেতিনী সঙ্গিনী)
চিরন্তন থাকিবো এ ভূমে তোর সহ
অনন্ত নিদ্রায় শুয়ে ধরা-ক্লান্ত আমি!
এ দেহের পলভাগ হ'তে খুলে ফেলি
অপ্রসন্ন গ্রহ-রজ্জু-ফাঁস—দেখে নেরে
শেষ দেখা, অরে রে নয়ন! রে যুগল।
বাহু, দিয়ে নে রে শেষ আলিঙ্গন তোর।
ওরে ও অধর ওষ্ঠ, নিশ্বাস-দুয়ার,
পবিত্র চুম্বনে তৃপ্ত হও চিরতরে।

এসো, তিক্ত বিস্বাদ শরণী প্রদর্শক
এসো, দুঃখ সাগরের নিরাশ কাণ্ডারী,
চালায়ে এ পরিশ্রান্ত তনুর তরণী
একেবারে ফেলো তারে পাহাড়ে আছড়ি!
প্রিয়ে, তোমার উদ্দেশে করি পান।—
(পান করণ।)
ঠিক্
এ কৃত্রিম নহে,—খর জ্বলন্ত ঔষধি।
মৃত্যু কালে অধর-অমৃত পিয়ে মরি।
(চুম্বন ও মৃত্যু।)

গোঁসায়ের প্রবেশ।

গোঁ। ঐ যে কাণ্ডার সেই ঐ দেখা যায়;
এতক্ষণ পরে, হায়, পাইলাম কূল।
অকূলে ভাসিতে ছিনু। একে বন
তায় রাত্রি, তাতেও আবার, দেখি কম,
এতক্ষণ কতই ঘুরিনু —ও কার গলা?
রোমিওর মত যেন—সেই বুঝি হবে।
আর ঐ বা কে, ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে?
কে রা তুই?
বল্লভ। রাম—রাম—রাম!
দানা দক্তি নয় তো?—রাম-রাম রাম
রাম—এ যে গোঁসায়ের মত দেখ্‌ছি।—
গোঁসাইকে আমি তা বেশ চিনি।—গোঁসাই
তো।—না বেশ্ ধরে এসেছে? রাম
রাম রাম রাম!
গোঁ। কল্যাণ হোক্—কল্যাণ হোক্—
তবে বাপু তুমি এখানে যে! এখানে
দাঁড়িয়ে কেন?
ব। আর মোশাই, সে কথা বল্‌চ কেনো?
একটা শূওর গুঁয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা
গেলো। এই দেখুন, এখানে দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে ঘেমে তিখুত্তি হয়েছি—তা
পেটের দায়ে সবই বইত্তে হয়।

গো। কার সঙ্গে এখানে এসেছ, তিনি কোথায়!

ব। তিনি আমার মুনিব্। এতো দেশ্ থাক্‌তে, এই রাত্তির কালে এই মড়া-শ্মশানের ভেতোর সেঁধিয়েচে। মাথামুণ্ড ওখানে তার কি যে কাজ্ তা তিনিই জানেন।

গো। তোমার মনিবের নাম কি?

ব। রোমিও।

গো। রোমিও? অ্যাঁ! রোমিও? তিনি এখানে? তিনি কতক্ষণ এসেছেন?

ব। অনেকক্ষণ—একঘণ্টার ওপর হবে, তবু কম্ নয়।

গো। এসো, তবে তুমি আমার সঙ্গে এসো।

ব। এঁজ্ঞে, সেটী আমি পারিবো নাকো। আমার মুনিব বড় বদ্‌রাগী; আমাকে বলে গেছে, এক পা সর্‌বিনি, ঠিক্ এইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি। এক পা সর্‌লেই, আমার ঘাড় খেয়ে ফেল্‌বে। নইলে আমি তো তাঁর সঙ্গেই যেতে চেয়েছিলুম্।

গো। আচ্ছা বাপু, তবে তুমি ঐখানেই থাকো, আমিই না হয় একটু আগিয়ে দেখ্‌চি। (স্বগত) ঐ যে সেই কাণ্ডারটী; উহারই ভিতর খট্টায় শায়িত জুলিয়েৎর শব-দেহ।—একটী সাড়া-শব্দও নাই, এখনো দেখ্‌চি ঘুমুচ্চে, এখনো মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নে—। (আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ভাল ভাল ভাল, এখনো পোয়া ঘণ্টা সময় আছে।

(খানিক অগ্রসর হইয়া, কাণ্ডারের পর্দ্দা উত্তোলন।)

এ আবার কি? এ কার্ দেহ? এ কোথেকে? এ যে মানুষের দেহ। কি আশ্চর্য্য!—এ কি! এ কি! এ যে রোমিওর মুখের চেহারা!

(হেঁট হইয়া আলোতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া)

সর্ব্বনাশ! হায় হায়! যে ভয় করিছি,
অহো তাহাই ঘটেছে! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)
হে ভবকাণ্ডারী প্রভু, যা ইচ্ছা তোমার
কে নিবারে ইচ্ছা তব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে?
মনুষ্যের সতর্কতা মনুষ্য কৌশল
সকলি নিষ্ফল ব্যর্থ তোমার ইচ্ছায়।
এ দেহ থাকিলে হেথা, আরো সে বিপদ,
মূর্চ্ছাভঙ্গে জুলিয়েৎর ক্ষণ দৃষ্টি যদি
হয় এ শবের পরে—অচিরাৎ
সেই ক্ষণে জীবন ত্যজিবে সে নিশ্চিত!
দুর্ব্বল শরীর মম, জীর্ণ শীর্ণ দেহ
কেমনে একাকী এরে করি স্থানান্তর;
কিরূপে বাঁচাই মেয়েটারে?—জগদীশ,
কি তুচ্ছ সামান্য কীট আমি, কেনো গিয়াছিনু
ঝাঁপ দিতে তোমার অনন্ত কার্য্য মাঝে!
নারায়ণ, জগদীশ, ক্ষম অপরাধ।
(কাণ্ডারের বাহিরে কিছু দূরে আসিয়া।)
বল্লভ, একবার আয় হেথা, আয় শীঘ্র আয়

বল্লভ। কেনো ঠাকুর কি হয়েছে?

(স্বগত।)

বুড়ো ভয় পেয়েছে দেখ্‌চি,
নিজ্জস্ ভয় পেয়েছে।

গো। বাপু, একটীবার এসো। আমার কথা রাখো বাপু।

ব। কে ডাক্‌চে? আপনি না মুনিব?

গো। ওহে, আমিই ডাক্‌চি, কি ডাকাচ্চেন তোমার মনিব। এসো, বাপ্ শীঘ্র এসো, বিলম্ব ক'রো না। আর এক লহমাকাল বিলম্ব হলে বিপদে পড়্‌তে হবে।

ব। যেতে হ'লো, কপাল ঠুকে। মুনিবটা বড় গোঁয়ার রাগী। ওরা দুজন্ আছে, ভয় কি?—রাম রাম—রাম রাম]

(নিকটে আসিয়া) কি হয়েচে, মোশাই,
এত ডাকের ওপর ডাক্ কেনো ?

গোঁ। আর কি হয়েছে ? বিপদ্ যা হবার, তা হয়েছে। এই দেখো তোমার মনিবের মৃত দেহ, উনি—

(বল্লভের পালাবার চেষ্টা এবং গোঁসায়ের তাহাকে ধরিয়া রাখা)

আরে দাঁড়াও, যাও কোথা ?

ব। আগেই, তো মানা করেছ্যানু ওখানে যেও না মোশয়, ঠাকুর দেবতার জায়গা, রাত্তির কালে ওখানে যেতে নেই। যেমন গোঁয়াত্তমি, তেম্‌নি হয়েছে। এখন আপনাকে রক্ষে কত্তে পারেন না। ক্যামোন ঘাড্ডী মুচ্ড়ে দেচে।

গোঁ। ওহে বাপু, ঘাড় মচ্‌কানো টচ্‌কানো কিছু নয়। উনি ওঁর পত্নীকে এই অবস্থায় দেখে মূর্চ্ছা গেছেন। দ্যাখো, আমার কথা শোনো; আমি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আমাকে এক্‌লা ফেলে যেও না। বোধ করি, চেষ্টা কল্লে এখনো বাঁচতে পারেন। ওঁকে ঐ কাণ্ডার থেকে অতি সাবধানে চুপে চুপে বার্ করে, এইখানে নিয়ে এসো। আমার কাছে এক রকম্ আরকের শিশি আছে, নাকের কাছে ধল্লে, মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে পারে। চলো সেই চেষ্টা করা যাক্‌গে; শীঘ্র কাণ্ডার থেকে বার্ করে আনো।

ব। অতো শতো কে করে, মোশয়। এইখানে, এই রাত্তির কালে, শিশিরে খানিকক্ষণ পড়ে থাক্‌লে, আপনা আপনি মূর্চ্ছো ভাঙ্গবে এখন্।—আমি চল্লুম।

গোঁ। আচ্ছা, যাও। কিন্তু দেখো, এর ফল পেতে হবে। আমি মহারাজের নিকট জানাবো যে, তুমি তোমার মনিবকে খুন্ করেছ।

ব। সেকি মোশাই, আমি খুন্ করেছি ? ঠাকুর, এ দিকে ধম্মো ধম্মো করে বেড়াও, লোক্‌কে মিথ্যে কইতে মানা করো, আরো কতো কি ছুবুড়ি ধম্মোপদেশ দেও ; আর আপনি নিজে গিয়ে রাজার কাছে আমার মিথ্যে অপবাদটা কর্‌বে যে, আমি মুনিবকে খুন্ করেছি ?

গোঁ। তোমার খুন্ করাই তো হবে ; এখনো চেষ্টা কল্লে উনি বাঁচতে পারেন, আর তুমি যদি সে সব কিছু না ক'রে চলে যাও, আর তাঁর প্রাণত্যাগ হয়, সেতো তোমারই খুন করা হ'লো।—এই বুড়ো বয়েসে এক্‌লা আমি কত পার্‌বো।

(বল্লভ কর্ত্তৃক রোমিওর দেহ কোলে তুলিয়া কাণ্ডারের বাহিরে আনয়ন।—সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাই।)

আহা, মুখ দেখলে চখে জল আসে ;
কেনো আমার কথা শুনলে না।

(নামাইবার উপক্রম।)

গোঁ। ওখানে না, ওখানে না ! আরো কিছু দূরে। ঐ স্থানটা কি ভাল ?

বল্লভ। আর ঠাকুর, এখন আ[illegible] এ খানটা ও খানটা ভাল মন্দ কি ? মোলেই চৌদ্দো পো। এখানটাও যেমন, ওখানটাও তেমন।

(মাটীতে দেহ স্থাপন।)

গোঁ। আলোটা কাছে নিয়ে এসতো, দেখি ভাল করে, ব্যাপারটা কি ?

(আলো নিকটে আনয়ন।)

(দীর্ঘ নিশ্বাস।)

বৃথা আকিঞ্চন ! এ মহা-নিদ্রা-ঘোর,
মূর্চ্ছা-মোহ নহে ইহা। জগদীশ বিনা
এ নিদ্রা বিমুক্ত করা কারো সাধ্য নয়।
দণ্ড দুই চারি আরো আগে হেথা এলে
ঘটিত না এ ঘটনা। তব ইচ্ছা, প্রভু !

এ শিশিটা কি ? (হাতে লইয়া)
এই তবে অনিষ্টের মূল,
হায়, এতেই হয়েছে সর্ব্বনাশ !
এ যে মহাবিষ।

বল্লভ। তবে ঠাকুর, আর সন্দ টন্দ নাই ;—
মরাই তবে ঠিক্।

(জুলিয়েতের মূর্চ্ছাভঙ্গ।)

জু। (কাণ্ডারের ভিতর হইতে)
কে ওখানে—কয় ? গোঁসাই প্রভু কি ?
হে চির আশ্বাসদাতা, বলুন আমায়
প্রাণপতি প্রাণেশ্বর কোথায় আমার।
থাকিবার কথা যেথা, আমি সেথা আছি,—
সে কথা স্মরণ আছে বেশ—কিন্তু তিনি
কোথা, শীঘ্র বলুন আমায় ; কোথা নাথ,
কোথা হৃদয়ের দেব মম !

গোঁ। [কাণ্ডারের ভিতর গিয়া]
ওমা, শীঘ্র চলো যাই এ স্থান ছাড়িয়া,
এ অতি কদর্য্যস্থান—দারুণ শ্মশান।
দৈববল কাছে কোথা মানবের বল্ !
নিষ্ফল যদিও এবে সকল কৌশল,
চলো মা আশ্রমে যাই ; অবশ্য উপায়
হইবে, এখনো কিছু, চলো শীঘ্র যাই।
চিরকুমারীর মত থাকিবে সেখানে
কিছুকাল। চলো মা,আর হেথা থাকা নয়।

জু। কোথা তিনি,হে গোঁসাই তিনি কোথাবলো

গোঁ। যে উপায় ভেবেছিনু, দৈববিড়ম্বনে
সফল নহে ত তাহা—তাঁরে সমাচার
দিতে পাঠালাম যায় মাঞ্চুয়া নগরে,
পারে নাই যাইতে সে সেথা অতি ত্বরা।
লোক পাঠাই পুনঃ আনিতে তাঁহারে।
এখন্ চলো মা মঠে যাই।

(সকলে গমনোদ্যত।)

ব। ও ঠাকুর, তবে তাঁর কি হবে ? মূর্চ্ছোই
হোক্ যাই হোক্, সে কি সেই খানেই
পড়ে থাক্‌বে।

গোঁ। [অবনত মস্তকে গাঢ় চিন্তা]
তাইত, উভয় সঙ্কট যে।

জু। ঠাকুর ভাব্‌চেন ক্যান, কি হয়েছে ?

[কোন উত্তর না পেয়ে।]

ভাল, তুইই বল্ কি বল্‌ছিলি। কি মূর্চ্ছা ?
না মরা ? কাকে ফেলে যেতে হবে ?

বল্ল। ওগো আমার মুনিবকে। আমার কথ
কেটে, গা-জুরিতে এখানে যেমন এসে-
ছিলেন, তেম্‌নি তার ফল হয়েচে হাতে
হাতে। তা উনি বল্‌চে মূর্চ্ছো, আমি
বল্‌চি কাঠমড়া। তার আর কি পরমাই
আছে ? খাঁটি মড়া-কাঠমড়া—তার ব্যাত্তয়
নাই ; প্যাত্তয় করো, আর নাই করো।

জু। কে তোমার মনিব,তাঁহার নাম কি ? তাঁর
জন্যে উনি অতো ভাব্‌চেন কেনো ?

বল্ল। ঠাকরুণ, আমার মনিবের নাম রোমিও।

জু। কি বল্লে,রোমিও হেথা? রোমিওবেঁচেনাই?
কোথায় রোমিও,চলো,আমি যাবো সেথা-
কোথা পতি, কোথা মম হৃদয় দেবতা ?
একা যাবো কাছে তাঁর, থাকিব একাকী,
কারেও না চাই আর—থাকিতে হবে না
কাহাকেও আর—এসো এসো এসো।

(বল্লভের বাহু ধরিয়া টানিয়া লইয়া, কাণ্ডার
হইতে বাহির হওন।)

বল্লভ। ঐ যে, ওখানে প'ড়ে।

জু। হা নাথ ! হা প্রাণনাথ ! হা প্রাণবল্লভ !
একাকী এখানে তুমি শ্মশান-শয্যায় !
হা প্রিয় ! হা প্রেমময় ! হা ঈশ্বর ! প্রভু !
আমার জন্যই হেন দশা তব এবে—
আমি মরিয়াছি ভেবে ! পাবে না আমায়

আর কভু ছেড়ে যেতে, সুচির সঙ্গিনী
আমি তব!
(মৃতদেহের উপর পড়িয়া ক্রন্দন।)
গৌ। স্থাখ্ দেখি, কি সর্ব্বনাশ কল্লি?
কেনো তুই। ও কথা শুনাতে গেলি ওঁকে? কেন
না বলিলি গোপনে আমায়; কেনই বা
বল্, দেখাইলি ওরে এ মৃত শরীর?
বল্ল। তুমি কেনো ওর কথায় উত্তর
দিলে না, তাইতো আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে,
আর আমি জবাব দিয়েছি, তা এতো শতো
কে জানে মোশাই?

গৌ। হে ব্রহ্মন্ তোমার এ কি যে লীলা খেলা
কে পারে বুঝিতে দেব, কেই বা বুঝিল
ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনাবধি! কেই বা বুঝিবে
কবে আর! কি হবে কাঁদিলে হে কল্যাণি?
অদৃষ্ট-লিখন খণ্ডে তোর, হেন শক্তি
কিবা মানবের! ওঠো মা এখন, এসো
মম কুটীর-আলয়ে, চলো ত্বরা যাই।
দিবো সুঔষধি, দেখো চেষ্টা করি যদি
পারো বাঁচাইতে ওরে আঘ্রাণে তাহার।
ক্রন্দন বিফল, স্থাখো স্থাখো চেষ্টা করি।
জু। হা নাথ, জীবিতেশ্বর, প্রেমময় দেব!
এই শেষ অভাগীর দশা! সকলই হারানু—
পিতা, মাতা, গৃহ, বন্ধু' ধন, মান, পদ—
তোমার কারণ হৃদয়েশ! দেখিতে কি
তোমার এ দশা? হা অদৃষ্ট! জন্মিনু কি
এরি তরে? প্রেম, তোর এই কি অমৃত?
দেখি দেখি হাতে কিও আমাকে দিবে কি
বলে এনেছিলে কিছু, দীর্ঘ প্রবাসের
পরে,—একি শিশি? এযে এতে বিষ ছিল।
হায় নাথ, সকলই করেছো শেষ, কিছু—
শেষ রাখো নাই, রাখে তো সবাই কিছু
ভদ্রতার অনুরোধে, তাও কি এড়ালে?
ওষ্ঠাধরে আছে কিছু স্পর্শ-শেষ তার,—

রে গরল! আয়ু সঞ্জীবনী হও মোর।—
(অধরাস্বাদন।)
এখন(ও) উত্তপ্ত যে!
গৌ। জুলিয়ে, এসো মা, শুনচো না কি?
জু। যাও, গোঁসাই, তুমি যাও, আমি
যাবো কোথা?
এই তো আমার স্থান। হে পিতঃ, তুমি গো
পিতারো অধিক মম, কত কষ্ট হায়,
দিয়াছি তোমায় দেব, ক্ষমো অপরাধ।
এই মম স্থান পিতঃ, কোথা যাবো আমি
যেখানে রোমিও, সেথা জুলিয়ে সঙ্গিনী।
(নাথ), নারিলে তো করিতে আমায়
একাকিনী।

(রোমিওর দেহের উপর ঢুলিয়া পতন ও মৃত্যু)
[শ্মশান-সন্নিহিত রাজার মৃগয়াটবী
তদভিমুখী রাজপথ—রাজা, কপলত, মন্তাগো।
নগররক্ষক, পারিষদ, অনুচর এবং ভৃত্যবর্গ]
নগর রক্ষক। নরনাথ, গতনিশি এ মহানগরে
ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়েছে সমাপিত;
একেবারে মৃত্যু-মুখে কবলিত তিন
মহাপ্রাণী—সম্ভ্রান্ত, ঐশ্বর্য্যবান, ধনী,
তিন জনাই, প্রফুল্ল যৌবনে প্রস্ফুটিত।
রাজা। কি—কি, কে তোর?—কোথা? কি
প্রকারে?
নঃ রক্ষক। মৃগয়া ক্রীড়া-কানন, প্রভু, আপনার,
বিকট শ্মশান কাছে তার; সেই খানে,
অনতি অন্তর পরস্পর—ক-টী দেহ।
কেহ কেহ ব'লে হত্যা—খুনের ব্যাপার।
অবস্থায়, আমার, কিন্তু মনে তা মানে না।
মনে হয়, কোন গূঢ় রহস্য ভিতরে
থাকিতে পারে ইহার! তাঁর একজন
নিকট আত্মীয় অতি,—অবনীনাথের।
রাজা। আমার আত্মীয়—কেহে? চল তো
দেখিগে; কত দূর হবে?

নঃ রক্ষক। প্রভু, নিকটেই অতি।

রাজা। চলো সকলেই চলো।

অরণ্যপার্শ্বস্থ শ্মশানক্ষেত্রে।

রাজা। অহো, কি শোকের দৃশ্য! নির্ব্বাসিত
রোমিও ও সুন্দরী জুলিয়ে—এইরূপে
দোঁহে হেথা একত্রে কালের কোলে করেছে
শয়ন!
একি এঘটনা অতি বিস্ময়জনক—
ঘোর রহস্য পূরিত।—তবে না খাইয়া
বিষ, কপলত কন্যা ত্যজে প্রাণ—একি
কপলত?

ক। মহারাজ আমার (ও) বিলম্ব নাই।—
অহো বেঁচেছে গৃহিণী মম, দেখিতে হ'লো না
চক্ষে তায়, একাই দেখিনু আমি এই
নিদারুণ বিষম ঘটনা। গত নিশি
গিয়াছে সে পৃথিবী ছাড়িয়া। কিন্তু হায়!
এ জীর্ণ পরাণে কভু, কতো সবে আর!

রাজা। মন্তাগো। তুমি কিহে
এই দেখিবারে
উঠেছ প্রত্যূষে এতো আজ? দেখো অই
একমাত্র পুত্র আর বংশধর তব
উদয় না হ'তে হ'তে হলো অস্তগত।

মন্তাগো। মহারাজ, নির্ব্বাসিত পুত্রশোকে, গত
রজনীতে গৃহিণী আমার (ও) ত্যজে প্রাণ
আবার প্রভাতে এই দৃশ্য দেখি, পুনঃ!
বার্দ্ধক্যের তাপ শোক, বুঝি আর বাকি
না রহিল কিছু মম—এ বৃদ্ধ বয়সে।
হা রোমিও, কালের রীতি
কি এ রে বাপ, পুত্র!
পুত্র আচরণ গেলি ভুলে, বৃদ্ধ বাপে রেখে
আপনি চলিয়া গেলি আগে?

রাঃ। ক্ষণকাল আর্ত্তনাদে সবে ক্ষান্ত হও,
যে অবধি আমি না এ গূঢ় রহস্যের
করি অন্তঃস্থল ভেদ, না করি ইহার
বীজ, মূল, শাখা, দল, সকলি উচ্ছেদ—
ততক্ষণ সকলে নীরব থাকো; পরে
আমিই সে তোমাদের দুঃখের নায়ক
হয়ে, লয়ে যাবো সবে মৃত্যুর ভবন।—
কা হ'তে হবে এ গূঢ় রহস্য উচ্ছেদ—
হও সম্মুখীন;—অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ
অগ্রসর হও।

গোঁ। মহারাজ, অভিযুক্তগণ মধ্যে আমিই
প্রধান, সকল হ'তে দোষাশ্রিত আমি।
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমি অশক্ত তেমতি।
দেশ কাল সংযোগে সন্দেহ মম প্রতি
সংশয় নাহিক তায়; অতএব আমি
ক্ষালন করিতে নিজ দোষ, নিজ দোষ—
বিবরণ কহিব সকলি,—অভিযুক্ত
হয়ে নিজে, অপরাধে বিমুক্ত হইব,
কিম্বা দণ্ডে হইব দণ্ডিত।—মহারাজ
সম্মুখে হাজির আমি—কি আজ্ঞা করুন।

রাঃ। আমূল বৃত্তান্ত এর বিদিত তোমার
যত দূর, অবিলম্বে ব্যক্ত কর।

গোঁ। যথা আজ্ঞা।—যতই সংক্ষেপে পারি, করি
নিবেদন; বিস্তার বর্ণনে তিক্ত করি
উপাখ্যান, এ বৃদ্ধবয়সে শ্বাসশক্তি
নাহি প্রভু।—গতায়ু রোমিও অই, প্রভু,
ঐই মৃত জুলিয়ের ধর্ম্মপরিণেতা।
অই মৃত জুলিয়ে ও, রোমিও বনিতা।
আমিই সে সংস্কার করি সমাধান।
পরে তার, দ্বন্দ্বযুদ্ধে রোমিওর হাতে
তৈবলের মৃত্যু হয়; অকাল মরণে
যার, নববিবাহিত পতি নির্ব্বাসিত
হয় দেশান্তরে। রোমিওর নির্ব্বাসন
জুলিয়ার অতি গাঢ় শোকের কারণ,
নহে তৈবলের মৃত্যু। কপলত, তুমি
সেই শোক নিরসন বাসনায় ধরি

বাগ্‌দান করিলে পুনঃ দুহিতা অর্পিতে
বহুধনশালী পারিশেরে। সে প্রতিজ্ঞা
পালন করিতে ছিলে সচেষ্টিত তুমি
বল্ নিয়োজনে। তাই সে দুহিতা তব
উন্মত্তার স্থায় আসি আমার নিকট
বলিল দ্বিতীয়বার বিবাহ তাহার
নিবারিত যাতে হয়, করিতে উপায়,
নহিলে, হইবে আত্মঘাতিনী তখনি।
তখন উহাকে এক নিদ্রা-আকর্ষী
ঔষধ দিলাম আমি, (বহু দরশনে
অর্জ্জিত আমার যাহা,) ঔষধির গুণে
মৃত্যুর লক্ষণ ব্যক্ত সর্ব্ব অবয়বে;
ঔষধিও, হয় ফলপ্রদ যথাকালে,
দেখি যাহা, মৃত্যুই ঠিক হয় অনুভব।
ইতি মধ্যে, ছিল যথা পূর্ব্বে স্থিরীকৃত,
রোমিও নিকটে পত্র করিনু প্রেরণ—
গত রাত্রে শেষ হবে ঔষধির মোহ,
তিনি যেন গত রাত্রে আসিয়া এখানে
(পাতির লিখন এইরূপ) লয়ে যান
নিজ পত্নী ছদ্মরূপী মৃত্যুগ্রাস হ'তে
কোনো দূর দেশান্তরে, নহিলে বিপদ।
দৈবের বিপাকে সেই পত্রের বাহক,
গুহবাসী, বাবাজী না পারি বাহিরিতে
এ নগরী বহির্দ্দেশে, মহামারী হেতু,
নগর প্রাচীর মধ্যে অবরুদ্ধ তিনি—
দেন ফিরে সে পত্রী আমারে গত নিশি।
তখন বিপদ গণি মনে, একাকী—
(ছিল স্থির দুজনেই আসিবার কথা—)
আসিলাম গত নিশিযোগে, এই খানে,
জাগরণ প্রতীক্ষায় ওর; অভিলাষ
ছিল মনে, যত দিন না পারি পাঠাতে
রোমিও নিকটে তাঁরে, তত দিন তাঁকে
কন্যাভাবে স্বকুটীরে রাখিয়া পালিব
অতি সংগোপন ভাবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ
বিলম্ব অধিক কিছু হইল আমার
আসিয়া পৌঁছিতে হেথা, আমার অগ্রেতে
রোমিও আসিয়া, হেরি মৃত্যুর লক্ষণ,
ভাবিল মৃত্যুই ঠিক্—কোনো দুর্ব্বিপাকে,
কাল কবলিত ভার্য্যা তাঁর; হেন মনে
করি স্থির, আত্মঘাতী হয়ে ত্যজে প্রাণ।
তথাপি কৌশলে, আর বুঝায়ে বিনয়ে
জুলিয়ারে, বুঝি পারিতাম ফিরাইতে,
কিন্তু এ রোমিও-ভৃত্য, নিজ বুদ্ধিদোষে
ব্যক্ত করি মনিবের মৃত্যু-বিবরণ
সহসা, আমার চেষ্টা ব্যর্থ কৈল সব।
উন্মত্তা, রোমিও শোকে, পানাবশিষ্ট তাঁর
বিষ পান করি, তখনি করিলা প্রাণত্যাগ।
ওঁহাদের আগেকার বিবাহের কথা

জানে জুলিয়েৎর ধাত্রী।—নিবেদিনু সব
বৃত্তান্ত যা আছি অবগত, নরনাথ
অপরাধ ইহাতে আমার হয়ে থাকে,
ঘটনা ঘটনে কোন, কিম্বা দুর্ঘটনে;
কিম্বা সদসৎজ্ঞানে, আছি উপস্থিত
আর্য্যেরই, নিকট আমি, দণ্ড দিয়ে তার—
আমার(ও) জীবন কাল পরিমাণ শেষ,
অবশিষ্ট অল্প কিছু, যথা বিধিমত,
করুন বিনাশ সেই অবশিষ্ট ভাগ
জীবনের, সে দোষের প্রায়শ্চিত্ত হেতু।—
মহারাজ, কি আজ্ঞা করুন।

রা। এ অবধি, গোঁসাই, আমরা আপনাকে
জানি সাধু ধর্ম্মপরায়ণ।—সে কোথায়,
রোমিও ভৃত্য?—বল তুই কি জানিস্।

বল্লভ। মহারাজ, আমি জানি, এই জুলিয়েৎর
মরিবার খপর গিয়ে বলি রোমিওকে;
তাতে তিনি, ডাকে ডাকে আসিলেন হেথা,
হেথা আসি, এই পত্র পিতাকে তাঁহার
দিতে ব'লে, আমাকে মঠেতে নিয়ে যান।
গোঁসাইজীকে সেখানে না পেয়ে, সঙ্গে করে

আমাকে শ্মশানে যেতে চায়। আগে আমি
চাই না সেখানে যেতে, ভূত পেরেতের ভয়ে
নাছোড় বন্দা হয়ে শেষে টেনে নিয়ে গেলো।
আমি কিন্তু ভূতের ভয়ে শ্মশানে ঢুকিনি—
মহারাজ, মাপ করো, সে সব কথা বল্‌তে
আমার গা কাঁপ্‌চে—তার কিনা—

জা। থাক্ আর বল্‌তে হবে না। পত্রখানা দে

জা। (পত্র পাঠ করিয়া।)

এ পত্র, গোঁসায়ের বাক্যের পোষক।
ক্রমান্বয়ে, প্রণয় আরম্ভাবধি, শেষ
জুলিয়েৎর মৃত্যু, সবই বিবরিত আছে;
আরো আছে লেখা, কোনো বেদিনী হইতে
ক্রয় করিয়া বিষ, সঙ্গে এনে ছিল,
মৃতভার্যা দেহে দেহ মিশাইতে, শেষ
আত্মঘাতী হয় সেই বিষ পান করি।
এরা কোথা দুইজন, দুই বিষধর,
চিরশত্রু কপলত মন্তাগো নির্বোধ।—
আপো, তোমাদের চিরবৈর নির্যাতন—
মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি কঠোর!
দুষ্টের দমন ভগবান, করিলেন
তোমা দোঁহাকার সর্ব্ব সুখের উচ্ছেদ
প্রণয়ের অস্ত্রাঘাতে, আর যে আমিও
করি নাই এত দিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত
তোমাদের এ কলহে আমাকেও তিনি
করেন দণ্ডিত সেই পাতকের হেতু।—
হারালাম আমারও কুটুম্ব একজন
সকলের(ই) শাস্তি দান করেছেন তিনি।

চ। ভাই মন্তাগো, এসো এখন দুইজনে
কোলাকুলি করি একবার। ঘৃণা, দ্বেষ,
প্রতিহিংসা, অসূয়া, যা কিছু ছিল মনে,
প্রক্ষালন করেছি, সে সব চিত্ত হ'তে।
লও হে যৌতুকপত্র কন্যার তোমার।

ম। ভ্রাতঃ কপলত, আমারও গ্লানি মুছিয়াছি সব।
দিব হে, তোমায় আরো মূল্যবান কিছু,—
নির্ম্মল সুবর্ণে মূর্ত্তি করায়ে নির্ম্মাণ
পুত্রবধূ জুলিয়েৎর, রাখিবো বরণা-
মধ্যস্থলে। হেরিবে সকলে, যত দিন
বরণার নাম মর্ত্ত্যে রবে।—সতীমূর্ত্তি
তনয়ের নয়ন জুড়াবে চিরদিন।

ম। তারি(ই) মত, রোমিওরও আমি,
মূর্ত্তি এক করায়ে নির্ম্মাণ, পার্শ্বে তার
স্থাপন করিব। কিন্তু বলো দেখি, ভাই,
আমাদের বৈরভাব-জনিত যে সব
অনিষ্ট বিরাট—একি প্রতিকার তার?

গোঁ। নরনাথ। আমারও একটী নিবেদন,
জুলিয়েৎ অন্তিমে তার কাকুতি বিনয়ে
ঐকান্তিক অনুরোধ করেছে আমায়,
একত্রে দাহিত হ'য়ে হৃৎপিণ্ডদ্বয়
এক সমাধিতে যেন সংরক্ষিত হয়।

রাজা। সর্ব্বান্তঃকরণে তাহে সম্মতি আমার।—
রাজকীয় ব্যয়ে হ'বে মর্ম্মরে নির্ম্মিত
খচিত মণি প্রবালে সুন্দর দেউল,
তাহার ভিতরে রবে সুবর্ণ পুটেতে
দুই হৃদি-চিতা ভস্ম একত্রে মিশ্রিত;—
দীপ্ত প্রণয়ের বীজরূপে চিরন্তন!

সমাপ্ত।

নলিনী-বসন্ত।

নাটক।

মহাকবি সেক্‌সপিয়র কৃত

টেম্পেস্ট্‌ নামক নাটক অবলম্বনে

বিরচিত।

"Sweetest Shakespeare, Fancy's child,
Warbling his native wood-notes wild."

"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।"

স্ত্রীপুরুষদিগের নাম।

চিত্রধ্বজ	গুজ্‌রাটের রাজা
কৃপ	তস্য ভ্রাতা।
বৈজয়ন্ত	কঙ্কনের রাজা।
অনন্ত	তস্য ভ্রাতা এবং কঙ্কনরাজ্যাপহারক।
বসন্ত	গুজ্‌রাটের যুবরাজ।
প্রচেতা	গুজ্‌রাটরাজের বৃদ্ধমন্ত্রী।
ভরত, বিজয়	গুজ্‌রাটভূপতির দুইজন সভাসদ।
উদয়	গুজ্‌রাটের রাজভাণ্ডারী।
তিলক	গুজ্‌রাট ভূপতির জনৈক ভৃত্য।
নলিনী	বৈজয়ন্তের কন্যা।
সুমালী	প্রধান পরি।
বর্ব্বট	বৈজয়ন্তের ভৃত্য।

শচী, লক্ষ্মী, চপলা ইত্যাদি, ছদ্মবেশধারী অন্যান্য পরিগণ।

প্রস্তাবনা।

নট। বৈজয়ন্ত নামে রাজা কঙ্কনভূপতি
নিরবধি যাদুবিদ্যা করি আলোচনা,
হারাইল রাজ্যদেশ, ভ্রাতার কাপট্যে;
ভাসিয়া সাগর-নীরে, অরণ্য পুলিনে,
বালিকা কন্যার সহ দ্বাদশ বৎসর,
করিল অজ্ঞাত বাস, পড়িয়া বিপাকে,
পরে কুহকের শক্তি প্রকাশি অসীম
বিপক্ষ দমন করি ফিরিল স্বদেশে।
এ আখ্যান চমৎকার শুন মন দিয়া
শুনিলে কৌতুক হবে চিত্ত বিনোদিয়া।

প্রস্থান।

নলিনী-বসন্ত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্রে ঝড় বৃষ্টি, সেই ঝড়ে একখানি জাহাজ ভগ্ন ও মগ্ন হইতেছে।
(দ্বীপের উপরিভাগে সমুদ্রের কিনারায় বৈজয়ন্ত এবং নলিনীর প্রবেশ।)

নলি। দেখ পিতা, চেয়ে দেখ, অশান্ত সাগরে,
তরঙ্গ ছুটেছে কত বেগে
ভৈরব নিনাদ করি;—শূন্য অন্ধকার,
দেখ গো মেঘের ঘটা অবনী নাশিতে,
জলদ উগারে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।
ক্রোধেতে অধীর যেন গভীর জলধি
উথলি উঠিছে তাই পাতাল ত্যজিয়া,
নিবাইতে মেঘানল তরঙ্গ আঘাতে।
পিতা গো, নিবার মায়া—মায়া যন্ত্রে যদি
তুলে থাক এ ঝটিকা, কর শান্ত তবে—
কর শান্ত, কর দেব—অশান্ত সাগরে।
আহা! সে তরণী খানি কিবা মনোহর!
তার গর্ভে মনোহর কতই পরাণী
অবশ্য ছিল গো পিতা;—সকলি সংহার
হলো কি সাগর-গর্ভে পলক-ভিতরে!
মরি মরি অভাগারা কতই চীৎকার
করিল গো মৃত্যুকালে—বিদারিল হিয়া!
হায়! তারা মরিল কি সাগরের জলে?
হায় রে! আমার যদি দেবতার বল
থাকিত, তা হলে আমি গণ্ডূষে শুষিয়া,
জলধিজঠরে তারা পশিবার আগে,
শুষিতাম জলধিরে—অথবা পাতালে
পাঠাইয়া বাঁধিতাম দুরন্ত সাগরে।

বৈজ। স্থির হ মা—স্থির হ;—অনিষ্ট ঘটে নি

নলি। কি দুর্দ্দিন!—হায়!

বৈজ। কেন বাছা, হতেছিস্ এতই উতলা?
ঘটে নাই অমঙ্গল অনিষ্ট কাহার;—
প্রাণাধিকা দুহিতা রে তোরই জন্যে সব।
হা সরলে! জান না মা—
কে আমি, কে তুমি,
এসেছি কোথায় হোতে;—ভাবিস্ গো সুধু
আমি ক্ষুদ্র বৈজয়ন্ত তোমার জনক,
এই ক্ষুদ্র গিরিগুহা, কুটীর নিবাসী।

নলি। অন্য কিছু জানিতেও, পিতা গো কখন
হয় নাই অভিলাষ।

বৈজ্ঞ। এবে তোরে আরো কিছু হবে গো জানিতে
খুলে রাখি আগে এই মায়া-পরিচ্ছদ ;—
(নে ত মা, খুলে দেত।) (পরিচ্ছদ রাখিয়া)
——থাক্ অই খানে
থাক্‌রে কুহকী তুই।——মুছাও নয়ন
মা তোমার হও শান্ত, কর চিন্তা দূর ;—
ব্যাকুল হয়েছে চিত্ত যে দুর্যোগ দেখে,
সংযোগ করেছি তার হেন সুকৌশলে,
হয় নাই কারু দেহে লোমান্ত নিপাত।
জলমগ্ন তরিমাঝে যাদের চীৎকার
শুনিয়া, অন্তরে তোর লাগিল আঘাত,
প্রাণে বেঁচে, প্রাণাধিকে আছে গো সকলে
বসো মা কিঞ্চিৎ এবে শুনাব তোমায়।

নলি। কতবার, পিতা তুমি, বলিবে বলিলে,
বলিতে আরম্ভ করি বলিলে না আর,
বারংবার অনুনয় করিলাম কত,
সময় হয় নি বলে নিরস্ত হইলে।

বৈজ্ঞ। সে সময়, ওরে বাছা, হয়েছে এখন,
এখনি শুনাব তোরে শ্রবণ ভরিয়া ;—
হ্যাঁ নলিন, হ্যাঁ গা তোর পড়ে কি গা মনে
এ গুহাতে আসিবার বিবরণ কিছু ?
কোন কথা আগেকার আছে কি স্মরণ ?
বুঝি তা মনে নাই—তখন শৈশবে
ছিলি তুই, তিনবর্ষ পূর্ণ হয় নাই।

নলি। হ্যাঁ পিতা, পড়ে মনে।

বৈজ্ঞ। বল মা, প্রকাশি বল, কি আছে স্মরণ
কিবা অবয়ব তার—গৃহ কি মানব ?

নলি। অনেক দিনের, পিতা, কথা সে সকল,
দেখি যেন স্বপ্নবৎ আঁধার আঁধার,
দীপ্তাকার নহে তত ;—বোধ হয় যেন
দাসী ছিল চারি পাঁচ সেবিত আমায় ;—
ছিল না কি ? হ্যাঁ গা ?

বৈজ্ঞ। ছিল গো মা, ছিল তোর অনেক কিঙ্করী;
চারি পাঁচ নয় শুধু ; কিন্তু বল দেখি
এসব রয়েছে চিতে অঙ্কিত কিরূপে ?
নিবিড় তিমিরময় কালের জঠরে
আরো কি দেখিছ বলো।—হেথা আসিবার
আগেকার কথা যদি হতেছে স্মরণ,
স্মরণ থাকিবে তবে কিরূপে এখানে
আসিলে বা কত দিন ?

নলি। সে কথাটী মনে নাই।

বৈজ্ঞ। নলিনী রে হলো আজ দ্বাদশ বৎসর,
নরপতিকুলে তোর জনক সুমতি
ছিল সুবিখ্যাত রাজা কঙ্কন প্রদেশে।

নলি। হ্যাঁ গা—তুমি না আমার পিতা।

বৈজ্ঞ। তোমার জননী বাছা, পতিব্রতা সতী ;
তিনি কহিতেন তুমি দুহিতা আমার ;
তব পিতা কঙ্কনের সিংহাসন পতি,
বংশের প্রদীপ তুমি এক মাত্র তাঁর ;—
তুমি বাছা রাজার নন্দিনী।

নলি। হা বিধাতঃ-হা বিধাতঃ ! কুচক্রে কি তবে
স্বদেশ হারায়ে মোরা এসেছি এখানে ;—
অথবা সে আমাদেরই সৌভাগ্যের গুণে।

বৈজ্ঞ। দুই বটে-অরে বাছা বলিলি যা তাই ;—
কুচক্রে স্বদেশহারা—ভাসিয়া সাগরে,
অনুকূল ভাগ্যবলে এসেছি এখানে।

নলি। হায় ! পিতা-মনে নাই-না জেনে সন্তাপ
দিয়াছি তোমায় কত ;—ভাবিতে সে কথা
ও গো, হৃদয় বিদরে।—পিতা, তার পর ?

বৈজ্ঞ। তোর খুল্লতাত, সুতে, মোর সহোদর—
অনন্ত তাহার নাম—হা রে নরাধম !—
ভাই হয়ে, শোন্ শোন্ ভাই হয়ে কত
বিশ্বাসঘাতক হলো ;—এ জগতে যারে
প্রিয়তম ভাবিতাম তুমি ছাড়া, সুতে !

তারি হাতে সঁপিলাম রাজত্বের ভার
সুবিখ্যাত যে রাজত্ব জনপদ মাঝে,
বৈজয়ন্ত নরপাল শাস্ত্রে অদ্বিতীয়,
গৌরবে সম্ভ্রমে যথা ভূপতি-সমাজে।—
নিরবধি বিরলেতে বিদ্যার চালনে,
থাকিতাম ভ্রাতৃকরে রাজ্যভার দিয়া ;—
অবশেষে বিষধর বিশ্বাসঘাতক—।
তোর সেই খুল্লতাত—শুন্‌চ কি ?

নলি। শুনচি গো।

বৈজ। সুনিপুণ ক্রমে হলো শাসন কৌশলে ;—
কারে অনুগ্রহ কারে নিগ্রহ করিতে,
কার পদোন্নতি আর কার অধোগতি,
কি ভাবে করিতে হয় সকলি শিখিল ;
তখন কুটিল ভাব ধরিল দুর্ম্মতি ;
ছিল যারা অনুগত ভুলায়ে তাদের
হস্তগত করিল সে গড়ে পিটে নিয়ে,
অমাত্য আত্মীয়গণে কুমন্ত্রণা দিয়ে।
আপনার হাতে পেয়ে রাজার ভাণ্ডার,
দান বিতরণ করে রাজার প্রসাদ,
স্বইচ্ছায় সকলের চিত্ত নোয়াইল ;
ভক্ত হলো রাজ্যসুদ্ধ উপাসক তার।
আশ্রিত থাকিয়া লতা তরুদেহে যথা
আচ্ছন্ন করিয়া শেষে শুকায় সে তরু,
সেইরূপে রাজদেহ ঢাকিয়া আমার,
হরিল দেহের তেজ—করিল নীরস ,—
শুন্‌চ গা।

নলি। শুনচি পিতা।

বৈজ। শোন্ গো, অনন্ত মনে শোন্ গো এ কথা
জ্ঞানতরু চিত্তক্ষেত্রে রোপণ করিতে,
বিদ্যারূপ কিরণেতে হৃদয় মণ্ডিতে,
থাকিতাম এইরূপে নির্জ্জনে একাকী ;
যশঃপ্রভা সে বিদ্যার কত দেশান্তরে
উজ্জ্বল হতো গো আজ নির্জ্জনে না হলো।-
সেই অবসর পেয়ে দুর্ম্মতি চণ্ডাল
অনন্তের হৃদয়েতে খলতা জন্মিল ;—
তার প্রতি বিশ্বাসের ইয়ত্তা ছিল না,
তারো এবে না রহিল খলতার সীমা,—
ভাণ্ডারেতে ছিল যত সঞ্চিত বিভব,
লুটিয়া দৌরাত্ম্য করি উপার্জ্জিল যত,
মুক্ত হস্তে, অকাতরে ছড়াতে লাগিল ;
হয়ে রাজপ্রতিনিধি, পেয়ে রাজপূজা,
ভ্রমে আপনারে ভুলে ভাবিতে লাগিল
কঙ্কন-ভূপতি যেন সত্যই হয়েছে।
যথা আপনার ছলে ভুলিয়া আপনি
অসত্যকে সত্য ভাবে মিথ্যুক যে জন ;—
বাহ্যাকারে ছিল রাজা—রাজপ্রতিনিধি,
রাজবেশে আড়ম্বরে করিত ভ্রমণ,
আশা বৃদ্ধি হলো তাই আকাশ ধরিতে।—
শুন্‌চ না।

নলি। যে জন বধির সেও শোনে গো এ কথা।

বৈজ। অবশেষে আমারে সে ভাবিল অসার,—
(হায় রে অভাগা আমি) মম গ্রন্থাগার
ভাবিল আমার পক্ষে রাজত্ব বিপুল।
রাজত্ব শাসনে আমি নিতান্ত অপটু,
বৃথা তবে ছদ্মবেশে কি কারণে থাকা,
ভাবি, কপটতা দূর করিল দুর্ম্মতি,
হরিল সে সিংহাসন দুরাত্মা অধম।
করিল গুজরাট সনে সন্ধির বন্ধন
হোতে তার পদানত—দিতে উপহার
অঙ্গীকার করিল সে অনভিজ্ঞ চোর ;—
তার কিরীটের তলে কিরীট নোয়াতে,
লুটাতে কঙ্কন রাজ্য—(হা পোড়া কঙ্কন,
ভাগ্যে যাহা ঘটে নাই কখন রে তোর)—
লুটায়ে ফেলিতে তোর শত্রু-পদতলে।

নলি। হা অদৃষ্ট !

বৈজ। এই সন্ধি;—পরে এই সন্ধি অনুসারে
ঘটাইল যে ঘটনা, শুনে বল বাছা,
নরাধম সে চণ্ডাল ভাই কি আমার ?

নলি। পিতামহী গুরুজন, কু ভাবিতে নাই ;
কিন্তু পিতা কুলাঙ্গার, কুপুত্র কখন
জনমে সোণার গর্ভে ?

বৈজ। শুন সুতে তার পর। হেন সন্ধি পেয়ে,
চিরশত্রু আমার সে গুজ্‌রাট-ভূপতি
তখনি সম্মতি দিল ;—সন্ধির নিয়ম—
রাজপূজা, রাজকর (মনে নাই কত)
গুজ্‌রাটপতিকে দিবে মম সহোদর,
তার বিনিময়ে সেই গুজ্‌রাটভূপতি,
নির্ব্বাসিত করে দিয়ে তোমায় আমায়,
আমার ভ্রাতার হস্তে করিবে অর্পণ,
সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সহ কঙ্কন-প্রদেশ।
অতঃপর এক দিন গুজ্‌রাটের সেনা,
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে,
বেড়িল নগর সীমা ;—খুলিল আপনি
স্বহস্তে নগর দ্বার অনন্ত পামর।
সেই অন্ধকার রাত্রি তোমায় আমায়,
নিয়োজিত ছিল যারা সে কার্য্য সাধিতে,
ধরিয়া নিমিষ মধ্যে নিরুদ্দেশ হলো।
কত কান্না, তুমি বাছা, কাঁদিলে তখন।

নলি। হা অদৃষ্ট !—মনে নাই-পিতা গো আমার
কাঁদিতে বাসনা হয় বারেক আবার ;
হায় হায় কেন না কাঁদে—হায় এ কথায় !

বৈজ। আরো কিছু শুন তবে বুঝিতে পারিবে
উপস্থিত এ ঘটনা, নতুবা নিষ্ফল
কহিলাম যত কিছু।

নলি। সেই দণ্ডে, হ্যাঁ গা,পিতা,প্রাণে না বধিয়ে
কেন তারা ক্ষান্ত হলো ?

বৈজ। অরে বাছা, তত দুর সাহস ধরিতে
পারে নাই পাষণ্ডেরা,—কঙ্কনে আমায়
এত ভাল বাসিত গো প্রজারা সকলে।
অথবা সে অভিসন্ধি ছিল না তাদের
কিম্বা লোক-অপবাদ এড়াবার তরে
গোপনে সাধিতে কার্য্য মনস্থ করিল,
(সংক্ষেপেতে বলি শুন);—সে দুরাত্মগণ
আসিয়ে সাগরতটে, ভাসাইয়ে ডিঙি,
ক্রোশেক দুক্রোশ পথ বাহিয়ে চলিল ;
পরে এক তরিকাষ্ঠ অতি জীর্ণকায়া
জীবন শঙ্কায় যাহা মূষিকেও ত্যজেছে,
তাহে ফেলি চণ্ডালেরা স্বদেশে ফিরিল।
চতুর্দ্দিকে হুহুঙ্কারে তরঙ্গ ছুটিল
গ্রাসিতে সে ভগ্নতরি—ভয়েতে অস্থির,
বারিধির পানে চেয়ে কাঁদিলাম কত।
পবনদেবের কাছে কতই মিনতি
করিলাম গলবস্ত্রে ;—আমার দুঃখেতে
কাঁদিতে লাগিল বায়ু নিশ্বাস ছাড়িয়া ;
হায় রে অদৃষ্ট গুণে সে স্নেহ আমার
অনিষ্টের হেতু হলো।

নলি। তখন কি গলগ্রহ হয়েছিনু, পিতা।

বৈজ। মা তুমি তখন—
দেবকন্যা তুল্য হয়ে বাঁচালে আমায়।
আমার চক্ষের জল সাগরের জলে
পড়িতে লাগিল যত—ঘন ঘন ফোঁটা,
তুমি বাছা, দেবদত্ত সাহসে নির্ভয়,
হাসিয়ে মধুর হাসি, শিখালে আমায়
সাহসী হইয়া চিত্তে ধৈরয ধরিতে

নলি। হ্যাঁ গা পিতা,কি উপায়ে এখানে উঠিনু ?

বৈজ। অরে বাছা,
জগত ঈশ্বর যিনি তাঁহারই কৃপায় ;—
সঙ্গে ছিল খাদ্য দ্রব্য মিষ্ট জল কিছু
দয়াভেবে তরি মধ্যে সঙ্গে দিয়াছিল
গুজ্‌রাটের রাজমন্ত্রী, প্রচেতা দয়ালু,
আমাদিগে দেশান্তর করিবার ভার
আছিল যাহার প্রতি ;—পরিণাম ভেবে
পরিধেয় বস্ত্র কিছু সঙ্গে দিয়াছিল,
এতদিন তাহাতেই হয়েছে সুসার ;
রাজত্ব হইতে আমি গ্রন্থ ভালবাসি
গ্রন্থাগার হ'তে তাই বাছি কতিপয়

পুঁথি সঙ্গে দিয়াছিল।"
নলি। কখনো তাঁহার সঙ্গে দেখা যদি হয়।
বৈজ্ঞ। [সুমালীর প্রতি]
হয়েছে বিলম্ব নাই—[নলিনীর প্রতি]
বসো গো মা তুমি;
শোন এর পরিণাম; আসি এই স্থানে
গ্রহণ করিনু তোর শিক্ষকের ভার;
রাজার নন্দিনীগণ পায় না অনেকে
পেয়েছ যে উপকার শিক্ষায় আমার;
হেন গুরু ঘটে নাক ভাগ্যেতে তাদের,
বৃথামোদে করে তারা বৃথা কালক্ষয়।
নলি। মঙ্গল করুন, পিতা, ঈশ্বর তোমার;
এবে দেব কহ শুনি কি হেতু এ ঝড়
উঠাইয়ে ঘটাইলে এ হেন দুর্য্যোগ;
সে কথা জাগিছে চিত্তে এখনও আমার।
বৈজ্ঞ। থাক্ আজ এই অবধি;—এবে শুভগ্রহ
হয়েছে আমার, বাছা,—পড়েছে খর্পরে
দুরন্ত বিপক্ষগণ, এসেছে এ দেশে;
এ শুভগ্রহের ফল এখন যদ্যপি
না লভি,তা হলে আর এ জন্মে পাব না;-
আর সুধাইও না, বাছা, হয়েছ নিদালু,
নিদ্রা যাও ক্ষণকাল,—নিদ্রার বিশ্রাম
মহৌষধ জীবনের।—(নলিনী নিদ্রিত)
——সাধ্য কি এড়াতে,
আগেই তা জানি আমি।-সুমালি-সুমালি!
আয় বাপ, কাছে আয়—নিশ্চিন্ত হয়েছি।
(সুমালীর প্রবেশ।)
সুমা। জয়, প্রভু,—জয়নাথ—জয় দেব, জয়;—
আকাশে উড়িতে কিবা পাতালে ডুবিতে
অনলে পশিতে কিবা মেঘেতে চড়িতে
কুণ্ডলী বাঁধিয়া যবে ওঠে সে আকাশে,—
কি আজ্ঞা করুন; প্রভু।
বৈজ্ঞ। সুমালি!—প্রণালীমত বলেছিনু যথা
অনুষ্ঠান করেছ ত?
সুমা। প্রভু, তার বর্ণ বিন্দু অন্যথা করিনে;—
উঠিলাম রাজপোতে জ্বলিতে জ্বলিতে;
কখন গলুইমুখে কখন পিছাড়ে,
কখন চাতালে আর কখন বা খোলে,
কখন বা মাস্তুলের ডগায় ডগায়,
এই জ্বলি এক ঠাঁই—এই অন্য ঠাঁই,
এই আছি এইনাই, আবার মিশাই,
হঠাৎ একত্র হয়ে;—অবাক সবাই
চাহিয়া রহিল যেন ভেঙ্কী ভেকা হয়ে।
ভীমনাদ ভয়ঙ্কর বজ্রের আগেতে
ছোটে যে বিদ্যুত-লতা সেও দ্রুতগতি
নহে তত ক্ষণস্থায়ী, চকিতা চপলা;—
গন্ধক পোড়ার গন্ধ ধূনো পোড়া,
স্তূপাকার ধূমরাশি, দুর্গন্ধ বাতাস,
কড়ি ফাটা, কাঁড়ি ফাটা, শব্দ ভয়ঙ্কর,
হলকে হলকে বহ্নি জলধি বেষ্টিল;
অভয় সমুদ্র ঢেউ অস্থির ভয়েতে,
পাতালে বরুণ হস্তে ত্রিশূল কাঁপিল।
বৈজ্ঞ। সাবাস, সুমালি!—সাবাস।—
এ বিপদে স্থির বুদ্ধি স্থিরচিত্ত হয়ে
ধৈর্য্য ধরে তার মধ্যে ছিল কি রে কেহ?
সুমা। কেউই না;—
ভয়াকুল হতবুদ্ধি উন্মত্তের প্রায়,
হতাশ হইয়া ত্যজি অগ্নিময় পোত,
দাঁড়ি মাঝি ভিন্ন সবে সমুদ্রে পড়িল,—
সাগরের ফেনামাখা তরঙ্গের মাঝে।
ভয়ে কদম্বের ফুল মস্তকের চুল
বসন্ত, রাজার পুত্র, রোমাঞ্চ শরীর,—
"প্রেতরাজ্য শূন্য আজ, প্রেতবৃন্দ যত
সমাগত এই স্থানে" বলি উচ্চস্বরে
পড়িল সাগর-গর্ভে সকলের আগে।
বৈজ্ঞ। বাপ্ আমার বেশ?
কিন্তু বাপ্ এ দুর্য্যোগ কিনারার কাছে
করেছ ত সঙ্ঘটনা?

সুম। প্রভু, অতি কাছে।
বৈজ্ঞ। ওরে, পরি, তারা সবে নির্ব্বিঘ্নেত আছে?
সুমা। প্রভু গো,—
কাহারই মস্তকের চুলটি খসে নি,
বস্ত্র পরিচ্ছদে কারো দাগটি লাগে নি,
বরং অধিক তারো উজ্জ্বল হয়েছে;
দলে দলে সকলেরে ফেলেছি ছড়ায়ে
এ দ্বীপের চতুর্দ্দিকে,—যথা আজ্ঞা তব;
আপনি তুলিয়া আমি গুজরাট তনয়ে
শীতল ছায়াতে একা বসায়ে এসেছি;
বসিয়া জলের ধারে শীতল বাতাসে,
বাঁধি বুকে এইরূপে দুই বাহুলতা,
ফেলিতেছে ঘন ঘন সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
বৈজ্ঞ। রাজপোত, দাঁড়ি মাঝি, অন্য অন্য আর
বহরের যত পোত কোথায় রেখেছ?
সুমা। এ দ্বীপের প্রান্তভাগে রাজার জাহাজ
লুকায়ে থুয়েছি সেই গভীর সঁাতিতে,
এক দিন, প্রভু যথা, ডাকিয়ে আমায়,
কহিলা আনিতে বারি বক্ষঃহ্রদ হ'তে
যে হ্রদের তীব্রবারি তপ্ত অতিশয়
চক্রাকারে ঘুরিতেছে যুগযুগান্তর;
অন্য অন্য যত পোত অতি ক্ষুন্নভাবে
চলেছে গুজরাট মুখে একত্র জুটিয়া,—
ভারত সমুদ্রে ভাসি ধীরে।
বৈজ্ঞ। সকলি প্রণালীমত করেছ, সুমালি।
কিন্তু বাপ, কিছু বাকি আছে, বেলা কত?
সুমা। দুই প্রহর অতীত হয়েছে।
বৈজ্ঞ। চারদণ্ড বেশী হউক,—এর বেশী নয়;
সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কিন্তু সাঙ্গ করা চাই,
অবশিষ্ট এখনো যা আছে।
সুমা। আঃ—আবার খাটুনি?
কষ্ট দিচ্চ এত; কিন্তু মনে যেন থাকে
করেছ কি অঙ্গীকার।—
বৈজ্ঞ। কি?—ফের অবাধ্য?—কি চাস?
সুমা। দাসত্ব মোচন।
বৈজ্ঞ। এখনি কি?
নিয়মিত কালপূর্ণ হয় নি এখন,
এরি মধ্যে?—চুপ্।
সুমা। প্রভু আমি কত কাজ করেছি তোমার;
প্রতারণা করি নাই মিথ্যা কথা বোলে;
যথাসাধ্য প্রাণপণে দিবা রাত্রি খাটি,
কথার অবাধ্য নহি তিলার্দ্ধ কখন।
তোমারি গো শ্রীমুখের এই আজ্ঞা ছিল,
নিয়মিত সময়ের একবর্ষ আছে
আমারে নিষ্কৃতি দিবে।
বৈজ্ঞ। উদ্ধার করেছি তোরে কি যন্ত্রণা হতে,
সে সব ভুলিলি বুঝি?
সুমা। ভুলি নাই, প্রভু।
বৈজ্ঞ। নিঃসন্দেহ ভুলেছিস্;—এখন তোমার
সাগরের ফেনামাখা তরঙ্গে ছুটিতে,
বায়ুর পশ্চাতে শূন্যে গগনে উড়িতে,
হিমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে,
আমি আজ্ঞা করি তাই—বড় কষ্ট হয়।
সুমা। না, প্রভু।
বৈজ্ঞ। পাপাত্মা-অসত্যবাদি? মিথ্যা কথা তোর
এখন সে ত্রিজটাকে ভুলে গেলি বুঝি?
পাপিষ্ঠা ডাকিনী সেটা, দেখলে ঘৃণা হতো,
অতি বৃদ্ধা— পরহিংসা, পরদ্বেষ করে,
হয়েছিল শীর্ণদেহ অস্থিচর্ম্মসার;
চল্‌তে গেলে মাজাভাঙ্গা ধনুকের মত
মাটিতে আসিয়ে তার কপাল ঠেকিত,
দন্তহীন যষ্টি হাতে দৃষ্টি মিটি মিটি,
বিষম ডাকিনী সেটা-তারে ভুলে গেলি?
সুমা। না, প্রভু, ভুলি নাই।
বৈজ্ঞ। ভুলিস্ নে?-বল্ শুনি, বল্ কোথা তবে
জন্মেছিল সে ডাকিনী।
সুমা। উদয়পুরেতে।
বৈজ্ঞ। বটে?-হা পাষণ্ড! মাসে মাসে তোর

চেতাইতে হবে দেখি—সব ভুলে গেলি ;
থাকিত উদয়পুরে বিকটা ত্রিজটা,
জানিত সে ছিটেফোঁটা, মন্ত্রতন্ত্র কত,
সমুদ্রে জোয়ার ভাটা চন্দ্র সূর্য্যোদয়
করাইতে পারিত সে—সাধ্য ছিল এত।
অত্যাচার অপকার লোকের অহিত
করেছিল কতই যে—সে সব শুনিলে
শ্রবণ বোধিতে হয়।—তাই সে দুষ্টারে
দূর করে দিয়াছিল দেশ ছাড়া করে,
উদয়পুরের লোক—প্রাণে না বধিল
গর্ভবতী বোলে সেটা ;—কেমন রে,
ঠিক্ কি না ?

সুমা। ঠিক প্রভু।

বৈদ্য। এই খানে দাড়িমাঝি ত্রিজটারে আনি
রাখিয়া চলিয়া গেল,—তুই রে সুমালি—
আমার কিঙ্কর এবে,—তোরি মুখে শুনি
ছিলি তার কেনা দাস ;—অতি সুকুমার
কোমল শরীর তোর—দুর্ব্বল, কঠিন
পালিতে তাহার আজ্ঞা করিতিস হেলা ;
তাই তোরে সে ডাকিনী-ক্রোধে অন্ধ হয়ে
বান্ধিয়া রাখিল এক তালবৃক্ষ চিরে,
অন্য যত বলবান ভৃত্য সহকারে।—
ছিলি সেই বৃক্ষে গাঁথা দ্বাদশ বৎসর,
ইতোমধ্যে ত্রিজটার প্রাণত্যাগ হলো,
তুই বদ্ধ রহিলি সে বৃক্ষের ভিতরে ;
জাতার শব্দের ন্যায় ঘোর নির্ঘোষ
করিতিস কষ্টশ্বাসে বৃক্ষ মধ্য হতে ;
জনপ্রাণী কেহ—ছিল না তখন হে,
একটা সুধু পশুবৎ কিম্ভূত আকার
মনুষ্য আকৃতি মাত্র—অরণ্যে ভ্রমিত।
ত্রিজটার বেটা সেটা—

সুমা। বটে বটে,—সেই বর্ব্বট,

বৈদ্য। হ্যাঁ রে মূর্খ-আমিও তাই বলচি সেই সে
সেই বর্ব্বট—আমার যে কিঙ্কর এখন ;—
হেথা এসে কি দুর্দ্দশা দেখিলাম তোর,
কি নরকভোগ ওরে মনে কি তা পড়ে ?
তোর সে চীৎকারে-ডাকিত বনের বাঘ,
চির-রোষপরবশ ভল্লুকও কাঁদিত।
সে দুর্গতি হোতে কভু পাবি যে নিস্তার
ভরসা ছিল না তার (গতায়ু ত্রিজটা);
আমি মন্ত্রবলে তোরে করিনু উদ্ধার ;
তালবৃক্ষ পুনর্ব্বার দুই খণ্ড করি
মোচন করিনু তোর বন্ধনের দশা।

সুমা। প্রভু, দণ্ডবৎ, বাঁচায়েছ প্রাণদান দিয়ে।

বৈদ্য। বিরক্ত করিবি যদি পুনর্ব্বার তুই
অবজ্ঞা করিয়ে আজ্ঞা-পুনঃ বৃক্ষ চিরে
বান্ধিয়া রাখিব তোরে ;—দ্বাদশ বৎসর
করিবি চীৎকার করে ; দেখ্ সাবধান।

সুমা। প্রভু! ক্ষমা কর আর আমি অবাধ্য হবনা,
পালিব তোমার আজ্ঞা-যে আজ্ঞা করিবে !

বৈদ্য। তা হলে হবি। পরে বাসনা পুরাব।

সুমা। তাই ত বটে—এমন হলে মানব কি হয়;
বল, প্রভু. কি বল, কি আজ্ঞা তোমার।

বৈদ্য। যা এখন—নাগকন্যা রূপ ধরে আয় ;
অন্য কার নাহি হবি দৃষ্টির গোচর
তুই আর আমি ছাড়া।—যা শীঘ্র যা !
[সুমালীর প্রস্থান।]
উঠ গো মা প্রাণাধিকে নলিনি আমার
ঘুমায়েছ বহুক্ষণ।

নলি। পিতা গো, তোমার
শুনিয়া অদ্ভুত কথা নিদ্রা আকর্ষিল।
অবসন্ন নিদ্রাভারে এখনও অলসে
এলায়ে পড়িছে অঙ্গ ভূমিতে লুটায়ে।

বৈদ্য। এসো মা আমার সঙ্গে, আলস্য ত্যজিয়ে,
বর্ব্বটের কাছে যাই ;—ব্যাটা কি বজ্জাৎ,
করিছে দাসত্ব, তবু ভুলেও কখন
মিষ্ট কথা মুখে নাই।

নলি। পিতা ! সেটা অতি পাপী।

মুখ দরশনে তার মহাপাপ হয়।
বৈজ। কি করিবে বল মা, সে না হলে ত নয়;
বারি আনে, কাষ্ঠ ভাঙে, অগ্নি জ্বেলে দেয়
কতদিকে আমাদের করে সে সুসার।
ওরে ওঃ—ও বর্ব্বট;—পাহাড়বাহক
বেটা মৃত্তিকার ঢিপি—কথা নেই যে?
বর্ব্বট। (ভিতর হইতে) ঢের কাঠ তোলা আছে।
বৈজ। বেরো বলছি-পাজি ব্যাটা ঢের কাজ আছে
বেরুলি?——

(পরির পুনঃ প্রবেশ।)

বাঃ—সুমালি বাঃ—উত্তম সেজেছ।
শোন বলি—(কাণে কাণে কথা।)
সুমা। যে আজ্ঞা

(প্রস্থান।)

বৈজ। ওরে ও পাপিষ্ঠ—ওরে ভূতের জন্মিত—
বেরো বলছি।

(বর্ব্বটের প্রবেশ।)

বর্ব্ব। কচু পাতা টল্ টল্, শিশিরের জল'
তাতে মাকড়ের নাল, সাপের গরল,
উঠিয়ে কাকের ডাকে মা বেটি আমার
করিত যে মন্ত্রপড়ে ভিমুর যোগাড়,
উহাদের দুজনার মাথায় পড়ুক
চোক্ কাণ নাক মুক পুড়ুক পুড়ুক।
বৈজ। দেখিস্ এর শাস্তি আজ রাত্রে পাবি তুই,
হাতে, পায়ে বুকে, পিঠে বাতের কামড়ে
কাণামাছী বোলতা ডাঁস সারা রাত্রি ধরে
দংশিবে রে আজ তোরে-বিঙ্কিতে থাকিবে।
ভিমরুলের চাক যথা—তেমনি হবে ফুলে
সর্ব্বাঙ্গ—শরীর তোর।
বর্ব্ব। ঈস্-তাই বলে আমি বুঝি ভাত খাব না
ত্রিজটার বেটা আমি-আমারই এ দ্বীপ—
আমারই ত রাজ্যদেশ অধিকার এই।
এসেছিলি এই দেশে প্রথমে যখন
যত্ন করে সমাদর করিতিস কত;
গায়ে বুলাতিস হাত;—খাওয়াতিস্ কত
ভিজে টলটলে ফল;—আকাশের আলো
দিনে রেতে যে দুটো যুরে ঘুরে ওঠে,
ছোট বড় সে দুটোর নাম শিখাতিস;
তখন তুহারে আমি বাসিতাম ভাল;
কি আছে কোথায় হেথা দেখায়েছি তাই
মিঠে মিঠে বারি ঝরা পাহাড়ে পাহাড়ে,
কোথায় উর্ব্বরা মাটি কোথা মরুভূমি—
ও দেখিয়েছি দেখায়েছি।——
ত্রিজটা মায়ের ছিল ছিটে ফোঁটা যত—
মাকড় শেকড় ব্যাঙ বিষের আধার—
পড়ুক তোদের ঘাড়ে, মরুক মড়ুক।
আগে রাজা ছিনু হেথা, এখন তোদের
একমাত্র প্রজা আমি হয়েছি এ দেশে;
তোরাই করিস ভোগ বিপুল এ দ্বীপ,
আমারে রাখিস ফেলে শূকরের মত
কঠিন গহ্বরে এই পর্ব্বত ভিতরে।
বৈজ। অরে ব্যাটা, মিথ্যাবাদী ভালোর খবিস,
প্রহারের বশ তুই—পড়ে না কি মনে
কত স্নেহ করিতাম রাখিতাম কাছে
থাকিতিস এক সঙ্গে কুটীরেতে শুয়ে;
কিন্তু তুই, নরাধম ইচ্ছিলি হরিতে
কন্যার কৌমার ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচারে;—
তাই তোরে দূর করে দিয়াছি এখানে।
বর্ব্ব। উঁ,-হুঁ—হুঁ--কি বলব! কি সুযোগই গেছে
তুই যদি সে সময়ে বাদী না হতিস্,
এত দিনে এ রাজ্যেতে আমার মতন
ছোট ছোট বর্ব্বটের হাট বসে যেতো।
বৈজ। পাপিষ্ঠ, পাতকী,—তুই অতি নরাধম।—
কত যত্নে দিয়াছি যে কত উপদেশ,
দণ্ডে দণ্ডে অহরহ সব মিথ্যা হলো;—
অরে পশু, আগে তুই পশুতুল্য ছিলি,
কুক্কুর, শৃগাল, ছাগ, মেষের সদৃশ,
ছিল তোর কণ্ঠস্বর তাৎপর্য্য বিহীন,

আমি তোরে মনুষ্যের ভাষা শিখায়েছি,
কিন্তু তোর জাতিধর্ম্ম এমনি কুৎসিত,
ভদ্রের সুসাধ্য নহে তোর সঙ্গে থাকা ;
না বধে পরাণে তোরে রেখেছি যে হেথা
এই তোর ঢের ভাগ্য।

বর্ব্ব। ভাষা শিখিয়েছ ! বড়ই কাজ করেছ !
গালমন্দ দিতে মজবুত হয়েছি—তুই
ওলাউটোয় মর—তোকে মড়কে ধরুক।

বৈজ। দূর হ ব্যাটা পাজি নচ্ছার—দূর হ ;
কাঠ আন্‌গে যা ;—ভাল চাস্ ত শীগ্‌গির
যা।—শিউরে উঠলি যে ?—দেখ, যদি
আলিস্যি করিস ত এখনি এমনি বাত
ধরিয়ে দেব যে পাজরের এক এক খানা
হার খোয়া যাবে—আর এমনি চীৎকার
করবি যে বনের পশুগুলো সুদ্ধ কাঁপতে
থাকবে।

বর্ব্ব। না দোহাই তোমার, আমায় মাপ কর।
(স্বগত) কি করি, যা বলে করতে হয় ;—
ব্যাটার এমনি দাপট যে আমার মায়ের
গুরুর ইষ্টদেব ঢোলাচণ্ডেশ্বরকে সুদ্ধ
পায়ের তলায় ফেলে পেঁথলে মারতে
পারে।

বৈজ। যা ব্যাটা—তবে যা ;

[বর্ব্বটের প্রস্থান।]

(গান বাদ্য করিতে করিতে অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ, ঐ শব্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বসন্তের প্রবেশ। সুমালীর গান।)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

দিবা হলো অবসান ডুবিছে মিহির ;
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল গ্রাসে করিবর।
পত্র পরে চারি ধারে, সখীগণে নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে, উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তল পাশ, অধরে মধুর হাস
পবনে উড়ায় বাস, ভুলাতে অমর।
এসো কে দেখিতে যাবে, এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।

বস। হেন গীত বাদ্যধ্বনি কোথা হৈতে হয়—
আকাশে না মহীতলে? বাজিছে না আর
হবে বুঝি এ দ্বীপেরই কোন দেবালয়ে
বসিয়া ছিলাম খেদে সাগরের তটে,
ভাবি জনকের কথা অশ্রুময় আঁখি,
হেনকালে যেন গীত সাগর হইতে
স্রোতে ভাসি, কূলে উঠি, শ্রবণে পশিল ;
অমনি হইল শান্ত সুমধুরস্বরে
আমার চিত্তের আর তরঙ্গের বেগ ;
আইলাম সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে শুনিতে
কিম্বা যেন আকর্ষণ করিয়া আনিল।
যাই হোক—নাই আর, নীরব হয়েছে,
না না—আবার অই—অই যে বাজিছে।

সুমালীর গান।

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

কি হবে কাঁদিলে ভবে কেহ চিরজীবী নয়;
ভূপতি শকতিহীন করিতে শমন জয়।
গভীর গভীর জলে, তব পিতা দৈববলে,
সৌরভ গৌরব ভুলে, হয়ে আছে শবকায়।
অই শুন শঙ্খধ্বনি, পাতালে নাগকামিনী,
সে দেহ তুলিয়ে আনি, অন্ত্যেষ্টি করিতে যায়।
যোজন যোজন পথ, যাও হে ধরণীনাথ,
পূরাইতে মনোরথ, দেখিতে পাইবে তায়।

বস। আমারই যে জলমগ্ন পিতার বারতা
শুনাইছে এই গীত !—দেবকীর্ত্তি ইহা ;—
হেন সুমধুর ধ্বনি ভূমণ্ডলে কোথা !—
আবার বাজিছে অই !

বৈজ। দেখ, নলিন্-দেখ, এদিকে-দাঁড়ায়ে ওখানে-
হ্যাঁ গা বল্ দেখিস কি ?

নলি। তাই ত গা !-কি গা ও-পরি বুঝি হবে ?
আহা মরি ! অপরূপ কিবা মনোহর !
দেখিছে কি চারিদিকে, চেয়ে চেয়ে দেখ,-
পরিই ও বটে, পিতা।
বৈজ্ঞ। অরে বাছা পরি নয়,-আমাদেরই মত
নিদ্রাহার অভিলাষী—আমাদেরই মত
আছে সর্ব্ব জ্ঞানেন্দ্রিয় ;—ওই সুপুরুষ
ছিল সেই জলমগ্ন তরণী ভিতরে ;
হয়েছে মলিন কিছু শোকের উত্তাপে।
(চিন্তাই সৌন্দর্য্যরূপ কুসুমের কীট)
তা না হলে বাখানিতে পারিতে উহারে
সুন্দর পুরুষ বলি।—সঙ্গী হারা হয়ে,
তাহাদের অন্বেষণে ফিরিছে একাকী !
নলি। দেবতা বলিলে বুঝি বলিতে বা পারি ;
পৃথিবীর কোন বস্তু এমন সুন্দর
চক্ষে কভু দেখি নাই ;
বৈজ্ঞ। (স্বগত) এই যে,যা ভেবেছিনু;-সুমালি রে
আর দুটি দিন পরে তোর দাসত্ব ঘুচাব।
বস। বুঝিলাম এতক্ষণে এঁরি সন্নিধানে,
গীত বাদ্য হয় নিত্য—দেবকন্যা ইনি ;
করযোড়ে, হে সুন্দরি ! করি হে মিনতি,
নিবাস কি এই দেশে—কহ কৃপা করি ?
কৃপা করি মোরে কিছু শিখাইয়া দেও
এ দেশের রীতি নীতি প্রথা ব্যবহার ;
শেষে করি নিবেদন—একান্ত জানিতে
মনের বাসনা যিটি—কহ বিনোদিনি,
হয়েছে কি পরিণয়—আছ বা কুমারী ?
বৈজ্ঞ। কুমারীই বটে,—তাতে আশ্চর্য্যটা কি ?
বস। একি ! আঁ্যা !-আমারই যে স্বদেশীয় ভাষা
হায় যদি থাকিতাম স্বদেশে এখন,
হোতাম সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, আমিই সে দেশে।
বৈজ্ঞ। কি বলিস্-সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হোতিসদেশে,
এ আস্পর্দ্ধা শোনে যদি গুজ্‌রাট ভূপতি
কি হবে বল দেখি তবে ?
বস। শুনায়ে গুজ্‌রাট নাম, তুমি হে যাহারে
করিলে বিস্ময়াপন্ন হয়েছে এখন
সে অভাগা পিতৃহীন-পিতাও আমার
স্বর্গে বসি শুনিছেন আমার এ কথা—
স্বর্গে গিয়াছেন তিনি তাই কাঁদিতেছি।
আমিই গুজ্‌রাটপতি হয়েছি এখন ;
জলধি জীবনে পিতা মগ্ন যে অবধি
করিতেছি অশ্রুপাত—বিগলিত ধারা
দেখ চিহ্ন এখনো রয়েছে।
নলি। হায় ! হায় ! কি বেদনা !
বস। সত্য কহি ডুবেছেন জলধি জীবনে ;
সঙ্গে যত পারিষদ তারাও ডুবেছে ;
অপূর্ব্ব তনয় সঙ্গে কঙ্কনভূপতি
পিতা পুত্র এক সঙ্গে মরেছে ডুবিয়া।
বৈজ্ঞ। (স্বগত) অরে মূঢ়, কঙ্কনের প্রকৃত ভূপতি
অপূর্ব্ব সহস্র গুণ তনয়া তাহার—
এই দণ্ডে পারে তোরে যথা শাস্তি দিতে !
দর্শনেই শুভদৃষ্টি হয়েছে দোঁহার ;
সুমালি রে, তোরে এর পুরস্কার দিব
দাসত্ব ঘুচায়ে তোর।
(বসন্তের প্রতি) অরে ধূর্ত্ত শঠ,
শোন বলি—হেথা আয়।
নলি। কেন পিতা, এঁর প্রতি কঠিন এমন ?
মানব জাতিতে আমি হেরিনু নয়নে
ইনিই তৃতীয় ব্যক্তি ;—ইনিই প্রথম,
কঁাদিল যাঁহার জন্য হৃদয় আমার—
করুণা উদয় হোক পিতার হৃদয়ে,
আমার মনের মত হোক তাঁর মন।
বস। হও যদি, হে সুন্দরি, তুমি হে কুমারী,
অন্যে যদি মনোবাঁধা নাহি দিয়া থাক,
বসাব তোমায় তবে করিয়া বরণ
গুজ্‌রাটের সিংহাসনে।
বৈজ্ঞ। থাম্—থাম্—
(স্বগত) দুজনার প্রেমে বাঁধা পড়েছে দুজনে

অযতন করে পাছে ভাবিয়া সুলভ,
সুলভ না ভাবে যায় তাহাই ঘটাব।
(প্রকাশ্যে) শোন্ বলি;সাবধানে, যা বলি তা শোন
স্বনাম গোপন করে মিথ্যা পরিচয়
দিয়াছিস হেথা এসে গুপ্তচর হয়ে,
ছদ্মবেশে এসেছিস ছলিতে আমারে,
রাজ্য হরে লতে মোর—
বস। ধর্ম্মসাক্ষী কহিতেছি—কখনই নয়।
নলি। এ হেন মন্দিরে আহা, মন্দ কি কখন
লুকায়ে থাকিতে পারে; কিম্বা এ ভবনে
মন্দ এসে থাকে যদি উৎকৃষ্ট সমূহ
করিবে সদাই দ্বন্দ্ব সে মন্দে তাড়াতে,
এ মন্দির হোতে দূরে।
বৈজ্ঞ। (বসন্তের প্রতি) আয় তুই সঙ্গে আয়।—
তুমিও নলিনী।
এর জন্য অনুরোধ করো না আমায়,
রাজদ্রোহী এই ব্যক্তি।—আয় সঙ্গে আয়;
হস্ত পদে দিব তোর লৌহের শৃঙ্খল,
লবণ সলিল পানে পিপাসা জুড়াবি,
শুষ্ক তৃণ ফল মূল বল্কল নীরস
অসার ধান্যের খোসা, চণক, মটর,
জলশুক্তি আদি তোর সুখাদ্য হইবে;—
আয়—চলে আয়।
বস। নড়িব না এক পদ—শত্রুর প্রতাপ
না বুঝিব যতক্ষণ—পাব পরিচয়
আমা হোতে বলবান্ বিপক্ষ আমার।
[অসি নিষ্কোষিত করিল এবং তৎক্ষণাৎ
যাদুমন্ত্রে স্তম্ভিত হইল]
নলি। পিতা, ইনি বীর্য্যশালী মহাবংশোদ্ভব
নিদারুণ এ পরীক্ষা এঁর যোগ্য নয়।
বৈজ্ঞ। কি ?—কি ?—কি আস্পর্দ্ধা !—
পাদুকা হইতে তুই অধম হইয়ে
আমারে শিখাতে চাস ?—
(বসন্তের প্রতি) ওরে রাজদ্রোহি !
তুলে রাখ-তুলে রাখ-বোঝা গেছে তেজ
বৃথা আড়ম্বর এই সার তলবার খোলা,
চলিতে সামর্থ্য নাই-ধিক্ থাক্ তোরে;
কৃপাণ লুকায়ে রাখ পিধান ভিতরে;
সামান্য যে এই যষ্টি ইহারি আঘাতে
এই দণ্ডে পারি তোরে নিরস্ত্র করিতে।
নলি। কৃতাঞ্জলি, করি পিতা, ক্ষম গো উঁহারে।
বৈজ্ঞ। যা—যা—বস্ত্র ছাড়।
নলি। হও গো সদয়, পিতা—প্রতিভূ ইঁহার
আমিই থাকিনু আর্য্য !
বৈজ্ঞ। চুপ কর—ফের যদি কথাটি কহিবি,
ভর্ৎসনা করিব তোরে; ঘৃণা জন্মে, ছিছি
তোর ব্যবহার দেখে;—এত অনুরোধ !
এই শঠের জন্যেতে! ভেবেছিস্ বুঝি—
এটা আর বর্ব্বটেরে হেরিয়ে নয়নে—
হেন সুপুরুষ আর ত্রিভুবনে নাই।
হা রে নির্ব্বোধ মেয়ে—অনেকের কাছে
বর্ব্বটের তুল্য এটা অতি কদাকার,
এর তুলনায় তারা দেবতা বিশেষ।
নলি। পিতা,আমার এই ভাল এর চেয়ে আর
শ্রেষ্ঠতর দেখিবার নাহিক বাসনা;
হেন নীচগতি—প্রণয় আমার যেন
চিরদিনই থাকে।
বৈজ্ঞ। (বসন্তের প্রতি) আয় চলে আয়,—
পুনঃ তোর বাল্যাবস্থা দেখি যে আগত,
বল বীর্য্য শরীরেতে বিন্দুমাত্র নাই,
হস্ত পদ দেখি যেন হয়েছে অবশ।
বস। সত্যই হয়েছে তাই;—শরীর দুর্ব্বল
হয়েছে অবশ যেন নিশার স্বপনে।
কিন্তু প্রতিদিন যদি পাই একবার
দেখিতে ও বিধুমুখ কারাগার হোতে
ভুলিব সকল দুঃখ, সর্ব্ব মনস্তাপ—
জনকের মৃত্যুশোক, বন্ধুর বিচ্ছেদ,
এ দেহের দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বাক্য উঁহার।

সসাগরা পৃথিবীর অন্য যত ভাগ ;
থাক্ লয়ে অন্য সবে স্বাতন্ত্র্য সুখেতে,
বিশ্বভূমণ্ডল সেই কারাই আমার।

বৈজ। (স্বগত)
ধরেছে বিষের তেজ—ধরেছে ধরেছে ;
বড় কাজ সুমালিরে করেছিস্ বাপ্।
(প্রকাশ্যে)
আয় চলে আয় দোঁহে পশ্চাতে পশ্চাতে-
(জনান্তিকে) সুমালি শোন বলি।

নলি। (বসন্তের প্রতি)
মহাশয়! স্থির হউন—জনক আমার,
এখন যেরূপ তুমি দেখিছ উঁহারে,
স্বভাবে সেরূপ উনি নন্।

বৈজ। (জনান্তিকে সুমালীর প্রতি)
স্বাধীন হবি রে তুই—দাসত্ব ঘুচিবে ;
পর্ব্বত-শিখরে যথা বায়ুর হিল্লোল
অবাধে ভ্রমণ করে—তুইও ভ্রমিবি,
আমার কথার বাধ্য থাকিস যদ্যপি।

সুমা। অবাধ্য তিলেক মাত্র হব না তোমার।

বৈজ। (সুমালীর প্রতি) এসো তবে ;
(বসন্ত এবং নলিনীর প্রতি)
তোরা দোঁহে পেছু পেছু আয়।
[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বীপের অন্য এক ভাগ।

(চিত্রধ্বজ, মন্ত্রী প্রচেতা, অনন্ত, রূপ, ভরত এবং বিজয় প্রভৃতির প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! প্রফুল্ল হউন ; মহারাজের আহ্লাদের বিষয়,আর আমাদেরও বটে যে, রক্ষা পাওয়া গিয়াছে ;—তার চেয়ে ক্ষতিটা যৎসামান্য বল্‌তে হবে।—এমন শোক তাপ ত সকলেরই হয় ;—মাঝীমাল্লা বণিক ব্যাপারিদের ঘরে প্রত্যহই ত এরূপ একটা না একটা অসুখের কারণ ঘটে ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমরা রক্ষা পেয়েছি ;—সহস্রে কজনের ভাগ্যে এমনটি ঘটনা হয়? মহারাজ তাই বলি বিবেচনা করে দেখুন, অসুখের চেয়ে আমাদের আহ্লাদের বিষয় বল্‌তে হবে।

চিত্র। অহে, ক্ষান্ত হও।

রূপ। গা জুড়ায়ে দিচ্ছেন আর কি!

অন। ও ছাড়বে না।

মন্ত্রী। মহারাজ!—

অন। অই শোনো।

মন্ত্রী। মহারাজ, শোকার্ত্ত হইলে কি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়।

চিত্র। অহে ক্ষমা দাও।

মন্ত্রী। ভাল আর বল্‌ব না ;—কিন্তু মহারাজ, তবু—

অন। ও থাম্‌বে না।

রূপ। আর—ওর জিব্‌টাও সড় সড় করছে, সুর ধল্লে বলে।

ভর। যদিও দৃশ্যত এ দেশটী মরুভূমির তুল্য—

রূপ। কিন্তু তবুও—তারপর?

ভর। তবুও জলবায়ু অতি উত্তম ;—অতি স্নিগ্ধ, শীতল।

অন। বটে বটে—ঠিক এঁচেছ, দিল্লীর লাড্ডুর মতন।—তার পর?

ভর। ক্যামন পরিষ্কার সুগন্ধি বায়ুর হিল্লোল বচ্ছে!

রূপ। আহা! যেন বারাণসীর সুগন্ধি পয়ঃ-প্রণালীর সৌরভ নির্গত হচ্ছে।

অন। কিম্বা যেন সুন্দরবনের সুবাসিত কর্দ্দমের পরিমল ছুটছে।

মন্ত্রী। জীবনের সমস্ত উপাদেয় সামগ্রীই এখানে সুলভ।

অন। কেবল অন্নজলেরই কিঞ্চিৎ অভাব।— তারপর?

মন্ত্রী। আহা! তৃণগুলি কেমন রসাল এবং সুন্দর শ্যামবর্ণ।

রূপ। আহা! যেন উলুখাকড়ার সমুদ্র হয়ে রয়েছে।

অন। আর মাটির রংটাও দিব্বি-পাথুরে কয়লার মত কালো, কাঁকর কুল্লই আর কোথাও নেই বল্লেই হয়।

রূপ। না—তা ওঁর ভুলে ঠিক আছে— এক চুল তফাৎ হবার যো কি।

মন্ত্রী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই (কথাটা) বিশ্বাসের বহির্ভূত বল্লেই হয়) যে——

রূপ। ওর সব কথাই প্রায় সত্যের বহির্ভূত।

মন্ত্রী। আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের পরিধেয় বস্ত্রগুলি সমুদ্রের জলে আর্দ্র হয়েও ঠিক তেমনি আছে, লবণ সলিলে নিমজ্জিত হয়ে কলঙ্কিত হওয়া দূরে থাকুক বোধ হয়, যেন আনকোরা নূতন রং করা, এখনি পাট ভাঙা হয়েছে। বিবাহের দিবস সিংহলে যখন পরিধান করা গিছ্‌ল—ঠিক যেন তেমনই আছে।

রূপ। মরি আর কি, বিবাহটা কি শুভক্ষণেই হয়েছিল, আর পুনর্যাত্রাটা ক্যামন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হলো।

মন্ত্রী। এম্‌নি ধারা যদি গুটিকত দ্বীপ পেতুম।

অন। কি হে মন্ত্রি—কি বল্‌চ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা—বল্‌চি কি—রাজকন্যা—শ্রীবিষ্ণু—সিংহলের বর্ত্তমান রাজমহিষীর বিবাহের দিবস পরিধেয় বস্ত্রগুলি যেমন পরিপাটি ছিল এখনও ঠিক তেম্‌নি আছে।—মহাশয়! আমার উত্তরীয়খানি ঠিক তেম্‌নিই আছে না?—মহারাজ আপনার কন্যার বিবাহের দিবস এইখানি পরিধান করেছিলাম।

চিত্র। একে অঙ্গ জ্বলে মন্ত্রি, কেন দগ্ধ কর?
তোমার এ বাক্য যেন কণ্টক বিঁধিছে
আমার শ্রবণ—পথে,—হায় রে কপাল!
হেন দেশে অভাগিনী কন্যার বিবাহ
না হওয়াই ছিল ভাল;—পড়ে এ জঞ্জালে,
ফিরিতে সিংহল হোতে প্রাণের তনয়ে
হারালাম, হা অদৃষ্ট! জলধি সলিলে;
কন্যাকেও চক্ষে আর পাবনা দেখিতে;
গুজরাট হইতে এত দূরেতে সিংহল;
হা পুত্র! গুজরাট কক্ষন অধিকারী!
কোন্ জলজন্তু তোরে করেছে রে গ্রাস!

মন্ত্রী। মহারাজ! কুমারের বাঁচাও সম্ভব।—
চলেছেন দেখিলাম তরঙ্গ বাহনে,
তুরঙ্গমে সাদী যেন অবলীলা ক্রমে;
বৈরিতা করিতে যত আসিছে ছুটিয়া
তরঙ্গ হুঙ্কার করি—দূরেতে নিক্ষেপ
করেছেন দুই ধারে, বাহু প্রসারিয়া।
অটল উন্নত শির তরঙ্গ উপরে,
চলেছেন মহাবেগে বাহু দণ্ডে বাহি
যথায় সমুদ্র-তট তরঙ্গ-খনিত,
হেঁট হয়ে আছে তাঁরে ক্রোড়েতে তুলিতে।

চিত্র। না, মন্ত্রী—নাই আর বসন্ত আমার!

রূপ। তুমিই ত এ সকল বিপদের মূল,—
আহা! সে ত কন্যা নয়!—ভারত উজ্জ্বলা!
তারে কি না দিলে এক অসভ্যের হাতে,
বর্ব্বর সিংহলবাসী;—ভোগো তারি ফল;
ইহ জন্মে কন্যাকেও পাবে না দেখিতে!

চিত্র। ক্ষমা দেও ভাই।

রূপ। আমরা ত সকলেই, গললগ্ন বাসে,

কৃতাঞ্জলি পুটে, কত করিনু নিষেধ,
মেয়েটারও তাতে আহা, অনিচ্ছাই কত
এবে তার প্রতিফল যথেষ্ট হয়েছে—
জন্মের মতন-হারাইলে পুত্রধনে,
করিলে বিধবা কত পতি-প্রাণা সতী
গুজ্‌রাট কঙ্কনে।—

চিত্র। ততোধিক মনস্তাপ আমারও হে ভাই।

মন্ত্রী। মহাভাগ, রূপ সত্যই বল্‌ছেন, কিন্তু বাক্যগুলি কিছু কঠোর প্রয়োগ করা হচ্চে, এ সমস্ত অবিনীত বাক্য এ সময়ের যোগ্য নয়। দগ্ধ স্থানে নবনী না দিয়ে এ যেন লবণ নিক্ষেপ করা হচ্চে।

রূপ। ভালো হচ্চে ত হোচ্চে—তোমার কি?

অন। কেন, আজকালের চিকিৎসাই ত ঐরূপ।

মন্ত্রী। আপনাদের যখন এরূপ বৈষম্যভাব তখন সময়টা নিতান্ত দুঃসময়ই দেখ্‌ছি;

রূপ। দুঃসময়!

অন। তার ত কথাই নাই।

মন্ত্রী। মহাশয়। এ দ্বীপটি দেখে আমার মনে বড় আহ্লাদ হচ্চে।

রূপ। কেন মন্ত্রী, বল দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! বাল্যকালাবধি আমার বাসনা আছে যে, একবার রাজত্ব করি; কিন্তু প্রাচীন দেশ মাত্রেই, রাজা রাজড়াদের এত ভিড় যে, তার ভেতর মাথা গুঁজে প্রবেশ করাই ভার; তাই চির কালটা মনে মনে ভাবতুম যে ওরি মধ্যে একটা ছোটখাটো নিরেলা দেশ পাই ত সেই খানে একবার রাজত্ব করে নি, আর কেমন করে রাজত্ব কত্তে হয়, একবার দেখাই। এই দ্বীপটি দেখ্‌চি তার সম্যক্ উপযুক্ত স্থান। এই খানে কতকগুলি প্রজার বসতি করয়ে তাদের উত্তমরূপ তবিবত দিতে পাল্লে একটি আশ্চর্য্য জনপদের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন দেশ নিবাসীদিগের যে সমস্ত কুসংস্কার আছে, তার কিছুমাত্র এখানে প্রবেশ কত্তে দিই না। আমারাসে রাজ্যে বিবাহরূপ কুপ্রথা থাকে না, ধন সম্পত্তিতে স্বত্বাস্বত্বের প্রভেদ থাকে না, স্বেচ্ছাধীন সকল স্ত্রীই সকল পুরুষের ভোগ্যা—সকল পুরুষই সকল স্ত্রীর কাম্য; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই চৌষট্টি কলায় ব্যুৎপন্ন,—হিংসা দ্বেষ বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ বিগ্রহ রাজ্যমধ্যে একবারে. বিলুপ্ত হয়;—প্রতারণাশূন্য সত্যবাদী জনগণ পরহিতৈষী পরোপকারী হয়;—স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মজ্যোতিতে সকলেই নিরুদ্বেগ শান্তচিত্ত থাকে। রোগ, শোক, তাপ, চিন্তা, দারিদ্র্য সমূলে নির্ম্মূল হয় এবং সুখ স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিরাজিত হয়ে প্রীতি সম্পাদন করে

রূপ। মন্ত্রী, যা বলেছ মিছে নয়—এই স্থানটিই তার উপযুক্ত—আর তুমিই এখানকার ভূপালের উপযুক্ত পাত্র। এই দেশেই গাধা পিটলে ঘোড়া হয়।

অন। আর ওঁর রাজ্যে বাস কল্লেই আস্ত মানুষ গাধা হয়।

চিত্র। আঃ—কি আপদ! এ যে বিষম যন্ত্রণা দেখ্‌ছি; এক দণ্ডকাল কি চুপ্ করে থাক্‌তে পার না।

(অদৃশ্যভাবে স্বপ্নলীর প্রবেশ এবং গভীর বাদ্যধ্বনি। চিত্রাঙ্গদ রূপ এবং অনন্ত ব্যতিরেকে সকলেই নিদ্রিত হইল।)

চিত্র। অ্যাঁ;-এরি মধ্যে নিদ্রাগত হলো এরাসবে!
আমার চক্ষেতে কেন নিদ্রা না আইল;
বিষম চিন্তার দাহ হইতে তা হলে
বাঁচিতাম ক্ষণকাল—হতেম সুস্থির—
আঃ! চক্ষু দুটো মুদে আসচে।

কৃপ। মহারাজ ! নিদ্রা যান ;—এসেছেন যদি
বিরামদায়িনী নিদ্রা করুণা করিয়ে,
অবহেলা করে, দেব, ঠেলনা উঁহারে।
অন। নিদ্রা যান মহারাজ ! আমরা দুজনে
জাগিব প্রহরী হয়ে।
চিত্র। বাধিত করিলে বড়—নিদ্রার আবেশে
হয়েছে অবশ অঙ্গ—
[নিদ্রিত এবং সুমালীর প্রস্থান।]
কৃপ। দেখি নাই কভু ত অদ্ভুত এমন !
বলা কওয়া ছিল যেন সেই ভাবে এরা
একত্র নিদ্রিত হলো।
অন। এ দেশের বারি আর বাতাসের গুণে
হয় বুঝি এইরূপ।
কৃপ। আমাদের চক্ষে তবে নিদ্রা নাই কেন ?
অন। আমারো ত নিদ্রা ইচ্ছা হতেছে না কিছু;
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে স্ফূর্তি আছে ত তেমতি;
ঘুমায়ে পড়িল এরা ঐক্য হয়ে যেন ;
কিম্বা যেন বজ্রাঘাতে একত্র মরিল ;
অহে কৃপ মহোদয়, তুমি হে এখন,—
থাক্ থাক, সে কথায় কাজ নাই আর—
তব যেন লক্ষ্য হয় তব মুখশ্রীতে
অতুল মহত্বছটা— দেখিতেছি যেন
পড়িতেছে তব শিরে আকাশ হইতে
সুবর্ণ মুকুট খসে।
কৃপ। কি হে, তুমি জাগ্রত কি ?
অন। শুনচ না, কি কথা ?
কৃপ। শুনচি বটে; কিন্তু এ যে স্বপ্নের প্রলাপ—
নিদ্রিতের অসঙ্গত বাক্য এ তোমার।
কি বল্‌ছিলে তুমি?—কি আশ্চর্য্য নিদ্রা ইহা।
দুই চক্ষু উন্মীলিত জাগ্রতের প্রায়,
কথা কয়, চলে যায়, দাড়ায়ে রয়েছে;
গভীর নিদ্রার ঘোরে তবু অভিভূত !
অন। আমি হে নিদ্রিত নই, অহে মহাভাগ,
তোমারি সৌভাগ্য আছে অগাধ নিদ্রায়।
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল—জেগে নিদ্রা যাও ?
কৃপ। এ ত নয় নিদ্রিতের নাসিকার ধ্বনি,
সে শব্দ এরূপ নয়—অর্থ আছে এতে।
অন। অহে কৃপ, কৌতুকের সময় এ নয় ;
ত্যজেছি এখন আমি স্বভাব চঞ্চল,
অবধান কর যদি আমার কথায়,
আমারি মতন হবে উৎসাহে উৎসাহী ;
দ্বিগুণ রুধির স্রোত বহিবে অঙ্গেতে
দ্বিগুণ বাড়িবে পদ নিমেষ মধ্যেতে।
কৃপ। স্রোতহীন বারিতে কি স্রোত বহে কভু
অন। বহে যদি পারে কেহ—
আমি বহাইব স্রোত তোমার শরীরে।
কৃপ। দেখ তবে পার যদি ভাটা ফিরাইতে ;
একটানা চিরকাল আমার এ দেহে ;
আলস্যই কুলগত স্বধর্ম্ম আমার।
অন। অহে কৃপ, তোমার ব্যঙ্গ উপহাসে,
ক্রমে আরো সে বাসনা হতেছে প্রবল ;—
"জড়ায়ে কাঁদের গিরো, যত খোল তায়,
তত আরো কাসে কাসে গিরো বসে যায়"
জাননা ত এ প্রবাদ—জানিতে যগুপি
ত্যজিতে এ ব্যঙ্গভাব, হইতে উদ্যোগী।
অসাহসী পুরুষেরা এইরূপে বটে
ভয় কিম্বা আলস্যেতে অধঃপাতে যায়।
কৃপ। বলে যাও—বলে যাও; দেখিয়া তোমার
মুখের ভঙ্গিমা আর চখের ইঙ্গিত,
বোধ হয় যেন কোন দুর্জ্জয় বাসনা
প্রজ্বলিত হয়ে তব অন্তর দহিছে।
অন। শোন তবে, শোন বলি, ভ্রাতুষ্পুত্র তব
মরেছে অগাধ জলে—মরেছে নিশ্চয় ;
যতই বলুক অই চতুর প্রচেতা,
ভুলাইতে ভূপতিরে উপন্যাস কথা।—
আরে ধূর্ত্ত ব্যবসায়ী, মিথ্যা কথা কয়ে
কাটাইলি চিরকাল জঠরের দায়ে,
আজ মলে কাল তোরে কেহ না খুঁজিবে;

ঘুমায়ে সাঁতার দেওয়া তোমারো যেমন,
রাজপুত্র বেঁচে থাকা নিশ্চয়ই তেমন।
রূপ। অনন্ত হে আশ্বাস নাহিক আমার।
অন। সে আশ্বাস না থাকাই তোমার আশ্বাস;
সে আশা নির্ম্মূল কিন্তু এত উচ্চ আশা
উদয় হয়েছে সেই নিরাশা অম্বরে
অতি উচ্চ বাসনাও সে আশা শিখরে
আরোহিতে নাহি পারে অনেক আয়াসে—
রাজপুত্র বেঁচে নাই—তোমারো ত মত ?
রূপ। না—সে জীবিত নাই।
অন। ভাল তবে বল দেখি, রাজসিংহাসনে,
সে অভাবে অধীশ্বর কে হবে গুজ্‌রাটে ?
রূপ। রাজকন্যা কলাবতী।
অন।কি বল্লে-অঁ্যা?কলাবতী?-সিংহলেতে যিনি?
কুমেরুকেন্দ্রেতে এবে অবস্থিতি যাঁর ?
পাবে না যে এ সংবাদ, সংবাদ না দিলে
সূর্য্যদেব বার্ত্তাবহ হইয়ে আপনি,
কিম্বা সদ্যোজাত শিশু শ্মশ্রুধারী হয়ে ?
যার জন্যে সাগরের জঠরে ডুবিয়া
বাঁচিয়াছি কেহ কেহ দৈব নিবন্ধনে ;—
অহে রূপ, বিধাতার কৌশল এ সব,
তোমা আমা দুজনার গৌরব বাড়াতে।
রূপ। এ আবার কি ?—কি বলচ হে ?
সত্যই ত কলাবতী সিংহল-মহিষী
গুজ্‌রাটের অধীশ্বরী বসন্ত অভাবে ;
সিংহলো গুজ্‌রাট হোতে দূর কিছু বটে।
অন। এত দূর—ভাবিলে ত, মানেনা বিশ্বাস
পুনর্ব্বার আসিবে সে, গুজ্‌রাট নগরে ;
থাক্ সে সিংহলে পড়ে;—রূপ হে জাগ্রত
হও তুমি ;—বল এরা কাল নিদ্রাগত ;—
অই যে নিদ্রিত দেখ, উঁহারও সদৃশ
রাজকার্য্যে সুনিপুণ সম্রান্ত কুলীন
আছে ত অপর আরো গুজ্‌রাটধামেতে
সদা নিরর্থক ভাষী অই যে প্রচেতা,
আছে ত অনেক লোক উঁহারো মতন ;
কাজ কি অন্যের কথা—আমিই ত আছি ;
অহে রূপ মহাভাগ, যদি হে তোমার
হইত আমার মত দুর্জ্জয় বাসনা,
ইঁহাদের এ নিদ্রায় কতই উচ্চেতে
উঠিতে পারিতে তবে—বুঝেছ কি ?
রূপ। বুঝি—বুঝি।
অন। বোঝ তবে সে ঐশ্বর্য্য, অতুল সম্পদ
তোমারই এ বাসনার অনুগামী কি না ?
রূপ। তুমিই না হরেছিলে তোমার ভ্রাতার
কঙ্কনের সিংহাসন ?
অন। হরেছিনু বটে ;—তাই দেখ না এখন
কেমন সেজেছে অঙ্গে রাজ-পরিচ্ছদ ;
পূর্ব্বে ভৃত্যগণ যত ভ্রাতার আমার
আমারই সদৃশ ছিল—এক্ষণে আমার
তাহারাই হয়েছে হে আমার কিঙ্কর।
রূপ। কিন্তু ওহে ধর্ম্মজ্ঞান করে যে নিষেধ।
অন। ধর্ম্মজ্ঞান !—অহে,রূপ এ দেহের মাঝে
কোন্ খানে সে বিচিত্র জ্ঞানের নিবাস ?
এখানে ? না এখানে?-না অন্য কোন্ স্থানে
আমি কিন্তু ভাল জানি আমার হৃদয়ে
নাহি সে দেবের বাস ;—সহস্র তেমন
ধর্ম্মজ্ঞান এসে যদি করিত নিষেধ
লভিতে কঙ্কনরাজ্য—চূর্ণ করে তায়
ফেলিতাম পদতলে।—পড়িয়া ভূতলে
অই যে তোমার ভাই—কি ভেদ উঁহাতে-
বলো হে কি ভেদ ওতে মৃত্তিকাতে আর ?
নিদ্রা আর মরণেতে প্রভেদই বা কি ?
তখনও ত শান্ত হয়ে থাকিবে ঘুমায়ে।—
এই ক্ষুদ্র ছুরিকার আঘাতে উঁহারে
এ জন্মের মত পারি নিদ্রিত করিতে।
তুমিও নিমেষ মধ্যে অই প্রাচীনেরে,
চির-নিদ্রা-অভিভূত করিতে হে পার।

তা হলে ও মৃৎপিণ্ড, লোকালয় মাঝে
পারেনাকো আমাদের নিন্দা রটাইতে
অজ্ঞ ওরা যত—বোঝে ওরা কালাকাল,
তুচ্ছ ইঙ্গিতের বশ কুক্কুরের মত,
অন্নমুষ্টি পেলে সবে হবে পদানত।

কৃপ। অহে বন্ধু প্রিয়তম! দৃষ্টান্তের স্থল
করিব তোমায় আমি—তুমি হে যেরূপে
লভিলে কঙ্কন রাজ্য, আমিও তেমতি
লভিব গুজরাট দেশ;—খোল তরবার—
এক চোটে এড়াইবে করদের দায়;
জীয়ে রবে যত দিন অমাত্য প্রধান
আমি রাজা, তুমি মন্ত্রী, হবে হে আমার।

অন। এক সঙ্গে খোল তবে;—আমিও যখন
উঠাইব তীক্ষ্ণ অসি—তুমিও উঠাইও
প্রচেতার বক্ষঃস্থল দৃঢ় লক্ষ্য করি।

কৃপ। ওহে, শোন—(গোপনে কথোপকথন)।

(অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ।)

সুমা। তুমি আমার প্রভুর পরম হিতৈষী বন্ধু; তোমার আসন্ন বিপদ, আমার প্রভু যাদুবিদ্যার প্রভাবে সমস্ত অবগত হয়ে তোমাদের সকলের জীবন রক্ষার জন্য আমাকে পাঠায়েছেন;—নতুবা তাঁর সঙ্কল্প নিষ্ফল হয়।

(প্রচেতার কর্ণমূলে।)

তুমি নিদ্রাগত, দুরাত্মারা যত
ষড়যন্ত্র কত করে কুমন্ত্রণা;
বাঁচিতে বাসনা থাকে ঘুমাইও না
ত্যজ নিদ্রা ঘোর শিয়রেতে চোর,
উঠ উঠ আর নিদ্রা যেওনা।

অন। এসো,—আর কেন, বিলম্বে কি কাজ?

মন্ত্রী। (জাগরিত হইয়া)
হে বিজয়ী সুরবৃন্দ রক্ষা কর ভূপে।

চিত্র। অ্যাঁ-া-া-ও কি?-অহে ও-ওঠো সকলে ওঠো; তোমাদের তলবার খোলা কেন? আর মুখশ্রীই বা অমন পাংশবর্ণ কেন?

মন্ত্রী। কেন? কি?—কি?—ব্যাপারটা কি?

কৃপ। মহারাজ! আপনার বিঘ্ন বিনাশন
করিতে দুজনে মোরা ছিলাম প্রহরী;
হেন কালে বৃষধ্বনি অতি ভয়ঙ্কর,
কিম্বা যেন ঘোরতর কেশরী গর্জ্জন
পশিল শ্রবণ পথে; সে ভৈরব নাদ
এই মাত্র শুনিলাম এখনো ভয়েতে
হতেছে হৃদয় কম্প——
মহারাজ! শোনেন নি কি?

চিত্র। কই—আমি ত শুনিনি।

অন। অহো!—কি ভৈরব নাদ!—
রাক্ষসেরও হৃৎকম্প হয় সে হুঙ্কারে;—
বাসুকি অস্থির হন;—বোধ হলো যেন
সহস্র মাতঙ্গ-অরি একত্র হইয়া
করিতেছে হুহুঙ্কার।

রাজা। মন্ত্রি!—তুমি শুনেছিলে?

মন্ত্রী। সত্য কহি, মহারাজ, গুরু গুরু ধ্বনি
শুনিলাম কর্ণমূলে,—অপূর্ব্ব তেমন
পূর্ব্বে কভু শুনি নাই—সেই শব্দ শুনে
ভাঙিল নিদ্রার ঘোর, উঠিনু জাগিয়া;
পরশিনু তব অঙ্গ বিকট চীৎকার,
দেখিলাম অসিহস্তে দাঁড়ায়ে উঁহারা
শব্দ হয়েছিল সত্য—কিন্তু মহারাজ
সতর্ক হইয়া এবে থাকাই উচিত,
অথবা কুস্থান এই পরিত্যাগ করা।

রাজা। এসো তবে এ কুস্থান করি পরিহার,
অভাগার অন্বেষণে স্থানান্তরে যাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! যুবরাজ আছেন নিশ্চয়
এরীপেই কোন স্থানে;—এ সঙ্কট হতে
ত্রিকোটি দেবতা তাঁরে করুন উদ্ধার।

রাজা। হও তবে অগ্রসর।

সুমা। (স্বগত) প্রভুর নিকটে গিয়ে বলতে হবে সব

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

— * —

দ্বীপের অন্য এক ভাগ।

(কাষ্ঠের বোঝা মাথায় বর্ব্বটের প্রবেশ।)

(মেঘের গর্জ্জন।)

বর্ব্ব। মরুক ব্যাটা বৈজনো মরুক ;—সর্ব্বাঙ্গে কুড়ি কুষ্ঠী হয়ে মরুক—ব্যাটা আমায় একদণ্ড আলিস্যি রাখ্‌তে দেয় না—খাট্‌তে খাট্‌তে মনু। গাল দিচ্চি তার পরিগুলো সব শুন্‌চে—শুনুক ;—গাল না দিয়ে যে থাক্‌তে পারিনে।—সে গুলো এখনি এসে জ্বালাতন করবে এখন। কাণ টান্‌বে, চুল টান্‌বে, চিম্‌টি কাট্‌বে, কাদায় ফেলে দেবে—ভয় দেখাবে,—না হয় ত আলেয়া সেজে অন্ধকারে পথ ভুল্‌য়ে দেবে। কথায় কথায় ব্যাটা সেই গুলোকে আমার উপর নেল্‌য়ে দেয় ;—কখন বাঁদর হয়ে এসে মুখ ভেঙচায়, কামড়ায়,—ঝালাপালা করে মাল্লে ;—না হয় যে পথ দিয়ে যাচ্চি সেই পথের মাঝখানে সজ্জারুর মত হয়ে পড়ে থাকে—আর মাড়্‌য়ে ধল্লেই—উঃ, প্যাট প্যাট করে কাঁটা ফুট্‌য়ে দেয় ;—আবার না হয় ত সাপের মত জিব লক্ লক্ করে ফোঁস্ ফোঁস্ করে ঘোটাতে থাকে। ব্যাটারা আমায় ক্ষেপ্‌য়ে তুল্লে।—অই রে—ঐ—আস্‌চে।

(তিলকের প্রবেশ—মাথার বোঝা ফেলে বর্ব্বটের ভূতলে শয়ন।)

তিল। আবার মেঘ ডাক্‌চে-ঝড় ওঠবার উজ্জুগ্ হচ্চে—যাই কোথা!—এখানে ঝোপ্‌ঝাপ কিছুই দেখ্‌চি নে; কোথায় লুকুই।—বাপ রে—মেঘের যে কাটুনি,বোধ হচ্চে মুষলের ধারে বৃষ্টি হবে।—আবার যদি তেমনি ধারা বজ্রাঘাত হয়—মাথা গোঁজবার এক-টুকু স্থান নেই—আ—গ্যাল—এটা কি ?-কি এটা পড়ে রয়েছে ? মানুষ না কচ্ছপ ? জ্যান্ত না মরা ?—উঃ—কি দুর্গন্ধ—মরা কচ্ছপই বটে—কিন্তু বড় নূতনতর দেখ্‌ছি !—আমি যদি এই সময় একবার কল্‌কাতায় যেতে পাত্তুম, আর এই কচ্ছপটাকে রংচং করে মানুষের ন্যাজ বেরয়েচে বলে মাঠের ধারে একটা তাঁবু ফেলে রাখ্‌তে পাত্তুম ত কত পয়সাই লাভ হতো;—সেখানকার বাবুরা আজ কাল ভারী হুজুকে হয়ে উঠেছে ; ঘোড়ার নাচ, বিবির নাচ, ভূত নাবান, সং নাচান নিয়ে বড় পড়েচে—কিন্তু এ দিকে একজন ভিকিরি এলে এক মুটো চাল যোটে না।—টোলচৌপাড়ি গুলো একবারে লোপ পাবার যো হয়েছে, তবুও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দের এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করে না।—সত্যই ত এটা জ্যান্ত যে! এ কচ্ছপ নয় এই দেশেরই মানুষ, বজ্রাঘাতে এমনি হয়ে পড়েচে। (মেঘের গর্জ্জন।) হায় হায় আবার ঝড় উঠল—যাই এইটের তলায় লুকুই গে—এখানে ত অন্য কোন আশ্রয় দেখচি নে।—বিপদে কত রকম লোকের সঙ্গেই মিত্রতা হয়—ঝড়টা যত-ক্ষণ থাকে এরই পীঠের নীচে পড়ে থাকি।

(মদের বোতল হাতে গান্ করতে করতে উদয়ের প্রবেশ।)

উদয়। (গান।)

ও আমার আদরিণী প্রাণ
চলো যাবে গঙ্গাস্নান
হাটখোলাতে তোমায় আনায় খাব পাকা পান—
চলো আদরিণী প্রাণ

উঁহুঁ—এ সুরটই হচ্চে না।

(পুনর্ব্বার গান।)

বকুল গাছে শিমুল ফুল
চাঁদের কাণে হীরের দুল্
বছর ষোলো বয়স হলো চামর চেঁচা চুল।
পায়ে তার যোড়া মল
হাতে বাঙ্কু পলার ফল
তাইরে নারে তাইরে নারে না।

দূর হোক্—এই আমার ধনন্তরি—

(মদ্যপান।)

বর্ব্ব। উ—উ;—অরে আর টিপিস নে তোর পায়ে পড়ি।

উদ। অ্যাঁ—এ আবার কি? এ কি ভূতের দেশ না কি? তুই কি আমায় কচিছেলে পেয়েছিস্, যে চারটে পা দেখ্য়ে ভয় দেখাবি—সমুদ্দুরে সাঁতার দিয়ে, ভূতের ভয়ে কি আঁতকে পড়তে হবে না কি?—বাবা আমি উদয়চাঁদ—

বর্ব্ব। উ—উ—আমায় সাল্লে-চিম্‌টে মাল্লে।

উদ। এটা এই দেশেরই চারপেয়ে মানুস, বাতিকের জ্বর হয়েছে।—কিন্তু আমাদের দেশের বুলি শিখ্‌লে কোত্থেকে?—যাই হোক ব্যাটাকে এর একটুকু খাইয়ে দিয়ে বাঁচাতে হল্যো:—গুরুবাটে নিয়ে যেতে পাল্লে বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হবে।

বর্ব্ব। তোর পায়ে পড়ি—আমাকে আর পেড়াপীড়ি করিস্ নে-আমি এখনি কাট নিয়ে যাচ্ছি।

উদ। এইবার জ্বরের ধমক্‌টা এসেছে তাই এলো মেলো বকচে; বোতল থেকে ফোঁটা কত দিতে হলো; পেটে যদি কখন না পড়ে থাকে ত গলা থেকে নাম্‌তে না নাম্‌তেই সেরে যাবে;—এটাকে বাঁচাতে পাল্লে হয়।

পর্ব্ব। বুঝেছি, তোর কাঁপুনিতেই বুঝেছি, আর বেশিক্ষণ থাক্‌বি নি-বৈজনো তোকে ডাকছে।

উদ। ওরে ও—বর, হাঁ কর; যা খেতে দিচ্চি এমন আর পাবিনে—তোর জ্বরের কাঁপুনিকে এখনি কাঁপিয়ে তুলবে—হাঁ কর ব্যাটা, হাঁ কর—আপনার পর জানিস নে;—ফের হাঁ কর।

তিল। ক্যামন্ হলো। চেনা লোকের মতন্ গলাটা যে! বোধ হচ্চে যেন—কিন্তু সে যে ডুবে মরেচে। রাম রাম এগুলো সকলি ভূত। গুরুদেব রক্ষা কর।—

উদ। আ সর্ব্বনাশ,; চারটা পা, দুরকম কথা-এ যে বড় আশ্চর্য্য জানোয়ার দেখ্‌চি—সাম্‌নের মুখে ভাল বলে, আবার পেছ-নের মুখে গাল দেয়। যদি বোতলের সবটুকু দিলে ভাল হয় তবে তাও কর্‌ব। আয়-তোর ও মুখে একটুকু ঢেলে দি আয়।

তিল। কে ও—উদয়।

উদ। আমার নাম ধরে ডাকে যে, দুর্গা দুর্গা—এটা জানোয়ার নয়-ভূত-পড়ে থাক—ওটাকে ঘাঁটিয়ে কাজ নি।

তিল। উদয় কি? বলি অহে যদি উদয় হও তবে একবার আমায় ছোঁও দেখি আমার সঙ্গে কথা কও দেখি। আমি তিলক-তোমার পরম বন্ধু তিলক।

উদ। যদি সত্যি হও ত বেরয়ে এসো; ছোট দুটো পা ধরে টানি—দেখি যদি তিলক হয়, তবে এই দুটোই তার পা!—আর তাই ত সেই ত বটে। আরে তুই এখানে কোত্থেকে এ কচ্ছপটার পিটের নীচে সেঁধুনি কিসে?

তিল। আমি ভেবেছিনু ওটা মরা-বাজ—পোড়া;—কিন্তু ভাই—উদয় তুমি মরেছিলে নয়?

এখন মনে হচ্চে যেন মরোনি ঝড়টা গেছে কি? আমি ঝড়ের ভয়েই এটার নীচে সেঁধিয়ে ছিনু। সত্যি বল ভাই,জ্যান্ত আছিস্ না মরেছিস্।—উদয়! দেশের লোক দুজন বেঁচেছে—উদয়! দুজন বেঁচেছে—মাগ-ছেলেকে খপর দেবার লোক ছেল না—

আ-বাঁচলুম।

উদ। অহে অমন করে নাড়া চাড়া দিও না—পেট্‌টা বড় সহজ অবস্থা নহে।—

বর্ব্ব। ভেকধারী পরি যদি না হয় ত এরা বড় সরেস লোক;—ইনি ত দেবতা বিশেষ আর সঙ্গে যে টুকু ছিল, সেই টুকুও মধু। আমি ওঁর কাছে একবার ভূমিষ্ঠ হই—

উদ। তিলক তুই ক্যামন্ করে পার হয়েছিস সত্যি বল-এই বোতল ছুঁয়ে বল্।

আমি একটা। মদের কুপোয় বসে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসেছি।

বর্ব্ব। আমাকে দেও-আমি ছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি-যে আজ থেকে তোমারচরণের গোলাম আমি

তিল। আমি সাঁতারে এস্‌ছি—জানত আমি জলের পোকা।

উদ। তবে ধর-এইতে মুখ দিয়ে দিব্বি কর।

তিল। অহে উদয়, আরো আছে—না এই?

উদ। এই কি? গোটা পিপেটাই রয়েছে, কিনারার ওপর একটা পাহাড়ের ভেতর লুকয়ে রেখে এসেছি। যত চাস্ খাস্, জল-ছত্তর কল্লেও ফুরাবে না—ক্যামন রে জানোয়ার তোর বাতিক শ্লেষ্মাটা ক্যামন?

বর্ব্ব। হ্যাঁ গা—তুমি আকাশ থেকে নেমে এসেছ বুঝি।

উদ। না রে না—চাঁদের ভেতর থেকে এসেছি—দেখিস্ নে চাঁদের ভেতর একটা মানুষ বসে থাকে—আমিই সে।

বর্ব্ব। হা, হা—তবে তোমাকে দেখেছি বৈকি। আমার মনিবের একটি মেয়ে আছে সেই তো আমাকে চাঁদের ভেতর তোমাকে দেখ্‌য়ে ছেলো;—সেই একটা হরিং কোলে করে তুমি বুঝি বসে থাক?

উদ। বেস্ বলেচ বাবা, বেস্ বলেছ—আর একটুকু খাও।

তিল। কি জ্বালা এটা ত ভারী গর্দ্দভ দেখ্‌ছি।

বর্ব্ব। এখানকার যত ভাল ভাল যায়গা দেখাব, তুমি আমায় চাকর রাখ্‌বে বলো?

তিল। হা—হা—হা;—দম্‌ফেটে গেল—আর কত হাস্‌বো—ব্যাটাকে ঠেঙাতে ইচ্ছা করচে—কিন্তু জানোয়ারটা মাতাল হয়ে পড়েছে—পাপিষ্ঠ—কদাকার।

বর্ব্ব। কোন্ শালা আর তার চাকরি করবে—ব্যাটা বেধড়ক বজ্জাৎ—বয়ে গেচে কাট বয়ে মরতে—আমি এই ঠাকুরের তল্পি-দার হবো;—ও গো তোমাকে এখানকার সব সন্ধান বলে দেব—কাঠ বয়ে দেব—মাছ ধরে দেব—ভাল মিঠেন জল এনে দেব—আমি তোমারই পায়ের জুতো—

হাড় জুড়োল—খাটুনি গেল,
কলা দেখ্‌য়ে বুনো পালাল—
আর ত যাব না।
থাক্‌গে পড়ে মনিব ব্যাটা,
খুঁজে নিগ্‌গে পারে যটা,
তার কপালে মুড়ো ঝ্যাটা
হা—হা—হা;

তিল। বাপ রে—কি চীৎকার;—এটা কি জানোয়ার হা?

বর্ব্ব। পেয়েছি নূতন মনিব, সুখে থাকুক
আরত যাব না,
আমি আর—আরত যাব না;
মাছ ধরতে, ঘুনি পাত্‌তে ধেউড় কাঁধে করে
আমি ত আর্ ত যাব না।

খুঁজে নিগ্‌গে—অন্যকে সে
কঃ—কঃ—কঃ—কলাটি আমার—
আমি আর ত যাব না।
উদ। বেস্ বাবা—চলো আগে আগে চলো।
[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

বৈজয়ন্তের কুটিরের সম্মুখ ভাগ।

(বৃহৎ এক খণ্ড কাষ্ঠ স্কন্ধে করিয়া বসন্তের প্রবেশ।)

বস। অনেক আমোদাহ্লাদ আছে এ সংসারে
বহু কষ্ট ব্যতিরেকে সম্ভোগ না হয় ;—
কিন্তু সে কষ্টের কষ্ট আনন্দে ঘুচায়।
কার্য্য অনুরোধে কভু উঞ্ছবৃত্তি করে
অসম্ভব ফললাভ অকস্মাৎ হয়—
যে কাজে প্রবৃত্ত এবে, আমা হেন জনে
ইহা কি সম্ভবে কভু ?—কিন্তু ভৃত্য যাঁর,
এ দাসত্ব যাঁর জন্যে—সেই শশিমুখী
মৃত দেহে প্রাণদান, নিরানন্দে সুখ,
করিছেন বিতরণ—আনন্দরূপিণী।
আহা! কি দয়ার দেহ, কোমল হৃদয়া!
যেমন কঠিন হিয়া পিতার তাঁহার
তার শত গুণ দয়া প্রিয়ার আমার।
এইরূপে কাষ্ঠখণ্ড সহস্র গণিয়া
বহিয়া রাখিতে হবে স্তূপেতে সাজায়ে—
হায় কি নিষ্ঠুর আজ্ঞা!—যখনি প্রেয়সী
এসে দেখে এ দুর্দ্দশা, নয়নের জলে
বক্ষঃস্থল ভাসে—আর কেঁদে কেঁদে বলে।
"হেন ভাগ্যে হেন দশা ঘটাইল বিধি।"
করচি কি ভ্রমেতে ভুলে প্রেমের প্রলাপে!
কিন্তু এই সুবোধ চিন্তাই আমার
জীবনের সুধামৃত,—মগ্ন যতক্ষণ
থাকি আমি এ চিন্তায়, শান্তি ভুলি সব।
(নলিনীর প্রবেশ ;—এবং কিঞ্চিৎ দূরে অস্পষ্টভাবে বৈজয়ন্তের প্রবেশ।)
নলি। কি অভাগা! হা অদৃষ্ট!—ওগো ক্ষণকাল
তিষ্ঠ তুমি এই স্থানে—কর ক্লান্তি দূর।
ঘন ঘন ঘর্ম্মবিন্দু ছুটিছে ললাটে—
হায় রে কি পরিতাপ!—বজ্রানলে কেন
দগ্ধ হয়ে ছার খার না হয় এ সব?
দিতেছে যেমন কষ্ট, আগুনে জ্বলিয়া
পুড়ে ছার খার হোক্।—পাঠে মগ্ন পিতা
ওগো এই অবসর দণ্ড দুই কাল
তুমি নিরুদ্বেগে থাক।
বস। হায়! প্রিয়ে—এখনি যে সূর্য্য অস্ত হবে,
আসিবে তিমির নিশি, সন্ধ্যা না হইতে
শ্রম সাঙ্গ করা ভাল।
নলি। ক্ষণেক তিষ্ঠগো তুমি—আমি লয়ে যাই,
থুয়ে আসি কাষ্ঠভার তোমার হইয়ে ;—
দেও, ও বোঝাটি দেও, আমার মাথায়।
বস। না না, হৃদয়েশ্বরি! তাও কি সম্ভবে?
নবনী অধিক অই কোমল অঙ্গেতে
তুলি ব্যথা পাবে, আর আমি রব বসে।
তার চেয়ে পৃষ্ঠদণ্ড খণ্ড হোক মোর—
শিরা, অস্থি মাংশপেশী চূর্ণ হয়ে যাক্।
নলি। এ কাজ করিতে যদি তোমাকেই সাজে,
কি লাজ আমার তবে—আমায় সাজিবে,
তোমা হোতে শীঘ্র আরো পারিব করিতে;
আমার সাধের কষ্ট সহজে সহিব,—
তোমার অনিচ্ছা এতে—কষ্ট হবে কত!
বৈজ। (স্বগত) বোঝা গেছে, বোঝা গেছে—

বিহঙ্গ আমার পড়েছে ব্যাধের জালে।
নলি। আহা তুমি নিতান্তই কাতর হয়েছ।
বস। না, ধনি। না সীমন্তিনি! তুমি হেন শশি
উদয় হয়েছ যবে দুখের নিশিতে,
এ নিশি প্রফুল্লতম উহাই আমার।
প্রিয়ে! নামটি কি?-অন্য ইচ্ছা নাই ওহে
তব নাম লয়ে ধেয়াব পরমেশ্বরে,
তাই এ জিজ্ঞাসা;—প্রিয়ে! নামটী কি?
নলি। নলিনী—
ওমা, আমি কি কল্লেম—পিতার নিষেধ
বিস্মৃত হলেম হায়!
বস। ধন্য ধনি হে নলিনী! এ জগতে তুমি
অমূল্য বস্তুর সার—আশ্চর্য্যের চূড়া,—
হে সুন্দরি! এবয়সে শুনেছি অনেক
কামিনীর কণ্ঠস্বর পীযূষ লহরী,
শ্রবণকুহর ভরে পিপাসা জুড়ায়ে;
দেখেছি নিমেষ শূন্য নয়নে অনেক
রমণীর অপরূপ রূপের মাধুরী;
কিন্তু আহা নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল এমন
একাধারে সর্ব্বগুণ চক্ষে দেখি নাই;
রূপে গুণে সকলেরি কলঙ্কের লেশ
আছে কিছু—তুমি প্রিয়ে স্বর্গের প্রতিমা!
প্রাণেশ্বরি! প্রজাপতি গঠিলা তোমায়
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ গুণ একত্র করিয়া!
নলি। রমণীর রূপ নয়নে হেরি নে;
আপনার প্রতিবিম্ব হেরেছি দর্পণে;
পুরুষও দেখেছি যাহা অধিক তা নয়—
পিতা আর তুমি ভিন্ন—তুমি হে সুহৃৎ-
অন্যে কভু দেখি নাই;—অন্যত্র কিরূপ
মানবের অবয়ব তাহাও জানিনে;
কিন্তু কহিতেছি সত্য কৌমারের নামে—
যে কৌমার সবে মাত্র সম্পদ আমার—
তোমার সঙ্গিনী ভিন্ন পৃথিবী ভিতরে
অন্য কারো অনুগামী হোতে ইচ্ছা নাই,
ভেবেও পাইনা ধ্যানে তুলনা তোমার।
কিন্তু বৃথা কেন এত প্রগল্‌ভা হতেছি,
বারংবার ভুলিতেছি পিতার নিষেধ।
বস। প্রাণের নলিনি!—আমি রাজার তনয়;
অথবা নৃপতি বুঝি হয়েছি এখন—
আমি কি হে করিতাম দাসত্ব স্বীকার,
জঘন্য এমন বৃত্তি?—নিকটে আসিতে
পারিত কি এইরূপে মক্ষিকা সকল?
শুন বলি মন খুলে, কি হেতু হে তবে,
এ দাসত্ব করি আমি—কি হেতু মস্তকে
বহি, এ কষ্টের ভার—ও চন্দ্রবদন—
কি সুধা যে আছে হোতা বুঝিতে না পারি
দেখিলাম যে মুহূর্ত্তে অমনি পরাণ
ছুটিল তোমার অই চরণ সেবিতে;
তোমারি জন্যেতে প্রিয়ে দাসত্ব আমার।
নলি। আমারে কি ভাল বাস?
বস। চন্দ্র, সূর্য্য, বসুন্ধরা—সাক্ষী হও সবে,
সত্য যদি বলি তবে বাঞ্ছাসিদ্ধি করো,
প্রতারণা মিথ্যা যদি থাকে এ কথায়,
তবে যেন আশা তৃষ্ণা সব মিথ্যা হয়,—
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সবার উপরি,
ভালবাসি, ভক্তি করি, তোমায় সুন্দরি!
নলি। হায় রে অবোধ মন—আনন্দ সংবাদে
কাঁদিতেছি কেন আমি!
বৈদ্য। আজি এ দোঁহার প্রেম জগতে দুর্ল্লভ
একত্র মিলন হলো!—হে ত্রিদিববাসী,
প্রসন্ন হইও দেব, এদের-সন্তানে!
বস। কাঁদ কেন?
নলি। কাঁদি, নাথ, আপনারি হীনতা ভাবিয়ে;
মনে করি দিয়ে যাহা পূরাই বাসনা,
মনে করি নিয়ে যাহা জুড়াই জীবন,
দিতে নারি, নিতে নারি, সাহস করিয়া
দূর হোক এ কথায়—বৃথা এ সকল।
গোপন করিতে চাই যতই ইহাতে

ততই প্রকাশে আরো মনের বেদনা
যাবে লজ্জা, কপটতা, দূর হয়ে যা,
এসো সরলতা দেবি, বসো রসনায়,
মনের বাসনা যাহা প্রকাশিয়া দেও।—
হৃদয়-বল্লভ তুমি আমি ভার্য্যা তব
যদি হে সম্মত হও—নতুবা তোমার,
দাসী হব যতকাল পরাণে বাঁচিব,
সম্মত না হোতে পার, সঙ্গিনী করিতে
কিঙ্করী করিতে কিন্তু নারিবে এড়াতে।

স। প্রিয়তমে প্রাণপ্রিয়ে!—তোমারি হে আমি
থাকিলাম পরাশ্রিত জন্ম জন্মকাল।

নলি। তবে তুমি পতি হলে?

বস। কারাবন্দী ব্যগ্র যথা বন্ধন ত্যজিতে,
তেমতি আগ্রহ সহ, হলাম তোমারি,
এই পর করশাখা দিলাম, প্রেয়সি!

নলি। আমারো পরাণ, আমি, অহে প্রাণনাথ!
দিলাম ইহারি সঙ্গে;—বিদায় এখন,
অর্দ্ধ দণ্ড পরে এসে করিব সাক্ষাৎ।

বস। বিদায়—জীবেতেশ্বরি! (আলিঙ্গন)।

(উভয়ের প্রস্থান।

বৈজ। (স্বগত)
আহ্লাদ বিস্ময়ে এরা মোহিত হয়েছে;
না সম্ভবে এ আনন্দ আমারে কখনো,
কিন্তু মম অদৃষ্টেতে হবে নাক আর
এমন সুখের দিন!—এখন পাঠেতে
বসিয়া করিগে পুনঃ অগ্র আয়োজন;
হবে শীঘ্র সমাপিতে, সন্ধ্যা না হইতে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

(বর্ব্বট, উদয় এবং তিলকের প্রবেশ।)

বর্ব্ব। কর্ত্তা, আজ্ঞা হয় ত আমার সেই কথাটা বলি।

উদ। শুনবো বই কি, বল্; হাঁটু পেতে বোস্, বসে, যোড়হাত করে বল্—ওমরাও সাহেবদের কাছে খোসামুদে ওমেদওয়ার বাবুরা যেমন্ করে বলে, তেমনি করে বল্,—ধর, আগে একটুকু খেয়ে নে।

তিল। অহে! ওটাকে আর দিও না; ব্যাটা মরবে যে—চোক দুটো বসে গেছে।

উদ। অহে! ও কি তেমনি জানোয়ার্—আজকাল ভাল মানুষের ছেলেদের দুচার বোতল ওল্‌টমেই কিছু হয় না, তা এই আর মানুষ আর জানোয়ারটার এতে কি হবে!—অ্যাঁ, তার পর?

তিল। ও কি।—ও হলো না,—ওমরাও সাহেব সুবোরা ওমেদওয়ার বাবুদের যেমন করে দু এক ঘা জুতোর গুঁতো দিয়ে আলাপ-কুশল করে, তেম্‌নি ধারা দু এক ঘা দেও, তবে ত হবে।

বর্ব্ব। তোকে দু এক ঘা দিগ;—এই দেখ, আমিই না হয় দু এক ঘা দি।

তিল। পাজি—বজ্জাৎ—যত বড় মুখ্ তত বড় কথা।

বর্ব্ব। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে-আমায় গালাগালি দিচ্চে—কর্ত্তামশায় ওকে তুমি কিছু বল্‌বে না?

উদ। ওহে তিলক থেমে যাও, সাবধানে কথা-বার্ত্তা কও। ও আমার ভৃত্য, অপমানের

কথা সইতে পারে না।—বল্ তুই কি বল্‌ছিলি বল্।

(অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ।)

বর্ব্ব। বলেছিই ত, আমি একজন নিষ্ঠুর পাষণ্ডের হাতে পড়েছি;—সে বেটা ভেল্কী জানে আমাকে যাদু করে ফাঁকি দিয়ে আমার হাত থেকে এই রাজ্যটা কেড়ে নিয়েছে।

সুমা। দূর—মিথ্যুক্।

বর্ব্ব। তুই মিথ্যুক্—তোর বাপ্ মিথ্যুক—দাঁতকেলানে বাঁদর।

উদ। তিলক! ফের যদি ওর কথায় বাগড়া দেও ত এক কিলে দুপাটী দাঁত উপড়ে ফেল্‌ব।

তিল। আমি ত কিছুই বলি নি।

উদ। তবে চুপ্ কর;—বল্ তুই বল্।

বর্ব্ব। সেই হাড়্‌পেকে বাজীকর ভেল্কী করে আমার হাত থেকে রাজ্যটা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে;—তাকে যদি জব্দ কর্‌তে পার;—আমি জানি তুমি পারবেই—ও পোড়ার মুকো হনুমানের মতন ত নয়—ভয়েই অস্থির।

উদ। ঠিক্, ঠিক্ তা বই কি।

বর্ব্ব। তা হলে তুমিই এখান্ কার রাজা আর আমি তোমার মোড়ল্ হবো।

উদ। তাইত রে—ক্যামন্ করে সেটা হয় বল্ দেখি—একবার তাকে দেখাতে পারিস্?

বর্ব্ব। মশাই গো এক্ষণি, এক্ষণি;—সে ঘুমুয়ে থাকবে, আর আমি তোমাকে তার কাছে ছেড়ে দেব-কাছে না গিয়ে মাথায় এক ঘা গুলবসান লাঠি আচ্ছা করে বসুয়ে দিলেই—

সুমা। তোর বাপের সাধ্যি—ব্যাটা মিথ্যুক!

বর্ব্ব। আ মলো—এটা কি নচ্ছার। দূর কচুখেকো—কলা পোড়াটা খাও,—মশায় একে ঘা কত দেও ত, আর ঐ বোতলটা কেড়ে নেও ত। ব্যাটা বোদা জল খেয়ে মরবে এখন—কোন্ শালা ওকে পাহাড়ের ঝরণা দেখয়ে দেবে।

উদ। তিলক আর বাড়াবাড়ি না;—ফের যদি আধ খানি কথা মুখে আন ত মাইরি বল্‌চি, মাথাটা কিলিয়ে আট খানা করে ফেল্‌ব।

তিল। কই আমি কি বল্‌চি—কিছুই ত বলি নি—কাজ নেই বাবু সরে দাঁড়াই।

উদ। কান বল্লিনে যে ও মিছে কথা বল্‌চে।

সুম। তুই মিছে কথা বল্ ছিস্।

উদ। আমি? হাঁারা শালা, আমি?—তবে এই দ্যাখ্ (মুষ্টি প্রহার)—ক্যামন, আর একবার বলে দেখ না, আমি মিছে কথা বল্‌চি?

তিল। কই এমন কথা ত আমি বলিনি। কাণের মাথা খেয়েছ-বোতলটার মুখে আগুন; মদ খেলে এমনিই হয় বটে—বাপ ভাই জ্ঞান থাকে না; তোমার হাতে কুড়িকুষ্টি হয় না; আর এই পাজি নচ্ছার কাণকাটা টাকে যমে ধরে না?

বর্ব্ব। হা—হা—হা!

উদ। বল্ তুই বল্, যা তুই সরে দাঁড়া।

বর্ব্ব। বেস্ বেস্ ভাল করে ঘা কত দেও তার পর আমিও একবার উত্তম মধ্যম করব।

উদ। যাও সরে দাঁড়াও।—বল্ তুই বল্—তার পর।

বর্ব্ব। সে প্রত্যহ দুপর বেলা ঘুমোয়; সেই সময় না গিয়ে, পুঁথি গুলো সরুয়ে ফেলে, মাথায় ঘা কত লাঠি, না হয় পেটে একটা বাঁশের ডগালি, না হয় ত তোমার ঐ ছোরাখানা দিয়ে গলাটা দুচির কল্লেই অক্কা পাবে। কিন্তু সাবধান আগে তার

সেই পুঁথি গুলো সাত করতে হবে, সে গুলো না থাকলে আমিও যেমন মন্দ, সেও তেমনি। সে ব্যাটা সর্ব্বাঙ্গেরই দুচোখের বিষ—কিন্তু সাবধান পুঁথিগুলো আগে পুড়িয়ে ফেলো; সেই গুলোতেই ব্যাটার বেতালসিদ্ধি; তাই থেকে কি বিড় বিড় করে পড়ে, আর একবারে দু শ, চার শ ভূত, প্রেত, দানা, দক্ষি এসে উপস্থিত হয়-আর যা বলে তাই করে।-আবার তাও বলি, তার যে একটি মেয়ে আছে যেন টুকটুকে মাকাল ফল।—আমি ত মেয়ে মানুষ কখন দেখিনি-কেবল ত্রিজটা মাকেই দেখেছি—তা মনে হয় যেন আকাশ পাতাল তফাৎ।

উদ। অ্যাঁ বলিস্ কি? অ্যামন সুন্দরী।

বর্ব্ব। মাইরি বলছি;—সে তোমারই উপযুক্ত—বিছানা আলো করে থাকবে—আর সোণার চাঁদ সব ছেলে বিয়োবে।

উদ। অরে কচ্ছপদাস, আমি সে ব্যাটাকে মারবই মারব; আর সেই সুন্দরীকে (হরি হরি) রাণী করে, এখানকার রাজা হব। তুই আর তিলক দুজন আমার সুবেদার হবি; ক্যামন্ তিলক এতে মত আছে ত!

তিল। তুমি যা বল্‌ছ, তার কি আর অন্যথা!

উদ। তাইত বটে এসো একবার কোলাকুলি করি;—তোমার গায়ে হাত তুলে কাজটা ভাল করিনি; অমন ধারা এলো মেলো আর কখন বকো না।

বর্ব্ব। তবে আর দেরি ক্যান—সে এখনি ঘুমবে—চল যাই।

(অন্তরীক্ষে গান বাদ্য)

উদ। ও কি?

তিল। তাই ত—কেও—কেউ কোথাও নেই—এ যে—

উদ। কেরে তুই? হাত পা থাকে ত এখনি দেখা দে,আর না হয় ত এই যমের বাড়ি যা

(শূন্যে অস্ত্রাঘাত)

তিল। গুরুদেব, রক্ষা কর!

উদ। মনে ত আর কোন শালার কর্জ্জ শুধ্‌তে হবে না;—তা ভয় কি—দুর্গা দুর্গা।

বর্ব্ব। তোমরা ভয় পেয়েছ না কি?

উদ। না রে বর্ব্বট, আমি না——

বর্ব্ব। ভয় কি গো; এ দেশেতে শব্দ মনোহর
হয় নিত্য দিবানিশি গীত বাদ্যধ্বনি,
কখন কঠোর, কভু মধুর ঝঙ্কার,
অনিষ্ট ঘটে না তাতে, সুধাবৃষ্টি হয়;
কভু বাজে শত শত বেহালা সেতার
মৃদু মৃদু মধুস্বরে;—কভু ধীরে ধীরে
ললিত কণ্ঠের স্বর শ্রবণ জুড়ায়।
জাগি যদি নিদ্রাভঙ্গে, নিদ্রালু করিয়া
করে দেহ অবসন্ন নিদ্রায় আবার।
স্বপনে কতই দেখি আশ্চর্য্য অদ্ভুত—
গগন ফাটিয়া যেন হীরক কাঞ্চন
ঢালে শিরে রাশি রাশি—যেন বা কখন
অমরাবতীর দ্বার দেখায় খুলিয়া।
নিদ্রাভঙ্গ হলে আর কিছুই থাকে না।
কাঁদি কত সেই স্বপ্ন দেখিতে আবার।

উদ। বাহবা, বড় মজার রাজত্ব পাব—নিখরচায় গান বাজনা শুনব—বহুত আচ্ছা।

বর্ব্ব। বৈজ্ঞনোকে মাল্লে তার পর ত।

উদ। সে ত হবেই; রয়ে, রয়ে—সে কথা ভুলিনি, মনে আছে।

তিল। অহে ঐ শব্দটা চলে যাচ্চে, চলো আমরাও ওর সঙ্গে সঙ্গে যাই—তার পর দেখা যাবে।

উদ। চল্‌রে বর্ব্বট, চল্—এগো। আমি

এই বাজ্‌য়েকে একবার দেখ্‌তে পাই,
বাহবা ক্যামন বাজাচ্চে।

তিল। উদয় যাবে ত এগও, আমি তোমার পেছু পেছু যাই।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বীপের অন্য এক ভাগ।

(চিত্রধ্বজ, মন্ত্রী প্রচেতা, রূপ এবং অনন্ত প্রভৃতির প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন—আমি আর পারিনে; আমার জীর্ণ অস্থিগুলো জর জর হয়েছে; হাত,পা, কোমর, যেন ভেঙে পড়চে; আমি এক টুকু না বস্‌লে আর চল্‌তে পারি নে।

চিত্র। বৃদ্ধমন্ত্রি, তোমাকে দোষ দেব কি, উৎসাহভঙ্গ হয়ে আমিই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি বসো একটুকু বিশ্রাম কর। এই খানেই আশা ভরসা পরিত্যাগ কল্লেম; মিছে আর কেন ঘুরে বেড়ান; যার জন্যে এত কষ্ট, সে সমুদ্রে ডুবেছে, পৃথিবীতে অন্বেষণ কল্লে আর কি হবে;—হা পুত্র!

অন। (জনান্তিকে) যত হতাশ্বাস হয় ততই ভাল;—অহে রূপ, একবার ব্যর্থ হয়েছে বলে সঙ্কল্পটা ছেড়ো না।

রূপ। ফের একবার সুযোগ পেলে হয়, এবার আর এড়াবে না।

অন। তবে আজ রাত্রেই;—কেন না, ওরা পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—আজ তত সজাগ থাক্‌বে না।

রূপ। ভাল,তবে আজই।—থাক্ আর ও কথায় কাজ নাই।

(গম্ভীর অদ্ভুত বাদ্যধ্বনি; এবং অদৃশ্যভাবে শূন্যে বৈজয়ন্তের প্রবেশ।—অন্নব্যঞ্জনের পাত্র হস্তে নানাবিধ অদ্ভুতাকার লোকের প্রবেশ। অন্নব্যঞ্জনের পাত্রাদি রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য এবং নম্রভাবে আকারেঙ্গিতে রাজকে ভোজনে আহ্বান করিয়া সকলের প্রস্থান।)

চিত্র। অহে অমাত্য, শোনো—এ আবার কিরূপ বাদ্য!

মন্ত্রী। আহা—অতি আশ্চর্য্য—চমৎকার!

রূপ। এমন্ তামাসা ত কখন দেখি নাই—এ কি অসম্ভব। কারো মুখে শুন্‌লে, এ সব কি বিশ্বাস হতো? কিন্তু এখন্ আর কিছুতেই অপ্রত্যয় করব না,—বুকে মাথা, কন্ধকাটা প্রভৃতির যে সব গল্প শোনা গিয়েছে, তা এখন ত সকলিই সত্য মনে হয়। বোঝা গেছে, দেশ বিদেশ না বেড়িয়ে, সোণার-বেণেদের মত মাগমুখো হয়ে বসে থাক্‌লেই, কুঁজড়ো হয়ে যেতে হয়।

মন্ত্রী। কি আশ্চর্য্য! গুজ্‌রাটে গিয়ে এ কথা বল্লে কি কেউ প্রত্যয় যাবে যে, অমুক দেশে এরূপ কিম্ভূতকিমাকার মানুষ দেখে এসেছি? কথা ত মিথ্যা নয়—এরা ত এই দেশের লোক বটে। যাই হউক, আকার অবয়বে যতই কেন বিকৃতাঙ্গ হউক না, সভ্য জাতি বলে যত জাতি গর্ব্ব করেন, তাদের অনেকের চেয়ে এরা সহস্র গুণে ভদ্র।

বৈজ। (জনান্তিকে) সাধুপুরুষ—যা বলচ সত্যই বটে;—কেন না উপস্থিত যে কজনের মধ্যে তুমি বসে রয়েছ, এরা সকলেই নরাধম দুর্ম্মতি।

চিত্র। তাই ত আমি কিছুই ভেবে উঠ্‌তে

পার্‌চি নে ; এমন্ আকৃতি এমন্ অঙ্গভঙ্গি এমন্ শব্দ—কথা না কয়ে এরূপ সদালাপ ত কোথাও দেখি নি !

বৈজ। (জনান্তিকে) এখন না হে—এখন না—যাবার সময় যত পার সুখ্যাতি করো।

অন। ক্যামন আশ্চর্য্য রূপে মিল্‌য়ে গেল !

রূপ। যাক না কেন—আহার সামগ্রী গুলো ত রেখে গেছে, আর আমাদের ক্ষুধা নেই, তাও ত নয়। মহারাজ যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয়।

চিত্র। না—আমি ত না।

রূপ। ভয়ের কারণ নাই ;—যখন আমাদের গোঁপদাড়ি ওঠেনি, তখন কত কথাই অলীক, অসম্ভব, গালগল্প মনে করতুম; এখন ত স্বচক্ষেই সব দেখ্‌লেন। রাক্ষস পিশাচ দানা দত্যিদের যে সব কথা শোনা যেতো সে সব পাহাড়ী বুনো ব্যক্তিরেকে আর কিছুই নয়।

চিত্র। কপালে যাই থাক্—আহার করি;—না হয় এই আমার শেষ আহার হবে। সুখের দিন যা, তা ত ফুরায়ে গেছে !-ভাই রূপ—কঙ্কন ভূপতি অনন্ত-এসো তোমারাও এসো।

(বজ্রনাদ এবং বিদ্যুৎ। রাক্ষস বেশে সুমালী পক্ষির প্রবেশ, এবং অকস্মাৎ অন্নব্যঞ্জন অদৃশ্য হইল।)

সুমা। স্বজাতি হিংস্রক, অরে পাপী তিন জন !
ইহকালে সুখভোগ নাহিরে তোদের ;—
অদৃষ্টই মূলাধার, এ মহীমণ্ডলে;
যেমন দুষ্ক্রিয়া তার উপযুক্ত ফল
পেয়েছিস এত দিনে।—সর্ব্বগ্রাসী দেব
সাগরও তোদের নিজ উদরে না ধরে,
উগারি ফেলেছে এই জনশূন্য দ্বীপে,
লোকালয়ে থাকিবার অযোগ্য ভাবিয়ে।

(রাজা, রূপ প্রভৃতি কর্ত্তৃক অসি নিষ্কোষিত করা এবং তদ্দৃষ্টে সুমালীর উক্তি।)

সুমা। হতভাগা জন যত এইরূপে বটে
আপনার মৃত্যুবাঞ্ছা আপনিই করে ;
আত্মঘাতী হয় কেহ রজ্জুতে ঝুলিয়া,
কেহ বা, সলিলে ডোবে ; অরে ও নির্ব্বোধ
নিয়তির দূত মোরা, ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
ভ্রমণ করি আমরা ;—এ দেহে কি হয়
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাত ;—যে ধাতুনির্ম্মিত
তোদের এ করবাল ; উহাতে যেমন
বায়ুতে আঘাত করা, কিম্বা জলদেহে,
আমারো দেহেতে ওর প্রহার তেমতি ;
পক্ষটিও খসিবে না উহার আঘাতে—
অনুচরগণও মম অভেদ্য সকলি ;
আঘাতের সম্ভাবনা যদিও থাকিত,
দেখ্‌তো ফুরায়ে গেছে—নিস্তেজ শরীর
অস্ত্র উঠাইতে এবে সামর্থ্যবিহীন।
শোন্ বলি—(এই কথা কহিতেই আসা)
বৈজয়ন্ত সাধু ছিল কঙ্কন ভূপতি,
তোরা তিন জনে মিলি তাড়াইলি তায়,
অকূল সাগরজলে করিলি নিক্ষেপ,
বালিকা কন্যার সহ তারে ভাসাইলি ;
তারি পুরস্কার ইহা, স্বর্গবাসী যত
(ভুলিবার নয় তাঁরা) এত দিন পরে,
বৈমুখ তোদের প্রতি ; তাঁদেরি আজ্ঞায়
ক্ষিতি তেজ, বায়ু আদি জীবজন্তু যত
সকলে করিছে এবে তোদের বৈরিতা।
সেই পাপে, চিত্ররথ, নির্ব্বংশ হইলি,
হারালি প্রাণের পুত্র ; আরো মনস্তাপ।
পাবি তুই যতদিন থাকিবি সংসারে ;
দিন দিন যাতনায় হবে আয়ুঃক্ষয়—
অকস্মাৎ মরণের সুখও না ভুঞ্জিবি।
তাঁদের আজ্ঞায় আমি দিলাম এ শাপ।
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁদের

ক্রোধানল নিবারণ করিবার হেতু
অকৃত্রিম অনুতাপে হৃদয় শুষিয়া
পাপ পথ পরিত্যাগ কর ভবিষ্যতে,
ইহা ভিন্ন নাহি আর—না করিবি যদি
অনন্ত যাতনা তবে পাবি পদে পদে।

(বজ্রনিনাদ এবং পরির অদৃশ্য হওন, পরে মৃদু বাদ্যধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত বিকৃত শরীরীদের প্রবেশ এবং ভোজন পাত্রাদি লইয়া প্রস্থান)

বৈজ। বেস্ বাবা সুমালি বেস্—এই রাক্ষসের আচরণটা অতি পরিপাটি হয়েছে, তোমার অনুচরেরাও যার যে কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করেছে। এত দিনে আমার কুহকশিক্ষা সার্থক হলো, শত্রুপক্ষ সকলেই হস্তগত এবং উন্মত্ত প্রায় হয়েছে।—দুর্ম্মতিরা কিছুকাল এই যন্ত্রণা ভোগ করুক;—আমি এক্ষণে রাজকুমার বসন্ত' এবং প্রাণাধিকা নলিনীর নিকট গমন করি।

(বৈজয়ন্তের শূন্য হইতে প্রস্থান।)

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ কি হলো!
অমন্ করে উর্দ্ধনেত্রে হয়ে দাঁড়ায়ে ক্যান?
হা জগদীশ্বর!

চিত্র। ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!—শুনিলাম কাণে,
সাগর-তরঙ্গ-যেন হুঙ্কারি কহিল,—
সমীরণ সেই কথা নিনাদিল যেন,
বজ্রনাদ গভীর ভৈরব ভীমনাদ
শুনাইল বৈজয়ন্ত ভূপতির নাম;
তাই বলি প্রাণাধিক বসন্ত আমার
ডুবেছে সমুদ্রজলে, এ জন্মের মত;—
যাই তবে আমিও সে অতল সলিলে,
কর্দ্দম শয্যায় পুত্র পড়িয়া যেখানে।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান।)

রূপ। আসে যদি একে একে, সহস্র রাক্ষসে
একা পারি বিনাশিতে!

অন। আমি হই সহকারী তবে সে যুদ্ধেতে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

মন্ত্রী। হতাশ্বাস, উন্মত্ত হয়েছে,
মনোগত পাপ এবে জ্বলিছে অন্তরে;
কালব্যাপী বিষ যথা কাল বিলম্বিতে।—
দ্রুতগামী যত জন আছ হে তোমরা;
যাও দ্রুত পাছে পাছে—নিবারণে ত্বরা
না জানি কি কোরে বসে উন্নত প্রমাদে

প্রচে। এসো হে সকলে এসো।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তের কুটীরের সম্মুখ ভা৲ন।

(বৈজয়ন্ত এবং বসন্তের প্রবেশ।)

বৈজ। কঠিন যাতনা বাপু দিয়াছি তোমায়;
কিন্তু তার বিনিময়ে তেমতি দুর্লভ
দিয়াছি অমূল্য ধন প্রাণের দুহিতা;
সংসারের সার বস্তু জীবন আমার;'
এই ধন পুনর্ব্বার করি সম্প্রদান।
বুঝিতে তোমার প্রেম, এত যে যাতনা
দিলাম অশেষ ক্লেশ, সহিলে যে সব,
দেখাইলে প্রণয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা।
সাক্ষী হও সুরবৃন্দ করি সম্প্রদান।
অমূল্য দুহিতা-রত্ন দুর্লভ জগতে।

হেসো না হে যুবরাজ পশ্চাতে জানিবে
শত মুখে বাখানিয়া ফুরাতে নারিবে।
বস। অপ্রত্যয় এ কথায় হবে না আমার,
আকাশবাণীতে যদি বিপরীত কয়।
বৈজ। দিলাম হে ধর তবে মম উপহার,
আমার দুহিতা-রত্ন—মহা যত্নে তুমি
করেছ যা উপার্জ্জন ধর সেই ধন
কিন্তু যদি হোম যাগ বিধানের আগে
কৌমার-কলিকা চূর্ণ করহ উহার,
করিলাম অভিশাপ, তবে এ বিবাহে
ফুটিবে না প্রণয়ের সুরভি কুসুম,
ফলিবে না প্রেমতরু, ক্রমে শুকাইবে;
বন্ধ্যা রবে চিরকাল কলহ বিবাদে,
বিষদৃষ্টি দোঁহাকার দোঁহারে পুড়াবে;
জন্মিবে কণ্টকরূপ ঘৃণা, মনান্তর,
এ বিবাহে পরিণামে গরল উঠিবে।
বস। ঘোর অন্ধকার পুরী নিবিড় কানন,
দিবস, রজনী, কিবা সময় সুযোগে,
এ ভাবের ভাবান্তর—ভ্রমে যদি কভু
ভুলি এ পবিত্র প্রেম মদনের মদে,
তবে যেন যত আশা কামনা করেছি
ভুঞ্জিতে প্রণয়-সুধা দীর্ঘজীবী হয়ে,
হৃদয়ের জ্যোৎস্নারূপ সন্তানে হেরিতে—
সব যেন ভস্ম হয় দাবদগ্ধ প্রায়।
বৈজ। সাধু, পুত্র, সাধু, সাধু—একত্রে দুজনে
বসো বাপু এই স্থানে কর সদালাপ;
তোমারি এখন এই দুহিতা আমায়।—
সুমালি!—কোথা'রে, তুই, আয় বাপ আয়
সুমালি!— (পরির প্রবেশ।)
সুমা। এই যে এসেছি প্রভু।
বৈজ। বেস, বাপ, বেস;
রাক্ষসের কৌতুকটী অতি পরিপাটি
দেখায়েছ অনুচর পরিগণ সহ,
তাহারাও দেখায়েছে অদ্ভুত কৌশল।
সেইরূপ আর এক আশ্চর্য্য কৌতুক
দেখাইতে হবে পুনঃ, আছি প্রতিশ্রুত
কন্যা জামাতার কাছে যাও শীঘ্র যাও,
দলবল সঙ্গে লয়ে শীঘ্র এসো ফিরে;
যাও শীঘ্র যাও।—
সুমা। যাব তড়িতের ন্যায় আসিব চকিতে।
বৈজ। বাপ্ আমার যাও শীঘ্র এসো শীঘ্র ফিরে
দেখো আমি না ডাকিলে, এসো না নিকটে
সুমা। বুঝেছি বুঝেছি, আর বলিতে হবে না
[প্রস্থান।]
বৈজ। সাবধান দেখো যেন সত্য রক্ষা হয়।
প্রমত্ত বিলাসে অত অধৈর্য্য হইও না;
হৃদয়ে জ্বলিলে শিখা, সহস্র শপথ
তৃণতুল্য দগ্ধ হয় তিলার্দ্ধ ভিতরে;
ধৈর্য্য ধর, নতুবা যে সঙ্কল্প করেছ
ব্রাহ্মণায় নম বলি কর উদ্‌যাপন।
বস। ভয় নাই মহাশয়, শোণিত উত্তাপ
শীতল করিতে স্নিগ্ধ প্রণয়ের বারি
হৃদয়ে রেখেছি তুলে—সতীত্ব যেমন
পতিহীনা রমণীর হৃদয় মাঝারে।
বৈজ। সাধু—সাধু!—
সুমালিরে আয় তবে বেশ ভূষা করে।
কথাটি কইও না কেহ দেখ স্থির হয়ে।
(লক্ষ্মী এবং চপলার বেশে দুই জন
পরির প্রবেশ।)
লক্ষ্মী। ও গো চপলা, ভাল আছিস ত?
স্বর্গের সকলে ভাল আছেন ত?—
তোদের রাণী শচী কোথায়? রতি এবং
কামদেব এখন কি তাঁর কাছেই থাকে,
না সেই বিবাদ উপলক্ষ করে অমরাবতী
পরিত্যাগ করেছে?
চপ। আপনি ভাল আছেন?—বৈকুণ্ঠনাথের
প্রসন্নভাব? আমাদের সকল মঙ্গল বটে,
অমরনাথের সঙ্গে মন্মথের যে মনান্তর

হয়েছিল, ভাগ্যি ভাগ্যি মিটে গিয়েছে—এখন রতির সঙ্গে তিনি অমরাবতীতেই আছেন।

লক্ষ্মী। ওরে চপলে শচীর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হয়েছে, অনেক দিন দেখা হয় নি, তুই একবার তাঁরে সমাচার দিয়ে আয় না;—তুই ত পলকে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে পারিস। ইন্দ্রধনুরূপ ছটা মাথায় দিয়ে মেঘের কোলে কত খেলাই খেলাস—যা না একবার। কিন্তু দেখিস বিলম্ব করিস্ নে—মেঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তোর ত আর কিছুই মনে থাকে না। শচীবুতি, যা একবার যা।

চপলা। আর যেতে হবে না, অই তিনি আস্‌ছেন।

লক্ষ্মী। তাই ত, শচীই যে! চলনেই টের পেয়েছি। স্বর্গের রাণী না হলে, অমন সদর্প পদবিন্যাস আর কার?

(শচীর প্রবেশ।)

শচী। কেও নারায়ণী।—শ্রীকান্তের কুশল? আজ আমার সুপ্রভাত, কতদিনের পর সাক্ষাৎ হলো। অমরনাথ সে দিনও তোমাদের কথা বল্‌ছিলেন—আমাদের একবারে ভুলে গেছেন। অমরাবতীতে ত আর পদার্পণ হয় না।—তবে এখানে কি মনে করে?

লক্ষ্মী। এই নববিবাহিতা দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি। চল দুজনে গিয়া আশীর্ব্বাদ করে আসি।—এ দুটী অতি পুণ্যাত্মা।

শচী। চল, চল।

লক্ষ্মী। (ধান দূর্ব্বা লইয়া)

করি আমি আশীর্ব্বাদ, থাক দোঁহে নিরাপদ,
অচলা ভাণ্ডারে থাক ধন!
সুবৃষ্টি পালিত ধরা, তরুলতা ফলে ভরা,
শস্য ভার করুক বহন।
বসন্ত নিয়ত বাস, পরিয়া কুসুমবাস,
আসিয়া থাকুক ধরাতলে
দেখ সন্তানের মুখ ঘুচুক সকল দুখ,
পাল অন্নে দরিদ্র কাঙাল।
এই আশীর্ব্বাদ লও জন্ম জন্ম সুখী হও,
নারায়ণে ভেবো ইহকালে।

শচী। অনন্ত যৌবন, লভ দুইজন,
রাজ্য সুশাসন প্রজার পালন
সদানন্দ মন, কর সর্ব্বক্ষণ
নিরাপদে কাল হর;
বিপক্ষের কাল, স্বপক্ষের বল্
প্রতাপে প্রবল, দেশমুখোজ্জ্বল্
সম্প্রতি কুশল, প্রণয়ে সরল
ঐশ্বর্য্য কিরীট পর;
অই আশীর্ব্বাদ করি নিরাপদ
অতুল সম্পদ, আহ্লাদ আমোদ
লয়ে থাক নারী নর!

বস। অদ্ভুত কৌতুক ইহা দৃশ্য মনোহর,
সুশ্রাব্য মধুর ভাষ শুনিতে কোমল;
বুঝিবা ইহারা সবে হবে দেবযোনি!

বৈজ। দেবযোনি বটে এরা—অন্ধকূপ হতে
মন্ত্র বলে আনিয়াছি রহস্য দেখাতে।

বস। ইচ্ছা হয় এই স্থানে থাকি চিরকাল!
এ হেন অদ্ভুত মায়া, প্রবল শশুর—
হবে এ কৈলাসধাম কিম্বা স্বর্গপুর!

বৈজ। থামো বাপ, কাণে কাণে লক্ষ্মী আর শচী
পরামর্শ করিতেছে অতি মৃদুস্বরে,
আরো বুঝি হবে কিছু;—
(স্বগত) প্রায় বিস্মরণ
হয়েছিনু দুষ্টমতি বর্ব্বটের কথা;
ষড়যন্ত্র করেছে সে বধিতে আমারে,
সহকারী দস্যুসহ, দুরাত্মা পামর;
এতক্ষণ বুঝি তারা এসেছে কুটীরে!

(পরিদিগের প্রতি)

পরিপাটী রহস্যটি হয়েছে হে বাপু,
এখন গমন কর সকলে স্বস্থানে।

বস। হঠাৎ এরূপ কেন হলেন উতলা ?
দেখ প্রিয়ে, পিতা তব ক্রোধেতে অধীর
হয়েছেন অকস্মাৎ !

নলি। তাই ত গা, কেন হেন ? কখন ত আগে
দেখি নাই ক্রোধানলে জ্বলিতে এমন !

বৈজ্ঞ। অহে বাপু ভয় নাই, স্থিরচিত্ত হও ;
লীলা হলো সমাপন !—এ রঙ্গভূমিতে
সেজেছিল যত পরি করি নটবেশ,
বায়ুর পুত্তলি তারা মিশিল বায়ুতে—
মিশিয়া হইল লীন তরল আকাশে !
হবে লীন এইরূপে, ইহাদের মত,
মাটীর পুত্তলি যত মানব এ ভবে ;
পাষাণের অট্টালিকা অভ্রভেদী চূড়া,
দেউল, মন্দির, মঠ, উন্নত শরীর,
রাজ-নিকেতন কিম্বা দেব-অট্টালিকা
আভাময়ী, রত্নময়ী—চূর্ণ হয়ে যাবে !
এই হে মহীমণ্ডল ফণীন্দ্র আসনে,
পয়োধি, পর্ব্বত, বৃক্ষ, প্রাণিবৃন্দ সহ,
এও ধ্বংস হবে শেষে—চিহ্নটিনা রবে !
অসার স্বপ্নের ন্যায় নিদ্রায় বেষ্টিত
অনিত্য আমরা সবে অনিত্য জগতে !—
বিরক্ত হইও না বাপু, অথর্ব্ব হয়েছি,
সদা তিক্ত হয় চিত্ত জরাজীর্ণ দেহে।—
ইচ্ছা যদি হয় তবে প্রবেশি গুহায়
বিশ্রাম করগে দোঁহে—আমি ক্ষণকাল
এই স্থানে বেড়াইয়া শীতল বাতাসে,
জুড়াই উত্তপ্ত তনু।

নলি ও বস। শান্তিলাভ অচিরাৎ হউক তোমার
(উভয়ের প্রস্থান।)

বৈজ্ঞ। সুমালি নিকটে আয়, বিদ্যুতের গতি।
যাও, গৃহে যাও দোঁহে।——

(সুমালীর প্রবেশ)

সুমা। প্রভুর কি ইচ্ছা ? স্মরণ মাত্রে ভৃত্য উপস্থিত।

বৈজ্ঞ। হে সুমালি ! দুষ্ট বর্ব্বটের ষড়যন্ত্র-ব্যর্থ করিবার কি ?

সুমা। আপনি যখন কন্যা জামাতাকে রহস্য দেখাচ্ছিলেন সে কথা আমারও মনে হয়েছিল ; কিন্তু পাছে বিরক্ত হন ভেবে আপনাকে বলতে সাহস করি নাই।

বৈজ্ঞ। সেই পাজি নচ্ছারদের কোথায় ফেলে এসেছ বলছিলে ?

সুমা। আপনাকে ত বলেছি সুরাপানে সকলেই যেন মত্ত হয়ে উঠেছে ; ভারি ঝাঝ,কাছে এগোয় কার সাধ্যি ; বাতাস মুখে লাগচে, মাটি পায়ে ঠেক্‌চে,তাতেই আস্ফালনের ধূম দেখে কে ? হয় তো বাতাসকেই ঠেঙাচ্চে, নয় তো মাটিতেই লাথি মাচ্চে। যেন কতই বাহাদুর হয়েছে। কিন্তু তবুও বজ্জাতেরা আসল মতলবটা ভোলে নি। তাই দেখে আমি বেহালা বাজা আরম্ভ কল্লেম। বাজনা শুনেই একবারে মোহিত হয়ে গেল। ঘোটক শাবকেরা যেমন নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু বিস্তার ক'রে স্তব্ধ হয়ে শোনে, তারাও তেমনি করে শুনতে লাগলো। বাজনা শুনে এমনি মোহিত হলো যে, গাভী-বৎসসকল যেমন হাম্বা রব শুনে গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছোটে, তাহারাও তেমনি কণ্টকাকীর্ণ কুশাচ্ছন্ন বনের ভেতর দিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটতে লাগলো। পরিশেষে আপনকার কুটীরের বাহিরে পচা পানা পুষ্করিণীর ভিতর প্রবেশ করিয়ে ছেড়ে দিলুম; সেই পুষ্করিণীর গাঢ় পঙ্কে বদ্ধ হয়ে, এক্ গলা জলে দাঁড়ায়ে সকলে ছট ফট করছে।

বৈজ। উত্তম করেছ; ঐরূপ অদৃশ্যভাবেই আমার কুটীর হতে মন্ত্রপূত পরিচ্ছদটা নিয়ে এসো—দস্যুদের ধর্‌তে হবে।

সুমা। যে অজ্ঞা।— [প্রস্থান।]

বৈজ। নারকী—পিশাচ—দুরাত্মার এমনি অসৎ প্রকৃতি যে, কতই যত্ন পরিশ্রম কল্লুম—কত উপদেশই দিলুম, সকলই ব্যর্থ-সকলই নিষ্ফল হলো। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে যত কুশ্রী আর কদাকার হচ্চে, অন্তঃ-করণটাও তেম্‌নি ক্রূর হচ্চে। সব ব্যাটাকে উত্তমরূপ শাস্তি দিতে হবে—যেন চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে নিশ্বাস রোধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে।

(সুমালীর পরিচ্ছদ লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

(দেও—পরায়ে দেও। উভয়ের অদৃশ্যভাবে অবস্থিত।)

(আদ্রদেহ বর্ব্বট, উদয় এবং তিলকের প্রবেশ)

বর্ব্ব। দোহাই তোমাদের, একটুকু আস্তে আস্তে পা ফেল। ইঁদুর বেড়ালটি পর্য্যন্ত যেন টের না পায়। যখন আমরা তার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করেছি।

উদ। ওরে ব্যাটা কচ্ছপ—তুই না বলে ছিলি তোদের পরি কারুর অনিষ্ট কর্‌তে জানে না তবে আমাদের এ দুর্দ্দশা হলো ক্যান? ব্যাটা আলেয়ার মত ঘুরিয়ে মেরেছে—বাপ্‌!

তিল। অরে ও! আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন ঘোড়ার প্রস্রাবের মতন দুর্গন্ধ বেরুচ্চে-উঃ কি দুর্গন্ধ; থুঃ থুঃ—

উদ। তাইত, আমারও ত দেখ্‌ছি—অরে ও, আমার সঙ্গে ভণ্ডামি? দেখ—

বর্ব্ব। মশাই গো, রাগ করবেন না, এ কষ্ট এখনি ঘুচবে—কত আশ্চর্য্য অমূল্য সামগ্রী পাবে তার আর কি বল্‌ব। একটুক্ ধীরে ধীরে কথা কও—দুপুর রাত্রের মত দেখ সব নিষাড় হইয়েছে।

তিল। যাই হউক বোতলটা সেই পুকুরে রইল।

উদ। কি লজ্জার কথা,— এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়।

তিল। ভিজে ঢোল হয়েছি—তাতেও কিছু এসে যায় না, কিন্তু বোতলটা—অরে ব্যাটা কুজকুষ্মাণ্ড—এই কি তোর পরি কারু মন্দ করতে জানে না।

উদ। যাই বোতলটা নিয়ে আসিগে না হয় মাথা ভিজ্‌বে।

বর্ব্ব। মশাই—স্থির হউন;—এই যে দেখ-ছেন, এটি তার গুহা প্রবেশ দ্বার, নিঃশব্দে ইহাতে প্রবেশ করুন। একবার যদি তাকে মার্‌তে পারেন—তবে আর এ রাজত্ব কোথা যায়—প্রভু গো, আমি তোমার গোলাম।

উদ। আয় তবে আয়;—আমার গায়ের রক্তটা তেতে উঠ্‌ছে, হাতটা নিস্ পিস্ কচ্ছে—ব্যাটার মাথাটা গুড়ো করে ফেল্‌ব।

তিল। ওহে উদয়-রাজচক্রবর্ত্তী উদয়-সম্রাজ্ঞ কুল প্রদীপ উদয়—দ্যাখ—হেথা কি বহু-মূল্য রাজ-পরিচ্ছদ দ্যাখ—

উদ। তিলক—খোল বলচি—আমাকে দে—নৈলে এখনই তোর মুণ্ডপাত কর্‌ব।

তিল। না না—এ তোমারইত—এই নেও

বর্ব্ব। চুলোয় যাও! ও গুলো এখন পড়ে থাক না—তুমি কাপড় চোপর নিয়ে এত ব্যস্ত ক্যান?-তাকে আগে খুন করে, তার পর যা ইচ্ছে হয় করো। একবার যদি জেগে ওঠে ত তুলরাম খেলয়ে দেবে এখন—ঘাড়মোড় মুচ্‌ড়ে বাতের ব্যাথায় ছট্-

ফট্‌য়ে দেবে—গ্যাগো আর কি—সর্ব্বনাশ হলো।

উদ। অরে কচ্ছপ—থাম্—থাম্;—তুই এই গুলো নিয়ে যা—আমাদের মদের পিপেটা যেখানে আছে সেই খানে রেখে আয়।

তিল। নে—হাতে একটুকু খড়িমাটি মাখ—ব্যাটার হাত ত নয়যেন ধানসিজনো হাঁড়ির তলা।

বর্ব্ব। আমি ওতে নেই;—মরণ আর কি—মিছেমিছি সময়টা যাচ্ছে;—এব্যাটা হাবাতের হাতে পড়ে প্রাণটা গেলো।

উদ্। ধর—ধর্—আল্‌গা করে ধরিস্;—নৈলে এখনি তোকে এ দ্বীপ হোতে বহিষ্কৃত করে দেব;—ধর্—এটাও নিয়ে যা—

তিল। তবে এটাও নে।

উদ। এটাও নে যা—

(রাক্ষসমূর্ত্তি কতিপয় পরি সঙ্গে লইয়া সুমালীর প্রবেশ এবং উঁহাদিগকে বেষ্টন)

বৈজ। বাঁধ-হাতে পায়ে গলায় লোহার শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধ অন্ধকূপের ভিতর নিয়ে যা;—পিছ-মোড়া করে বাঁধ, বুকে পীঠে কোঁকে বাত ধরিয়ে দে—আর সাপের ফণা ধরে চাদ্দিক থেকে চোটাতে আরম্ভ কর।—পাজি—নেমোখারাম—চোর—ডাকাত ব্যাটারা—নে যা বেটাদের অন্ধকূপে নে যা!—
[উঁহাদিগকে লইয়া পরিদিগের প্রস্থান।]

সুমা। ঐ—শোন—চীৎকার শোন-

বৈজ। আচ্ছা করে শাস্তি দেবে, যেন চির-কালের জন্য স্মরণ থাকে।—তুমি আর খানিক ক্ষণ আমার কাছে থাকো; এখন শত্রু সকল হস্তগত হয়েছে—আমারও পরিশ্রমের শেষ হয়ে এসেছে—আর দণ্ডেক দু দণ্ড পরেই তোমার দাসত্ব মোচন করব। [সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:—

বৈজয়ন্তের কুটীরের সম্মুখ ভাগ।

(বৈজয়ন্ত এবং সুমালীর প্রবেশ)

বৈজ। অব্যর্থ কুহকমন্ত্র ফলিছে অবাধে;—
আজ্ঞাবহ পরিগণ খাটিতেছে সবে;
সময় সরলভাবে করিছে গমন;—
হলো বুঝি এত দিনে ব্রত উদ্‌যাপন;—
বেলা কত?

সুমা। দিবাকর অস্তপ্রায় অপরাহ্ণ শেষ,
যে সময়ে আমাদের শ্রম অবসান
হবে কহেছিলা, প্রভু!

বৈজ। বলেছিনু বটে যবে উঠাইনু ঝড়;
সে কথা নিষ্ফল, পরি, হবে না আমার;
কিন্তু বাপ্ বল দেখি কোথায় এখন,
কি ভাবে গুজ্‌রাটপতি সঙ্গীগণসহ
করিছে সময়ক্ষেপ?

সুমা। কুটীরের চতুর্দ্দিক করিয়া বেষ্টন,
বজ্রাঘাত ঝঞ্ঝাবাত বেগ নিবারিতে,
আছে যে শালের বন, তাহারি ভিতরে
গতিশক্তি হীন সবে আছে বন্দী হয়ে।
হস্তপদে রজ্জুবাঁধা বাঁধিয়া যে রূপে
দিয়াছিলা মোর ঠাঁই আছে সেই ভাবে।
তথায় ভ্রাতার সহ গুজ্‌রাট ভূপতি
সঙ্গে তব সহোদর—উন্মাদ হয়েছে।
অনুচরগণ যত, কুণ্ঠিত সকলে,
সশঙ্কিত হয়ে সবে করিছে আক্ষেপ।
নিতান্ত অধীর শোকে সেই বৃদ্ধ নর

যাঁরে, প্রভু সাধুধন্য প্রচেতা নামেতে
করেছিলা সম্বোধন,—হেমন্ত ঋতুতে
শিশিরের নীরধারা, শরবনে যথা।
শীর্ষ বয়ে পড়ে ধীরে, শ্মশ্রু বয়ে তাঁর
পড়িতেছে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু কণা।
বৈজ। সত্য কি র্য়া, পরিরাজ?
সুমা। মানব শরীর হলে, আমারো হৃদয়,
বিদীর্ণ হইত সেই যাতনা দেখিয়া।
বৈজ। বায়ুর শরীর তোর, সুমালি রে, তুই
তাদের দুঃখেতে এত আর্দ্রচিত্ত হলি;
আমার স্বজাতি তারা—তাদেরি মতন
শোকে তাপে জ্বলে অঙ্গ—আমি কাঁদিব না?
আমার মাংসের দেহ বিদীর্ণ হবে না?
বিস্তর অহিত আর বিস্তর যাতনা
দিয়াছে করেছে তারা অসংখ্য প্রকারে,
ভুলিব সে সমুদায়, করিব মার্জ্জনা।
এ দুরন্ত ভূমণ্ডলে, মানব জাতিতে
ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম-পরম দুর্লভ।
অনুতাপে তাপিত যে তারে দণ্ড দেওয়া
ভ্রান্তমতি মানবের কভু বিধি নয়।—
দেওগে বন্ধন খুলে যাও হে সুমালি,
কুহক বন্ধন আমি করিনু মোচন,
হবে পুনঃ সচেতন এখনি তাহারা।
সুমা। যাই তবে, এইখানে আনিগে তাদের।
বৈজ। অহে ও পর্ব্বতবাসী পরি যত জন,
ভ্রম যারা পর্ব্বতের নির্ঝরের ধারে,
কাননে, কন্দরে কিম্বা নদ নদী তীরে—
অহে পরি যত জন, সমুদ্র-বিলাসী,
সদা রঙ্গ কর যারা সমুদ্র-পুলিনে,
তরঙ্গের পাছে পাছে ছুটে ছুটে যাও,
ভাটিয়া তরঙ্গ যবে সাগরে লুকায়,
আবার যখন ছুটে উঠে সে পুলিনে
তরঙ্গের আগে আগে ছুটিয়ে পালাও!—
গগনবিহারী পরি, নৃত্য কর যারা
মাঠের জ্যোৎস্না রেতে, তৃণে রেখা দিয়ে,*
প্রভাতে হরিণী যত আসে সে মাঠেতে
ঘ্রাণ পেয়ে সে তৃণেতে মুখ না পরশে।
তোমরাও, অহে যত, দশ দণ্ড পরে
রজনীতে ভেকছত্র কর প্রস্ফুটিত।—
তোমাদেরি সকলের সাহায্যেতে আমি,
আমি যে দুর্ব্বল জীব সামান্য মানব,—
তুলেছি প্রলয় ঝড় দিবা দ্বিপ্রহরে
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রশ্মি ধূমাচ্ছন্ন করে;—
নীলাম্বর, নীল-অম্বু সাগরের সনে
বাধায়েছি ঘোর রণ;—ইন্দ্রের বজ্রেতে
জ্বালায়েছি হুতাশন;—দ্বিখণ্ড করেছি
প্রকাণ্ড শালের কাণ্ড সেই বজ্রাঘাতে;—
অস্থির করেছি ধরা বাসুকির শিরে।
উঠায়েছি প্রেতবৃন্দ প্রেতরাজ্য হোতে
মহাশক্তি যাদুমন্ত্রে করে আজ্ঞাবহ।
কিন্তু সে দুরন্ত বিদ্যা ত্যজিলাম আজ,
ত্যজিলাম এই দণ্ডে—মুহূর্ত্ত মাত্রেক
আনিতে অমর বাদ্য জপিব ইহারে;
চেতাইতে পুনর্ব্বার মন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত
করিয়াছি যত জনে;—এখনি তা হবে-
পরে খণ্ড করি এই যষ্টি শতভাগে
গভীর মেদিনী গর্ভে রাখিব পুঁতিয়া;
কুহকের গ্রন্থমালা করিব নিক্ষেপ
অগাধ সাগর জলে।

(গভীর বাদ্যধ্বনি;—উন্মত্ত প্রায় চিত্রধ্বজের সঙ্গে প্রচেতা, এবং তদবস্থ রূপ ও ও অনন্তের সঙ্গে ভরত এবং বিজয়কে লইয়া সুমালির পুনঃ প্রবেশ। বৈজয়ন্ত

* পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ঐরূপ রেখা সকল পরিদিগের দ্বারা অঙ্কিত হইত; এবং রজনীযোগে উহারা দলবদ্ধ হইয়া সেই সেই রেখা সকলের মধ্যে নৃত্য করিত! এই রেখা মধ্যস্থিত তৃণ স্পর্শ করিতে কেহ সাহসী হইত না

কর্তৃক অঙ্কিত যাদু রেখার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলের স্তম্ভিত ভাবে অবস্থিতি;— তদ্দৃষ্টে বৈজয়ন্তের উক্তি।)

বৈজ। গম্ভীর বাদ্যের স্বরে চিত্তের উদ্বেগ
হয় শান্ত অচিরাৎ—অসুস্থ তোমরা
কর শান্ত চিত্তবেগ সে গম্ভীর স্বরে।
কুহক নিগড়ে বদ্ধ করেছি অচল,
থাক সবে, এই স্থানে—থাক দাঁড়াইয়া।
সাধুত্তম প্রচেতা হে, নিরখি তোমায়
আমারো নয়নে ধারা বহে অনর্গল!—
প্রভাত কিরণে যথা ভাঙে নিশা ঘোর
ভাঙিছে যাদুর ঘোর তেমতি এদের,
চেতনার জ্যোতিঃ ক্রমে পশিছে অন্তরে!
ভ্রমে যাহা অন্ধকার ছিল এতক্ষণ!
অহে বন্ধু, রাজভক্ত প্রচেতা প্রবীণ,
দিব শোধ যত ধার ধারি হে তোমার,
কথায়, কার্য্যেতে পারি—অহে চিত্রধ্বজ;
তুমি হে নির্দ্দয় হয়ে বিবিধ যাতনা
দিয়াছ আমায়, আর কন্যারে আমার;
ছিলে তাতে সহযোগী তুমিও হে রূপ,
তাই হেন মনস্তাপ পাও হে এখন।
অনন্তরে তুই, সহোদর ভাই হয়ে,
মায়া দয়া একেবারে সকলি ভুলিলি,
দুষ্ট দুরাশার বশ হয়ে দুরাত্মন্।
এখানে আসিয়া পুনঃ রূপের সংহতি
(এ অসহ্য চিন্তানলে চিত্ত দহে তাই)
মন্ত্রণা করিলি তোর সম্রাটে বধিতে—
তোরেও করিনু ক্ষমা। এখনো আমায়
চিনিতে নারিছে এরা, একদৃষ্টে আছে!
সুমালি হে, নিয়ে এসো শাণিত কৃপাণ,
নিয়ে এসো গুহা হোতে মাথার মুকুট,
দেখা দিব কঙ্কনের ভূপতির বেশে;
শীঘ্র আনো শীঘ্র তব দাসত্ব ঘুচাব।

(গান করিতে করিতে সুমালীর পুনঃ প্রবেশ)

সুমা। যে কুসুমে মধু পান করে মধুমাছী,
আমিও সে কুসুমের মধুপানে আছি;
ধুতুরা ফুলেতে শুয়ে সুখেতে ঘুমাই;
ডাকে যবে দিবা অন্ধ সুধাংশুরে পাই;
বাতুলির পৃষ্ঠে চড়ি বেড়াই আকাশে
গ্রীষ্মকালে বিশ্বমাঝে মনের উল্লাসে;
এবে পুনঃ উড়ে উড়ে কত গীত গাব,
ফুলে ভরা তরুশাখা আনন্দে নাচাব।

বৈজ। বেস, বাপ, বেস-কিন্তু শুন রে সুমালি
অন্তরে বেদনা পাব বিহনে তোমার,
তবু সত্য করিলাম—দাসত্ব ঘুচাব।
ক্ষণকাল থাক বাপ, অদৃশ্য অমনি,
অই বেশে যাও এবে রাজপোত যথা,
দেখিবে কাণ্ডারী যত গুল্ম আচ্ছাদিত,
আনো গে তাদের হেথা জাগ্রত করিয়া;
দেখো শীঘ্র ফিরে এসো—

সুমা। না পড়িতে দুইবার নিশ্বাস তোমার,
আনিব তাদের হেথা——[প্রস্থান]

মন্ত্রী। ভয়ঙ্কর দেশ ইহা—অনন্ত যাতনা,
অদ্ভুত, আশ্চর্য্য যত—সকলি এখানে!—
হে বিধাতঃ, কর ত্রাণ এ কুস্থান হোতে।

বৈজ। অহে, চিত্রধ্বজ রাজ! দেখ চক্ষু মেলি,
বৈজয়ন্ত নরপতি সম্মুখে দাঁড়ায়ে;
কঙ্কনের অধিকারী সেই দুঃখী আমি
যারে দুঃখ দিলে এত—এখনো জীবিত;—
পরিচয় দিতে তার, করি আলিঙ্গন।—
করি আবাহন, আসি কুটীরে আমার
আতিথ্য সৎকার লহ সঙ্গীগণ সহ।

চিত্র। বৈজয়ন্ত হও, কিম্বা, হও অন্য কিছু
মায়ার পুত্তলী মাত্র প্রপঞ্চ অলীক,
দেখিলাম হেথা যত—না পারি বুঝিতে
কিন্তু শোণিতের স্রোত শরীরীর ন্যায়
বহিছে শরীরে তব;—দেখিয়া তোমায়,

তাও বলি—চিত্তদাহ কমেছে অনেক,
ক্ষিপ্তপ্রায় এতক্ষণ ছিলাম যাহাতে ;—
এ যদি যথার্থ হয় অদ্ভুত এ কথা।
দিলাম তোমার রাজ্য ফিরিয়া তোমারে
ক্ষম দোষ এ মিনতি এখন আমার।
কিন্তু যদি যথার্থই বৈজয়ন্ত তুমি,
কিরূপে এখানে এলে ? বাঁচিলে কিরূপে
বৈজ। অহে বন্ধু নরোত্তম, এসো হে অগ্রেতে
করি অই বৃদ্ধদেহে স্নেহ আলিঙ্গন—
এ জগতে সাধু নাই তুলনা তোমার।
মন্ত্রী। কি আশ্চর্য্য !
সত্য কি প্রপঞ্চ ইহা বুঝিতে না পারি।
বৈজ। এখনো এ মায়াময় দ্বীপের প্রভাবে
ভ্রমে অন্ধ আছ সবে,—অপ্রত্যয় তাই
করিতেছ অসংশয়ে সংশয় ভাঙ্গিয়া।—
এসো হে বান্ধবগণ প্রবেশ কুটীরে।
(জনান্তিকে কুপ ও অনন্তের প্রতি)
তোমরাও এসো-অহে তোমা দোঁহাকার
ইচ্ছা হলে এই দণ্ডে পারি দণ্ড দিতে ;
রাজদ্রোহী অপরাধে অগণ্ড প্রমাণে,
ভূপতির কোপানলে পারি নিক্ষেপিতে !—
মিথ্যা কথা চাতুরীর সময় এ নয়,
ক্যামন হে সত্য কি না ?
কুপ। (স্বগত) এ ব্যাটা মানব নয়—মায়াবী
রাক্ষস ! নতুবা মনের কথা জানিল কিরূপে?
বৈজ। মিথ্যা নয়, বুঝেছি তা; অরে ও চণ্ডাল
সোদর বলিতে তোরে জিহ্বা দগ্ধ হয়,
তোরও গুরু অপরাধ করিনু মার্জ্জনা ;—
এখন আমার রাজ্য ফিরে দে আমায়
ভেবে দেখ দিতে হবে, এবে, নিরুপায়।
চিত্র। বৈজয়ন্ত যদি তুমি কহ বিবরণ
কিরূপে বাঁচিলে প্রাণে ? ভেটিলে কিরূপে
আমাদের সঙ্গে হেথা কহ বিস্তারিয়া ;
হবেনাকো দণ্ড ছয় তরি ভগ্ন হয়ে
পড়িছি এ দেশে মোরা—হারায়েছি হায় !
(স্মরিতে বিদরে বুক সে দারুণ কথা)
প্রিয়তম প্রাণাধিক বসন্ত কুমারে !
বৈজ। হায় ! কি দুঃখের কথা !
চিত্র। বৈজয়ন্ত ! জন্মশোধ গিয়াছে ফুরায়ে
জীবনের যত সাধ—ফিরিবার নয় !
সে জ্বালা জুড়াতে স্থান নাহি ভূমণ্ডলে !
বৈজ। চিত্রধ্বজ ! আমিও হে তোমার মতন
হয়েছি জীবনশূন্য তনয়া হারায়ে !
কিন্তু করে আরাধনা, শান্তির প্রসাদে
শীতল করেছি দগ্ধ তাপিত হৃদয়ে ;—
বুঝি তুমি করো নাই আরাধনা তাঁর !
চিত্র। কি বলিলে, বৈজয়ন্ত ? কন্যা হারায়েছ?
হায় রে বিধাতঃ, হায় !—কি নিষ্ঠুর তুই !
আমি কেন না ডুবিনু ? বাঁচিল না তারা ?
রাজা রাণী হতো আজ গুজরাট নগরে
থাকিত যদ্যপি দোঁহে !—কবে হারায়েছ
অহে দুহিতা তোমার ?
বৈজ। এই ঝড়ে।—
দেখিতেছি এরা সবে হতচিত্ত হয়
করিছে বিস্ময়জ্ঞান সহসা মিলনে,
ভাবিছে নয়নে যাহা করিছে দর্শন
নয়নের ভ্রম তাহা ! বদনের স্বর
আপনার বাক্য কি না, ভাবিয়ে অস্থির !
অহে মতিভ্রান্তগণ, বৈজয়ন্ত আমি,
সেই কঙ্কনের পতি, তোমরা যাহারে
করেছিলে দেশত্যাগী কঙ্কন হইতে ;
আশ্চর্য্য দৈবের শক্তি, পেয়ে পরিত্রাণ
দুরন্ত সাগর হতে, এসেছি এদেশে
রাজত্ব করিতে এই জনশূন্য দ্বীপে।
পশ্চাতে বলিব সব, সময় এ নয়,
এক দিনে সে আখ্যানো হবে নাকো শেষ
এখন প্রবেশ সবে কুটীর ভিতরে—
রাজ-অট্টালিকা এই এখন আমার,

দাস দাসী নাহি হেথা, প্রজাও বিরল।—
যথাসাধ্য সমাপিব অতিথি সৎকার ;—
গুজ্‌রাট-ভূপতি তুমি রাজ্য ফিরে দিলে,
আমিও কিঞ্চিৎ দিব বিনিময়ে তার ;
অথবা যেরূপ তৃপ্ত করিলে আমায়,
রাজ্য দিয়ে পুনর্ব্বার—আমিও তেমতি,
করিব তোমায় তৃপ্ত আশ্চর্য্য দেখায়ে।
(গুহার দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং দাবাক্রীড়ারত নলিনী ও বসন্তকে সন্দর্শন।)
নলি। প্রাণনাথ! ফাঁকি দিলে?
বস। না, প্রেয়সি, না—ব্রহ্মাণ্ড পেলেও নয়।
নলি। ব্রহ্মাণ্ড ত দূরে থাক, দশটি রাজ্য পেলে,
যুদ্ধ-বিগ্রহেতে, নাথ, নিরস্ত হবে না,—
চিত্র। এ যদি অসত্য হয়, পুনরায় তবে
পাব আমি পুত্রশোক—মরিবে তা হলে

এক পুত্র দুই বার!
রূপ।(স্বগত) কি আশ্চর্য্য-অসম্ভব কখনো সে নয়
বস। মিথ্যা তবে জলধিরে শাপান্ত করিনু,
বিভীষিকা দেখাইলা সমুদ্র আমায়।
স্বাহা শান্ত বারিনিধি প্রশান্ত হৃদয়!
(পিতার চরণে প্রণত।)
চিত্র। ওঠো পুত্র, ওঠো বাপ্ করি আশীর্ব্বাদ
চিরসুখে সুখী হও!
নলি। ওমা, ওমা—একি দেখি!—অপরূপরূপ
এত প্রাণী কোথা থেকে আইল এখানে!
আহা, কি লাবণ্য ছটা!—মানব এমন
সুন্দর আকৃতি, তা তো স্বপ্নেও জানিনে!
ধন্য ভাগ্যবতী ধরা, নিবাসে যেখানে
এ হেন সুন্দর জীব!—অতি রম্যস্থান
সেই নবীনা পৃথিবী!
বস। হাঁ রে পাগলিনী মেয়ে! নবীনা পৃথিবী
তোমারি নিকটে সুধু।
চি। হাঁ বসন্ত! যাঁর সঙ্গে ক্রীড়াগত ছিলে,
ও রমণী কোন্ জন—মানবী না দেবী?
উঁরি আশীর্ব্বাদে পুনঃ হলো কি সাক্ষাৎ?
হবেনাকো প্রহরেক পড়েছ এ দেশে,
এরি মধ্যে এত গাঢ় জন্মেছে প্রণয়?
বস। দেবী নয় মানবী গো,—ইঁহারি নন্দিনী—
ইনিই কঙ্কনপতি, সুখ্যাতি যাঁহার
শুনিতাম জনরবে, চক্ষে দেখি নাই।
দৈবগুণে এ রমণী আমারি এখন ;—
করিয়াছি মনোনীত না করে জিজ্ঞাসা,
জিজ্ঞাসা করিতে আশা ছিল না যখন,
ভেবেছিনু যে সময়ে হারায়েছি পিতা।—
প্রাণদান দিয়াছেন ইনিই আমার,
কন্যাদানে হয়েছেন পিতার সমান।
মন্ত্রী। এতক্ষণে মনে মনে আহ্লাদে রোদন
করিতে ছিলাম তাই বাক্য নাই মুখে,
নতুবা কল্যাণ আমি করিতাম আগে।
হে ত্রিদিববাসিগণ, কটাক্ষ করিয়া
রাখ সুখে এ দোঁহারে——কর চিরজীবী।
তোমাদেরি নিয়োজিত ভবিতব্য বলে
একত্রেতে সমাগত হয়েছি সকলে।

চিত্র। তথাস্তু তথাস্তু মন্ত্রি!
মন্ত্রী। কঙ্কন ভূপতি ত্যক্ত কঙ্কন হইতে
হলো কি ইঁহারি জন্যে?—গুজ্‌রাট নগরে,
হবে বলে অধিকারী বংশাবলী তাঁর?
কি আনন্দ!—কি আনন্দ! হীরার অক্ষরে
লেখা থাক এ আখ্যান পাষাণে গ্রথিত—
"যে যাত্রায় কলাবতী সিংহলে মহিষী,
বসন্ত তাহার ভ্রাতা হয়ে নিরুদ্দেশ
করিল রমণীলাভ কষ্টের প্রবাসে ;
জনশূন্য দ্বীপমাঝে, দৈবশক্তি বলে
বৈজয়ন্ত মহারাজা পাইল আবার!"—
আমরাও যত জন প্রাণে প্রাণে বেঁচে
হইলাম যে যেমন ছিলাম পূর্ব্বেতে।
চিত্র।এসো মা,এ দিকে এসো—এসো পুত্র এসো
আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে, চিরজীবী হও ;—

এ আনন্দে আনন্দিত যে না হবে আজ,
জন্ম,জন্ম নিরানন্দ থাকে যেন তার।

মন্ত্রী। তথাস্তু—তথাস্তু!

(দাঁড়ি মাঝিদের লইয়া সুমালীর পুনঃ প্রবেশ।)

দেখুন মহারাজ,ওদিকে দেখুন, এরা কোথেকে অরে ব্যাটা পাজি,জাহাজের উপর যে বড় গলাবাজী কাচ্ছিলি—মাটীতে পা দিয়ে যে এখন আর মুখে কথাটি নেই।—খপর কি বল?

মাঝী। প্রথম সু-খপর এই যে মহারাজ এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে নিরাপদে দেখ্‌ছি;—তার পর এই যে, জাহাজখানি—যাহা ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে মনে করেছিলুম যে ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে, এখনও নিটুট আছে—একগাছি দড়াও আল্‌গা হয়নি-দেশ থেকে ছাড়্‌বার সময় যেমনটি ছিল,ঠিক তেমনিটিই আছে।

সুমা। (জানান্তিকে) প্রভু দেখুন—আমি গিয়ে কত কাজ করেছি।

বৈজ। বেস্ বাবা—বেস্।

চিত্র। এ সকল ভৌতিক ব্যাপার,স্বভাবিক নয়, ক্রমশঃ দেখ্‌চি আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য বাড়্‌চে। তার পর এখানে কিরূপে এলি?

সঃ দাঁ। আমি স্পষ্ট সজাগ ছিলুম, এমন যদি বুঝতে পাত্তুম, তা হলে মহারাজকে সব ভেঙে বল্‌তুম; কিন্তু আমরা যেন ঘুমের ঘোরে মড়ার মতন হয়ে কত গুলা খড় চাপা পড়েছিলুম (ক্যামন করে যে তার ভেতর সেঁধুলুম বল্‌তে পারিনে;) কিন্তু তেম্‌নি হয়ে পড়েছিলুম; তার পর এই খানিকক্ষণ হলো চাদ্দিক থেকে একবারে চীৎকার, কান্না, শিক্‌লির ঝন্‌ঝনি, আর নূতনতর কত যে ভয়ানক শব্দ হতে লাগ্‌ল, তাতেই ঘুম ভেঙে দেখি যে, হাতের পায়ের বাঁদন খুলে গেছে, এবং তার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের চাঁচাছোলা চকচকে জাহাজখানি দেখ্‌তে পেলুম; মাজির গোঁ, তাই না দেখে হাত পা তুলে নাচ্‌তে আরম্ভ কল্লে। তার পর চকের পাতা ফেল্‌তে না ফেল্‌তে যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি।

সুমা। (জনান্তিকে) প্রভু গো ভাল হয় নি।

বৈজ। বেস্ হয়েছে, অতি পরিপাটী হয়েছে; অতি সত্বরই তোমার দাসত্ব মোচন করব।

চিত্র। এমন আশ্চর্য্য ত কখন দেখিওঁ না; শুনিও না; এত স্বাভাবিক ব্যাপার বলে বোধ হয় না। আকাশবাণী না হলে ত এর নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই বোঝা যাবে না।

বৈজ। মহারাজ, এই সব আশ্চর্য্য ব্যাপার ভেবে ভেবে বিব্রত হবেন না; অবকাশ মতে অতি শীঘ্রই আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বিবৃতি করব, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে এ সকলি সম্ভব—কিছুই অসম্ভব নয়। এক্ষণে নিরুদ্বেগ, প্রফুল্লচিত্ত হউন, এবং যে কিছু ঘটনা হয়েছে ইষ্টসাধনের জন্যই হয়েছে জ্ঞান করুন। (জনান্তিকে) সুমালি! এদিকে এসো;—বর্ব্বট এবং তার সঙ্গীদের বন্ধন মোচন করে দেওগে।—মহারাজের কোন অসুখ হচ্চে না ত? আপনকার অনুচরদের মধ্যে এখনও দু এক জন বাকি আছে, স্মরণ হচ্চে না কি?

(বর্ব্বট, উদয়, এবং তিলককে লইয়া সুমালীর পুনঃ প্রবেশ।)

উদ। লোকে আমার আমার ক'রে কেনই মরে; সবাই যেন পরের জন্যেই ভাবে—আপনার জন্যে ভাব্‌বার কোন প্রয়োজন নেই—কপালই মূল। বাবা জানোয়ার—তুই কি বলিস্।

তিল। এই যদি আমার ঘাড়, আর এই আমার গর্দ্দান হয়; তবে যা দেখ্‌ছি তা ত মন্দ নয়।

বর্ব্ব। ও আমার মায়ের বাপ্। বাস্‌রে বাস্—উঃ! কি বড় বড় পরি—ক্যামন সুশ্রী, আমার মনিবও ত কম্ নয়। কিন্তু ভয় হচ্চে, পাছে আবার বাত ধরিয়ে দেয়।

উদ। কি গো অনন্তদেব—বলেন কি—এদিকে দেখেছেন—এমন্ জিনিস কি কড়িতে কিন্‌তে মেলে।

অন। তাই ত—এটা কচ্ছপও নয়, মানুষও নয়; বাজারে নিয়ে গেলে বেচ্‌তে পারা যায়—তার ভুল নাই।

বৈজ। এদের চাপটাপ গুলো ভালো করে দেখুন,, তা হলেই বুঝ্‌তে পারবেন।—কিন্তু এই ব্যাটা—এই কিম্ভুতকিমাকার ভূতটা—আমার লোক-ওর মা বেটী ঘোর ডাইনী ছিল, জোয়ারভাটা এবং চন্দ্রের উদয় অস্তদয়, আপনার আজ্ঞাধীন করে তুলেছিল। এই ক ব্যাটায় মিলে আমার বিস্তর দ্রব্যাদি অপহরণ করেছে, এবং এই নচ্ছার পাজিটা আমায় মারবার জন্যে ওদের সঙ্গে এক যটী হয়ে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

বর্ব্ব। (স্বগত) যা, এইবার প্রাণটা গেলো!—যত ব্যাটা পরিকে দিয়ে আমার হাড় গুলো গুঁড়বে দেখ্‌ছি।

চিত্র। একে-আমার ভাণ্ডারী উদয় মাতাল না?

অন। এখনও মদে চুরচুরে রয়েছে—মদ পেলে কোথায়? আর তোদের এদশা কোত্থেকে ঘট্‌ল।

তিল। আর কোত্থেকে মাথাটা যে মাথায় আছে এই ঢের!

রূপ। অরে উদয়-তোর কি?

উদ। আর কি! গায়ের মাস গায়েই যে আছে এই আমার বাপের ভাগ্যি।

বৈজ। তুই এই দেশের রাজা হবিনে?

উদ। আর কাজ নেই মশাই, যা হয়েছি তারই যা সুখ্ কত্তে এখন কদ্দিন যাবে। তোমার জুটো পায়ে চারটে গড়—বাপ্।

বৈজ। ব্যাটার বাইরেও যেমন, ভেতরেও তেমনি,—যা ব্যাটা যা, এই দুজনকে নিয়ে কুটীরটা ভালো করে ঝেড়েঝুড়ে সাজায়ে রাখ্‌গে—ভাল চাস্ তো যা।

বর্ব্ব। এক্ষণি যাচ্চি-এমন কর্ম্ম আর করব না। ঘাট হয়েছে, দোহাই তোমার—আমায় মাপ্ করো। আমার মতন গাধা কি আর দুটো আছে, এই মাতাল্‌টাকে দেবতা ভেবে ছিলাম—আর এই ভাঁড়টাকে পূজো করবার উজ্জুগ্ করেছিলুম।—ছি ছি-ধিক্ থাক্-আমাকে ধিক্ থাক্।

বৈজ। যা শীগ্‌গির যা।

চিত্র। যা, তোরাও যা, দ্রব্যসামগ্রী যেখান-কার যা এনেছিস্ রেখে দিগে যা।

উদ। আনিনি বড়—সাতই করেছি।

[বর্ব্বট, তিলক এবং উদয়ের প্রস্থান।]

বৈজ। মহারাজ, অনুগ্রহ করে সহচরবর্গের সঙ্গে একবার আমার কুটীরে পদার্পণ করুন; অদ্য রাত্রি তথায় বিশ্রাম করে শ্রান্তিদূর করুন। আমি দেশত্যাগী হবার পর এই দ্বীপে আশা অবধি যে সকল ঘটনা হয়েছে,সমুদয় বিবৃতি করে কৌতুকে কালাতিপাত করাব। কল্য প্রাতে আপনকার জাহাজের নিকট লয়ে যাবো; পরে আপনাকে গুজ্‌রাটে অবতরণ করে দিয়ে কঙ্কনে প্রত্যাগমন করব—এখন আমার আর অন্য বাসনা নাই, কেবল গুজ্‌রাটে এদের দুজনের বিবাহোৎসব সমাধানান্তে

কঙ্কনে গিয়ে পরকালের চিন্তায় কালাতিপাত করি, এই আমার বাসনা।

চিত্র। তোমার জীবনবৃত্তান্ত অতি কৌতুকাবহ হবে, তার সন্দেহ নাই।

বৈজ। আমি আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করাব এবং নির্ব্বিঘ্নে সকলকে স্বদেশে প্রত্যানয়ন করব—দেখ্‌বেন সমুদ্র সুস্থির থাক্‌বে—সুবায়ু সঞ্চালিত হবে—জাহাজ খানি বায়ুমুখে নির্ব্বিঘ্নে অতি দ্রুত গমন করতে থাক্‌বে! (জনান্তিকে) সুমালি! বাপ্ আমার! দেখো বাপ্ তোমার এই ভার; এই কাজটী শেষ করে, তার পর আকাশ পাতাল যেখানে খুসি উড়ে যেইও- তোমার দাসত্ব মোচন কল্লাম-আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক।—আসুন, আপনারা আসুন। [সকলের প্রস্থান।]

যবনিকা পতন।

দশমহাবিদ্যা।

[গীতিকাব্য।]

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

"Where shall I grasp thee, infinite Nature, where
* * * *
How all things live and work, and ever blending
Weave one vast whole from Being's ample range!"
Goethe's Faust.

কলিকাতা,
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে
শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা
মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

ইহাতে গুটিকত নূতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও সংস্কৃত, অথবা প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। আপাততঃ দুই একটীকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্যরূপ।

সেই সকল ছন্দের অক্ষরযোজনা এবং আবৃত্তির নিয়মসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই ; কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। অপিচ, কতিপয় ছন্দের নিম্নভাগে সে বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং ছন্দোবিশেষে দীর্ঘ উচ্চারণের স্থান নির্ণয় জন্য মাত্রার উপরিভাগে গুরুতাজ্ঞাপক(—)এইরূপ চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে অন্য দোষের সংশোধন না হউক, সেই সকল ছন্দের গঠন বুঝিবার এবং পাঠ করিবার সুবিধা হইবে, মনে করিয়াছি। গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দগুলিসম্বন্ধে এই কয়টী স্থূল কথা মনে রাখা আবশ্যক,—সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দ্দিষ্ট সকল গুরুবর্ণেরই সর্ব্বত্র গুরু উচ্চারণ না করিয়া কেবল চিহ্নিত স্থানগুলিতে স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের গুরু উচ্চারণ করিলেই চলিবে। চিহ্নগুলিও সেই ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংযুক্তবর্ণের সর্ব্বত্র যথাযথ উচ্চারণ হইবে। আর একটী বিশেষ নিয়ম, অকারান্ত পদের অন্তেস্থিত অকার, 'হসন্ত' চিহ্ন না থাকিলে, উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। কেবল কয়টী গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দসম্বন্ধে এই নিয়ম, অন্যত্র নহে।

দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিতমতের প্রকৃতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।

খিদিরপুর
অগ্রহায়ণ ১২৮৯ সাল।

গ্রন্থকার।

দশমহাবিদ্যা।

সতীশূন্য—কৈলাস।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ছিন্ন হইল সতীদেহ, * শূন্য হৈল শিবগেহ,
বামদেব বিরসবদন।
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,
অন্ধকার বিঘোর ভুবন॥
সতীমুখ বিভাসিত, যে আলোক শোভা দিত,
পুলকিত কুসুম কানন।
পেয়ে যে কিরণমালা, সুবর্ণ মণি উজলা,
সে আলোক নহে দরশন॥
শুষ্ক কল্পতরু সারি, শুষ্ক মন্দাকিনী বারি,
শূন্যকোল সতীসিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগত-প্রাণ, নিরুদ্ধ সৌরভঘ্রাণ,
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গকূজন॥
নন্দী শুয়ে রেণু'পর কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্রবাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর, দূরে রাখি বাঘাম্বর,
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন॥
আনন্দ আলয় যিনি, আজি চিন্তাময় তিনি,
ধ্যানে ধরি সতীদেহ ছায়া।
ছুড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দলি ভস্মজাল,
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া॥
মুখে "সতি"—"সতি"স্বর বিনির্গত নিরন্তর,
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞান হীন।
করে জপমালা চলে, মুখ "ববম্" বলে,
অন্য শব্দ সকলি মলিন॥
জটালগ্ন ফণিমালা, মিলাইয়ে জিহ্বা জ্বালা,
লুকাইল জটার ভিতর।
নিস্পন্দ পবনস্বন, নিরানন্দ পুষ্পগণ,
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণু'পর॥
থামিল গঙ্গার রব, নির্ব্বাক্ প্রমথ সব,
কৈলাস জগৎ অচেতন।
কদাচিৎ "মা মা" নাদে, অসম্বিৎ নন্দী কাঁদে
"বম্" শব্দ সহ সম্মিলন॥
কৈলাস অম্বরময়, তারা সূর্য্য অনুদয়,
ক্ষণকালে নিবিল সকল।
তমাচ্ছন্ন দিগাকাশ, কেবলি করে উল্লাস,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠের গরল॥
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ, স্কন্ধে কভু তুলি হাত,
সতীরে করেন অন্বেষণ,
পরশিতে পুনর্ব্বার, সুকুমার তনু তাঁর
মমতার অভ্যাস যেমন।
তখন নয়ন ঝরে, পূর্ব্ব কথা মনে সরে,
সরে যথা নদী প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময়, নিমীলিত নেত্রত্রয়
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন।
হারায়ে অর্দ্ধাঙ্গ সতী, কাঁদেন কৈলাসপতি,
যুগযুগান্তের কথা মনে।
জগতের জড়জীব, কান্দিছেন হেরি শিব,
কান্দিতে লাগিলা তাঁর সনে।

---

* সুদর্শনচক্রে ছিন্ন হইবার পর।

মহাদেবের বিলাপ।

——:*:——

দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী।*

"রে সতি রে সতি," কাঁদিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যতদিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ॥
শবহৃদি আসন শ্মশান বিচরণ,
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
জলনিধি মন্থনে, অমৃত উছালিল,
যত সুর বাঁটিলি তাহে।

* (—) চিহ্নিত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারান্ত পদের অন্তস্থিত অ উচ্চারিত হইবে।

ভস্ম ভকত হর, হরষিত অন্তর,
গ্রাসিল গরল প্রবাহে।
"রে সতি রে সতি," কাঁদিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর হরষিত অন্তর,
সংসাররতি নিরবাণে॥
কারণবারি'পরে হরি কমলাসন
ঘৃণা করি যে ক্ষণ হেলে।
নির্গুণ ত্রিনয়ন, আহ্লাদে সেই ক্ষণ,
শব'পরি আসন মেলে॥
প্রীত কমলাপতি রতনবর-পাএ,
নর-ভালে প্রীত গিরীশ।
পুষ্পকবাহন, বাসব সুরপতি,
বৃষবর-বাহন ঈশ॥
"রে সতি অরে সতি," কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যতদিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ॥

ভিক্ষুক আশ্রম, ঘুচিল অতঃপর,
তবসহ মেলন শেষ।
জটাধর শঙ্কর, নবসুখ সাগর,
পরিশেষ সংসারি-বেশ॥
হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত,
দম্পতী পরণয় বাসে।
কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,
দক্ষ-দুহিতা ছিল পাশে॥
যোগ ধরমপর গৃহস্থ ধরমে
নিমগন এখন শম্ভু;
পান পিয়াসারত, সবহি আগম
চারিবেদ সাগর অম্বু।
"রে সতি অরে সতি," কাঁদিল পশুপতি
পাগল প্রমথেশ শম্ভু॥
কতবিধ খেলন, মূরতি প্রকটন,
ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা।
থাকিবে চিরদিন. হৃদিপটে অঙ্কন,
সে সব বিস্ময়িত লীলা॥

কৃশা কেশিনীরূপে, বাজিলা যেই দিন,
চারি হাতে বাদন ধরি।
শঙ্খ ডমরু বীণা নিনাদনে নাচিলে,
ত্রিভুবন চেতন হরি॥
দ্রব হ'ল বাসব, দেবী অমর সব,
আদ্রব বিধি হৃষীকেশ।
বিসরিতে নারিব সেই দিন কাহিনী,
যে কাল রবে চিতলেশ॥
"রে সতি অরে সতি," কাঁদিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ॥
সেহ যোগ সাধন কি হেতু ঘুচাইলি
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি,
সে সাধ এতদিন পরে॥
"রে সতি রে সতি" কাঁদিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রেমথেশ।
যোগ মগন হর তাপস যতদিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ॥

নারদের গান।

—*—

দীর্ঘললিতত্রিপদী।

আনন্দধ্বনি করি, মুখে বলি হরি হরি,
নারদ ঋষি রত সুললিত নটনে।
প্রবেশিলা হেনকালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তালে,
বিচেত বিভুগানে ত্রিভুবন ভ্রমণে॥
"কেবা হেন মতিমান, কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে।
অনন্ত পরমাণু, বিকট বিহাদ্ভানু,
উদ্ভব কোথা হ'তে, কি হইবে চরমে?
হরহরি ব্রহ্মন সচেতন জীবগণ,
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে?
মানব কিরূপ ধন, জড়েই কি বিশেষণ,
জড় সনে সঞ্চারে কিবা বিধিমননে?
সুখ কি জীবিতমানে? কিবা অথ নির্বাণে?
কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমিল বিধাতার
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা?
ক্ষিতি অপ্ তেজঃ নভঃ, ভিন্ন কি, একি সব?
পঞ্চ, কি আদিভূত অগণন গণনা?
সেই তত্ত্ব-নিরূপণ করিবারে কোন জন,
সমর্থ দেবঋষি মানবের ভাবনা?
গাও বীণা হরিগান, তুচ্ছ সেই জ্ঞান,
নিষ্ফল মানি তারে পরিহর মানসে।
প্রকাশ মন সুখে হরিনাম লিখি বুকে,
যে জ্ঞানে জীবলোকে প্রকটিত হরষে॥
জগত কি সুখধাম, মধুর কি বিভুনাম,
গাওরে প্রেমভরে মনোহর বাদনে!
ঝঙ্কার ঝঙ্কার, উল্লাসে বল আর,
আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন-জীবনে!
ধরম ধরমপর আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে।
মোক্ষদ সার বাণী শুনা রে জাগায়ে প্রাণী,
সুস্বরে নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে॥
ত্রিগুণে হে গুণময় যাঁ হ'তে এ সমুদয়
উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে।
দিবানিশি নাহি আন, সপ্তমে তুলি তান;
নারদ মনোমত ধ্বনি বীণা, বাজারে॥"

নারদের বীণাবাদন।

—:*:—

ভঙ্গপদী পয়ার *

আনন্দগদগদ নারদ মাতিল।
তন্ত্রী তুলিয়া, তার মাজ্জিত করিল॥
মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে॥
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে॥
কণ্ কণ্ নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।
ক্রমে গুরু গর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া॥
মিশিত নানাসুরে কভু উতরোল।
স্বর-সরিতে যেন খেলিছে হিল্লোল॥
চেতন আজি যেন ঋষিবর হাতে।
বীণা ভাসিল ধ্বনি মধুর ভাষাতে॥
রাগরাগিণী যত জাগ্রত হইল।
রূপ প্রকাশিয়া ত্রিভুবন রাজিল॥
গ্রহ আদি ভাস্বর ছিল যত ভুবনে।
রোধিল নিজগতি সঙ্গীত শ্রবণে॥
সুরলোক মোহিত মোহন কুহকে।
স্তম্ভিত বীণাপাণি সুরতান্ পুলকে॥
কৈলাসতামস বিরহিত নিমিষে।
মধুঋতু ভাতিল মনের হরিষে॥

---

* হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে অকারান্ত পদের অন্তে-স্থিত 'অ' এবং গুরুবর্ণ যথাযথ উচ্চারিত হইবে।

আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল।
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল॥
শিবশিবাবাহন বৃষভ কেশরী।
চঞ্চল চিত উঠে হরষেতে শিহরি॥
সে ধ্বনি পশিল শিবহৃদি ভেদিয়া।
জাগিল পশুপতি ঈষৎ চেতিয়া॥
"ববম্" শব্দ নিনাদি সদানন্দ।
মেলিলা ত্রিলোচন মৃদু মৃদু মন্দ॥
নিরখিলা নারদে প্রমত্ত বাদনে।
বিহ্বল শঙ্কর ভকতের সাধনে॥
সাদরে তুষি তাঁরে কাছে দিলা স্থান।
ভোর হইলা ভোলা শুনে বীণাগান॥

শিবনারদ সংবাদ।

—*—

লতিকাপদী।

চেতন পাইয়া চেতনানন্দ
নারদ-সঙ্গীত শ্রবণে।
ঈষৎ হাসিতে অধর-মণ্ডিত
কহেন সুধীর বচনে॥—
"অহে ভক্তিমান্, ভ্রান্তিবিলাসে
শিবেরো প্রমাদঘটনা।
অনাস্থারূপিণী ভবপ্রসবিনী
সতীরে মানবী ভাবনা!
আমারি এ ভ্রম স্নেহেতে যখন
না জানি তখন ভুবনে,
ভালবাসাময় জগতনিখিলে
মমব্যথা কত জীবনে!
মমতা মায়াতে জগতের লীলা
খেলিছে আপনা আপনি।
মমতা মায়াতে সকলি সুন্দর,
পশু পক্ষী নর অবনী॥
জীবনে জীবন এ ডোরবন্ধন,
যদি না থাকিত জগতে।
বিধু বিভাকর সকলি আঁধার
হইত অসার মরতে॥
বুঝে তথ্য সার কুহকের হার
নারায়ণ জীবনপালনে,
রচেন কৌশলে সোণার শিকলে
পরাণী বাঁধিতে বন্ধনে॥
শুন হে নারদ, সে প্রমাদ নাই
তোমার গভীর বাদনে।
চৈতন্যরূপিণী সতীরে আবার
নিরখিতে পাই নয়নে॥
পরমাপ্রকৃতি পরমাণু-মূল
কারণকলাপমালিনী।
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা
নিখিল অঙ্কুররূপিণী॥
নিরখি আবার লীলাবিলাসিনী
ব্রহ্মাণ্ড জড়ায়ে বপুতে।
ক্রীড়ারঙ্গে রত প্রমত্ত মহিলা
নিবিড় রহস্য মধুতে॥"
বলি বিশ্বনাথ জাহ্নবী-প্রপাত
জটা হ'তে দিলা খুলিয়া।
ববম্-ধ্বনি উঠিল তখনি
কৈলাস-আকাশ পূরিয়া॥
হেরি মহাদেবে এ হেন প্রকৃতি
নারদ চকিত মানসে।
জিজ্ঞাসিলা হরে কি মূরতি ধরে'
দক্ষসুতা এবে নিবসে॥
"হে শিব শঙ্কর মম দুঃখ হর
কৃপাতে কহ গো তনয়ে।
দয়াময়ী শিবা প্রকাশিলা দিবা
উদিয়া কিবা সে আলয়ে॥

জননীর স্নেহ না জানি ভবেশ,
না পশি কখনও জঠরে।
ব্রহ্মার মানসে জনমে নারদ,
জননী কভু না আদরে॥
সে ক্ষোভ আমার ছিল না, দেবেশ
দাক্ষায়ণীস্নেহ-সুধাতে।
জননী পেয়েছি যখনি কেঁদেছি
প্রাণের পিপাসা ক্ষুধাতে!
কহ, ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তাঁরি
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ, মনের মতন,
সাধনে আবার পূজিব॥',
নারদে কাতর হেরি কন হর
"অধীর হইও না ঋষি।
দেখিবে এখনি মহামায়াকায়া-
ছায়া আছে বিশ্বে মিশি॥
বিশ্ব-আবরণ হবে নিবারণ
দেখিবে এখনি নিমেষে?
বিশ্বরূপধরা বিশ্বরূপহরা
খেলেন আপন হরিষে॥
দেখিবে এখনি অনন্যমূরতি
অপার আনন্দে মাতিয়া!
বিশ্বরূপ দশ ভুবন পরশ
করেছে আকাশ যুড়িয়া॥
মহাযোগী যায় দেখিতে না পায়
সে রূপ দেখিবে নয়নে।
এই ভবলীলা যেবা বিরচিলা
দেখিবে সে আদি কারণে॥"

—

শিবকর্তৃক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপসারিত।

—*—

[ত্রিপদী পয়ার *।

মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল॥

বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীম জটা আকাশেতে উঠিল।

ছড়াইল জটাজাল দিকে দিকে ছুটিয়া।
দীপ্ত যেন তাম্রশলা ভানুকরে ফুটিয়া।

হিমময় ধবলের গিরি যেন উঠেছে।
শূন্যপুরী শিরে করি বিশ্বপরে ধরেছে॥

মৌলিদেশে কলকল তরঙ্গিণী জাহ্নবী।
ঝরিতেছে ঝরঝর শতধারা প্রসবি॥

শশিখণ্ড ধবক্ ধবক্ জলিতেছে কপালে।
ত্রিনয়নে তিন ভানু জলে যেন সকালে॥

ব্রহ্ম-অণ্ড যেন খণ্ড মেরুদণ্ড পরিয়া॥
বিশ্বনাথ উর্দ্ধহাত কৌতূহলে পূরিয়া॥

ওঁকার তিন বার উচ্চারিয়া হরষে।
ব্যোমকেশ বিশ্বতনু ধীরে ধীরে পরশে।

শ্বাসরোধ করি ভীম শুষিলেন অচিরে।
বিশ্ব-অঙ্গ লুকাইল মহাকাল শরীরে॥

একে একে জগতের আবরণ খসিল।
চন্দ্র তারা রশ্মি মেঘ অভ্রসনে ডুবিল॥

গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।
অনুক্ষণ অদর্শন মহাদেব শোষণে॥

স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব অঙ্গে মিশিল॥

* প্রত্যেক পংক্তিতে তিন তিন পদ; প্রথম দুই পদের আট অক্ষরের পর মধ্য যতি এবং শেষ পদের সর্ব্বশেষে পূর্ণ যতি। শেষ পদ কিছু দ্রুত উচ্চারিত।

ঘুরে ঘুরে শূন্যপথে বিশ্বকায়া ধায় রে।
ঝড়ে যেন অরণ্যেরে পল্লবেতে ছায় রে॥

জগতের আবরণ নিবারণ পলকে।
দাঁড়াইলা মহাদেব বিভাসিত পুলকে॥

বিশ্বময় ঘোরতর অন্ধকার ঢাকিল।
শিবভালে প্রজ্বলিত হুতাশন জ্বলিল॥

দাঁড়াইলা মহেশ্বর করপুট পাতিয়া।
ধরিলেন বিশ্ববীজ পরমাণু তুলিয়া॥

গরাসিলা বীজমালা গণ্ডূষেতে শুষিয়া।
দাঁড়াইলা মহেশ্বর হুহুঙ্কার ছাড়িয়া॥

মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশূন্য ভুবনে!
শূন্যময় ব্যোমগর্ভ নীল অভ্রবরণে!

অতি স্বচ্ছ পরিষ্কৃত পারদের মণ্ডলী!
ছড়াইয়া আছে যেন দিক্‌চক্র উজলি!

ভবদেব বিশ্বকায়া আবরণ খুলিয়া
কহিলেন নারদেরে "হের দেখ চাহিয়া॥"

ব্যোমকেশরূপ ত্যজি মহাদেব বসিল।
মহাঋষি চমকিত পুলকেতে পূরিল॥

নারদের মহাকাশ দর্শন।

—০✻০—

দ্রুতললিত পয়ার। *

— —।
মহাঋষি নারদ পুলকিত হরষে।
— —
অনিমেষ লোচনে নিরখিছে অবশে॥
— —
চক্ররেখাতে ঘুরি সারিসারি সাজিয়া
— —
দশদিকে শোভিছে দশপুরি হাসিয়া।
— —
পরতেক মণ্ডলে মহারূপ ধারিণী।
— —
লীলনিরত সতী স্মরহর-ভামিনী॥
— —
চক্রজঠর-ভাগে নীলবর্ণ আকাশে।
— —
শতশত সুন্দর ব্যোমরথ বিকাশে॥
—
খেলিছে কতদিকে কতমত ক্রীড়নে।
— —
দামিনীলতা যেন ঘনঘটা মিলনে॥
— —
চক্রগতিতে রেখা গগনেতে পড়িছে।
— —
বক্র কিরণ ঋজু কিরণেতে কাটিছে॥
— —
পূর্ণ বর্ত্তুলাকার কভু ডিম্বশোভনা।
— —
সুন্দর নানাগতি নানারেখা চালনা।
— —
রুণু রুণু গুঞ্জন মধুগীত স্বননে।
— —
কোটি নক্ষত্র যেন বিহারিছে ভ্রমণে॥
—
অনন্ত পথে গতি অনন্ত গণনা।
— —
মঞ্জুল মনোহর ব্যোমযান খেলনা॥
— —
নিরখিলা নারদ বিকলিত মানসে

---

* প্রত্যেক পংক্তিতে দুই চরণ ; প্রত্যেক চরণ দ্রুত পাঠ্য। (—) চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং আকারান্ত শব্দের অন্তে স্থিত (অ) উচ্চারিত হইবে।

অন্ত স্বরয তারা সে গগন পরশে॥
কিবা আলো উজ্জ্বল সেই দশ ভুবনে
নরলোক সে আলো নাহি জানে স্বপনে॥
দিনমণি হেথা যায় সেথা তায় রজনী।
বাজিছে দশপুরি নিন্দিয়া অবনী॥
পরাণী কতই খেলে দশপুরি ভিতরে
মধুর কতই ধ্বনি জীবকণ্ঠে বিহরে॥
বায়ুপথে শিঞ্জিত প্রাণিগণ-ভাষাতে।
ভাসিত তারা শশী মধুকণ্ঠ-ধারাতে॥
নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা।
"হে শিব, দাসানুজে কৃপা যদি করিলা॥
বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি।
মোহন মায়া ইহ কেবা আছে বিথারি॥
মৃদু হাসি রঞ্জিল মহাদেব বদনে।
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে॥
ধীরমৃদুলগতি কৈলাস চলিল।
মধ্য গগনভাগে শিবপুরী বসিল।
দশদিকে সুন্দর দশপুরী রাজিত।
কেন্দ্র নিমজ্জিত কৈলাস থাপিত।
দেখিল ঋষিবর অনিমেষ নয়নে।
মূরতি অপরূপ সেহ দশ ভুবনে॥

মহাশূন্যে দশব্রহ্মাণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ।

দীর্ঘ ললিত ত্রিপদী।

নিরখে নারদ ঋষি কতই আনন্দে রে
নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত!
রজনীতে তারকায় যেখানে গগনগায়
সিংহের আকার ধরি রাশিচক্রে ফিরিত;
সেইখানে মনোহর, অভিনব শোভাধর
নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত!—
বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে।
কালরূপিণী কালী সে ভুবনে হাসিছে॥

২

নিরখে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে!
উদয় গগনগায় গুটিকত তারকায়
মানবকন্যার রূপে যেইখানে থাকিত,
সে ভুবন বামদেশে ব্রহ্মাণ্ড নবীন বেশে
উদয় হয়েছে শূন্যে দিক্‌চক্র শোভিত!—
কন্যারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।
তারা-রূপিণী বামা সে ভুবন শাসিছে॥

৩

নেহারি নারদ ঋষি কুতূহলে মাতিল !
মনোহর নভপটে আকাশের সেই তটে
আগে যেথা ধনুরূপে তারারাজি আছিল,
সেইখানে মহাঋষি কুতূহলে দেখিল !—
—
ভীম ব্রহ্মাণ্ডকায়া এবে সেথা ভাসিছে।
—
ষোড়শী রূপে বামা সে ভুবন হাসিছে।

৪

পুলকিত মহাঋষি পুনঃ হেরে প্রমোদে !
বারিকুম্ভ কাঁধে করি যেখানে গগনোপরি
তারকারূপিণী যত সখীগণে খেলিত ;
সেখানে সে রাশি নাই, ঘেরেছে তাহার ঠাঁই
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক কিরণেতে ভাসিত !—
—
অপরূপ প্রভাময় বিশ্ব সেথা ফুটেছে।
—
বামা ভুবনেশ্বরী রূপ তাহে সেজেছে।

৫

নেহারে নিকটে তার নারদ উন্মনা রে !
বিচিত্র জগতকায়া, অনন্ত ধরেছে ছায়া,
ফুটেছে অনন্ত শোভা, কিবা তার তুলনা,
নেহারে স্তিমিত হয়ে, নারদ উন্মনা !—
— —
রাশি চক্রেতে যেথা মকর ভাসিত।
— —
ভীমা ভৈরবী বিশ্ব সেখানে উদিত ॥

৬

মহাঋষি নিরখিল উচাটিত পরাণে—
সুদূর গগনকোলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড দোলে
মহাকায়া বিথারিয়া সেই মত বিধানে।
মহাঋষি নেহারিল উচাটিত পরাণে !—
—
মিথুন ডুবেছে শূন্যে সে ভুবন ছায়াতে।
—
জগৎ দুলিছে বেগে ছিন্ন-মস্তা মায়াতে ॥

৭

স্তম্ভিত মহাঋষি মহামায়া-নটনে !
নিরখে ভুবন আর ঘোরতর রূপ তার,
তারার কর্কট শোভা ছিল যেথা গগনে,
সেখানে সে রাশি নাই মহামায়ানটনে !—
—
সেই ঠাঁই এক্ষণে সেই রাশি ডুবেছে।
—
ধূমাবতী-রূপিণী সে ভুবনে বসেছে ॥

৮

মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে,
নেহারিতে মনোহর, সে মহা গগন'পর,
সুন্দর শোভাযুত মণ্ডল ঝলসে,
মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন পারশে !—
—
রাশি চক্রেতে বৃষ যেই খানে থাকিত !
—
ভীমা বগলাবিশ্ব এবে সেথা উদিত ॥

৯

বিমোহিত অন্তরে মহাঋষি নেহারে,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকায়া কাছে তার বিহারে !
কিবা মনোহর বেশ ধরেছে গগনদেশ,
মহাশূন্য বিভাসিত সে ভুবন আকারে !
মহাঋষি নিরখিলা বিমোহিত অন্তরে ॥—
—
মাতঙ্গী ভুবন এবে সে আকাশে ফুটেছে।
—
মীনরাশি মজ্জিত কোন্ খানে ডুবেছে]

১০

—
নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে
—
মণ্ডিত কির থির মঞ্জুল গগনে —

— —

নিরখিলা নারদ, কৌতুক গদ্গদ,

— —

রমাপুরী রঞ্জিত সুন্দর বরণে,

—

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে!—

—

শ্বেত বারণ বারি ঢালি কুম্ভে ঢালিছে।

—

কমলাম্বিকা বিশ্ব মহাশূন্যে শোভিছে॥

শিবনারদবার্ত্তা।

—*—

ললিত পয়ার।

নারদ!—

নারদ কাতর হেরি আত্মশক্তি রঙ্গিমা।
শিবে ক'ন, একি দেব, কিবা দেখি মহিমা।
তত্ত্বচিন্তা করি ফিরি ভবপুরী ভিতরে।
না দেখিনু হেনরূপ কোনও ঠাঁই বিহরে।
একি মায়া মহামায়া জড়াইলা জগতে।
এরূপ ভুবন মাঝে লহ দেব ভকতে।
কুতূহলে বিকশিত পরাণ উতলা।
হেরিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা।

শিব।—

শুনি শিব ক'ন ঋষি, নিকটে না যাও রে।
কৌতুক বিলাস দেখ এখানে জুড়াও রে।
বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব শিব ব্যর্থ-বাসনা
সে রহস্য বুঝিবারে কেন চিত্তে কামনা।
নারিবে হেরিতে সর্ব্ব হেরিলে যা সেখানে
মনোব্যথা পাবে বৃথা ও ভুবন সন্ধানে।
ভাস্করী মায়ালীলা অসহ্য সে সহনে।
বিধি বিষ্ণু পরাজিত নাহি সহে কল্পনে।
সে রহস্য নিরখিতে নিকটে না যাও।
এখানে যা পাও তাহে বাসনা মিটাও॥

নারদ।—

পাব না কি সতীনাথ, সংস্বরূপা হেরিতে?
ভক্তিমালা পায়ে দিয়ে জগদম্বা পূজিতে?
হে হর শঙ্কর, পূরিল না বাসনা।
নারদের বৃথা জন্ম বৃথা ধর্ম্ম যাপনা!

শিব।—

হবে না হবে না, ঋষি বৃথা তব সাধনা।
ভক্তে কি রে ভক্তাধীন পারে দিতে বেদনা?
ভবকেন্দ্র এই স্থান জানিওরে গেয়ানা।
দিবাসন্ধ্যা এইখানে সদা প্রাণী মেলানি॥
মহাবিদ্যা দশপুরী না করি' প্রবেশ।
জগতের জটিলতা দুরূহ বিশেষ॥

ললিত দীর্ঘত্রিপদী।

নারদে আনন্দ তায়, দেখিল গগনগায়
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে!
বসন ভূষণ ছাঁদে মানব নয়ন ধাঁধে,
বরণে অঙ্গের আভা জ্যোৎস্না যেন ধরেছে
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে।
পবনে উড়িছে বাস, কঠোর মধুর ভাষ,
কঠোর মধুর রসে রসনাতে ভরেছে,
হৃদয় দর্পণ ছায়া বদনেতে পড়েছে!—
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে॥
নানাবন্ধে বাঁধা চুল, যেন বা শিরীষ ফুল
কিরণে কাহারও কেশ বিথারিয়া পড়িছে
বিবিধ বরণ প্রাণী শূন্যপথে চলেছে॥
তার মধ্যে অগণন নিরখিলা তপোধন
বিমানেতে প্রাণিগণ বায়ুপথে চলেছে,॥
হৃদয় দর্পণ ছায়া বদনেতে ফুটেছে!
প্রতি জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার,
নানাপাশ নানাফাঁসে গলদেশে পরেছে।

বিবিধ শৃঙ্খলহার করপদ বেঁধেছে—
কত প্রাণী হেন রূপে বায়ু-পথে চলেছে !

নারদ।—

ঋষি ক'ন্ , মহাদেব, একি দেখি যোজনা
কারা এরা, কহ হেন সহে, এত যাতনা ॥
এরূপে শৃঙ্খলে বাঁধা, কে ইহারা কহ গো।
ভবনাথ, তব দাসে ভবঘোরে রাখ গো ॥

শিব।—

জ্ঞানময় যত জীব সদানন্দ কন।
সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ ॥
মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা।
মিটে না মনের সাধ ! হৃদয়ে বেদনা।
আধভাঙ্গা সাধ যত পরাণে জড়ায়
অসুখে কতই দুখে জীবন খেলায় !
দেবতুল্য বাসনায় উর্দ্ধদিকে গতি।
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দগ্ধমতি।—
মানবের নাম এরা জীবলোকে ধরে রে,
অসুখী পরাণী যত জগতী ভিতরে রে !

নারদ।—

দয়াময় ! হর তবে সেই সব বন্ধনী।
মানবের পীড়া যায় সদা দিবা রজনী ॥
হর তবে তাহাদের দেহরূপ পিঞ্জরে,
মন-শিখা বাঁধা যাহে ধরা হেন বিবরে !
ফেল তবে ষড় রিপু রজ্জুমালা ছিঁড়িয়া।
আশানল লহ, দেব, হৃদি হ'তে তুলিয়া ॥
হর তবে অন্ধকার জীবনের যামিনী,
হর গো কুহকজাল আলো কর অবনী।
মানবের চিত্তমাঝে হেমময় মন্দিরে
স্ফটিকের মূর্ত্তি যত চূর্ণ হয় অচিরে,
নিবার কালেরে, দেব, ভাঙ্গিতে সে সব—
ধরাতে তবে গো সুখী হইবে মানব ॥

শিব।—

শিব কন হের ঋষি অই সব ভুবনে।
যেখানে খুলে রে জীব জীবদেহ-বন্ধনে ॥
মহাবিদ্যা দশপুরী হের অই আকাশে।
আদ্যাশক্তি রূপে সতী লীলা যাহে প্রকাশে ॥

নারদের মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন।

*

লঘুললিতত্রিপদী।

শিব-বাক্যে ঋষি নারদ তখন
হেরিলা অনন্তদেশ।
হেরিলা গগনে, সে দশ ভুবন,
অপূর্ব্ব নবীন-বেশ।—
যুড়ি দশদিক্ জলে দশপুরী,
অদ্ভুত আভা তায়।
অনন্ত উজল সে আলো ছটাতে
অনল নিবিয়া যায় !
দেবঋষিবর আদ্যাশক্তিলীলা,
দেখিতে তুলিলা আঁখি।
পলক না পড়ে স্থির নেত্রতারা
ক্ষণমাত্র শূন্যে দেখি ॥
বিশ্ব অন্ধকার দেখে তপোধন
দৃষ্টিহারা চক্ষু দহে।
দুরন্ত কিরণে কাতর নারদ,
অক্ষের যাতনা সহে।
বুঝি মহেশ্বর ইঙ্গিতে তখন,
ললাট বিস্ফার করি।
সে বিষম তেজ রাখিলেন নিজ
ললাট লোচনে ধরি ॥
নিস্তেজ যখন, সে ঘোর কিরণ
নারদে কহেন হর।
"অই দেখ ঋষি অনাদি ভুবনে
শক্তিলীলা নিরন্তর।"

অভয় হৃদয়ে হেরিলা নারদ
শিব-বরে চক্ষু লভি।

দেখিলা শূন্যেতে ঝুলিছে সঘনে
ভীষণ ব্রহ্মাণ্ডছবি।

তাম্রবর্ণ যথা দিবাকর-কায়া
ডুবিলে রাহুর গ্রাসে।

দেখিতে তেমতি সে ভীম ব্রহ্মাণ্ড
অঙ্গে আভা পরকাশে।

রুধিরের ধারা চারি ধারে বহে,
বসুধারা যেন ধায়।

সে ঘোর জগৎ জীবে নীরখিলে
হৃদয় শুকায়ে যায়।

বহিছে উচ্ছ্বাস, সে জগত পূরি
অম্বর বিদার করি।

প্রলয়ের ঝড় বহে যেন দূরে
অরণ্য নিশ্বাসে ভরি!

কিম্বা যেন হয় লক্ষ তূরীনাদ
পূরিয়া শোকের তানে—

তেমতি প্রচণ্ড দারুণ উচ্ছ্বাস
নিনাদে ঋষির কাণে!

দয়াময় ঋষি নিদারুণ ধ্বনি
শ্রবণে বিষাদ প্রাণে।

মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে শিবপদে
জীবরুন্দ শোকগানে!

চেতন পাইয়া চেতন-আনন্দ
শিববরে পুনর্ব্বার।

নয়নে গলিত দর অশ্রুধারা,
হৃদয়ে বেদনাভার।

নিরানন্দ চিতে সদানন্দ ঋষি
কহেন কাতর মন।

"হে শিবশঙ্কর জীবে দয়া কর
নিবার ভবক্রন্দন।

জীবদেহ ধরি জীবের ক্রন্দনে
হৃদয়ের বেদনা পাই।

না কাঁদে পরাণী ত্রিলোক ভিতর
নাহি কি এমন ঠাঁই?

তুমি আশুতোষ, তব ভক্ত আমি
গূঢ় তত্ত্ব নাহি জানি।

জীব দুঃখে, দেব, রোগ কিম্বা শোকে
নিয়ত কাঁদে পরাণী॥

নারদের ঠাঁই ত্রিভুবনে তাই,
কোনও খানে নাহি মিলে

বেড়াই ঘুরিয়া ত্রৈলোক্য যুড়িয়া
বিভুনাম করি নিখিলে॥

জননী আমার সতী শুভঙ্করী
তুমি দেব, পিতাসম।

তবু কি কারণ এ দীন পরাণে
একপে আঘাতে মম!"

শুনিয়া কাতর দেব ঋষীশ্বর
মহেশ্বর ক'ন বাণী :—

"শুন তপোধন না কাঁদে পরাণে
নাহিক এমন প্রাণী।

কিবা দেব নর, ব্রহ্মাণ্ড ভিতর
জীবদেহ ধরে যেই।

যমের তাড়না, রিপুর যন্ত্রণা
হৃদয়ে ধরে রে সেই?

জীবের জীবনে সে দৃঢ় বন্ধন
দেখিতে বাসনা যার।

হৃদয়-বেদনা, সমূহ যাতনা,
পরাণে জাগিবে তার।

আদ্যাশক্তি বলে, যে নিয়ম চলে,
অনাদি যাহার মূল,

নিরখিবে যদি হেন দশরূপ,
ভবার্ণবে পাবে কূল॥

মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড।

লঘুভঙ্গপয়ার।

হাঋষি নিরখিলা কালিকার জগতী,
হাশূন্যে ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর মূরতি ॥
সমল্ টলটল্ আপনার ভ্রমণে।
সে যেন চক্রনেমি অতি দ্রুত গমনে ॥
ন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা।
মকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা ॥
পেনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
ম্রাতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী ॥
চেতন অচেতন যত আছে নিখিলে ॥
মি-কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে ॥
পরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
াারূপা মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে ॥
হ হ'তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করাল বদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে ॥
রে ঘুরে শূন্যদেশে বিশ্বকায়া ফিরিল।
বভীষণ চিত্র এক নেত্রপথে ধরিল ॥—
মস্তপরি হিমরাশি হিমাদ্রি আকারে,
সমান চূড় যেন ধূধূ করে তুষারে!
নিরখিলা মহাঋষি বিস্ফারিত নয়নে।
প্রলয়ের ঘোর বহ্নি হিম দহে দহনে ॥
খণ্ড হয়ে হিমরাশি চণ্ডমূর্ত্তি ধরিয়া,
ভীম শব্দে পড়িতেছে মহাশূন্যে খসিয়া।
ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন কালান্তের নিনাদে।
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ পুরী কাঁপে শবদে ॥
প্রতিধ্বনি ঘনঘোর মহাকাশে ছুটিল।
দশ দিকে দশ বিশ্ব ঘন ঘন দুলিল ॥

দ্রুত ঘনপদীচ্ছন্দ। *

নারদ ঋষিবর কম্পিত থরথর
বিশ্ব-বিদারণ হুঙ্কার শ্রবণে।
মানসবিচলিত নেত্র বিকাশিত
সংযত শ্রুতিপথ নিরখিলা গগনে ॥
নিরখিলা অম্বরে অন্য মূরতি ধ'রে
চণ্ডিকা-মহাপুরী পুনরপি ফিরিল।
পুনরপি তৎসহ দৃশ্য ভয়াবহ
শক্তি কেলিক্রম প্রকটিত, করিল ॥
দেখিল স্রোতময়, খেলিছে বীচিচয়,
শোণিত অর্ণব কলকল ডাকিছে।
শক্তি শম্বুক শাঁখ মুখব্যাদান ফাঁক্
রক্তজলধিদেহ লেহি লেহি চলিছে ॥
পন্নগ সুভীষণ ফটা-প্রসারণ
উৎকট গর্জ্জন তরঙ্গে দুলিছে।
কূর্ম্ম কমঠীকূট উর্ম্মিতে লটপট
লোহিত তৃষাতুর, সংপুট খুলিছে ॥
শ্বাপদ হৃদি ক্রূর শার্দ্দূল কুক্কুর

* (—) এইরূপ চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং পদের অন্তস্থিত 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে।

— —

লোলরসনা তুলি সিন্ধুতে ভাসিছে।

— — — —

উদ্ভিজ্জগণও তাহে স্বদেহ অবগাহে,

— — —

রক্ত পিপাসু হয়ে শোণিত শুষিছে।

— — — —

অচিন্ত্য লীলা সেহ, না বুঝে মানব কেহ,

— — —

আদ্যা প্রকৃতিরূপ সে জগতে ফুটিছে।

— — — —

'সহার'—'সংহার' ভিন্ন নাহিক আর,

— — —

রক্ষিতে নিজ নিজ এ উহারে গ্রাসিছে॥

ললিত পয়ার।

নারদ।—দয়ার্দ্রচিত ঋষি মহাদেবে কহিলা।—
"একি দেব ঈশ্বর, মা আমার মহিলা॥
উৎকট ইহ লীলা তাঁহারে কি সম্ভবে?
সতী কি অশিব, শিব, আছিলেন এ ভবে?
জীব দুঃখ তবে কিগো অনাদ্যাবধি রচনা?
অদম্য তবে কি, দেব, পরাণীর যাতনা?
জগৎ সৃজন লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে!
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেবশরীরে।
প্রচণ্ড বিদ্যুত-দ্যুতি কেন দিয়ে পরাণে,
কাঁদাইছ জীবলোক মায়াডোর বন্ধনে!
তত্ত্বাতত্ত্ব নাহি বুঝি তব ভক্ত, ঈশ্বর,
না বুঝি তোমার, দেব, কি কঠোর অন্তর॥
ভক্তগণে দিয়ে ক্লেশ নিজে কর ভঙ্গিমা,
না জানি জগদ্বন্ধু, একি তব মহিমা!"
শিব।—স্মরহর শঙ্কর কহিলেন নারদে—
"সর্ব্বদুঃখ দমনীয় মুক্তি আছে বিপদে॥
জানিবি রে নিরবধি যবে অন্য ভুবনে।
বিরাজিতা সতী যাহে জীবদুঃখ হরণে॥

ললিত ত্রিপদী।

হেনকালে সুবিচল মহাঋষি নিরখিল
কালরূপিণী চণ্ডী কালিকার ভুবনে—
বিখণ্ডিত নরদেহ পড়ে পচা শব সহ,
রুধিরে মুষলধারা, ধারা যেন শ্রাবণে!
জনমিছে পুনঃ, তায় পশু পক্ষী নরকায়,
সংগ্রামে পুনরায় এ উহারে বধিছে।
জীবন ধারণ হেতু ভবের কাঙ্কাকেতু,
কাহারও নাসিকা নাই, কারও মুণ্ড ঝুলিছে!
কেহ নিজমুণ্ডকাটে, জীয়ে পুনঃরক্ত চাটে,
শাঁকিনীরূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া।
অস্থি ঝরিছে অঙ্গে, মাংস ঝরিছে সঙ্গে,
কাঁদে জীব উচ্চ নাদে তারা নাম ডাকিয়া॥
কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে ছুটছে তাদের সঙ্গে
খিলি খিলি হাসি মুখে, কি বিকট ভঙ্গিমা!
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া করে করতালি দিয়া,
ডাকিনী ধাইছে কত—সৃক্বণী রক্তিমা!
জগতে যতেক মন্দ চলেছে ডাকিনীবৃন্দ,
ললাটে ঘোর জটা উৎকট ছুটিছে,
রুধিরবদনা বামা ত্রিনয়না ঘোর শ্যামা,
বহ্নি বরুণ বায়ু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে;
জড় প্রকৃতির ছলে শবদেহ পদতলে—
নৃমুণ্ডমালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে।
সংহার নিরূপণ বদনেতে বিদারণ
শিশুকর কড়মড়ি চর্ব্বণে গিলিছে!

লাচিকাপদী।

নারদ।— সদানন্দ ঋষি নিরানন্দময়
কহেন তখন শঙ্করে।
দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা,
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে॥
এ ঘোর রহস্য পারি না সহিতে,
দেখাও আমারে জননী।

—

নি সতীরূপে সংসারপালিকা
সর্ব্বজীব দুঃখ হারিণী ॥
শর।— "না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্"
ভূতেশ কহেন নারদে।
ঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা,
মোচন আছেরে আপদে ॥
কলামাত্র তার হেরিলা নয়নে,
অনাগ্যার আদি জগতে।
পূর্ণ সুখ ইহ জগতভাণ্ডারে,
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে ॥
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী ?
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা ॥
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিতমগুলী ॥
নারদ।— শুনিয়া নারদ কহিলা শঙ্করে,
নারিব হেরিতে নয়নে।
প্রচণ্ড প্রতাপ আদ্যাশক্তিলীলা
নিগূঢ় ও সব ভুবনে ॥
কহ ক্ষেমঙ্কর, দাসে ক্ষমা করি,
বচনে জুড়ায়ে পরাণী।
কোন্ বিশ্ব মাঝে কিবা রূপ ধরি
ক্রীড়াতে নিরতা ভবানী ॥
শিব।— দেব আশুতোষ কহিলা ঋষিরে
অম্বরে দেখরে নেহারি।
পরে পরে পরে জগতীমণ্ডল
রয়েছে গগনে বিথারি ॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরি শক্তিরূপা
জীবের নিস্তার কারণে।
হের ঋষি অই তারার ভুবন
উজলিছে কিবা গগনে ॥

(২) তারামূর্ত্তি।

ধীরঘনপদীছন্দ।

ভীমা লম্বোদরা ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরা ;
খর্ব্ব আকৃতিবামা নৃমুণ্ডমালিনী।
জটা বিভূষণা পিঙ্গল-বরণা···
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী ॥
খড়্গা কর্ত্তরী করে কপাল্ উৎপল ধরে,
রক্তিম রবিচ্ছবি দৃশ্য ত্রিনয়নে।
জ্বলন্ত চিতামাঝে পদে দ্বিপদ সাজে,
লোল রসনা বামা ঘোর হাসি বদনে ॥—
জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি
বিরাজের শঙ্করী সতী অই ভুবনে।

(৩) ষোড়শী।

নেহার তাঁর পাশে, কি জ্যোতিঃ দেহে ভাসে,
শ্বেতবরণা বামা পূর্ণকলা কামিনী।
প্রেমসঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে
ঐখানে রাজিছে ষোড়শী রূপিণী ॥

(৪) ভুবনেশ্বরী।

তা জিনি সুন্দর উন্নত শোভাধর
ভুবনেশ্বরী ঋষি, হের তাঁর নিকটে।
পীনস্তনী বামা প্রফুল্লা ত্রিনয়না
প্রভাত আভা দেহে, ইন্দু-ভাতি কিরীটে॥
অঙ্কুশাভয়বর পাশ সজ্জিত কর
সর্ব্বমঙ্গলা সতী জীব দুঃখ বিনাশে।
সদা সুহাস্যযুতা ঐশানে বিরাজিতা
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে॥

(৫) ভৈরবীমূর্ত্তি।

তার উপর আর নেহার ঋষিবর
কিবা শোভা সুন্দর ভৈরবী ভুবনে।
মাল্যে সুশোভিত মস্তক বিভূষিত,
রক্ত লেপিত স্তন, বৃতা রক্তবসনে॥

জ্ঞান অভয়-দাত্রী জীব উদ্ধার কর্ত্রী—
সহস্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারিণী।
রত্ন কিরীটময় চন্দ্র উদয় হয়,
ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবী রূপিণী॥

(৬) মাতঙ্গীমূর্ত্তি।

সুচারু মনোহর, হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে—

বীণা বাজিছে করে বাদনে থরে থরে
কুন্তল দলমল সুন্দর বদনে॥
কলহংস শোভা সম শ্বেত মাল্য নিরুপম,
শ্যামাঙ্গী শঙ্খের বালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি তুলি ভবতলে সর্ব্ব জীব দুঃখ দলে
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদ্মদলে বসেছে।

(৭) ধূমাবতী।

কাঁপিছে তার দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে।—
দীর্ঘা বিরলরদ, শুভ্রবরণ ছদ,
কুটিলনয়না বামা ধূমাবতী ধরণে॥
লম্বিত পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীব দুঃখ বিনাশে।

। ক্লান্ত প্রাণি ক্লেশ ঘুচাইতে কৃষ্ণ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে
বর্ণা, অতি চঞ্চলা হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে॥

(৮।৯) বগলা ও ছিন্নমস্তা।

জীব নিস্তারে সতী ঐ হের চিন্তাবতী
দারিদ্র্যদলনীরূপ বগলার শরীরে।
হের আর উর্দ্ধদেশে মদনোন্মত্তার বেশ
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে॥
বিকট উৎকট স্ফূর্ত্তি বিপরীত রতিমূর্ত্তি
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া।
আপনার ঘৃণাকর নগ্নবেশ ঘোরতর
বিশ্বময় দেখাইছে নিজ রক্ত শুষিয়া॥

(১০) মহালক্ষ্মী।

নেহার তারপরি, শোভে কমলার পুরী,
রোগ শোক তাপ হরি, জীবিতের জীবন।
কিবা বেশ সুমোহন, লীলারসে নিমগন;
পরমাপ্রকৃতি সতী সর্ব্ব শেষ ভুবনে॥
সুবর্ণ বরণোত্তম কটিতে পিন্ধন ক্ষৌম,
স্বর্ণ ঘটে চারি করী শিরে নীর ঢালিছে।
পদ্মাসনা, করে পদ্ম, সতী সর্ব্ব সুখসদ্ম
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব দুঃখ হরিছে॥

ললিত দীর্ঘত্রিপদী।

আনন্দে হৃদয় ভরি, দেব ঋষি বীণা ধরি,
তারে তার মিলাইয়া ঝঙ্কার তুলিল।
নিবিড় রহস্য সুধা পানে জুড়াইয়া ক্ষুধা,
মধুর সঙ্গীতস্রোতে মহাঋষি ডুবিল॥
ছুটিল বীণার স্বর, ছুটে যেন নির্ঝর,
হৃদয় প্লাবন করি সুগভীর বাদনে।
"প্রকৃতির আদি লীলা ভবে কেবা নিরখিলা?"
মহাঋষি গাইলেন বিকলিত বচনে॥
"জগৎ অশুভ নয়, কালেতে হইবে লয়,
জীবদুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।
এই কথা বুঝে সার আনন্দে নিনাদ তার
সত্য পথে রাখি মন অনাদ্যের স্মরণে।
লিখি বুকে মোক্ষ নাম পুরা, জীব, মনস্কাম,
"নিখিল নিস্তার পাবে" শিব কৈলা আপনি।
লক্ষ্য করি তারি পথ চালা নিত্য মনোরথ
জীবজন্মে ভয় কিরে? জগদম্বা জননী।
ডাক বীণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌রে আনন্দভরে
নারদ ভুলেনা যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে।

সকলের মূলাধার সকল মঙ্গল সার,
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে।
জড় জীব দেহ মন যা হইতে প্রকটন,
অনুক্ষণ সেইরূপ হৃদিমাঝে জাগা রে।
পাই যেন পুনরায় পূজিতে সে রাঙা পায়
জগৎ মধুর করি তারা নাম শুনারে ॥

ভঙ্গপদীপয়ার।

নারদের গানে শিব শঙ্কর মোহিল।
বিদীর্ণ রসাতলে পদতল পশিল ॥
ধীরে বিপুল দেহ ক্রমে বাড়ে সঘনে।
ধূর্জ্জটি জটাজুট পুনঃ ছুটে গগনে ॥
চণ্ড প্রকৃতি লীলা মিলাইল চকিতে।
অম্বরে বায়ু মেঘ ছড়াইল ত্বরিতে ॥
উজ্জ্বল দিনমণি পুনঃ পেয়ে কিরণে।
দেখা দিল সুন্দর জগতের নয়নে ॥
পুনঃ সে দ্বাদশরাশি নিজ নিজ আলয়ে।
মনোহর বেশ ধরে জগতের উদয়ে।
ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য বদনে ॥
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতোধারা তরসে ॥
পতঙ্গ কীট পশু পুনঃ পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিত সুখে প্রকটিত জীবনে ॥
মিলাইল দশ রূপ, উমারূপ ধরিল।
হরগৌরী রূপে সতী হিমালয়ে উদিল ॥
হাসিল কৈলাসপুরী উমা হেরি নয়নে।
কেশরী বৃষভ ছুটি লুটাইল চরণে।
'বববম্ বববম্,' ধ্বনি শিব ধরিল।
মহাঋষি পুলকিত শিবশিবা পূজিল ॥

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

—০:০—

দশ মহাবিদ্যার সমালোচনা।

(বান্ধব হইতে উদ্ধৃত)

আমার এক বাল্য-সখা সমালোচনার অতি সহজ ও সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—'মাইকেল নবম-শ্রেণীর কবি,' 'ভারতচন্দ্র চতুর্থ, শ্রেণীর কবি,' 'বায়রণ ষষ্ঠ শ্রেণীর কবি,' 'লংফেলো সপ্তম শ্রেণীর কবি।' এইরূপে যখনই আমার বাল্য বন্ধুকে কোন কবির কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তখনই আমার বন্ধু ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত করিয়া, নয়নদ্বয় কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত করিয়া নাসারন্ধ্র কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া, বদনমণ্ডলে পাণ্ডিত্যের ও গাম্ভীর্য্যের অলৌকিক চিহ্ন প্রকটিত করিয়া বলিতেন, 'ঐ কবি দ্বাদশ শ্রেণীর বা ত্রয়োদশ শ্রেণীর।' এইরূপ সমালোচনায় সকল পক্ষেই বিশেষ সুবিধা হইত। 'সমালোচক এক কথায়, তাঁহার কার্য্য সম্পাদিত করিতেন, কবিসম্বন্ধে আমারও বিশেষ জ্ঞানলাভ হইত এবং কবির প্রতিও কিছুমাত্র অন্যায় প্রদর্শন করা হইত না। ইয়ুরোপে ইহা অপেক্ষাও সমালোচনার আর এক সুন্দর ও সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সমালোচক বলিতেন—"কবির বিদ্যা ৫, কবির কল্পনা ৪, কবির ভাষা ৩, কবির বর্ণনা শক্তি ৫"। এক কথায় পাঠক, সমালোচক, ও গ্রন্থকার সকলেই পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তিলাভ করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা এরূপ কবি-সমালোচনায় নিতান্ত অক্ষম। হেম বাবু কোন্ শ্রেণীর কবি, তিনি মাইকেল অপেক্ষা কতটুকু নীচ, বা নবীনচন্দ্র অপেক্ষা কতটুকু উঁচু, এই সমস্ত দুরূহ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা আমাদের সাধ্যাতীত. সুতরাং আমরা কবি-সমালোচনা না করিয়া, এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য কাব্য-সমালোচনা করিব। আমরা হেম বাবুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তৎপ্রণীত 'দশমহাবিদ্যারই, যথাশক্তি সমালোচনা করিব।

সর্ব্বাগ্রে দশমহাবিদ্যার আখ্যায়িকাটির বর্ণনা করা যাউক। "একদা মহাদেব সতী-শোকে বিলাপ ও রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি নারদ বীণাবাদন করিতে করিতে শিবসকাশে সমুপস্থিত হইলেন। মহাদেব সতীবিরহে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত জনের স্থায় বিলাপ করিতেছিলেন, নারদের সুধাসিক্ত সঙ্গীতে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি আপ-নাকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিলেন 'বৎস নারদ! আমার বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য এতক্ষণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপা জগন্ময়ী সতীকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তোমার সঙ্গীত শ্রবণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি এবং পুনরায় সতীকে আমার সম্মুখে বিরাজমানা দেখিতেছি।" নারদ এই সংবাদে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিল 'প্রভো! আমিও মাতৃ-রূপা স্নেহময়ী সতীকে দর্শন করিব'। নারদ সতীদর্শনাশায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন।

'কহ ত্রিপুরারি কোথা গেলে তাঁরি
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ মনের মতন
সাধনে আবার পূজিব॥'

"তখন ভক্তবৎসল মহাদেব সতী-প্রদর্শন দ্বারা নারদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থে সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিলেন। অমনি

'মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল॥
বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীমজটা আকাশেতে উঠিল'॥

দেখিতে দেখিতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে একে মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গিরি, নদী, বৃক্ষ, লতা সমস্তই একে একে অদৃশ্য হইল। গ্রহ, নক্ষত্র, প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত হইল। বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তু এইরূপে শিবদেহে প্রবিষ্ট হইলে, মহাদেব, মায়াবলে সম্মুখে এক মহাকাশ সৃজন করিলেন। এই নীলবর্ণ মহাকাশের উপর দেখিতে দেখিতে এক রাশিচক্র স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ রাশিচক্র দশ-কক্ষে বিভক্ত হইল। এবং তখন দেখা গেল যে, ঐ রাশিচক্রের কক্ষে কক্ষে সতী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

নারদ দূর হইতে দেবীর দশমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দূর হইতে দেখাতে তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না। তিনি বলিলেন, 'দেব! যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে নিকটে গিয়া এই দশমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি।' নারদ বলিলেন,—

কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা।
দেখিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা॥

"তখন ভক্তবৎসল মহাদেব কৈলাস পর্ব্বত সহিত নারদকে পূর্ব্বোক্ত রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করাইলেন। বালক-স্বভাব নারদ ইহা-তেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, 'আমি আরও নিকটে যাইয়া দেখিব'। মহাদেব এবার নারদের কুতূহল চরিতার্থ করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তুমি এখান হইতেই সমস্ত দেখিতে পাইবে'। তখন নারদ রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, দশ কক্ষে দশ মহাবিদ্যার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা প্রভৃতি দশ প্রকার দশ মহা-বিদ্যার দশ লীলা দেখিয়া নারদ আনন্দে বিভোর হইয়া পুনরায় বীণাবাদন আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও সেই গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিমোহিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর পুনরপি বৃহদাকার ধারণ করিল। দেখিতে

দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু পুনরায় বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিতে দেখিতে বিশ্বচক্রস্থ দেবীর দশটী মূর্ত্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া গৌরীরূপ ধারণ করিল। তখন হরগৌরী, একাঙ্গ হইয়া,কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন"। ৫৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে এতগুলি বর্ণনাবহুল ঘটনার সমাবেশ হেম বাবুর অসাধারণ লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষালাভ করিব? এই উপাখ্যান দ্বারা আমাদের জ্ঞান, নীতি বা সুখ কিছুমাত্র উন্নত হইবে কি না? কেহ হয়ত বলিবেন, কবিতা হইতে এরূপ লাভের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা। কবিতা কবিহৃদয়ের ভাবোদ্গার,— ইহাতে লাভালাভ বিবেচনা করা অবিধেয়। বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। আকাশে চন্দ্র উদিত হয়, দেখিয়া সুখী হই, এই পর্য্যন্ত,— ইহাতে আবার লাভালাভ বিবেচনা করিব কি? কিন্তু লাভালাভ বিবেচনা করি বা না করি, লাভালাভ সর্ব্বদাই সর্ব্বকার্য্যে সঙ্ঘটিত হইতেছে। যিনি বিবেচক, তিনি কতটুকু লাভ, কতটুকু অলাভ, পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারিত করেন। আর যিনি স্থূলদর্শী তিনি লাভালাভের পরিমাণ নির্দ্ধারণে অক্ষম। ফলতঃ অন্য অন্য বিষয়ে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থাপন করা যেমন যুক্তিসঙ্গত, কবিতাতেও সেইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করা তেমনই বিজ্ঞানসম্মত। লাভালাভ বিবেচনায় কবিতাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা অধম, মধ্যম, ও উত্তম। যে কবিতায় মনুষ্যসমাজের জ্ঞান, নীতি বা সুখ ব্যাহত হয়, তাহাকে অধম কবিতা বলা যাইতে পারে; যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ, এ তিনের একটীরও কিছুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি না হয়, তাহাকে মধ্যম কবিতা বলা যাইতে পারে। আর যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ পরিপুষ্ট, পরিমার্জ্জিত বা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে উত্তম কবিতা এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যদি কবিতার এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে হেমবাবুর কবিতা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে?

হেম বাবু একস্থলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"সুখ কি জীবিতমানে? কিবা অর্থ নির্ব্বাণে?
কা হতে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমল বিধাতার
মানস হতে কি এ মলিনতা রচনা?"

এই প্রশ্নই অন্য এক স্থলে স্বতন্ত্র ভাষায় জিজ্ঞাসিত হইতেছে,—

"উৎকট ইহলীলা, তাঁহারে কি সম্ভবে?
সতী কি অশিব, শিব! আসিছেন এ ভবে?
জীব দুঃখ তবে কি গো! অনাগারি রচনা?
অদম্য তবে কি দেব! পরাণীর যাতনা?
জগৎসৃজনলীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে?
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেবশরীরে!"

'অশুভ সৃজন কার?' এই প্রশ্নটীকে দশমহাবিদ্যার মূলভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই প্রশ্নটীর উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত "দশমহাবিদ্যা" দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অগ্রে প্রশ্নটী কিরূপ গুরুতর তাহার মীমাংসা করা যাউক, পরে ইহার উত্তর কি তাহারও নির্দ্ধারণ করা যাইবে।

'অশুভ সৃজন কার?' তুমি আমি সকলেই, কেহ বা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, কেহ বা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, আপনাকে আপনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। উদ্যমশীল সাহসী

যুবক সংসারের কুটীলস্রোতে এক একটী সৎপ্রবৃত্তি, এক একটী সদাশা বিসর্জ্জন দেয়, আর কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে, "অশুভ সৃজন কার?" সদনুষ্ঠায়ী সদনুষ্ঠানের চারিদিকে সহস্র সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে 'অশুভ সৃজন কার?' ধার্ম্মিক সহস্র সহস্র চেষ্টাতেও ইন্দ্রিয়দমন করিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করতঃ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অশুভ সৃজন কার?" বিধবা মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে—'অশুভ সৃজন কার?' আর যিনি জ্ঞানী, তিনিও পরদুঃখে বিগলিত-চিত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করেন—'অশুভ সৃজন কার?"

আমরা সকলে যে শুদ্ধ আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলেই এই প্রশ্নের একরূপ না একরূপ উত্তরও দিতেছি। কেহ বলিতেছি—"অশুভ সংসারনিয়ম।" কেহ বলিতেছি—"অশুভ ঈশ্বর লীলা।" কেহ বলিতেছি—'অশুভ শয়তানের বা অহ্রিমানের দুষ্টতার ফল।" কেহ বলিতেছি—'অশুভ গ্রহবৈগুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। দেখা যাউক দশমহাবিদ্যা" এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

কবি বলিতেছেন—

"না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান
ভূতেশ কহেন নারদে।
দুঃখেরি কারণ, নহে জীবলীলা
মোচন আছে রে আপদে।
পূর্ণ সুখ ইহ জগত-ভাণ্ডারে
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে॥
অচ্ছেদ্য বন্ধনে, বাঁধা দশপুরী।
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ, সকলি দমন
এমনি বিধানে যোজনা।
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে
অনন্ত জীবিত মণ্ডলী॥"

অর্থাৎ—"এই যে দুঃখরাশি অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেখিতেছ এ অশুভ চিরদিন থাকিবে না। এক একটী করিয়া বিবর্ত্তের (Evolution) স্বাভাবিক নিয়মে এই অশুভমালার নিরাকরণ হইতে থাকিবে। শোক, দুঃখ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ মনঃপীড়া এক একটী করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইবে। এবং সর্ব্বশেষে এই দুঃখময় জগতেই মনুষ্য "পূর্ণসুখ" দেখিতে পারিবে।" যে কবি আশার এই মোহনস্বরে পাঠকদিগকে বিমোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা শোক-পীড়িত, দুঃখাহত বা তাপদিগ্ধ তাঁহারাও এই সান্ত্বনাময় কাব্যের গ্রন্থকারকে একান্তচিত্তে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই।

কবি যে শুদ্ধ আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি আমাদের গন্তব্যপথেরও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন—

"লক্ষ্য করি তারি
(চরম শুভের) পথ, চালা নিজ মনোরথ,
জীবজন্মে ভয় কিরে? জগদম্বা জননী।"

অর্থাৎ "মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! আকাশে বিদ্যুৎ ক্রূর হাস্য করিতেছে; করুক; ভীত হইও না। শরীরে অগণিত বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতেছে; হউক, তাহাতেও বিচলিত

হইও না। যাহাদিগকে লইয়া তোমার সংসার-বিপণি সাজাইয়াছিলে তাহারা কোথায় গেল, আর ফিরিল না; হউক, তাহাতেও বিষণ্ণ হইও না। সেই চরম শুভের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। জগদম্বা এক্ষণে তোমাকে বিবিধ তাড়না দিতেছেন; দিউন, তাহার জন্য বিলাপ করিও না। কারণ ইহা নিশ্চিত জানিও জগন্ময়ী জগন্মাতা অনতিবিলম্বে তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তোমার সর্ব্ব দুঃখহরণ করিবেন।' যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার দুঃখে শোকে এই জপমালা স্মরণ করিতে পারিবে, দুঃখ শোকে তাহার কিছুই কষ্ট হইবে না। কবিও একস্থলে ইহার আভাস দিয়াছেন,—তিনি বলিয়াছেন—

"হের দশরূপ (দশরূপা দশমহাবিদ্যা)
ভবার্ণবে পাবে কূল।"

আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কবি আরও এক স্থলে বলিয়াছেন।

"ধরম ধরম পর, আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন, তাহাদেরি নিয়মে"

অর্থাৎ "যে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছ, সে সেই কর্ম্ম অনুসারে আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। তুমি তোমার কার্য্য কর। জগতের দুঃখরাশি দেখিয়া হতাশ বা নিরাশ্বাস হইও না। সদা "সত্যপথে রাখি মন" নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর।"

পূর্ব্বোক্ত সকল কথাগুলি একত্রিত করিলে, হেম বাবুর 'দশমহাবিদ্যায়' কি শিক্ষা করা যায়? হেম বাবু বলেন, "মনুষ্য! দুঃখে শোকে অভিভূত হইও না। বর্ত্তমান অশুভ চিরস্থায়ী নহে। ঈশ্বরকৃপায় এ অশুভ নিরাকৃত হইয়া, ইহারই স্থলে শুভ আসিবে। যাহাতে চরম শুভ জগতে আসিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। বর্ত্তমান সময়ে, সত্যপথে থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য অনুসারে আপন আপন জীবে নিয়মিত কর।" ভগবদ্গীতা হইতেও এই শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।"

"অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় প্রভৃতির বিচার এক্ষণে করিও না। যুদ্ধ এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করিলে তোমায় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না। হেম বাবুর শিক্ষা বর্ত্তমান বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পরাধীন দেশে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই নৈরাশ্যের অন্ধকূপে ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে। রুদ্ধবেগা নদীর ন্যায় পরাধীন ব্যক্তির হৃদ্‌গত, যাবতীয় আশা, হৃদয়েই পর্য্যবসিত হয়। নৈরাশ্যপ্রবণ পরাধীন দেশে যিনি হেম বাবুর ন্যায় আশার সঞ্জীবন সঙ্গীত শ্রবণ করান, তিনি নীতি ও সুখ উভয়েরই পথ পরিষ্কৃত করেন। এ স্থলে আরও বলা যাইতে পারে, যে, যে কবি ভারতবিলাপ ও ভারতসঙ্গীত লিখিয়া আমাদের নিরাশহৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিয়াছিলেন, সেই কবিই 'দশমহাবিদ্যা' লিখিয়া আমাদের নৈরাশ্যের দমন করিতেছেন। সংক্ষেপতঃ লাভালাভ বিবেচনায় আমরা হেম বাবুর দশমহাবিদ্যাকে উত্তম শ্রেণীভুক্ত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে দশমহাবিদ্যা পাঠে ভারতবাসীর নীতি ও সুখ উভয়ই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে।

কবি বহিতেছেন, অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরা-

কৃত হইয়া অশুভ স্থলে শুভ আসিবে। কিন্তু একথার প্রমাণ কি? প্রমাণ ইতিহাস। পৃথিবীতে কিরূপে অল্পে অল্পে সভ্যতার বিকাশ হইতেছে, তাহা কবি বিশেষ দক্ষতার সহিত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপে অল্পে অল্পে অশুভ স্থলে শুভ আনীত হইতেছে। কবি বলিতেছেন যে, সংসার-পটের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাইবে, মনুষ্য মনুষ্যকে আত্মরক্ষার্থ বিনাশ করিতেছে। সে অঙ্কের মূলমন্ত্র সংহার সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী, নরমুণ্ডমালে বিভূষিত হইয়া অহরহঃ নর বিনাশ করিতেছেন। সেখানে যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু শান্ত, তাহাই দেবী পদদলিত হইতেছে। সেখানে প্রকৃতিরূপা বিভীষণা, রক্তাক্তবদনা; উলঙ্গা, লোহিত-নয়না, কৃষ্ণ বরণা।

আবার সংসার-পটের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তথায় অশুভ কিঞ্চিৎ নিরাকৃত হইয়াছে। দেখিবে, তথায় সভ্যতার এই প্রথম উন্মেষ হইতেছে। প্রকৃতিরূপা দেবী সেখানেও ভীমা, নৃমুণ্ডমালিনী, লোলরসনা, অট্টহাসিনী। কিন্তু এ অঙ্কে দেবী উলঙ্গিনী নহেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের চতুর্দ্দিকে এখনও চিতা জ্বলিতেছে। কিন্তু ঐ চিতার মধ্যেই প্রস্ফুটিত পদ্মও দেখা যাইতেছে। দেবী অসভ্য মনুষ্যের মনে এই প্রথম জ্ঞানের অঙ্কুর প্ররোপিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্য পূর্ব্বে পর্ব্বতগহ্বরে, বৃক্ষকোটরে বা ভূগর্ভে বাস করিত। এক্ষণে তাহারা জ্ঞানবলে খড়্গ কর্ত্তরী লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসভূমি প্রস্তুত করিতেছে।

সংসার-পটের তৃতীয় অঙ্কে দেবী মনুষ্যকে সভ্যতার পথে আরও অগ্রসর করাইতেছেন। সেখানে দেবী নরনারীর মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়-প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

কবি দেখাইতেছেন সংসার-পটের চতুর্থ অঙ্কে দেবীর আর সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নাই। তিনি সেখানে মনুষ্যের মনে অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত করিতেছেন। যতদিন পরিণয় প্রথা প্রচলিত ছিল না, ততদিন অপত্যস্নেহের প্রাবল্য অনুভূত হইত না। কিন্তু এখন নরনারী সন্তান সন্ততির প্রতি প্রচুরস্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

সংসারপটের প্রথম অঙ্কে মনুষ্যের মনে প্রথম ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদিত হইতেছে। সংসার-পটের ষষ্ঠ অঙ্কে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব অঙ্কে মনুষ্য প্রত্যুপকার স্বরূপ পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য মনুষ্য মাত্রকেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার-পটের সপ্তম অঙ্কে মনুষ্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রমলাঘব করিতেছে। সংসারপটের অষ্টম অঙ্কে মনুষ্য দারিদ্র্য অসুরকে নিহত করিতেছে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতই সভ্যতার বিকাশ হয়, ততই মনুষ্য দারিদ্রকে পরাভূত করিতে শিক্ষা করে। সকলেই জানেন, যে, সভ্যদেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

সংসার-পটের নবম অঙ্কে মনুষ্য পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, এবং পাপের জন্য অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসার-পটের দশম অঙ্কে মনুষ্য দুঃখ শোক তাপ

সমস্ত পরাভব করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার
াসনে পরম্পরা দয়ার অমৃতসিঞ্চনে সর্ব্ব-
সুখভোগ করিতেছে।
বি যে সভ্যতার এই দশ মূর্ত্তির বর্ণনা
ছেন, ইহা কি কেবল কবিকল্পনা?
র এই চিত্র যে কল্পনা-বহুল, তাহা
অস্বীকার করিতেছি না। আমরা
ইহাই বলিতে চাই যে, কল্পনা-বহুল
এই বর্ণনার মূলভিত্তি ঐতিহাসিক
ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিনি বিজ্ঞানের
ইতিহাস আলোচনা করেন, তিনি
। যে, সভ্যতার পূর্ব্বোক্ত অধিকাংশ
লই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে
ও বিরাজ করিতেছে। ফিজি দ্বীপের নর-
অধিবাসী যে সভ্যতার সংহারময়ীর
অধীনে বাস করেন, ইহা কে অস্বীকার
? আর ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন, কনগ্রীভ
রাজনৈতিকগণ যে সভ্যতার কমলাত্মিকা
অধীনে বাস করেন, ইহাই বা কে না
করিবে? হেম বাবু দেবীর দশমূর্ত্তির
সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা করিয়া
। সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দর বিমি-
শ্রাদন করিয়াছেন।
স্তু হেম বাবু দেবীর দশমূর্ত্তির সহিত
র দশ অবস্থার সংযোজনা বিষয়ে কতদূর
্য হইয়াছেন, এক্ষণে তাহারও আলো-
রা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। মহা-
না, দস্তুরা, নৃমুণ্ডমালিনী কালীর
সভ্যতার সংহারময়ী মূর্ত্তির সংযোজনা
র বিবেচনায় বড়ই পরিপাটী
ই। দেবীর তারামূর্ত্তির সহিত সভ্য-
জ্ঞানময়ী অবস্থার সংযোজনা মন্দ হয়
কারণ জ্ঞানই মনুষ্যের প্রধান
পায়। দেবীর ষোড়শী মূর্ত্তির সভ্যতার
প্রেমময়ী মূর্ত্তির অবস্থার সংযোজনা বড়ই মধুর হইয়াছে। কারণ বয়সের প্রথম উন্মেষেই প্রীতির প্রথম উচ্ছ্বাস। ভুবনেশ্বরীর সহিত স্নেহের সংযোগ মন্দ হয় নাই। কারণ ভুবনেশ্বরী জগন্মাতারূপিণী। কিন্তু ভৈরবীকে কেন ভক্তিবিধায়িনী বলিয়া বর্ণনা করা হইল? ধূমাবতী কেন শ্রমহারিণী? মাতঙ্গী কেন প্রীতিদায়িনী? বগলা কেন দারিদ্র্যদলনী? ছিন্নমস্তাতে পাপহারিণী মূর্ত্তির কল্পনা সুন্দর হইয়াছে। পাপী পাপাঙ্কুশতাড়নায় আপনার মস্তক আপনি বলি দিতে পারে। দয়াময়ীর সহিত মহালক্ষ্মীর সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে; কারণ ধনৈশ্বর্য্য হইতে উত্তাপ প্রাপ্ত না হইলে দয়ালতা অঙ্কুরিত হয় না। ইহা দ্বারা দেখা গেল, দুই তিনটী মূর্ত্তি ভিন্ন প্রায় আর সকল গুলিতেই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণনা সম্বন্ধে হেম বাবুর সহিত আমাদের একটু বিবাদ আছে। তিনি কয়েকটী মূর্ত্তি পুরাণোক্ত প্রণালীতে বর্ণন করিয়াছেন। আবার আর কয়েকটী মূর্ত্তি নিজ কল্পনা হইতে আঁকিয়া লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আর কয়েকটী মূর্ত্তিতে পুরাণ ও স্বকপোলকল্পনা উভয়ই বিমিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 'ছিন্নমস্তার' রূপ পুরাণানুমোদিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে পুরাণের পরিত্যাজ্য অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু 'বগলা' ও ষোড়শী' কবি নিজ কল্পানুসারে সজ্জিত করিয়াছেন। 'মাতঙ্গী' 'ভৈরবী' মূর্ত্তিতে কল্পনা ও পুরাণ উভয়ই সম্মিলিত আছে। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন কবি এইরূপে স্বাধীনতা

প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন মূর্ত্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত ছিল। কয়েক স্থলে মূর্ত্তিগুলির রূপের সহিত, তাহাদের চরিত্র-গত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। ধূমাবতীকে শ্রমাতুরা, ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা, বৃদ্ধা বিধবার রূপে বর্ণনা করা বড় সুন্দর হইয়াছে। এই রূপে ছিন্নমস্তাতে মদনোন্মাদের বর্ণনা বড় উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানময়ী তারাকে লম্বোদরা বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত লম্বোদরতার কি সম্পর্ক? কিংবা জ্ঞানের সহিত পিঙ্গলবর্ণের কি সম্বন্ধ? যিনি স্নেহময়ী তাঁহার হস্তে অঙ্কুশ, অভয়, বর প্রভৃতি কেন? ভক্তিবিধায়িনী ভৈরবীর মস্তকে মাল্য বড় সুন্দর দেখাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্তন রক্তলেপিত কেন? যদি হেম বাবু পৌরাণিকী বর্ণনা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত বিবাদ করিতাম না। কিন্তু যখন তিনি মধ্যে মধ্যে কবি-সুলভ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তি গুলির রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে ভাল হইত।

আমরা 'দশমহাবিদ্যার' প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। এক্ষণে ইহার কল্পনা, ভাষা, চরিত্র-বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমরা হেম বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

১ম—কল্পনা।

পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে 'দশমহাবিদ্যার রূপ প্রথম কল্পিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশরূপের বর্ণনা আছে, কিন্তু ঐ দশ রূপের 'দশমহাবিদ্যা, অভিধান তখনও দেওয়া হয় নাই। তদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত-দেবীর দশমূর্ত্তির নাম গুলির সহিত 'দশ বিদ্যার' নাম গুলির ঐক্য হয় না। মার্ক পুরাণে দেবীর দশ নাম এই—দুর্গা, দশভু সিংহবাহিনী, মহিষমর্দ্দিনী, জগদ্ধাত্রী, ক মুক্তকেশী, তারা, ছিন্নমস্তকা, জগদ্গৌ শুম্ভ নিশুম্ভ বধকালে দেবী পূর্ব্বোক্ত দশ ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অসুর বধ ক ছিলেন। * ইহার পর কালীকৈবল্যদা নামক পুস্তকে দেবীর এই দশমূর্ত্তিকে দশ বিদ্যা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কা কৈবল্যদায়িনী বোধ হয় তন্ত্রের পথ সরণ করিয়াছেন। কালীকৈবল্যদা দেবীর দশমূর্ত্তির ভিন্ন আখ্যা—দিয়াছেন যথা "কালী, তারা, রাজ-রাজেশ্বরী, ভৈ ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগ মাতঙ্গী, কমলা। কালীকৈবল্যদা অনুসারেও দেবী অসুরবধার্থ এই ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখা আবার কালীকৈবল্যদায়িনীতে যে স অসুরের নাম বর্ণিত হইয়াছে, মার্ক পুরাণে তাহা হয় নাই। মার্কণ্ডেয় পু ছিন্নমস্তা, নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন। কা কৈবল্যদায়িনীতে ছিন্নমস্তা অপর না অসুর বধ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পু তারা শুম্ভবধ করিয়াছেন, কালীকৈব দায়িনীতে তারা উদ্ধশিখ অসুর বধ করি ছেন। কিন্তু কালীকৈবল্যদায়িনী দ মহাবিদ্যার পূজার যে ক্রম লিখিয়াছে আজিও বঙ্গদেশে সেই ক্রম অবলম্বিত হ থাকে। কালীকৈবল্যদায়িনী ব

"কার্ত্তিকেয় অমাবস্যা স্বাতিঋক্ষ তায়।
মহানিশা মধ্যেতে পূজিবে কালিকায়॥

* See Ward's "View of the Hist Literature & Religion of the Hindus",

*   *   *   *

াত্রা পূজা ফাল্গুন মাসেতে নিরূপিত।

*   *   *

ৱনীতে কোজাগর পৌর্ণমাসী তিথি।
লক্ষ্মী আরাধেয় নক্ষত্র রেবতী॥"

হা দেখিয়া এইরূপ বোধ হয় যে, যদিও কৈবল্যদায়িনী পৌরাণিক মতের করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারই মত রে বঙ্গদেশ সমস্ত পরিচালিত হইত।* কৈবল্যদায়িনীর গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য কবিরাও এই দশমহাবিদ্যার উল্লেখ, ধনা, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি করিয়াছিলেন। রাম মধ্যে মধ্যে দুই এক মূর্ত্তির উল্লেখ াছেন। ভারতচন্দ্র 'দশমহাবিদ্যার' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের করাও 'দশমহাবিদ্যার' কল্পনায় মোহিত উঁহাদের রূপবর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, আমাদের জাতিমধ্যে হাবিদ্যার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বহুকাল তই বিদ্যমান আছে।

ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী কেল্টদিগের ও নরওয়ে সুইডেনবাসী কাণ্ডিনাবি-দিগের ন্যায় ভারতীয় হিন্দুরাও অদ্ভুত-। পক্ষপাতী। এজন্য হিন্দু কবিরাও ক সময়ে অদ্ভুতরসের অবতারণা করিয়া ন। শকুন্তলার জন্ম, শকুন্তলার শকুন্ত-য্যে প্রাণরক্ষা, শকুন্তলার অপ্সরা কর্তৃক রণ, মহাদেবের কপোলনিঃসৃতজ্যোতিঃ কামদেবের বিনাশ, মন্দারকুসুমাঘাতে ইন্দুমতীর প্রাণত্যাগ, সমুদ্রমন্থনে ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতির সমুত্থান, কিশোরবয়স্ক রামচন্দ্র কর্তৃক তাড়কারাক্ষসী বধ ও হরধনুর্ভঙ্গ, কৃষ্ণের পূতনাবধ, কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি অদ্ভুতরস-বহুল নানা চিত্র আমাদের কাব্যে ও পুরাণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দশমহাবিদ্যার আদ্যোপান্ত অদ্ভুত-ভাববহুল। এবং বোধ হয় এই জন্যই দশমহাবিদ্যা আমাদের দেশে প্রাচীন ও নবীন উভয় দল দ্বারাই এত সমাদৃত হইয়া থাকেন। হেম বাবু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাগণের অদ্ভুতত্ব প্রায়শঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারিবে।

কালীকৈবল্যদায়িনীতে ধূমাবতীর বর্ণনা এইরূপ ;—

"ধূমারূপে কাত্যায়নী হইল প্রকাশ।
অতি বৃদ্ধা বিধবা পক্বতা কেশপাশ॥
বৃদ্ধকলেবর অতি ক্ষুধায় কাতর।
ধূম্রবর্ণা, বাতাসে দুলিছে পয়োধর॥
কাক-ধ্বজ রথেতে করিয়া আরোহণ।
ভগ্নকটি, বিস্তারিত মলিন বদন॥
বাম হাতে কুলা, ডানি হাত কম্পমান
কাত্যায়নী নিকটে হৈল বিদ্যমান॥'

ভারতচন্দ্র ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন ;—

"দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিল নয়ন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥
অতি বৃদ্ধা, বিধবা বাতাসে দোলে স্তন!
কাকধ্বজ-রথারূঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান, আর হস্তে কুলা॥"

হেম বাবু ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন ;—

"কাছে তার দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে।

* অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গদেশের । ক্রম দেখিয়া কালীকৈবল্যদায়িনী তাহা নিজ ক সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন।

দীর্ঘা বিরল রদ শুভ্রবরণচ্ছদ
কুটিলনয়না বামা ধূমাবতী ধরণে ॥
লম্বিতপয়োধরা, ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীবদুঃখ বিনাশে।
শ্রমক্লান্ত প্রাণিক্লেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথাবিকাশে
বিবর্ণা অতি চঞ্চলা, হস্তে স্থাপিত কুলা
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে ॥"

কোন কোন স্থলে হেম বাবু পুরাণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে বর্ণনামাধুর্য্যে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন ;—

"রক্তপদ্মাসনা বামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজে খড়্গচর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি ॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥"

কাশীকৈবল্যদায়িনী মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

"পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবসনা মাতঙ্গী ॥
চতুর্ভুজ খড়্গচর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরা।
ত্রিলোচনী মুক্তকেশী মৃগাঙ্ক-শেখরা ॥"

হেম বাবু মাতঙ্গীর এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

"সুচারু মনোহর, হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে।
বীণা বাজিছে করে, বাদনে থরে থরে,
কুন্তল দলমল সুন্দর বাদনে ॥
কলহংস শোভাসম, শ্বেতমালা নিরুপম,
মাতঙ্গী শঙ্খের মালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি তুলি ভবতলে, সর্ব্বজীব দুঃখদলে,
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদ্মদলে বসেছে ॥

সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, কোন কোন স্থলে হেম বাবুও কবি-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন।

হেম বাবু ছিন্নমস্তার রূপ ব[...] করিতেছেন ;—

"হের আর উৰ্দ্ধদেশে, মদনোন্মত্তার বো[...]
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে
বিকট উৎকট মূর্ত্তি——
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া

কাশীকৈবল্যদায়িনী ছিন্নমস্তার রূপ এ[...] রূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবী করিলা অভয়।
চিন্তা নাই সুস্থ হও ক্ষুধা শান্তি * হয়[...]
এত বলি নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন।
আপনার বাম করে করিলা ধারণ ॥
কণ্ঠ হৈতে তিন ধারা তিন দিকে ধায়।
এক ধারা ছিন্নমস্তা অতি সুখে খায় ॥
দুই ধারা দুই সখী সুখে করে পান।
নিজ রক্তে ক্ষুধানল করিল নির্ব্বাণ ॥"

এইরূপে হেম বাবু কখনও বা পূর্ব্ব[...] কবিগণকে পরাজিত করিয়াছেন, কখনও তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে[...] কিন্তু তিনি শুষ্ক পুরাণের মধ্যে নিজ ক[...] কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। [...] নিজে কয়েকটী অদ্ভুতরস-বহুল [...]ত্রের [...] করিয়াছেন। আমরা নিম্নে এইরূপ তিনটি চিত্রের উল্লেখ করিতেছি।

(ক) যেখানে মহাদেব সৃষ্টির আচ্ছ[...] অপসারিত করিতেছেন এবং বিশ্বস্থ যাব[...] বস্তু একে একে শিবদেহে প্রা[...]বিষ্ট হইতে[...] সেখানে কবির কল্পনা এক সুন্দর ও অ[...] চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

"শ্বাসরোধ করি ভীম শুষিলেন অচিরে।
বিশ্ব অঙ্গ লুকাইল মহাকাল-শরীরে ॥

* দেবী ছিন্নমস্তা রূপে ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছি[...] কিছুতেই তাঁহার ক্ষুধানিবৃত্তি হয় নাই।

একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্রতারা রশ্মি মেঘ অম্বসনে ডুবিল॥

... ...

স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব অঙ্গে মিশিল॥
ঘুরে ঘুরে শূন্যপথে বিশ্বাকার ধায়রে।
ঝড়ে যেন অরণ্যেরে পল্লবেতে ছায়রে॥"

(খ) কবি আর এক স্থলে সৃষ্টির ও সভ্যতার আদিম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

"হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা,
ধূমকেতুর ভীমগতি নহে তার তুলনা॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী॥
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপ মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে॥
অঙ্গ হতে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করালবদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে॥"

(গ) কবি আর এক স্থলে সভ্যতার প্রথম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

"কেহ নিজ মুণ্ড কাটে জীয়ে পুনঃ রক্ত চাটে
শাঁকিনী রূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া।

... ...

কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে, ছুটিছে তাদের সঙ্গে
খিলি খিলি হাসি, মুখে কি বিকট ভঙ্গিমা॥
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া, করে করতালি দিয়া
ডাকিনী ধাইছে কত স্রক্কী রক্তিমা॥
জড় প্রকৃতির ছলে, শিবদেহ পদতলে
নৃমুণ্ডমালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে।
সংহার নিরূপণ, বদনেতে বিদারণ
শিশুকর কড়মড়ি চর্ব্বণেতে গিলিছে।

(ঘ) বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে :—

"ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য বদনে॥
কুঞ্জে কুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতোধারা তরসে॥
পতঙ্গ, কীট, পশু, পুনঃ পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে॥
মিলাইল দশরূপ উমারূপ ধরিল।
হরগৌরী রূপে সতী হিমালয়ে উদিল॥"

আমরা এক্ষণে হেম বাবুর ভাষার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

যে ভাষাতে ভাবের ছায়া স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়, তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাষাকে ইংরেজীতে ভাবের প্রতিধ্বনি কহে। নর্ত্তকীর নৃত্য কখন দ্রুত, কখন বা ধীর হইয়া থাকে। গ্রের নৃত্যবর্ণনা পাঠ করিলে ঐ বর্ণনার মধ্যেও যেন দ্রুতত্ব ও ধীরত্ব অনুভূত হয়। দ্রুতনৃত্য গ্রে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

Now pursuing, now retreating
Now in circling troops they meet.'

আবার ধীর নৃত্য বর্ণনাকালে কবি বর্ণনা করিতেছেন—

Slow melting strains their queen's approach declare."

এইরূপ ভাষা বাস্তবিকই ভাবের প্রতিধ্বনি। হেম বাবুর ভাষা অনেক স্থলে ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া অনুভূত হয়। নারদ বীণা বাদন করিতেছেন, বীণা কখনও বা পঞ্চমে নামিতেছে, কখনও বা সপ্তমে উঠিতেছে। যখন নারদ বীণা পঞ্চমে নামাইতেছেন,

তখন কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নামিতেছে যথা ;—

'মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে॥
রুণু রুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।'

আবার নারদের বীণা যখন সপ্তমে উঠিতেছে, তখন কবির ভাষাও সেই সপ্তম তানের অনুকরণ করিতেছে ;—

'ক্রমে গুরুগর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া।'

যখন আনন্দের কথা বলা হইতেছে, তখন কবির ভাষাতেও যেন সেই আনন্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে,—

'আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল।
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল॥'

যখন কোথাও ধীর গতির বর্ণনা করা হইতেছে ;—

'মৃদু হাসি রঞ্জিল মহাদেব বদনে।
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে॥
ধীর মৃদুল গতি কৈলাস চলিল।
মধ্য গগন ভাষে শিবপুরী বসিল॥'

এই কয় পঙ্‌ক্তি পড়িলে মনে হয়, যেন কৈলাস পর্ব্বত ধীরে ধীরে তোমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।

আবার যখন ভয়ানক বা বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তখন হেম বাবুর ভাষার মধ্যেও সেই ভয়ানক ও বীভৎসত্বের ছায়া পড়িয়াছে ;—

"শুক্তি শম্বুক শাঁখ, মুখব্যাদান ফাঁক
রক্ত জল বিদেহ লেহি লেহি চলিছে।
পন্নগ সুভীষণ ফটা প্রসারণ
উৎকট গর্জ্জন তরঙ্গে চলিছে॥
কূর্ম্ম কমঠী কূট ঊর্ম্মিতে লট পট
লোহিত তৃষাতুর সংপুট খুলিছে॥"

এইরূপে আরও বহুতর স্থলে ভাষার উৎকর্ষ দেখান যাইতে পারিবে।

এক্ষণে চরিত্রবিন্যাস সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিয়া আমরা সমালোচনার উপসংহার করিব। আমাদের বিবেচনায় দশমহাবিদ্যার প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে শিবের শিবত্ব সংরক্ষিত হয় নাই। যিনি দেবাদিদেব জগদ্‌গুরু, তিনি স্ত্রীশোকে অধীর হইয়া,—

'ছুড়ে ফেলি হাড়মাল, করে যদি ভস্মজাল,
বিভূতি বিহীন কৈলা কায়।'

এখানে মহাদেবকে নিতান্ত প্রাকৃত জনের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাব্যাংশে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি দশমহাবিদ্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ। বঙ্গভাষায় এরূপ হৃদয়বিদারক সুমধুর বিলাপ আর কোথাও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।—

'হরষ সুধাসম হৃদয় উচাটিত
দম্পতী পরিণয় বাসে।
কত সুখে যাপন অহরহ বৎসর
দক্ষদুহিতা ছিল পাশে।

....

কত বিধ খেলন মূরতি-[illegible]
ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা।
থাকিবে চিরদিন, হৃদিপটে অঙ্কন
সে সব বিলসিত লীলা।"
সেই যোগ সাধন, কেনই ঘুচাইলে
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কেনই তেয়াগিলি কেনই সমাপিলি
সে সাধ এতদিন পরে॥"

এই সমস্ত কবিতার এক একটি পদ বঙ্গসাহিত্যরূপ নূতন কাননে এক একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প, কিন্তু আমাদের মনে হয় যেন দেবাদিদেব জগৎস্রষ্টা মহাদেবের মুখে এ কথাগুলি তাদৃশ শোভা পাইতেছে না।

আমরা স্বীকার করি মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, শিবের যে অবমাননা করিয়াছেন, হেম বাবু তাহা হইতে শিবকে অনেক উচ্চে রাখিয়াছেন; কিন্তু শিবকে আরও উচ্চে রাখিলে শিবের সম্মান রক্ষা করা হইত। দেখুন ঐরূপ অবস্থায় কালিদাস শিবকে কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। কালিদাসের শিব সতীশোকে ক্রন্দন করিতেছেন না। তিনি হৃদয়ের শোক হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া তপোমগ্ন আছেন। দেবদারু তলে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া মহাদেব তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া আছেন। তিনি আজি বীরাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দেহে, বদনমণ্ডলে শোকের, বিষাদের বা বিলাপের চিহ্নমাত্র নাই। তিনি ধীর স্থির ও নিশ্চল।

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।"

মহাদেব অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘের ন্যায়, তরঙ্গবিহীন সমুদ্রের ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়, কালিদাস এ স্থলে শোকের বর্ণনা করিয়াও শিবের শিবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যদি হেম বাবু পুরাণোক্ত শিববিলাপ বর্ণনা না করিয়া কালিদাসের শিবচিত্র আমাদের সম্মুখে তাঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে 'দশমহাবিদ্যা' আরও মহামূল্য ও নিরবদ্য হইত।

আমরা নিরপেক্ষ ভাবে যথাশক্তি হেম বাবুর কাব্যের দোষ গুণ বিচার করিলাম। যদি কেহ আমাদের সমালোচনা এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের সহিত স্বীকার করিবেন যে, দশমহাবিদ্যা বঙ্গভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ন। আমরা আশা করি, বঙ্গবাসী এ উজ্জ্বল রত্নের যথোচিত সমাদর করিয়া চিরদিন ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, 'দশমহাবিদ্যা' সাধারণ পাঠকের নিকট সমাদৃত হইতেছে না। আমরা এ সংবাদে দুঃখিত হইয়াছি বটে, কিন্তু বিস্মিত হই নাই। কারণ সাধারণ পাঠকের মনস্তুষ্টি হয়, এরূপ কথা 'দশমহাবিদ্যায়' নাই। দেখুন, ইহাতে 'প্রিয়তমে' নাই, প্রাণনাথ' নাই, 'কুটিল কটাক্ষ' নাই, 'মধুর হাসি' নাই, 'পদ্মানন' নাই 'বিধুমুখী' নাই, বলিতে কি ইহাতে 'কোকিল-ঝঙ্কার' নাই, 'ভ্রমর-গুঞ্জন' নাই, 'বসন্ত সমীরণ' নাই, 'বিবাহ' নাই, 'পূর্ব্বরাগ' নাই, 'মিলন' নাই, 'বিচ্ছেদ' নাই। আবার অন্যদিকে ইহাতে "বীররস' নাই, 'ভারত-উদ্ধার' নাই, 'দেশ-উদ্ধার' নাই। দুঃখের কথা বলিব কি, 'পরাধীনতার দুর্ভেদ্য নিগড়, নাই। ইহাতে আছে কি যে, সাধারণ বঙ্গবাসী পড়িয়া সুখী হইতে পারে? দেখদেখি, হেম বাবু আগে কেমন লিখিতেন।

'অই শশী অই খানে, এই স্থানে দুই জনে,
কতবার মনে মনে কত আশা করেছি,
কতবার প্রেমদার মুখচন্দ্র হেরেছি।'

দেখদেখি কেমন মধুর ভাব, কেমন সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এ সকল সরস কবিতা না লিখিয়া হেম বাবু লিখিয়াছেন কিনা,

"কুর্ম্মকমঠীকুট উর্ম্মিতে লটপট"

এ সকল কথা কে পড়ে? যদি উচ্চদরের কবিতা পড়িতে হয়, ইংরেজীতে পড়িব।—"ruin seize thee, ruthless" পড়িয়া, "Hereditary bondsmen know ye not' পড়িব। বাঙ্গালায় পড়িতে হইলে সরস জিনিস পড়িব। যাহা অর্দ্ধনিদ্রিত, অর্দ্ধজাগ্রত

অবস্থায় পড়া যায়, এমন জিনিস পড়িব। কে তোমার কাশ্মীতারা লইয়া মাথা বকাবকি করে?

ঠিক কথা। ভাই বঙ্গবাসি! খবরদার, এ সব বধখং পড়িও না। হেমচন্দ্র অধঃপাতে যাউক। তুমি "কোমলকুসুম", কুসুম-কোরক 'নবনলিনী, 'নর্ম্মবিলাসিনী, 'কমলকামিনী' প্রভৃতি যে সকল নবেল ও কবিতা নিত্য নিত্য বাহির হইতেছে, তাহা পাঠ কর, আর যদি সময় পাও, তবে একটু একটু লণ্ডন রহস্য পড়িও!

আর কবিবর হেমচন্দ্র! যদি আপনি সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে চান, তাহা হইলে আর এরূপ পুস্তক লিখিবেন না; কিন্তু যদি বঙ্গভাষাকে জগন্মাতা ও জগৎ পূজ্যা করিতে চান, যদি নিজে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিতে চান, যদি কবি জীবন সার্থক করিতে চান, প্রকৃত দেশহিতৈষীর হৃদয়ের পূজা চান, তাহা হইলে এইরূপ কবিতা লিখিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগকে সবলে উর্দ্ধে উঠাইয়া নিজের ও দেশের অতুল মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন। যদি বঙ্গের ক্ষমতাবান্ লেখকেরা ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠার নিকৃষ্ট প্রলোভনে, সাধারণ রুচির পঙ্কিল প্রবাহে প্রবাহিত না হইয়া, এই রূপ প্রয়োগে অন্ততঃ তুইটী পাঠকেরও রুচি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন,—সাতকোটী বাঙ্গালীর মধ্যে অন্ততঃ তুইটীকেও জীবনগত কর্ত্তব্যের দুর্গমবর্ত্মে পাদচারণা করিতে প্ররোচিত করেন, তাহা হইলেই বলিতে পারি, তাঁহাদের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে।

সমাপ্ত।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

জবাকুসুম তৈল।

মস্তক ও কেশের জগদ্বিখ্যাত হিতকর তৈল।

এই মহৌষধ পরম সুগন্ধি জবাকুসুম তৈল মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশক্ষয়, অকালে কেশের পক্কতা, ইন্দ্রলুপ্ত অর্থাৎ টাক প্রভৃতি কেশসংক্রান্ত সমস্ত পীড়ার শান্তি হয়, ফলতঃ যে যে গুণ থাকিলে কেশের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তৎসমস্তই ইহাতে সম্যক্ বর্ত্তমান আছে। অধিকন্তু ইহা দ্বারা মস্তকঘূর্ণন মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য, সর্ব্বদা মন হুহু করা, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনিচ্ছা, অনুচিত শুক্রব্যয় ও অতি মাদক সেবন জন্য বা দীর্ঘকালের প্রমেহাদি হেতু মস্তিষ্কের পীড়া এবং দর্শন ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা প্রভৃতি রোগ সকল অতি সত্বর নিবারিত হয় এবং মস্তিষ্ক সুশীতল করে। ইহা বায়ুজন্য শিরোরোগের মহৌষধ।

যাঁহাদের অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে হয়, তাঁহাদের মস্তিষ্ক অবিকৃত সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম ও সুশীতল রাখিতে হইলে জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা ব্যবহার করিলে অধিক মানসিক শ্রম জন্য কোনরূপ পীড়া আক্রমণ করিতে পারে না। শ্রমজন্য অবসাদ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে আমাদের জবাকুসুম তৈল অদ্বিতীয় মহৌষধ। বিবিধ কারণে মনুষ্য শরীরের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে সেই উত্তপ্ত শোণিত সুশীতল হইয়া মস্তিষ্ককে ক্রিয়াবান্ ও সমস্ত বায়ু-বিকার দূরীভূত করে। এই পরম সুগন্ধি তৈল স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই চিত্তের নিরতিশয় প্রফুল্লতা-সাধক। ইহা অতি মনোহর-গন্ধবিশিষ্ট।

যাঁহারা বহু দিবস হইতে শিরোরোগ ও কেশসম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন এবং বহুবিধ চিকিৎসায় আরোগ্যলাভে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন, জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন, আরোগ্য হইবেন। যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন তাঁহারা আমাদের জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন, ইহা ব্যবহারে স্বাস্থ্যনাশক এবং কষ্টদায়ক নিদ্রানাশ ও নিদ্রাল্পতা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবেন। এই সকল পীড়ায় রোগী যত দিবস না জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিতেছেন—তত দিবস তাঁহার চিকিৎসা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

"সি কে, সেন কোম্পানির জবাকুসুম তৈল

২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট—কলিকাতা।"

এই কথাগুলি অঙ্কিত আছে। গ্রাহক অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়া লইবেন।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুলাদি ।৵০ আনা। তিন শিশির মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা। ডাকমাশুলাদি ॥৵০ নয় আনা। ছয় শিশির মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা ডাকমাশুলাদি ১৲ টাকা। ডজন (১২ শিশি) ৯॥০ নয় টাকা আট আনা। ডাঃ মাঃ ১।৵০ এক টাকা দশ আনা। বড় এক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা। বড় এক শিশি তৈলে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে।

সুরবল্লী কষায়

রক্তদুষ্টির অব্যর্থ মহৌষধ।

এই দেশীয় সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার কণ্ডু, বাত, রক্তদুষ্টি, উপদংশ, দদ্রু, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারদবিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্ট-ক্ষত নিশ্চয়ই নিরাকৃত হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা ও ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট এবং চিত্ত প্রফুল্ল হয়। ইহা সেবনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সতেজ ও বলিষ্ঠ এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির পূর্ব্বে উপদংশ (গরমির পীড়া) হইয়াছিল, অথবা যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে পারদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের শরীর নীরোগ ও কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য আমাদের সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ সুরবল্লী কষায়ের ন্যায় রক্তপরিষ্কারক ঔষধ জগতে আর নাই। দূষিতরক্ত-ব্যক্তি সুরবল্লী কষায় ব্যবহারের পর নূতন দেহ ও নবজীবন লাভ করেন।

সুরবল্লী কষায় পারদের একমাত্র মহৌষধ।

পারদ রক্তের বড়ই বিষম শত্রু। শরীর হইতে এই বিষকে নিষ্কাশিত করিতে না পারিলে নিজের শরীর এবং ভাবী বংশধরগণের শরীর চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়, সুরবল্লী কষায়ের অনুপম রক্ত-শোধকতা শক্তির গুণে মল মূত্র ঘর্ম্মাদি দ্বারা শরীরা ভ্যন্তরস্থ পারদকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। অতএব যে সকল ব্যক্তি পারদ ব্যবহার করিয়াছেন—ক্যালামেল খাইয়াছেন, মুখ আনাইয়াছেন অথবা বাতি টানিয়াছেন—তাঁহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করুন, শরীর হইতে পারদ বিষ বিদূরিত হইয়া যাইবে, শোণিত নির্ম্মল হইবে এবং ঔষধের প্রভাবে ভাবী বংশধরগণও নিরাপদ হইবেন। দিন কয়েক সুরবল্লী কষায় ব্যবহারের পর প্রস্রাব ধরিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, প্রস্রাবের সহিত পারদের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছে।

সুরবল্লী কষায় গরমির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

উপদংশ (গরমি)-বিষ শরীরের ভয়ঙ্কর শত্রু। অচিকিৎসিত থাকিলে এই দুষ্ট ব্যাধিতে শরীরকে চিরকালের জন্য রোগপ্রবণ করিয়া তুলে, ও ইহার লজ্জাকর প্রতাপ বংশধরগণের দেহে প্রকাশ পায় এবং তাহাদিগকেও পৈত্রিক রক্তদুষ্টির জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবন্মৃত করিয়া রাখে। সুরবল্লী কষায়ের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন নির্দ্দোষ দ্রব্যসমষ্টিতে প্রস্তুত পূর্ণবীর্য্যসমন্বিত সালসা কিছু দিবস ব্যবহার করা ব্যতীত এই কৃচ্ছ্রসাধ্য পীড়ার নির্দ্দয় কবল হইতে অব্যাহতি পাইবার আর উপায় নাই। আমরা অহঙ্কার পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, সুরবল্লী কষায় উপদংশ বিষ নাশের জগতে অদ্বিতীয় আশ্চর্য্য তেজঃসম্পন্ন ঔষধ। সুরবল্লী কষায় সেবনে ঔপদংশিক বাত, শরীরের বিকৃতচিহ্ন, স্থানে স্থানে ক্ষত, বেদনা, শারীরিক অসাড়তা, জ্বালা, মাথাধরা, জ্বরবোধ, কোষ্ঠাশুদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ আরোগ্য হইয়া থাকে।

সুরবল্লী কষায়ের অনন্য-সাধারণ শোণিত শোধকতাগুণে শরীর হইতে উপদংশের বিষ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া দেয়। কাজেই ভবিষ্যতে উপদংশ-জনিত বাত এবং রক্তদুষ্টি পীড়ায় কষ্ট পাইবার কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না। অপিচ পুত্র কন্যাদিতেও এই লজ্জাকর

পীড়া সংক্রামিত হইতে পারে না। সন্তান-গুলি বেশ সুস্থ ও সবলকায় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

কর্ম্মবিপাকে যিনি এই উপদংশ (গরমি) পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন—তাঁহার প্রতি সরল উপদেশ, যদি চিরকালের জন্য নিরাময় থাকিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করুন। যদি এই কুৎসিত পীড়া নিজ দেহে সংক্রামিত হওয়ার বিষয় বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়, গুরুজন প্রভৃতিও জানিবার পূর্ব্বে পীড়ার নিদ্দয় কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া সুরবল্লী কষায় খাইতে আরম্ভ করুন। এত শীঘ্র নির্দ্দোষরূপে চিরকালের জন্য পীড়া আরোগ্য হইয়া যাইবে যে, ফলদর্শনে নিজে-কেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হইবে।

মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর জীবন রক্ষার প্রধান উপায়, সুরবল্লী কষায়ও সেইরূপ গরমি রোগির রোগমুক্তির ও স্বাস্থ্যসংস্থিতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধি। আজকাল সালসার নামে অনেকে পারদ ও অন্যান্য পদার্থ সংযুক্ত বিষ বিক্রয় করিয়া থাকেন। সেইজন্য ঔষধ ক্রয় করিবার পূর্ব্বে বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক। যেন সুধা ভ্রমে পয়সা দিয়া বিষ ক্রয় করা না হয়। সুরবল্লীকষায় অমৃত তুল্য। ইহাতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ নাই।

সুরবল্লীকষায়ে বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

বাতরক্ত পীড়া অতি ভয়ানক। ঐ নামে সকলেই শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু আমাদের সুরবল্লী সেবনে লক্ষ লক্ষ বাতরক্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

সুরবল্লী কষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্টিকর ও রসায়ন।

যাঁহারা রুগ্ন, জীর্ণ ও দুর্ব্বল—কিছুতেই শরীর শোধরাইতে পারিতেছেন না এবং মোটা তাজা হইতেছেন না, তাঁহারা সুরবল্লী কষায় দিন কতক ব্যবহার করুন, শরীরে স্ফূর্ত্তি পাইবেন এবং শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন হৃষ্ট-পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হইবেন।

সুরবল্লী কষায় বাতের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।

ইহা ব্যবহারে প্রমেহ ও উপদংশ জনিত নিতান্ত যন্ত্রনাদায়ক ও কষ্টসাধ্য বাতপীড়া এত শীঘ্র নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয় যে, রোগী ঔষধের ফল দর্শনে সমধিক বিস্মিত ও চমৎ-কৃত হইয়া থাকেন। এই সিদ্ধফলপ্রদ মহৌষধ সুরবল্লী কষায়ের অসাধারণ ওজোবর্দ্ধক গুণে শরীর হইতে বাতের বিষকে অতি শীঘ্র বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

সুরবল্লী কষায়ে বল-বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়

"তদ্বিশুদ্ধং হি রুধিরং বলবর্ণসুখায়ুষা।
যুনক্তিং প্রাণিনং প্রাণ: শোণিতং হ্যনুবর্ত্ততে

চরকসংহিতা—সূত্রস্থানম্

ভগবান চরক কহিয়াছেন যে "বিশুদ্ধ শোণিত প্রাণিগণকে বল, বর্ণ ও সুখায়ুঃ সমন্বি করে, এবং প্রাণিগণের প্রাণ শোণিতের অনু গমন করিয়া থাকে।"

বিশুদ্ধ শোণিত ব্যতিরেকে শারীরিক বল সংরক্ষিত বা সংবর্দ্ধিত হওয়া অসম্ভব। শৌর্য বীর্য্য, পৌরুষকার প্রভৃতি গুণনিচয় শারীরি বলের উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। উদ্য শীলতা, অক্লিষ্টতা, উৎসাহ প্রভৃতি গুণাবলী

াগতে যশস্বী হইবার একমাত্র উপায়। সেই ামস্ত সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিতে হইলে বথবা সাংসারিক সুখ সম্যক্‌রূপে উপভোগ ারিতে হইলে শারীরিক সামর্থ্যের অর্থাৎ বশুদ্ধ শোণিতের সংরক্ষণ বড়ই আবশ্যক। লতঃ মানবের বিশুদ্ধ শোণিত যেরূপ কল্যাণ-এরূপ আর কিছুই নাই। আমাদের হরবল্লী কষায় ব্যবহারে শোণিতের সমস্ত অপবিত্রতা বিদূরিত হইয়া রুধির বিশুদ্ধ ও নর্ম্মল হইয়া থাকে। রক্তবৃদ্ধির ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এক শিশির মূল্য দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি াগার আনা। তিন শিশির মূল্য পনর সিকি। াকমাশুলাদি সতর আনা। আট শিশির ল্য দশ টাকা। ডাকমাশুলাদি দুই টাকা। রল বা ষ্টীমারে লইলে মাশুল আট আনা।

অমৃতাদি বটিকা

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

অমৃতাদি বটিকা সর্ব্বপ্রকার জ্বরের বড়ই ন্দর ঔষধ। অমৃতাদি বটিকা ব্যবহার করিলে রাতন জ্বর, প্লীহাজ্বর, যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, াহযুক্ত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, রাত্রিজ্বর, ালাজ্বর, বাত-পৈত্তিক জ্বর—অতি অল্প বসের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া য়। অমৃতাদি বটিকা ম্যালেরিয়ায় বিশেষ পকার করে। যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় কষ্ট ইতেছেন—কুইনাইন্-ঘটিত বা অন্য কোন াকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না—পুনঃ পুনঃ জ্বরে পড়িতেছেন, তাঁহারা আমাদের অমৃতাদি বটিকা ব্যবহার করুন—অতিশীঘ্র একেবারে আরাম হইয়া যাইবেন। ম্যালেরিয়ার জ্বর আর আক্রমণ করিতে পারিবে না। শীঘ্রই শরীরের দুর্ব্বলতা ও ম্যাজ্‌ম্যাজানি এবংঅরুচি দূর হইয়া যাইবে। শরীর সবল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। যাঁহাদের একাদশী অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় শরীরে জ্বরভাব হয়, অমৃতাদি বটিকা তাঁহাদের পক্ষে মহৌষধির কার্য্য করে। যে সকল ব্যক্তির বৈকালে শরীর "বিভাব" হয় এবং হস্ত পদের তালু ও চক্ষু জ্বালা করে বা মাথা ধরে, সেই সকল লোকের পক্ষে অমৃতাদি বটিকার ন্যায় উপকারী ঔষধ আর নাই। যাঁহাদের জ্বর ঘুষ্‌ঘুষে—রাত দিন ভোগ করে—অথবা যাঁহাদের জ্বরে নাওয়া খাওয়া (স্নান ও আহার) সহ্য হয়—এক-কৌটা অমৃতাদি বটিকা ব্যবহার করিলেই তাঁহারা বেশ উপকার পাইবেন।

কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাঁহাদের জ্বর আট্‌কাইয়া গিয়াছে—শরীর শোধরাইতেছেনা—তাঁহাদের পক্ষে অমৃতাদি বটিকা অতি সুন্দর। সামান্য সর্দ্দি লাগিলেই যাঁহাদের জ্বরভাব হয়—অমৃতাদি বটিকা দুই এক দিবস ব্যবহার করিলেই তাঁহাদের শরীর খট্‌খটে হইয়া যায়।

ডাক্তারী চিকিৎসায় যাঁহারা জ্বর হইতে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই—শরীরের ম্যাজ্‌ম্যাজানি সারে নাই, ক্ষুধা হয় নাই—বল পান নাই—অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে তাঁহারা বড়ই আশ্চর্য্য ফল পাইয়া থাকেন। রোগ শীঘ্রই দূরে পলায়ন করে এবং শরীর সুস্থ ও সবল হয়।